VYĀKARAṆA DARŚANERA ITIHĀSA

Being

An Historical Study of Sanskrit Grammatical Literature in all its philosophical bearings from critical and comparative points of view

Vol. 1

কালীঘাট-কালিকা-গ্রন্থমালা

ক্রমিক সংখ্যা ৬

ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীগুরুপদ হালদার বি. এল্.,

সরস্বতী-দর্শনসাগর-বেদান্তভূষণ প্রণীত
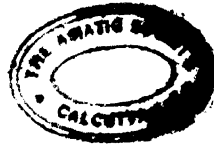
১৩৫০ বঙ্গাব্দ

শ্রীগুরুপদ হালদার
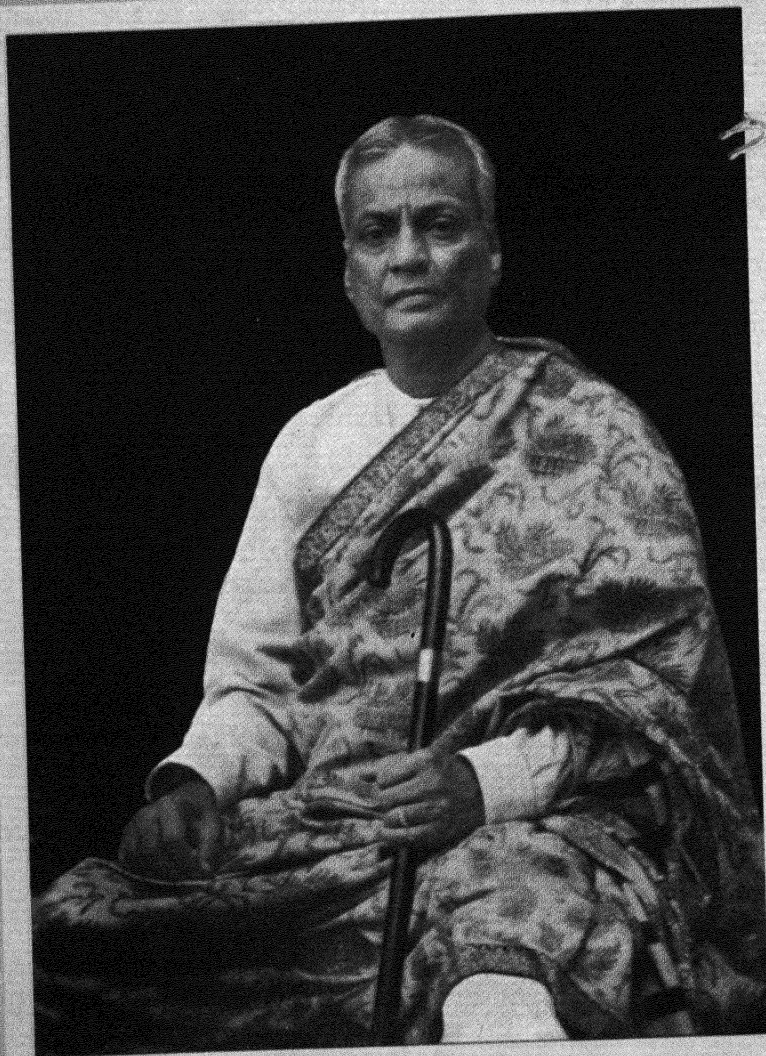
To

My Alma Mater

--the University of Calcutta--

is dedicated in filial piety

this Volume of

"ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস"

which is essentially

An Historical Study of Sanskrit

Grammatical Literature in all its

philosophical bearings from

critical and comparative

points of view.

প্রাক্ কথন

গৌর্গৌঃ কামদুঘা ব্রহ্মদুঘা গৌঃ।
ব্রহ্মদুঘা গৌঃ সদা ব্রহ্মদুঘা গৌঃ।
ব্রহ্মদুঘা গৌঃ। হাহা! ব্রহ্মদুঘা গৌঃ।
গৌর্গৌঃ কামদুঘা ব্রহ্মদুঘা গৌঃ।

গ্রন্থখানির নাম 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। অঙ্গ আবার ষড়্‌বিধ থাকায় শাস্ত্রান্তরে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে—'শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। তদনুসারে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—'প্রধানং চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্'। কারণ ব্যাকরণনিমিত্তক পদ-পদার্থের বোধ ব্যতীত তন্মূলক বৈদিক বাক্যার্থের বা বাক্যাবসায়ের জ্ঞানোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। ব্যাকরণশব্দের নির্ব্বচন হইতেছে—'বিবিধপ্রকারেণাক্রিয়ন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্' অর্থাৎ 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে অর্থবত্তয়া প্রতিপাদ্যন্তে শব্দা যেনেতি ব্যাকরণম্'। সুতরাং যাহাতে লক্ষ্য এবং লক্ষণ সমুদিত হইয়া থাকে তাহাই ব্যাকরণ। লক্ষ্য-লক্ষণ অর্থাৎ শব্দ ও সূত্র। 'অর্থপরিজ্ঞানমেব হি বাচাং ফলম্' এই যুক্তিবশতঃ শব্দসম্বন্ধীয় সংস্কারচিন্তার ন্যায় স্বরচিন্তাও বেদাঙ্গব্যাকরণের একটী অপরিহার্য্য বিষয়। কারণ স্বরের এবং সংস্কারের জ্ঞান ব্যতীত বেদপাঠ বা মন্ত্রাদিপ্রয়োগ নিষ্ফল হইয়া পড়ে। তৈত্তিরীয়সংবাদ উপজীব্য করিয়া স্বরজ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য শিক্ষাশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"

সম্যগ্ অর্থাববোধের জন্য সংস্কারজ্ঞানও আবশ্যক। তদ্‌ব্যতীত শব্দের সুপ্রয়োগ কখনই সম্ভবপর হয় না। অর্থাববোধের প্রয়োজনসম্বন্ধে স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥"

শব্দের সুষ্ঠুপ্রয়োগ প্রভূতমঙ্গলদায়ক, কিন্তু স্বরাপরাধে যজমানের ন্যায় শব্দের দুষ্প্রয়োগে প্রয়োক্তাও হিংসিত হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে অবধাতব্য প্রামাণিকোক্তি আছে—

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস

"গৌ গৌ: কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ।
দুষ্প্রযুক্তা পুন র্গোত্বং প্রযোক্তুঃ সৈব শংসতি॥" *

শব্দের অর্থবোধসহকৃত সুপ্রয়োগের প্রশংসা বেদেই শুনা যায়—"একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।" বিচিকিৎসাবশতঃ মনে হইতে পারে—'যদ্যেকঃ শব্দঃ··· কামধুগ্ ভবতি কিমর্থং দ্বিতীয় স্তৃতীয়শ্চ প্রযুজ্যতে?' ইহার সমাধানে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ন বৈ কামানাং তৃপ্তিরস্তি" (৬।১।৮৪)। সুতরাং শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বরাদিজ্ঞান উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ প্রযুজ্যমান মন্ত্রসমূহ কখনই অভীষ্টসিদ্ধির উপায় হইতে পারে না। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে—"অনাম্নাতেষমন্ত্রত্বম্···" (২।১।৩৪)। আপস্তম্বও বলিয়াছেন—"অনাম্নাতা অমন্ত্রা যথা প্রবরোহনামধেয়গ্রহণানি"।

বেদাঙ্গব্যাকরণের লক্ষণসমূহ ত্রিমুনিপ্রসাধিতগ্রন্থে প্রায়শঃ চরিতার্থ হইলেও শ্রুতিসংক্রান্ত স্বরোপদেশের বা শব্দসংস্কারের অভাবপ্রযুক্ত কৌমারাদিগ্রন্থেরও বেদাঙ্গত্ব কি কল্পনীয়? প্রস্থানভেদে অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদনসরস্বতী লিখিয়াছেন—"কৌমারাদিব্যাকরণানি ন বেদাঙ্গং লৌকিকপদমাত্রসাধুত্বাখ্যানপরত্বাৎ"। কিন্তু বেদেও লৌকিক পদের অভাব নাই। কোনও কোন স্থলে আবার বৈদিক এবং লৌকিক পদসংস্কারের পরস্পর-সাপেক্ষতাও দৃষ্ট হয়। নিরুক্তে স্মৃত হইয়াছে—"অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে দমূনাঃ ক্ষেত্রসাধা ইতি; অথাপি নৈগমেভ্যো ভাষিকা উষ্ণং ঘৃতমিতি।" (২।২।২)। সকল পদের সংস্কার উপদিষ্ট না হওয়ায় পাণিনীয়গ্রন্থেও 'উণাদয়ো বহুলম্' প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা প্রাচীন ঋষিদের গ্রন্থ ব্যপদিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে উহার বেদাঙ্গত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং কৌমারাদি ব্যাকরণেও যদি লৌকিক পদের সাধুত্ব দেখাইবার প্রসঙ্গে বৈদিকপদাদি-সংস্কারের জন্য প্রাচীন ঋষিগ্রন্থসমূহ ব্যপদিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহাদের বেদাঙ্গত্বই বা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাদিষ্ট হয় কেন?

ঐন্দ্রব্যাকরণের "সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢ়েঃ" সূত্রের অনুস্মরণবশতঃ কৌমারে সূত্রিত হইয়াছে—"লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ" (স০ ২৩)। ইহার বৃত্তিতে যাহা কথিত হইয়াছে তৎসমুদায় সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—"সূত্রেষ্বেব হি তৎসর্ব্বং যদ্ বৃত্তৌ সমুদাহৃতম্"। কুমারিল বলিয়াছেন—"সূত্রেষ্বেব হি তৎসর্ব্বং যদ বৃত্তৌ যচ্চ বার্ত্তিকে।" বৃত্তিকারের প্রতিজ্ঞাও আছে—'কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকম্'। উক্ত সূত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"লোকানামুপচারো ব্যবহারস্তস্মাদনুক্তস্যাপি গ্রহণস্য সিদ্ধি র্বেদিতব্যেতি। নিপাতাব্যয়োপসর্গকারককালসংখ্যালোপাদয়ঃ।······

---

* গৌর্বাণী সম্যক্ প্রযুক্তা কামমপেক্ষিতং দুগ্ধে প্রদত্ত ইতি কামদুঘা গো র্ধেনুঃ কামধেনুরিত্যর্থঃ। যদি দুষ্প্রযুক্তা তর্হি সা বাণী প্রযোক্তুঃ প্রয়োগকর্ত্তু র্গোত্বং বৃষত্বং শংসতি কথয়তি।

প্রাক্ কথন

বৈদিকা লৌকিকশ্চৈব যে যথোক্তা স্তথৈব তে।
নির্ণীতার্থা স্তু বিজ্ঞেয়া লোকাত্তেষামসংগ্রহঃ॥"

বৃত্তিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য টীকাকার দুর্গসিংহের মতানুসারে পঞ্জীকার ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"বৈদিকাঃ শব্দা লৌকিকৈজ্ঞঃ পুরুষৈঃ যে যথোক্তা যেন প্রকারেণ বেদে প্রতিপাদিতা স্তথৈব প্রকারেণ তে নির্ণীতার্থাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগোহনদ্বারেণ নিশ্চিতার্থা মন্তব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি—বেদে হি লৌকিকা এব শব্দা বহবঃ প্রযুজ্যন্তে, তেন তেষাং ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণেতরেষামপি বৈদিকানাং লৌকিকজ্ঞত্বাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগোহন-সমর্থৈঃ শক্যতে ব্যুৎপত্তিঃ কর্তুমিত্যর্থঃ। তর্হি লৌকিকা অপি সর্ব্বে শব্দা লোকত এব বিজ্ঞাস্যন্তে কিমনেনেত্যাহ—লোকাদিতি। লোকাদবধে স্তেষাং লৌকিকানাং শব্দানা-মসংগ্রহঃ সম্যগ্ গ্রহণং ন ভবতীত্যর্থঃ।"

ব্যাখ্যা হৃদ্য নহে এবং বৃত্তিকারেরও অভিপ্রেত নহে। সেইজন্য 'ন হি ছন্দাংসি ক্রিয়ন্তে, নিত্যানি ছন্দাংসীতি' বা 'বেদবাক্যেষু যত্নস্তি নিয়মঃ কেন বার্য্যতে' এইজাতীয় প্রমাণবশতঃ কবিরাজে সুষেণবিদ্যাভূষণ টীকাপঞ্জীর কথায় অত্যন্ত নীরব। ইহা তাঁহার বৈপশ্চিৎস্বভাবের ব্যতিক্রমবিশেষ। সত্য কথা বলিলে টীকাপঞ্জীর মর্য্যাদা যায় এবং টীকাপঞ্জীর মর্য্যাদা রাখিলে সত্যের অপলাপ হয়—এইরূপ বিকল্পহেতু নিশ্চয়ই তিনি ভাবিয়া থাকিবেন—

"কুটুম্বমপি মে প্রেয়ঃ প্রেয়াং স্বমপি হে সখে।
কিং করোমি দ্বিধাচিত্ত ইতো ব্যাঘ্র ইত স্তটী।"

যাহাই হউক, 'বাক্যানি সোপস্করাণি ভবন্তি' এই ন্যায়ানুসারে আমরা বৃত্ত্যুক্ত শ্লোকটীর অন্বয় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য এইরূপ মনে করি—(ইহোক্তাতিরিক্তা যে নিপাতাব্যয়োপসর্গ-কারককালসংখ্যালোপাদয় স্তে লোকতো বিদিতত্বেন সিদ্ধত্বাল্লৌকিকাঃ)। যে তু বৈদিকাঃ (বেদে ভবাঃ) তে যথোক্তাঃ (পরাবরতত্ত্বজ্ঞৈ র্বিদিতবেদিতব্যৈ রধিগতযাথাতথ্যৈ স্তত্রভবদ্ভি-রাতিদেশিকতার্ত্তীয়ীকৈ র্ঋষিভি র্ব্রাহ্মণেতিহাসপুরাণপ্রাতিশাখ্যগাণীপদগাঢোপলেখসূত্রবৃহ-দ্দেবতানিরুক্তনৈরুক্তব্যাকরণপাণিনীয়সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যাদিষু শ্রুতিস্মৃতিষু) যথাপ্রোক্তা স্তথৈব নির্ণীতার্থা বিজ্ঞেয়াঃ (শ্রুতিস্মৃতিত্বেনাবধারিতার্থা মন্তব্যাঃ, ন পুন স্তত্র প্রতিকূলতর্কৈ রাক্ষেপা উন্নেয়াঃ। কৈঃ? বৈদিকজ্ঞৈঃ) লৌকিকজ্ঞৈশ্চ। (পুনশ্চোদয়তি—কিমর্থমেতৎসূত্রাভিপ্রায়েণ লোকাৎ তৈষাং গ্রহণং নেষ্যতে? তদাহ—) লোকাৎ (কাব্যকোষাদিতো বৈয়াকরণসময়বিদঃ প্রামাণিকাদে র্ব্যবহারাচ্চ) তেষামসংগ্রহঃ (লৌকিকশব্দানাং সংগ্রহসম্ভবেঽপি বৈদিকশব্দানাং সংগ্রহো ন সম্ভবতি। অত্রার্থে কাচিৎ প্রাচীনোক্তিরনুগ্রাহিকা ভবতি—'বেদাম্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ' ইতি। কশ্চিদাক্ষিপতি—নেদং সোপপত্তিকং ভাতি, তথাপি কিমুদ্দিশ্য ভবানেবং ভাষতে? তত্র সমাধীয়তে—ন হি প্রাকৃতৈ র্ঋষিভিরিব সম্প্রতি ক্ষীণপুণ্যে কালে লোকব্যবহারবিদ্ভি রপি পুরুষৈ র্বৈদিকশব্দশক্তিস্বাভাব্যং নির্ণেতুং মন্ত্রাভিপ্রায়েণ

শব্দাংশ্চ ব্যুৎপাদয়িতুং বা শক্যম্)। আমরা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়া শ্লোকটীর এইরূপ তাৎপর্য্যাবধারণ করি নাই, কারণ গণরত্নমহোদধিকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন—

"লৌকিকব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ।
বৈদিকেষু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ত্ততাম্॥"

ইহা ব্যতীত 'লোকোপচার' সূত্রীয় বৃত্তির ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গসিংহ যাহাই বলুন না কেন, নমস্কারপাদের টীকায় লৌকিক এবং বৈদিক শব্দসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়া থাকে। লৌকিক পদসংস্কারের উপদেশ দিবার ব্যবস্থাহেতু এবং বৈদিকপদসংস্কারের জন্য শ্রৌত স্মার্ত্ত ও আর্ষ গ্রন্থের ব্যপদেশহেতু কৌমারাদিব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব সর্ব্বতোভাবে নিরাস করা উচিত নহে।

ত্রিমুনিব্যাকরণে স্বরচিন্তা একটী প্রধান বিষয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যাকরণে উহার অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য কি উহাদের বেদাঙ্গত্ব ব্যাহত নহে? না। ত্রিমুনিব্যাকরণে স্বরোপদেশ থাকিলেও বেদের শাখাবাহুল্যহেতু উপনিষৎ-প্রাতিশাখ্য-বিবিধশিক্ষাগ্রন্থ-শান্তনবীয়ফিট্‌সূত্রাদি সৌবরশাস্ত্র ব্যতীত উহার পূর্ণতা কল্পনীয় নহে। ইহাতেও যদি ত্রিমুনিব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্বই বা ব্যাহত হইবে কেন? ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"শ্বা কর্ণে বা পুচ্ছে বা ছিন্নে শ্বৈব ভবতি নাশ্বো ন গর্দ্দভঃ"।

সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর আবার স্বরোপদেশের পরিবর্ত্তে প্রাকৃতভাষাদির উপদেশ দিয়াছেন। বেদচর্চ্চায় ইহার কোনও উপযোগিতা নাই। সুতরাং একটী প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব এবং অন্য একটী অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উদয় দেখিয়া কেহ বা বলিতে পারেন, সংক্ষিপ্তসারের অবশিষ্টভাগও অবেদাঙ্গ হইয়াছে, কারণ আতঞ্চন দিয়া দুগ্ধের দুগ্ধত্ব রাখা কি সম্ভবপর? এ কথা ঠিক নহে। স্বরচিন্তা না থাকিলেও এবং প্রাকৃতোপদেশ (rules of spoken dialect) থাকিলেও ইহার যে যে অংশ ঋষিসম্প্রদায়ের আনুকূল্যভাগী তাহাদের বেদাঙ্গত্ব দুরুচ্ছেদ বলিয়া মনে হয়। কুমারিল বলেন—'ন হি গো র্গড়ুনি জাতে বিষাণে বা ভগ্নে গোত্বং তিরোধীয়তে'।

বৌদ্ধ বা জৈন ব্যাকরণও কি বেদাঙ্গ? ইহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। শ্রীতত্ত্বনিধিনামক বৈষ্ণবগ্রন্থের "ঐন্দ্রং চান্দ্রম্···" ইত্যাদি শ্লোকে বৌদ্ধদের চান্দ্রব্যাকরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কবিকল্পদ্রুমে বোপদেবগোস্বামী "ইন্দ্র শ্চন্দ্রঃ ··" ইত্যাদি শ্লোকে জৈনেন্দ্রব্যাকরণকৃৎ পূজ্যপাদ দেবনন্দী জৈনেন্দ্রের নাম করিয়াছেন। মনে হয়, 'শাব্দিকাঃ শব্দতৎপরাঃ' ন্যায়বশতঃ শব্দব্রহ্মাধিকারে ইঁহারা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির পক্ষপাতী নহেন। তবে পাতঞ্জলসম্প্রদায়ে এ সকল গ্রন্থের আদর নাই। তাঁহাদের মতে কোনও অনার্ষ সূত্র বা কোনও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে। এমন কি, জয়াদিত্যের কাশিকাও তাঁহাদের নিকট সঙ্কুচিত। আমরা বলি, কালের পরিবর্ত্তনহেতু এখন কেবল বেদাঙ্গমাহেশ্বরের অনুকূল হইলেই শর্ব্ববর্ম্মা হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত যে কোনও বৈয়াকরণের ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ বলাই সঙ্গত।

ইহা অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় নহে। কারণ মূলপ্রবক্তার প্রামাণ্যহেতুই উহার প্রামাণ্য। তন্ত্রবার্তিকে কুমারিল বলিয়াছেন—"যান্যপ্যপ্রত্যয়িতপুরুষবচনানি প্রমাণান্তরসঙ্গতার্থানি ভবন্তি তান্যপি সত্যত্বেনাবধার্য্যন্তে···" (১।৩।১১)। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থে যে যে অংশ ঋষিসিদ্ধান্তের প্রতিকূল তৎসমুদায়ের বেদাঙ্গত্ব কল্পনীয় নহে।

বেদান্তাদি শাস্ত্রই দর্শননামে প্রসিদ্ধ, সুতরাং ব্যাকরণকে দর্শন বলা হইল কেন তাহা লইয়া প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ব্যাকরণকে দর্শন বলায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় নাই, বরংচ উহার গৌরবহানি হইয়াছে। কারণ উভয়শাস্ত্রের স্থিতিত্ব অনুক্তসিদ্ধ হইলেও দর্শন বেদের উপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত, আর ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। কেহ কেহ বলেন—দর্শনের প্রতিপাদ্যবিষয় বেদে অন্তর্নিহিত বলিয়া বেদের সমকালীন, আর তৈত্তিরীয়মতে ব্যাকরণ ইন্দ্রপ্রণীত বলিয়া উহা বেদের পরবর্ত্তী। সেজন্য উক্তিও আছে—'ব্যাকরণং নামেয়মুত্তরা বিদ্যা'। কিন্তু ভগবান্ গৌতম এবং আপস্তম্ব কোনও পৌর্ব্বাপর্য্য না ভাবিয়া ব্যাকরণের বেদত্ব খ্যাপন করিয়াছেন (১৬৪ পৃঃ)। সত্য সত্যই, যাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব নির্ব্বিকল্পে স্বীকৃত হয় তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য কি সম্ভবপর? প্রথমে আমার আবির্ভাব এবং তারপর আমার মুখের আবির্ভাব—এরূপ কল্পনা ত বস্তুবৃত্তের অনুকূল নহে। কাতন্ত্রটীকাকার দুর্গসিংহ বলেন—'করচরণলক্ষণাদিকং বিহায় কো নাম বিদ্বানদৃষ্টপরিকল্পনমাদ্রিয়তে? যুক্তং চাদৃষ্টং বিহায় দৃষ্টপরিকল্পনম্' (কৃৎ ৩২৯)। যে সময়ে যোগানুগত ঋষিদের মুখপদ্ম হইতে মন্ত্রের আবির্ভাব হয় তখনই ত মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণও অবতীর্ণ হইয়াছিল। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এক সময়ে যাহা মন্ত্রবর্গে প্রসুপ্ত থাকায় কেবল মুখ্য ঋষিদের অনুভবসিদ্ধ ছিল তাহা কালক্রমে দৈবপ্রযত্নবশতঃ আতিদেশিক ও তার্ত্তীয়ীক ঋষিসম্প্রদায়ে এবং তারপর ব্রাহ্মণদের পরিষদ্‌বদ্ধ চক্রে চক্রে উদার হইয়া পড়ে (৫২,৪৮৮-৯ পৃঃ)। আর তিলাদির নিষ্পেষণেই স্নেহপদার্থের নিঃসরণ হয়, বালুকানিষ্পেষণে নহে। সাংখ্যবৃদ্ধেরা বলিতেন—'দোহনেন সৌরভেয়ীষু পয়স উৎপত্তি র্ন তু সৌরভেয়েষু' অর্থাৎ গবীদোহনেই দুগ্ধ পাওয়া যায়, বৃষদোহনে নহে। সুতরাং মন্ত্রবর্গ সমুদ্রধ্বনির ন্যায় একাকার হইলেও তন্মধ্যে প্রকৃতি প্রত্যয় পদ ও বাক্যাদি না থাকিলে কি ইন্দ্রের ব্যাকরণ করা সম্ভবপর হইত? দার্শনিকদের উক্তি আছে—

"অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ।
অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তি মিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ॥" (মাঠরবৃত্তি)।

ব্যাকরণকে উত্তরা বিদ্যা বলা হয় সত্য, কিন্তু 'উত্তর' শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠত্ববাচক, আনন্তর্য্যবাচক নহে। পতঞ্জলিমুনি ব্যাকরণকে 'সর্ব্ববেদপারিষদং হীদং শাস্ত্রম্' বলিলেও আদরবশতঃ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য স্বয়ং শ্রুতি উহাকে বেদের বেদ বলিয়াছেন (ছা০ উ০ ৭।১।৫)। কারণ ব্যাকরন না জানিলে মন্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা অবশ্য স্তুতিবাদ হইতে পারে,

আমরা কিন্তু স্তুতিমুখেও ব্যাকরণকে বেদের বেদ বলি নাই, বেদ বলি নাই, বেদতুল্যও বলি নাই, কেবল দর্শন বলিয়াছি। আর দর্শনের লক্ষণসমূহ ব্যাকরণে চরিতার্থ হওয়ায় উহাকে দর্শন বলা শিষ্টসমাজে গর্হণীয় নহে। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে 'পাণিনিদর্শন'ই তাহার দৃষ্টচর প্রমাণ। তথাপি কেহ আপত্তি করিলে বলিব—"সুদুস্তরং ব্যাকরণং স্তবীমি ভূয়স্তবীমীহ হিতেচ্ছয়েতি।" এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা গ্রন্থস্থ উপোদ্‌ঘাতের ১৬১ হইতে ১৬৫ পৃষ্ঠায় উপনিবদ্ধ আছে।

আরবদেশীয় ভারতপর্য্যটক Al-Beruni মহোদয় ১০৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—'ইতিহাসের নিয়মানুসারে নানাবিধ ঘটনার ক্রমানুসারী এবং কালানুসারী বিবরণরক্ষার প্রতি হিন্দুদিগের কোনও প্রকার চেষ্টা বা যত্ন নাই, সুতরাং কোনও প্রাচীন রাজার সম্বন্ধে কিছু বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতপ্রকাণ্ডেরা বিব্রত হইয়া অবাধে কতকগুলি মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করেন' (Alberuni's India, English Ed.)। অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেব বলেন—'ইতিহাস বলিলে এখন যাহা বুঝায় তাহা ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত'। কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতবর্ষে ইতিহাসের অভাবপ্রযুক্ত হিন্দু মনীষীদের নানা হাস্যাস্পদ উদাহরণ দেখাইয়াছেন, যেমন—

(১) গণরত্নমহোদধিতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় নবমখৃষ্টশতাব্দীয় জৈন শাকটায়নকে পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষি শাকটায়ন বলিয়াছেন। অথচ দুইজনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান ছিল।

(২) মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ১৪খৃষ্টশতাব্দীয় সায়ণাচার্য্য কখনও 'কাশ্যপীয় ব্যাকরণ'কৃৎ প্রাচীন বৌদ্ধ কাশ্যপকে, কখনও বা 'বালাববোধন' ব্যাকরণপ্রণেতা সিংহলদেশীয় নবীন বৌদ্ধ কাশ্যপকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষি কাশ্যপ বলিয়া তাঁহাদের মতবাদ দেখাইয়াছেন। মহর্ষি কাশ্যপের সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ কাশ্যপের সাময়িক ব্যবধান অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর এবং তাঁহার সঙ্গে নবীন কাশ্যপের সাময়িক ব্যবধান প্রায় আড়াই হাজার বৎসর।

(৩) অমরকোষের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ বলেন, নামলিঙ্গানুশাসনপ্রণেতা অমরসিংহই কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ। তিনি লিখিয়াছেন—

"দুর্গসিংহপ্রচারিতে নামলিঙ্গানুশাসনে। লভতে হ্যমরোপাধিং রাজেন্দ্রবিক্রমেণ সঃ॥
বিদ্যাকীর্ত্তিপ্রভাবেণামরত্বং লভতে নরঃ। স রত্নং নবরত্নানাং তদ্‌গুণেন সুশোভিতঃ॥"

অথচ উভয়ের মধ্যে প্রায় ৪০০ বৎসরের ব্যবধান। ইহা ব্যতীত অমরসিংহ বৌদ্ধ এবং দুর্গসিংহ বীরশৈব। অমরকোষের 'যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোঃ' ইত্যাদি শ্লোক এবং তদুপরি ক্ষীরস্বামীর ও সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা দেখিলে অমরের বৌদ্ধত্বে আর সন্দেহ থাকে না। কাতন্ত্রোণাদিপ্রকরণের প্রথম শ্লোকই দুর্গসিংহের শৈবত্বপ্রতিপাদক। অমরকোষের ন্যায় দুর্গসিংহেরও একখানি কোষগ্রন্থ ছিল। অমরকোষোদ্‌ঘাটনে ক্ষীরস্বামী ঐ গ্রন্থ হইতে নামগ্রহণ-

পূর্ব্বক বচনোদ্ধার করিয়াছেন—"দুর্গস্ত—'সর্ব্বজ্ঞভিষজৌ বৈদ্যাবাত্মা কামশ্চ হৃচ্ছয়ৌ। ফলকল্যাণয়ো র্ভব্যম্'...॥" (২১২ পৃঃ)। এই লুপ্ত কোষকে অমরকোষ ভাবিয়া বোধ হয় শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিতের ঐরূপ ভ্রম হইয়াছে। কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতিদত্ত ইঁহার নাম করিয়াছেন (স্ত্রীত্ব ৯২, ৩৯৯ পৃ০)।

(৪) সুপদ্মমকরন্দকৃদ্ বিষ্ণুমিশ্রাদি টীকাকারগণ পাতালবিজয়কৃৎ পাণিনি কবিকে অষ্টাধ্যায়ীকৃৎ পাণিনি মুনি বলেন। অথচ উভয়ের মধ্যে ১৫০০ বৎসরের ব্যবধান। ইতিহাস না জানিবার ফলে টীকাকারগণ সূক্ষ্মবিচার দ্বারা শব্দশাস্ত্রে জগদ্‌গুরু পাণিনিতে পাতালবিজয়ের যে সকল ব্যাকরণসম্বন্ধীয় স্খলন আরোপ করিয়াছেন তাহা এখন স্কুলকলেজে কোনও পাঠার্থীর পক্ষেও সম্ভবপর নহে।

(৫) কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ বররুচিকাত্যায়নকে সার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রকার বলেন। সর্ব্ববর্ম্মা সাতবাহন রাজার আচার্য্য ও মন্ত্রী। বররুচিকাত্যায়ন শ্বোভূতি রাজার গুরু এবং মহাপদ্মনন্দের মন্ত্রী। এখন স্কুলকলেজের যে কোনও পাঠার্থীও জানে যে, ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০০ বৎসরের ব্যবধান ছিল।

(৬) কলাপটীকাকার দুর্গসিংহের প্রায় সামসময়িক কাশ্মীরক পণ্ডিত যোগরাজ তদীয় কাতন্ত্রপাদপ্রকরণসঙ্গতির ১৪সংখ্যক শ্লোকে মহর্ষি শাকটায়নকে কলাপের কৃৎসূত্রকার বলিয়াছেন। অথচ সর্ব্ববর্ম্মার প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি শাকটায়নের তিরোভাব হয়।

(৭) প্রক্রিয়াকৌমুদীর 'প্রসাদ' নামক টীকায় বিট্‌ঠল স্বামী বৃত্তিকার দুর্গসিংহকে কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রকার বলিয়াছেন (৩।২।২৬)। অথচ দুর্গসিংহের বহুপূর্ব্বে বররুচি উহার 'চৈত্রকূটী' বৃত্তি প্রণয়ন করেন।

(৮) কৌমারগণ বৃত্তিকার দুর্গসিংহকে টীকাকার দুর্গসিংহ বলেন। ইহা ইতিহাস না জানার ফল। কারণ বৃত্তিকারের নাম ছিল—দুর্গসিহ্ম এবং টীকাকারের নাম ছিল—দুর্গগুপ্তসিংহ। কৌমারগণ উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করায় 'দুর্গসিহ্ম' নামটীর এবং 'গুপ্ত' নামাংশটীর লোপ হইয়াছে। 'সিহ্ম' শব্দ লইয়া কলাপের 'সিনোতে র্মোঽন্তো হক্' (উ০ ২৯২) সূত্রের বৃত্তিতে তিনি বলিয়াছেন—"সিনোতে র্হক্ প্রত্যয়ো ভবতি, মোঽন্তশ্চ। ষিঞ্ বন্ধনে সিনোতি হিনস্তি জীবানিতি সিহ্মো মৃগপতিঃ। যদ্যপি বন্ধনে তথাপি হিংসার্থোঽনেকার্থত্বাদ্ধাতূনামিতি।" (কাতন্ত্রোণাদিসূত্রাণি দুর্গসিহ্মবিরচিতানি—p 57, Dr T. R. Chintamani's edition from Madras University)। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'ইতি দৌর্গসিহ্ম্যামুণাদিবৃত্তৌ ষষ্ঠঃ পাদঃ সমাপ্তঃ'। আবার কি কি গ্রন্থ কোন্ কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছে তাহা জানা থাকিলে উভয়কে এক ব্যক্তি বলা অসম্ভব। কারণ কোন্ কোন্ গ্রন্থের বিষয় বৃত্তিকারের জ্ঞানারূঢ় এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থের বিষয় টীকাকারের জ্ঞানারূঢ় তাহা

পরীক্ষা করিলেই উভয়ের ভিন্নত্বে আর কোনও সন্দেহ থাকে না ; যেমন বৃত্তিকার দুর্গসিংহ ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় কাশিকাবৃত্তি জানিলেও অষ্টমখৃষ্টশতাব্দীয় কাশিকান্যাস বা নবম খৃষ্ট-শতাব্দীয় অভিনবশাকটায়নীয়গ্রন্থ জানেন না, টীকাকার কিন্তু এ সকল গ্রন্থের বচন প্রায়শঃ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, বৃত্তিকার দুর্গসিংহ ৭-৮ খৃষ্ট শতাব্দীয় জয়াদিত্য-বামনের পরবর্ত্তী হইলেও ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় অভিনব শাকটায়নের পূর্ব্বে বা সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং বৃত্তিতে কাশিকার বচনাদি থাকিলেও অভিনব শাকটায়নীয় শব্দানুশাসনের বা অমোঘবৃত্তির নাম বচন বা মতবাদ নাই। টীকায় যখন নাম-গ্রহণপূর্ব্বক অভিনব শাকটায়নের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তখন উহা অবশ্যই ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় অভিনব শাকটায়নের পরবর্ত্তী। আবার নবমখৃষ্টশতাব্দীয় ভাগবৃত্তিকার বিমলমতিকে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ জানেন না, কারণ যোগ্যস্থলেও বিমলমতির নাম বা বচন পাওয়া যায় না। টীকাকার দুর্গসিংহ কিন্তু বিমলমতির শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন—"বিশেষ্যস্য বিশেষেণ মিলিতং যুক্ত-মুচ্যতে।......" ইত্যাদি। শ্লোকটী যে বিমলমতির তাহা পঞ্জী হইতে উপপন্ন হইবে (চ ২৫৯)। বিমলমতিই যে ভাগবৃত্তিকার তাহা শ্রীপতির কথা হইতে প্রমাণিত হয় (কাতন্ত্রপরিশিষ্ট সন্ধি—১৪২ সূত্রীয়বৃত্তি)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, নবম খৃষ্টশতাব্দীয় বিমলমতি বৃত্তিকারের পরবর্ত্তী, কিন্তু টীকাকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। এতদ্‌ব্যতীত নমস্কারপাদের টীকায় বৃত্তিকারের 'ভগবৎ'-পদবাচ্যত্ব বা বৃত্তিকার হিন্দু এবং টীকাকার বৌদ্ধ—ইহাও ইতিহাসকে সমর্থন করে। আর ব্যাখ্যাকৌশলের দ্বারা টীকাকারের বৌদ্ধত্ব স্থগিত রাখিবার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ষট্‌কারককারিকার 'ভগ্নং মারবলং যেন নির্জ্জিতং ভবপঞ্জরম্। নির্ব্বাণপদমারূঢ়ং তং বুদ্ধং প্রণমাম্যহম্।' এই প্রণাম শ্লোকে তাঁহার বৌদ্ধত্ব স্বতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেব বুদ্ধরূপে পূজিত হইলেও আমরা কি তাঁহাকে বুদ্ধ বলিব ?

(৯) কালাপকদের মধ্যে দুইজন ত্রিলোচনকে কেহ কেহ এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পঞ্জীকার ত্রিলোচনদাস মেঘদাসের পুত্র, গদাধরদাসের পিতা, ১১-১২ খৃষ্ট-শতাব্দীয় বল্লালসেনের বর্ষীয়ান্ সামসময়িক এবং কায়স্থ ; আর 'কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট'কার এবং 'রত্নাবলী'নামকবৈদ্যগ্রন্থকৃৎ ত্রিলোচন মাধবদাসকবিচন্দ্রের পুত্র, চক্র রীতরহস্যকৃৎ কবিকণ্ঠহারের পিতা, বরিশালের রাজা কন্দর্প নারায়ণের সামসময়িক এবং বৈদ্য। কবিকণ্ঠহার সংগ্রামসিংহের সমকালীন। তাঁহার ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দীয় বৈদ্যকুলপঞ্জীতে লিখিত আছে— 'সংগ্রামসাহতনয়াপাণিগ্রহণপীড়িতঃ। হরিনাথো নিজদেশাদতিদূরমুপাগতঃ।' সংগ্রামশাহ অর্থাৎ ক্রুরসিংহের পুত্র সংগ্রামসিংহ যিনি 'বালশিক্ষা' নামে কাতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (manual) প্রণয়ন করেন। ইনি ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। যাঁহার পুত্র ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যকুলপঞ্জী করিয়াছেন, তিনি কখনই ১৬খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। অতএব 'ত্রিলোচন' নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন।

(১০) কোনও কবির মতে শবরস্বামীর ছয় পুত্র—বরাহমিহির, ভর্তৃহরি, বিক্রমাদিত্য, হরিচন্দ্র, শঙ্কু এবং অমরসিংহ। তিনি লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ্যামভবদ্ বরাহমিহিরো জ্যোতির্ব্বিদামগ্রণী
রাজা ভর্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ।
বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্রবৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী
শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ॥

মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী প্রথমখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়। বরাহমিহির আদিত্যসেনের ঔরসে ৫০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। রাজা ভর্তৃহরি এবং তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য ৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইঁহারা মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে গন্ধর্ব্বসেন নামক ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ভর্তৃহরি সন্ন্যাস লইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশোধর্ম্মদেব ভানুগুপ্তের নিকট হইতে বঙ্গমগধাদি অধিকার পূর্ব্বক (Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. III, p. 146, by Dr T. F. Fleet) মিহিরকুল ও হূণগণকে জয় করিয়া ষষ্ঠ খৃষ্টশতাব্দীর চরমোপান্তে 'বিক্রমাদিত্য'-উপাধিভূষিত হন। হরিচন্দ্র বিশ্বপ্রকাশকৃদ্ মহেশ্বরবৈদ্যের পূর্ব্বপুরুষ, চরকের টীকাকার এবং কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কদেবের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আর্দ্রদেবের ঔরসে এবং রথ্যাদেবীর গর্ভে ৬খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যমোপান্তে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনাভ্যুদয়প্রণেতা শঙ্কু বা শঙ্কুক নবমখৃষ্টশতাব্দীয়। কবিকল্পনায় ইঁহাকে নবরত্নের অন্যতম রত্ন বলা হইয়াছে। অমরসিংহ ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। অতএব পুরাতত্ত্ববিৎ কবির মতে বুঝিতে হইবে যে, শবরস্বামী স্বর্গগত হইবার ৬০০ বৎসর পরে তাঁহার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শঙ্কু আবার ১০০০ বৎসর পরে প্রকটিত হন। এইরূপ জ্ঞানে গর্ব্বিত হইয়া পণ্ডিতগণ আবার ইতিহাসের প্রতি গম্ভীরভাবে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমাজের নানাবিধ ভালমন্দ সংবাদের আকরস্বরূপ, তাঁহাদের নিকট প্রাচীন শাস্ত্রচিন্তকদের সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উপস্থিত হইলেই তখনি তাঁহারা জগতের ক্ষণিকত্ব স্মরণপূর্ব্বক উহার প্রতি তীব্র বৈরাগ্য দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে বলিবার প্রবৃত্তি হয়—

"কন্থাং বহসি বৈরাগিন্ বাহিকেনাপি দুর্ব্বহাম্।
শিখাযজ্ঞোপবীতাভ্যাং ক স্তে ভারো ভবিষ্যতি॥"

ইতিহাসে ভারতীয় গ্রন্থকারদের অনভিজ্ঞতা লইয়া শেষোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমরা কেবল বলিতে পারি—বয়মত্র মতবাদনিবেদনে প্রবৃত্তাঃ, যুক্তাযুক্তত্বে তু সূরয়ঃ প্রমাণম্।

মোক্ষমূলর বা আল্‌বেরুণি (Alberuni's India by Dr Edward C. Sachau) যাহাই বলুন না কেন, ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে কি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির উদয় হইত? গুণাঢ্যের বৃহৎকথা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অশোকাদির শিলালিপি,

হরিষেণাদির প্রশস্তি, রাজাদের তাম্রশাসন, ধাতুসেনের দ্বীপবংশাদিগ্রন্থ, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের হর্ষচরিত, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ, বাক্‌পতিরাজের গউডবহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী, বিল্‌হণের বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিত, যোগরাজের রাজাবলী, ইন্দ্রদত্তের বুদ্ধপুরাণ, সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ক্ষেমেন্দ্রভদ্রের ইতিহাস, শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বরের রাজমালা, শ্রীবরপণ্ডিতের রাজাবলী, প্রাচ্যভট্টের রাজাবলিপতাকা, জয়দ্রথের হরচরিতচিন্তামণি, আনন্দভট্টের বল্লালচরিত, গোপালভট্টের বল্লালচরিত, ভট্টঘটীর গুরুপরম্পরা ইতিহাস, হলায়ুধমিশ্রের শেকশুভোদয়া, জগন্মোহন-পণ্ডিতের দেশাবলীবিবৃতি, মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিত, লামা তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস, রামভদ্র দীক্ষিতের পতঞ্জলিচরিত, বেঙ্কটাচলের ত্রিমুনিকল্পতরু এবং নানাবিধ কড়্‌চা ও কুলপঞ্জিকাদি গ্রন্থ কি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্তিমূলক নহে? অতএব বিদেশীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তে আমরা উদয়নাচার্য্যের ভাষায় বলিব—'নাদৃষ্টং দৃষ্টঘাতকম্' (কু ৫।৪)।

মহাভারতাদি ইতিহাস পরম্পরাগতবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ। প্রাচীনদের মতে ইহার লক্ষণ হইতেছে—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তম্ ······॥" পুরাণও ইতিহাসবিশেষ। ইহাতে বংশাদির অনুকীর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ইহার লক্ষণ হইতেছে—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশ্যানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" কোনও পারমার্থিক মঙ্গল ব্যতীত পাঠকের শ্রম নিষ্ফল হইবে বলিয়া ইতিহাস-পুরাণে ধর্ম্মাদির উপদেশ ও সৃষ্ট্যাদির রহস্য উল্লিখিত থাকিলেও পূর্ব্ববৃত্তকথার এবং বংশ্যানুচরিতের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। সেইজন্য কৈয়টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বচরিতসঙ্কীর্ত্তনমিতিহাসঃ, বংশ্যাদ্যনুকীর্ত্তনং পুরাণম্।" এ সকল গ্রন্থে ঘটনাবলীর ক্রম অনেকটা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সময়ের নির্দ্দেশ নাই। আর কবির লেখনীপ্রসূত বলিয়া স্থানে স্থানে অনেক বিষয় অতিরঞ্জিত ও কাব্যগুণান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য উহাদের উপভোক্তাও চতুর্ব্বিধ—ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং ধার্ম্মিক।

প্রাচীন ইতিহাসের পূর্ব্ববৃত্তান্তকথন এবং পুরাণের বংশানুকীর্ত্তন—এই দুইটী পুরাতন ব্যবহার বর্ত্তমানকালের ইতিহাসেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং সরণিভেদ থাকিলেও প্রাচীন প্র হইতে নবীন প্রথা অত্যন্ত ভিন্ন নহে। তবে সময়নির্দ্দেশের সহিত নিরূঢ় ঘটনাবলীর যাথাতং রক্ষা করাই নবীন প্রথার একটী বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান কালের ইতিহাস সাধারণতঃ দুই ভা বিভক্ত—লৌকিক এবং সাহিত্যিক। লৌকিক ইতিহাসে সান্ধিবিগ্রহিক রাজাদের বংশচরি জীবনবৃত্তান্ত ও নানা নীতিসংক্রান্ত কার্য্যকলাপ এবং প্রজাদের রাজভক্তি রাজদ্রোহ ব সামাজিক পরিস্থিতি বর্ণিত হইয়া থাকে, যেমন—কল্‌হণ মিশ্রের রাজতরঙ্গিণী। সাহিত্যি ইতিহাসে গ্রন্থের সমালোচনা ও বিবরণ এবং গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ থাকে। রাজসম্বন্ধী ঘটনাবলীর সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে রাজা স্বয়ং যদি গ্রন্থকার হন বা কোনও

প্রাক্ কথন

গ্রন্থকারের সম্ভাবয়িতা হন বা কোনও গ্রন্থপ্রণয়নে সহায়তা করেন তাহা হইলে প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গত: সে সমস্ত বিবরণ দিবার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে।

যে কোনও ইতিহাস শুদ্ধ অথবা সঙ্কীর্ণ হইতে পারে। শুদ্ধ ইতিহাসে তত্ত্বাভিনিবেশের প্রাধান্যহেতু রস নাই বলিলেই চলে। তবে কোনও রসব্যতীত তত্ত্বে মনোনিবেশ সম্ভবপর নহে বলিয়া উহাতে কেবলমাত্র চমৎকার-রসের সারভূত অদ্ভুতরসের বিদ্যমানতা উপপন্ন হয়। তত্ত্বাভিনিবেশীর বাক্‌শৌচ মনঃশৌচ এবং বিবেকশৌচ শুদ্ধ ইতিহাসের প্রাণস্বরূপ। সঙ্কীর্ণ ইতিহাস ত্রিবিধ—কাব্যোপসর্জ্জনীভূত যেমন দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীয় কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী, কাব্যপ্রধান যেমন ১১-১২খৃষ্টশতাব্দীয় সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত এবং কথাপ্রধান যেমন ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী। স্তোকসত্য প্রবন্ধকল্পনার নাম কথা। ইহাও কাব্যজাতীয় গ্রন্থ। প্রামাণিকদের উক্তি আছে—'কথাখ্যায়িককাবিকাঃ'। নানাবিধ রসের উন্মেষহেতু সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। কিন্তু অদ্ভুতরস ব্যতীত অন্য যে কোনও রস ইতিহাসের বিষস্বরূপ, কারণ তাদৃশ রসাবেশে ঐতিহাসিকের বিবেকদৃষ্টি দৃষ্টি ব্যাহত হওয়ায় নানাবিধ অপসিদ্ধান্তের উদয় হয়। সেইজন্য ইতিহাসে কল্পনা বা কাব্যশোভা হেয়। প্রাগুক্ত ইতিহাসচতুষ্কের মধ্যে উত্তরোত্তরাপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বের গরীয়স্ত্ব বুঝিতে হইবে।

প্রমাণের সংখ্যা লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে বিশাল মতভেদ আছে। চার্ব্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধগণ তৎসঙ্গে অনুমানও লইয়াছেন। সাংখ্যে উপমানকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটী এবং ন্যায়শাস্ত্রে উপমানের পৃথক্‌সত্তাহেতু প্রমাণের চতুষ্টয় স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিকেরা তদ্ব্যতীত ঐতিহ্য অর্থাপত্তি সম্ভব এবং অভাব এই চারিটীকেও প্রমাণান্তর বলেন। নৈয়ায়িকদের মতে এ চারিটী প্রমাণ হইলেও প্রমাণান্তর নহে। কারণ ঐতিহ্য শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত এবং অবশিষ্ট তিনটী অনুমান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। প্রমাণবিভাগ যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিকগণ পৌরাণিকদের ন্যায় আটটী প্রমাণের পক্ষপাতী। তবে ঐতিহ্যসম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যাহার বক্তা আপ্ত নহে তাহা অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য।

আমাদের গ্রন্থখানি সাহিত্যিক ইতিহাস। তত্ত্বাভিনিবেশের অনুরোধে আমরাও রসের পরিপন্থীভূত হইয়া শুচিশীলনের সহিত গ্রন্থরচনার চেষ্টা করিয়াছি এবং রচনার পর বারবার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অধিকের ত্যাগ, ন্যূনের পূরণ, বিপর্য্যস্তের পরিবর্ত্তন এবং বিস্মৃতের অনুসন্ধান করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। প্রমাণপ্রয়োগে ঐতিহাসিকসময়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় নাই। ব্যাকরণের বৃত্তান্ত লইয়া নানা গ্রন্থের রচনা দেখা যায়। তন্মধ্যে যাহাতে ভাষা শিখাইবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ উপদেশ থাকে তাহা সাধারণ ব্যাকরণ, যেমন—পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধবোধ ইত্যাদি। যখন ব্যাকরণের কোনও কোন বৃত্তান্ত লইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত

হয় তখন উহাকে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় দার্শনিক গ্রন্থ বলিতে হইবে, যেমন—বাক্যপদীয়, বৈয়াকরণ-ভূষণসার ইত্যাদি। যাহাতে কোনও ব্যাকরণগতবিষয় অনুলোমবিলোমে সমালোচিত হয় তাহাকে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় সমালোচনামূলকগ্রন্থ বলা যায়, যেমন—'ব্যাখ্যানপ্রক্রিয়া'প্রণেতা সুপ্রাচীন শশিদেবের কাতন্ত্রবিভ্রম বা কৃষ্ণভট্টপ্রণীত শব্দেন্দুশেখরখণ্ডন। কোনও এক সময়ের বা কোনও এক সম্প্রদায়ের ব্যাকরণবিষয়ক নিয়মাদি এবং অন্য সময়ের বা অন্য সম্প্রদায়ের তদ্গত নিয়মাদি—এই উভয়ের পার্থক্য বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্ত্তনাদি যাহাতে দর্শিত হয় তাহা ব্যাকরণসম্বন্ধীয় তুলনামূলক গ্রন্থ, যেমন Comparative Grammar of the Gaudian Languages by Hörnle. অবসর বা অবকাশ পাইলেই বিবিধ দৃষ্টিসহকারে এই সকল তত্ত্বে প্রবেশ করিবার চেষ্টাহেতু উৎসর্গপত্রে লেখা হইয়াছে—'An Historical Survey of Sanskrit Grammatical Literature in all its philosophical bearings from critical & comparative points of view.' মনে হয়, ব্যাকরণকে দর্শন বলা বা ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস করা পাশ্চাত্ত্যমতেও অস্বাভাবিক নহে। Dowson সাহেব বলেন—The Science of Grammar has been carefully studied among the Hindus from very ancient times, and studied for its own sake as a science rather than as a means of acquiring or regulating language. There is a great difference between the European and Hindu ideas of a grammar. In Europe, grammar has hitherto been looked upon as only a means to an end. With the Pandits, grammar was a science; hence Goldstücker rightly says—"Panini's work is indeed a kind of natural history of the Sanskrit language."

সাংখ্যবিত্তম মাঠরাচার্য্য বলেন—

'স্থানং নিমিত্তং বক্তা চ শ্রোতা শ্রোতৃপ্রয়োজনম্।
সম্বন্ধাভিধানং চ হ্যুপোদ্ঘাতং বিদুর্বুধাঃ॥'

আমরাও তাঁহার উপদেশে যথাসাধ্য দত্তাবধান হইয়া উপোদ্ঘাতখানি প্রণয়ন করিয়াছি। ইহার আকৃতি কিন্তু অনন্যসাধারণ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণের প্রস্তাবে কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিবারণ করিবার প্রযত্নই তাহার কারণ। ইহাতে কোনও কোন বিষয় অবান্তর বলিয়া উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু মূলসিদ্ধির জন্য যাহা যাহা প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গতঃ পাওয়া যায় তাহাও উপোদ্ঘাতে বলিবার একটী প্রথা আছে। তন্ত্রবার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে—

চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে।
প্রসক্তানুপ্রসক্তাদিপ্রস্তুতাদুপজায়তে॥ (২।১।১)।

প্রাক্ কথন

আমাদের উপোদ্ঘাতস্থিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সামান্য আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে—

(১) পুরাকালে প্রাচার্য্যগণ উপনীত ব্রাহ্মণবটুদিগকে বেদের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণের উপদেশ দিতেন কেন তাহার কারণনির্দ্দেশপূর্ব্বক বেদবৎ ব্যাকরণপাঠের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে (১-৮ পৃষ্ঠা)।

(২) মন্ত্রে প্রসুপ্ত ব্যাকরণ দেবতাদের অনুকম্পায় ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া কিরূপে ঐন্দ্রব্যাকরণে পরিণত হয় তৎসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (৮)।

(৩) 'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ·····' ইত্যাদি জৈমিনীয় সূত্রবশতঃ শব্দের অর্থগত ভেদ বিভাগ এবং প্রবৃত্তিনিমিত্তমূলক চতুষ্টয়ী প্রবৃত্তি দেখাইবার পর শব্দশক্তিস্বাভাব্যের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে (৯-১১)।

(৪) শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুবোধ হয় কেন তাহার মূলকারণ অনুসন্ধান করিলেই স্ফোট আসিয়া পড়ে। বৈয়াকরণেরা যোগীদের ন্যায় স্ফোটবাদী, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে স্ফোট স্বীকৃত নহে। তদনুসারে শুনা যায়—

'শব্দব্রহ্মৈব তেষাং হি পরিণামি প্রধানবৎ।
বৈখরী মধ্যমা সূক্ষ্মা বাগবস্থা বিভাগতঃ॥'

কিন্তু শব্দব্রহ্ম-পরব্রহ্মের সম্বন্ধ অনুক্তসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে অবধাতব্য শ্রুতিও আছে—'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি'। আত্মার জৈবভাব হয় বলিয়া উহা কি পরিণামী? শব্দব্রহ্মকেও এ সম্বন্ধে জীবাত্মার ন্যায় বুঝিতে হইবে। সাংখ্যেই সূত্রিত হইয়াছে—"উপাধি র্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্।" সুতরাং উপাধির অপগমে স্বয়ংপ্রভ সদ্বস্তু কখনও মলিন থাকিতে পারে না বা অসৎ হইতেও পারে না। স্ফোটের দুইটী ভাগ আছে—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। স্থূলের নাম বৈকৃতধ্বনি এবং সূক্ষ্মের নাম প্রাকৃতধ্বনি। শব্দ উচ্চারিত হইলে যোগবিভাগের দ্বারা ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া যাহা প্রত্যয়রূপে সিদ্ধ হয় তাহাই প্রাকৃতধ্বনি এবং যাহা প্রত্যয়োৎপাদনের পূর্ব্বে বা কোনরূপ প্রত্যয়োৎপাদন না করিয়া কেবল শব্দপ্রতীতি করায় তাহা বৈকৃতধ্বনি। সহোপলম্ভনিয়মের ন্যায় এই দুইটী পদার্থ শ্রোতার নিকট একাকার বলিয়া উপপন্ন হওয়ায় নানা তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু স্ফোটের অভাবে গায়ত্রীজপও কেবল আবৃত্তিপর (mere recitation) হইবে বলিয়া উহার প্রতিপাদনে আমরা যত্নবান্ হইয়াছি। যোগদর্শনে স্ফোট স্বীকৃত হইলেও সাংখ্য উহার স্বীকারে পরাঙ্মুখ। কিন্তু স্ফোট ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতিপুরুষ ব্যতিরেকে ব্রহ্মতত্ত্বে উহার কোনও বিবক্ষা না থাকায় 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায়বশতঃ সাংখ্যাচার্য্যদের যুক্তি ও উক্তি অনাদৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্যমতে বর্ণের অনুগ্রহবশতঃ সঙ্কেতানুসারেই (by convention) অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। তদনুসারে স্ফোটবাদীকে লক্ষ্য করিয়া কোনও দার্শনিকপণ্ডিত বলেন—'A blind man in

a dark room is trying to find out a black cat which is not there.' ইঁহাদের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এই যে, লাক্ষণিক ব্যবহারেই শব্দের অর্থাববোধ হওয়ায় স্ফোট বলিয়া আবার একটী অলীক বস্তুর অন্বেষণে কোনও ফল নাই। পাশ্চাত্যসম্প্রদায় সাধারণতঃ উপমানের দ্বারা পদার্থস্বরূপ জানিবার ইচ্ছা করেন। স্ফোট কিন্তু ব্রহ্মত্বহেতু কেবল অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং স্ফোটই স্ফোটের উপমা। কবিগুরু বাল্মীকি লিখিয়াছেন—'গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ'। কোনও লোকপ্রসিদ্ধ বস্তুর সাধর্ম্ম্য হইতে অপ্রসিদ্ধ বস্তুর সাধনকে উপমান বলে। কিন্তু যেখানে কেবল একটীমাত্র পদার্থ বিদ্যমান সেখানে উপমান-উপমেয়ের কথা কিরূপে উঠিতে পারে? গগনাদির ন্যায় স্ফোটকেও উপমেয় ধরিলে জগতে উপমান পাওয়া যায় না। এইজন্য উহাকে অনুপম বা স্বোপম বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঐশিকনিয়মবশতঃ স্ফোট অনেকের নিকট দুরধিগম্য হইলেও তাহাতে স্ফোটের দোষ নাই। লোকে বলে—'ধারা নৈব পতন্তি চাতকমুখে মেঘস্য কিং দূষণম্?' সুতরাং গুরুর কৃপা ব্যতীত অবিনাশী স্ফোটের প্রাকৃতধ্বনি বা অনপায়িনী সূক্ষ্মবাকের স্বরূপ কখনই উপলব্ধ হইতে পারে না। বিক্রমপুরের রাজা গোপীচন্দ্রের মাতা রাণী ময়নামতীকে যোগিবর গোরক্ষনাথ তাৎপর্য্যতঃ এইরূপ বলিয়াছিলেন—

কোথা হ'তে কায়া এলো কোথায় উদয়?
দীপ নিবাইলে জ্যোতিঃ কোথা গিয়ে রয়?
অজপা কাহাকে বলে জপে কোন্ জন?
নিদ্রিতের নিদ্রা কিবা চেতে কেন মন?
শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথা গিয়ে রয়?
গুরু বিনে কেবা দিবে এর পরিচয়॥

অতএব অনুভাবকতার দ্বারা পাশ্চাত্যগণকে স্ফোট বুঝাইবার আশা কখনও ফলবতী হইবে না। নৈয়ায়িকগণ আবার বর্ণবাদের সঙ্গে স্ফোটবাদও ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সঙ্কেতবলেই যখন পদার্থপ্রতীতি সম্ভবপর তখন স্ফোটকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলি—সঙ্কেত দ্বারা অর্থপ্রতীতি স্বীকার করিলে চিত্তবৃত্তির একপ্রকার নিষ্ঠালাভ হয় সত্য, কিন্তু চিত্তবৃত্তি উদ্রিক্ত হইল কেন—তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। নৈয়ায়িকগণও পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ন্যায় শব্দের কেবল বৈকৃতধ্বনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার প্রাকৃতধ্বনি স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না এবং ন্যায়পদ্ধতিও অতীন্দ্রিয়বিষয়ের সমাধানে পর্য্যাপ্ত নহে। সেইজন্য এ প্রসঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈকৃতধ্বনি মীমাংসাসিদ্ধান্তের পরিপন্থী বলিয়া স্ফোটখণ্ডনে মীমাংসকগণ বদ্ধপরিকর। সেইজন্য বর্ণবাদনিরাসের পর প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বমীমাংসায় স্ফোটনিরসনের সূত্রগুলি বৈকৃতধ্বনির বাধক হইলেও প্রাকৃতধ্বনির সাধকরূপে গণ্য। ইহার সমর্থনে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। (১১-৩৩ পৃঃ)।

প্রাক্ কথন

(৫) অরোচকী পাঠকের জন্য গ্রন্থারম্ভে শাস্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধ এবং বিষয়াদি বলিবার একটী প্রথা আছে। কিন্তু প্রয়োজনকথন সর্ব্বত্র পালনীয় নহে। পাণিনিও ইহা লইয়া অক্ষরতঃ কিছু বলেন নাই। পতঞ্জলি কিন্তু কাত্যায়নের মতে পাঁচটী এবং স্বমতে তেরটী প্রয়োজন কণ্ঠতঃ বলিয়াছেন। অবধাতব্য বিষয়ে অনবধানবশতঃ সকলেই উপহসিত হন এবং পাণিনিও শর্ব্ববর্ম্মার ন্যায় উপহসিত হইয়াছেন। কিন্তু 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' শ্রুতিবশে ব্যাকরণাদির প্রয়োজন কণ্ঠতঃ না বলিলেও চলে, সুতরাং না বলায় পাণিনির কিছুমাত্র দোষ নাই বুঝিয়া তাঁহাকে সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে কুমারিল বলিয়াছেন—

"স শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বান্নোপালম্ভনমর্হতি।
গ্রন্থান্তে চ স্বসংবেদ্যং সুজ্ঞানং তৎপ্রয়োজনম্॥" (তন্ত্রবার্ত্তিক)।

অর্থাৎ 'ব্যাকরণের প্রয়োজন শ্রুতিসঙ্গত স্মৃতির দ্বারা প্রমাণীকৃত হওয়ায় উহার অকথনে কেহ তিরস্কৃত হইতে পারেন না, আর গ্রন্থপাঠের পর পাঠক নিজেই বুঝিবেন যে, উত্তম জ্ঞানই ব্যাকরণের প্রধান প্রয়োজন।' কুমারিলের যুক্তি বলবতী হইলেও প্রয়োজন লইয়া পাণিনি কিছু না বলায় এবং তাঁহার বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকার অনেক কথা বলায় পরস্পর বিরোধ স্বতঃপ্রতিভাত হইতেছে। এই বিরোধের কারণ কি তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—

"যদ্ বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎস্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ॥" (পদমঞ্জরী)।

বস্তুতঃ কিন্তু এস্থলে ঐ প্রমাণটীর অবকাশ নাই। সেইজন্য অষ্টাধ্যায়ী এবং ভাষ্যবার্ত্তিকের মধ্যে সরণিভেদ দেখাইয়া আমরা উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য করিয়াছি। সম্বন্ধ লইয়া কাত্যায়নের যাহা বক্তব্য তাহাই গৃহীত হইয়াছে। সম্বন্ধ অর্থাৎ সঙ্গতি। সঙ্গতি লইয়া ভবানন্দসিদ্ধান্ত-বাগীশের পৌত্র রামরুদ্র তর্কবাগীশ ভট্টের রামরুদ্রীতে এবং হরিবল্লভের বৈয়াকরণভূষণসারদর্পণে লিখিত আছে—

'সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥'

এ সকল বিষয় উপোদ্‌ঘাতে বিপ্রকীর্ণ থাকায় পুনরায় উহাদের সমাহারে যত্নান্তর আস্থেয় বলিয়া মনে হয় নাই (৩৪-১৩৯)।

শাস্ত্রে শুশ্রূষুপ্রবৃত্তির জন্য শ্লোকবার্ত্তিকের—

"সিদ্ধিঃ শ্রোতৃপ্রবৃত্তীনাং সম্বন্ধকথনাদ্ যতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু সম্বন্ধঃ পূর্ব্বমুচ্যতে॥"

এই প্রমাণ দেখাইয়া দেবীশতকের টীকায় চন্দ্রাদিত্যের পুত্র এবং রাজা ভীমগুপ্তের সভাপণ্ডিত কয্যটাচার্য্য বা কৈয়টাচার্য্য সম্বন্ধ, অভিধেয় অর্থাৎ বিষয়, প্রয়োজন এবং অধিকার এই চারিটী

অনুবন্ধ ক্রমশঃ বলিবার উপদেশ দিয়াছেন। কাতন্ত্রপঞ্জীকার ত্রিলোচনের মতেও সম্বন্ধ বলিবার পর প্রয়োজন বলা উচিত। ইহা কিন্তু চিন্তনীয়। যেহেতু, কণ্ঠতঃ সম্বন্ধ বলিলে যেমন অর্থতঃ প্রয়োজন বলা যায়, সেইরূপে কণ্ঠতঃ প্রয়োজন বলিলে অর্থতঃ সম্বন্ধও বলা যাইতে পারে। আর 'এই শাস্ত্রের এই প্রয়োজন' বলিলে তাহাদের উপায়োপেয়লক্ষণাত্মক সম্বন্ধ কি তাৎপর্য্যতঃ বলা হয় না? তথাপি আমাদের গ্রন্থে সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে উপদর্শিত হইয়াছে। তবে 'ক্রমাক্রময়োরকিঞ্চিৎকরত্বম্' ন্যায়ে আমরা প্রয়োজন বলিবার পর সম্বন্ধ, বিষয় এবং অধিকারের কথা বলিয়াছি। আমাদের সরণিও অনন্যসাধারণ নহে। মাঠরাচার্য্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে প্রয়োজনের পর সম্বন্ধাদি বলিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বার্ত্তিকপাঠে কাত্যায়ন মুনি এবং মহাভাষ্যে পতঞ্জলিমুনি প্রয়োজনের পর সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। প্রয়োজনকথনের পর সম্বন্ধ না দেখাইলেও চলিত, কিন্তু যখন দেখাইয়াছেন তখন 'উদ্বৃত্তো হি গ্রন্থঃ সমধিকং ফলমাচষ্টে' ন্যায়বশতঃ বুঝিতে হইবে যে, অপ্রতিবুধ্যমান শিষ্যদের জন্য উহা আবার পৃথগ্‌ভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে। অতএব কয়্যট বা ত্রিলোচন বিরুদ্ধ হইলেও দুইজন ব্যাকরণ-রথযুক্ মুনি কর্তৃক আমাদের পক্ষ সমর্থিত। ইহাতে বলিতে পারি—

"অত্যন্তবলবন্তোঽপি পৌরজানপদা জনাঃ।
দুর্ব্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈঃ॥"

বিষয়ের উল্লেখপ্রসঙ্গে আমরা বিশেষ কোনও অভিসন্ধি ব্যতীত সূত্রকারদের অধিকারে প্রবেশ করি নাই, কারণ ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য এ গ্রন্থ উদ্দিষ্ট নহে। কখনও বিচারের জন্য কখনও বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূর্ব্ববৃত্তরূপে ব্যাকরণের শিক্ষণীয় প্রধান প্রধান সূত্রাদির সাধারণ পরিচয় দিয়া তৎসম্বন্ধে অজ্ঞাত বা দুর্জ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টাবশতঃ সর্ব্বতোভাবে ব্যাকরণের সঙ্গে ইতিহাসের পার্থক্য বজায় রাখা হইয়াছে, যেমন— ব্যাকরণের সমাধাতব্য বিষয়—'সন্ধি কি, সন্ধি কত প্রকার এবং সন্ধি কোথায় কোথায় হইবে? সন্ধির কোন্ কোন্ স্থলে বর্ণের একাদেশকার্য্য আগম বিকার আদেশ লোপ বা দ্বির্ভাব হইয়া থাকে? ইত্যাদি; আর ইতিহাসের সমাধাতব্য বিষয়—'সন্ধির প্রয়োজন কি এবং তৎসম্বন্ধে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বমাণ্ডূকেয়াদি মহর্ষির মতামত কি? সংভিন্ন পদের সন্ধিযোগ্যতা বৈশ্বরূপ্যের স্বভাব হইতে উপপন্ন হয়—এই মতবাদসম্বন্ধে কৌষীতকিব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়ারণ্যক এবং ঐতরেয়ারণ্যকসংহিতোপনিষদাদির সংবাদ কি? সংহিতপদের অথবা সংহন্যমানপদের প্রকৃতি-বিকৃতিত্ব লইয়া পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদের মতামত কি? সন্ধির স্বরূপলক্ষণাদি লইয়া পূর্ব্বাচার্য্যদের নিকট পাণিনি কতটা ঋণী? সন্ধির কোন্ কোন্ প্রাচীন নিয়ম ত্রিমুনি-ব্যাকরণে উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হইলেও এখনও লূনপ্ররূঢ় হইয়া আছে? 'গূঢ়োঽহঽআ' 'কুরবোঽহঽঅহিতম্' প্রভৃতি স্থলে মীমাংসার 'প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ' সূত্র কতদূর লব্ধাবসর (১৭,৪১৬ পৃ০)? কোনও কোন গ্রন্থের প্রারম্ভেই সন্ধি উপদিষ্ট কেন? বিসন্ধিদোষ অমার্জ্জনীয়, কিন্তু

প্রাক্ কথন

মতান্তরে কথনও কথন উপেক্ষণীয়—এরূপ সিদ্ধান্তভেদের কারণ কি ?' ইত্যাদি। ব্যাকরণের বিষয়কথনপ্রসঙ্গে প্রকৃতি প্রত্যয় সমাস কারক পদ ও পদস্বারূপ্যাদির পরিচয় দিবার পর উপোদ্ঘাতের তৃতীয় স্তবক সমাপ্ত হইয়াছে (১৩৯-৩৫৩ পৃ০)।

সাম্প্রদায়িক অনন্যতন্ত্রতার জন্য সূত্রপাঠ ধাতুপাঠ প্রাতিপদিকপাঠ এবং লিঙ্গানুশাসন প্রণীত হইয়া থাকে। সূত্রপাঠাদিপ্রণয়ন বৈয়াকরণের কার্য্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে ইতিহাসের অন্বেষ্টব্য বিষয় হইতেছে—'সূত্রের লক্ষণাদিসম্বন্ধে স্মৃতির ঘোষণা কি ? পদ্যাত্মক এবং গদ্যাত্মক সূত্রের গুণাগুণ কি ? সূত্রে পদক্রম-সম্বন্ধীয় নিয়ম কি ? কোন্ অবস্থায় সূত্রীয় নিয়মের ব্যতিক্রম উপেক্ষণীয় ? সূত্রে কি কি দোষ হইতে পারে ? সূত্রে সূত্রান্তরগত নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হইলে সামঞ্জস্যের উপায় কি ? সূত্রে কালাদিপ্রয়োগের ভাক্তত্ব কেন ? সূত্রের কত প্রকার বিভাগ শিষ্টসম্মত ? সূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কতপ্রকার এবং কোন্ ব্যাখ্যায় কি কি থাকা উচিত ? ভাষ্য-সংগ্রহ-বার্ত্তিক-বৃত্তি-চূর্ণি-ন্যাস-পঞ্জিকা-টীকা-টিপ্পনী-ঢুণ্ঢিকাদির লক্ষণ কি ? ধাতুর মূল প্রবক্তা কে ? ধাতুর সহিত ফলব্যাপারাদির এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সংকল্পপ্রযত্নাদির সম্বন্ধ কি ? আপিশলি-পাণিন্যাদির ধাতুপাঠ কি ধাত্বনুক্রমণীর প্রতিলিপি ? ধাতুপাঠে অনুকীর্ণ ধাতুরাশির অর্থনির্দ্দেশে গণকারগণ নিরুদ্যম কেন ? পাণিনির গণপঠিত ধাতুসমূহের অর্থনির্দ্দেশ কে কোন্ সময়ে করেন ? ধাতুর অর্থনির্দ্দেশ অর্থান্তরনিবৃত্তিপর নহে কেন ? পাণিনির পূর্ব্বে ধাত্বর্থনির্দ্দেশের প্রথা ছিল কি না ? কোন্ কোন্ বৈদিক ধাতু একবার ভাষায় প্রযুক্ত হইয়া আবার নিবৃত্ত হইয়াছে ? কোন্ কোন্ বৈদিক ধাতু পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভাষায় প্রয়োগ করিতে বারণ করিলেও পাণিনি তাঁহাদের আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক লৌকিক ধাতুসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন ? মহাদেব যদি ধাতুর মূলপ্রবক্তা হন তবে অগণপরিপঠিত সৌত্রধাতুর ধাতুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল ? ধাতুপসর্গের সম্বন্ধ কি ? গণসূত্রের মৌলিক বিবরণ কি ? গণপাঠের অনুক্রান্ত শব্দরাশি কি পাণিনি-সংগৃহীত ? ব্যাকরণে লৌকিক স্ত্রীত্বের পরিবর্ত্তে পারিভাষিক স্ত্রীত্ব প্রবর্ত্তিত কেন ? নামে ঈশ্বর-পরিভাষিতলিঙ্গের উপচার কেন ? শব্দশাস্ত্রে লিঙ্গভেদের মুখ্য কারণ কি ? শব্দের লিঙ্গনিরূপণ বিবক্ষাধীন হইলেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য নাই কেন ? 'লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়াৎ' বলিবার পর আবার লিঙ্গানুশাসনের গ্রন্থ কেন ? হর্ষোক্ত শঙ্করীয় লিঙ্গানুশাসনের প্রণেতা কি দিঙ্‌নাগের শিষ্য এবং ইৎসিংকথিত 'হেতুবিদ্যা'দি প্রণেতা শঙ্করস্বামী অথবা বর্ষোপবর্ষের পিতা শঙ্করস্বামী ? ব্যাড়ীয় লিঙ্গানুশাসনের প্রণেতা কি আল্‌বেরুণিকথিত বিক্রমসভ্য ভৈষজ্যতত্ত্ব (Pharmaco-poeia) প্রণেতা রাসায়নিক ব্যাড়ি অথবা দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি অথবা শৌনকোক্ত প্রাচীন ব্যাড়ি ? বাররুচ লিঙ্গসূত্রের প্রণেতা কি বার্ত্তিককার বররুচি অথবা প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি ? শান্তনবীয় লিঙ্গানুশাসনের প্রণেতা কি ফিট্‌সূত্রকার শান্তনবাচার্য্য ?' ইত্যাদি (৩৫৪-৪৩৬ পৃ০)। এইখানে উপোদ্ঘাত সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার অনেক বিষয় নানাব্যাকরণের প্রস্তাবে পুনঃপুনঃ বলিবার প্রয়োজন হইবে না। মনে হয়, সেজন্য উপোদ্ঘাতের পৌষ্কল্য মার্জ্জনীয়।

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস

'যুগে যুগে ব্যাকরণম্' এই অভিযুক্তোক্তির সত্যতায় আমরা আস্থাবান্। রামায়ণে নয়টী ব্যাকরণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের নাম জানা অসম্ভব। কোনও প্রাচীন গ্রন্থবিশেষে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণ মুনিদের ধারাবাহিক সংবাদ পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ব্যাসদেব উপমন্যু জৈমিনি কহোল কৌষীতকি যাজ্ঞবল্ক্য শাকটায়ন ব্যাড়ি শৌনক কাথক্য যাস্ক পাণিনি কৌৎস ব্যাঘ্রভূতি ত্রিনয়ন কাত্যায়ন পতঞ্জলি শবরস্বামী প্রাচীনবৌদ্ধকাশ্যপ উমাস্বাতি চন্দ্রগোমী ধর্ম্মদাস ক্ষপণক বররুচি বরাহমিহির দেবনন্দী হর্ষদেব পূর্ণচন্দ্র * ভর্ত্তৃহরি দুর্গাচার্য্য বুদ্ধস্বামী জয়াদিত্য বামন ইৎসিং জিনেন্দ্রবুদ্ধি কুমারিল হেলারাজ শশিদেব দুর্গসিংহ (১ম) জৈনশাকটায়ন জগদ্ধরভট্ট চিচ্ছুভট্ট দুর্গসিংহ (২য়) আল্‌বেরুণি ত্রিলোচন হরিবৃষভ ক্রমদীশ্বর ভোজরাজ ভাবসেন কৈয়ট অভয়নন্দী অভয়সূরী নবীনবৌদ্ধকাশ্যপ বর্দ্ধমান ক্ষীরস্বামী হেমচন্দ্র গোবর্দ্ধন সর্ব্বানন্দ পুরুষোত্তম শরণদেব জুমরনন্দী কল্হণ যোগরাজ হরদত্ত ক্ষেমেন্দ্র সোমদেব প্রভৃতি মুনি ও মনীষীদের নানাগ্রন্থে শাব্দিক ঋষিদের নাম বিবরণ এবং সাক্ষাৎপ্রাপ্ত বা গুরুপরম্পরাধিগত কোনও না কোন সূত্র বা মতবাদাদি পাওয়া যায়। ঋষিদের মধ্যে কে কোন্ সময়ে কি কি গ্রন্থ করেন, কে কাহার কি মতবাদ অনুসরণ বা নিরসন করেন, কাহার কোন্ মতবাদ কবে পরিত্যক্ত হইয়াছে বা এখনও প্রচলিত আছে, কে কাহার নিকট কিসের জন্য কতটা ঋণী—এই জাতীয় বৃত্তান্তসমূহ ইতিহাসের উপকরণ বলিয়া উপোদ্‌ঘাতের পর 'উদ্দেশ'-নামক অধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত অনুসন্ধানফলের সহিত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত নানাবিধ সংবাদ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। পাণিনির পরবর্ত্তী গ্রন্থ-গ্রন্থকৃদ্‌গণের সমাচারসংগ্রহ নিতান্ত কঠিন নহে, কিন্তু পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের বা তত্তৎপ্রণীত গ্রন্থরাশির বৃত্তান্তসংগ্রহ অসাধ্য না হইলেও সুসাধ্য নহে। তবে সুখের বিষয় এই যে, সামবেদীয়সংহিতোপনিষৎ ঐতরেয়সংহিতোপনিষৎ কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ ছান্দোগ্য-তৈত্তিরীয়-শাতপথব্রাহ্মণাদি রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ বেদান্তাদিদর্শনশাস্ত্র নানাধর্ম্মশাস্ত্র নানাপুরাণোপপুরাণ ঋকৃতন্ত্রব্যাকরণ ঋক্‌প্রতিশাখ্যাদি নানা-অনুক্রমণী কাথকীয় ও শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা যাস্কীয়নিরুক্ত পাণিনীয়সূত্রপাঠ-গণপাঠাদি কৌৎসব্যাকরণ বা অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য পাণিনীয়বার্ত্তিকপাঠ বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য পাতঞ্জলমহাভাষ্য শাবরভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রভাষ্য ন্যায়াবতার 'চৈত্রকুটী' প্রভৃতি বাররুচগ্রন্থ শিশুপালবধ বৃহৎসংহিতা জৈনেন্দ্রব্যাকরণ ভাষ্যদীপিকা হরিকারিকা কাশিকা মীমাংসাবার্ত্তিক হিউএন্-চোয়াঙের সি-যু-কী ইৎসিংএর 'A Record of the Buddhist Religion স্যাস শশিদেবকৃত ব্যাখ্যান-প্রক্রিয়া কাতন্ত্রবিভ্রম দৌর্গবৃত্তি অমোঘবৃত্তি প্রকীর্ণপ্রকাশ দৌর্গটীকা সরস্বতীকণ্ঠাভরণ হৃদয়হারিণী হরিবৃষভীয়টীকা কাতন্ত্রপঞ্জী ভাবসেনকৃত লঘুবৃত্তি বা কাতন্ত্রলঘুবৃত্তি সংক্ষিপ্তসার রসবতী হৈমগ্রন্থ বৃহৎকথামঞ্জরী কথাসরিৎসাগর গোবর্দ্ধনীয়কাতন্ত্রকৌমুদী

---

* ইনি অভিধর্ম্মকোষের জ্ঞানপ্রস্থানান্তর্গত ধাতুকায় এবং চান্দ্রধাতুপারায়ণ প্রণয়ন করেন।

প্রাক্ কথন

Alberuni's India কাতন্ত্রবিস্তরবৃত্তি গণরত্নমহোদধি টীকাসর্ব্বস্ব অমরকোষোদ্ঘাটন ক্ষীরতরঙ্গিণী কাতন্ত্রপঞ্জী পুরুষোত্তমকৃত লঘুবৃত্তি বা ভাষাবৃত্তি দুর্ঘটবৃত্তি পদমঞ্জরী রাজতরঙ্গিণী রাজাবলী হরচরিতচিন্তামণি কবিকল্পদ্রুম প্রক্রিয়াপ্রসাদ দশপাদী পঞ্চপাদী গোবর্দ্ধনীয়বৃত্তি মাধবীয়ধাতুবৃত্তি পুরুষকার সুপদ্মপঞ্জিকা মকরন্দ সটীককাতন্ত্রপরিশিষ্ট প্রমোদজননী সুবোধা সুবোধিকা রায়মুকুটকৃত পদচন্দ্রিকা রামদাসকৃত চন্দ্রিকা বা কাতন্ত্রচন্দ্রিকা কবিরাজ ভট্টোজিপ্রণীতগ্রন্থরাশি হরিনামামৃতব্যাকরণ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নাগেশীয়গ্রন্থ ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি পতঞ্জলিচরিত ত্রিমুনিকল্পতরু নানার্থশব্দরত্নাদিকোষ এবং নানাকাব্যনাটকাদিগ্রন্থে সাহিত্যিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিপ্রকীর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। এই সকল উপকরণ প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গতঃ সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থের প্রথমখণ্ড যথাশক্তি রচিত হইয়াছে।

মাহেশ ব্যাকরণের কালনিরূপণ লইয়া আমরা নীরব এবং নিরুদ্যম। কারণ আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত বিশ্বাস এই যে, আদিসর্গ হইতে উহা সুপ্তপ্রবুদ্ধন্যায়ে বেদবৎ স্বতঃ প্রবৃত্ত আছে এবং কল্পান্তেও উহার অত্যন্ত বিলোপ হইতে পারে না। সুতরাং সংক্ষেপবিস্তরসম্বন্ধীয় বিবক্ষাবশতঃ সূত্রে সূত্রানুক্রমণে বা সূত্রের সংবিধান-(arrangement) সম্বন্ধে পুরুষবিশেষের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও ব্যাকরণের তত্ত্বে কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। এমন কি, মাহেশে দেবাধিদেব ভগবান্ মহেশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞানের অনুস্মরণমাত্র। সেইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ'।

ঐন্দ্রব্যাকরণ মাহেশের পরবর্ত্তী, কারণ আচার্য্যপরম্পরা শুনা যায়—

সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্‌ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দূৎপতিতং হি পাণিনৌ॥

মহর্ষি শাকটায়নের ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণে গুরুপর্ব্বক্রমের একটী শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র অনিমিষাচার্য্য বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণের উপদেশ পাইয়া তাহার কতকাংশ আপন শিষ্য ভরদ্বাজমুনিকে প্রদান করেন। মহাভাষ্যের পস্পশায় ইহা শ্রৌতসংবাদ বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে। তদনুসারে কেহ কেহ বলেন, যাহার পৌর্ব্বাপর্য্য আছে তাহার সময় কখনই অনিরূপণীয় নহে। নিরূপণীয় হয় হউক, অসামর্থ্যবশতঃ আমরা বলিব—'শাসনাৎ করণং শ্রেয়ঃ'। তবে, Dr. A. C. Burnellএর ন্যায় অনেক অতীতবেত্তাকে ঐন্দ্রের সময়নিরূপণে কতকটা পরিশ্রম করিতেও দেখা যায়। তাহাতে আমাদের কিন্তু বলিবার প্রবৃত্তি হয়—

কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার।
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার॥

আবার কেহ কেহ বলেন, ব্যাসদেবের শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিই ঐন্দ্রব্যাকরণের স্মর্ত্তা, দেবরাজ ইন্দ্র নহেন। কিন্তু বেদাতিশায়িনী গবেষণায় আমাদের উৎসাহ নাই। তথাপি ব্যাবহারিক দৃষ্টি লইয়া বলা যায় যে, ঐন্দ্রব্যাকরণ ব্যাসদেবের সময়ে প্রণীত হইলে অষ্টাধ্যায়ীতে অবশ্যই উহার

স্মরণ থাকিত। মনে হয়, কতকগুলি প্রাচীন বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে মূলের নানা অংশ অল্পবিস্তর প্রবিষ্ট হওয়ায় কোনও অস্মার্ত্ত প্রাগৈতিহাসিক সময়ে উহার বিলয় ঘটিয়াছে।

তারপর ভাগুরি হইতে গার্গ্য পর্য্যন্ত যে সকল বৈয়াকরণ ঋষির বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের সন্তাসময় কোনও বিশিষ্ট প্রবর্ত্তিতকালের অনুপাতে না জানিলেও তাঁহারা যে কুরুবংশীয় কোনও না কোন রাজার সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তাহা নানা উপনিষদ্‌গ্রন্থ মহাভারত হরিবংশ এবং পুরাণোপপুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেইজন্য এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবংশশ্লোকানুসারে মহারাজ জয়ৎসেন হইতে মহারাজ দণ্ডপাণি পর্য্যন্ত চত্বারিংশৎ কৌরব-রাজগণের নামাত্মক বংশলতারূপ একটী সময়বন্ধ বা chronological framework প্রণয়ন-পূর্ব্বক কোন্ ঋষি কোন্ রাজার সামসময়িক তাহা দেখাইবার জন্য ৪৪০ হইতে ৪৪২ পৃষ্ঠায় একটী আপেক্ষিক কালমান বিবরণ (relative chronology) প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সিদ্ধান্তসমূহ সীতানাথ প্রধানমহোদয়ের Chronology of India নামক গ্রন্থের বিশেষ প্রতিকূল না হওয়ায় এবং উক্ত গ্রন্থে স্বকীয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থায় নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণবচন উদ্ধৃত থাকায় গ্রন্থগৌরবের ভয়ে আমরা আর সে সমুদায়ের পুনরাবৃত্তি করি নাই।

কোন্ ঋষি কোন্ রাজার সামসময়িক তাহা কোনও না কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জানা যায় সত্য, কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টজন্মাব্দের কত পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলি নাই এবং Dr. J. F. Fleet, C. M. Duff, F. E. Pargiter, J. Kennedy, D. R. Bhandarkar প্রভৃতি প্রাত্নিকদের বা V. A. Smith, E. J. Rapson, H. P. Sastri, A. B. Keith প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করি নাই, কারণ প্রাচীনদের আয়ুষ্পরিমাণ লইয়া ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। এখনকার অপেক্ষায় প্রাগৈতিহাসিক পুরুষেরা যে দীর্ঘজীবী ছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সীতানাথ প্রধান লিখিয়াছেন—"Tura Kābaseya lived to a great age. But there is no reason to be surprised at this, as we have numerous evidences to show that Risis in those times had very long lives. Thus বেদব্যাস attended Janmejaya's court" (Ch. I. p. 160), কেহ কেহ বলেন, পৌরাণিক অনুবংশশ্লোক-(genealogical verse) সমূহে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজাদের নামোল্লেখহেতু অপ্রয়োজনীয় নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? আমাদের মতে ভবিষ্যের সহিত মৎস্য বায়ু ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু ভাগবত এবং তার্ক্ষ্যপুরাণের উক্তি সমূহ মিলাইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার বিরুদ্ধে কোনও কল্পিত আশঙ্কা উত্থাপন করা উচিত নহে। স্বীকার করি, ভবিষ্যাদি পুরাণে অনেক আধুনিক বৃত্তান্তও উপনিবদ্ধ আছে। সে জন্য কিন্তু উহার প্রাচীনত্ব ব্যাহত নহে। কারণ আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে নামগ্রহণ পূর্ব্বক ভবিষ্যের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (২।২৪।৫-৬)। এ সম্বন্ধে The Puran Text of the Dynasties of the

প্রাক্ কথন

Kali age নামক গ্রন্থে সত্যসার বিচক্ষণ পণ্ডিত F. E. Pargiter মহোদয় যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। সুতরাং 'যুক্তং চাদৃষ্টং বিহায় দৃষ্টপরিকল্পনম্' ন্যায়ে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

যিনি প্রাচীনদের মধ্যে প্রতিপুরুষের যেরূপ সময়পরিমাণ ধরিবেন তাঁহার নিকট রাজাদের বা ঋষিদের সত্তাসময় সেইরূপই প্রতীয়মান হইবে। শতাব্দীর দ্বারা কালনির্দ্দেশে চিত্ত একপ্রকার বৈকল্পিক জ্ঞানে তৃপ্ত হয় সত্য, বস্তুতঃ কিন্তু উহাও সংবৃতির আপেক্ষিক সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং একটী ধারাবাহিক প্রসিদ্ধ রাজবংশাবলীর অনুপাতে দুইজনের সমকালীনতা জানিলেও যে সেই জাতীয় একটী আপেক্ষিক জ্ঞানের উদয় হইবে তাহাতেই বা সন্দেহ কি? কারণ শতাব্দীর ন্যায় ইহাও একটী আপেক্ষিক জ্ঞানের সাধনস্বরূপ। সাধন যাহাই হউক না কেন, তাহাতে তত্ত্বের কোনও বিকার বা বিপর্য্যয় হইতে পারে না।

চিৎসুখাচার্য্য বলেন—'মানাধীনা মেয়সিদ্ধি র্মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ'। কোনও একটী প্রজ্ঞাতলক্ষণ অবলম্বন করিয়া প্রথমে মান (scale) অবধারিত হয়, যেমন—আট যবে এক ইঞ্চি; এবং তারপর উহার দ্বারা মেয় বা জ্ঞেয় বস্তু বিচারিত হইয়া থাকে। এখানে লক্ষণ অর্থাৎ প্রত্যেক রাজপুরুষের সময়পরিমাণ অনুমন্তার হাতে থাকিলেও একটী আদিবিন্দু বা যাত্রাস্তম্ভ (starting point) ব্যতীত তাঁহার মানদণ্ড (scale of time) কার্য্যকর হইবে না। অতএব কোথা হইতে গণনা আরব্ধ হইবে তাহার জন্য একটী যাত্রাস্তম্ভ আবশ্যক।

মহারাজ কুরুর বংশধর জয়ৎসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহাকে প্রথম প্রকৃতি (stock) ধরিলে বৎসদেশীয় কৌশাম্বীর মহারাজ সাহসলাঞ্ছন উদয়ন অষ্টাত্রিংশ এবং মহারাজ দণ্ডপাণি চত্বারিংশত্তম পুরুষ হইয়া থাকেন। উদয়ন দ্বিতীয় শতানীকের ঔরসে এবং মৃগাবতীর গর্ভে প্রকটিত হন। ইনি ভাসপ্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তার নায়ক। মালবাধিপতি মহাসেন চণ্ড বা চন্দ্রপ্রদ্যোতের ঔরসে এবং অঙ্গারবতীর গর্ভে বাসবদত্তার জন্ম হয়। ইনি মহারাজ উদয়নের মহিষী এবং বিন্দুসারের মন্ত্রী তৃতীয়খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় প্রথমসুবন্ধুকৃত ও পতঞ্জলিস্মৃত 'বাসবদত্তা' নামক প্রাচীন আখ্যায়িকার নায়িকা। জৈনদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, শতানীকের সময়ে মহাবীর বর্দ্ধমান কৌশাম্বীনগরে গমন করেন। কল্পসূত্রের 'সুবোধিকা' টীকায় বিনয়বিজয়গণিও লিখিয়াছেন—"ততঃ ক্রমেণ কৌশাম্ব্যাং সঃ (বর্দ্ধমানঃ) গতস্তত্র শতানীকো রাজা মৃগাবতী দেবী··· সুগুপ্তোঽমাত্যঃ···" (৬।১১৮)। ইহা কবে হইয়াছিল তাহা জানা নাই, তবে ৫৯৭ হইতে ৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দমধ্যে মহাবীর বর্দ্ধমান বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবতঃ জীবনের চরমভাগেই তিনি কৌশাম্বী-নগরে শতানীকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু যাত্রাস্তম্ভ আরও ক্রশীয়ান্ হইলে ভাল হয়।

মহারাজ উদয়নের পুত্র বিহীনর নরবাহনবোধি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, দীক্ষাসময়ে 'বোধি' অর্থাৎ enlightened হইলে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহাকে 'বিহীনর' উপনাম প্রদান করেন। বিহীনর অর্থাৎ কামক্রোধবিহীন নর। নরনারায়ণ অর্জ্জুনের বংশধর বৌদ্ধ

হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ বজ্রাহত হইয়া পড়েন। বৌদ্ধনির্ব্বাণের পর রাজার দারপরিগ্রহ আরব্ধ হয়। শর্ব্ব-বর্ম্মার 'ণ্যট্ কব্যহব্যপুরীষ্যেষু' * সূত্রের 'চৈত্রকূটী' বৃত্তিতে বররুচি বলিয়াছেন—'নরো বাহনো যস্য স নরবাহনঃ'। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, অমাত্যশ্রেষ্ঠ গোমুখের উদ্যোগে মহারাজ নরবাহন মদনমঞ্জুকা বেগবতী গন্ধর্ব্বদত্তা অজিনাবতী প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি ২৬টী পত্নী ও উপপত্নীর বাহন হইয়াছিলেন। রাজা ইঁহাদের সেবায় অহর্নিশ ব্যস্ত থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বজা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

লুপ্তপ্রতিজ্ঞ নৃপতির এইরূপ সায়ংপ্রাতিক গুণহারিদৌর্জ্জন্য দেখিয়া সৌগতগণ বিপদাশঙ্কায় রাজসংসর্গ পরিহার করিলে কুরুকুলবর্দ্ধনের বৌদ্ধনাম কতকটা স্থগিত রাখিবার জন্য এবং ব্যবায়লিপ্সু রাজার প্রতি কতকটা কটাক্ষ বা উপহাস করিবার জন্যও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বিহীনর না বলিয়া 'বহীনর' বলিতেন। শব্দটীর ব্যুৎপত্তি এইরূপ—"বহতীতি বহঃ (act of bearing)। সোঽস্যাস্তীতি বহী, স চাসৌ নরশ্চেতি বহীনরঃ (presumably used in the sarcastic sense that a man who bears the burden not of his subjects but of so many women)। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ।" গুণের মধ্যে রাজার দানগৌরব ছিল, সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে 'নরবাহন বোধি' না বলিয়া 'নরবাহন দত্ত' বলিতেন। এইরূপে রাজার নামে সর্ব্বপ্রকার বৌদ্ধচিহ্ন অপসারিত হইলেও কলঙ্কময়ী স্মৃতির উদ্বোধক বলিয়া রাজবংশে তাঁহার 'বহীনর' নাম যত্নসহকারে অপহ্নুত হইয়াছিল। কিন্তু নানাবিধ প্রাচীন পুরাণে এবং নবীন ইতিহাসে এখনও তাঁহার উভয়নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নরবাহনের পুত্র মহারাজ বৈহীনরি দণ্ডপাণি। তাঁহার 'দণ্ডপাণি' নাম বান্ধবদত্ত এবং 'বৈহীনরি' নাম অপত্যবাচক। 'অত ইঞ্' (পা০ ৪।১।৯৫) সূত্রানুসারে বিহীনরের পুত্রকে 'বৈহীনরি' এবং বহীনরের পুত্রকে 'বাহীনরি' বলিতে হয়। কিন্তু 'বৈহীনরি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পাছে রাজার বুদ্ধপ্রদত্ত বৌদ্ধত্বসূচক 'বিহীনর' নাম লোকের স্মৃতিতে ভাসমান থাকে সেইজন্য সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবশতঃ কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিলেন—"বহীনরস্যেদ্ বচনম্।" ইহাতে কুণরবাড়ব কর্ত্তৃক বস্তুবৃত্তের বৈপরীত্য এবং বার্ত্তিকের আসঙ্গত্য উপস্থাপিত হয়। সেই জন্য মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"বহীনরস্যেদ্বচনম্। বহীনরস্যাপত্যং বৈহীনরিঃ। কুণরবাড়বস্ত্বাহ—'নৈষ বহীনরঃ। কিং তর্হি? বিহীনর এষঃ। বিহীনো নরঃ কামক্রোধাভ্যাং বিহীনরঃ (পৃষোদরাদিত্বান্নলোপঃ)। তস্যাপত্যং বৈহীনরিঃ।" (৭।৩।১)। ভাল, বার্ত্তিকবাধক ভাষ্যের পর উপসংহারে বার্ত্তিকসাধক ভাষ্য নাই কেন? 'বহীনর' বলিলে সত্যের অপলাপ হয় এবং

* বৃত্তিকার দুর্গসিংহ এ সূত্রটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বররুচির চৈত্রকূটীতে 'অনসি ডশ্চ' (৪।৩,৬২) কৃৎসূত্রের পর ইহার পাঠ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'ণ্যট্…'সূত্রের উপর তাঁহার একটী বার্ত্তিকও আছে—"পুরীষে চেতিবক্তব্যম্"।

প্রাক্ কথন

'বিহীনর' বলিলে সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা যায়; সেইজন্য কেবল নীরবতার দ্বারা ভাষ্যকার উভয়দিক্ বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে বলিবার প্রবৃত্তি আসে—

একো মুনিঃ কুম্ভকুশাগ্রহস্ত আম্রস্য মূলে সলিলং দদাতি।
আম্রাশ্চ সিক্তাঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা॥

কিন্তু আমাদের মতে 'বহীনর' এবং 'বিহীনর' এই দুইটী নাম লইয়া স্পষ্ট কিছু না বলিলেও ভাষ্যান্তে কুণরবাড়বের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাই প্রকৃততত্ত্ববোধক সমাধান-ভাষ্য। অতএব পতঞ্জলি অন্ততঃ মনে মনেও রাজার নাম 'বিহীনর' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

লোকে বলে—'ঋজুমার্গেণার্থসিদ্ধৌ ন বক্রমার্গমাশ্রয়েৎ'। সুতরাং সরলপথ ত্যাগ করিয়া 'বহীনরস্যেদ্বচনম্' বার্ত্তিক দ্বারা বহীনরকে বিহীনর করিবার পর 'বৈহীনরি' পদ সাধিবার প্রয়োজন কি? মনে হয়, যে স্থান পরিহার করিবার উদ্দেশ্য ছিল সেই স্থানেই আমরা বার্ত্তিকটীর দ্বারা পুনরায় ঘট্টকুটীপ্রভাতন্যায়ে উপস্থিত হইলাম। সাংক্ষিপ্তসারকদের ন্যায় 'বহীনরস্যৈত্বম্' বলিলেও কিছুমাত্র প্রতিসমাধানের সম্ভাবনা নাই, কারণ 'বহীনর'-প্রকৃতির তদ্ধিতান্ত 'বাহীনরি'রূপ পরিহার করিবার অভিপ্রায়েই কোনও না কোন কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে। নরবাহনের উপনাম যদি 'বিহীনর' না হইয়া 'বহীনর'ই হইত তাহা হইলে দণ্ডপাণিকে 'বাহীনরি' না বলিয়া সকলে 'বৈহীনরি' বলিতেন কেন? শব্দপ্রয়োক্তৃগণ কি বৈয়াকরণদের বলিয়াছিলেন যে, 'বহীনর' প্রকৃতি হইতে পরিনিষ্পন্ন 'বাহীনরি'শব্দে আমাদের অরুচিবীজ আছে, সুতরাং আপনারা উহা হইতে কোনও প্রকারে 'বৈহীনরি'পদ করিয়া দিলে আমরা তাহার প্রয়োগপূর্ব্বক চরিতার্থ হইব? আর 'বহীনর'প্রকৃতি হইতে 'বৈহীনরি'পদ যদি সূত্রসাধ্য না হয় তাহা হইলে পাণিনিতন্ত্রোপজীবী বার্ত্তিককার পাণিনির প্রাতিপদিক-বিজ্ঞানানুসারে উহাকে সংজ্ঞাশব্দ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জাতীয় কোনও না কোন উপায়সত্ত্বেও 'বহীনর' হইতে 'বৈহীনরি'পদ সাধিবার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া উপপন্ন হয় যে, রাজা নরবাহন বুদ্ধপ্রদত্ত 'বিহীনর'নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বৌদ্ধত্বে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ 'বিহীনর' এবং 'বোধি' এই নামাংশদ্বয়ই উহার চরম প্রমাণ।

মহারাজ বৈহীনরি দণ্ডপাণি কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ বার্ত্তিকপাঠে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। The Cambridge History of India গ্রন্থে E. W. Hopkins, E. R. Bevan এবং E. J. Rapson মহোদয়গণ ১৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কাত্যায়নের অস্তিত্ব এবং Alexander the Greatএর সময়ে মহারাজ ক্ষোভূতির অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন (Vol I. Chs. II and XVI., pp. 61, 407, 430 etc.)। ইহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়—'অহো রে গরীয়ান্ কালঃ সমাগতঃ, যদশ্রুতং শ্রাবয়তি, অদৃষ্টমপি দর্শয়তি'। ক্ষোভূতি যে Alexanderএর বর্ষীয়ান্ সামসময়িক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। The Early History of India নামক গ্রন্থে Vincent A. Smith লিখিয়াছে—'The only

mark of Alexander's direct influence on India is the existence of a few coins modelled in imitation of Greek types which were struck by শ্বোভূতি (Saubhuti) the Chief of the Salt Range, whom he subdued at the beginning of the voyage down the rivers'. (p. 233, 3rd ed.)। কারণ Megasthenes ঐরূপ আভাস দিয়াছেন (Fragments of India. Eng Tr. by J. W. Mc Crindle)। প্রথমখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে Pliny ইহার সত্যতা গ্রহণ করিয়াছেন (Naturalis Historia, ed. C. Mayhoff)। Alexanderএর সময়ে শ্বোভূতির রাজ্য প্রথমখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় Strabo কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে (Geographica XV. Eng. Ed by H. C. Hamilton and W. Falconer)। M. Sylvain Le'vi তাৎকালিক মুদ্রা হইতে 'শ্বোভূতি'নামের পাঠোদ্ধার করেন। শ্বোভূতি যদি চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় হন তাহা হইলে কাত্যায়নকে ৫-৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলিতে হইবে, কারণ সাতবাহন-শর্ব্ববর্ম্মার ন্যায় শ্বোভূতি-কাত্যায়নেরও শিষ্যাচার্য্য সম্বন্ধ ছিল। 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' (১।১।৫৬) সূত্রের বার্ত্তিকে শ্বোভূতিকে সম্বোধন করিয়া আচার্য্য কাত্যায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন—

"স্তোষ্যাম্যহং পাদিকমৌদবাহিং
ততঃ শ্বোভূতে শাতনীং পাতনীং চ।
নেতারাবাহঽগচ্ছতং ধারণিং রাবণিং চ
ততঃ পশ্চাৎ স্রংস্যতে ধ্বংস্যতে চ॥" (মহাভাষ্য)।

ইহার উপর প্রদীপকার কৈয়ট লিখিয়াছেন—"শ্বোভূতি র্নাম শিষ্য স্তস্যামন্ত্রণম্"। ইহা ব্যতীত প্রসিদ্ধি আছে যে, কাত্যায়ন কিছুকাল নন্দের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। দণ্ডীর অবন্তিসুন্দরী-কথাসারে ইহার উল্লেখও পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ৫-৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে।

৫২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধত্বলাভের পর ৪৮৭ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দমধ্যে বৌদ্ধনির্ব্বাণ ঘটিয়াছিল। J. Charpentier সাহেবের মতে ৪৭৭ হইলেও E. J. Rapson মহোদয় ৫৬৬ হইতে ৪৮৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দপর্য্যন্ত বুদ্ধের স্থিতিকাল নিরূপণ করিয়াছেন (The Cambridge History of India, Vol. I., Ch II., p 55.)। ৫৯০খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মালবাধিপতি মহাসেন চণ্ডপ্রদ্যোত স্বর্গগত হইবার পর প্রায় বৌদ্ধনির্ব্বাণের সময়ে মহারাজ উদয়ন বাসবদত্তাকে লইয়া ভৃগুপতন দ্বারা দেহমুক্ত হন। তারপর নরবাহন এবং দণ্ডপাণি যথাক্রমে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকগণ পিতাপুত্রের রাজ্যকাল প্রায় ৫৮ বৎসর ধরিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় ৪২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ আমাদের যাত্রাস্তম্ভ বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

ইংলণ্ডে তৃতীয় হেন্‌রি হইতে দ্বিতীয় রিচার্ড্ পর্য্যন্ত ৫ পুরুষে ১৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতিপুরুষের রাজ্যকাল স্থূলপ্রমাণে (গড়পড়তায়) ৩২ বৎসর হইয়া থাকে। যদি কেহ

বংশলতাস্থ প্রতিপুরুষের রাজ্যকাল সেই অনুপাতে ধরিতে আদেশ করেন, তবে ৪২৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে গণনা করিলে বৈয়াকরণ মুনিদের যেরূপ সত্তাসময় উপপন্ন হইবে তাহার নিদর্শন একটী বেলাপটে অঙ্কিত হইল—

কুণি যদি মহারাজ অজাতশত্রু কুণিক হন	৫-৬	খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়
কুণি যদি মহর্ষি হন	৭	"
ব্যাঘ্রভূতি, কৌৎস ও ত্রিনয়ন	৮-৯	"
পাণিনি ও দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি	৯	"
নিরুক্তকার যাস্ক	১১-১২	"
গালব, শাকটায়ন, গার্গ্য ও বাজপ্যায়ন	১২	"
শাকল্য, বাস্কলিভারদ্বাজ, সুনাগ, বৃদ্ধব্যাড়ি ও শৌনক	১২-১৩	"
ইন্দ্রপ্রমতি, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্ম্মণ ও আপিশলি	১৩	"
কাশ্যপ ও পৌষ্করসাদি	১৪-১৫	"
ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি, কর্ম্মন্দ, কাশকৃৎস্ন ও সেনক	১৫-১৬	"

অনুমন্তার আদেশানুসারে প্রাচীন শাব্দিকদের যে যে সময় বেলাপটে অবধারিত হইল তৎসম্বন্ধে প্রতিপুরুষের রাজ্যকাল লইয়া সন্দেহহেতু Whitney সাহেবের ভাষায় কেহ কেহ বলিতে পারেন—"All dates given in Indian literary history are pins set up to be bowled down again" (Introduction to his Sanskrit Grammar.)

পাণিনির পূর্ব্বে যে যে বৈয়াকরণ মুনির সম্প্রদায় ছিল বলিয়া জানা যায় তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থ ৪৪৩ হইতে ৪৪৪ পৃষ্ঠায় স্মৃতিসৌকর্য্যের জন্য কতকগুলি স্বরচিত শ্লোকে আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক পাণিনিপূর্ব্বজ শাব্দিকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসোপযোগী উপকরণের অভাববশতঃ বিশেষভাবে সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। আবার পাণিনি হইতে ১৭ খৃষ্টশতাব্দীপর্য্যন্ত যে সকল ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আচরিত হইবে তৎসম্বন্ধে কতকটা পূর্ব্বাভাস দিবার জন্য ৪৫৫ পৃষ্ঠায় তৎসংক্রান্ত সংবাদও কতকগুলি শ্লোকে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পাণিনির পর যে সকল ব্যাকরণের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় এবং যে সকল ব্যাকরণের সম্প্রদায় ক্ষীণ বা হীন হইয়া পড়ে তাহাদেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আমাদের ত্রুটি হয় নাই। এইখানে 'উদ্দেশ্য' নামক অধ্যায় শেষ করিয়া ৪৭৫ পৃষ্ঠা হইতে আমরা মাহেশাদি ব্যাকরণের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হই।

বিষয়প্রপঞ্চের পর বিষয়চুম্বক বা বিষয়সারবর্ণন (recapitulation) দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এখনও উহা দেওয়া মন্দ নহে, কারণ আলোচ্য বিষয়ে অরুচি ঔদাসীন্য বা প্রাতিকূল্য থাকিলে পাঠকগণ অন্ততঃ স্বল্পশ্রমে বহুশ্রম নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং স্বল্প সময়ে

বহু সময়ের ব্যয় হইতে নিস্তার পাইবেন। এইরূপ চিন্তায় আমরা মাহেশাদি ব্যাকরণের পরিচয়-প্রসঙ্গে অনবধানবশতঃ মূলে যাহা লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহার অধ্যাহারপূর্ব্বক পূর্ব্বাভাসরূপে বিষয়চুম্বক দিবার সংকল্প করিয়াছি।

মাহেশ ব্যাকরণ।

কোনও বেদবিৎ পণ্ডিত বলেন—'মাহেশ' ব্যাকরণ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। আমরা ইহার খণ্ডনপূর্ব্বক 'মাহেশ' নামে কোনও আদিব্যাকরণের সত্তাপক্ষে নানা প্রাচীনগ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি অবিসংবাদি প্রমাণ দেখাইয়াছি। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথমসূত্র—'বৃদ্ধিরাদৈচ্'। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাগুরি চাক্রবর্ম্মণ শকটিশাকটি শাকটায়নাদি পূর্ব্বাচার্য্যদের ন্যায় পাণিনিকর্ত্তৃকও মাহেশের চতুর্দ্দশসূত্রী অভ্যুপগত হয়। ইহারা শিবসূত্র নামে চিরপ্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাদিগকে প্রত্যাহারসূত্র বা সমাহারসূত্র বলিয়া থাকেন। সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বলেন—'সাধারণী বিশিষ্টা চ সূত্রব্যাখ্যা দ্বিধা কৃতা'। চতুর্দ্দশসূত্রীর সাধারণব্যাখ্যা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু বিশিষ্টব্যাখ্যা কেবল নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় এবং উপমন্যুর তত্ত্ববিমর্শিনীতে স্মৃত হইয়াছে। কামসূত্রাদিপ্রণেতা নন্দিকেশ্বর শিলাদমুনির পুত্র এবং শিবের প্রিয় অনুচর। উপমন্যু মহাভারতোক্ত আয়োদধৌম্যের শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, নন্দিকেশ্বরীয় কাশিকা আদিসর্গ হইতে প্রবৃত্ত এবং পুরাকালে 'ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে'স্থলে পাঠ ছিল—'ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং লোকানামিষ্টসিদ্ধয়ে'। নন্দিকেশ্বর 'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ' নিয়মানুসারে শিবে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপবশতঃ বা শিবাদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানবশতঃ 'অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যাৎ…"ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণমাত্রের ব্রহ্মরূপতা এবং তাহা হইতে মহদাদির সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যাঘ্রভূতির 'অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎ…' 'বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে।…' প্রভৃতি বাক্যে এবং পতঞ্জলির 'সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌-সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকাবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ…' ইত্যাদি বাক্যে নন্দিকেশ্বরীয় সিদ্ধান্তের প্রতীক স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। সেইজন্য দীপিকায় ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন—'অস্যাক্ষরসমাম্নায়স্য বাগ্‌ব্যবহারজনকস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তাঽস্তি··'। আমাদের গ্রন্থে ঐ সকল শিবসূত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখাইবার পর কতকগুলি সূত্রের সন্দিগ্ধ স্থল পরিস্ফুট করা হইয়াছে। Faddegon সাহেবের মতে শিবসূত্রসমূহ সৌবর শাস্ত্রের জন্য উদ্দিষ্ট। একথা ঠিক নহে। কারণ পাণিন্যাদির ন্যায় শান্তনবাচার্য্যও ফিট্‌সূত্রে শিবসূত্রীয় প্রত্যাহারসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। প্রয়োগরত্নমালার টীকাকার কামরূপীয় সাধক জয়কৃষ্ণের মতে প্রত্যাহারসূত্রগুলি পাণিনিপ্রণীত। নানা প্রকার অসংশয়িত প্রমাণ দ্বারা এই মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে মাহেশব্যাকরণ নামতঃ উল্লিখিত নহে কেন—তাহার কারণ দেখাইয়া শিবসূত্রলব্ধ কোন্ কোন্ প্রত্যাহার কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহার বিবরণ দিতে আমাদের ত্রুটি হয় নাই। 'অইউণ্' এবং 'লণ্' এই দুইটী সূত্রের শেষে 'ণ্' থাকায় 'অণ্' এবং

'ইণ্' নামক সংজ্ঞাদ্বয় স্থিত ণকার বিষয়ক সন্দেহের নিরাশ করা হইয়াছে। পাণিনিপূর্ব্বজ শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে 'ঞম্' 'চয়্' 'র' প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োগ ছিল। পাণিনিপ্রযুক্ত ৪১টী সংজ্ঞামধ্যে এ তিনটী সংজ্ঞা পরিগণিত নহে। কিন্তু 'উণাদয়ো বহুলম্' সূত্রের দ্বারা শাকটায়নের ঔণাদিক প্রকরণ অভ্যুপগত হওয়ায় এবং শাকটায়নীয় ঔণাদিক প্রকরণে 'ঞম্' সংজ্ঞা থাকায় প্রকারান্তরে পাণিনি কর্তৃক উহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্লোকবার্ত্তিকে তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি লিখিয়াছেন—"যমি ঞ'মন্তেষ্বনিডেক ইষ্যতে" (শব্দকৌস্তুভ ১।১।২ প্রত্যাহারাহ্নিক)। কাত্যায়নের 'চয়ো দ্বিতীয়া শরি' (৮।৪।৪৮) বার্ত্তিকে 'চয়্' সংজ্ঞা অভ্যুপগত হইয়াছে। র-প্রত্যাহার লইয়া আমরা কান্দিশীক। 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রীয় ভাষ্যের প্রবৃত্তি বুঝিয়া জয়াদিত্য কৈয়টাচার্য্য এবং হরদত্ত মিশ্র উহা গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি শাকটায়ন র-প্রত্যাহার স্বীকার করিলেও উহাতে কি পাণিনির প্রবৃত্তি ছিল? প্রবৃত্তি থাকিলে 'অতোল্রান্তস্য' (৭।২।২) সূত্রে আবার 'ল' বলেন কেন? 'রশ্রুতে র্লশ্রুতিঃ' ভাবিলে কখনই তিনি উভয় বর্ণের যুগপৎ উল্লেখ করিতেন না। আর যখন করিয়াছেন তখন 'উদ্বৃত্তো হি গ্রন্থঃ সমধিকং ফলমাচষ্টে' এই জাতীয় ন্যায়বশতঃ উহার কি অন্য কোনও নির্দ্দেশ বা জ্ঞাপকত্ব আছে? র-প্রত্যাহারবাদী জয়াদিত্য কৈয়ট বা হরদত্তের গ্রন্থে ইহার সমাধান পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, পাণিনিনয়ে র-প্রত্যাহার প্রবেশ করায় সর্ব্বসমেত ৪৩টী সংজ্ঞা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

'হযবরট্' এবং 'হল্' সূত্রদ্বয়ে হকার দুইবার পঠিত হওয়ায় এবং বোপদেবের সমাহারসূত্রীয় বর্ণবিন্যাসে একবার মাত্র হকারের সন্নিবেশ থাকায় টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ শিবসূত্রের প্রতি অন্যায় কটাক্ষ করিয়াছেন। মুগ্ধবোধের 'হো ঝস্' সূত্রীয় হকারে দত্তাবধান না হওয়ায় আমরা তাঁহার উক্তি খণ্ডন করিয়া শিবসূত্রে দুইবার হকারের প্রয়োজন নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঋষিজুষ্ট মার্গের সরলতা দেখাইয়াছি। তারপর 'লণ্' এবং 'হল্' সূত্রদ্বয়ের প্রয়োজন প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যান্য সূত্র সমালোচিত হইয়াছে।

ঐন্দ্রব্যাকরণ।

এই প্রস্তাবের আরম্ভে তৈত্তিরীয়সংবাদ এবং ঋক্তন্ত্র-মহাভাষ্যাদিস্মৃত গুরুপর্ব্বক্রমাত্মক শ্রৌতপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক ঐন্দ্রব্যাকরণের সত্তানুকূলে প্রাচীন অনতিপ্রাচীন এবং নবীন গ্রন্থসমূহ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। কলাপচন্দ্রে সুষেণ বিদ্যাভূষণ ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—'অর্থে পদমাহুরৈন্দ্রাঃ, বিভক্ত্যন্তং পদমাহু রাপিশলীয়াঃ, সুপ্‌তিঙন্তং পদং পাণিনীয়াঃ, ইহার্থোপলব্ধৌ পদমিতি বররুচিঃ' (সন্ধি ২০)। সুষেণের কথায় উপপন্ন হয় যে, তিনি পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করিয়াই চারিটী সম্প্রদায় বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতে ঐন্দ্রসম্প্রদায় আপিশল সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। অদ্যতনী-ভবন্তী-সমানাক্ষরপ্রভৃতি ঐন্দ্রসংজ্ঞা পাণিনিনয়ে প্রবিষ্ট হইলেও পাণিন্যাদি মুনিগণ কেন ঐ ব্যাকরণের নাম করেন নাই তাহার

কারণও দর্শিত হইয়াছে। ভারদ্বাজাদিব্যাকরণে ক্রমশঃ প্রবেশহেতু ঐন্দ্রের অত্যন্ত লোপ হইলেও উপমন্যু-কাত্যায়ন-বররুচি-শর্ব্ববর্ম্ম-দুর্গাচার্য্য-ভাবসেন-হেমচন্দ্রাদির গ্রন্থে উহার নানাসূত্র সূত্রাংশ এবং মতবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের সংগ্রহে আমরা যত্নবান্ হইয়াছি।

জৈনদের ইন্দ্র আমাদের ঐন্দ্রস্মর্ত্তা নহেন। তিনি মগধসন্নিহিত 'গোরবরা' গ্রামে বসুভূতি নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং পৃথ্বীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে মহাবীর বর্দ্ধমানের শিষ্য হইয়া ইন্দ্রভূতিগৌতম নামে প্রসিদ্ধ হন। বৌদ্ধদের ইন্দ্রও আমাদের ঐন্দ্রস্মর্ত্তা নহেন। তিনি শর্ব্ববর্ম্মার পূর্ব্বে এবং পতঞ্জলির পর ইন্দ্রগোমী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণ বৌদ্ধসমাজে 'ঐন্দ্রব্যাকরণ' নামে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোন্ সময়ে উহার লোপ হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ শ্রুতপাল ঐ গ্রন্থের বৃত্তি করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের বৃহন্ন্যাসাদি গ্রন্থে ইন্দ্রমিশ্রের নাম পাওয়া যায়। ইঁহার ব্যাকরণও কিছুদিন ঐন্দ্রব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীপত্রে সম্ভবতঃ ইহারই উল্লেখ হইয়াছে। ইহা কিন্তু আমাদের প্রাচীন ঐন্দ্রব্যাকরণ নহে। ১১-১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় হেমচন্দ্র অনেকবার ইন্দ্রমিশ্রের নাম করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ১১ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু কালিদাসের পরবর্ত্তী। কারণ কুমারসম্ভবের—

"অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে॥"

এই শ্লোকটী তাঁহার গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছিল। ইন্দ্রমিশ্র ইহার স্মৃতিবিরুদ্ধত্ব প্রতিপাদন করেন। কারণ মনু বলিয়াছেন—"আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" (৩।২৭)। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলংকৃতা" (১।৫৮)। ইন্দ্রমিশ্রের গ্রন্থ আমরা দেখি নাই এবং কবে ইহার লোপ হইয়াছে তাহাও বলা কঠিন। তবে ১৬খৃষ্ট-শতাব্দীয়কালাপক পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগর ইন্দ্রমিশ্রের গ্রন্থ দেখিয়াছেন। তাঁহার কাতন্ত্রপ্রদীপে লিখিত আছে—"অযাচিতারমিত্যাদিপ্রয়োগোঽসাধুরেব সদাচারস্য স্মৃতিতো দুর্ব্বলত্বাদিতি ইন্দ্রমিশ্রেণোক্তম্, তত্তুচ্ছমেব" (২।৪।১৯)। যাহাই হউক, ইন্দ্রমিশ্র কালিদাসের পরবর্ত্তী, সুতরাং তিনি আমাদের ঐন্দ্রস্মর্ত্তা নহেন।

ভাগুরীয় ব্যাকরণ।

কাথকীয় এবং শৌনকীয় বৃহদ্দেবতায় ভাগুরিমুনি স্মৃত হইয়াছেন। জৈমিনির গৃহ্যসূত্রেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। সপ্তশতীর ষট্সংবাদানুসারে তিনি মার্কণ্ডেয়মুনির সামসময়িক। জুমরনন্দী তাঁহাকে শাট্যায়নের ন্যায় প্রাচীন বলেন। তাঁহার 'ত্রিকাণ্ড'কোষ এখন লুপ্ত হইলেও বহু প্রাচীনগ্রন্থে উহার নানা বচনাদি পাওয়া যায়। Aufrecht সাহেবের মতে ভাগুরি একজন বৈয়াকরণ মুনি। ঐ মতের পোষকতায় আমরা ভর্ত্তৃহরি ত্রিলোচন গোয়ীচন্দ্র সুষেণ-

বিদ্যাভূষণ এবং জগদীশাদির বচন উদ্ধার করিয়াছি। একসময়ে যে ভাগুরীয় ব্যাকরণ ছিল তাহার অনুকূলে নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে যে সকল শ্লোক সূত্র সূত্রাংশ বা উদাহরণাদি ছিল বলিয়া উপপন্ন হয় তৎসমুদায় উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্লোক যেমন—'ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তেঃ…', সূত্র যেমন—'অবাপ্যোরল্লুব্বা', উদাহরণ যেমন—'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি…'। ইহা ব্যতীত ভাগুরীয় সম্প্রদায়ের শ্লোকাদিও উদ্ধৃত হইয়াছে, যেমন—'ইচ্ছতি ভাগুরিরন্তমকারম্…' 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপম্' ইত্যাদি। ভাগুরীয় ব্যাকরণে শিবসূত্রসমূহ অভ্যুপগত হইয়াছিল। ভর্তৃহরির 'হন্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ…' ইত্যাদি শ্লোক হইতে উপপন্ন হয় যে, ভাগুরিমতে উপষ্টম্ভ বুঝাইলে সপ্তমী চতুর্থীর বাধিকা হইয়া থাকে। আকর স্বীকার না করিলেও কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠে এবং বিশেষতঃ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এ মতবাদ সোদাহরণ প্রপঞ্চিত হইয়াছে (২।৩।৩৬)। কিন্তু 'উপষ্টম্ভাখ্যসংযোগো দন্তকেশত্বগাদিষু' এই জাতীয় প্রমাণবশতঃ শিষ্টপ্রয়োগে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়, যেমন—'মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়…' (মহানাটক)। 'অব' এবং 'অপি' এই উপসর্গদ্বয়ের 'অৎ' লোপ লইয়া ত্রিমুনিব্যাকরণে কিছু না থাকিলেও ভাগুরির মতে উহার লোপ করা এখনও শিষ্টসম্মত। ভাগুরী ভাগুরির ভগিনী। নাস্তিক বলিয়া ভ্রাতার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। ভাগুরীকে পতঞ্জলি অনাত্মবাদের বর্ণিকা (exponent) এবং বর্ত্তিকা (stalk) বলিয়াছেন। ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য…বর্ত্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য" (৭।৩।৪৫)। লোকায়তশব্দের নাস্তিকপরতা প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকদের মতে ভাগুরির সম্পূর্ণ নাম ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি। যাস্কের নিরুক্তেও ইহা সমর্থিত।

কর্ম্মন্দি ব্যাকরণ বা কার্ম্মন্দ ব্যাকরণ।

অষ্টাধ্যায়ীতে কর্ম্মন্দের নাম আছে। তিনি একজন মস্করী *। পাণিনি তাঁহাকে ভিক্ষুসূত্রকৃৎ বলিয়াছেন। ব্যাসীয় ভিক্ষুসূত্রের পর আর কোনও ভিক্ষুসূত্র প্রণীত না হওয়ায় কর্ম্মন্দকে ব্যাসদেবের পূর্ব্বতর বলিতে হইবে। ভিক্ষুসূত্রের প্রারম্ভে অবৈয়াকরণিক মস্করিগণকে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহাই কর্ম্মন্দিবিবরণ। যাঁহাদের মতে ঐ সকল উপদেশাত্মক গ্রন্থ ভিক্ষুসূত্র হইতে পৃথক্ তাঁহারা 'কর্ম্মন্দিবিবরণ' না বলিয়া 'কার্ম্মন্দ বিবরণ' বলেন। প্রসিদ্ধি আছে, ঐ সকল সূত্র সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। সেইজন্য অনেকের মতে কর্ম্মন্দিবিবরণস্থ সূত্রসমূহই সূত্রসপ্তশতীর আকর। কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীপত্রে কর্ম্মন্দি-

* মস্করিসম্বন্ধে পতঞ্জলির ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—'মা কৃত কর্ম্মাণি মা কৃত কর্ম্মাণি শান্তির্বঃ শ্রেয়সীত্যাহাহতো মস্করী পরিব্রাজকঃ' (৬।১।১৫৪)। ইহার প্রদীপে কৈয়টাচার্য্য লিখিয়াছেন—'অয়ং মা কৃত অয়ং মা কৃতেত্যুপক্রম্য শান্তিতঃ কাম্যকর্ম্মপরিহাণি যুষ্মাকং শ্রেয়সীত্যুপদেষ্টা মস্করীত্যুচ্যতে। মাঙ্পূর্ব্বাৎ করোতেরিনিঃ, সুড়াগমো মাঙো হ্রস্বশ্চ নিপাত্যতে।'

বিবরণের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ নরেন্দ্রাচার্য্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত সারস্বতসূত্র সমূহকেই তিনি কর্ম্মন্দিবিবরণ বলিয়াছেন। কর্ম্মন্দিবিবরণ বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে।

কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণ।

কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণের প্রস্তাবে দুইটী গুরুতর প্রশ্ন আছে—প্রথমতঃ উহা কি কাশকৃৎস্ন-প্রণীত বা কাশকৃৎস্নিপ্রণীত এবং দ্বিতীয়তঃ উহা কোন্ সময়ে প্রণীত ? আমাদের গ্রন্থে এ দুইটী প্রশ্ন যথাক্রমে সমাহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রস্তুতবিষয় আরও বিশদরূপে বলিবার চেষ্টাবশতঃ এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান প্রথমে দর্শিত হইবে।

কাহারও কাহার মতে পতঞ্জলির পর এবং ভর্তৃহরির পূর্ব্বে কাশকৃৎস্নব্যাকরণ প্রণীত হয়। ইহা অনবেক্ষণমাত্র। কারণ 'প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ'বার্ত্তিকের ভাষ্যে নামতঃ উহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন, কাশকৃৎস্নব্যাকরণ পাণিনির পর এবং পতঞ্জলির পূর্ব্বে প্রণীত হয়। ইহাও ঠিক নহে, কারণ—

(১) দীপিকায় ভর্তৃহরি এবং প্রকীর্ণপ্রকাশে হেলারাজ বলেন, কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণে পাণিনির 'তদর্হম্' (৫।১।১১৭) সূত্রজাতীয় কোনও সূত্র ছিল না। সমক্ষে অষ্টাধ্যায়ী থাকিলে এরূপ অবিধান বা উপাত্তায় সম্ভবপর নহে। অতএব কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

(২) 'দ্বিগুসংজ্ঞা' এবং 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ' এই দুইটী কাশকৃৎস্নীয় সূত্রে ইতরেতরাশ্রয় দোষ কল্পিত হইয়াছে। কারণ ইহাতে দ্বিগুনিমিত্তক প্রাতিপদিকের উত্তর প্রত্যয়ভাবনা করিতে হয় এবং প্রত্যয় পরে থাকায় দ্বিগুসংজ্ঞা বুঝিতে হয়। অন্যোন্যাশ্রয় অর্থাৎ ইতরেতরাশ্রয় পরিহার করিবার জন্য অষ্টাধ্যায়ীতে কাশকৃৎস্নের ন্যায় 'দ্বিগুসংজ্ঞা' 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ' এইরূপ সূত্রক্রমের ব্যবস্থা না করিয়া পাণিনিমুনি প্রথমে 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ'স্থলে 'অর্থ'শব্দান্বিত "তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ" (২।১।৫১) সূত্র করিবার পর 'ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ' ন্যায়ানুসারে "সংখ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুঃ" (২।১।৫২) সূত্রের দ্বারা দ্বিগুসংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন। ইহাতে কাশকৃৎস্নব্যাকরণের পৌর্ব্বিকত্ব উপপন্ন হয়।

কাশকৃৎস্নীয় সূত্রদ্বয়ে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উদ্ভাবিত হওয়ায় স্বকীয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থায় আমরা দৃঢ়নিশ্চিত হইলাম সত্য, কিন্তু যিনি নারায়ণকল্প ব্যাসদেবের আচার্য্য এবং যাঁহার মতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞের জ্ঞানে স্বসূত্রগত ইতরেতরাশ্রয়দোষ একান্ত অনারূঢ় কেন ? মনে হয়, দৃষ্টিভেদে বিচারভেদ হইয়াছে। কাশ-কৃৎস্নের মতে 'দ্বিগু'শব্দ আজানিক, কিন্তু পাণিনি-পতঞ্জলির মতে উহা কাদাচিৎক। প্রামাণিক-দের উক্তি আছে—

'আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ।
নিত্য আজানিক স্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।
কাদাচিৎক স্ত্বাধুনিকঃ শাস্ত্রকারাদিভিঃ কৃতঃ॥'

আজানিক হইলে শব্দের নিত্যত্বহেতু ইতরেতরাশ্রয়দোষ আর কল্পনীয় নহে। কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—'ক্ত-ক্তবন্তূ নিষ্ঠা' (কৃৎ ৮৪)। এখানেও অবস্থা প্রায় সমান। কারণ ক্ত এবং ক্তবন্তু প্রত্যয়ের সূত্র পরে বলা হইবে, সুতরাং অনুৎপন্ন ক্ত এবং ক্তবন্তু প্রত্যয়ের সংজ্ঞাবিধান কিরূপে সম্ভবপর হয় ? আবার সংজ্ঞাবিধান না হইলেই বা কি করিয়া নিষ্ঠাসংজ্ঞক প্রত্যয় হয় ? এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ প্রসক্ত হওয়ায় তাহার নিবারণকল্পে শর্ব্ববর্ম্ম-বররুচির মতানুসারে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—শব্দস্য নিত্যত্বাদন্বাখ্যানে ভাবিনো নে'তরেতরাশ্রয়দোষ ইতি'। পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন—'সিদ্ধানাং সংজ্ঞাসংজ্ঞিনামন্বাখ্যানমিদং নাধুনিকং করণমিত্যর্থঃ'।

(৩) কাশকৃৎস্নের প্রণেতা কাশকৃৎস্ন-কাশকৃৎস্নির মধ্যে যিনিই হউন না কেন, উভয়ই পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র কাত্যায়ন কাতীয়সূত্রে মীমাংসক কাশকৃৎস্নির নাম করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয়, আপিশলির জামাতা এবং শাকল্যের সামসময়িক। সুতরাং তাঁহার পুত্র কাত্যায়ন অবশ্যই পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। কাশকৃৎস্নও পাণিনির পূর্ব্বজ, কারণ—

(ক) পাণিনীয় প্রাতিপদিকপাঠের উপকাদিগণে (২।৪।৬৯) এবং অরীহণাদিগণে (৪।২।৮০) কাশকৃৎস্নের নাম পাওয়া যায় ;

(খ) তত্ত্বরত্নাকর নামক প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে উপবর্ষের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"কর্ম্মদেবতা ব্রহ্মগোচরা সা ত্রিধোদ্‌বভৌ সূত্রকারতঃ। জৈমিনে মুনেঃ কাশকৃৎস্নতো বাদরায়ণাদিত্যতঃ ক্রমাৎ ॥" অতএব উপবর্ষের মতে কাশকৃৎস্ন বাদরায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

(গ) বেদান্তে সূত্রিত হইয়াছে—"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, কাশকৃৎস্ন একজন বৈদান্তিক এবং ব্যাসদেবের পূর্ব্বাচার্য্য।

(৪) শাব্দিকগণ বলেন—'বাক্যেন ক্বচিৎ প্রত্যয়তত্ত্বমবগম্যতে, ন শ্রুত্যা'। আমরাও এখানে বাক্যমূলক প্রত্যয়তত্ত্বের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কাশকৃৎস্নব্যাকরণের পৌর্ব্বিকত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছি। কাশকৃৎস্নব্যাকরণে একটী সূত্র ছিল—'শতাচ্চ ঠন্‌যতাবগ্রন্থে'। আপিশলেও ইহা অনুসৃত হয়। সূত্রটীর অর্থ হইতেছে—অগ্রন্থ বুঝাইলে শতশব্দের উত্তর ঠন্ ও যৎপ্রত্যয় হয়। তদনুসারে বলা হইত—শতিকঃ শত্যো বা সঙ্ঘঃ (a herd consisting of a hundred cows), শতিকবৃদ্ধিঃ (one whose gain in gambling amounts to 100), শতিকং শত্যং বা শাটকম্ (a cloth worth 100 or 100 cloths), শতকং নিদানম্ (a work on pathology containing 100 chapters). পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—'শতাচ্চ ঠন্‌যতাবশতে' (৫।১।২১)। ইহার সম্বন্ধে উক্তি আছে—'শতপ্রতিষেধেঽন্যশতত্বেঽ-প্রতিষেধঃ'। অভিপ্রায় এইরূপ—অশত অভিধেয় হইলে (when the sense of 'a hundred' is subordinate) এবং অর্হীয় অর্থ বুঝাইলে (when used in the sense of 'worth' or 'costing') শতশব্দের পর ঠন্ ও যৎপ্রত্যয় হয়। তদনুসারে এখন বলিতে হইবে—শতকো

গোসঙ্ঘঃ (a herd consisting of a hundred cows), শতকবৃদ্ধিঃ (one whose gain in gambling amounts to 100), শতিকং শত্যং বা শাটকম্ (a cloth worth 100), শতকং শাটকম্ (one hundred cloths), শতকং নিদানম্ (a work on pathology containing 100 chapters)। যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয়, আপিশলির জামাতা এবং শাকল্যের সামসময়িক, সুতরাং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি কাশকৃৎস্নের এবং আপিশলের মতে 'শত্য' এবং 'শতিক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—'গৃহে শতিকবৃদ্ধেস্তু সভিকঃ (a booker) পঞ্চকং শতম্' (২।২০২)। অন্যত্র বলিয়াছেন—'শত্যো গোসঙ্ঘঃ'। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে কাশকৃৎস্নের বা আপিশলের প্রত্যয়-নিয়মই প্রচলিত ছিল, অষ্টাধ্যায়ীর প্রত্যয়-নিয়ম নহে। কিন্তু ইহাতে চরমসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। কারণ বৃহৎসংহিতায় ৬খৃষ্টশতাব্দীয় বরাহমিহির যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুসরণ করিয়া শতাভিধেয়ে এবং অনর্হীয়-অর্থে 'শত্য' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেইজন্য ৭ খৃষ্টশতাব্দীতে ভর্ত্তৃহরি স্বীয় ভাষ্যদীপিকায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তারপর তিনি কৈয়ট-হরদত্ত-ভট্টোজি প্রভৃতি পাণিনীয়গণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হন। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, কাশকৃৎস্ন-আপিশল-শাকল্য-চান্দ্রবর্ম্মণাদি ব্যাকরণের সময় অতীত হওয়ায় কলিতে পারাশরী স্মৃতির ন্যায় এখন পাণিনি-স্মৃতির বলবত্তা বুঝিতে হইবে। অতএব সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মতে কাশকৃৎস্নের সময় অতীত হইলে পাণিনিস্মৃতির প্রচলন হয়।

কাশকৃৎস্নব্যাকরণ কি কাশকৃৎস্নপ্রণীত অথবা কাশকৃৎস্নিপ্রণীত? আমরা কাশ-কৃৎস্নকে উহার প্রণেতা বলিয়াছি। Monier Williams আমাদের ন্যায় কাশকৃৎস্নকেই বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কাশকৃৎস্নি একজন মীমাংসক। আমাদের সিদ্ধান্তে বোপদেবের আনুকূল্য আছে। কবিকল্পদ্রুমের 'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ…' ইত্যাদি শ্লোকে তিনি কাশকৃৎস্নকে একজন আদিশাব্দিক বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ কাশকৃৎস্নিকে কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণের প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। কারণ 'তেন প্রোক্তম্' (৪।৩।১০১) সূত্রীয় কাশিকায় উদাহৃত হইয়াছে—'পাণিনীয়ম্, আপিশলম্, কাশকৃৎস্নম্'। ইঁহাদের মতে উক্ত তিনটী উদাহরণের মধ্যে পাণিনি এবং আপিশলি নামদ্বয় যখন ইকারান্ত, তখন জয়াদিত্য ইকারান্ত 'কাশকৃৎস্নি'-নামই মনে রাখিয়া 'কাশকৃৎস্নম্' লিখিয়াছেন। ইহা কিন্তু চিন্তনীয়। কারণ ঐ তিনটী উদাহরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই লিখিত আছে—'মাথুরেণ প্রোক্তা মাথুরী বৃত্তিঃ'। অতএব শেষভাগে 'কাশকৃৎস্নেন প্রোক্তং কাশকৃৎস্নম্' এইরূপ মনে করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সুতরাং ইহার দ্বারা কাশকৃৎস্নব্যাকরণে কাশকৃৎস্নির কর্ত্তৃত্ব প্রাতিপাদিত হয় না। কুমারিল বলেন—

"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে॥"

আর সত্যসত্যই জয়াদিত্য যদি কাশকৃৎস্নিকেই কাশকৃৎস্নের প্রবক্তা বলেন তথাপি তাঁহার উক্তি পরীক্ষণীয়। কীল্‌হর্ণ সাহেবের মতে জয়াদিত্য ও বামন কাশকৃৎস্নব্যাকরণ না দেখিয়াই অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী চান্দ্রব্যাকরণসম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত নীরব। তিনি লিখিয়াছেন—"(It is difficult to understand) why Chāndra is passed over in Kāsika... The authors of Kāsika had occasion to speak of 3 Adhyāyas of Kāsakritsna's Sútra..., they surely could not have helped thinking of the Sútras of Chāndra...Averse though I am to conjecture, I would venture to ask—was Chāndra Vyākaraṇa good enough to be copied from, but too modern a work to be honourably mentioned together with the Sútras of sages like Kāsakritsna and others of which Jayāditya and Vāmana knew very little more than we do." (The Indian Antiquary, Vol. V, pp. 183-4). কেবল চান্দ্র কেন, ইঁহারা কাতন্ত্রের 'চৈত্রকূটী'বৃত্তি হইতে দুর্গসিংহের ন্যায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বররুচির নামগ্রহণেও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। মান্ত্রিকগণ কিন্তু ইহা অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য তাঁহারা ঋষিস্মরণ ব্যতীত মন্ত্রপাঠের নিষ্ফলতা ঘোষণা করিয়াছেন।

কাশকৃৎস্ন একজন বৈদান্তিক। ব্রহ্মসূত্রে তাঁহার নাম আছে। কাশকৃৎস্নি কিন্তু মীমাংসক। মীমাংসক বলিয়া মহাভাষ্যে তিনবার তাঁহার নাম স্মৃত হইয়াছে (৪।১।১৪, ৪।১।৯৩, ৪।৩।১৫৫)। পূর্ব্বমীমাংসায় তিনি একজন প্রমাণপুরুষ। সেইজন্য কাতীয়সূত্রে যাজ্ঞবল্ক্যতনয় কাত্যায়নও তাঁহার নাম করিয়াছেন। ব্যাকরণাধিকরণে তন্ত্রবার্ত্তিকের পূর্ব্বপক্ষ দেখিলে উপপন্ন হয় যে, উৎসিক্ত মীমাংসকেরা বৈয়াকরণদিগকে কখনও প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। 'ন হ্যত্যন্তানৃতং বক্তুং শক্যতে পূর্ব্বপক্ষিণা' এই মীমাংসান্যায় লঙ্ঘনপূর্ব্বক সময়বিপ্লাবক হইয়াও তাঁহারা বলিতেন—'লোকে তু সর্ব্বভাষাভিরর্থা ব্যাকরণাদৃতে' ইত্যাদি (১৪২—১৫৫ পৃ০)। বৈয়াকরণেরাও তাঁহাদের উপর কর্কশধী বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন—'যত্তু ব্যাকরণাধিকরণে ভট্টপাদৈরুক্তম্ ·· তৎ ত্বৈয়াকরণমীমাংসকসন্তোষার্থমিত্যবধেয়ম্' (১৪৭ পৃ০)। কিন্তু শব্দব্রহ্মের উপাসনায় মীমাংসকদের অপেক্ষা বৈদান্তিকদের সমধিক আস্থা দেখা যায়, কারণ উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ব্ববৃত্তরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। সেইজন্য অতীন্দ্রিয়ার্থপ্রকাশক প্রাচীন ঋষিরা বলিতেন—'ব্রহ্মদুঘা গৌঃ'। অর্থাৎ গৌ বাণী ব্রহ্ম প্রতীক্ষিতঃ দুগ্ধে প্রসূতে। উপনিষদে শ্লোকিত হইয়াছে—'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি' (ব্রহ্মবিন্দু০)। বৈয়াকরণেরাও 'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ' নিয়মানুসারে শব্দব্রহ্মে পরব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধির আরোপ করিয়া থাকেন। তদনুসারে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকে স্মৃত হইয়াছে—'অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎ' এবং 'বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে'। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিমুনি বলিয়াছেন—'সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারক-বৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ' ইত্যাদি। মহর্ষি শাকটায়ন প্রথমে ধুরন্ধর বৈয়াকরণ

ছিলেন এবং তারপর ব্রহ্মবিষয়ক শাকটায়নোপনিষৎ প্রণয়ন করেন। মহর্ষি গার্গ্য একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মুনি এবং মহর্ষি শাকটায়নের প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনিও শব্দব্রহ্মের উপাসনা করিবার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাবশতঃ অজাতশত্রু কাশ্যাদির সমীপে গিয়াছিলেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন উত্তরমীমাংসার বৃত্তিকার। ভর্তৃহরি অদ্বৈতবাদী। সেদিন ভট্টোজিও শব্দকৌস্তভাদির পর তত্ত্বকৌস্তভ লিখিয়াছেন। অতএব বেদান্তনিষেবণের পূর্ব্বে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করা বৈদান্তিক কাশকৃৎস্নের পক্ষে যেরূপ সম্ভবপর, মীমাংসক কাশকৃৎস্নির পক্ষে সেরূপ নহে। আমরা কাশকৃৎস্নিকে কাশকৃস্নের পুত্র বলিয়া মনে করি।

কাশিকাবৃত্তি এবং অমোঘবৃত্তি হইতে জানা যায় যে, কাশকৃৎস্নব্যাকরণে তিনটী অধ্যায় ছিল। ক্ষীরস্বামী, বৌদ্ধকাশ্যপ এবং সায়ণাচার্য্যাদি বিপশ্চিদ্‌গণ ইহার যে সকল সূত্র বচন বা সিদ্ধান্ত আচার্য্যপরম্পরাক্রমে পাইয়াছেন তৎসমুদায় মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সেনকীয় ব্যাকরণ এবং কাশ্যপিব্যাকরণ।

পাণিনি বলিয়াছেন—"গিরেশ্চ সেনকস্য" (৫।৪।১১২)। ইহার কাশিকায় লিখিত আছে—"সেনকগ্রহণং পূজার্থম্, বিকল্পোঽনুবর্ত্ততে।" অভিপ্রায় এইরূপ—The name of 'সেনক' is taken merely *honoris causá* instead of saying 'বা' for suggesting option. যাহাই হউক, অষ্টাধ্যায়ীতে সেনকের নাম আছে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোনও সংবাদ এখন পাওয়া যায় না। সেনকের ব্যাকরণ সম্ভবতঃ বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে। পাণিনি নিজে উহা দেখিয়াছেন কি আচার্য্যপরম্পরায় উহার সূত্রাদি পাইয়াছেন—তাহাও বলা কঠিন।

অষ্টাধ্যায়ীর অনেক স্থানে কাশ্যপের নাম ও মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কল্পসূত্র এবং ব্যাকরণ 'কাশ্যপি' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কাশ্যপিব্যাকরণ বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। তবে কাত্যায়নের বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে উহার নানাবিধ মতবাদ পাওয়া যায়। কাশ্যপি-ব্যাকরণে নিপাতের বিশেষ আলোচনা ছিল (৫০৮ পৃ০)।

কাশ্যপিব্যাকরণ বৌদ্ধদের কাশ্যপীয় ব্যাকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শুনা যায়, শেষোক্ত গ্রন্থে না কি 'নির্দ্দেশ-উপদেশন-কর্ত্তৃকরণ-সম্প্রদত্তিক-অপাদত্তিক-স্বামিভাবাদি-সন্নিধানাদি-আমন্ত্রণ' এই সকল সংজ্ঞা যথাক্রমে কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান সম্বন্ধ অধিকরণ এবং সম্বোধন স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছিল (I-tsing p. 173)। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদের কাশ্যপীয়ব্যাকরণও চতুষ্টয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত গ্রন্থ ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া চীনসাম্রাজ্যে গমন করে। এখনও উহা আছে কি না তাহা বলা কঠিন। কাশ্যপীয় ব্যাকরণের প্রণেতা কে তাহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, হীনযান মাতঙ্গ উপসংপাদকালে অর্থাৎ দীক্ষাসময়ে 'কাশ্যপ'নাম পাইবার পর ইহা প্রণয়ন করেন। এ কথা সত্য হইলে গ্রন্থকারকে অবশ্য প্রথমখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলা যায়, কারণ তাঁহার

কোনও গ্রন্থ ৬৭খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনূদিত হয়। কাহারও কাহার মতে হৈমবত-সম্প্রদায়সম্ভূত কাশ্যপীয়শাখার প্রবর্ত্তক হীনযান কাশ্যপ ঐ ব্যাকরণের প্রণেতা। ইনি সম্ভবতঃ রাজকবি হরিষেণের সামসময়িক অর্থাৎ ৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। চন্দ্রগোমী কাশ্যপীয়-ব্যাকরণের সহায়তা গ্রহণ করেন বলিয়া শুনা যায়। চন্দ্রগোমীর ৫০০ বৎসর পরে সিংহলদেশে কাশ্যপ নামে আর একজন বৌদ্ধপণ্ডিত চান্দ্র এবং কাশ্যপীয়ব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া 'বালাববোধন' নামে একখানি সুন্দর ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাতে কিছু কিছু প্রাচীন কাশ্যপীয় ব্যাকরণের মতবাদ আছে। ক্ষীরস্বামি সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকার-গণ কাশ্যপের নামে যে সকল বচন উদ্ধার করিয়াছেন তৎসমুদায় বৌদ্ধকাশ্যপের বচন, উহাদের সহিত মহর্ষি কাশ্যপের কোনও সম্বন্ধ নাই। যেমন, মাধবীয়ধাতুবৃত্তির প্রথমগণস্থ 'গডি'ধাতুর প্রস্তাবে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—'অত্যাদয়ঃ পঙ্ক্তৌ ন তিঙ্‌বিষয়া ইতি কাশ্যপঃ' (৫৩ পৃ০)। এ কাশ্যপ বালাববোধনকৃদ্ বৌদ্ধকাশ্যপ। সিংহলদেশে বালাববোধনের প্রচারে চান্দ্রব্যাকরণ তিরোহিত হয়। মূল কাশ্যপীয় ব্যাকরণ বহুদিন পূর্ব্বে লুপ্ত হওয়ায় এখন বালাববোধনই কাশ্যপীয় ব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্ফোটায়ন ব্যাকরণ।

ইহা একখানি সর্ব্বতোমুখ ব্যাকরণ কি না তাহা বলা কঠিন। তবে ইহাতে স্ফোটবাদের বিশেষ প্রপঞ্চ ছিল বলিয়া জানা যায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এবং ৩৮সংখ্যকসন্ধিসূত্রীয় কাতন্ত্রপঞ্জীতে স্ফোটায়নের নাম আছে। মহাভাষ্যে স্ফোটের বিস্তৃত বিবরণ এবং 'ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাম্......' ইত্যাদি শ্লোক সম্ভবতঃ স্ফোটায়নব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কক্ষীবৎপর্ব্বতে স্ফোটের প্রপঞ্চপূর্ব্বক ঔশিজমুনি 'স্ফোটায়ন' নামে প্রসিদ্ধ হন। ব্যাসভাষ্যে স্ফোটের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার কোনও স্থানে 'স্ফোট'শব্দ নামতঃ উল্লিখিত নহে। সেইজন্য আমরা স্ফোটায়নকে ব্যাসভাষ্যের পরবর্ত্তী বলিয়াছি। কিন্তু প্রাত্নতত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকে ব্যাসভাষ্যকে মহাভাষ্যের পরবর্ত্তী বলেন। তাঁহাদের মতে উহা ব্যাসদেবের লেখনীপ্রসূত নহে। ইহাতে আমাদের অপ্রতিপত্তিহেতু প্রাত্নতত্ত্বিকদের উক্তি পূর্ব্বপক্ষে রাখিয়া আমরা সিদ্ধান্তপক্ষ দেখাইয়াছি। যেমন—

(১) পূর্ব্বপক্ষ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় উভয় ভাষ্যের বাক্‌সরণি ও রচনা-পদ্ধতি পরীক্ষাপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ব্যাসভাষ্যের অপেক্ষা মহাভাষ্যের গরীয়স্ত্ব উপলব্ধ হয়, সুতরাং উহা ব্যাসপ্রণীত নহে।

সিদ্ধান্তপক্ষ। উভয়গ্রন্থের অধরোত্তরভাবসম্বন্ধে মতভেদ আছে। শুনা যায়, মহাভাষ্য পড়িয়া চন্দ্রগোমী বলেন—'Many words but few ideas and it is incomplete.' (The Indian Antiquary, Vol XV. 1886, Vidyabhusan's I. L., p. 334 and

Keith's H. S. L., p. 431 and Taranath)। গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্যনির্ণয়ে বাক্‌সরণি বা রচনাপদ্ধতি বিশ্বাসভূমি বলিয়া গণ্য নহে। Whitney সাহেব বলেন—'Less reliable are peculiarities of style.' (Sans. Gram. Intro.)। প্রসিদ্ধি আছে, দীপিকার শেষে ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছিলেন—

"অহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো বয়ম্।
অদৃষ্ট্বা মাং গতঃ স্বর্গমকৃতার্থঃ পতঞ্জলিঃ॥"

তবে অবশ্য ঋষির প্রতি এরূপ অশিষ্টাচারহেতু তাঁহার দীপিকাগ্রন্থ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয় এবং সেইজন্য উহা ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ছিন্নভিন্নভাবে এখন জার্ম্মান্‌দিগের গ্রন্থাগারে অবস্থান করিতেছে। যাহাই হউক, উভয় ভাষ্যের বাক্‌সরণি ও রচনাপদ্ধতি দেখিয়াও যোগবার্ত্তিকে তীক্ষ্ণমতি বিজ্ঞানভিক্ষু এবং তত্ত্ববৈশারদীতে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যে ব্যাসদেবের কর্ত্তৃত্বই মনে করিয়াছেন। ভাষ্য প্রসন্নগম্ভীর বলিয়াই উহার কর্ত্তৃত্বে তাঁহাদের সন্দেহ হয় নাই। ইহাতে বলা যায়—'মালতীমল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনম্'।

(২) পূর্ব্বপক্ষ। Harvard Universityর অধ্যাপক J. Haughton Woods মহোদয়ের মতে ব্যাসভাষ্য ৫ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী, কারণ ইহাতে ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বসুবন্ধুর বর্ষীয়ান্ সামসময়িক বার্ষগণ্যের নাম পাওয়া যায় (Harvard Oriental Series. Vol. 17)।

সিদ্ধান্তপক্ষ। টকাকুসুর মতে বসুবন্ধু ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। ইনি বার্ষগণ্যের নাম করিয়াছেন। ৪ খৃষ্টশতাব্দীতে বৌদ্ধদের পিতাপুত্রীয় সংহিতা প্রকাশিত হয়। ইহাতে একটী শ্লোক আছে—'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথ মৃচ্ছতি।......' ইত্যাদি। এই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, বার্ষগণ্য পিতাপুত্রীয় সংহিতা হইতে উক্ত শ্লোকটী ষষ্টিতন্ত্রে উঠাইয়াছেন, সুতরাং তিনি বসুবন্ধুর প্রায় সামসময়িক। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের মতে ষষ্টিতন্ত্র বার্ষগণ্যপ্রণীত হইলেও অহির্বুধ্নসংহিতার মতে উহা পঞ্চশিখপ্রণীত। যাহাই হউক, বার্ষগণ্যের সত্তাসময় লইয়া প্রাত্নিকগণ বিভ্রমে পড়িয়াছেন, কারণ—(অ) ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষপণক সিদ্ধসেন দিবাকর তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রভাষ্যের টীকায় প্রাচীন প্রমাণরূপে ব্যাসভাষ্যের অনেক বাক্য উঠাইয়াছেন; (আ) যুক্তিদীপিকায় কপিলাদি-নামের সঙ্গে বার্ষগণ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; (ই) অষ্টাধ্যায়ীর ১।১।৫০ সূত্রীয় মহাভাষ্যে বার্ষগণ্যের নাম আছে; (ঈ) পাণিনির প্রাতিপদিকপাঠে বার্ষগণ্যের পিতামহ বৃষগণের নাম পাওয়া যায়; (উ) জৈমিনিমুনির গৃহ্যসূত্রীয় তর্পণপ্রকরণে বার্ষগণ্যের নাম থাকায় সামবেদীয় শাখাবিশেষাবলম্বিগণ তাঁহার উদ্দেশে এখনও তর্পণের জল দিয়া থাকেন; (ঊ) মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জৈগীষব্যাদির সঙ্গে বার্ষগণ্যের নাম উল্লিখিত আছে; (ঋ) বার্ষগণ্য একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, নাগী গায়ত্রীর উদাহরণে তাঁহার একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) পূর্ব্বপক্ষ। ব্যাসভাষ্যের 'যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একা চ একস্থানে' এই বাক্যে দশমিক মানের নিয়ম বুঝা যায় এবং দশমিক মান ৬ খৃষ্টশতাব্দী

বরাহমিহির কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় (G. R. Kaye's opinion in his 'Aryabhatiya', ed. Kern and in his 'Varāhamihir' ed. Thibaut).

সিদ্ধান্তপক্ষ। বাক্যটীর ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ—The same stroke is termed a hundred in the hundred's place, ten in the ten's place, and one in the unit place. ইহাতে দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ দশগুণিত সংখ্যা বুঝাইতেছে, দশমাংশ অর্থাৎ দশমিক ভগ্নাংশ নহে। দশগুণিত সংখ্যা যজুর্ব্বেদেই দৃষ্ট হয়।

(৪) পূর্ব্বপক্ষ। মাঘের শিশুপালবধ হইতে 'পরিকর্ম্ম'শব্দ ব্যাসভাষ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং উহা ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয়।

সিদ্ধান্তপক্ষ। অমরকোষে, তৎপূর্ব্বে কুমারসম্ভবে, তৎপূর্ব্বে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে এবং তৎপূর্ব্বে মহাভারতে 'পরিকর্ম্ম' শব্দ প্রয়োগারূঢ় আছে।

(৫) পূর্ব্বপক্ষ। মহাভাষ্যের 'ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি' এই বাক্যটী ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাসভাষ্য মহাভাষ্যের পরবর্ত্তী।

সিদ্ধান্তপক্ষ। বাক্যটী কোনও ভাষ্যকারের স্বকীয় উক্তি নহে। উহা একটী চিরপ্রচলিত প্রাচীন আভাণক (an ancient dictum coming down from olden times)। সুতরাং ইহার দ্বারা কাহারও পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণীয় নহে।

(৬) পূর্ব্বপক্ষ। ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে—"অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ"। মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—'গুণসমুদায়ো দ্রব্যম্' (৪।১।৩)। দুইটী বাক্য একার্থক, এবং ব্যাসভাষ্যে পতঞ্জলির নামসহকারে মহাভাষ্যের বাক্যাশয় উপন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাসভাষ্য মহাভাষ্যের পরবর্ত্তী।

সিদ্ধান্তপক্ষ। Whitney সাহেব বলেন—'Often indeed,···the relative chronology is spoiled, because many works......have suffered manifold revisions, and have come to us in various modifications.' (S. G. Intro.). কিন্তু 'প্রক্ষিপ্ত' বলিলে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, যেমন ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"প্রক্ষিপ্ত'শব্দ দ্বারা যত কিছু অযৌক্তিকতা, অসত্য ও অলীক শোধন করিয়া লওয়া যায়; প্রাত্নতত্ত্বিকসন্ধানে এই শব্দটী পঞ্চগব্যস্থানীয়।' (বৃহদ্বঙ্গ ২৪৪ পৃ০)। সে যাহাই হউক। উভয়ভাষ্যের বাক্য অক্ষরতঃ এক নহে, সুতরাং উহাদের অর্থপরীক্ষা আবশ্যক। ব্যাসভাষ্যোদ্ধৃত বাক্যের অনুবাদ এইরূপ - According to Patañjali substance is a collection having for its basis the distinguishing features of its inseparable components. আর মহাভাষ্যোদ্ধৃত বাক্যটীর অনুবাদ এইরূপ—Substance is a collection of গুণs or properties [such as 'form' etc]. সুতরাং ব্যাসভাষ্যে দ্রব্যমাত্রের সমষ্টিগত পার্থক্যপ্রদর্শনই উদ্দেশ্য, আর মহাভাষ্যে বৈশেষিকসিদ্ধ রূপাদি গুণ-

সমষ্টির দ্রব্যত্বসূচনাই উদ্দেশ্য। অতএব দুইটী বাক্য একার্থক নহে। আর 'গুণসমুদায়ো দ্রব্যম্' ইহাকে মহাভাষ্যের চরম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ চরমসিদ্ধান্ত ঐ সূত্রের অনেক পরে দর্শিত হইয়াছে—"কিং পুন র্দ্রব্যং কে পুন র্গুণাঃ ? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা গুণা স্ততোঽন্যদ্ দ্রব্যম্" (৫।১।১১৯ সূত্রীয় ভাষ্য)। বৈশেষিক আচার্য্যগণ পদার্থবিভাগপ্রসঙ্গে দ্রব্য এবং গুণকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলেন। মহাভাষ্যকার সেই দৃষ্টি লইয়া পূর্ব্বপক্ষে গুণসমষ্টির দ্রব্যত্ব বলিবার পর উত্তরপক্ষে গুণ হইতে দ্রব্যের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। যাহা পূর্ব্বপক্ষ তাহা কখনও ব্যাসভাষ্যে পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে না। সুতরাং একটী বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের কোনও সম্বন্ধ কল্পনীয় নহে। আমাদের মতে ব্যাসভাষ্যের বাক্যটী প্রাচীনযোগ-পতঞ্জলির সংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা না দেখিলেও ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আল্‌বেরুণি এ সংহিতা দেখিয়াছিলেন। Dr. Edward C. Sachau বলেন—Alberuni gives frequently quotations from পতঞ্জলি who is neither যোগসূত্রকার nor মহাভাষ্যকার (cf. Ch. II p. 27 of Vol I. Alberuni's India). আল্‌বেরুণি লিখিয়াছেন—The book of this name (Patañjali)...had the form of conversation between two persons simply called the asking one (প্রষ্টা), and the answering one (প্রতিবক্তা), and its subject was the search for liberation and for the union of the soul with the object of its meditation (1. 132), the emancipation of the soul from the fetters of the body (1. 8). ইহা সম্ভবতঃ মহাভারতস্থিত মোক্ষধর্ম্মের পিতাপুত্রসংবাদ-জাতীয় গ্রন্থ। বোধ হয়, পিতা প্রাচীনযোগ এবং পুত্র পতঞ্জলি। পাতঞ্জলসংহিতা বৌদ্ধদের পিতাপুত্রীয় সংবাদ নহে বা মিলিন্দপঞ্‌হো (conversation on salvation betwen Menander and Nāgesen) অর্থাৎ মিলিন্দপ্রশ্ন নহে। পুরাণে প্রাচীনযোগ-পতঞ্জলিস্মৃত সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় (বায়ু ৬১, ব্রহ্মাণ্ড ৬৭)। Dr Sachau আরও বলিয়াছেন—'Alberuni's Patañjali is totally different from যোগসূত্রকার or মহাভাষ্যকার and the philosophic system of the former differs essentially from that of the sutras. However both works are intended to explain the principles of the same school. In Alberuni's Patañjali ব্রহ্ম was compared to অশ্বত্থ as in গীতা' (Vol I. p 264.)।

বার্ষগণ্যের কালনিরূপণপ্রসঙ্গে যুক্তিদীপিকার উল্লেখ হইয়াছে। যুক্তিদীপিকার প্রণেতা কে এবং কোন্ সময়ে উহা প্রণীত হয় তাহা লইয়া প্রাত্নিকদের মধ্যে অনেক বাদপ্রতিবাদ দেখা যায়। অনেকের মতে ইহা বাচস্পতিপ্রণীত। কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থ ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীয় ভর্তৃহরির পূর্ব্ববর্ত্তী। এ সকল বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকায় আমাদের পক্ষে অব্যাপারে

ব্যাপার না করাই উচিত, কিন্তু 'বিবক্ষিতং হ্যনুক্তং পরিতাপং জনয়তি' এই স্বাভাবিক নিয়ম-বশতঃ আমরা বাচস্পতি মিশ্রের সংভাবয়িতা (patron) ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় রাজবার্ত্তিকাদিকৃৎ কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ মিহিরপরিহার ভোজে যুক্তিদীপিকার কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি। ইনি ধারাধিপতি ভোজের পূর্ব্ববর্ত্তী (৫১১-১৪ পৃ০)।

চাক্রবর্ম্মণীয় ব্যাকরণ।

অষ্টাধ্যায়ীতে এবং কাতন্ত্রপরিশিষ্টে চাক্রবর্ম্মণের নাম আছে। শাকটায়নের 'কপশচাক্র-বর্ম্মণস্য' এই ঔণাদিক সূত্রে চাক্রবর্ম্মণীয় মতের উল্লেখ থাকায় আমরা তাঁহাকে ব্যুৎপত্তিবাদী বলিয়াছি। মাঘের শিশুপালবধে "ব্যথাং দ্বয়েষামপি মেদিনীভৃতাম্" (১২।১৩) বাক্যস্থিত 'দ্বয়'শব্দ লইয়া 'বাক্যং বক্তর্য্যধীনম্' ন্যায়বশতঃ কালাপকগণ বলেন—'মাঘদর্শনাদ্ 'দ্বয়'শব্দো-ঽপ্যত্র গণে পঠনীয়ঃ' (চ ২৫ সূত্রীয় কবিরাজ)। সুষেণের অভিপ্রায় এইরূপ—'সর্ব্বাদাবুভয়শব্দঃ পঠ্যতে। তস্যার্থগ্রহণাদ্ দ্বয়শব্দস্যাপি সর্ব্বাদিত্বং মাঘমতেন সিদ্ধম্।' ইহা কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। 'দ্বয়'শব্দের সর্ব্বনামতা এস্থলে চাক্রবর্ম্মণের মতানুসারে স্বীকৃত হওয়ায় তদ্বিরুদ্ধে পাণিনীয়গণের যুক্তি ও উক্তি শব্দকৌস্তুভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে দুর্ঘটবৃত্তিতে শরণদেব লিখিয়াছেন—"ইয গতাবিত্যতঃ ক্বিপি। দ্বয়ং দ্বৈধং গচ্ছন্তীতি দ্বয়েযঃ তেষাম্।" (১।১।৩২)। পাতঞ্জলসম্প্রদায়ে ইহা প্রত্যুক্ত হইয়াছে। চাক্রবর্ম্মণের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে বায়ুপুরাণের কথায় আমরা আস্থাবান্। তিনি সম্ভবতঃ হারীতকাশ্যপের প্রপৌত্র। কাশিকায় লিখিত আছে 'চক্রবর্ম্মণোঽপত্যং চাক্রবর্ম্মণঃ' (৬।৪।১৭০)। অষ্টাধ্যায়ীর ৬।১।১৩০ সূত্রে পাণিনি ইঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে চাক্রবর্ম্মণীয় ব্যাকরণের লোপ হইয়াছে।

আপিশল ব্যাকরণ।

আপিশলি অপিশলের পুত্র এবং সার্ব্ববৈত্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির শ্বশুর। তিনি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যেমন—অষ্টাধ্যায়ীনামক আপিশলব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, প্রাতিপদিকপাঠ এবং অক্ষরতন্ত্র বা সামতন্ত্র। শেষোক্ত গ্রন্থে সামবেদীয় স্তোভরাশির প্রয়োগাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। কালাপক দুর্গসিংহের কথায় মনে হয়, তাঁহার একখানি ছন্দোগ্রন্থও ছিল। এ সমস্ত পুস্তক বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে। আপিশলির ব্যাকরণ 'আপিশল' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টাধ্যায়ীতে আপিশলি স্মৃত হইয়াছেন। কাত্যায়নের 'পূর্ব্বসূত্রনির্দ্দেশো বাপিশলমধীতে' (৪।২।৪৮) বার্ত্তিকে আপিশল ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরদত্তের মতে পাণিনির সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও এই ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল (৫২৩ পৃ০)। কাশিকায় "অঞ্-নিঙ্কিরন্দাত্তাদেঃ······" (৪।২।৪৮) ইত্যাদি যে আপিশলীয় শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয় তাহা সম্ভবতঃ সম্প্রদায়লব্ধ। কলাপচন্দ্রে সুষেণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"অর্থে পদমাহুরৈন্দ্রাঃ, বিভক্ত্যন্তং পদমাহু-রাপিশলীয়াঃ, সুপ্তিঙন্তং পদং পাণিনীয়াঃ······" (সন্ধি ২০)। বামনের কথায় বুঝা যায় যে,

আপিশলের একটী সূত্র ছিল—'তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুকাসু ছন্দসি' (৬২০ পৃ০)। পাণিনি কিন্তু ভাষায় ঐ সকল ধাতুর প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন (৭।৩ ৯৫)। তদনুসারে প্রয়োগও দৃষ্ট হয়—'সুতুস্তুরং ব্যাকরণং স্তবীমি ভূয়স্তবীমীহ হিতেচ্ছয়েতি' (আ০ ৩৫৫ দৌর্গটীকা)। মাধবীয় ধাতুবৃত্তির অষ্টমগণস্থিত 'ঋণুগতৌ' লইয়া তৎপ্রসঙ্গে সায়ণাচার্য্য আপিশলির দুইটী সূত্র দিয়াছেন–'করোতে শ্চ' এবং 'মিদে শ্চ' (৩৫৭ পৃ০)। ইহা ব্যতীত নানা প্রাচীন গ্রন্থে আপিশলের যে সকল সূত্র বা বচন পাওয়া যায় তৎসমুদায় সংগৃহীত হইয়াছে। কাশিকায় লিখিত আছে—'আপিশলম্। পুষ্করণম্' (৪।৩।১১৫)। 'পুষ্' বোধ হয় একটী সঙ্কেতশব্দ, যেমন বর্ত্তমান ধাতুপাঠের 'বৃৎ' সঙ্কেত। সুতরাং আপিশলসম্বন্ধে জয়াদিত্যের মতে বুঝিতে হইবে—আপিশলিরত্র যুগপৎকালভাবিনাং বিধীনাং মধ্যে দশ পুষ্ করণানি কৃত্বা কালমণ্ডতনাদিকং পরিভাষিতবান্।

নিরুক্তের স্কান্দভাষ্যে আপিশলীয় ধাতুপাঠের বচন আছে। ভর্ত্তৃহরি জিনেন্দ্রবুদ্ধি এবং অভিনবশাকটায়নের মতে পাণিনীয় ধাতুপাঠের সঙ্গে আপিশলীয় ধাতুপাঠের কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। ভর্ত্তৃহরির মতে আপিশলির এবং পাণিনির সর্ব্বাদিগণীয় পাঠ সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা জানিয়া ভাষ্যাদির সাহায্যে আপিশলীয় পাঠের স্বরূপনির্ণয়ে আমরা যত্নবান্ হইয়াছি। নবীন কৌমারসম্প্রদায়ে 'গত্যর্থাদিষু কর্ম্মৈব নীথাত্মাদিষু কর্ত্তৃতা।·····" ইত্যাদি শ্লোক আপিশলিস্মৃত বলিয়া বহুদিন প্রচলিত আছে, আমরা কিন্তু উহার কর্ত্তৃত্ব মণ্ডনাচার্য্যে প্রতিপাদন করিয়াছি।

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ।

অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যাড়ির নাম নাই, কাত্যায়ন কিন্তু 'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ' (১।২।৬৪) এই বার্ত্তিকে ব্যাড়ির নাম করিয়াছেন। পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠের আরম্ভে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে···' ইত্যাদি। ইহার উপর দীপিকায় ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—'সংগ্রহোঽপ্যস্যৈব শাস্ত্রস্যৈকদেশঃ। তত্রৈকতন্ত্রত্বাদ্ ব্যাড়েশ্চ প্রামাণ্যাদিহাপি তথৈব সিদ্ধশব্দ উপাত্তঃ।' আবার মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—'শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিঃ' (২।৩।৬৬)। এই দুই জনের কথায় উপপন্ন হয় যে, দাক্ষায়ণ ব্যাড়িই পাণিনীয় ব্যাকরণের 'সংগ্রহ' নামক নিবন্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং পাণিনির পর এবং কাত্যায়নের পূর্ব্বে দাক্ষায়ণ ব্যাড়ির সত্তাসময় অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে (ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষ, পরিচয় ১৩৪৩ কার্ত্তিক)। কিন্তু পাণিনির বহুপূর্ব্বে কুলপতি শৌনক অন্য এক ব্যাড়ির নাম করিয়াছেন। তাঁহার বিকৃতিবল্লী এখনও দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদনিধি শৌনকের শিষ্য। বেদনিধি সম্ভবতঃ কুলপতির পূর্ব্বপিতামহ। অতএব 'ব্যাড়ি' নামে দুইজন স্বতন্ত্রব্যক্তির অস্তিত্বস্বীকার আবশ্যক।

প্রাক্ কথন

পাণিনির শিষ্য ত্রিনয়ন বলিয়াছেন—'শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে··· তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥' (পাণিনীয়শিক্ষা)। ইহার ভাষ্যে রাঘবাচার্য্য এবং পঞ্জিকায় ধরণিধর লিখিয়াছেন—'দাক্ষীপুত্রায় দাক্ষীনাম্নী ঋষিকন্যা তৎপুত্রায় পাণিনয়ে…'। মহাভাষ্যেও সম্ভবতঃ সংগ্রহ হইতেই একটী কারিকা অনুস্মৃত হইয়াছে—

'সর্ব্বে সর্ব্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।

একদেশবিকারে হি নিত্যত্বং নোপপদ্যতে॥' (১।১।১৯, ৭।১।২৭)।

সুতরাং দাক্ষী পাণিনির মাতা। তিনি দক্ষের কন্যা এবং দাক্ষির ভগিনী। দাক্ষির পুত্র দাক্ষায়ণ। জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—'দাক্ষিঃ পিতা, দাক্ষায়ণঃ পুত্রঃ' (কাশিকা ২।৪।৬০)। অতএব দাক্ষি পাণিনির মাতুল এবং দাক্ষায়ণ তাঁহার মাতুলপুত্র। পাণিনির প্রাতিপদিকপাঠ-স্থিত স্বাগতাদিগণে ব্যড়মুনির নাম দৃষ্ট হয়। ব্যড়ের পুত্র ব্যাড়ি, আর দাক্ষির পুত্র দাক্ষায়ণ (ব্যাড়ি)। ইহাতে অনুমান হয় যে, শৌনকোক্ত ব্যাড়ির পিতা ব্যড়মুনিই স্বাগতাদিগণে লক্ষিত হইয়াছেন। অতএব দুইজন ব্যাড়ি ছিলেন—একজন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ব্যাড়ি, আর একজন পাণিনির সামসময়িক দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। Alberunিকথিত 'ভৈষজ্য-তন্ত্র' নামক Pharmacopœia-প্রণেতা বিক্রমসভ্য ব্যাড়ি একজন রাসায়নিক, তিনি বৈয়াকরণ নহেন। সুতরাং তাঁহার সহিত এ দুজন ব্যাড়ির কোনও সম্বন্ধ নাই।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ' (১।২।৬৪)। মূলের ৪৪৭-৮ পৃষ্ঠায় আমরা ইঁহাকে প্রাচীন ব্যাড়ি বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি। শাকলপ্রাতিশাখ্যে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—'যণো ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ' এবং লঘুবৃত্তিতে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—'ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়ো রিতি বক্তব্যম্' (৩৫৪, ৪৪৬, ৫২৬, ৫৩১ পৃ০)। অষ্টাধ্যায়ীর ৬।১।৭৭ সূত্রীয় লঘুবৃত্তি হইতে উপপন্ন হয় যে, গালবব্যাকরণের ন্যায় ব্যাড়ীয় ব্যাকরণেও সূত্রিত হইয়াছিল—'ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানম্'। এ ব্যাড়িও প্রাচীন ব্যাড়ি। কারণ প্রথমতঃ গালবের সঙ্গে ইঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ যে নিয়ম অষ্টাধ্যায়ীতে লঙ্ঘিত বা পরিত্যক্ত তাহা কখনও পাণিনির ভ্রাতা দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি সমর্থন করিতে পারেন না। শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে ব্যাড়ির নামে যে সকল মতবাদ উপন্যস্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন ব্যাড়ির একখানি ব্যাকরণ নিঃসন্দেহে অনুমিত হইয়া থাকে। প্রাচীন আচার্য্যদের কথা হইতেও ইহা উপপন্ন হয়। কাশিকায় জয়াদিত্য বলিয়াছেন—"ব্যাড়্যুপজ্ঞং দুষ্করণম্" (২।৪।২১)। 'দুষ্'শব্দ 'বৃৎ'সঙ্কেতের ন্যায় বুঝিতে হইবে। তন্ত্রপ্রদীপাদির মতে উহার অর্থ হইতেছে—ব্যাড়িরাচার্য্যঃ স্বস্মিন্ ব্যাকরণে যুগপৎকালভাবিনাং বিধীনাং মধ্যে দশ'দুষ্'করণানি কৃত্বা পরিভাষিতবান্ প্রথমং ভূতাখ্যং পশ্চাদ্ বর্ত্তমানাদিকং কালমিতি। হরদত্তের মতেও বলা যায়—আম্নায্যাদুত্থানাদিত্যাদিকাল-পরিভাষাযুক্তং ব্যাকরণং দশ'দুষ্'করণানি বিধায় কৃতবান্। কিন্তু ব্যাকরণের তত্ত্বে কেহ উপজ্ঞা

দাবী করিতে পারেন না। কারণ উহা শ্রুতির ন্যায় চিরপ্রবৃত্ত। আর ব্যাকরণের স্মৃতিত্বই যদি অভিমত হয় তাহা হইলেও মীমাংসকদের ভাষায় বলা যাইতে পারে—'পূর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্যতে। পূর্ব্বজ্ঞানাদ্ বিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্য্যতে।' অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'মন্বাদীনামপি যদি প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রমাণং সংভাব্যতে ততঃ স্মরণং ভবেন্নান্যথা'। সুতরাং আমাদের মতে 'উপজ্ঞা'শব্দের অর্থ হইতেছে—Intuitive knowledge in the mode of presentation which is not handed down by tradition. যাহাই হউক, প্রাচীনদের কথায় ব্যাড়ির একখানি ব্যাকরণই লক্ষিত হইতেছে, সংগ্রহগ্রন্থ নহে। তবে নাম না পাওয়ায় উহাকে ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ বলা হইয়াছে। শৌনকমুনি বিকৃতিবল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং বিকৃতিবল্লী প্রাচীন ব্যাড়ির কৃতি। প্রাতিকদের মতে 'পরিভাষাপাঠ' ও 'উৎপলিনী'কোষ দাক্ষায়ণব্যাড়ি কর্ত্তৃক রচিত হয়। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। লিঙ্গানুশাসন উৎপলিনীর অংশবিশেষ। উৎপলিনী এখন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উহার যে সকল বচন দৃষ্ট হয় তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইয়াছে (৪০২, ৪২১, ৪৯৭, ৫৩০ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—'ব্যাড়ি বিন্ধ্যস্থো নন্দিনীসুতঃ'। ইনি সম্ভবতঃ দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। এরূপ হইলে নন্দিনীকে দাক্ষির পত্নী এবং পাণিনির মাতুলানী বলিতে হইবে। নবীন মৌগ্ধবোধদের মধ্যে উৎপলমালিনীর শ্লোক ব্যাড়ীয় উৎপলিনীর শ্লোক বলিয়া প্রচলিত আছে। ইহা প্রামাদিক। কারণ উৎপলমালিনী শুভাঙ্গপ্রণীত কোষবিশেষ। ধারানগরে দশম খৃষ্টশতাব্দীয় ভোজরাজ সাহসাঙ্ক* মুঞ্জবাক্‌পতির সভায় ইহা প্রণীত হয়।

ভর্তৃহরি প্রভৃতি পাণিনীয় আচার্য্যগণ বলেন যে, সংগ্রহগ্রন্থে চতুর্দ্দশসহস্র বিষয় একলক্ষ শ্লোকে উপনিবদ্ধ ছিল। বেদব্যাস ব্যতীত এরূপ বিপুল গ্রন্থ করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া আমাদের মনে হয়, প্রথম ব্যাড়ি সাধারণভাবে ব্যাকরণের উপর একখানি 'সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ করেন এবং তারপর দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি উহার উপর পাণিনিনয়োপযোগী প্রতিসংস্কার করায় গ্রন্থের আকার বিপুল হইয়াছিল। অতএব দাক্ষায়ণ ব্যাড়ির সংগ্রহ প্রাচীনব্যাড়িকৃত

---

* এই সাহসাঙ্ক কে এবং তাঁহার বৃত্তান্তই বা কি—ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছেন কেহ কেহ বলেন—ইনি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বা গন্ধমাদনাদিপ্রণেতা শ্রীবর মহেন্দ্রবিক্রম। অনেকে আবার ম[নে] করেন, 'শশাঙ্ক'স্থলে প্রমাদবশতঃ 'সাহসাঙ্ক' লিখিত হইয়াছে। এ সকল কথা ঠিক নহে। ধারাধিপতি ভোজদেবে[র] জ্যেষ্ঠতাত ১০খৃষ্টশতাব্দীয় মুঞ্জবাক্‌পতির 'সাহসাঙ্ক' উপাধি ছিল। ইনি ভোজপিতা সিন্ধুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহেশ্বর বৈদ্যের এবং পদ্মগুপ্তের 'সাহসাঙ্কচরিত' দেখিলেই এ কথার সত্যতা উপপন্ন হইবে। ইঁহার নামে একখা[নি] কোষগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেশবের কল্পদ্রুমে 'সাহসাঙ্ক' নাম দৃষ্ট হয়। ১১১১ খৃষ্টাব্দীয় বিশ্বপ্রকাশে উ[ক্ত] হইয়াছে—"ভোগীন্দ্র-কাত্যায়ন-সাহসাঙ্ক-বাচস্পতি-ব্যাড়ি-পুরঃসরাণাম্‌......॥"

সংগ্রহের larger recension. আমাদের এই মতবাদ কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে। ইহাতে পুণ্যরাজের আনুকূল্য আছে (৫২৯ পৃ০ দ্রষ্টব্য)।

পতঞ্জলিমুনি উক্ত সংগ্রহগ্রন্থ বিশেষভাবে পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্ ··· ।" গ্রন্থ অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া পতঞ্জলির ন্যায় তত্ত্বাভিনিবেশী প্রমাণপুরুষও বলিয়াছেন—"শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ" (২।৩।৬৬)। বহুদিন পূর্ব্বে সংগ্রহগ্রন্থ লুপ্ত হইলেও উহার অত্যন্ত লোপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ কাত্যায়নের এবং পতঞ্জলির গ্রন্থে সংগ্রহের অনেক শ্লোকাদি অনুপ্রবেশ করিয়াছে। কাত্যায়নস্মৃত পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠের আরম্ভে স্মৃত হইয়াছে—'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে ··' ইত্যাদি এবং তাহার উপর ভাষ্যদীপিকায় ভর্ত্তৃহরি স্পষ্ট বলিয়াছেন—'সংগ্রহেঽপ্যস্যৈব শাস্ত্রস্যৈকদেশঃ। তত্রৈকতন্ত্রত্বাদ্ ব্যাড়েশ্চ প্রামাণ্যাদিগপি তথৈব সিদ্ধশব্দ উপাত্তঃ।' ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্বে গ্রন্থখানি লুপ্ত হইলেও ইহার অনেক শ্লোক তাঁহার জানা ছিল। সম্ভবতঃ আচার্য্যপরম্পরা ঐ সকল শ্লোক অধিগত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি কিন্তু এখনও ভর্ত্তৃহরির নামে প্রচলিত আছে। বাক্যপদীয়ের "শুদ্ধস্যোচ্চারণে স্বার্থঃ প্রসিদ্ধো যস্য গম্যতে ·····" (২।১৮৭) ইত্যাদি শ্লোক এবং "যস্মন্নস্য প্রযোগেণ যত্নাদিব নিযুজ্যতে ·····" (২।১৮৮) ইত্যাদি শ্লোক ব্যাড়ীর সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়। ঐ শ্লোকদ্বয়ের উপর পুণ্যরাজের পূর্ব্বপীঠিকা ও ব্যাখ্যা দেখিলে আমাদের অনুমান সমর্থিত হইবে। অষ্টাধ্যায়ীর ৮।২।১০৮ সূত্রীয় কাশিকায় "কিন্তু যথা ভবতীহ ন সিদ্ধম্ ··" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় ব্যাড়ীয় সংগ্রহ হইতে অধিগত হইয়াছে।

শাকল্য-ব্যাকরণ।

অষ্টাধ্যায়ীতে এবং বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে নামগ্রহণপূর্ব্বক শাকল্যের নানা মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। যাস্কীয় নিরুক্তে এবং শৌনকীয় বৃহদ্দেবতার অনুবাকানুক্রমণীতে শাকল্যের নাম আছে। বৃহদারণ্যকে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্যের তর্কবিতর্ক (polemic tournament) সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের কর্ত্তৃত্ব অনুমান করেন (Dr B. K. Ghose, IHQ. Vol 10. pp. 665-70)। আমরা কিন্তু শৌনককে উহার প্রবক্তা বলিয়াছি। Monier Williams-ও এই মতের পক্ষপাতী। জার্ম্মান্‌দেশীয় পণ্ডিত Paul Thieme মহোদয় লিখিয়াছেন—"There is no proof as to the statement that শাকল্য was the original author of ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, because the tradition is that it is of শৌনক' (IHQ. Vol. XIII. 1937)। শাকল্যপ্রাতিশাখ্যেও শাকল্যের কর্ত্তৃত্ব লইয়া সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ শৌনক কর্ত্তৃক বা শাকলগণ কর্ত্তৃক উহা প্রণীত হয়। কাশিকায় লিখিত আছে—'শাকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলাঃ। তেষাং সঙ্ঘঃ শাকলঃ।' (৪।৩।১২৮)। আমাদের অনুমানে Monier Williams এর আনুকূল্য দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত শাকলপ্রাতিশাখ্যে শাকল্যের পরবর্ত্তী শাকটায়নের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শাকল্যের সংহিতা একখানি

অনুপম গ্রন্থ। ইহার জন্য তিনি ঋষিসমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন —'শাকল্যেন সুকৃতাং সংহিতামনুনিশম্য দেবঃ প্রাবর্ষৎ' (১।৪।৮৪)। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে ঐ গ্রন্থ করিবার পর তিনি 'দেবমিত্র' বলিয়া অভিহিত হন। সার্ব্ববেত্ত শাকল্যমুনি সত্যশ্রীর শিষ্য এবং রথীতর শাকপূণি ও বাষ্কলিভারদ্বাজের সতীর্থ্য। সত্যশ্রীর তিনজন শিষ্যই বৈয়াকরণ ও শাখাপ্রবর্ত্তক। নিরুক্ত এবং বেদভাষ্যাদি হইতে জানা যায় যে, চাতুর্ব্বৈদ্য শাকপূণি একজন নৈরুক্ত বৈয়াকরণ ছিলেন। শাকপূণ তাঁহার পিতা। 'শাকান্ যঃ পূণয়তি সংহন্তি স শাকপূণঃ'—এইরূপ নামনিরুক্তিহেতু মনে হয়, তিনি শাকদিগের নেতা ছিলেন। তবে কি তাঁহাকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিব, না কৃপাচার্য্যের ন্যায় শস্ত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ ভাবিব? যাহাই হউক, তাঁহার পুত্র শাকপূণি তপোবলে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শাকল্যব্যাকরণের যে যে সূত্র এখন পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ।

ভারদ্বাজ একজন বৈয়াকরণ এবং শাখাপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মশাস্ত্রকার। অষ্টাধ্যায়ীতে এবং তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে তাঁহার নাম আছে। শিক্ষা ও ব্যাকরণ ব্যতীত তিনি শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করেন। গোত্রপ্রবর্ত্তক ভরদ্বাজকর্ত্তৃক প্রচারিত ঐন্দ্রমতবাদই বোধ হয় ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণের বীজ। বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল—বাষ্কলি ভারদ্বাজ। বাষ্কলের পুত্র বলিয়া তাঁহাকে বাষ্কলি বলা হইত। বাষ্কলের একখানি উপনিষদ্ আছে। তিনি সম্ভবতঃ পৈলের শিষ্য। বাষ্কলি ভারদ্বাজ সত্যশ্রীর শিষ্য, গার্গ্যের গুরু, এবং শাকল্যের ও শাকপূণির সহাধ্যায়ী। তাঁহার উপলেখভাষ্য এখনও Baroda Central Libraryতে সুরক্ষিত আছে। ইহার অনেক বিষয় অষ্টাধ্যায়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের পৌত্র এবং কাত্যীয়সূত্রকৃৎ কাত্যায়নের পুত্র পুষ্পসূত্র ও ফুল্লপোতপ্রণেতা বররুচিও ভারদ্বাজের নিকট ঋণী। শারীরকভাষ্যে বাষ্কলির নাম পাওয়া যায়। গুরুশিষ্যসম্বন্ধ-হেতু ভারদ্বাজীয় এবং গার্গীয় বংশধরগণের মধ্যে বিবাহ সম্ভবপর কি না তাহা লইয়া নানা গ্রন্থের উদয় হইয়াছে, যেমন—'ভারদ্বাজগার্গ্য-পরিণয়-প্রতিষেধবাদার্থঃ' ইত্যাদি। ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ এখন পাওয়া যায় না, তবে বররুচি কাত্যায়নের পূর্ব্বে ভারদ্বাজ সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণগণ পাণিনীয় সূত্রের উপর যে সকল বার্ত্তিক করেন তৎসমুদয় উদ্ধৃত হইয়াছে। শুনা যায়, কাত্যায়নের সময়ে ঐ সকল বার্ত্তিকের লোপ হইয়াছিল এবং পরে সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সেগুলি পুনরুদ্ধৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, কাত্যায়নের পর ঐ সকল বার্ত্তিক প্রণীত হইয়া থাকিবে ইহাও অসম্ভব নহে। ভাষ্যে প্রায় দশবার ভারদ্বাজ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কখনও কখন কাত্যায়নের বার্ত্তিকাপেক্ষা ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের উৎকর্ষ দেখা যায়।

গালব ব্যাকরণ।

অষ্টাধ্যায়ীতে গালবের নাম বহুবার স্মৃত হইয়াছে। তাঁহার ব্যাকরণ গালবব্যাকরণ

বলিয়াই প্রচলিত ছিল। তিনি শাকল্যের শিষ্য এবং তৎপ্রবর্ত্তিত শাখা 'শাকলশাখা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি গালবীয় শিক্ষার প্রবক্তা হইলেও ক্রমকার নহেন। ক্রমকার গালব একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—"যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ"। লঘুবৃত্তিতে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—"ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োরিতি ব্যক্তব্যম্" (৬।১।৭৭)। মনে হয়, ব্যাড়ীয় গ্রন্থ হইতেই 'ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানম্' সূত্রটী গালবে প্রবেশ করে। অষ্টাধ্যায়ীতে এরূপ কোনও সূত্র নাই বা নিয়মও নাই। কিন্তু কালিদাসাদির গ্রন্থে 'ত্রিয়ম্বকম্'প্রভৃতি পদ প্রয়োগারূঢ় থাকায় অন্যান্য বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ নিয়মটী গ্রহণ করিয়াছেন। 'আয়ুর্ব্বেদমহোদধি' নামক বৈদ্যগ্রন্থকৃৎ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ সুষেণবিদ্যাভূষণ বলেন—'ব্যাকরণস্য সর্ব্বপারিষদত্বাৎ কুত্রচিৎ কশ্চিদেব পক্ষ আশ্রিয়েত ইত্যদোষঃ'। (কলাপচন্দ্র)। কিন্তু পাণিনীয় পণ্ডিতগণ ইহাতে পরিতৃপ্ত নহেন। প্রসিদ্ধের ত্যাগ এবং অপ্রসিদ্ধের গ্রহণ দেখিয়া তাঁহারা বলেন—

'অপাত্রে রমতে লোকো গিরৌ বর্ষতি বাসবঃ।
অন্যস্ত্রীষু মনো যাতি কুলস্ত্রীষু ন গচ্ছতি॥'

শৌনকীয় বৃহদ্দেবতাদি হইতে জানা যায় যে, গালব একজন স্মৃতিকারও ছিলেন। স্মৃতিচন্দ্রিকায় এবং কালমাধবে তাঁহার বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিরুক্তে এবং বৃহদারণ্যকস্থিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের চরম ভাগে গালবের নাম পাওয়া যায়।

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এবং গার্গীয় ব্যাকরণ বা অক্ষরতন্ত্রসূত্র।

'শাকটায়নীয় ব্যাকরণম্' বা 'শাকটায়নম্' বলিলে সাধারণতঃ মহর্ষি শাকটায়নের ব্যাকরণ বুঝায়, কারণ জৈনশাকটায়নের ব্যাকরণ 'শব্দানুশাসন' নামে প্রসিদ্ধ। এখন ত্রিমুনি ব্যাকরণ বলিলে আমরা পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলিস্মৃত ব্যাকরণ বুঝিয়া থাকি, পতঞ্জলির বা কাত্যায়নের পূর্ব্বে কিন্তু ত্রিমুনিব্যাকরণ বলিলে সকলেই শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-প্রসাধিত ব্যাকরণ (tripartite grammar) বুঝিতেন। এ সম্বন্ধে কাতন্ত্রপরিশিষ্টের 'মণীবাদিষু চ' সূত্রীয় বৃত্তি ও গোপীনাথের টীকা দ্রষ্টব্য। নানা ব্যাকরণে 'শকটি'বলিয়া একটী সংজ্ঞাশব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। 'শকটি' প্রথম প্রকৃতি শকটের নামান্তর বা ভ্রাতা বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে শাকটিকে শকটের পুত্র বা শকটির ভ্রাতুষ্পুত্র বলিতে হইবে। শাকটায়ন বোধ হয়, শাকটির পুত্র এবং শকটের যুবাপত্য, সম্ভবতঃ পৌত্র। তাহা হইলে শাকটায়নীয় ব্যাকরণে তিন পুরুষের কর্তৃত্ব অনুমান করিতে হয়। ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকস্থ 'শকটস্য চ তোকম্' বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় কৈয়টাচার্য্য 'তোক'শব্দের অপত্যবাচকতা বলায় অনেকে শাকটায়নকে শকটের অনন্তরাপত্য অর্থাৎ পুত্র বুঝিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ 'অপত্য'শব্দ পুত্রপর্য্যায় হইতে পারে এবং পৌত্রাদিপর্য্যায়ও হইতে পারে। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"অপতনাদ-

পত্যম্। যোঽপি ব্যবহিতেন জনিতঃ সোঽপি প্রথমপ্রকৃতে রপত্যং ভবত্যেব” (৪।১।৯৩)। তারপর শাকটায়নীয় এবং পাণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণদ্বয়ের পার্থক্যসূচক লক্ষণ দর্শিত হইয়াছে। শাকলপ্রাতিশাখ্য, শৌনকীয় ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা, আথর্ব্বণপ্রাতিশাখ্য বা কৌৎসব্যাকরণ, ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণ, নিরুক্ত, পাণিনীয় সূত্রপাঠ, বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য, পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠ, মহাভাষ্য এবং অন্যান্যগ্রন্থে শাকটায়নের যে সকল সূত্র সংবাদ বা মতামত পাওয়া যায় তৎসমুদায় মূলে দৃষ্ট হইবে। অপরার্ক হেমাদ্রি কমলাকরাদির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, স্মৃতিশাস্ত্রেও শাকটায়ন একজন প্রমাণপুরুষ ছিলেন। তাঁহার একখানি উপনিষদ্ আছে। শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্য লিখিয়াছেন। শাকটায়নের ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণ হইতে পাণিনি যে সকল সূত্র বা সূত্রাংশ লইয়াছেন তৎসমুদায় মূলের ৫৪০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। উক্ত গ্রন্থে ৪।৩।১০১ ভাষ্যোক্ত জালূকশ্লোকের আকরস্বরূপ একটী সুপ্রাচীন গাথা (ancient memorial verse coming down from olden times) দৃষ্ট হয়—“যে নৌভিঃ প্রতরন্তি মানসং কাশ্মীরাঃ সলিলম্। মদানস স্তানশ্বপথে বশীকৃথা সুধীন্দ্রো দিবি দানবানিব। নৈবোদকমস্তি পাতবে ন পক্ষা উৎপতনায়। স্তোমমকৃপণং বত। সারসো মৃগো মণ্ডূকো বিললাপ। ধম্বন্যুপচিত্রকপাণ্ডু-পলাশকমৎস্যকাঞ্জহি। জালকাকেন গরণীষু চ মৎস্যকামানাহননাংসকস্য বিদিশানি সামি-কম্॥” (ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণ)। সপ্তমখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে শৈবধর্ম্মাবলম্বী জালূক কাশ্মীরের রাজা ও কবি ছিলেন (রাজতরঙ্গিণী ১।১৩)। H. H. Wilson সাহেবও ইহা স্বীকার করেন।

শাকটায়ন মুনি শিশিরশাখার অন্তর্গত। শৈশিরীয় শিক্ষায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্যের ভাগিনেয় অহোবল ভট্টের মতে ‘ব্যোঽস্যাঘোভোভগো’ এই সন্ধিসূত্রটী প্রথমে মহর্ষি শাকটায়ন কর্ত্তৃক স্মৃত হয়। নবম খৃষ্টশতাব্দীয় জৈন শব্দানুশাসনে উহা এখনও সুরক্ষিত আছে। ঋক্‌তন্ত্রে ‘তোষি’ বলিয়া একটী সূত্র দৃষ্ট হয়। সূত্রটীর অর্থ হইতেছে—তোপধ অকার এবং ষকারের মধ্যবর্ত্তী বিসর্জ্জনীয় স্থানে উ হয়। শুনা যায়, আদ্যকাতন্ত্রস্থ “তোপধ-শষসানাং চ বা” সূত্রের ন্যায় শাকটায়ন ব্যাকরণেও “তো শরি” বলিয়া একটী সূত্র ছিল। ‘তো শরি’ অর্থাৎ তোপধ অকার এবং ‘শষস’ বর্ণসমূহের মধ্যবর্ত্তী বিসর্জ্জনীয় স্থানে উ হয়। ইহা অষ্টাধ্যায়ীস্থ “হশি চ” এবং শার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রস্থ “অঘোষবতশ্চ” সূত্রদ্বয়ের ব্যতিক্রম বা অপবাদ। শাকটায়নের এবং আদ্যকাতন্ত্রের স্মরণহেতু চৈত্রকূটীতে বররুচি বলিয়াছেন—“ক্বচিদঘোষেঽপি উত্বং ভবতি, যথা—বাতোঽপি তাপপরিতো সিঞ্চতীত্যাচষ্টে” (৬৯সূত্রীয় কাতন্ত্রসন্ধি কবিরাজ)। চৈত্রকূটীর প্রতিসংস্কর্ত্তা যশোমান (যশস্বান্) এবং কাতন্ত্রের লঘুবৃত্তিকার ভাবসেনত্রৈবিদ্য ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ঋক্‌তন্ত্রে শাকটায়নও বলিয়াছেন—“পরীতো ষিঞ্চতা-ষাম্”।

মহর্ষি শাকটায়নের “ভুব্যথোদিৎ”সূত্রটী কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহের কিছুকাল পরে আচার্য্যপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া অভিনব শাকটায়ন কর্ত্তৃক তদীয় শব্দানুশাসনে গৃহীত হয় (৪।১।১০৭)। এই সূত্রানুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে ‘বভূব’ এবং ভাবকর্ম্মে ‘বভূবে’ পদ হইয়া থাকে। কিন্তু

আদ্যকাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়া ছিল—"ভবতিব্যথোদিৎ"এবং তদনুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে 'বভূব' ও ভাবকর্ম্মে 'বুভূবে' পদ প্রচলিত হয়। শুনা যায়, ইহা লইয়া বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সঙ্গে মহর্ষি শাকটায়নের বিচার হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন—"যে কেচিৎ 'ভবতিব্যথোদিৎ' ইতি নির্দ্দেশমিচ্ছন্তি, তত্র কিং ভবতীতি কর্ত্তৃনির্দ্দেশাৎ কর্ত্তর্য্যেব লিটি ভুবোঽকারো ভবতি, ন ভাবকর্ম্মণো র্বুভূবে দেবেন, অনুবুভূবে কম্বলো দেবদত্তেনেতি। নেদং জ্যায়ঃ। যঙ্‌লুক্যচ্যামি লিট্‌পরত্বে সত্যত্বনিবৃত্তি-পরত্বাৎ।" শেষাংশের অভিপ্রায় এইরূপ—সূত্রে শ্তিপানির্দ্দেশস্য প্রয়োজনং হি যঙ্‌লুগন্তে সংহিতায়াম্ আম্‌বিধানে লিট্‌পরত্বে সতি অত্বনিবৃত্তিরিতি। শার্ব্ববর্ম্মিককাতন্ত্রে বৃদ্ধকাতন্ত্রোক্ত 'ভবতিব্যথোদিৎ' স্থলে 'ভবতেরঃ' (আ০ ১০৩) সূত্র দৃষ্ট হয়। তদনুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে 'বভূব' এবং ভাবকর্ম্মে 'বুভূবে' পদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু শাকটায়নমতাবলম্বী বররুচির অভিপ্রেত নহে। পাণিনি মুনি সূত্র করিয়াছেন—"ব্যথো লিটি" (৭।৪।৬৮) এবং "ভবতেরঃ" (৭।৪।৭৩)। ভাষ্যে সূত্রদ্বয় লঙ্ঘিত হইয়াছে। সেইজন্য এ সম্বন্ধে পাণিনির কি প্রবৃত্তি ছিল তাহা নিশ্চয়সহকারে বলা কঠিন। তবে শেষোক্ত সূত্রের কাশিকায় বামনাচার্য্য বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মহর্ষি শাকটায়নের দৃষ্টি লইয়া দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন পাণিনিসম্প্রদায় কর্ত্তৃক বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হয়। এখনও শাকটায়নমতোপজীবী বাররুচসম্প্রদায়ের অনুগমনহেতু ভট্টোজিদীক্ষিত এবং সায়ণাচার্য্য কাশিকার বা কাতন্ত্রের বিরোধী হইয়াছেন। বররুচির উক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বপক্ষ দৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে মেঘদাসের পুত্র এবং গদাধর-দাসের পিতা কাতন্ত্রপঞ্জীকার ত্রিলোচনদাস লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ বৃদ্ধকাতন্ত্রৈরুক্তং চেদং শাকটায়-নোঽপি পূর্ব্বপক্ষে স্থিতঃ প্রাহ 'ভুব্যথোদিং' ইতি সূত্রে কেচিদ্ 'ভবতিব্যথোদিৎ' ইতি নির্দ্দেশ-মিচ্ছন্তি, তত্র কিং ভবতীতি কর্ত্তৃনির্দ্দেশাৎ কর্ত্তর্য্যেব লিটি ভুবোঽকারো ভবতি, ন ভাবকর্ম্মণো রিতি" (আ ১০৩)। বিষম উপন্যাস। সূত্রকার কি এরূপ বলিতে পারেন? কারণ এরূপ বলিলেই তাঁহার স্বরচিত সূত্র নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ব্যাখ্যাকার অবশ্য শিষ্যোপদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের সিদ্ধান্ত দেখাইতে পারেন। ব্যাখ্যাকার স্বয়ং সূত্রকার হইলে তাঁহার পক্ষে বলা অসম্ভব। ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় চিন্তামণিকৃদ্ যক্ষবর্ম্মা বলিতে পারেন, কারণ তিনি ব্যাখ্যাকার। অমোঘবৃত্তিকারও বলিতে পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং ঐ সূত্রটীর প্রণেতা নহেন। যাহাই হউক, উত্তরপক্ষ স্থগিত রাখিয়া কেবল পূর্ব্বপক্ষ উদ্ধারপূর্ব্বক ত্রিলোচনের স্বপক্ষসমর্থন প্রশংসনীয় নহে। ইহাতে ভাষ্যকারের কথায় বলিবার প্রবৃত্তি আসে—"ন চেদানীমর্দ্ধজরতীয়ং লভ্যম্..., তদ্‌যথা—অর্দ্ধং জরত্যাঃ কাময়তেঽর্দ্ধং নেতি।" (৪।১।৭৮)।

ভাষ্যকার শাকটায়নকে উন্মনা বলিয়াছেন (৩।২।১১৫)। দার্শনিকতত্ত্বের প্রগাঢ় চিন্তায় উন্মনীভূত হওয়া বিচিত্র নহে। আর দার্শনিকতাসম্বন্ধে তাঁহার শাকটায়নোপনিষৎই একটী বিশেষ প্রমাণ। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—'অনু শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৬) এবং 'উপ শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৭)।

গার্গ্যমুনি শাকটায়নের কনীয়ান্ সামসময়িক। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম গার্গ্য বালাকি। তিনি গার্গির ঔরসে এবং বলাকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া শব্দশাস্ত্রে বাস্কলি ভারদ্বাজের ও ব্রহ্মবিদ্যায় অজাতশত্রু কাশ্যের এবং পরে পিপ্পলাদের শিষ্য হন। অজাতশত্রুকাশ্য দিবোদাসতনয় মহারাজ প্রতর্দ্দনের বংশধর। তিনি বিম্বিসারতনয় অজাতশত্রু কুণিকের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। Dowson সাহেব লিখিয়াছেন—"Gārgya Bālāki...was renowned as a teacher and as a grammarian who dealt specially with etymology and was well read in the Veda, but still submitted to receive instructions from the Kshatriya Ajātaśatru." ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে জানা যায় যে, গার্গ্যমুনি বাস্কলিভারদ্বাজের শিষ্য এবং পন্নগারি তাঁহার নামান্তর। তিনি বৃহদারণ্যকোক্ত গার্গী বাচক্নবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার 'অক্ষরতন্ত্রসূত্র' নামক ব্যাকরণ এবং সামবেদের পদপাঠ শাব্দিক ঋষিদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে। 'অক্ষরতন্ত্রসূত্র' আপিশলীয় 'অক্ষরতন্ত্র' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমখানি ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয়খানি সামতন্ত্র। সামতন্ত্র একান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। সামবেদের পদপাঠ শাকল্যকৃত ঋগ্বেদীয় পদপাঠের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ। গার্গীয় ব্যাকরণে শাকটায়নোক্ত ব্যুৎপত্তিবাদের কতকাংশ গৃহীত কতকাংশ পরিবর্ত্তিত এবং কোনও কোন অংশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

শাকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্যের প্রতিবাদ এবং তাহাতে যাস্কের সিদ্ধান্ত।

শাকটায়নের মতে উপসর্গসমূহ নামাখ্যাতের সহিত অর্থাৎ সসাধন ধাতুর সহিত সংবদ্ধ হইয়া অর্থবিশেষের অভিব্যক্তি করে, সুতরাং উহাদের দ্যোতকত্ব থাকিলেও বাচকত্ব নাই। ধাতু অনেকার্থক এবং তার উপর আবার উপসর্গ নানার্থক হইলে সম্ভবত: কল্পনাগৌরব অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াই তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু গার্গ্যমুনি ইহাতে প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে নামাখ্যাতের সহিত মিলিত উপসর্গ যে অর্থ ব্যক্ত করে সেই অর্থই উহাতে অন্তর্লীন থাকে। বৈদিকনিঘণ্টুকার যাস্কমুনি সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত অবধারণ করিবার জন্য গার্গ্যপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সেইজন্য ইঁহার সম্প্রদায় বলিতেন—

"নিপাতা শ্চোপসর্গাশ্চ ধাতব শ্চেতি তে ত্রয়:।
অনেকার্থা: স্মৃতা: সর্ব্বে পাঠ স্তেষাং নিদর্শনম্॥"

উভয়মতেই কতক কতক সত্য আছে বুঝিয়া পাণিনিমুনি গুণোপসংহারন্যায়ে প্রাদিগণকে নিপাত বলিয়াছেন এবং অবস্থার বিশেষ বিশেষ ভেদে তাহাদের উপসর্গত্ব গতিত্ব এবং কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে প্রাদিসংজ্ঞক নিপাতসমূহ কখনও দ্যোতক কখনও বাচক, কখনও বা অনর্থক হইতেও পারে। প্রাগুক্ত দুইটী সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে পাণিনীয় সিদ্ধান্তের উদ্ভেদ দেখিয়া রসতরঙ্গিণীর একটী শ্লোক মনে পড়ে—

প্রাক্ কথন

'কমলিনী মলিনা দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধি র্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥'

ধাতুশব্দের 'অভিদধাত্যর্থং ধাতুঃ' এইরূপ নির্ব্বচনহেতু এবং শিবসূত্রে শব্দশাস্ত্রের ধাতুমূলকতা বলিবার প্রবৃত্তিহেতু শাকটায়নমুনি ব্যুৎপত্তিবাদের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে নামমাত্রই ধাতুজ। নাম অর্থাৎ প্রাতিপদিক। যদ্দ্বারা অর্থের ম্না অর্থাৎ অভ্যাস হয় তাহাই নাম। 'মন্'প্রত্যয় করিলে ম্নাধাতুস্থিত মকারের লোপহেতু 'নাম' শব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা বলিতেন—'তন্নাম যেনাভিদধাতি সত্ত্বম্'। পাণিনি ইহাকে প্রাতিপদিক বলিয়াছেন। প্রাতিপদিক শব্দের নিরুক্তি হইতেছে—পদং পদং প্রতীতি বীপ্সার্থে প্রতিপদম্, প্রতিপদং গৃহ্নাতীতি প্রাতিপদিকং পদস্যৈকাংশ ইত্যর্থঃ। নামের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষক্রিয় যেমন—পাচকাদিশব্দ, কতকগুলি প্রকল্প্যক্রিয় যেমন—অশ্বাদিশব্দ, এবং কতকগুলি অবিজ্ঞাতক্রিয় যেমন—ডিত্থডবিত্থাদিশব্দ। শাকটায়নের মতে যে সকল শব্দ অবিজ্ঞাতক্রিয় তাহাদের প্রকৃতি বা প্রত্যয় ঊহনদ্বারা নিরূপণীয়। গার্গ্য কিন্তু ঊহনস্বীকারে অত্যন্ত বিমুখ। তাঁহার মতে যে সকল শব্দ অবিজ্ঞাতক্রিয় তাহারা বস্তুতঃ অবিদ্যমানক্রিয়, সুতরাং রূঢ় অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগশূন্য। তাঁহার সম্প্রদায়ে পাচকাদিশব্দের যৌগিকত্ব স্বীকৃত হইলেও অশ্বাদিশব্দের যোগরূঢ়ত্ব, নিপুণার্থে 'কুশল' বা গৃহার্থে 'মণ্ডপ' এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য স্থিতশব্দের যৌগিকরূঢ়ত্ব বা ভ্রমরার্থক 'দ্বিরেফ' এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য শব্দের সংলক্ষিতত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় উহারা অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক। তাঁহারা বলেন, যোগরূঢ়াদিশব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ পরস্পর অনন্বিত থাকায় অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়ঘটিত অর্থের সঙ্গে শব্দার্থ অনুগত না হওয়ায় উহারা রূঢ়ত্বপক্ষেই নিক্ষেপণীয়। এই সকল বিষয় লইয়া সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিদের মধ্যে যেরূপ বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল তৎসমুদায় ৫৪৮ হইতে ৫৬১ পৃষ্ঠায় উপনিবদ্ধ আছে। ঐ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য এইরূপ—

(১) নামঘটক ধাতুবাচ্য ক্রিয়াদ্বারা নাম নিষ্পন্ন হইলে অনেক বস্তুতে একক্রিয়ার সম্বন্ধহেতু অনেক বস্তুরই এক নাম হইতে পারে, যেমন—পশু কর্ত্তৃক হিংসিত হয় বলিয়া হিংসার্থক 'তৃদ্' ধাতু হইতে যদি 'তৃণ'শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অন্য যে কোনও বস্তু হিংসার বিষয় হইয়া থাকে তাহাকেই 'তৃণ' বলা উচিত। এরূপ পরিবৃত্তি (change) যখন সম্ভবপর নহে, তখন ব্যুৎপত্তিগত লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষহেতু নামমাত্রের ধাতুজত্ব কিরূপে কল্পনীয়? ইহাই গার্গ্যের প্রথম আপত্তি।

(২) নামঘটক ধাতুবাচ্য ক্রিয়া হইতে নামের উৎপত্তি বলিলে এক বস্তুতে নানাবিধ ক্রিয়ার সম্বন্ধহেতু তাহার নানাবিধ নাম হইতে পারে, যেমন—'স্থা'ধাতুবাচ্য ক্রিয়ার ধর্ম্মানুসারে

৬

যদি 'স্থূণা'শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে 'দরে অর্থাৎ গর্ত্তে শয়ানা' বলিয়া উহাকে 'দরশয়া' বলাও উচিত। ইহা যখন কেহ বলেন না, তখন নামমাত্রের ধাতুজত্বও স্বীকার্য্য নহে। ইহাই গার্গ্যের দ্বিতীয় আপত্তি।

(৩) স্পষ্টার্থতার জন্য বস্তুগত ক্রিয়ার ধর্ম্মানুসারে বস্তুর নাম যদি বিধেয় হয়, তবে যে শব্দ স্পষ্টতর ক্রিয়াপ্রতিপাদক তদ্দ্বারা উহার নাম হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়, যেমন—'পুরশয়ন'-বাচক 'পুরুষ'শব্দ আত্মার পর্য্যায় হওয়ায় উহাকে 'পুরিশয়' বলাই ভাল। এরূপ প্রয়োগ যখন সম্ভবপর নহে, তখন নামমাত্রের ধাতুজত্ব কিরূপে কল্পনীয়? ইহাই গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি।

এই তিনটী আপত্তির উত্তরে শাকটায়ন এবং তাঁহার আনুকূলিক সম্প্রদায় বলেন, ব্যুৎপত্তিনিমিত্তের সঙ্কোচবিধানপূর্ব্বক প্রয়োগনিমিত্তের পদ্ধতি চিরকাল বিদ্যমান আছে। স্বতঃসিদ্ধ বেদই ইহার অবিসংবাদিপ্রমাণ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—"যদসর্পৎ তৎ সর্পিঃ···যদম্রিয়ত তদ্ ঘৃতম্···।" বহুপদার্থ সর্পণশীল অর্থাৎ ক্ষরণশীল হইলেও হবিকে বেদ সর্পি বলেন এবং বহুপদার্থ ঘনীভূত হইয়া ধৃত থাকিলেও হবিকে বেদ ঘৃত বলেন। সুতরাং যে প্রথা শ্রুতিসিদ্ধ তাহার অনুসরণে দোষ থাকিতে পারে না। আর শব্দশক্তির স্বভাবানুসারে যে বস্তুর যে নাম প্রচলিত আছে তাহারই পরীক্ষায় শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে, শব্দের শক্তি-বৈচিত্র্যে নহে। অশ্বশব্দ হরিণে রূঢ় না হইয়া ঘোটকে রূঢ় হইল কেন তৎসম্বন্ধে প্রাতিকূলিক গার্গ্যাই কি কোনও উত্তর দিতে পারেন? সুতরাং শব্দপরীক্ষকগণের উপর দোষারোপ না করিয়া শব্দপ্রয়োক্তৃগণের ত্রুটিসংশোধনে গার্গ্যের চেষ্টা করা উচিত ছিল। পরিব্রজন ব্যতীত মস্করী * অন্যান্য কার্য্য করিলেও তাঁহাকে পরিব্রাজক (religious mendicant) বলা হয়, কারণ 'পরিব্রাজক' শব্দের ন্যায় অন্যান্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক শব্দের তাদৃশ স্বভাব অর্থাৎ ফলনিরপেক্ষ প্রবৃত্তি এবং লোকপ্রসিদ্ধি উপলব্ধ নহে। আর 'দরশয়া' না বলিয়া 'স্থূণা' বলা হয় কেন বা 'পুরিশয়' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ হইল কেন তাহা লইয়া আমরা প্রষ্টব্য হইতে পারি না। কারণ যে শব্দের ক্রিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ নহে তাহার উপলব্ধি করাইয়াই আমরা চরিতার্থ। অভিপ্রায় এই যে, প্রয়োক্তৃগণ বাগ্‌বিষয়ে চিরকালই স্বতন্ত্র, সুতরাং 'বিচিত্রা হি লোকে শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ' এই ন্যায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। 'লোক' শব্দ লইয়া হেলারাজ বলিয়াছেন—"লোকশব্দেন শিষ্টা বিবক্ষিতাঃ। তেষাং বস্তুপরমার্থসাক্ষাৎ-কারিত্বং লক্ষণম্" (প্রকীর্ণপ্রকাশ, ৪৪০ পৃ০)। কাতন্ত্রস্থিত 'লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ' (সন্ধি ২৩) সূত্রের 'চৈত্রকূটী' বৃত্তিতে বররুচি লিখিয়াছেন—

'বাশব্দৈ শ্চাপিশব্দৈ র্বা সূত্রাণাং চালকৈ স্তথা।
এভি র্যেঽত্র ন সিধ্যন্তি তে সাধ্যা লোকসম্মতৈঃ॥'

* 'মা কৃত কর্ম্মাণি মা কৃত কর্ম্মাণি শান্তি র্বঃ শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজকঃ' (৬।১।১৫৪ মহাভাষ্য)। মাঙ্‌পূর্ব্বাৎ করোতেরিনিঃ, সুড়াগমো মাঙো হ্রস্বশ্চ নিপাত্যতে।

(৪) বস্তুর পরিনিষ্পন্ন বা চিরসিদ্ধ নাম লইয়া ধাতুবিচার নিষ্প্রয়োজন, কারণ 'যৎ-প্রয়োগে যৎ প্রতীয়তে স তস্যার্থঃ' এই ন্যায়বশতঃ যে বস্তুর যে নাম প্রসিদ্ধ সেই বস্তুই সেই নামের অর্থ, যেমন—পৃথিবী একটী চিরপ্রসিদ্ধ শব্দ, সুতরাং উহাকে আবার প্রথনের সম্বন্ধাধীন ভাবিয়া 'প্রথনাৎ পৃথিবী' বলিবার প্রয়োজন কি? কেবল ইহাও নহে। প্রথিত বা বিস্তারিত বলিয়া ভূমির নাম পৃথিবী হইয়াছে—এরূপ বলিলেই স্বতঃ প্রশ্ন উঠিবে যে, অপৃথিবীকে পৃথিবী করিল কে এবং কোন্ আধারে অবস্থানপূর্ব্বক প্রথনকর্ত্তা উহাকে পৃথিবী করিয়াছেন? বস্তুতঃ কিন্তু প্রথনক্রিয়া অলীক, সুতরাং 'পৃথিবী'শব্দ ধাতুজ নহে। ইহা গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি।

শাকটায়ন এবং তাঁহার আনুলোমিক সম্প্রদায় এই আপত্তির উত্তরে বলেন—নাম প্রথমে পরিনিষ্পন্ন না হইলে প্রকৃতিপ্রত্যয়ের পর্য্যেষণা সম্ভবপর নহে; আর যে ভূমিখণ্ডের প্রথন বা বিস্তার প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহার পৃথুত্ব দেখিয়াও তাহাকে পৃথিবী না বলিলে দৃষ্টহানি দোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। অভিপ্রায় এই যে, ব্যুৎপত্তি নিরূপণের পর

> শব্দেনোচ্চার্য্যমাণেন যদ্‌বস্তু প্রতিপদ্যতে।
> তস্য শব্দস্য তদ্‌বস্তু জ্ঞায়তামর্থসংজ্ঞয়া॥

এই জাতীয় নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

ঋষিরা খুব সংযতভাবে উত্তর দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এস্থলে চপলতা দেখাইয়াছি। কারণ গার্গ্যের 'অপৃথিবীকে পৃথিবী করিল কে এবং কোন্ আধারে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি উহা করিয়াছেন' এরূপ সাহসিক প্রশ্ন শুনিয়া তখনি ব্যাসদেবের একটী বেদানুবাদী শ্লোক আমাদের মনে পড়িল—

> "বজ্রস্য ভর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা বৃত্রস্য হন্তা নমুচে র্নিহন্তা।
> কৃষ্ণে বসানো বসনে মহাত্মা সত্যানৃতে যো বিবিনক্তি লোকে॥"

বেদ বলিয়াছেন—'বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা'। সুতরাং ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাব অনুমান করা শ্রুতিবিরুদ্ধ। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' (২।৭।১)। ঋষিরা বলিতেন—'প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ'। এই সকল কথার অনুস্মরণহেতু শাকটায়নপক্ষ হইতে আমরা বলিয়াছি, শ্রৌতমার্গানুসারে গার্গীয় প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে। কারণ ঋগ্বেদাদির ঘোষণানুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮) এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ছান্দোগ্যে পাওয়া যাইবে। তথায় আম্নাত হইয়াছে—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নি' (৭।২৪।১)। কুমারিল বলিয়াছেন—

> 'দোষাঃ সন্তি ন সন্তীতি পৌরুষেয়েষু যুজ্যতে।
> বেদে কর্ত্তুরভাবাচ্চ দোষশঙ্কৈব নাস্তি নঃ॥'

(৫) শব্দ যে স্থলে অর্থের অনুগামী না হয় এবং ধাতু যে স্থলে অর্থপ্রকাশে অশক্ত হয়, সেস্থলে ব্যাকরণক শাকটায়ন নামমাত্রের ধাতুজত্ব দেখাইবার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য একাধিক পদ হইতে পদাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অলৌকিক উপায়ে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন, যেমন—'সত্য' শব্দ। 'যাহা বিদ্যমানার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহাই সত্য' এই কথা বুঝাইবার জন্য শাকটায়ন 'সত্য'পদকে 'সৎ' ও 'য' এই দুইভাগে বিভাগ করিবার পর 'অস্'ধাতুসিদ্ধ 'সৎ'শব্দ লইয়া 'সত্য' শব্দের পূর্ব্বার্দ্ধ 'সৎ' এই অংশ এবং জ্ঞানার্থক 'ইণ্' ধাতুর ণ্যন্তরূপ 'আয়য়তি' পদ হইতে যকার লইয়া উহার উত্তরার্দ্ধ সংস্কার করিয়াছেন। শব্দকে অর্থের অনুগামী করিবার জন্য এইভাবে পদের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন যেমন অভিনব সেইরূপ অলৌকিক। অতএব 'সত্য'শব্দ ধাতুজ নহে। ইহাই গার্গ্যের পঞ্চম আপত্তি।

শাকটায়ন এবং তাঁহার অনুগামী সম্প্রদায়গণ ইহার উত্তরে বলেন—শব্দবিশেষে একাধিক ধাতুর কল্পনাহেতু কেহ উপহসিত হইতে পারেন না। কারণ বেদেই অনেক শব্দ ঐরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য লোকে শতপথব্রাহ্মণের মতে বলিয়া থাকে—'হরতে র্দদাতে রেতে র্হৃদয়-শব্দ:' (১৪।৮।৪।১)। নৈরুক্তসময়বিৎ প্রামাণিকদের মধ্যেও ঐরূপ পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। অগ্নি স্বভাবত: গমনক্রিয়াশীল, রূপের প্রকাশক বা পার্থিব বস্তুর দাহকারী এবং দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্যের বহনকারী বলিয়া সার্ব্ববেদ্যাচার্য্য শাকপূণি বর্ণবিকারের প্রক্রিয়ানুসারে গত্যর্থ 'ইণ্' ধাতুর 'অ'কার, প্রকাশার্থক 'অঞ্জ'ধাতুর বা দহনার্থক 'দহ'ধাতুর 'গ'কার এবং প্রাপণার্থক 'নী'ধাতুর 'নি'কার গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিশব্দের সংস্কার দেখাইয়াছেন। কারণ উক্ত ধাতুত্রয়বাচ্য ক্রিয়া অগ্নিতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় এবং সংস্কারসাধনে 'অগ্নি'শব্দ ও তাহার অর্থ পরস্পর অনন্বিত নহে। শাকটায়নীয় সংস্কারসাধনেও 'সত্য' শব্দ ও তাহার অর্থ পরস্পর অন্বিত থাকায় এবং প্রাগুক্ত ধাতুদ্বয়বাচ্যক্রিয়া উহাতে উপলব্ধ হওয়ায় গার্গ্যের তিরস্কার লব্ধাবসর নহে।

(৬) প্রথমে বস্তু এবং তারপর ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, কারণ ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত। শাকটায়নের মতে উত্তরকালভাবিনী ক্রিয়াদ্বারাও বস্তুর নামকরণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু বস্তুর নাম বস্তুর সহভূত হওয়াই উচিত। নচেৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনিত্য হইয়া পড়ে। আর লোকব্যবহারেও অজাতপুত্রের নামকরণে কি কাহারও যত্ন দেখা যায়? অতএব সমস্ত নামের ধাতুজত্ব স্বীকার্য্য নহে। ইহাই গার্গের শেষ আপত্তি।

'ব্যবহারনিবন্ধা: শব্দা:' এই ন্যায়বশত: শাকটায়ন বা তৎপক্ষীয় শাব্দিকগণ ইহার উত্তরে বলেন—পরভাবিনী ক্রিয়ার দ্বারা নামকরণের প্রথা দৃষ্ট হয়, যেমন নবাগত শিশুর নাম 'বিল্বাদ' বা 'লম্বচূড়ক'। 'ভাবিনি ভূতবদুপচার:' ন্যায়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—'পুরোডাশ-কপালেন তুষানপনয়তি'। এস্থলে ভবিষ্যৎপুরোডাশের সম্বন্ধানুসারে কপালবিশেষকে পুরোডাশ-কপাল বলা হইয়াছে।

ব্যুৎপত্তিবাদ এবং অব্যুৎপত্তিবাদ লইয়া মহর্ষি যাস্ক প্রায়শ: শাকটায়নের অনুগমন

করিয়াছেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার পর ঐতিহাসিক প্রবণতায় ঐ দুইটী বাদের ক্রমবিকাশ দর্শিত হইয়াছে।

ব্যুৎপত্তিবাদ স্মৃতিসঙ্গত, অব্যুৎপত্তিবাদ সূত্রকারদের বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত।

পুরাকালে অব্যুৎপত্তিবাদীদের দুইটী প্রধান সম্প্রদায় ছিল। তন্মধ্যে একটী বৃদ্ধ কাতন্ত্রদের সম্প্রদায়। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা কলাপিশিষ্যদের প্রতিশিষ্য (underdisciples) এবং ইঁহাদের সূত্রাত্মক ব্যাকরণ কলাপিকর্তৃক বিনোপদেশে অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞাত হওয়ায় উহা 'কালাপ' ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। কোনও কোন গ্রন্থে লেখা আছে—কালাপকং ব্যাকরণম্'। এস্থলে 'কালাপ'শব্দের উত্তর স্বার্থিক 'ক' বুঝিতে হইবে, যেমন শ্রীতত্ত্বনিধিতে—ঐন্দ্রং চান্দ্রং ··শাকল্যং পাণিনীয়কম্।' এখন অবশ্য শার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রকে কলাপ এবং তদ্বেত্তাকে কালাপক বলা হয়, যেমন চিরঞ্জীবকৃত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে - কালাপকালাপকদুর্গসিংহঃ'। আর "গোত্রচরণাদ্ বুঞ্" (৪।৩।১২৬) সূত্রীয় বুঞ্ প্রত্যয়ান্ত কালাপক'শব্দ লইয়া সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বলেন—"কলাপিনা প্রোক্তং ছন্দোঽধীয়তে কালাপা স্তেষাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা কালাপকম্ (the Veda recension of the School of Kaḻāpin)।" প্রোক্তম্ অর্থাৎ expounded. সুতরাং এ 'কালাপক'শব্দ কলাপিশাখাধ্যায়ীদের ছন্দোগ্রন্থে রূঢ়, উহা ব্যাকরণ নহে। 'কালাপ'একখানি ব্যাকরণসম্বন্ধীয় সূত্রাত্মক গ্রন্থ। ইহা উক্ত ছন্দোগ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কাহারও কাহার মতে 'কালাপ'শব্দের উত্তর স্বার্থে বা সংজ্ঞায় কপ্রত্যয়ান্ত 'কালাপক' শব্দ তন্নামক ব্যাকরণের উদ্দেশে কাশিকায় পাওয়া যায়। কারণ উপজ্ঞাতে' (৪।৩।১১৫) সূত্রের বৃত্তিতে জয়াদিত্য বলিয়াছেন—'পাণিনিনোপজ্ঞাতং পাণিনীয়ম্। কালাপকং ব্যাকরণম্। কাশকৃৎস্নম্।" (চৌখাম্বা সংস্কৃত-সিরিজ্)। ইহা কিন্তু চিন্তনীয়। কাশিকার কোনও কোন সংস্করণে পঠিত হইয়াছে—'পাণিনীয়মকালকং ব্যাকরণম্', যেমন ঐন্দ্রমসংজ্ঞকং ব্যাকরণম্'। পুরুষোত্তমকৃত প্রয়োগরত্নমালার সমাসবিন্যাসে লিখিত আছে—'চন্দ্রোপজ্ঞমসংজ্ঞব্যাকরণং তস্য সংজ্ঞারহিতস্য ব্যাকরণস্য প্রথমপ্রকাশকত্বমিত্যর্থঃ।' ১৭৩ সূত্রীয় বৃত্তি)। 'অকালকম্' পদের অর্থ ন্যাসমতে 'কালপরিভাষারহিতম্' (৪।৩।১১৫)। কাশিকার ২।৪।২১ সূত্রীয় ন্যাসে ইহার আশয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—'সঃ (পাণিনিঃ) হি স্বস্মিন্ ব্যাকরণে কালাধিকারং ন কৃতবান্'। জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে অনুসরণ 'করিয়া মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'পাণিনীয়ং কালপরিভাষাশূন্যং ব্যাকরণম্'। 'কালোপসর্জ্জনে চ তুল্যম্' (১।২।৫৭) সূত্রের কাশিকায় লিখিত আছে—"অশিষ্যমিতি বর্ত্ততে। কালোপসর্জ্জনে চাশিষ্যে কস্মাদর্থস্যান্যপ্রমাণত্বাৎ।··কালোপসর্জ্জনে চ তুল্যমশিষ্যে ভবতঃ। ইহান্যে বৈয়াকরণাঃ কালোপসর্জ্জনয়োঃ পরিভাষাং কুর্ব্বন্তি। 'আন্যায্যাদুত্থানাদান্যায্যাচ্চ সংবেশনাৎ। এষোঽদ্যতনঃ কালঃ।' পরে পুনরাহুঃ। 'অহরুভয়তোঽর্দ্ধরাত্রমেষোঽদ্যতনঃ কাল' ইতি।···তৎ পাণিনিরাচার্য্যঃ

প্রত্যাচষ্টে লোকতোঽর্থাবগতেঃ। যৈ রপি ব্যাকরণং ন শ্রুতং তেঽপ্যাহু রিদমস্মাভিরস্থ কর্ত্তব্য-মিদং হ্যঃ কৃতমিতি। নৈবং ব্রুৎপাদ্যন্তে।" তারপর 'উপজ্ঞোপক্রমম্...' (২।৪।২১) সূত্রীয় কাশিকায় লিখিত আছে—'পাণিন্যুপজ্ঞমাকালাপকং ব্যাকরণম্। পাণিনেরুপজ্ঞানেন প্রথমতঃ প্রণীতমাকালাপকং ব্যাকরণম্। ব্যাড্যুপজ্ঞং দুষ্করণম্।' (চৌখাম্বা সংস্কৃত-সিরিজ)। এখানেও কেহ কেহ কালাপব্যাকরণের উল্লেখ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের পাদটীকায় লিখিত আছে—'ক্বচিদ্ 'অকালকম্' ইতি পাঠঃ'। শেষোক্ত পাঠই সঙ্গত। কারণ প্রথমতঃ জিনেন্দ্রবুদ্ধি এই পাঠ লইয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ ক্ষীরস্বামী অমরকোষোদ্‌ঘাটনে লিখিয়াছেন—'পাণিন্যুপজ্ঞমকালকং ব্যাকরণম্' (৩,৫।২৮), এবং তৃতীয়তঃ 'ব্যাড্যুপজ্ঞং দুষ্করণম্' উদাহরণ দেখিয়া বলা যায় যে, ব্যাড়ীয় ব্যাকরণের ন্যায় পাণিনীয়ব্যাকরণেরও প্রকারতা বা বিষয়তাভেদ দেখাইবার জন্য 'অকালকম্' পাঠই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। আর 'উপজ্ঞাতে' (৪।৩।১১৫) সূত্রীয় কাশিকাতেও 'কালাপকং ব্যাকরণম্' পাঠ রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ 'কাশকৃৎস্নং গুরুলাঘবম্' এবং 'আপিশলং পুষ্করণম্' এই দুইটী উদাহরণে যখন উহাদের ভেদকধর্ম্ম উপন্যস্ত হইয়াছে, তখন প্রথম উদাহরণে 'অকালকং ব্যাকরণম্' পাঠই গ্রহণীয়। অতএব প্রাগুদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ের কাশিকায় কালাপক ব্যাকরণের উল্লেখ অনুমান করা উচিত নহে। সুতরাং প্রমাণান্তর আবশ্যক।

"সূত্রাচ্চ কোপধাৎ" (৪।২।৬৫) সূত্রের কাশিকাতে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় অধ্যেতৃবর্গের তিনটী উদাহরণ দর্শিত হইয়াছে—"অষ্টকাঃ পাণিনীয়াঃ। দশকা বৈয়াঘ্রপদীয়াঃ। ত্রিকাঃ কাশকৃৎস্নাঃ।" তারপর 'সংখ্যাপ্রকৃতেঃ' বার্ত্তিকানুসারে লিখিত আছে—"ইহ মা ভূৎ। মহাবার্ত্তিকং সূত্রমধীতে মাহাবার্ত্তিকঃ। কালাপকমধীতে কালাপকঃ। কোপধাদিতি কিম্? চতুষ্টয়মধীতে চাতুষ্টয়ঃ।" মহাবার্ত্তিক অর্থাৎ ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিক। কাত্যায়নস্মৃত বার্ত্তিকের ন্যায় ইহাতেও সূত্রত্বব্যবহার প্রচলিত ছিল (৩৯০ পৃ০)। এখানে 'চতুষ্টয়'শব্দে নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিতাত্মক দৌর্গচতুষ্টয় উদ্দিষ্ট নহে, কারণ দৌর্গচতুষ্টয় সম্পূর্ণ-কাতন্ত্রের একটী অংশমাত্র এবং দৌর্গবৃত্তি কাশিকাবৃত্তির অনেক পরবর্ত্তী। সুতরাং চতুষ্টয় অর্থাৎ কৌমারদের সন্ধি-কারকসমাসতদ্ধিতাত্মক নাম-আখ্যাত-কৃৎসমন্বিত কাতন্ত্রচতুষ্টয় যাহার উপর বররুচির 'চৈত্রকূটী' এবং সুপ্রাচীন ভাবসেনের 'লঘুবৃত্তি' প্রণীত হয়। এই বৃত্তিস্থ 'কালাপক'শব্দ ব্যাকরণের উদ্দেশেই বুঝিতে হইবে, নাগেশ জ্ঞানেন্দ্রাদির মতে ছন্দোগ্রন্থের উদ্দেশে নহে। কারণ বৃত্তিতে প্রথমতঃ পঞ্চবিধ ব্যাকরণ বলিবার কালে একখানি অব্যাকরণ ছন্দোগ্রন্থ বলা অস্বাভাবিক এবং দ্বিতীয়তঃ সূত্রগ্রন্থই প্রস্তুত পাণিনিসূত্রের লক্ষ্য বলিয়া তাহার উদাহরণে সূত্রেতর ছন্দোগ্রন্থ বলা অসম্ভব। আর আম্নায়ে সূত্রত্বব্যবহার অত্যন্ত অনুপপন্ন, কারণ আম্নায়কে সূত্র বলিলে নানাবিধ সূত্রগ্রন্থে বেদত্ব স্বতঃ প্রসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং 'সূত্রাচ্চ কোপধাৎ' (৪।২।৬৫) সূত্রীয় কাশিকাস্থিত 'কালাপক'শব্দ কালাপকব্যাকরণের উদ্দেশেই

প্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আমাদের মতবাদ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় হরিনামামৃতব্যাকরণের 'উপজ্ঞাতম্' (তদ্ধিত ৫৬২) সূত্রীয় বৃত্তিতে সমর্থিত হইয়া থাকে। তথায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পাণিনিনোপজ্ঞাতং প্রথমকৃতং পাণিনীয়ম্। কালাপং ব্যাকরণম্।" ইহার টীকায় লিখিত আছে—'কালাপমিতি কলাপিনোপজ্ঞাতমিত্যর্থঃ।' এই কালাপ বা কালাপক ব্যাকরণ ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় দুর্গসিংহের বৃত্তিতে 'আত্মব্যাকরণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (আ০ ৪১৪)। কালাপতন্ত্রে কৃৎতদ্ধিতসমাসের উপদেশ না থাকায় ঈষৎকর বলিয়া উহা কাতন্ত্রনামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কাতন্ত্রকে আমরা আদ্যকাতন্ত্র বা প্রাচীন কাতন্ত্র বলিয়া থাকি। কেবল আমরা নহি, ত্রিলোচনাদিও উক্ত কাতন্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণকে বৃদ্ধকাতন্ত্র বলিয়াছেন। ইঁহারা কখনও কখন মহর্ষি শাকটায়নের সঙ্গে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক করিতেন (আ০ ১০৩ সূত্রীয় পঞ্জী এবং প্রাক্‌কথনের শাকটায়ন-প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। বৃদ্ধকাতন্ত্রগণ অজ্ঞাতক্রিয় শব্দসমূহের অবিদ্যমানক্রিয়ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক উহনের অনবকাশ, অসাঙ্গত্য এবং অপ্রাসঙ্গিকতা ঘোষণা করিয়া ডিত্থডবিত্থাদি শব্দের রূঢ়ত্ব অবধারণ করেন। এইরূপ চিন্তাধারা লইয়া ইঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ আরও অগ্রসর হন। তাঁহাদের মতে প্রকল্প্যক্রিয় বা যোগরূঢ় বৃক্ষাদি-শব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ যখন সকলস্থলে অন্বিত নহে, তখন উহাদের প্রকৃতিপ্রত্যয় ঘটিত অর্থের লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ দুর্ব্বার হওয়ায় উহারাও রূঢ় বা সাঙ্কেতিক অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগশূন্য। ইঁহারা আরও বলিতেন, প্রত্যক্ষক্রিয় কৃৎসিদ্ধ পাচকাদিশব্দও যৌগিক নহে, কারণ পাচক যখন পাক না করিয়া নিদ্রিত থাকে তখনও তাহাকে পাচক বলায় ঐ শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষহেতু উহারাও রূঢ়ত্বপক্ষে নিক্ষেপণীয়। ইহাতে কোনও আধুনিক বঙ্গীয় ব্যুৎপত্তিবাদী কোষকৃৎ বলিয়াছেন—

'তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না।
তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না॥
প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় রে।
তার তেজে বালি তাতে পদে নাহি সয় রে॥'

সে যাহাই হউক। অতএব উহিতশব্দ, ঔণাদিকশব্দ, কৃদন্তশব্দ এবং অব্যয়সমূহও ইঁহাদের মতে লোকসিদ্ধ সংজ্ঞাশব্দ। তদ্ধিতসম্বন্ধেও ইঁহারা বলিতেন—'রূঢ়িশব্দা হি তদ্ধিতাঃ'। এই মতবাদ দৌর্গটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে (চ ৩২৫)। শুনা যায়, 'অভিধানগম্যা হি কৃত্তদ্ধিত-সমাসাঃ' ন্যায়বশতঃ ইঁহাদের কালাপব্যাকরণে কৃত্তদ্ধিতসমাস উপেক্ষিত হওয়ায় কেবল সন্ধি নাম কারক এবং আখ্যাতের উপদেশ ছিল। কেবল চারিটী প্রকরণীয়সূত্রের সন্নিবেশহেতু উক্ত গ্রন্থ 'চতুষ্টয়' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং উক্ত চতুষ্টয়বেত্তাকে বা উহার অধ্যেতাকে তখন চাতুষ্টয় বলা হইত। ইঁহারা বলিতেন—'অভিধানলক্ষণা হি কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ। অভিধানং শব্দো লক্ষণং নিয়ামকং যেষাং তেঽভিধানলক্ষণাঃ। অভিধানং তু প্রায়েণ

কৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ।" এই গ্রন্থের প্রথমে সূত্রিত হয়—'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ'। কৌমারগণ বলেন—'অক্ষরসমাম্নায়ো হি বর্ণসমাম্নায়ো যশ্চ ক্রমসিদ্ধ এব ঘটতে'। অষ্টাধ্যায়ীতে এ গ্রন্থের উল্লেখ নাই, কিন্তু শর্ব্ববর্ম্মার বহুপূর্ব্বে পাণিনির শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি অক্ষরতঃ না হইলেও প্রকারান্তরে উহার প্রথম সূত্রটী স্মরণ করিয়াছেন। শ্লোকবার্ত্তিকে ব্যাঘ্রভূতি বলিয়াছেন—"অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাদশ্নোতে র্বা সরোঽক্ষরম্। বর্ণং বাঽঽহুঃ পূর্ব্বসূত্রে··"এবং "বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে।···" ইত্যাদি। পূর্ব্বসূত্রে অর্থাৎ কালাপব্যাকরণে এবং 'বর্ণং বাঽঽহুঃ' অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরকে সিদ্ধবর্ণসমাম্নায় বলা হইয়াছে। 'সিদ্ধ'শব্দ লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"নিত্যপর্য্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ। কথং জ্ঞায়তে? যৎ কূটস্থেষ্ববিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে।' কাত্যায়নকর্ত্তৃক ব্যাঘ্রভূতির উক্তি অভ্যুপগত হওয়ায় তাহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিত শ্চন্দ্রতারকাবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ।" ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া দীপিকায় ভর্ত্তৃহরিও লিখিয়াছেন—"অস্য অক্ষরসমাম্নায়স্য বাগ্‌ব্যবহারজনকস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তাঽস্তি।"

কালাপব্যাকরণের অনেক সূত্র শার্ব্ববর্ম্মিক গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে, যেমন—'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' (স০১), 'তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ A. (স০২), 'তেষাং দ্বৌ··· সবর্ণৌ' (স০৪), 'পূর্ব্বো হ্রস্বঃ' (স০৫), 'ঊষ্মাণঃ শষসহাঃ' B. (স০১৫), 'পূর্ব্বপরয়োঃ···' (স০২০), 'অবর্ণ ইবর্ণে এ' (স০২৫), 'ঋবর্ণে অর্' (স০ ২৭), 'একারে ঐ ঐকারে চ' (স০ ২৯), 'হশষছান্তে জাদীনাঙঃ' C. (চ ১৮৮)। 'ধুটি হন্তেঃ সার্ব্বধাতুকে' D. (আ০ ১৭০), 'ভুজঃ স্বরাৎ স্বরে দ্বিঃ' E. (আ০ ৪।৪), ইত্যাদি। প্রাচীন কাতন্ত্রে আরও অন্যান্য সূত্র ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন—'ঋকার ঌকারৌ চ' (সং ৪।১), 'হ্রস্বো লঘুঃ' (স০ ৫।১), 'পরতঃ সংযোগে গুরুঃ' (স০ ৫।২), 'দীর্ঘশ্চ' (স০ ৫।৩)। 'স্যাদি ধুটি পদান্তবৎ' (স০ ২০।১), 'ন স্বরে যে তদ্ধিতে' (স০ ২০।২), 'উত্তরপদং

A. টীকাকার দুর্গসিংহের মতে ইহা শার্ব্ববর্ম্মিক সূত্র, কিন্তু সায়ণাচার্য্যের মতে ইহা প্রাচীন কৌমারসূত্র (ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্য ২।২।৪।৪)।

B. উষ্মবর্ণ অর্থাৎ Spirant. প্রলম্বিত উচ্চারণে নিঃশ্বাসরেচন-জনিত ঈষৎ তাপ অনুভূত হওয়ায় ইহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে। সেইজন্য পঞ্জিকায় ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—'উষ্মধর্ম্মযোগাদূষ্মাণঃ'। কবিরাজে লিখিত আছে—'উচ্চারণে যো মুখং তপতি স এবোষ্মধর্ম্মঃ' (স০ ১৫)। প্রাচীন কাতন্ত্রে উষ্মসংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল অনুমিত হইয়া থাকে, কিন্তু নবীন কাতন্ত্রে উহা দৃষ্ট নহে। সুষেণ বলেন—নিষ্ফল বলিয়া এ সূত্রটী বররুচির চৈত্রকূটীতে পঠিত নহে।

C. এ সূত্রের দ্বারা 'পথিপ্রাছ'-'শব্দ প্রাছ' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। এ সকল শব্দ কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

D. 'বনতি-তনোতি···' (কৃৎ ৫৯) সূত্রের দ্বারা এখন 'ধুটি হন্তেঃ···' সূত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও প্রাচীন কাতন্ত্রে কৃৎপ্রকরণ না থাকায় উহার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

E. এ সূত্রটী আদ্য ব্যাকরণ হইতে গৃহীত বলিয়া দুর্গসিংহাদিও স্বীকার করিয়াছেন।

স্বরে' (স০ ২৭।২), 'মনসঃ সম্ভ চ' (স০ ২৫।১), 'ঋতি চ তৃতীয়া সমাসে' (স০ ২৭।১), 'ধাতো ঋ'ত্যুপসর্গস্য' (স০ ২৭।২), 'নামধাতো র্বা' (স০ ২৭।৩), 'এবে চানিয়োগে' (স০ ২৯।১), 'তোপধশষসানাং চ বা', 'ভবতিব্যথোদিৎ' ইত্যাদি। শার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রে এ সকল সূত্র না থাকিলেও বররুচির চৈত্রকূটী, ভাবসেনের লঘুবৃত্তি এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ দেখিলে আমাদের উক্তিসমূহ সমর্থিত হইবে। প্রাগুক্ত 'তোপধ···' সূত্রটীর অর্থ হইতেছে—'তোপধশ্চ শষসা শ্চেতি দ্বন্দ্ব শ্চকারঃ সমুচ্চয়মাত্রে, বা বিভাষায়াম্'। ইহা 'অঘোষবতশ্চ' (স০ ৬৯) সূত্রের অপবাদ এবং শাকটায়নীয় ত্রিমুনি ব্যাকরণের 'তো শরি' সূত্রের অনুরূপ। 'তোপধ···' সূত্র বা 'তো শরি' সূত্র স্মরণ করিয়া কাতন্ত্রস্থ 'অঘোষবতশ্চ' সূত্রের 'চৈত্রকূটী'তে বররুচি লিখিয়াছেন—"কচিদঘোষেঽপি উত্বং ভবতি, যথা—বাতোঽপি তাপপরীতো সিঞ্চতীত্যাচষ্টে"। ঋকৃতন্ত্রব্যাকরণে মহর্ষি শাকটায়নও 'তোষি' সূত্রের বৃত্তিতে বলিয়াছেন—"পরীতো ষিঞ্চতা-যাম্"। পাণিনিনয়ানুসারে শর্ব্ববর্ম্মা কিন্তু 'তোপধ···' সূত্রটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'ভবতি-ব্যথোদিৎ' সূত্রটীর স্থলে শার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"ভবতেরঃ" (আ০ ১০৩)। পাণিনিও সম্ভবতঃ উহারই যোগবিভাগ দ্বারা সূত্র করিয়াছেন—"ব্যথো লিটি" (৭।৪।৬৮) এবং "ভবতেরঃ"(৭।৪।৭৩)। এই সকল সূত্র ব্যতীত প্রাচীন কলাপের আরও যে সকল সম্প্রদায়লব্ধ সূত্র বা বচনাদি শর্ব্ববর্ম্ম-বররুচি-শশিদেব-বৃত্তিকারদুর্গসিংহ-ভাবসেন-টীকাকারদুর্গসিংহ-ত্রিলোচন-লেশাচার্য্য-সুষেণবিদ্যাভূষণাদির গ্রন্থে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের বিবরণ সময়ান্তরে বলিবার সংকল্প রহিল।

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পাচকাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বৃদ্ধকাতন্ত্র-সম্প্রদায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার বিরুদ্ধে শাকটায়নের ন্যায় সকলেই বলিয়াছিলেন—"কৃতো যোগ্যতায়াং শক্তিঃ"। অভিপ্রায় এই যে, নিদ্রিত সূপকারে পাকের যোগ্যতাহেতু তাহাকে পাচক বলিলে 'পাচক' শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্তে কোনও প্রকার দোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে না। "বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ ···" ইত্যাদি দৌর্গোক্তি শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, পাছে বৃদ্ধকাতন্ত্রসম্প্রদায়ের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, সেই জন্য বহুকাল পরে অনতিপ্রাচীন শর্ব্ববর্ম্মাও 'কৃতো যোগ্যতায়াং শক্তিঃ' পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। এ কথা ঠিক নহে। কারণ আচার্য্যপ্রবৃত্তি বুঝিয়াই ত্রিলোচনের পঞ্জীতে উক্ত হইয়াছে—"তথা করিষ্যন্নপি ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৈব তথোপচারাৎ। অথবা ভূতভবিষ্যৎক্রিয়াসু যোগ্যতামধিকৃত্য তথোচ্যতে। যথা লোকেঽপচন্নপি সূপকারঃ পচনযোগ্যতয়া পাচক ইত্যুচ্যতে।" (চ ২২০)। আর কৃৎস্বীকার না করিলে শ্রুতিবিরোধ এবং স্মৃতিবিরোধ দুষ্পরিহর হইয়া পড়ে। কারণ যজ্ঞকাণ্ডোক্ত মন্ত্রবর্গে আম্নাত হইয়াছে—"দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতম্।" গোপথব্রাহ্মণেও দৃষ্ট হয়—'কৃদন্তমর্থবৎপ্রাতিপদিকম্'। গোভিলীয়গৃহ্যসূত্রে স্মৃত হইয়াছে—'কৃতং নাম দধ্যাৎ। এতদতদ্ধিতম্' (২।৮।১৪-৫)। বোধায়নও বলিয়াছেন—'নাম কৃদন্তং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতান্তম্'। কৃদ্ব্যবস্থায় ব্যাকরণের

পরিশিষ্টস্থানীয় নিরুক্তের ঘোষণা আছে—'ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে' (২।২।৬)। বৃহদ্দেবতায় স্মৃত হইয়াছে—

"ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশোপজাতঃ কৃদন্তশব্দাভিহিতো যদা স্যাৎ।
সংখ্যাবিভক্তিব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাব স্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ॥"

অব্যুৎপন্নত্ববাদীদের আর একটী সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় যৌগিকশব্দের শাস্ত্রীয়ত্ব স্বীকার করিলেও উণাদিব্যবস্থা বা তৎসংক্রান্ত উহন-পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। মহর্ষি গার্গ্য ইঁহাদের অন্যতম। দ্বিতীয় সম্প্রদায়টী অক্ষরতঃ উণাদিশাস্ত্র স্বীকার না করিলেও উহাকে নিরুক্তের ন্যায় ব্যাকরণের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণিনি ইঁহাদের অন্যতম বলিয়া মনে হয়। কারণ পাণিনিনয়ে স্বশাস্ত্রের অবিরোধে অনেক উণাদিশব্দের এবং উহিতশব্দের সাধুতা স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য আমরা অষ্টাধ্যায়ীর "উণাদয়ো বহুলম্" সূত্রের উপর পাণিনিশিষ্য ব্যাঘ্রভূতির "বাহুলকং প্রকৃতে স্তনুদৃষ্টেঃ..." ইত্যাদি কারিকাদ্বয় এবং পতঞ্জলির "সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি..." ইত্যাদি শ্লোক (৫৪৫-৭, ৫৬৩-৪, ৫৬৭ পৃ০) দেখিতে পাই। ব্যাঘ্রভূতির কারিকাদ্বয় ব্যাখ্যা করিবার কালে পতঞ্জলি মুনি লৌকিক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাৎপর্য্যতঃ বলিয়াছেন—"নৈগম এবং রূঢ়িভব শব্দরাশির ঔণাদিক সংস্কার কি সুসাধু অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে অনুশিষ্ট? হাঁ, সুসাধু। কারণ নৈরুক্তগণকর্ত্তৃক এবং শকটের বংশধর নৈরুক্তব্যাকরণস্মর্ত্তা শাকটায়নমুনি কর্ত্তৃক নামমাত্রেরই ধাতুজত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাল, যে সকল শব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয় নামক বিশেষ বিশেষ পদার্থদ্বারা ব্যুৎপাদ্য নহে তাহাদিগকেও কি ধাতুজ বলা যায়? যায়। তবে সে সকলস্থলে উহন আবশ্যক অর্থাৎ প্রকৃতি দেখিয়া প্রত্যয়ের এবং প্রত্যয় দেখিয়া প্রকৃতির অনুমান করিতে হইবে।" এখন আবার প্রশ্ন উঠিতেছে যে, গাবী গোণী প্রভৃতি অপশব্দের সাধুত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যও কি শাস্ত্রে উহনের পরামর্শ বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি পুনরায় তাৎপর্য্যতঃ বলিলেন—"না, অপশব্দের সাধুত্বপ্রতিপাদনে শাস্ত্রের কোনও প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। কারণ 'শাস্ত্র'শব্দ দ্বারা এখানে বুঝিতে হইবে—'শিষ্যন্তেঽসাধুশব্দেভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তেঽনেনেতি শাস্ত্রম্'। সুতরাং সুসাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাশব্দের প্রকৃতি যদি স্পষ্ট উপলব্ধ না হয় তাহা হইলে উহার উপলব্ধি করাইবার জন্যই উহনের পরামর্শ। আর উহনকালে গুণভাবাদি কার্য্য দেখিয়া ককারাদি অনুবন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। উপদেশসাপেক্ষতাহেতু এ সকল বিষয় শাসিতব্য বলিয়া উণাদিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।" (৫৪৫-৭, ৫৬৩-৪)। এখন কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'যে সকল শব্দ রূঢ় বা সাঙ্কেতিক বলিয়া গার্গ্যাদির মতে অসংস্কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগশূন্য, তাহাদের সংস্কারোপায় দেখাইবার জন্য পাণিনি-তন্ত্রোপজীবী পতঞ্জলির এরূপ আগ্রহাতিশয় এবং যত্নগৌরব কেন? নাগেশ বলিবেন-"ব্যাকরণান্তরীয়মতে অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিবাদীদের ব্যাকরণানুসারে ইহা কথিত হইয়াছে

অব্যুৎপন্নত্ববাদী পাণিনির ব্যাকরণানুসারে নহে"। (শব্দেন্দুশেখর ৩।২।৮৪, ৮০৭-৯ পৃ০)। কথা হৃদয়হারিণী নহে। ভাষ্যটী কি পাণিনীয় সূত্রবার্ত্তিকের, না শাকটায়নীয় উণাদিশাস্ত্রের? আর প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গতঃ যদি কোনও অপাণিনীয় মত আসিয়া পড়ে তাহা হইলে কৃত্বাচিন্তান্যায়ে উহা খণ্ডিত হয় নাই কেন? খণ্ডন ত দূরের কথা, তিনি স্বয়ং আবার উহনসম্বন্ধীয় শ্লোক করিয়াছেন—"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়া শ্চ ততঃ পরে।..." ইত্যাদি (৬৬, ৫৪৬, ৫৮৬পৃ০)। অতএব আমরা বলিব—'ধাতু'শব্দের 'অভিদধাত্যর্থং ধাতুঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি শুনিয়া এবং শিবসূত্রে ধাতুমূলক-শাস্ত্রপ্রবৃত্তির * আভাস পাইয়া ব্যুৎপত্তিবাদের পথে পতঞ্জলিমুনি সূত্রকার-বার্ত্তিককারাপেক্ষাও অগ্রতঃসর হইয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাণিনিমুনি 'উণাদয়ো বহুলম্' প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা উণাদিশাস্ত্রকে যখন নিরুক্তের ন্যায় ব্যাকরণের পরিশিষ্ট-রূপে গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং লোকে রূঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ সর্পিঘৃতহৃদয়াদি শব্দের ব্যুৎপত্তি যখন বেদে দর্শিত হইয়াছে, তখন ব্যুৎপত্তিপক্ষ কিরূপে অবহেলিত হইতে পারে? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়—'উণাদিষু সর্ব্বে বিষয়া বিকল্পন্তে'।

শব্দের যথাযথ উচ্চারণ জানিবার জন্য স্বর এবং উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানিবার জন্য সংস্কার—এই দুইটীর চিন্তা বেদাঙ্গব্যাকরণের প্রধান বিষয়। কারণ স্বর-সংস্কার ব্যতীত বেদপাঠাদি নিষ্ফল হইয়া থাকে। উণাদিশাস্ত্রের সহায়তা না লইলে স্বরোপদেশের বা সংস্কারোপ-দেশের পূর্ণতাসাধনও অসম্ভব। আর স্বরজ্ঞান যে উণাদিসাপেক্ষ তৎসম্বন্ধে নারায়ণভট্টই বলিয়াছেন—'ধাত্বর্থমাশ্রিত্য ভবন্ত্যণাদিকা উণাদ্যধীনা নিগমেঽপি চ স্বরাঃ।...' ইত্যাদি (৫৮৩ পৃ০)। এই সকল কথার সহিত 'ব্রহ্মেদং শব্দনির্ম্মাণম্' † শাস্ত্রোক্তি মনে রাখিয়া বলা যায় যে, 'বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম...' ইত্যাদি শ্রুতিলক্ষিত পুরাকল্পীয় শব্দপারায়ণ নামক ব্যাকরণে প্রতিপদপাঠ-ক্রমে সমস্ত অব্যপবৃক্তশব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ দ্বারা ব্যপবৃক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে ধারণাশক্তির হ্রাসবশতঃ গ্রন্থলাঘবের প্রয়োজনহেতু সামান্যবিশেষলক্ষণান্বিত সূত্রাত্মক ব্যাকরণে উহার বহুশব্দ চালনীন্যায়ে গ্রহণ কবিবার পর আরও অনেক শব্দ সূত্রারূঢ় না হওয়ায় সূত্রকার-গণ নিজ নিজ সূত্রে অব্যাপ্তিদোষ নিবারণ করিবার জন্য স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে উহাদিগকে বা উহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে অব্যুৎপন্ন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তারপর স্বর-সংস্কারের পূর্ণতাসাধন্ করিবার জন্য ব্যুৎপত্তিপক্ষে ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকাদি শ্রুতির আনুকূল্য দেখিয়া এবং ব্যাকরণের নিতান্ত স্বার্থসাধক শিক্ষানিরুক্তাদি বেদাঙ্গের ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রের সম্মতি বুঝিয়া পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ ব্যুৎপত্তিবাদের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপ

* 'ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টম্' (নন্দিকেশ্বরীয় কাশিকা)। 'ধাত্বর্থং ধাতুমূলকশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যর্থম্' (ভগবান্ উপমন্যু)।

† 'ব্রহ্মেদং শব্দনির্ম্মাণং শব্দশক্তিনিবন্ধনম্। বিবৃতং শব্দমাত্রাভ্য স্তাস্বেব প্রবিলীয়তে॥'

কারণকূটবশতঃ মূলে বলা হইয়াছে—'ব্যুৎপত্তিবাদ স্মৃতিসম্মত, অব্যুৎপত্তিবাদ সূত্রকারদের বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত'।

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিন্যাদির মতামত।

তত্ত্ববোধিনীতে ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন—'কোনও কোন সম্প্রদায়ের মতে পাণিনির 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' সূত্রটী অব্যুৎপত্তিপক্ষের জ্ঞাপক। ইহা অবশ্য পূর্ব্বপাণিনীয় (Eastern Paninians) দিগের সিদ্ধান্ত, অপরপাণিনীয় (Western Paninians) দিগের নহে। কিন্তু উক্ত সূত্রে কেবল 'অধাতু'শব্দ দেখিয়া পূর্ব্ব-পাণিনীয়দের এ কথা বলা সঙ্গত নহে, কারণ প্রাতিপদিক ধাতু না হইলেও ধাতুজ হইতে পারে। 'পাচক' এই প্রাতিপদিকটী ধাতু নহে সত্য, কিন্তু উহা ধাতুজ; কারণ উহাতে 'পচি' ধাতু অন্তর্লীনবৃত্তি হইয়া আছে। তবে শাকটায়নমতে 'কমি' ধাতু হইতে 'কংস' (উ° ৩।৬২) শব্দ ব্যুৎপন্ন হইলেও "অতঃ কৃকমিকংস..." (৮।৩।৪৬) সূত্রে পাণিনি 'কমি'ধাতু বলিবার পর 'কংস' শব্দের পৃথগ্ গ্রহণ করিয়া উহার ধাতুমূলকতা অস্বীকার করায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'ইহা দোষাবহ নহে, কারণ উণাদিশব্দ অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক' (১।১।৬১)। পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠেরও অনেকস্থলে স্মৃত হইয়াছে—'উণাদয়োঽব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিকানি' (৩।৪।৭৭, ৭।১।২...), 'তত্রোণাদিপ্রতিষেধঃ' (৭।১।২), 'উণাদিপ্রতিষেধশ্চ' (৮।২।৭৮) ইত্যাদি। পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—'অত্র পাণিনি রব্যুৎপন্নঃ' ইত্যাদি। সেইজন্য ৩।৩।১ সূত্রীয় শব্দেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন—'নৈরুক্ত ব্যাকরণে শাকটায়নমুনি নামমাত্রের ধাতুজত্ব বলেন, কারণ তিনি ব্যুৎপন্নত্ববাদী; কিন্তু পাণিনি যে সেরূপ ব্যুৎপন্নত্ববাদী নহেন তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে'। সেরূপ না হইলেও পাণিনি কিরূপ ব্যুৎপন্নত্ববাদী ছিলেন তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়াই অনেক ভারতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে এবং তৎসঙ্গে কাত্যায়নকেও অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলিয়া থাকেন। ইহাতে মনে হয়—অহো রে পর্য্যেষণম্! তত্ত্বাভিনিবেশাদন্যঃ কঃ পদার্থো গরীয়ান্? স্বপক্ষ দৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে যুক্তির বশবর্ত্তী না হওয়ায় এই সকল পণ্ডিতদের প্রতি ক্ষোভবশতঃ কোনও সমালোচক বলিয়াছেন—

'ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥'

ইতঃপূর্ব্বে অব্যুৎপত্তিবাদীদের ত্রিবিধ সম্প্রদায় উল্লিখিত হইয়াছে। পাণিনি যদি অব্যুৎপন্নত্ববাদী হন, তবে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত? বৃদ্ধ কাতন্ত্রদের মতবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে নানাবিধ কৃৎসূত্র দৃষ্ট হয়। গার্গ্য-সম্প্রদায়কে অনুসরণ করাও পাণিনির অভিপ্রেত নহে; কারণ—প্রথমতঃ অষ্টাধ্যায়ীতে 'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১),

'ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে' (৩.৩।২), 'ভীমাদয়োঽপাদানে' (৩।৪।৭৪), 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ' (৩।৩।৩), 'তাভ্যামন্যত্রোণাদয়ঃ' (৩।৪।৭৫) প্রভৃতি সূত্রের সন্নিবেশহেতু উণাদির শাস্ত্রীয়ত্ব স্পষ্ট স্বীকৃত বলিয়া উপপন্ন হয় ; দ্বিতীয়তঃ কথনও কথন শাকটায়নের ঔণাদিকসূত্র তত্বতঃ পাণিনীয় কৃৎসূত্রে অনুসৃত হইয়াছে (৫৬৬-৭) ; এবং তৃতীয়তঃ অনেক ঔণাদিক প্রত্যয় অষ্টাধ্যায়ীর কৃৎসূত্রে প্রবেশ করিয়াছে (৫৬৬-৭)। নিরুক্ত কারণত্রয়বশতঃ বলা যায় যে, উণাদিব্যবস্থা লইয়া পাণিনিমুনি গার্গ্যের ন্যায় শাকটায়নকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। প্রাগ্‌বর্ণিত বৃদ্ধ কাতন্ত্রসম্প্রদায়ের বা গার্গ্যসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিতে না পারায় আমরা অগত্যা তাঁহাকে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি গম্যাদি-ভীমাদি-ভস্ম-কৃষি-তন্ত্র-বর্ম্ম-চর্ম্ম (৩।৩।২-৩, ৩।৪।৭৪-৫-কাশিকা) প্রভৃতি ঔণাদিকশব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া কংস-শঙ্খ-ষণ্ঢ-পায়ু-মায়ু প্রভৃতি ঔণাদিকশব্দের ব্যুৎপত্তি অস্বীকার করিয়াছেন। 'বায়ু'-শব্দ ভাষ্যমতে সূত্রারূঢ়, কিন্তু কাশিকামতে উণাদিনিষ্পন্ন (২।৪।৫৭)। মনে হয়, পাণিনির প্রাতিপদিকবিজ্ঞানে বায়ুশব্দের উণাদিনিষ্পন্নত্ব আরূঢ় নহে। আরূঢ় থাকিলে পায়ু জায়ু মায়ু প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপন্নত্বও স্বীকৃত হইত। 'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১) সূত্রের প্রদীপে কৈয়ট লিখিয়াছেন—"উণাদীনাং শাস্ত্রান্তরপঠিতানাং সাধুত্বাভ্যনুজ্ঞানার্থং বহুলগ্রহণম্।" ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের মতে অনতিপ্রাচীন কৌমারদের ন্যায় পাণিনিকেও বলিতে হইবে—"ঔণাদিকা হি দ্বিবিধা ব্যুৎপন্না অব্যুৎপন্না শ্চেতি" (আ০ ১২৫ সূত্রীয় দৌর্গ টীকা ও পঞ্জী)। অনিচ্ছাসত্বেও শব্দেন্দুশেখরে নাগেশভট্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"ক্বচিদ্ ভাষ্যে হ্যণাদীনাং ব্যুৎপন্নত্বাশ্রয়ণং শাস্ত্রান্তরমূলকমেব"।

ঔণাদিকশব্দের ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিনির প্রবৃত্তি বুঝিয়াই শ্লোকবার্তিকে তাঁহার শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি বলিয়াছেন—'অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাদশ্নোতে র্বা সরোঽক্ষরম্'। ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—'অশ্নোতে র্বা পুনরয়মৌণাদিকঃ 'সরন্'প্রত্যয়ঃ, 'অশ্নুত ইত্যক্ষরম্।' তিনি আবার বলিয়াছেন—'বাহুলকং প্রকৃতে স্তনুদৃষ্টেঃ ··' ইত্যাদি এবং 'নাম চ ধাতুজমাহ···' ইত্যাদি। উক্ত কারিকা-দ্বয় কাত্যায়নকর্তৃক অভ্যুপগত হওয়ায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'অত্র পাণিনি রব্যুৎপন্নঃ'। ইহাতে সূচিত হয়—যেখানে ঔণাদিকশব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে স্বপ্রণীত সূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে সেখানে পাণিনি ব্যুৎপন্নত্ববাদী, কিন্তু যেখানে উহার স্বীকারে স্বপ্রণীত সূত্রসন্দর্ভে বিরোধ উপস্থিত হয় সেখানে তিনি অব্যুৎপন্নত্ববাদী। 'ইষিযুধীন্দিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্' 'ভিয়ঃ ষুগ্বা' প্রভৃতি ঔণাদিকসূত্রনিষ্পন্ন 'ভীম' 'ভীষ্ম' প্রভৃতিশব্দের ব্যুৎপত্তিস্বীকারে স্বকীয় সূত্র ব্যাহত হয় না বলিয়া 'ভীমাদয়োঽপাদানে' (৩।৪।৭৪) ও 'তাভ্যামন্যত্রোণাদয়ঃ (৩।৪।৭৫) সূত্রদ্বয়প্রণয়নহেতু পাণিনি ব্যুৎপন্নত্ববাদী, আর 'শঙ্খ' এবং 'ষণ্ঢ' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে 'শমেঃ খঃ (শঙ্খঃ)' 'ষণো ঢঃ (ষণ্ঢঃ)' এই দুইটী ঔণাদিকসূত্র স্বীকার করা আবশ্যক, কিন্তু তাহাতে 'আয়নেয়ী ··' (৭।১।২) 'কুলাৎ খঃ' (৪।১।১৩৯) 'স্ত্রীভ্যো ঢক্' (৪।১।১২০)

সূত্রগুলির ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেইজন্য 'শঙ্খ' 'ষণ্ড' শব্দদ্বয়সম্বন্ধে পাণিনি অব্যুৎপন্নত্ববাদী। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ব্যাখ্যাতৃগণের বলা আবশ্যক—'তত্রোণাদিপ্রতিষেধঃ' (৭।১।২) অর্থাৎ 'সেখানে উণাদির প্রতিষেধ' এবং 'প্রাতিপদিকবিজ্ঞানাচ্চ পাণিনেঃ সিদ্ধম্' (৭।১।২) অর্থাৎ পাণিনি যে ভাবে যে যে প্রাতিপদিকের প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগশূন্যতা বা প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগযোগ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন তদনুসারেই সিদ্ধ হইতেছে। 'প্রাতিপদিকবিজ্ঞানাচ্চ পাণিনেঃ সিদ্ধম্' বার্ত্তিক লইয়া উদ্দ্যোতে ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় নাগেশও বলিয়াছেন—"অত্র পাণিনিরিত্যুক্ত্যা 'সর্পিষা'-'যজুষে'ত্যাদিকতিপয়াতিরিক্তোণাদিষু পাণিনেরব্যুৎপত্তিপক্ষ এবাভিপ্রেত ইতি দর্শয়তি। বস্তুতঃ 'সর্পিষে'ত্যাদৌ যত্বমপি বহুলগ্রহণাদিতি সর্ব্বথাঽব্যুৎপত্তি-রেবৈতেষ্বিতি বোধ্যম্।" (৭।১।২)। ঠিক কথা। 'শঙ্খ' এবং 'ষণ্ড' শব্দদ্বয়ের অব্যুৎপন্নপ্রাতিপদি-কতা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগশূন্যতা না বলিলে 'কুলাৎ খঃ' ও 'স্ত্রীভ্যো ঢক্' এই দুইটী সূত্রের দ্বারা 'কুলীন' 'বৈনতেয়' প্রভৃতিপদের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অনিষ্টপদের উদয় হইত। এই সকল কথা মনে রাখিয়া বলা যায় যে, ভাষ্যবার্ত্তিকে পুনঃপুনঃ পঠিত 'উণাদয়োঽব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিকানি' পরিভাষাটীর তাৎপর্য্য হইতেছে—'উণাদ্যন্তানি প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগপ্রোযোজ্যপাণিনিসূত্র-প্রবৃত্ত্যনর্হাণি'। অতএব স্বকৃত সূত্রসন্দর্ভের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই কখনও কখন পাণিনি মুনি অব্যুৎপন্নত্বপক্ষ লইতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে নিরুক্তের বা উণাদিশাস্ত্রের অশাস্ত্রীয়ত্ব অব-ধারণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বৈয়াকরণগোষ্ঠীদের মধ্যে দেখা যায়—যে শব্দ তন্ত্রবিশেষে সূত্রাদির ব্যবস্থানুসারে ব্যুৎপন্ন, সেই শব্দই সূত্রব্যবস্থার ভেদহেতু তন্ত্রান্তরে অব্যুৎপন্ন; যেমন—'উরুব্যচস্' শব্দ। ইহা পাণিনীয়মতে ব্যুৎপন্ন (৬।১।১৭), বৃদ্ধকাতন্ত্রদের মতে ডিত্থডবিত্থাদি শব্দের ন্যায় রূঢ় এবং নবীন কাতন্ত্রদের মতে উণাদিনিষ্পন্ন (আ০ ১২৫ সূত্রীয় দৌর্গবৃত্তি)। অতএব কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় এবং কতকগুলির না হওয়ায় এ সম্বন্ধে ব্যাকরণের পরিস্থিতি লইয়া বলা যায়—It is neither vacuum nor plenum. বৈয়াকরণেরা সাধারণতঃ শাকটায়নের ন্যায় কতকটা ব্যুৎপন্নত্ববাদী, আবার কতকটা গার্গ্যের ন্যায় বা স্থলবিশেষ বৃদ্ধকাতন্ত্রদের ন্যায় অব্যুৎপন্নত্ববাদী। সেইজন্য মনে হয়, শাকটায়নীয় সূত্রানুসারে যে সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন, সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিনিরূপণে পাণিনীয়সূত্রের প্রবৃত্তি না থাকিলেই পাণিনির নিকট উহারা অব্যুৎপন্ন এবং পাণিনীয়সূত্রানুসারে যে সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিনিরূপণে কাতন্ত্রসূত্রের প্রবৃত্তি না থাকিলে শর্ব্ববর্ম্মার নিকট উহারাও অব্যুৎপন্ন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন—

'প্রবর্ত্ত্যানামনেকত্বাদ্ বৈলক্ষণ্যাচ্চ নৈকতা।
নৈকমত্যং বহুত্বে স্যাদ্ বহুরাজকদেশবৎ ॥'

এমন কি, যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি বেদে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, সূত্রপ্রণয়নের ত্রুটি থাকিলে তাহাদেরও অব্যুৎপন্নত্ব ঘোষণাপূর্ব্বক ব্যাকরণ প্রণীত হইয়া থাকে এবং 'ব্যাকরণ কি তাহ

জিজ্ঞাসা করিলে বৈয়াকরণেরা মুক্তকণ্ঠে বলেন—'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্'। তবে পাণিনিতে কোনও উপালম্ভ প্রযোজ্য নহে, কারণ তাঁহার হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এই যে, উণাদিশাস্ত্র নিরুক্তের ন্যায় ব্যাকরণসম্বন্ধীয় পরিশিষ্টবৎ পৃথক্ থাকিবে এবং অষ্টাধ্যায়ীর সহিত কোনপ্রকার সাক্ষাদ্ বিরোধ উপস্থিত হইলে উহাকে ছন্দোবৎ দেখিতে হইবে। এইজন্য প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বে উক্ত হইয়াছে—

'ধাত্বর্থমাশ্রিত্য ভবন্ত্যণাদিকা উণাদ্যধীনা নিগমেঽপি চ স্বরাঃ।
অতঃ কৃদন্তর্গতমপ্যুণাদিকং ধাতোঃ পরং ছান্দসতোঽপরং ব্রুতে॥'

পতঞ্জলি মুনি উহনাদির প্রপঞ্চপূর্ব্বক ব্যুৎপত্তিবাদের পথে পাণিনিকে লইয়া শাকটায়নের সমীপে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু নবীনকাতন্ত্রসম্প্রদায়ে ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বৃত্তিকার দুর্গসিংহ শর্ব্ববর্ম্মাকে লইয়া শাকটায়নের সামসময়িক বৃদ্ধকাতন্ত্রদের সমীপে যাইবার চেষ্টা করিলেও যাইতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এক দিকে তিনি ব্যুৎপত্তি-বাদের মূলে আঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, আবার অন্যদিকে তিনি কলাপের শেষে কৃৎপ্রকরণীয় এবং উণাদিপ্রকরণীয় সূত্রসমূহ সবৃত্তি সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে কোনও বঙ্গীয় সমালোচক পরিহাসসহকারে স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর ভাষায় বলিয়াছিলেন—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা বলে চকি প্রিয়ে এ ভারি কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল, বড় দুঃখে সুখ॥

শব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে শর্ব্ববর্ম্মা পাণিনির ন্যায় হইলেও বৃত্তিকার তাঁহাকে বৃদ্ধকাতন্ত্রমতোপ-জীবী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, নামমাত্রেরই ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত অস্বীকৃত হওয়ায় সূত্রকার কর্ত্তৃক কলাপের কৃল্লক্ষণ নিরূপিত নহে। কৃদ্‌বৃত্তির পূর্ব্বপীঠিকারূপে—

'বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে॥'

এই শ্লোকটী বলিয়া 'সিদ্ধিরিজ্ঞ্যণ্‌ণানুবন্ধে' নামক প্রথমকৃৎসূত্রের বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন —'সিদ্ধিগ্রহণং ভিন্নকর্ত্তৃকত্বান্মঙ্গলার্থম্'। তদনুসারে দৌর্গসম্প্রদায়ে শুনা যায়—

'আদৌ 'সিদ্ধ'পদার্পণা'দথ'পদস্যোচ্চারণান্মধ্যত-
শ্চান্তে 'বৃদ্ধি'পদস্য মঙ্গলতয়া শাস্ত্রং সমাপ্তিং গতম্।
ইত্যাচার্য্যতিতিক্ষণং বিকসিতং পশ্চাৎ কৃতঃ কৈঃ কৃতা-
এতজ্জ্ঞাপয়িতুং স শিষ্যনিবহং দুর্গোঽবদৎ পদ্যকম্॥'

অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোক্ত 'মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে…' ইত্যাদি স্মৃতিবশতঃ সন্ধি হইতে আখ্যাত পর্য্যন্ত কাতন্ত্রের আদিমধ্যাবসানে মঙ্গলবাচক 'সিদ্ধ'

(সং ১)-'অথ' (আং ১)-'বৃদ্ধি' (আং ৪৩৯) শব্দত্রয়ের প্রয়োগদ্বারা শার্ব্ববর্ম্মিক গ্রন্থের সমাপ্তি সূচিত হইয়াছে এবং তারপর আবার কৃৎপ্রকরণের প্রথমে ও শেষে 'সিদ্ধি' এবং 'বৃদ্ধি'শব্দদ্বয়ের প্রয়োগহেতু কৃৎপ্রকরণের ভিন্নকর্তৃত্ব উপপন্ন হওয়ায় কে ঐ সকল সূত্রের কর্ত্তা তাহাই শিষ্যগণকে বলিবার জন্য দুর্গসিংহ পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্গসিংহের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শর্ব্ববর্ম্মার খুব সমীপবর্ত্তী বররুচির 'চৈত্রকূটী' বৃত্তিতে এরূপ কোনও কথার আভাস পাওয়া যায় না। বরংচ ঐ গ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, তিনি সন্ধি হইতে কৃৎপর্য্যন্ত চারিটী প্রকরণই শর্ব্ববর্ম্মপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলাপের কৃৎপ্রকরণীয় 'সিদ্ধিরিজ্বৎ…' (১) সূত্রের 'চৈত্রকূটী' বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—"ধাতূনামিজ্বৎকার্য্যস্য সিদ্ধির্ভবতি ঞ্ ণ্নুবন্ধে কৃৎপ্রত্যয়ে পরতঃ॥ ঞানুবন্ধে তাবৎ। পাদঃ। বেগঃ। রাগঃ। যোগঃ। ত্যাগঃ॥ আদন্তানামায়িরাদেশঃ। দায়ঃ। ধায়ঃ। আম্রায়ঃ॥ স্থায়ঃ॥ নাম্যন্তানাং বৃদ্ধিঃ। ভাবঃ। প্রাকারঃ। নীহারঃ॥ ণানুবন্ধে তাবৎ। পাঠকঃ। পাচকঃ॥ কুটাদীনাং গুণঃ। উৎকোটকঃ॥ উৎকোটঃ॥ জনিবধ্যো র্হ্রস্বঃ। জনকঃ। বধকঃ॥ হন্তে র্ঘঃ। ঘাতকঃ॥ ঞ্ ণ্নুবন্ধ ইতি কিম্। গোদঃ। কম্বলদঃ॥ কৃতীতি কিম্। পঠ্যতে॥ অনুবন্ধ ইতি কিম্। বেণুঃ। চেণুঃ। স্থাণুঃ। রেণুঃ। অজিচিরিস্থাভ্যো ণুঃ। ইজ্বদিতি নির্দ্দেশাদকারোপধানাং দীর্ঘঃ। নাম্যন্তানাং বৃদ্ধিঃ। হন্তে র্ঘত্বম্। (৪।১।১)। আদন্তানামায়িরাদেশঃ। জনিবধ্যো র্হ্রস্বঃ। কুটাদীনাং গুণ ইতি প্রাপ্ত্যর্থোঽয়মারম্ভঃ।" অতএব বররুচির বিবেচনায় 'সিদ্ধি' শব্দ এস্থলে ভিন্নকর্ত্তৃত্বসূচক নহে।

কাতন্ত্রস্থিত ছয়টী শব্দ মাঙ্গলিকত্ব-বিচারের বিষয়—সন্ধির প্রথমে 'সিদ্ধ' শব্দ, তদ্ধিতের শেষে 'বৃদ্ধি'শব্দ, আখ্যাতের প্রথমে 'অথ'শব্দ, আখ্যাতের শেষে 'বৃদ্ধি'শব্দ, কৃতের প্রথমে 'সিদ্ধি' শব্দ এবং কৃতের শেষে 'বৃদ্ধি'শব্দ। দুর্গসিংহের পূর্ব্বে এবং সময়ে শশিদেবভাবসেনাদি বাররুচগণের মতে তদ্ধিতের শেষসূত্রস্থিত 'বৃদ্ধি'শব্দ যেমন মঙ্গলার্থে উদ্দিষ্ট নহে, আখ্যাতের শেষে ও কৃতের প্রথমে 'বৃদ্ধি' এবং 'সিদ্ধি' শব্দদ্বয়ও তদ্রূপ। ইঁহারা বলিতেন, সমগ্র শার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রে মঙ্গলের জন্য কেবল তিনটী শব্দ সূত্রকারের অভিপ্রেত—সন্ধির প্রথমে 'সিদ্ধ'শব্দ, আখ্যাতের প্রথমে 'অথ'শব্দ এবং কৃতের শেষে 'বৃদ্ধি'শব্দ। ইঁহাদের মতে ব্যাড়ীয়সংগ্রহের আরম্ভ দেখিয়া 'সিদ্ধ' শব্দ, মহাভাষ্যের আরম্ভ দেখিয়া 'অথ'শব্দ এবং কাত্যায়নস্মৃত শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্যস্থ 'বৃদ্ধং বৃদ্ধিঃ' (১।১৬৯) সূত্র দেখিয়া 'বৃদ্ধি' শব্দ শর্ব্ববর্ম্মকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আর তর্কানুরোধে প্রথমকৃৎসূত্রস্থিত 'সিদ্ধি' শব্দের মাঙ্গল্যপ্রস্তাব স্বীকার করিলেও বলা যায় যে, শর্ব্ববর্ম্মাই যদি গ্রন্থসমাপ্তির বহুকাল পরে আবার কৃদ্‌বিষয়ক সূত্রপ্রণয়নের সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে সে পক্ষেও পুনরায় মঙ্গলকার্য্য উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। প্রাতঃকৃত্যে আচমন করিলে সায়ংকৃত্যে কি উহার প্রয়োজন হয় না?

কাতন্ত্রসম্বন্ধে দুইটী নবীন প্রান্তিক সম্প্রদায়ের দুই প্রকার মতবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে

প্রথম সম্প্রদায় বলেন, দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীর রাজা সাতবাহনকে লঘুগ্রন্থের দ্বারা স্বল্পকালে এবং স্বল্পায়াসে ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য সন্ধি-নাম-কারক-আখ্যাতসমন্বিত চতুষ্টয় প্রণয়ন পূর্ব্বক অধ্যাপনকালেই প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গতঃ কথোপকথনচ্ছলে কৃৎতদ্ধিতসমাসের অভিধান-লক্ষণ দেখাইয়া শিষ্যের ধীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তারপর ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয় বররুচির পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থে বৌদ্ধদের সমন্তভদ্রীয় ব্যাকরণ, ঐন্দ্রব্যাকরণ এবং কাশ্যপীয় ব্যাকরণ হইতে ক্রমশঃ সমাস তদ্ধিত ও কৃৎ প্রবেশ করিলে সন্ধি, কারকসমাসতদ্ধিতান্বিত নাম, আখ্যাত এবং কৃৎ এই চারিটী প্রকরণ চতুষ্টয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার উপর সম্ভবতঃ ৫ খৃষ্টশতাব্দীতে বররুচির 'চৈত্রকূটী' বৃত্তি এবং ৯ খৃষ্টশতাব্দীতে ভাবসেনের লঘুবৃত্তি প্রণীত হয়। কিন্তু বররুচির পর ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় দুর্গসিংহ কর্ত্তৃক সূত্রবৃত্ত্যুদাহরণসমুদিত কাতন্ত্র নানাভাবে পরিবর্ত্তিত এবং প্রতি-সংস্কৃত হইয়াছিল, যেমন—

(১) সার্ব্ববর্ম্মিক চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক সন্ধি আখ্যাত ও কৃৎ পৃথক্ রাখিয়া কেবল নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিত এই চারিটী 'নাম্নি চতুষ্টয়ম্' বলিয়া উপস্থাপিত হয়;

(২) কৃৎসূত্রের সহিত অন্যান্য সূত্রের বিরোধ পরিহার করিবার জন্য কৃৎপ্রকরণে সর্ব্ববর্ম্মার কর্ত্তৃত্ব কাত্যায়নে আরোপ করা হয়;

(৩) মূল সূত্রপাঠে কতকগুলি নূতন সূত্র বা সূত্রাংশ সন্নিবেশ করা হয়, যেমন—'তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ' (স০ ১০), 'উষ্মাণঃ শষসহাঃ' (স০ ১৫), ন্যায়সিদ্ধের অনুবাদ বলিয়া সম্ভবতঃ 'অনতিক্রময়ন্ বিশ্লেষয়েৎ' (স০ ২২), 'তাদর্থ্যে' (চ ২৩৩), তমাদি (চ ৩২৮-৫৯), রাজাদি (৩৬১-৪১৯), রুচাদি (৭৬।১-৬৬),'ধুটি খনিজয়োঃ' সূত্র এবং 'সনেঃ সনি বেতি বক্তব্যম্' বাররুচ-বার্ত্তিক একত্র করিয়া 'ধুটিখনিসনিজনাম্' (কৃৎ ৭১), 'মেঙ স্তমর্থে' সূত্রস্থলে 'মেঙঃ' (কৃৎ ৪৩২), 'ক্তোঽধিকরণে চ' সূত্র এবং তদুপরি 'ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যবহারার্থেভ্য ইতি বক্তব্যম্' বাররুচবার্ত্তিক তাৎপর্য্যতঃ লইয়া 'ক্তোঽধিকরণে ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ' (কৃৎ ৪৮৩), ইত্যাদি। শেষোক্ত সূত্রটী অষ্টাধ্যায়ীর অনুস্মরণ মাত্র। তথায় স্মৃত হইয়াছে—"ক্তোঽধিকরণে চ ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যব-সানার্থেভ্যঃ" (পা০ ৩।৪।৭৬);

(৪) মূল সূত্রপাঠ হইতে কতকগুলি সূত্র বা সূত্রাংশ অপসারিত হয়, যেমন—সম্ভবতঃ 'ঋকারঌকারৌ চ' প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রসমূহ, 'গণ্ডিমণ্ডিজিনন্দিভ্যো ঝচ্' যাহা এক্ষণে ৩৭ সংখ্যক এবং ৪৮৪ সংখ্যক কৃৎসূত্রীয় দৌর্গবৃত্তিতে দৃষ্ট, 'অচি চ' সূত্র এক্ষণে ৮৩ সংখ্যক কৃৎসূত্রের দৌর্গবৃত্তিতে বার্ত্তিকরূপে উপন্যস্ত, 'ক্ত্বামসন্ধ্যক্ষরান্তোঽব্যয়ম্' সূত্র ৮৩ মতান্তরে ৮৪ সংখ্যক কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং এখনও ভাবসেনের লঘুবৃত্তিতে যাহা সূত্ররূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, 'প্রাদিশ্চ' সূত্র ৮৮ সংখ্যক কৃদ্‌বৃত্তিতে তাৎপর্য্যতঃ আচরিত, 'তবৈ-কেন্-কেন্য-ত্বাঃ' যাহা ১২৯ সংখ্যক কৃৎসূত্রের স্থলে পঠিত হইয়াছিল, 'অন্যত্রাপি চ' সূত্র ১৬৯ সংখ্যক কৃৎসূত্রের পর পঠিত হওয়ায় ২৪২ সংখ্যক কৃৎসূত্র হইতে স্বতন্ত্র, 'অভয়ে চ' সূত্র

১৯১ কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 'ণ্যুট্ কব্যহব্যপুরীষ্যেষু' * এবং 'অবযা উক্থশাঃ পুরোডাঃ শ্বেতবাশ্চ' যাহারা ২১২কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং শেষসূত্রটী এখন ২১৫ সংখ্যক † কৃৎসূত্রে বিপর্য্যস্তভাবে দৃষ্ট হয়, 'ঋষিদেবতয়োর্যথাসংখ্যং সংবন্ধঃ' যাহা ৩১০ সংখ্যক কৃৎসূত্রের দৌর্গবৃত্তিতে সমালোচিত, 'কৃবাপাদ্রুজিসিচটিচরিথদিসাধ্যশুবহিরহিভ্য উণ্'—'অজিচরিস্থাভ্যো ণুঃ'—'সর্ব্বধাতুভ্যো মন্'—'ছিদাদিভ্যো রক্' এই চারিটী সূত্র ৩১২সংখ্যক কৃৎসূত্রের পর যথাক্রমে পঠিত হইয়াছিল, 'কামমনসো স্তমো মো লোপঃ'—'সমশ্চ'—'হিতততে বা'—'যণি নিত্যম্' এই চারিটী সূত্র ৩১৪ সংখ্যক কৃৎসূত্রের পর এবং 'ন স্তেয়ে' যাহা ৩৫১ সূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 'হাজ্যাগ্লাভ্যশ্চ'—'সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্'—'ইক্তিপৌ ধাতুস্বরূপে'‡—'বর্ণাৎ কারঃ'—'রাদিফো বা'—'এবমাদিশ্চ' এই ছয়টী সূত্র ৪০৮ সংখ্যক কৃৎসূত্রের পর এবং 'বিদেশে' যাহা ৪৪১ কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 'শকধৃষজ্ঞাগ্লাঘটরভলভক্রমগমসহার্হাস্ত্যর্থসামর্থ্যার্থেষু তুম্'—'অন্বকি আনুলোম্যে'—'নানবিনয়োঃ কৃঞশ্চ' এই তিনটী সূত্র ৪৭৫ সংখ্যক কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 'সমানান্যয়োশ্চ'

---

* অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—'কব্য-পুরীষ-পুরীষ্যেষু ঞ্যুট্' এবং 'হব্যেঽনন্তঃপাদম্' (৩।২।৬৫-৬৬)। এ দুইটী বৈদিক সূত্র। ইহাদের আংশিক মিলন কাতন্ত্রে সূত্রিত হয়—'ণ্যুট্ কব্যহব্যপুরীষ্যেষু'। অনুক্তের পূরণ করিবার জন্য ইহার উপর বররুচির বার্ত্তিক আছে—'পুরীষে চেতি বক্তব্যম্'।

† অষ্টাধ্যায়ীতে দুইটী বৈদিক সূত্র আছে—'মন্ত্রে শ্বেতবহোক্থশস্পুরোডাশো ণ্বিন্' এবং 'অবে যজঃ' (৩।২।৭১-৭২)। ইহাদের অনুস্মরণবশতঃ কাতন্ত্রে সূত্রিত হয়—'অবযা উক্থশাঃ পুরোডাঃ শ্বেতবা শ্চ'। এই সূত্রের চৈত্রকূটী বৃত্তিতে বররুচি লিখিয়াছেন—'ইমে শব্দা বিণ্প্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তে। অবপূর্ব্বস্য যজে রবযাঃ। উক্থশব্দে কর্ম্মণি করণে বোপপদে শংসতে র্ধাতোঃ। উক্থানি শংসতি। উক্থৈর্বা। উক্থশাঃ। পুরস্ পূর্ব্বস্য দাশৃ দানে পুরোডাঃ। শ্বেতা এনং বহন্তীতি শ্বেতবা ইন্দ্রঃ।' এখনকার মুদ্রিত কাতন্ত্রে সূত্রটী এইভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে—'মন্ত্রে শ্বেতবহুক্থশংস পুরোডাশাবযজিভ্যো বিণ্' (২১৫)। অভিপ্রায় এইরূপ—মন্ত্রে বেদে ছন্দসি বিষয় ইতি বা। শ্বেতৈরুচ্চৈঃশ্রব আদিভি রুহ্যতে যঃ স শ্বেতবা ইন্দ্রঃ। শ্বেতবাহাদীনাং ডস্ পদস্যেতি বক্তব্যম্। উক্থঃ সামবেদীয়ো ভাগবিশেষো য এব যজ্ঞাৎ পরো গীয়তে। উক্থশা যজমানঃ। পুর আদৌ দাশ্যতে দীয়তে যঃ স পুরোডাঃ। দস্য ডত্বং নিপাতনাৎ। অকারান্ত শ্চ নিপাত্যতে। তথা হি মনুসংহিতায়াম্—'বুভুবু র্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণামি'তি। কাদম্বরীপ্রস্তাবনায়াং বাণভট্টশ্চ—

উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে
সদা পুরোডাশপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে
সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥'

পুরোডাঃ শব্দেন যজ্ঞীয়দ্রব্য মুচ্যতে। অবযজতি যঃ সোঽবযা ঋত্বিক্।

‡ চান্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে—'ইকিশ্তিপঃ স্বরূপে' (১।৩।৯৬) এবং পাণিনীয় বার্ত্তিক আছে—'ইক্শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে'।

—'যত্তদেতদ্ভ্যোঽস্তু পরিমাণেঽর্থে বস্তুশ্চ' সূত্রদ্বয় ৪৯৯ কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল, 'ন স্বৃসৃড়োশ্চ কানুবন্ধে'—'নিষ্ণুষো বা' সূত্রদ্বয় ৫১৩ কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং যাহা এক্ষণে উহার দৌর্গবৃত্তিতে আচরিত হইয়াছে, 'জপিবমিভ্যাং বা'—'ব্যাঙ্ভ্যাং শ্বসঃ' সূত্রদ্বয় ৫২১ কৃৎসূত্রের পর পঠিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে যাহারা উহার দৌর্গবৃত্তিতে প্রবেশ করিয়াছে।

এইরূপে সমগ্র গ্রন্থের গুরুপরিবর্ত্তনহেতু এখন যেমন সার্ব্ববর্ম্মিক ধাতুপাঠই দৌর্গধাতুপাঠ বলিয়া প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে সেইরূপ এই প্রতিসংস্কৃত সন্ধি-চতুষ্টয়-আখ্যাত-কৃৎসমন্বিত কলাপ অন্যান্য সম্প্রদায়ে দৌর্গব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেইজন্য ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বোপদেবের কনীয়ান্ সামসময়িক বিট্ঠল স্বামী প্রক্রিয়াকৌমুদীর ৩।২।২৬ সূত্রীয় 'প্রসাদ' টীকায় লিখিয়াছেন—তথোক্তং দুর্গেণ—'কলেমলরজঃসু গ্রহঃ, দেববাতয়োরাপে' (কৃৎ ১৭৭-৮)। বিট্ঠল স্বামীর ধারণা এই যে, কাতন্ত্রের উক্ত কৃৎসূত্রদ্বয় দুর্গপ্রণীত, কারণ উহা দৌর্গব্যাকরণের অন্তর্গত। এমন কি, ভট্টোজির সময়েও উহা দৌর্গব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে—

> "বিন্দতি শ্চান্দ্রদৌর্গাদে রিষ্টো ভাষ্যেঽপি দৃশ্যতে।
> ব্যাঘ্রভূত্যাদয় স্ত্বেনং নেহ পেঠুরিতি স্থিতম্॥" (২২৫৮)।

প্রাত্রিকদের কথায় দৌর্গগণের দুইটী আপত্তি আছে। প্রথমতঃ সার্ব্ববর্ম্মিক গ্রন্থে নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিত এই চারিটী প্রকরণেই 'চতুষ্টয়'শব্দ রূঢ় এবং এই চতুষ্টয়েরই ৬টী পাদবিভাগ প্রসিদ্ধ। ইহার সমর্থনে উক্তি আছে—

> "শব্দানাং সাধনং যত্র কারকাণাং চ নির্ণয়ঃ।
> সমাস স্তদ্ধিতো যত্র স চতুষ্টয় উচ্যতে॥"

এবং উহার ছয়টী পাদসম্বন্ধেও শুনা যায়—

> "বিভক্তিসখিযুষ্মদ্ভিঃ পাদমেকং ত্রিভিঃ সহ।
> কারকং চ সমাস শ্চ তদ্ধিত শ্চ চতুষ্টয়ঃ॥"

দ্বিতীয়তঃ 'অভিধানলক্ষণা হি কৃৎতদ্ধিতসমাসাঃ' ন্যায়বশতঃ সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎসূত্র না করিলেও সমাসতদ্ধিত-বিষয়ক সূত্রগুলি তিনি স্বয়ং করিয়াছেন। এই দুইটী আপত্তির উত্তরে প্রাত্রিকগণ বলেন—যাহার চারিটী অবয়ব আছে বা যাহা চারিভাগে বিভক্ত তাহাই চতুষ্টয়। সর্ব্ববর্ম্মার সময়ে বৌদ্ধদের ঐন্দ্রব্যাকরণে সিদ্ধচঙ্গ-সিদ্ধসূত্র-ধাতুপাঠ-খিলপাঠ এই চারিটী বিভাগ থাকায় উহাও চতুষ্টয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কেবল ইহা নহে। সন্ধি, কারক-সমাস-তদ্ধিত সমন্বিত নাম, আখ্যাত এবং কৃৎ এই চারিটী লইয়া কাশ্মীরকগণ কলাপকেই চতুষ্টয় বলিতেন। সুতরাং কেবল নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিতে 'চতুষ্টয়'শব্দ রূঢ় হইতে পারে না। আর যে দুইটী শ্লোক প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আধুনিক দৌর্গপণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত।

কারণ কোনও প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ঐরূপ বলেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তিও তুচ্ছ, কারণ লোকে বলে—'ন হি কুক্কুটাদেরেকদেশো ভোগায় পচ্যত একদেশ স্তু প্রসবায় কল্প্যতে বিরোধাৎ'। সুতরাং 'অভিধানলক্ষণা হি কৃৎতদ্ধিতসমাসাঃ' ন্যায়বশতঃ কৃৎপ্রক্রিয়া যদি পরিহৃত হইয়া থাকে তবে তদ্ধিতসমাসও অবশ্যই পরিহৃত হইয়াছিল।

প্রাত্নিকদের দ্বিতীয় সম্প্রদায়টী প্রাচীন বাররুচদের সমর্থনে কৃতসংকল্প। সুতরাং তাঁহারা কলাপের কোনও প্রকরণের অসার্ব্ববর্ম্মিকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সর্ব্ববর্ম্মার অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী বররুচি যখন 'চৈত্রকূটী'তে 'কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববার্ম্মিকম্' * এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কলাপের সন্ধি-নাম-কারক-সমাস-তদ্ধিত-আখ্যাত-কৃৎপ্রকরণসমূহের উপর বার্ত্তিকসমন্বিত বৃত্তি করিয়াছেন, তখন উহার কোনও প্রকরণ অসার্ব্ববর্ম্মিক হইতে পারে না। কাশ্মীরদেশীয় কলাপ, লেশাচার্য্যের গ্রন্থ, দুর্গসিংহের প্রায় সামসময়িক ভাবসেনের লঘুবৃত্তি, দুর্গসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী শশিদেবের ব্যাখ্যানপ্রক্রিয়াদিগ্রন্থ এবং শশিদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ খৃষ্টশতাব্দীয় বররুচির 'চৈত্রকূটী' দেখিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, কারক সমাস এবং তদ্ধিত যখন নামের অন্তর্গত তখন সার্ব্ববর্ম্মিক চতুষ্টয়ে এই চারিটী অবয়ব অনুমেয়—সন্ধি, কারকসমাসতদ্ধিতসমন্বিত নাম, আখ্যাত এবং কৃৎ। ইঁহারা বলেন, এক সময়ে ইন্দ্রগোমীর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ (abstract grammar) দেখিয়া হিন্দুগণও সুদীর্ঘ পাণিনিব্যাকরণের পরিবর্ত্তে ঐরূপ একখানি গ্রন্থপাঠের পক্ষপাতী হন। ইহা বুঝিয়া জনসাধারণের উপকার করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্ববর্ম্মা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেইজন্য ব্যাখ্যান-প্রক্রিয়ায় দুর্গসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী শশিদেব লিখিয়াছেন—

> "ছান্দসাঃ স্বল্পমতয়ঃ শাস্ত্রান্তরে রতা শ্চ যে।
> ঈশ্বরা ব্যাধিনিরতা স্তথালস্যযুতাশ্চ যে॥
> বণিক্‌সস্যাদিসংসক্তা লোকযাত্রাদিষু স্থিতাঃ।
> তেষাং ক্ষিপ্রং প্রবোধার্থং কাতন্ত্রং রচিতং পুরা॥"

---

* দৌর্গবৃত্তির নমস্কারপাদে লিখিত আছে—'দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্। কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিকম্॥" ইহাতে ত্রিলোচন বলিয়াছেন—'বৃত্তিকারঃ শ্লোকমেকং চকার দেবদেবমিত্যাদি'। শ্লোকটী কিন্তু বররুচিপ্রণীত। ইহা চৈত্রকূটীর নমস্কারপাদে পঠিত হয়। সেইজন্য কলাপচন্দ্রে সুষেণবিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"নমু বররুচেঃ শ্লোকোঽয়ং তৎ কথং চকারেত্যুক্তম্? সত্যং কৃধাতুরিহার্পণার্থঃ। যথা ভিত্তৌ চিত্রং চকার। নমু তথাপি দুর্গস্যাশক্তিঃ প্রতীয়তে, যতোঽন্যদীয়ঃ শ্লোকো লিখ্যত ইতি? নৈবমন্যত্র গ্রন্থান্তরেঽস্য শ্লোকস্য ফলসিদ্ধৌ সামর্থ্যদর্শনাদত্রাপি স এবার্পিত ইতি শক্তিবিরহঃ।" বৃত্তিকারে শ্লোকহরণের দোষ প্রসক্ত হইয়াছে। দুর্গসিংহের সামসময়িক কবি রাজশেখর বলিয়াছেন—'হরণং ন কেবলং চোরণ মপি তু নিজাকুলীনত্বপ্রকটনমেব'। লোকে বলে—'বরমপ্রাপ্তি র্যশসো ন পুন দুর্যশঃ'। এই সকল কারণবশতঃ সুষেণ বিদ্যাভূষণ বৃত্তিকারকে সমর্থন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া উত্তরপক্ষ দেখাইয়াছেন।

প্রাক্ কথন

প্রাচীন বাররুচদের ন্যায় এইসকল নবীন প্রাত্নিকপণ্ডিত কলাপের আদিমধ্যাবসানে কেবল তিনটী শব্দ মঙ্গলার্থে সূত্রকারের অভিপ্রেত বলেন—সন্ধির প্রারম্ভে 'সিদ্ধ' শব্দ, আখ্যাতের প্রথমে 'অথ' শব্দ এবং কৃতের শেষে 'বৃদ্ধি' শব্দ। সুতরাং তদ্ধিতান্তে 'বৃদ্ধিরাদৌ সণে' (৪৩৩) সূত্রীয় বা 'ন য্বোঃ পদাদ্যোর্বৃদ্ধিরাগমঃ'(৪৩৪)সূত্রীয় 'বৃদ্ধি'শব্দদ্বয় যেমন মঙ্গলার্থে অনভিপ্রেত, আখ্যাতশেষে 'আরুত্তরে চ বৃদ্ধিঃ' (৪৩৯) সূত্রীয় 'বৃদ্ধি' শব্দ বা কৃৎপ্রারম্ভে 'সিদ্ধি' শব্দ ইঁহাদের মতে তদ্রূপ। কারণ সর্ব্ববর্ম্মার সামান্য পরে ৫ খৃষ্টশতাব্দীয় বররুচি এ সকল শব্দের যে প্রবৃত্তিনিমিত্ত দেখাইয়াছেন তাহাতে গ্রন্থসমাপ্তিসূচক এবং গ্রন্থারম্ভসূচক 'বৃদ্ধি' ও 'সিদ্ধি' শব্দের মাঙ্গল্য প্রস্তাব কিছুমাত্র উপলব্ধ নহে। কিন্তু কলাপের কৃৎসূত্র লইয়া কৃদ্‌বৃত্তির পূর্ব্বপীঠিকায় ৮-৯ খৃষ্ট শতাব্দীয় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ। কাত্যায়নেন তে সৃষ্টাঃ..."ইত্যাদি এবং প্রথমকৃৎসূত্রীয় 'সিদ্ধি'শব্দের উপর তিনি বলিয়াছেন—"'সিদ্ধি'গ্রহণং ভিন্নকর্ত্তৃকত্বান্মঙ্গলার্থম্।' দুর্গসিংহের পূর্ব্বকালীন বা সমকালীন গ্রন্থসমূহে এরূপ কথার কোনও আভাস না থাকায় প্রাত্নিকগণ উহাতে আস্থাবান্ নহেন। তাঁহারা বলেন, টীকা-পঞ্জী হইতে 'রূঢ়' শব্দের অর্থ বুঝা যায়—'রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি গীয়তে'। সুতরাং উহার দ্বারা উণাদিনিষ্পন্ন শব্দ লক্ষিত নহে। কারণ উণাদি স্বীকার করিলে কাহাকেও অব্যুৎ-পন্নত্ববাদী বলা উচিত নহে। কলাপের দৌর্গটীকায় লিখিত আছে—"ব্যুৎপত্তিবাদী ত্বাহ—উণাদিকোঽয়মিতি" (কৃৎ ২৫৩)। এখন তাহা হইলে দুইটী বিষয় অনুসন্ধেয়—প্রথমতঃ কাত্যায়ন কে এবং দ্বিতীয়তঃ সত্যসত্যই কি ব্যুৎপত্তিনিমিত্তে সর্ব্ববর্ম্মার তীব্র অরুচি ছিল ?

টীকা ও পঞ্জী হইতে বুঝা যায় যে, পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়নবররুচিকে লক্ষ্য করিয়াই দৌর্গশ্লোকে 'কাত্যায়ন'নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। নেপালমাহাত্ম্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের মতে সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য মহারাজ সাতবাহনের গুরু ও মন্ত্রী। ১-২ খৃষ্টশতাব্দীয় নাগার্জ্জুনের 'সুহৃল্লেখ' হইতে জানা যায় যে, মহারাজ সাতবাহন তাঁহার সামসময়িক ছিলেন (Takākusu's It-Sing, p. lix, lxi, 159-60)। ইতিহাসেও ইঁহাদের ঐরূপ সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অবন্তিসুন্দরী-কথাদি গ্রন্থে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ কাত্যায়নকে নন্দের মন্ত্রী বলিয়াছেন। প্রাক্‌কথনের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তিনি মহারাজ খোভূতির গুরু এবং খোভূতি চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব্ব-শতাব্দীয় Alexander the Great এর বর্ষীয়ান্ সামসময়িক। সুতরাং সর্ব্ববর্ম্মার অন্ততঃ ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কাত্যায়নের তিরোধান হয়। অতএব তাঁহাতে সার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রস্থিত কৃৎসূত্রের কর্ত্তৃত্বারোপ ভ্রান্তিমূলক। কাত্যায়ন-সর্ব্ববর্ম্মার মধ্যে বিশাল সাময়িক ব্যবধান বুঝিয়া কাতন্ত্রের ব্যাখ্যাসারে ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় হরিরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—'কাত্যায়নো মুনি র্বররুচিশরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং কৃতবান্' এবং সুষেণ বিদ্যাভূষণের পুত্র বিশ্বেশ্বর আবার হরিরামের উক্তি হরণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—'কাত্যায়নো মুনি র্বররুচিশরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং প্রাণৈষীদিতি কিংবদন্তী'। বররুচি অর্থাৎ প্রাকৃতপ্রকাশকার এবং কাতন্ত্রের

'চৈত্রকূটী'বৃত্তিপ্রণেতা। সর্ব্ববর্ম্মার তিন শত বৎসর পরে 'প্রাকৃতপ্রকাশ' ব্যাকরণ বা 'চৈত্রকূটী'বৃত্তি প্রকটিত হয়।

কাতন্ত্রের 'চৈত্রকূটী' পাণিনিসম্প্রদায়ের বার্ত্তিকপাঠজাতীয় গ্রন্থ। তথাপি ইহাকে বৃত্তি বলা হয়, কারণ সূত্র বা বার্ত্তিকসমূহ ইহাতে প্রায়শঃ ব্যাখ্যাত এবং উদাহৃত হইয়াছে, যেমন—'ধেনো র্ভব্যায়ামিতি বক্তব্যম্। ধেনুংভব্যাঃ। ধেনুভব্যাঃ।' (২৮ কৃৎসূ০), 'ধুরন্ধর শ্চেতি বক্তব্যম্। ধুরংধরঃ। ধূর্ধরঃ। উক্তং চ—সংগ্রামে গতশূরাণাং কৌরবাণাং ধুরংধরে। হতে ভীষ্মে প্রদুদ্রাব সেনা ভীষ্মাভিরক্ষিতা॥' (২৯ কৃৎসূ০), 'কচিন্ন ভবতি। স্ফাতীকৃতানি বিমলযশাংসি।' (কৃৎসূ০ ৪২), ইত্যাদি। কখনও কখন সূত্রস্থ পদবিশেষের ব্যাখ্যাদি দৃষ্ট হয়, যেমন লোকোপচার লইয়া উক্ত হইয়াছে—'বাশব্দৈ শ্চাপিশব্দৈর্বা সূত্রাণাং চালকৈ স্তথা। এভি র্যত্র ন সিধ্যন্তি তে সাধ্যা লোকসম্মতৈঃ॥' (সন্ধিসূ০ ২৩)। 'অঘোষবতশ্চ' সূত্রের উপর লিখিত আছে—'কচিদ-ঘোষেঽপি উত্বং ভবতি, যথা—বাতোঽপি তাপপরিতো সিঞ্চতীত্যাচষ্টে।' (স০ ৬৯)। চতুষ্টয়ের ৫৬ সূত্রীয় চকার লইয়া উক্ত হইয়াছে—"চকারোঽনিত্যার্থঃ, তেন 'বরতনু সংপ্রবদন্তি কুক্কুটা' ইতি"। আখ্যাতের ৮১ সূত্রীয় 'শেষ' শব্দ লইয়া উক্ত হইয়াছে—"শেষ শ্চতুর্ব্বিধঃ। তথাহি—

'অর্থাদুপপদত্বে তু তথা চৈবানুবন্ধতঃ।
কারকাচ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ শেষ উক্ত শ্চতুর্ব্বিধঃ॥' ইতি"।

কখনও কখন সূত্রের সমালোচনাও দৃষ্ট হয়, যেমন—'তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ' (স০ ২) সূত্রের বৃত্তিতে লিখিত আছে—'চতুর্দ্দশগ্রহণং নিরর্থকং স্বয়ং রাজন্ত ইত্যন্বর্থবলাৎ তদাপত্তেঃ। তথাহি—

বিশ্লিষ্টসন্ধিভিন্নার্থৌ গুরু র্ব্যাহত এব চ।
পুনরুক্তপদার্থ শ্চ পঞ্চ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

ইত্যাদি। এই গ্রন্থে বররুচি সূত্রকারের অনুক্ত অদৃষ্ট বা বিস্মৃত বিষয়ের উল্লেখ করিবার জন্য কাত্যায়নের পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠ হইতে শত শত বার্ত্তিক উদ্ধার করিয়াছেন, যেমন -'ধেনো র্ভব্যায়ামিতি বক্তব্যম্' (কাতন্ত্রকৃৎ ২৮, পা০ ৬৩।৭), 'ক্ষীরহবিষো রিতি বক্তব্যম্' (কাতন্ত্র কৃৎ ৪৪, পা০ ৬।১।৭), 'উত্তানাদিষু কর্ত্তৃষু' (কাতন্ত্রকৃৎ ১৬৮, পা০ ৩।২।১৫), 'দারাবাহনোঽণন্তস্য চ টঃ সংজ্ঞায়াম্'—'চারৌ বা'—'কর্ম্মণি সমি চ' (কাতন্ত্রকৃৎ ২০০, পা০ ৩।২।৪৯), 'রাজঘ ইত্যুপ-সংখ্যানম্' (কাতন্ত্র কৃৎ ২০৬, পা০ ৩।২।৫৫), 'অনুপসর্গ ইতি বক্তব্যম্' (কাতন্ত্র কৃৎ ২৬০, পা০ ৬।২।৪৭), ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্ধিচতুষ্টয়াদি সূত্রের ন্যায় তিনি কৃৎসূত্রেরও নানাবিধ স্বকীয় বার্ত্তিক দিয়াছেন, যেমন -'মেঙ ইত্বা বক্তব্যঃ' (৩৯ কৃৎসূত্রীয়),'তনোতে র্ণীতি বা বক্তব্যম্' —'আখ্যাতিকযকারেঽপীতি বক্তব্যম্' (৭২ কৃৎসূত্রীয়), 'দান্তে দোষো নিষ্ঠানত্বং ধান্তে

চৈব ধকারতা। তান্তে তোপধদীর্ঘত্বং তস্মাথান্তো ন দুষ্যতি॥' * (৮০ কৃৎসূত্রীয়), 'উপসর্গ-প্রতিরূপকাঃ সন্তি। উক্তং চ—অবদত্তং নিদত্তং চ প্রদত্তং চাদিকর্ম্মণি। সুদত্তমনুদত্তং চ নিদত্তমিতি চেষ্যতে॥' † (৮১ কৃৎসূত্রীয়), 'কর্ম্মকর্ত্তরি কেলিম উপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্'—'প্রচ্ছেঃ সংপ্রসারণং চানীয় ইতি বক্তব্যম্' (৯৩ কৃৎসূত্রীয়), 'সংজ্ঞায়াং পুংসি দৃষ্টত্বান্ন তে ভার্য্যা প্রসিধ্যতি। স্ত্রিয়াং ভাবাধিকারোঽস্তি তেন ভার্য্যা ভবিষ্যতি॥' (১০৯ কৃৎসূত্রীয়), 'জিঘ্রঃ সংজ্ঞায়াং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। ব্যাঘ্রঃ।' (১৩৭ কৃৎসূত্রীয়), ইত্যাদি। চৈত্রকূটীতে বররুচির এই সকল স্বকীয় ও পরকীয় বার্ত্তিক এবং তাহাদের সোদাহরণ ব্যাখ্যা দৌর্গবৃত্তিতে প্রায়শঃ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ন্যায় দুর্গসিংহও জানিতেন যে, কাত্যায়ন বা বররুচি কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রকার হইলে ঐ সকল বার্ত্তিক সূত্ররূপে সূত্রপাঠেই উপন্যস্ত হইত। বররুচি আবার কখনও কখন কাতন্ত্রস্থ কৃৎসূত্রের দোষ দেখাইয়াছেন, যেমন 'বৃংহেঃ স্বরেঽনিটি বা' (৬৮) সূত্রের আনর্থক্য এবং আসঙ্গত্য প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে—"আরম্ভঃ কিম্? গোবর্হা। কুঞ্জরবর্হা।

বৃংহবৃহোরমী সাধ্যা বৃংহবর্হাদয়ো যদি।
বিনা সূত্রেণ চৈবায়ং (চৈবামী ?) ন বর্হা ভাবকে স্ত্রিয়াম্॥"

কোনও কোন পুঁথীতে 'বিনা সূত্রেণ চৈবায়ম্' (অয়ং নিয়মঃ) এই অংশের পাঠান্তর পাওয়া যায়—'তদা সূত্রেণ বৈয়র্থ্যম্'। সুষেণের পুত্র বিশ্বেশ্বর এই পাঠ ধরিয়াছেন। যাহাই হউক, বররুচি স্বয়ং সূত্রকার হইলে সূত্রসংশোধনেই তাঁহার যত্ন হইত। অতএব যে কেহ হরিরামকে বা বিশ্বেশ্বরকে বলিতে পারেন—'একামসিদ্ধিং পরিহরতো দ্বিতীয়াপদ্যতে'।

কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রকার কে তাহা লইয়া দৌর্গদের সঙ্গে কাশ্মীরকদেরও মতভেদ আছে। পরমার্থসারের ব্যাখ্যাকার যোগরাজ ১০ খৃষ্টশতাব্দীতে কাশ্মীরদেশীয় কলাপের পাদপ্রকরণ-সঙ্গতিতে লিখিয়াছেন—

"কৃতস্তব্যাদয়ঃ সোপপদানুপপদা শ্চ যে।
লিঙ্গপ্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থং তাঞ্ জগৌ শাকটায়নঃ॥" (১৪ শ্লোক)।

অভিনব শাকটায়ন কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রকার হইতে পারেন না, কারণ তিনি বৃত্তিকার দুর্গসিংহেরও পরবর্ত্তী। অতএব ইনি মহর্ষি শাকটায়ন। মহর্ষি শাকটায়ন কিন্তু সর্ব্ববর্ম্মার অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তিরোহিত হন। প্রাগুক্ত কারণকলাপবশতঃ এই সকল প্রাচ্যিকেরা বলেন,

* ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকে স্মৃত হয়—

'তান্তে দোষো দীর্ঘত্বং স্যাদ্ দান্তে দোষো নিষ্ঠানত্বম্।
ধান্তে দোষো ধত্বপ্রাপ্তি স্থান্তেঽদোষ স্তস্মাথান্তঃ॥" (৭।৪।৪৬ মহাভাষ্য)

† পাণিনির ১।৪।৫৭ সূত্রীয় কাশিকায় এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। তথায় পঠিত হইয়াছে—"অবদত্তং বিদত্তং চ.......।" শ্লোকটী ৭।৪।৪৬ সূত্রীয় মহাভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শাকটায়ন কাত্যায়ন বা বররুচি কৃৎসূত্রকার না হইলে অগত্যা সর্ব্ববর্ম্মাকেই কৃৎসূত্রকার বলিতে হইবে। তবে ইহাও তাঁহারা বলেন যে, যদি ব্যুৎপত্তিনিমিত্তে সর্ব্ববর্ম্মার তীব্র অরুচি থাকে অর্থাৎ কৃৎপ্রক্রিয়া অশাস্ত্রীয় বলিয়া যদি উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য অন্য কাহাকেও কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রকার বলিবার প্রয়োজন আসিতে পারে।

কৃৎস্বীকার না করিলে সর্ব্ববর্ম্মার সঙ্গে শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ আসিয়া পড়ে। ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছে। বেদের কৃৎপ্রত্যয় ভাষায় দৃষ্ট হয়। সেই জন্য মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন—"ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে দমুনাঃ ক্ষেত্রসাধা ইতি" (নিরুক্ত ২।২।৬)। গোপথব্রাহ্মণে শ্রুত হয়—'কৃদন্তমর্থবৎ প্রাতিপাদিকম্' (১ম প্রপাঠক)। যজুকাণ্ডোক্ত মন্ত্রবর্গে আম্নাত হইয়াছে—"দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতম্"। তদনুসারে বোধায়ন বলিয়াছেন—"নাম কৃদন্তং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতান্তম্"। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রেও স্মৃত হইয়াছে—"কৃতং নাম দধ্যাৎ। এতদতদ্ধিতম্।" (২।৮।১৪-১৫)। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতায় লিখিত আছে—"ক্রিয়াভিনির্বৃত্তি-বশোপজাতঃ কৃদন্তশব্দাভিহিতো যদা স্যাৎ...।" শ্রুতিস্মৃতির এইরূপ ঘোষণা শুনিয়াও কৃৎস্বীকারে সর্ব্ববর্ম্মার বৈমুখ্য কি সম্ভবপর ?

কৃৎস্বীকার না করিলে সর্ব্ববর্ম্মার স্বাত্মবিরোধ দুষ্পরিহর হইয়া পড়ে। কারণ তিনি নিজেই সূত্র করিয়াছেন—"ধাতো স্তুশব্দস্যান্" (চ ৬৮), "তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ" (চ ২৩৪), "ধাতো র্ব্বা তুমন্তাদিচ্ছতি" (আ° ৩৮), ইত্যাদি। সূত্রোপলক্ষিত তৃন্-তৃচ্-তুম্-ঘঞ্ প্রত্যয়-সমূহ কি কৃৎসংক্রান্ত নহে ? সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎপ্রত্যয়ের বিশেষবিধান করেন নাই, কিন্তু অভিধান-বশতঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়ের বিভাগকল্পনায় তাঁহার আদর ছিল (চ ৬৮ সূত্রীয় পঞ্জী)—একথায় কি কখনও 'বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ...'ইত্যাদি শ্লোকোক্ত দৌর্গপ্রস্তাব সমর্থিত হইবে ? ইহা ব্যতীত চতুষ্টয়প্রকরণে কৃদ্‌যোগে ষষ্ঠীর বিধি ও নিষেধ লইয়া তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি নিত্যম্" (২৪৭) এবং "ন নিষ্ঠাদিষু" (২৪৮) অর্থাৎ কৃৎপ্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকিলে কর্ত্তৃ-কারকে এবং কর্ম্মকারকে নিত্যই ষষ্ঠী হইবে, কিন্তু কৃদন্তর্গত ক্ত-ক্তবন্তু নামক নিষ্ঠার প্রয়োগে এবং শতৃ-ঙ্-আনশ্... তুম্-ক্ত্বা-ণম্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত প্রয়োগে কর্ত্তৃকারকে বা কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে না। ইহাতেও কি বলা যায় যে, কৃৎপ্রক্রিয়ায় সর্ব্ববর্ম্মার অরুচি ছিল বা কৃৎপ্রক্রিয়া তাঁহার মতে অশাস্ত্রীয় ?

আখ্যাতপ্রকরণে সর্ব্ববর্ম্মা বলিয়াছেন—'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' (৯)। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ ভর্ত্তৃহরির প্রকীর্ণকাণ্ড হইতে "যাবৎ সিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেন প্রতীয়তে" ইত্যাদি প্রমাণোদ্ধার-পূর্ব্বক ধাতুর নামীভূত পদভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার সাধ্যভাব দ্বারা সূত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'সিদ্ধমপি ক্রিয়াত্বেনাবভাসতে ক্রিয়াকারকব্যবহৃতে র্ব্যুদ্ব্যবস্থানিবন্ধনাৎ'। প্রকীর্ণপ্রকাশেও উক্ত হইয়াছে—সিদ্ধং তু দ্রব্যমিত্যুক্তম্।.. পাকঃ পচতীতি চ কৃদাখ্যাতানাং

দ্বয়ো র্ভাবয়োঃ সিদ্ধসাধ্যতয়ো রূপভেদাদ্ বুদ্ধিভেদঃ...”। দৌর্গচিন্তার ধারা লইয়া ‘ভাবে’ সূত্রীয় পঞ্জীতে ত্রিলোচনদাসও দীপিকা হইতে ভর্তৃহরির

‘ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীর্ত্তিতা।
সিদ্ধতা দ্রব্যমিচ্ছন্তি তত্রৈবেচ্ছন্তি ঘঞ্ বিধিম্॥’

এই কারিকাটী উদ্ধারপূর্ব্বক ধাতুর উভয়াবস্থা দেখাইয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—‘সূত্রেষ্বেব হি তৎ সর্ব্বং যদ্ বৃত্তৌ সমুদাহৃতম্’। গ্রন্থারম্ভে বৃত্তিকারের প্রতিজ্ঞাও আছে—‘কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকম্’। ইহা পরিস্ফুট করিবার জন্য দুর্গবাক্যপ্রবোধে বিশ্বমহীধরের পুত্র কুলচন্দ্র লিখিয়াছেন—“সূত্রবিধায়কত্বাৎ তস্মিন্ কাতন্ত্রে শর্ব্ববর্ম্মবিহিতং যদ্ ব্যাখ্যানং তদহং বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন প্রবক্ষ্যামীতি গ্রন্থকারস্য কিল প্রতিজ্ঞাসীৎ, অতোঽস্য বৃত্তিকরণম্।” এরূপ অবস্থায় কৌমারদের মতেই ক্রিয়ার সিদ্ধভাবে অর্থাৎ কৃৎপ্রক্রিয়ায় শর্ব্ববর্ম্মার প্রবৃত্তি অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আর সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদার জন্য কেহ কেহ এ কথায় আপত্তি করিলে তদুত্তরে প্রাত্নিকগণ সায়ণাচার্য্যের ভাষায় বলেন—

‘সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যেষু নায়ং পক্ষঃ সমর্থিতঃ।
বিরুদ্ধশ্চেতি তৈরেবং ন বয়ং বহু মন্মহে॥’

অভিপ্রায় এইরূপ—যে মতবাদ পাণিনি কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি (the canonical triad of grammarians) কর্ত্তৃক সমর্থিত নহে তাহার তুচ্ছতা স্বতঃসিদ্ধ।

উণাদিস্বীকার এবং সমস্তশব্দের অব্যুৎপন্নত্বাবধারণ—এ দুইটী কি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে? টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—“ব্যুৎপত্তিবাদী ত্বাহ ‘ঔণাদিকোঽয়মি’তি” (২৫৩ কৃৎসূত্রীয় টীকা)। কিন্তু বৃত্তিকার দুর্গসিংহ সার্ব্ববর্ম্মিক সূত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোন শব্দের উণাদি-সিদ্ধতা বা কৃৎসিদ্ধতা স্বীকারপূর্ব্বক কৃৎপ্রারম্ভে সর্ব্ববর্ম্মাকে অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলিয়াছেন। “গ্রহি-জ্যা-ব্যচি......অগুণে” (আ০ ১২৫) সূত্রের বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—“বিচ্যতে। বিচতি। কুটাদিত্বাদগুণত্বম্। কথমুরুব্যচাঃ? অসুন্। ঔণাদিকত্বাৎ। কথং প্রশ্নঃ?‘প্রশ্নাখ্যানয়োঃ’ (কৃৎ ৪০৭) ইতিবচনাৎ।” অভিপ্রায় এইরূপ—‘অগুণপ্রত্যয় পরে থাকিলে গ্রহি-ব্যচি-প্রচ্ছি প্রভৃতি ধাতুর সম্প্রসারণ হয়। ‘অসুন্’ প্রত্যয়ের ‘অস্’ থাকে। অষ্টাধ্যায়ীস্থ ৬।১।১৭ পাণিনিসূত্রীয় ‘ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনস্য ঞিতি সম্প্রসারণার্থম্’ বার্ত্তিকানুসারে ‘উরু’ এবং ‘ব্যচ্’ এই সোপপদ ধাতুর উত্তর ‘অসুন্’প্রত্যয় করিলে সম্প্রসারণের বাধাহেতু ‘উরুব্যচস্’-শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে সত্য, কাতন্ত্রে কিন্তু ঐরূপ কোনও নিয়ম না থাকায় উক্ত শব্দটীকে ঔণাদিক বলিতে হইবে।’ ভাল, ‘প্রচ্ছি’ধাতুর অগুণ ও সম্প্রসারণহেতু ‘পৃচ্ছতি’ এবং ‘পৃচ্ছ্যতে’রূপ হইলেও ‘প্রশ্ন’শব্দের কি হইবে? ইহার উত্তরে তিনি অজ্ঞাতকৃৎসূত্রে সর্ব্ববর্ম্মার প্রবৃত্তি অনুমানপূর্ব্বক বলিয়াছেন—‘প্রশ্নাখ্যানয়োরিতিবচনাৎ’। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা বলা হইল—সর্ব্ববর্ম্মার পর কাত্যায়ন আসিয়া যখন কৃৎপ্রকরণের ‘প্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ্ চ’

(৪০৭) এই সূত্রটী করিবেন তখন উহার জ্ঞাপকতাসামর্থ্যে সম্প্রসারণ বাধিত হইবে। কিন্তু সার্ব্ববর্ম্মিকসূত্রের পর এবং কৃৎসূত্রপ্রণয়নের পূর্ব্বে 'প্রশ্ন' শব্দ যে কি দশায় থাকিবে তাহা অনুক্ত রহিল। যাহাই হউক, আখ্যাতের ১২৫ সূত্রীয় বৃত্তি পরিস্ফুট করিবার জন্য দৌর্গ টীকায় উক্ত হইয়াছে—"ঔণাদিকা অব্যুৎপন্না ব্যুৎপন্নাশ্চেতি। ইহ ত্বব্যুৎপন্না এবাদ্রিয়ন্তে। তেন 'ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনস্নী'তি ন বক্তব্যং ভবতি।" টীকাশেষে বররুচির বার্ত্তিক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বার্ত্তিক প্রত্যাখ্যাত হয় হউক, কিন্তু দৌর্গগণের এ কি কথা? যাঁহারা বৃক্ষাদি শব্দের ন্যায় কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পাচকাদি শব্দসমূহের রূঢ়ত্ব বা সংজ্ঞাত্ব অবধারণপূর্ব্বক সর্ব্ববর্ম্মার অব্যুৎপত্তি-পক্ষতা প্রতিপাদন করিবেন, তাঁহারা কি না কতকগুলি ঔণাদিকশব্দেরও ব্যুৎপন্নত্ব স্বীকার করিয়া বসিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিবেন—

"ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্‌গমনোপমম্॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কাতন্ত্রের 'চৈত্রকূটী'বৃত্তি পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠের ন্যায় সমালোচনা-প্রধান গ্রন্থ। কাশিকার ন্যায় বা দৌর্গবৃত্তির ন্যায় ইহার বৃত্তিপরতা সর্ব্বত্র উপলব্ধ নহে, কারণ নানা সূত্রের অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য এবং সূত্রকারের অনুক্ত দুরুক্ত ও বিস্মৃত বিষয়সমূহের উপদেশ দিবার জন্য ইহা রচিত হইয়াছে। চৈত্রকূটীতে সূত্রসম্বন্ধীয় যে সকল কটাক্ষ সৌজন্যবশতঃ প্রচ্ছন্ন ছিল, কাতন্ত্রবিভ্রমে সে সমুদায় শশিদেব কর্ত্তৃক উপবৃংহিত হয়। ইহাতে কৃৎসূত্রের সহিত চতুষ্টয়াদি সূত্রের বিরোধ আসঙ্গত্য এবং অসামঞ্জস্য (reductio ad absurdum) লইয়া গ্রন্থকার তীব্র সমালোচনা করেন। তাহার ফলে কাতন্ত্রের পঠনপাঠন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কৃৎসূত্রের ভিন্নকর্ত্তৃকত্ব ঘোষণা করা ব্যতীত গত্যন্তর না দেখিয়া দুর্গসিংহ কাত্যায়নমুনিকে এবং কাশ্মীরদেশীয় কালাপকপণ্ডিত যোগরাজ মহর্ষি শাকটায়নকে কৃৎসূত্রকার বলেন। সন্ধি হইতে কৃৎপর্য্যন্ত সমগ্র সূত্ররাশির এককর্ত্তৃকত্ব ধরিয়া কাতন্ত্রবিভ্রমে যে যে সূত্রের উপর শশিদেবের শ্লেষাত্মক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সেই সূত্রের ব্যাখ্যায় পরবর্ত্তী কৌমারগণ তদুত্তরে লিখিতে আরম্ভ করেন—'অথ কৃল্লক্ষণনিরপেক্ষমিদং সূত্রম্' (দৌর্গটীকা—চ ১৮৮, কৃৎ ৫৬), 'কৃতমনপেক্ষ্য সর্ব্ববর্ম্মণা বিরচিতমিদমিতি ন দুষ্যতি, 'বনতিতনোত্যাদি'না সিধ্যতীতি কুচোদ্যম্' (দৌর্গটীকা—আ০ ১৭০, কৃৎ ৫৯), 'ন হি শর্ব্ববর্ম্মণো বচনং হি তৎ' (দৌর্গটীকা—চ ৩২৬, কৃৎ ৪৩৯), 'ঘসিগ্রহণেনাখ্যাতিকপ্রকরণং নিয়ম্যতে, ন কৃৎপ্রকরণম্, ভিন্নকর্ত্তৃকত্বাৎ' (বিবৃতটীকা—আ০ ৩৮৯), 'শর্ব্ববর্ম্মণা কৃল্লক্ষণং ন কৃতম্' (টীকা ও পঞ্জী—আ০ ১২৫, কৃৎ ৩৮৬, ৪০৭), ইত্যাদি। শেষোক্ত প্রান্তিকদের মতে কলাপব্যাকরণের যে সকল সূত্র হেতু কৃদ্ভূমিকা হইতে সর্ব্ববর্ম্মার নিষ্ক্রমণ (exit) আবশ্যক হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতিপয়মাত্র উদাহরণরূপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রাক্ কথন

(১) "ছে্াঃ শূটৌ পঞ্চমে চ" (কৃৎ ৫৬) এবং "হশষছান্তেজাদীনাগুঃ" (চ ১৮৮)। কৃৎসূত্রানুসারে 'পথিপ্রাশ্,' 'শব্দপ্রাশ্,' প্রভৃতি প্রাতিপদিক পাওয়া যায়, কিন্তু চতুষ্টয়সূত্রানুসারে তত্তৎস্থলে 'পথিপ্রাছ্,' 'শব্দপ্রাছ্,' প্রভৃতি অনিষ্ট প্রাতিপদিকের উদয় হয়। সেই জন্য শেষ সূত্রের টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"অথ কৃল্লক্ষণনিরপেক্ষমিদং সূত্রম্"। কিন্তু শেষোক্ত সূত্রসিদ্ধ শব্দসমূহের কোনও শিষ্টপ্রয়োগ দেখাইতে কেহই সমর্থ হন নাই।

(২) "বনতিতনোত্যাদি……" (কৃৎ ৫৯) এবং "ধুটি হন্তেঃ সার্ব্বধাতুকে" (আ০ ১৭০)। কৃৎসূত্রটীর দ্বারা আখ্যাতসূত্রটীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় সূত্রকারে সমাপ্তপুনরাত্তত্বের ন্যায় উপাত্তপুনরাত্ততাদোষ অর্থাৎ পৌনরুক্ত্যদোষ প্রসক্ত হইয়াছে। ঔপনিষদগণ বলেন—'দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পকস্য পচনং যথা' (পৈঙ্গল উ০ ৪।৭)। সেইজন্য কটাক্ষসহকারে বররুচির ভাষায় শশিদেব লিখিয়াছিলেন—

'বিশ্লিষ্টসন্ধিভিন্নার্থৌ গুরু র্ব্যাহত এব চ।
পুনরুক্তপদার্থশ্চ পঞ্চ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

সুতরাং আখ্যাতসূত্রটীর স্বতন্ত্র প্রয়োজন দেখাইবার চেষ্টায় বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'প্রতিষিদ্ধেটাং মধ্যে হন্তেরেব সার্ব্বধাতুকে সম্ভবদর্শনার্থমিদম্'। এরূপ হইলে উভয়সূত্রের এককর্ত্তৃত্বও দোষাবহ নহে, কিন্তু 'হন্'ধাতুর ন্যায় বিকরণব্যবধান-নিরপেক্ষ আরও ধাতু যদি থাকিত এবং তন্মধ্যে যদি কেবল 'হন্' ধাতুরই অগুণ সার্ব্বধাতুকে ন-লোপ হইত, তবেই আমরা দৌর্গোক্তির সার্থকতা অনুভব করিতাম। সেই হেতু অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়া টীকাকার দুর্গসিংহ বলিলেন—"কৃতমনপেক্ষ্য সর্ব্ববর্ম্মণা বিরচিতমিদমিতি ন দুষ্যতি। 'বনতিতনোত্যাদি'না সিধ্যতীতি কুচোদ্যম্।" দুইটী সূত্রে দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব ধরিয়াই বাক্যের শেষাংশে কাতন্ত্রবিভ্রমকার শশিদেব কটাক্ষসহকারে প্রত্যুক্ত হইয়াছেন। টীকানুসারে পঞ্জীকার ত্রিলোচনও বলিয়াছেন—"কৃৎপ্রকরণমনপেক্ষ্য সর্ব্ববর্ম্মণা প্রণীতমিদম্" ..।

(৩) "প্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ্ চ বা" (কৃৎ ৪০৭), "যাচিবিচ্ছিপ্রচ্ছি · নঙ্" (কৃৎ ৩৮৬) এবং "গ্রহিজ্যা…ব্যচিপ্রচ্ছি ..অগুণে" (আ০ ১২৫)। 'ছে্াঃ শূটৌ…'সূত্রানুসারে প্রচ্ছ্-ধাতুর 'ছ'স্থানে 'শ' হয়। তাহার উত্তর অগুণ নঙ্ প্রত্যয় করিলে শেষোক্ত আখ্যাত-সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু না হওয়ায় কেহ বলিলেন—'সর্ব্ববর্ম্মণা কৃল্লক্ষণং ন কৃতম্' (১২৫ কৃৎসূত্রের বিশ্বেশ্বরীয় টীকা) এবং কেহ বলিলেন—"প্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ্ চ বে'তি প্রশ্নশব্দোঽকৃতপ্রসারণঃ'।

(৪) "অন্তথৈবংকথমিত্থংসু সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেৎ" (কৃৎ ৪৩৯) এবং "ইদংকিংভ্যাং থমুঃ কার্য্যঃ" (চ ৩২৬)। শেষোক্ত সূত্রের টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"অন্তথৈবংকথমিত্থংসু সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেতি জ্ঞাপকাৎ সিধ্যতীত্যচোদ্যম্, ন হি সর্ব্ববর্ম্মণো বচনং হি তৎ"।

১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় সুষেণ বলিয়াছেন—"থমুরিত্যুকার উচ্চারণার্থঃ, 'অন্তথৈবংকথমিত্থং সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেদি'তি জ্ঞাপকাৎ"।

(৫) "হনিমন্তে র্নাৎ" (আ০ ৩৮৯)। ইহার ব্যাখ্যায় ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় লক্ষণসভ কাতন্ত্রকৌমুদীপ্রণেতা গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ভাষায় সুষেণবিদ্যাভূষণের পুত্র বিশ্বেশ্বর লিখিয়াছেন—"নম্ন যদি সর্ব্বাদেশং প্রতি বিহিতবিশেষণং নাস্তি তদা জঘ্নো জঘ্নবানিত্যত্র কথমিট্ ন স্যাৎ; সত্যম্, অত্র কেচিদাহুঃ—ঘসিগ্রহণেনাখ্যাতিকপ্রকরণং নিয়ম্যতে, ন কৃৎপ্রকরণম্, ভিন্নকর্ত্তৃত্বাৎ।" কেবল বৃত্তিটীকাপঞ্জীকৃদ্‌গণ ব্যতীত অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক কাতন্ত্রকৃৎসূত্রের ভিন্নকর্তৃত্ব অভ্যুপগত না হওয়ায় গোবর্দ্ধনাচার্য্য 'কেচিৎ' পদ প্রয়োগ করেন। গোবর্দ্ধনের 'কেচিৎ' পদ লইয়া কাতন্ত্রবিভ্রমের টীকাকার ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় জিনপ্রভসূরি বলেন—

'সর্ব্বেষামমতং যৎ স্যাৎ স ভ্রমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বহূনামমতং যত্তৎ কেষাং চিন্মত মুচ্যতে॥'

যদি স-কৃৎ কলাপের সমস্ত সূত্রসন্দর্ভ একজনের লেখনীপ্রসূত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বিসংবাদহেতু পার্থসারথিমিশ্রের ন্যায় কেহ কেহ বলিবেন—"পরস্পরবিরোধাচ্চ নাস্য প্রামাণ্যসম্ভবঃ"; অথবা কুমারিলের ভাষায় কেহ কেহ বলিবেন—"যদি লক্ষণশব্দেষু লক্ষণং ন প্রবর্ত্ততে, ততঃ সর্ব্বং ব্যাকরণমপশব্দৈরেব নিবদ্ধং স্যাৎ।" প্রাগুক্ত প্রাত্নিকদের মতে এরূপ সমালোচনা বাঞ্ছনীয় না হইলেও কৃৎসূত্রে ভিন্নকর্তৃত্বঘোষণা বৃত্তিকার দুর্গসিংহের মুখে কথনই সুশোভন নহে, কারণ চতুষ্টয়ের "তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ" (২৩৪) সূত্রের বৃত্তিতে বররুচি-শশিদেবাদির ন্যায় তিনিও সর্ব্ববর্ম্মাকে কৃৎসূত্রকার বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—"তুমা সমানার্থভাববাচিপ্রত্যয়ান্তাল্লিঙ্গাচ্চতুর্থী ভবতি। 'ভাববাচিনশ্চে'তি বক্ষ্যতি।" 'ভাববাচিন শ্চ' অর্থাৎ ৩১৫ সংখ্যক কৃৎসূত্র। এখানে 'বক্ষ্যতি' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ' সূত্রপ্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য। উক্ত কৃৎসূত্রের বৃত্তিতে লিখিত আছে—"তুমি নিত্যে প্রাপ্তে বচনম্, 'বাঽসরূপবিধিঃ' (কৃৎ ৯২) অত্র নাস্তি।" যে তাৎপর্য্যে 'ভাববাচিনশ্চ' (কৃৎ ৩১৫) সূত্রটী প্রণীত হইয়াছে সেই তাৎপর্য্যই উহার পূর্ব্ব হইতে অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সূত্রটীর প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মা হইলে অন্যান্য সমানতাৎপর্য্যক সূত্রগুলিরও প্রণেতৃত্ব তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। 'কৃৎপ্রকরণের কেবল এই সূত্রগুলিই সর্ব্ববর্ম্মপ্রণীত হইলেও অন্যগুলি নহে'—এরূপ প্রস্তাবে পারিমুখিক প্রাত্নিকগণ তৎক্ষণাৎ কৈয়টের ভাষায় বলেন—"মুখং ন কাময়তে জরত্যা অঙ্গান্তরং তু কাময়তে" (৪।১।৭৮ সূত্রীয় প্রদীপ)। জনশ্রুতি আছে, কাত্যায়নে কৃৎসূত্রের কর্তৃত্ব আরোপ করিলে কেহ কেহ বররুচিশশিদেবাদির মতানুসারে দুর্গসিংহের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাহাতে দুর্গসিংহ না কি বলিয়াছিলেন—'ময়ি স্থিতে বাদিনি দুর্গসিংহে নৈকাক্ষরং বক্তি মহেশ্বরোঽপি'।

প্রাক্‌ কথন

আজ কিন্তু সামান্য প্রাত্নিকদের কথায় দুর্গশিষ্যগণ নিরুত্তর হওয়ায় কোনও বঙ্গীয় সমালোচক বলেন—

'মদ-মন্থর-মাতঙ্গ-কুম্ভ-পাটন-লম্পটঃ।
দৈবে পরাঙ্মুখে কষ্টং মৃগাৎ সিংহঃ পলায়তে॥'

এ সকল প্রাত্নিকদের মতে মাঝে মাঝে সূত্রবিরোধ থাকিলেও সর্ব্ববর্ম্মার গ্রন্থ অপ্রামাণিক নহে, কারণ পৌরুষেয় ব্যাপারে পুরুষের স্বল্পাল্প স্খলন অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রাচীনকালের একটী সুন্দর প্রবাদ আছে—

'জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদ ষ্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ॥'

ইঁহারা বলেন—কেবল পৌরুষেয় ব্যাপারে কেন, শ্রুতিও বিগানমুক্ত নহে এবং শাস্ত্রীয় ব্যবহারে দেখা যায় যে, শ্রুতিস্মৃতি বিগীত হইলেও তাহাদের প্রমাণত্ব যায় না। সেইজন্য কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

"স্মৃতীনামপ্রমাণত্বে বিগানং নৈব কারণম্।
শ্রুতীনামপি ভূয়িষ্ঠং বিগীতত্বং হি দৃশ্যতে॥
বিগীতবাক্যমূলানাং যদি স্যাদবিগীততা।
তাসাং ততোঽপ্রমাণত্বং ভবেন্মূলবিপর্য্যয়াৎ॥
পরস্পরবিগীতত্বমত স্তাসাং ন দূষণম্।
বিগানাদ্ধি বিকল্পঃ স্যান্নৈকত্রাপ্যপ্রমাণতা॥" (তন্ত্রবার্ত্তিক)।

ঋষিদের ব্যাকরণেও বিগানের অভাব নাই। সেই হেতু পাণিনি কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলিকে লক্ষ্য করিয়া মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—

"যেঽপি ব্যাকরণস্যৈব পরে পারে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সুতরাং তেঽপি গাব্যাদিতুল্যানেব প্রযুঞ্জতে॥
সূত্র-বার্ত্তিক-ভাষ্যেষু দৃশ্যতে চাপশব্দনম্।
অশ্বারূঢ়াঃ কথং চাশ্বান্ বিস্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ॥"

এমন কি, সম্প্রদায় নিজমুখেই পাণিন্যাদির স্খলন স্বীকার করিয়া থাকেন। 'যথোত্তরং মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্' ন্যায়বশতঃ পদমঞ্জরীকার হরদত্ত লিখিয়াছেন—

"যদ্ বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎ স্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ॥"

প্রকৃতপক্ষেও দেখা যায় যে, অষ্টাধ্যায়ীর বহু গৈরিকসূত্রে যোগবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছে, যেমন—১।৪।৫৮-৫৯, ২।১।১১-১২, ৪।৩।১১৭-১৮, ৫।১।৫৭-৫৮, ৬।১।৩২-৩৩, ৬।১।৬৪-৬৫, ৭।৩।১১৭-১৯, ইত্যাদি। অনেক সূত্রে অল্পাল্প অধ্যাহারও আবশ্যক হইয়াছে, যেমন—৩।১।১১৮

সূত্রে 'ছন্দসি' পদ, ৩৩।১২২ সূত্রে 'আধার-আবায়' শব্দদ্বয়, ৪।১।১৫ সূত্রে 'খ্যুন্' শব্দ, ৪।২।২ সূত্রে 'শকল-কর্দ্দম' শব্দদ্বয়, ৪।২।২১ সূত্রে 'সংজ্ঞা'শব্দ, ৪।২।৪৩ সূত্রে 'সহায়' শব্দ, ৪।৪।১৭ সূত্রে 'বিভাষা বিবধাৎ' এই অংশ, ৫।২।১০১ সূত্রে 'বৃত্তি'শব্দ, ৫।৪।৫০ সূত্রে 'অভূততদ্ভাবে' এই অংশ, ৬।৩।৬ সূত্রে 'পূরণে' পদ, ৬।৩।৪০ সূত্রে 'অমানিনি' পদ, ৬।৩।৮৩ সূত্রে 'অগোবৎসহলেষু' এই অংশ, ৮।১।৬৭ সূত্রে 'কাষ্ঠাদিভ্যঃ' পদ, ৮।১।৭৩ সূত্রে 'সামান্যবচনম্' এই অংশ, ইত্যাদি। সার্ব্ববর্ম্মিক সূত্রপাঠের অভাব পূরণ করিবার জন্য বৃত্তিকার দুর্গসিংহ যেমন পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠ হইতে 'তাদর্থ্যে' (চ ২৩৩) প্রভৃতি সূত্র বসাইয়াছেন, পাণিনির সূত্রপাঠেও সেইরূপ পরবর্ত্তী সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বার্ত্তিকপাঠাদি হইতে বহুসূত্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যেমন—৪।১।১৬৬ (৪।১।১৬৩ প্রদীপ দ্রষ্টব্য), ৪।১।১৬৭, ৪।২।৮, ৪।৩।১৩২-৩৩, ৬।১।৬২, ৬।১।১০০, ৬।১।১৩৬, ৬।১।১৫৬, ইত্যাদি। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে এবং পতঞ্জলির ভাষ্যে পাণিনির নানা সূত্র কখনও সর্ব্বতঃ কখনও বা অংশতঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। কত সূত্র আবার বার্ত্তিকে প্রত্যাখ্যাত বা পরিবর্ত্তিত হইবার পর ভাষ্যে এখন লুনপ্ররূঢ় হইয়া বিদ্যমান আছে। অষ্টাধ্যায়ীর বহুসূত্র এইভাবে রূপান্তরিতপ্রত্যাখ্যাত পরিবর্ত্তিত বা ইষ্টির দ্বারা পরিশোধিত হইলেও পাণিনীয় গ্রন্থ আমাদে বেদাঙ্গমাহেশ্বরএবং পাণিনিও কাত্যায়নপতঞ্জলির পরমাচার্য্য। অতএব কাতন্ত্রসূত্রে যদি কোনও দোষ বা বিভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বৃত্তিসূত্রাদির দ্বারা উহার প্রতিসংস্কার করিে সূত্রকারের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। কিন্তু উহাতে সর্ব্ববর্ম্মার কর্ত্তৃত্বনিরাস করিবা চেষ্টা সঙ্গত নহে। হৃদ্‌রোগ হইলে কি শস্ত্রোপচার দ্বারা হৃৎপিণ্ড কেহ বাহির করিয়া ফেলে?

কাতন্ত্রের সূত্রে বিশেষ দোষ নাই, কিন্তু সূত্রের সংবিধানে (in arrangement) কৌশলাভাববশতঃ কোনও কোন সূত্র সদোষ প্রতীয়মান হয়। সর্ব্ববর্ম্মা স্বয়ং সূত্রের কিরূপ ক্রমবিন্যাস করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন, কারণ বঙ্গদেশীয় দক্ষিণদেশীয় কাশ্মীরদেশীয় ও তিব্বতদেশীয় কাতন্ত্রের সূত্রসংখ্যা বা সূত্রসংবিধান পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাতে মনে হয়, কোনও দেশেই সর্ব্ববর্ম্মার স্বপ্রণীত সূত্রপাঠ অধিগত হয় নাই। অধিগত হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পাণিনিগ্রন্থের ন্যায় সমস্ত কাতন্ত্রের পরস্পর মিল বা ঐক্য থাকিত। তবে ঐ সকল দেশের পণ্ডিতগণ আচার্য্যপরম্পরায় যে সকল সূত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ বিচারানুসারে সেই সকল সূত্রের সংবিধান করিয়া থাকিবেন এবং সেই সেই দেশে তাঁহাদের সূত্রপাঠই কাতন্ত্রনামে প্রচলিত হয়। তারপরেও বৃত্তিকারদের হস্তে গ্রন্থ প্রতিসংস্কৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন্ দেশে কতবার প্রতিসংস্কার হইয়াছে তাহা এখন বলা সুকঠিন। তবে বঙ্গদেশীয় ও কাশ্মীরদেশীয় গ্রন্থের শেষপ্রতিসংস্কার নবম খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে বৃত্তিকার দুর্গসিংহকর্ত্তৃক এবং দশম খৃষ্টশতাব্দীতে কাশ্মীরক বালবোধিনীবৃত্তিকার জগদ্ধরভট্টকর্ত্তৃক যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়।

সূত্রের সংবিধানে (in arrangement) পাণিনিমুনি সিদ্ধহস্ত। পারিভাষিক নিয়মানুসারে অষ্টাধ্যায়ীর ব্যাখ্যাপ্রণালীই তাহার প্রমাণ। অষ্টাধ্যায়ীস্থ শেষাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদারম্ভে

সূত্রিত হইয়াছে—"পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্" (৮।২।১)। আ অর্থাৎ অধ্যায়সমাপ্তেঃ। এই সূত্রটী গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে বিভাগ করিয়াছে—সপাদসপ্তাধ্যায়ী এবং ত্রিপাদী। গ্রন্থস্থ সূত্রের বলাবলবিচারের সাধারণ নিয়ম হইতেছে—'পরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ'। কিন্তু সপাদসপ্তাধ্যায়ী এবং ত্রিপাদী এই দুইটীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম হইতেছে—সপাদসপ্তাধ্যায়ীবিধৌ কর্ত্তব্যে বক্ষ্যমাণ ত্রিপাদীবিধি রসিদ্ধ ত্রিপাদ্যাং চ পরঃ পরো বিধিরসিদ্ধঃ স্যাৎ পূর্ব্বত্র কর্ত্তব্যে। অর্থাৎ সপাদসপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রৈপাদিক সূত্রসমূহ অসিদ্ধ এবং ত্রিপাদীতে পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ। সূত্রবিভাগের এবং ব্যাখ্যাপ্রণালীর এইরূপ সুব্যবস্থাহেতু ত্রিপাদীর জন্য কাত্যায়নের বা পতঞ্জলির অনন্যগামিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। উক্ত প্রান্ত্রিক সম্প্রদায় বলেন, গ্রন্থের প্রতিসংস্কারকালে বৃত্তিকারগণ যদি পাণিনিকে আদর্শ রাখিয়া ঐরূপ কোন কৌশলসহকারে গুরুলব্ধ সার্ব্ববর্ম্মিক সূত্ররাশির সংবিধান করিতেন, তাহা হইলে কৃৎসূত্রের কর্ত্তৃত্ব লইয়া কৌমারদেরও আর অন্যগামী হইবার প্রয়োজন আসিত না। যাহাই হউক, কৃৎসূত্রগুলি সার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রের অন্তর্গত হওয়ায় ইঁহাদের মতে কৌমারদের প্রতি 'কৃতি কালাপকা মূর্খাঃ' এরূপ উক্তি কখনই প্রযোজ্য হয় নাই।

এই সকল কথায় আমরা মনে করি, সর্ব্ববর্ম্মাকে যদি অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলিতে হয়, তবে তাঁহাকে পাণিনির ন্যায় অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলাই সঙ্গত, কিন্তু বৃদ্ধ কাতন্ত্রদের ন্যায় নহে। তাঞ্জোরের প্রবাদানুসারে কাতন্ত্রের উণাদিসূত্রসমূহ বৃত্তিকার দুর্গসিংহকর্ত্তৃক প্রণীত হয়। দক্ষিণভারতে উণাদিপ্রকরণীয় দৌর্গবৃত্তির প্রারম্ভে লিখিত আছে—

> 'নমস্কৃত্য গিরং ভূরি শব্দসন্তানকারণম্।
> উণাদয়োঽভিধাস্যন্তে বালব্যুৎপত্তিহেতবে॥'

উণাদি প্রকরণের মধ্যে দৃষ্ট হয়—

> 'শব্দাত্মিকা যা ত্রিজগদ্ বিভর্ত্তি
> স্ফুরদ্‌বিচিত্রার্থসুধাং স্রবন্তী।
> যা ঋদ্ধিরীড্যা হৃদয়ে সদৈব
> মুখে চ সা মে বশমস্তু নিত্যম্॥'

প্রকরণান্তে অর্থাৎ ঔণাদিকষষ্ঠপাদের শেষে পাওয়া যায়—

> 'শব্দানামানন্ত্যাদ্ ব্যুৎপত্তি দৃশ্যতে যেষাম্।
> তেষাং বিজ্ঞৈঃ কার্য্যা মৃগ্যা ধাতো স্ততঃ প্রত্যয়ান্তাৎ॥'

বোধ হয়, এই সকল শ্লোক দেখিয়া তাঞ্জোরের প্রবাদটী রটিয়া থাকিবে। কাতন্ত্রের ঔণাদিক সূত্রসমূহ এবং তদুপরি দৌর্গবৃত্তি মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির Dr. T. R. Chintamani কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ 'দুর্গাত্মসিদ্ধ' বা 'দুর্গসিদ্ধ'নামে এবং টীকাকার

দুর্গসিংহ 'দুর্গগুপ্তসিংহ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কবিকল্পদ্রুমের কাব্যকামধেনুতে বোপদেব গোস্বামী টীকাকার দুর্গসিংহকে 'দুর্গগুপ্ত' বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—'নাপ্যর্ব্বাচীনমতম্। তদেব দুর্গগুপ্তেন দুর্গটীকায়াং ত্রিলোচনদাসেন কাতন্ত্রপঞ্জিকায়াং বর্দ্ধমানমিশ্রেণ কাতন্ত্রবিস্তরে (আখ্যাত ১০৮) হেমসূরিণা হৈমব্যাকরণে (৪।১।৬০) প্রদর্শিতম্'। ইহা ব্যতীত মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে সায়ণাচার্য্য, পুরুষকারে বিল্বমঙ্গল অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাশুক মুনি এবং ক্ষীরতরঙ্গিণীতে ক্ষীরস্বামী টীকাকার দুর্গসিংহকে 'গুপ্ত' বলিয়া দৌর্গটীকার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। বোপদেবের উক্তি ও যুক্তি কৌমারদের 'উবর্ণস্থ জান্তস্থাপবর্গপরস্থাবর্ণে' (১০৮) এই আখ্যাতিক সূত্রীয় টীকাদিতে এবং শ্বেতাম্বরদের 'ওর্জাঽন্তস্থাপবর্গেঽবর্ণে' (৪।১।৬০) এই সিদ্ধসূত্রীয় বৃহদ্বৃত্তিতে সমর্থিত হইয়া থাকে। আমাদের মতে বিদ্যোৎকর্ষের জন্য 'স্যুরুত্তরপদে ....' ইত্যাদি প্রমাণবশতঃ 'সিংহ' বা 'সিদ্ধ' শব্দদ্বয় ইঁহাদের ব্যক্তিগত উপাধি। 'সিংহ' এবং 'সিদ্ধ'—উভয় শব্দই একার্থক, কিন্তু একার্থক হইলেও তাহাদের ব্যুৎপত্তিগত ভেদ আছে। সিংহ অর্থাৎ 'সিম্হ' এবং সিদ্ধ অর্থাৎ 'সিহ্ম'। 'সিংহ' শব্দ লইয়া সূত্রিত হইয়াছে—"সিচেঃ সংজ্ঞায়াং হনুমৌ কশ্চ" (উণ্ ১৪০ মতান্তরে ১৫১) অর্থাৎ ষিচ ক্ষরণে সিঞ্চতেঃ কপ্রত্যয়ো ধাতোরন্ত্যস্য হকারাদেশো নুম্ চেতি সিংহো মৃগপতিঃ। 'সিদ্ধ' শব্দ লইয়া কাতন্ত্রোণাদিপ্রকরণে একটী সূত্র আছে—"সিনোতে র্মোঽন্তো হক্" (২৯২ বা ৫।২৮ Dr. T. R. Chintamani's ed.)। ইহার বৃত্তিতে দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—'সিনোতে র্হক্ প্রত্যয়ো ভবতি, মোঽন্তশ্চ। ষিঞ্ বন্ধনে সিনোতি হিনস্তি জীবানিতি সিহ্মো মৃগপতিঃ। যদ্যপি বন্ধনে তথাপি হিংসার্থোঽনেকার্থত্বাদ্ধাতুনামিতি।' বৃত্তিকার এইরূপ বলিয়াছেন, কারণ এখানে তাঁহার ঘোষণা আছে—

> "শব্দানামানন্ত্যাদ্ ব্যুৎপত্তি র্দৃশ্যতে যেষাম্।
> তেষাং বিজ্ঞৈঃ কার্য্যা মৃগ্যা ধাতো স্ততঃ প্রত্যয়াস্তাৎ॥"

কাতন্ত্রের উণাদিসূত্রসমূহ প্রাচীন চান্দ্রশাকটায়নাদিসূত্রের প্রতিবিম্ব। সর্ব্বধর উপাধ্যায় এবং রমানাথ চক্রবর্ত্তী ঐ সকল সূত্রবৃত্তির উপর যথাক্রমে 'উপাধ্যায়সর্ব্বস্ব' এবং 'সারনির্ণয়' নামে টীকা করেন। সর্ব্বধর ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং রমানাথ ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়।

কাতন্ত্রসূত্রকারকে কেহ 'সর্ব্ববর্ম্মা' এবং কেহ বা 'শর্ব্ববর্ম্মা' বলেন। কারণ উক্ত নামের অক্ষরবিন্যাসে 'স' এবং 'শ' উভয় বর্ণ ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কোনও কলাপব্যাখ্যায় লিখিত আছে—'বররুচি স্তু 'সর্ব্ববর্ম্মণি' ই তি দন্ত্যসকারাদ্যং পঠিত্বা শর্ব্ববর্ম্মার্থমাহ'। নমস্কারপাদে সুষেণবিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"দং ।াদিসর্ব্বশব্দেনাপি মহাদেব উচ্যতে, 'সর্ব্বঃ শর্ব্বশ্চ শঙ্করঃ ইতি কোষদর্শনাৎ সৃশ্ হিংসায়ামি চ গণপাঠদর্শনাচ্চ" (কলাপচন্দ্র)। এই সকল কারণ বশতঃ আমাদের গ্রন্থে সূত্রকারের উদ্দেশে 'শর্ব্ববর্ম্মা' এবং 'সর্ব্ববর্ম্মা' উভয়নামই নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রাক্ কথন

চান্দ্রসম্প্রদায়ে শাকটায়নীয় মতবাদের বলবত্তা উপলব্ধ হয়। কারণ পঞ্চম খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রগোমী চান্দ্রের ঔণাদিক সূত্রপাঠ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনটী পাদ এবং ৩২৮টী সূত্র আছে। জার্ম্মাণীতে সবৃত্তি চান্দ্রব্যাকরণ Dr. Bruno Liebich কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। লীবিশ্ বলেন—বৃত্তিখানির বক্তা স্বয়ং চন্দ্রগোমী এবং লেখক তদীয় শিষ্য ধর্ম্মদাস আচার্য্য (I. H. Q. Vol. XIV, p. 257.)। আমাদের মতে মুদ্রিত বৃত্তিখানি চন্দ্রগোমি প্রণীত নহে, উহা ধর্ম্মদাসের লঘুবৃত্তি। নেপালের সুপ্রাচীন পণ্ডিত প্রজ্ঞামল্ল-মহোপাধ্যায় আনন্দদত্তের পদ্ধতি হইতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। এ সকল বৃত্তান্ত মূলের ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও কথা আছে। ৫৩২নেপালীয় সংবতে অর্থাৎ ১৪১২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগোমিপ্রণীত বৃত্তির একখানি প্রতিলিপি করা হইয়াছিল। উহার কতকাংশ নেপাল হইতে সম্ভবতঃ Cecil Bendall কর্ত্তৃক Cambridge University Libraryতে আনীত হয়। ঐ বৃত্তির পুষ্পিকায় লিখিত আছে—"চান্দ্রব্যাকরণে চন্দ্রগোমিকৃতে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ শ্রেয়োঽস্তু" (Codex No. Add. 1691—IV, Vide Cecil Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts 1883, p. 180)। আর লীবিশ্‌মুদ্রিত বৃত্তির শেষে লিখিত আছে—"চান্দ্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। শ্রীমদ্ ধর্ম্মদাসস্য কৃতিরিয়ম্। শুভং ভবতু। সমাপ্তং চেদং ব্যাকরণম্। শুভম্।" এই দুইটী পুষ্পিকা হইতেও আমাদের মতবাদ সমর্থিত হইয়া থাকে। কারণ শেষোক্ত পুষ্পিকায় অধোরেখাঙ্কিত বাক্যরাশি দ্বারা ধর্ম্মদাস স্বকীয় বৃত্তির সমাপ্তি বলিবার পর অবশিষ্টাংশের দ্বারা তিনি মূলের অর্থাৎ সূত্রপাঠের সমাপ্তি বলিয়াছেন। সেইজন্য দুইবার 'শুভ' শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। আর চন্দ্রগোমীর স্বপ্রণীতবৃত্তিতে 'শুভ' শব্দের পরিবর্ত্তে একবারমাত্র 'শ্রেয়ঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

জৈনব্যাকরণে কোনও বিশেষত্ব নাই। ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় দেবনন্দী পাণিনিকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং নিজেও ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় অভিনবশাকটায়নের শব্দানুশাসনে অনুসৃত হইয়াছেন। মহর্ষি শাকটায়নের উণাদিসূত্র এবং চন্দ্রগোমীর উণাদিসূত্র প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়া অভিনবশাকটায়ন একখানি ঔণাদিক সূত্রপাঠ করেন। ইহাতে চারিটী পাদ আছে, কিন্তু নামের ধাতুজত্ব লইয়া প্রাচীন শাকটায়নীয় মতবাদের চিহ্নও পাওয়া যায় না। ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় হৈমগ্রন্থে ৯৬০টী উণাদিসূত্র দৃষ্ট হয়। মুষ্টিসূত্রে মলয়গিরি প্রাচীন জৈনাচার্য্যগণকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার স্থিতিকাল লইয়া অনেকের সংশয় আছে। কিন্তু পরোক্ষ হইলেও প্রযোক্তার প্রত্যক্ষযোগ্য কোনও লোকবিজ্ঞাত বিষয়ে পরোক্ষত্বের অবিবক্ষায় লঙ্ প্রয়োগের উদাহরণ দেখাইবার জন্য চান্দ্রব্যাকরণের 'পরোক্ষে লিট্' (১।২।৮১) সূত্রীয় বৃত্তিতে চন্দ্রগোমী যেমন লিখিয়াছেন—'অজয়ৎ জর্ত্তো হূণান্' (জর্ত্তো জর্ত্তিকো বাহীক ইত্যর্থঃ। 'জর্ত্তো রাজা' অর্থাৎ বাহীকপর্য্যায় জাটদের রাজা হূণশাতয়িতা ৫খৃষ্টশতাব্দীয় কুমারগুপ্ত। *cf.* 'কম্বোজো রাজা' এবং 'কম্বোজাদিভ্যো লুগ্‌বচনং চোলাদ্যর্থম্' বার্ত্তিক), অথবা জৈনশব্দানু-

শাসনের 'অনদ্যতনে লঙ্' (৪।৩।২০৭) সূত্রীয় অমোঘবৃত্তিতে অভিনব শাকটায়ন যেমঃ বলিয়াছেন—'অদহদমোঘবর্ষোঽরাতীন্' (অমোঘবর্ষ অর্থাৎ প্রভূতগোবিন্দবর্ষের পুত্র ৯ খৃষ্ট-শতাব্দীয় রাষ্ট্রকূটবংশস্থ অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ), সেইরূপে মুষ্টিসূত্রের বৃত্তিতে মলয়গিরিও বলিয়াছেন—'অদহদরাতীন্ কুমারপালঃ'। ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে চালুক্যবংশীয় রাজা কুমারপাল গুর্জ্জরদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি হেমচন্দ্রের শিষ্য। সুতরাং মলয়গিরির দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব লইয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ধারাধিপতি ভোজদেবকৃত 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক ব্যাকরণে মহর্ষি শাকটায়নই অনুসৃত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি প্রাচীনসম্প্রদায়ের অনেক সূত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দণ্ডনাথের হৃদয়হারিণীতে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের সূত্রসমূহ ব্যাখ্যাত এবং উদাহৃত হইয়াছে। দণ্ডনাথ ভোজদেবের শাসনবিভাগে কোনও আধিকরণিক ছিলেন এবং পরে সমরবিভাগে নিযুক্ত হন। 'রামচরিত'-কাব্যপ্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা এবং গৌড়াধি-পতি তৃতীয় বিগ্রহপালের সান্ধিবিগ্রহিক সহচর প্রজাপতি নন্দী তাঁহার সামসময়িক। শুনা যায়, কোনও রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে সাংযুগীন দণ্ডনাথের সমক্ষে বৈতণ্ডিক নন্দী স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিলে তিনি পরশুরামের ভাষায় বলিয়াছিলেন—

> 'অগ্রতো মে চতুর্ব্বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
> উভাভ্যাং চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি॥'

ইহাতে দণ্ডনাথকে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে।

১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসারে মহর্ষি শাকটায়নই বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থের 'কৃচ্ছেষোণাদিপাদঃ' এবং 'কৃচ্ছেষোঽব্যয়পাদঃ' ইহার প্রমাণ। শেষোক্তপাদে নানা উপসর্গের এবং চ-বা-তু-হি প্রভৃতি শব্দেরও ব্যুৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে। ক্রমদীশ্বর উহনের বিশেষ পক্ষপাতী। সেইজন্য রাসবত-সম্প্রদায়ের গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ......॥' ইতি দিঙ্মাত্রম্, অন্যত্রাপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াগমগুণবৃদ্ধিহ্রস্বাদয়ো যথাসম্ভবং পরিকল্পনীয়াঃ।"

সারস্বতে ব্যুৎপত্তিবাদের বিশেষ আদর দেখা যায়। ভট্টোজিপুত্র সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় রামাশ্রম বলেন—'উণাদয়োঽপরিমিতাঃ প্রয়োগমনুসৃত্য প্রযোক্তব্যাঃ।' ইনি আবার লিখিয়াছেন—'তানি শাকটায়নাদিপ্রণীতব্যাকরণান্তরাৎ সংগৃহীতানি'। 'চণম্ বাভীক্ষ্ণ্যে পূর্ব্বকালে' (১১৮৩) সূত্রের বৃত্তিতে ১৩খৃষ্টশতাব্দীয় মুগ্ধবোধকৃদ্ বোপদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

> 'কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।
> লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্॥'

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে নানাবিধ কৃৎসূত্রও প্রণীত হইয়াছে। মুগ্ধবোধের শেষে উণাদিসূত্রের পাঁচটী পাদ ১৬খৃষ্টশতাব্দীয় কাশীনাথবিদ্যানিবাসের শিষ্য উণাদিকোষকৃৎ রামচন্দ্রশর্ম্মকর্তৃক

রচিত হয়। শ্রীপাদকৃষ্ণের মতে রামতর্কবাগীশ এ সকল সূত্রের কর্তা। ইহা ঠিক নহে। রামচন্দ্র শর্ম্মা একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি রামতর্কবাগীশ নহেন। রামশর্ম্মকৃত উণাদিকোষের উপর রামতর্কবাগীশের টীকা আছে। শিবানন্দভট্টের আদেশে মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর 'মধ্যমনোরমা' টীকা লিখিয়া রামচন্দ্র উহা বিদ্যানিবাসকে উৎসর্গ করেন। 'একে বিদ্যা-নিবাসাঃ স্যুঃ…' ইত্যাদি শ্লোকে রামতর্কবাগীশ বিদ্যানিবাসকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন।

১৪খৃষ্টশতাব্দীয় পদ্মনাভদত্ত পাণিনির ন্যায় অব্যুৎপন্নত্ববাদী। তবে পার্থক্য এই যে, অষ্টাধ্যায়ীতে কতিপয়মাত্র উণাদিসংক্রান্ত সূত্র দৃষ্ট হয়, আর সুপদ্মে ১৮০টী উণাদিসূত্র দেখা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী পাণিনির অনুগামী। তাঁহার ১৬খৃষ্টশতাব্দীয় হরিনামামৃত-ব্যাকরণে উণাদিব্যবস্থা কৃৎপ্রকরণের অন্তর্গত। রূপগোস্বামীর সংক্ষিপ্ত 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণে ঔণাদিক সূত্রসমূহ কৃৎপ্রকরণে সন্নিবেশিত হওয়ায় এসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকেই অনুসরণ করেন। ১৫৬৮খৃষ্টাব্দীয় প্রয়োগরত্নমালায় কোচবিহারের সাংগ্রহিক পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ পাণিনিকে অনুসরণ করিয়াছেন। পাণিনি হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বৈয়াকরণ-গণ কর্ত্তৃক মহর্ষি শাকটায়ন অনুসৃত হওয়ায় ১।৪।৮৬ সূত্রীয় কাশিকার 'অনু শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' উক্তি সার্থক হইয়াছে।

শাকটায়নই উণাদিসূত্রকার, পাণিনি বা বররুচি নহেন।

রূপমালায় ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বিমলসরস্বতী বররুচিকাত্যায়নকে উণাদিসূত্রকার বলিয়াছেন। যুক্তিসহকারে এ মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শাকটায়নীয় উণাদিসূত্রপাঠ কাত্যায়ন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহা একটী স্বতন্ত্র কথা।

উণাদিসূত্রের অনেকস্থলে 'টি' 'ঘু' প্রভৃতি পাণিনীয় সংজ্ঞা দেখিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ পাণিনিকে উণাদিসূত্রকার বলেন। ডাক্তার কুন্হন্রাজও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মাঘ বলিয়াছেন—

> "নিপাতিতসুহৃৎস্বামিপিতৃব্যভ্রাতৃমাতুলম্।
> পাণিনীয়মিবালোকি ধীরৈস্তৎসমরাজিরম্॥"

ভ্রাতৃশব্দ 'নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃ…' ইত্যাদি ঔণাদিকসূত্রনিষ্পন্ন। তৎসঙ্গে 'পাণিনীয়'শব্দ থাকায় এ সম্প্রদায় পাণিনিকেই উণাদিসূত্রকার বলেন। কিন্তু 'টি' 'ঘু' প্রভৃতিশব্দ পূর্ব্বাচার্য্যসংজ্ঞা। আর 'পাণিনীয়ম্'পদ দ্বারা সূচিত হইতেছে—'পাণিনেরিদং পাণিনীয়ম্, তেনাভ্যুপগমাৎ, ন তু তেন কৃতত্বাৎ।' আমাদের এরূপ ব্যাখ্যায় জিনেন্দ্রবুদ্ধির আনুকূল্য আছে। পাণিনির উণাদিসূত্রকর্ত্তৃত্ব এ গ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কারণ—

(১) পাণিনিমুনি শাকটায়নের ন্যায় দৃঢ় ব্যুৎপত্তিবাদী নহেন;

(২) যে পাণিনির মতে 'শঙ্খ' 'ষণ্ড' প্রভৃতি শব্দ রূঢ় বা অব্যুৎপন্ন, সেই পাণিনি কখনই অষ্টাধ্যায়ীস্থ 'আয়নেয়ী…' 'কুলাৎ খঃ' 'স্ত্রীভ্যো ঢক্' প্রভৃতি সূত্রের বিসংবাদে 'শমে

থ:' 'ষণো ঢ:' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্র দ্বারা উহাদের ব্যুৎপন্নত্ব দেখাইয়া স্বাত্মবিরো আনিতে পারেন না ;

(৩) উণাদিসূত্রে চাক্রবর্ম্মণের নাম থাকিলেও শাকটায়নের নাম নাই। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে 'দ্বিষশ্চ' সূত্রীয় প্রসঙ্গ লইয়া শাকটায়ন চারিবার স্মৃত হইয়াছেন। পাণিনি মুনি উণাদিসূত্রকার হইলে কোনও না কোনও সূত্রে অন্ততঃ পূজার্থেও একবার শাকটায়নের না পাওয়া যাইত, কারণ ঔণাদিকব্যাপারে তাঁহার ন্যায় দবীয়ান্ প্রমাণপুরুষ কখনই বিস্মৃ থাকিতে পারেন না ;

(৪) পাণিনি উণাদিসূত্রকার হইলে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি কখনও 'নাম চ ধাতুজমাহ…' ইত্যাদি উণাদি সংক্রান্ত শ্লোকে শাকটায়নকে লক্ষ্য করিতেন না ;

(৫) অষ্টাধ্যায়ীতে 'বস্নবিক্রয়াট্ ঠণ্' (৪।৪।১৩) সূত্রদ্বারা 'ক্রয়িক'শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া পুনরায় পাণিনি 'ক্রিয় ইকন্' (উণ ২।৪৩) এই ঔণাদিক সূত্রদ্বারা প্রকারান্তরে 'ক্রয়িক' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে পারেন না ;

(৬) অষ্টাধ্যায়ীর 'বা যৌ'সূত্রমতে পতঞ্জলি 'বায়ু' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন ; এরূপ হইলে উণাদিপ্রকরণে 'কৃবাপাজি…' সূত্রে পাণিনি আবার 'বা' ধাতুর সন্নিবেশ করিতেন না।

কাত্যায়ন ও পাণিনি উণাদিসূত্রকার না হওয়ায় পরিশেষে আমরা শাকটায়নে উণাদিসূত্রের কর্ত্তৃত্ব অবধারণ করিয়াছি। কাহারও কাহার মতে কতকগুলি ঔণাদিক সূত্র শাকটায়নপ্রণীত নহে, আমরা কিন্তু নানাবিধ যুক্তি দেখাইয়া এ সকল সূত্রে মহর্ষি শাকটায়নের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি।

কেহ কেহ বলেন, ম্লেচ্ছসমাজ হইতে 'পিক-নেম-সত-তামরস-ক্লোমন্-ললামন্- যক্ষ্মন্- পক্ষ্মন্-বর্ম্মন্' প্রভৃতি শব্দের অর্থ আর্য্যভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং সেইজন্য প্রাচীন ব্যাকরণে বা উণাদিপ্রকরণে উহাদের ব্যুৎপত্তি সূত্রারূঢ় নহে। এ সম্প্রদায়ের মতবাদে মীমাংসকদের কতকটা আনুকূল্য থাকিলেও আমাদের মনে হয়—'নৈতৎ পরমেশ্বর আজ্ঞাপয়তি নাপি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ পঠন্তি'। সুতরাং এস্থলে আমরা স্বতন্ত্র হইয়াছি। কাত্যায়নের মতানুসারে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'যদ্যপি অপ্রযুক্তাঃ (শব্দাঃ), অবশ্যং দীর্ঘসত্রবল্লক্ষণেনানু বিধেয়াঃ।' আমাদেরও বিশ্বাস এইরূপ। আর সকল শব্দই যদি সূত্রারূঢ় থাকিবে তাহা হইলে উহনের পরামর্শ কেন? সেইজন্য আমরা দেবভাষা হইতেই ঐ সমস্ত শব্দের দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ দেখাইতে যত্নবান্ হইয়াছি, যেমন—

(১) 'পিক'শব্দ ভ্রমরসম্বন্ধে অদৃষ্টার্থ, কিন্তু কোকিলসম্বন্ধে দৃষ্টার্থ। 'পিবতি মধূনীতি পিকো ভৃঙ্গঃ' এইরূপ নিরুক্তিবশতঃ পিকশব্দ প্রথমে ভ্রমরেই নিরূঢ় ছিল, পরে অবশ্য 'অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্তরত্বাৎ' ন্যায়ে উহা পরিত্যক্ত হয়। তখন ম্লেচ্ছগণ কোকিলার্থে উহার প্রয়োগ করেন। সে সময় হইতে সংস্কৃতগ্রন্থেও এ অর্থ দৃষ্ট হয়, কারণ 'পিবতি মধুনি বসন্তসুখমন্দিরা ইতি

পিকঃ' এরূপেও 'পিক'শব্দের ব্যুৎপত্তিযোগ্যতা দেখিয়া উহার কোকিলার্থতায় আর্য্যদের আপত্তি উঠে নাই। তারপর পাণিনীয়গণ বলেন—'অপি কায়তি শব্দায়ত ইতি পিকঃ'। 'আতশ্চোপসর্গে (কঃ)' পাণিনিসূত্রে দ্বারা এবং ভাগুরিমতে 'অপি'র 'অং'লোপ দ্বারা ইঁহারা 'পিক'শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন।

(২) 'নেম'শব্দ প্রথমে কালার্থক ছিল এবং তারপর উহা অর্দ্ধার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন—নেমচন্দ্র (half-moon)। কাতন্ত্রোণাদিপ্রকরণীয় 'অর্ত্তিস্তুহুসৃ……' (১।৫৩) সূত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ অতিপ্রাচীনমতে বলিয়াছেন—'নীঞ্ প্রাপণে নেমঃ কালঃ', আর অনতিপ্রাচীনমতে পাণিনীয়গণ বলেন—'নীয়তে পৃথক্ ক্রিয়তে সমুদায়াদিতি নেমোঽর্দ্ধম্'।

(৩) পূর্ব্বে 'সত'শব্দ 'দ্বি' বা 'দ্বয়' শব্দের সহিত সর্ব্বদা মিলিত থাকিত, যেমন—'দ্বেসত' বা 'দ্বয়সত' (in two places equal, having the same length above and below the navel)। পরে উহা দারুময়পাত্রার্থে বা বৈতসপাত্রার্থে প্রযুক্ত হয়। এ শব্দ লইয়া উহন করা আবশ্যক।

(৪) 'তামরস' শব্দ প্রাচীন শকটায়নীয় গ্রন্থে সূত্রারূঢ় নহে। সুতরাং 'অসচ্'-প্রত্যয়ান্ত 'সারস' শব্দ দেখিয়া উহার সম্বন্ধে উহন করিতে হইবে। পাণিনির শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি লিখিয়াছেন—"যন্ন বিশেষপদার্থসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্"। ভাষ্যেরও উপদেশ আছে—"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে……" ইত্যাদি। ভোজরাজ বলিয়াছেন—'বেতস-তামরস-সারসাদয়ঃ' (২।৩।১৭৪)।

(৫) 'ক্লোমন্-ললামন্ ··' প্রভৃতি শব্দের সাক্ষাৎসূত্র নাই। কিন্তু 'নামন্-সীমন্-ব্যোমন্ ··' বলিয়া একটী প্রাচীন সূত্র পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য আকৃতিগণসূচক। অতএব নামাদিশব্দের ন্যায় ক্লোমাদিশব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝিতে হইবে। ক্লোমা—the right lung.

(৬) কমলে 'পদ্ম'শব্দই দৃষ্টার্থক, 'পত্ম' শব্দ নহে। সেইজন্য 'পদ্ম' শব্দস্থলে 'পত্ম' শব্দ অসাধু বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ভণিতিও শুনা যায়—"পদ্যতে গম্যতে ভৃঙ্গৈঃ পদ্মং কমলম্।

পদ্মং হি পদ্যতেরুক্তং ন পতে র্মাধবাদিভিঃ।
স্পষ্টো দকারশ্চোদীচাং তকারোক্তিরতো ভ্রমঃ॥"

কিন্তু যবদ্বীপের এবং বলিদ্বীপের পণ্ডিতগণ শাকটায়নের 'অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভায়াপদিযক্ষিনীভ্যো মক্' সূত্রস্থিত 'পদ্' ধাতু স্থানে 'পত্' ধাতু পাঠ করিয়া বলিতেন—'পততি ভৃঙ্গোঽস্মিন্নিতি পত্মং কমলম্'। অতএব ভারতের আর্য্যাবর্ত্তাদি প্রদেশে 'পদ্ম' শব্দ সুসাধু হইলেও বৃহদ্ভারতান্তর্গত যবদ্বীপে বা বলিদ্বীপে 'পত্ম'শব্দই সুসাধু। ইহা দোষাবহ নহে। রাসবতসম্প্রদায় বলেন—"যস্মিন্ দেশে প্রসিদ্ধা যে প্রযোক্তব্যা হি তত্র তে"। কারণ 'সর্ব্বে দেশান্তরে' বার্ত্তিকের উপর পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সর্ব্বে খল্বপ্যেতে শব্দা দেশান্তরে প্রযুজ্যন্তে। ন চৈত উপলভ্যন্তে। উপলব্ধৌ যত্নঃ ক্রিয়তাম্, মহান্ হি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকা শ্চত্বারো

বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা বিভিন্নাঃ……। এতস্মিন্নতিমহতি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ে তে তে শব্দা তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্যন্তে।" (মহাভাষ্য—পৃ ৯, কীল্‌হর্ণ্‌)।

তারপর শাকটায়নীয় উণাদিসূত্রের উপর নানা ব্যাখ্যাগ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন—সূতীবৃত্তি, সতী বৃত্তি (সম্ভবতঃ 'কাশিকা' নামক সদ্‌বৃত্তিকৃৎপ্রণীত), ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় দেবনন্দীর নগ্নবৃত্তি, ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় পুরুষোত্তমের দেববৃত্তি, ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের গোবর্দ্ধনীয়বৃত্তি, ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় গদসিংহের ক্ষপণকবৃত্তি, ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় উজ্জ্বলদত্তের পঞ্চপাদী, ১৪-১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় মাণিক্যদেবের দশপাদী, ১৫ খৃষ্টশতাব্দীয় শ্বেতবনবাসীর শ্বেতবনবৃত্তি, ইত্যাদি। তদনন্তর শাকটায়নীয় উণাদিসূত্র অল্পবিস্তর উপজীব্য করিয়া কে কে স্বতন্ত্রভাবে উণাদিসূত্র করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

মহর্ষি শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসন নহে।

অভিনবশাকটায়নকে মহর্ষি শাকটায়ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য জৈনদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, অভিনবশাকটায়নের শব্দানুশাসন "আদ্বিষো ঝে র্জুস্‌ বা" (১।৪।১০৫) এবং "বাঽসুঞ্যাদ্" (১।১।১৫৫) সূত্রদ্বয় দেখিয়া পাণিনি মুনি যথাক্রমে "লঙঃ শাকটায়নস্যৈব" (৩।৪।১১১) এবং "ব্যো র্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য" (৮।৩।১৮) এই দুইটী সূত্র প্রণয়ন করেন। জৈন সম্প্রদায়ের এইরূপ নামবিভ্রমমূলক উক্তি যুক্তিসহকারে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

পাণিনির একটী সূত্র আছে—"সুধাতুরকঙ্‌ চ" (৪।১।৯৭)। ইহার উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"সুধাতৃব্যাসয়োঃ" এবং তাহাতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সুধাতৃব্যাসবরুড়্‌নিষাদচণ্ডালবিম্বানামিতি বক্তব্যম্"। সম্প্রদায়বিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—

"যদ্‌বিস্মৃত মদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎ স্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ॥"

প্রাগুদ্ধৃত সূত্রবার্ত্তিকাদিই শ্লোকটীর প্রমাণ। এ দিকে অভিনবশাকটায়ন সূত্র করিয়াছেন—"সুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বস্যাকঙ্‌ চ" (২।৪।৪৭)। ভাল, এ সূত্র দেখিলে পাণিনি কাত্যায়নের সূত্রবার্ত্তিক কি অসম্পূর্ণ থাকিত? সুতরাং বলিতে হইবে, মহাভাষ্য দেখিবার পর অভিনব শাকটায়নের সূত্রটী প্রণীত হইয়াছে।

অভিনব শাকটায়নের অমোঘবৃত্তিতে ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় ভারবি হইতে "সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ" (৩।১৪) এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অমোঘবৃত্তি কোনও কোন স্থলে কাশিকার নিকট ঋণী। ঐতিহাসিকদের মতে অভিনব শাকটায়ন রাষ্ট্রকূটে ৯খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ অমোঘবর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং আপন সংভাবয়িতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শব্দানুশাসনের উপর তাঁহার স্বপ্রণীত ব্যাখ্যাখানি 'অমোঘবৃত্তি'

নামে অভিহিত হয়। ব্রুণো লীবিশ্ কাশীনাথবাপুপাঠকাদি প্রাত্নিকদের মতে শব্দানুশাসনস্থিত "অনদ্যতনে লঙ্" (৪।৩।২০৭) সূত্রীয় অমোঘবৃত্তিতে শাকটায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহা ৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। এই সকল কারণবশতঃ মহর্ষি শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনব-শাকটায়নীয় শব্দানুশাসন নহে বলিয়া প্রতিপাদনপূর্ব্বক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থসমাপ্তির পর রচিত বলিয়া এই কথানুষ্ঠানের 'শেষকথন'নামই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে স্থাপিত হওয়ায় আমরা উহাকে 'প্রাক্‌কথন' বলিয়াছি। 'শেষকথন'কে 'প্রাক্ কথন' বলা শূরে কাতরশব্দবৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহা অনন্যসাধারণ নহে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল দুঃখের বিয়োগকে যোগ বলিয়াছেন। সেইজন্য উক্তি আছে—

'বিরোধিলক্ষণান্যায়াদভদ্রা ভদ্রিকা যথা।
সর্ব্বদুঃখবিয়োগস্ত যোগ ইত্যাহ কেশবঃ॥'

গ্রন্থের পূর্ব্বে দুইখানি এবং পরে তিনখানি সূচী দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমখানি বিষয়ানুসারে গ্রন্থের মূলবিভাগ দেখাইবার জন্য উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয়খানি 'গ্রন্থস্থ বিষয়ের বিবরণসূচী'। ইহা বৃক্ষারোহণন্যায়ে আচরিত। গ্রন্থান্তে তিনখানি সূচী গ্রন্থস্থিত সূত্র শ্লোক এবং নামের আদিবর্ণানুসারে উপক্লৃপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি কোন্ ভাষায় রচিত হইবে তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে বিচার হয়। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বলাইচাঁদ হালদার এম্. এ. বাবাজীবন বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। আমার মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার হালদার এম্. এস্-সি., বি. এল্. বাবাজীবন ইংরাজীতে প্রণয়ন করিতে বলেন। আমার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ভারতীবিকাশ হালদার এম্. এ., বি. এল্. বাবাজীবন সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী। আমার কিন্তু বুদ্ধদেবের কথা মনে পড়িল। তিনি শিষ্যগণকে আপন ভাষায় লিখিতে বলেন। ইহাতে Prof. Wilhelm Geiger মনে করেন যে, বুদ্ধদেব মাগধী ভাষায় লিখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চুল্লবগ্‌গের অনুবাদে Prof. Hermann Oldenberg বলেন, বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় লিখিতে আদিষ্ট হন। উভয়ের এইরূপ মতভেদহেতু সন্দেহের নিরাস না হওয়ায় আমি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ করি। লঙ্কায় রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাবে বিভীষণকে তিনি বলেন—

"ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা সখে মহ্যং ন রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥"

সেইজন্য আমাদের গ্রন্থখানিও মাতৃভাষায় রচিত হইয়াছে। তবে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিকা ইতিহাসতৎপরাঃ' এই ন্যায়ের বিশেষ বলবত্তাহেতু গ্রন্থমধ্যে নানাবিধ ইংরাজী ও সংস্কৃত বাক্যের সন্নিবেশ করায় কাহারও অনুরোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই।

পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকুলতিলক সোদরপ্রতিম পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীমৎ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রী এম্. এ. মহোদয় গ্রন্থের মুদ্রণীপত্রগুলি দেখিয়া দিয়াছেন এবং দেখিবার সময়ে তিনি বিচারপূর্ব্বক ন্যূনাধিকের সংশোধনপ্রস্তাবে বা বিস্মৃতের স্মারণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ইহা ব্যতীত নানা দুর্ল্লভ গ্রন্থ এবং 'সুরভারতী' প্রভৃতি পত্রিকা দিয়া তিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ ঔদার্য্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মুদ্রণকালে শ্রীমান্ ভারতীবিকাশের অনেক সৎপরামর্শ পাইয়াছি। Machine proof-গুলি শ্রীমান্ অজিতকুমার কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। এজন্য আমি উভয়কেই আশীর্ব্বাদ, অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার প্রথম পৌত্র শ্রীমান্ অমিয়মাধব হালদার বি. এ. ভাইজীবন অধীয়ান হইলেও স্থলবিশেষে তাহার যুক্তিপূর্ণ উক্তিসমূহ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষার ঔচিত্যসম্বন্ধে শ্রীমানের বিচারপ্রণালী দেখিয়া তৃপ্তিসহকারে ভাবিয়াছি—

'শিশুরপি নিপুণো গুরু র্গরীয়ান্
ন তু বপুষৈব মহান্ মহৎপ্রতিষ্ঠঃ।
মণিরণুরপি ভূষণায় পুংসাং
ন তু পৃথুলৈব শিলা বিলাসহেতুঃ॥'

ভগবতী তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। প্রমাদসংখ্যা কমাইবার চেষ্টায় বহুবার প্রুফ্ পাঠাইয়া নিউ মহামায়া প্রেসের পরিচালকগণকে বারংবার কষ্ট দিয়াছি, প্রেস্ কিন্তু হাসিমুখে সে সকল কষ্ট বহন করিয়াছে। এরূপ সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থমুদ্রণ অসম্ভব হইয়া পড়িত। সুতরাং প্রেসের মঙ্গলকামনা আমার একটী কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। শীঘ্র শীঘ্র গ্রন্থপ্রকাশের অভিপ্রায়ে স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জীবনকৃষ্ণ দাস সর্ব্বপ্রকার কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

জগদ্ব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় এখন কাগজসংগ্রহ অসম্ভব। সুতরাং গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড কবে প্রকাশ পাইবে তাহা জানা নাই। যুদ্ধকালে বা যুদ্ধবিরামের অব্যবহিত পরে শরীরপাত হইলে পাণিনিপরজ গ্রন্থের বা গ্রন্থকৃদ্গণের সম্বন্ধে কিছুই বলা হইবে না—এই আশঙ্কায় প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গের সম্যক্ বিচার না করিয়া কিছু কিছু বলিবার প্রবৃত্তিবশতঃ প্রাক্কথনের কলেবর স্থূল হইয়াছে। ভগবতীর ইচ্ছায় পূর্ণাপূর্ণত্ববিষয়ে গ্রন্থের দশা যাহাই হউক না কেন, আমরা এখন বিদায়ের পূর্ব্বে কেবল অনুভবসারোপনিষৎস্থিত বিবিৎসু যোগী দত্তাত্রেয়ের প্রতি বিদ্বৎসন্ন্যাসী ভগবান্ দক্ষিণামূর্ত্তির উপদেশ স্মরণ করিব—

"পূর্ণমূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং পূর্ণমন্তর্ব হিঃ সমম্।
নির্ভরং নির্ব্রণং পূর্ণং পূর্ণলক্ষ্যং বিধীয়তে॥"

সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী

গ্রন্থস্থ বিষয়ের বিবরণ-সূচী

উপোদ্‌ঘাত

তৃতীয়স্তবক

পদ

* ভাগবৃত্তিকার বিমলমতি এ স্থলে বৃদ্ধকাতন্ত্রগণের অনুসরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধকাতন্ত্রগণের মতবাদ দৌর্গটীকায় আলোচিত হইয়াছে—"জটাযুক্তস্তপস্বী জটাতপস্বীতি বিবক্ষায়াং ভাব্যমেব, অক্ষ্ণা কাণ ইতি বিবক্ষায়াং কা কথা [illegible]তিরিতি।……। যথা গির্য্যাদিনা কাণঃ কৃতঃ, তথা অক্ষ্ণাপি, নষ্টচক্ষুঃ কাণো ভবতি প্রমাদকাণঃ প্রমাদপূর্ব্ব ইতি চ দৃশ্যতে।" -(কাতন্ত্র সমাসপাদ ২৩৬)।

* ভট্টোজির এইরূপ সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, পাণিনিনয়ে ভাগুরিনয়ের প্রবেশ হইয়াছে।

---

* ভর্ত্তৃহরির মতে ঔদাসীন্যপ্রাপ্ত কর্ম্ম অনীপ্‌সিত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র (২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঔদাসীন্যপ্রা… কর্ম্মসম্বন্ধীয় পৃথক্ সূত্র না পাওয়ায় ভাষ্যতাৎপর্য্যানুসারে 'অনীপ্‌সিত' শব্দ দ্বারা দ্বেষ্য ও উদাসীন কর্ম্মের গ্রহণ ক… হইল (২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

* ক্রিয়াসম্বন্ধে লৌকিক উক্তি ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† প্রকৃত্যন্ত সনন্ত যঙন্ত যঙ্‌লুগন্ত ণ্যন্ত ণ্যন্ত-সনন্ত ভেদে ধাতুর ষড়্‌বিধত্ব প্রায়োবাদ। ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* 'অর্থকামৌ স্মমা পুষঃ' (কিরাত ১১।২০) ভারবি বাক্যের পাঠান্তর বলিয়া ইহা অনুমিত হইতে পারে।

* ন্যায়াবতারকৃৎ সিদ্ধসেন গণিদিবাকর অভিশপ্ত কৌণ্ডিন্যের ব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া তদীয় ব্যাকর এইরূপ বলিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

---

* ইত্যাদিশব্দের দ্বারা সন্দর্ভেরও গ্রহণ হইবে। সন্দর্ভের লক্ষণ লইয়া উক্ত হইয়াছে—

গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

---

* পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তিও লঘুবৃত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* 'টীক্যতে গম্যতেঽর্থোঽনয়া গুরোঃ। টীকা গ্রন্থস্য বিষমপদব্যাখ্যায়িকা। গ্রন্থস্য সমস্তপদব্যাখ্যায়িকা পঞ্জিকা কায়স্থানামায়ব্যয়লেখনার্থা চ' (অমর টীকাকার রঘুনাথ)।

* অনুমিত হয়, বৌদ্ধদের ইন্দ্রগোমিপ্রণীত ঐন্দ্রব্যাকরণ চারিখণ্ডে বিভক্ত ছিল—

(১) সিদ্ধচক্র বা চিদ্ধচয়ন—ইৎসিংকথিত 'Sitan Chang' (Collections of current grammatical instructions regarding alphabet orthoepy orthography onthology etc.

(২) সিদ্ধসূত্র (Collection of Sutras from standard grammatical works such as Panini etc.

(৩) ধাতুপাঠ (List of roots to be learnt by rote with their meanings).

(৪) খিল (Supplementary instructions heretofore untreated of and collected from floating literature).

খিলের তিনটী বিভাগ ছিল—

(ক) অষ্টধাতু (অর্থাৎ যে গ্রন্থে আটটী মৌলিক বিষয় আচরিত হইয়াছিল, যেমন—সংজ্ঞা, পরিভাষা, সন্ধি, সুবন্ত, অব্যয়, কারক, তিঙন্ত এবং লকারার্থ।

(খ) উঞ্ছ—ইৎসিংকথিত 'Wencha' (Collection of sporadic observations from floating literature asto কৃৎ তদ্ধিৎ and সমাস under the recognised grammatical doctrine 'অভিধানলক্ষণাঃ কৃৎতদ্ধিতসমাসাঃ') ।

(গ) উণাদি।

§ সম্ভবতঃ রাঘবপাণ্ডবীয় টীকাকার শশধরের পিতামহ রুদ্রসিংহ ইহার প্রণেতা।

† বোধ হয়, ইহা চান্দ্রব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

---

* জয়কৃষ্ণ সম্ভবতঃ কোচবিহারে ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভাস্থিত পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। ইনি সারমঞ্জরীপ্রণেতা নহেন।

* মগধের সন্নিহিত গোবরবা গ্রামে বসুভূতি-নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং পৃথ্বী দেবীর গর্ভে ইন্দ্রভূতির জন্ম। কাহারও কাহার মতে ইনি ৬০৭ হইতে ৫১৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।

* ঋষি ত্রিবিধ—মুখ্য, আতিদেশিক এবং তাত্ত্বীয়ীক। মুখ্যর্ষি যেমন বসিষ্ঠ বামদেবাদি। আতিদেশিকর্ষি যেমন মহিদাসাদি। তাত্ত্বীয়ীকর্ষি যেমন বাল্মীকি পরাশরাদি। বেদাঙ্গকর্ত্তৃগণেও ঋষিত্বব্যবহার আর্য্যসম্মত বলিয়া কেহ কেহ ভাগুরি হইতে পতঞ্জলি পর্য্যন্ত বৈয়াকরণগণকে তাত্ত্বীয়ীকর্ষি বলেন। তবে যিনি যে ঋষিই হউন না কেন তাঁহাকে মুনি বলা কোনও সম্প্রদায়ের মতে দোষাবহ নহে।

* রূঢ়ির লক্ষণ লইয়া শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—

শব্দাত্মিকা সতী রূঢ়ি র্ভবেদ্‌ যোগাপহারিণী।

কল্পনীয়া তু লভতে মাত্মানং যোগধাবতঃ ॥

অথ মঙ্গলাচরণম্।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো নিসর্গবিমলং পরমস্য বিষ্ণোঃ।
দেবস্য ধীমহি ধিয়াঽধিগতং বয়ং যো যত্নান্ন ঈহিতমতীংস্তু প্রচোদয়াদ্ ওঁ ॥"

ক্ষেত্রাধিদেবতাং নত্বা নত্বা শ্রীনকুলেশ্বরম্।
ইতিহাসমহং বক্ষ্যে বেদবেদস্য* বিস্তরম্ ॥
নানাশাস্ত্রং সমালোক্য বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
নিবদ্ধা বিষয়াস্তত্র তত্ত্বনির্ণয়চিত্রিতাঃ ॥
জিজ্ঞাসূনাং বিবোধায় সিদ্ধানাং মতসিদ্ধয়ে।
মুগ্ধানামুপকারায় বিদুষাং প্রীতয়ে তথা ॥
পরব্রহ্মাভিকাঙ্ক্ষাণাং শব্দব্রহ্মসমাপ্তয়ে §।
যুজ্যন্তে যদি যুজ্যেরন্, বিকল্পোঽসৌ সতাং মতঃ ॥
ন পাণ্ডিত্যাভিমানেন ন চাপি খ্যাতিলিপ্সয়া।
তত্ত্বং বিনিশ্চিতং ত্বেষাং তত্ত্বপক্ষতয়া ধিয়ঃ ॥
ইতশ্চ প্রীতিমানীশঃ পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিলোচনঃ।
প্রসাদং কুরুতাদ্দেব ইতিহাসস্থসিদ্ধয়ে ॥

---

* ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্যাকরণকে 'বেদানাং বেদঃ' (৭।১।৫) বলা হইয়াছে। সুতরাং 'বেদবেদ' অর্থাৎ ব্যাকরণ।

§ শ্রুতি এবং স্মৃতি বলিয়াছেন—'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি' (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ১৭ এবং মহাভারত-মোক্ষধর্ম্ম ২৩১।৬২)। ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥" (১১।১১।১৮)।

"অধেনুং চিরপ্রসূতাম্" (শ্রীধরস্বামী)। ঋগ্বেদে আম্নাত হইয়াছে—"অধেনুং দস্রা স্তর্য্যম্........" (১।১১৭।২০)। সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"তর্য্যাং নিবৃত্তপ্রসবামতএব অধেনুমদোগ্ধ্রীম্"।

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস

উপোদ্‌ঘাত

প্রথম স্তবক

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈ০ আ০ ১৬) অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে — এইরূপ বেদবিধিবশতঃ যেমন গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ বেদের অঙ্গ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রও গুরুগৃহে থাকিয়াই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কারণ বেদের এবং তদঙ্গীভূত শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন একবিধির দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। অতএব বেদ ও বেদাঙ্গ একসঙ্গে অধ্যয়ন করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে—ইহাই উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"—এই শ্রুতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীত" এই শ্রুত্যন্তরের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপনয়ন এবং অধ্যাপনা ক্রমিক কর্ত্তব্য। এস্থলে অধ্যাপনা যেমন গুরুর নিকটে শিষ্যের উপস্থিতি ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে, তেমনই শিষ্যের অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও গুরুর অধ্যাপনা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বিধির তাৎপর্য্যবলেই অধ্যয়ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। অতএব উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নে যোগ্যতালাভের জন্য বেদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্র প্রথমেই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। ব্যাকরণের সাহায্যে পদের সাধন ও অর্থবিষয়ে জ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বেদপাঠে বিশেষ সুবিধা হয়। এজন্য শিক্ষাশাস্ত্রে ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। চৈত্র মৈত্র প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির পরিচয়লাভের পক্ষে যেমন তাহার মুখই প্রথমে দর্শনীয়, সেইরূপ বেদের পরিচয়লাভের পক্ষেও তাহার মুখস্বরূপ ব্যাকরণই প্রথমে শিক্ষণীয়। বেদের অন্তর্গত বর্ণসমূহের উচ্চারণ-স্থান ও পদসমূহের নানাবিধ অর্থ যিনি ব্যাকরণের সাহায্যে বেশ বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে যদি যজ্ঞোপযোগী মন্ত্রসমূহের উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে শাস্ত্রীয় সফলতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এইজন্যই

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণ ব্যাকরণং স্মাধীয়তে, তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দ উপদিশ্যন্তে' (পস্পশা)।

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বিধিবাক্যদ্বার ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গশাস্ত্রের অধ্যয়ন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, ঐ বিধিবাক্যে বেদাঙ্গবোধক কোনও শব্দ নাই; কারণ 'স্বাধ্যায়ঃ'পদে বেদ, আর 'অধ্যেতব্যঃ'পদে অধ্যয়ন করা আবশ্যক—এইরূপ বুঝাইতেছে; অতএব বেদব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন ঐ বিধিদ্বারা বিহিত হয় নাই।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'চৈত্র'প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলে তদ্দ্বারা যেমন হস্তপদাদি-অবয়বযুক্ত অবয়বীকে গ্রহণ করা হয়, সেইরূপে 'স্বাধ্যায়ঃ' পদদ্বারাও ব্যাকরণাদি অঙ্গ-(অবয়ব) বিশিষ্ট বেদরূপ অবয়বীকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত 'অধ্যেতব্যঃ'পদের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলেও আর ঐরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 'অধ্যেতব্যঃ'পদ বিশ্লেষণ করিলে দুই প্রকার অর্থ উপলব্ধ হয়—'অধ্যয়ন করিবে' এবং 'অধ্যয়নদ্বারা সাধন করিবে'। শেষোক্ত প্রকারের কারণ এই যে, 'তব্য'প্রত্যয় বিধিবোধক বলিয়া তদ্দ্বারা 'ভাবনা' অর্থাৎ উৎপাদন বা সাধন করা অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিসের দ্বারা সাধন করিতে হইবে—এই আকাঙ্ক্ষায় ঐ 'তব্য'প্রত্যয়ের প্রকৃতি 'অধি'পূর্ব্বক 'ইঙ্'ধাতুর অর্থ অধ্যয়নই ভাবনার করণরূপে অন্বিত হইবে। যেমন 'পচেৎ' এই ক্রিয়াপদের অর্থ বিবৃত করিতে হইলে 'পাক করিবে' এবং 'পাকদ্বারা সাধন করিবে' এই দুইপ্রকার বিবরণ হইয়া থাকে, উক্তস্থলেও সেইরূপ 'অধ্যয়ন করিবে' এবং 'অধ্যয়নদ্বারা সাধন করিবে' এই দুইপ্রকার বিবরণ হইবে। যেস্থলে কর্ম্মপদব্যতিরেকে কেবল 'পচেৎ' ইত্যাদিরূপে পাকক্রিয়াবোধক পদের প্রয়োগ করা হয় সেস্থলে তাহার বিবরণ হইবে—'পাক করিবে', আর যেস্থলে 'পচেদোদনম্' অর্থাৎ 'অন্নপাক করিবে' এইরূপে কর্ম্মপদ-সহকারে প্রয়োগ করা হয়, সে স্থলে তাহার বিবরণ হইবে—'পাকের দ্বারা অন্নসাধন করিবে'। সুতরাং যদি প্রথমতঃ অন্য প্রমাণের দ্বারা পাকের ফল জানা থাকে তবেই কেবল 'পচেৎ' এইরূপ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। অতএব 'অধ্যেতব্যঃ' এই বিধিবাক্যস্থলেও উক্ত রীতি অনুসারে

ধ্যয়নের ফল যদি প্রমাণান্তরদ্বারা পরিজ্ঞাত থাকে তবেই 'ফলের জন্য ধ্যয়ন করিবে' এইরূপ বিবরণ সঙ্গত হইবে, আর যদি প্রমাণান্তরদ্বারা ধ্যয়নের ফল জ্ঞাত না থাকে তাহা হইলে 'অধ্যয়নদ্বারা ফল সাধন করিবে' ইরূপ বিবরণই করিতে হইবে। অতএব 'অধ্যেতব্যঃ' এইস্থলে কর্ম্মবাচ্যে হিত 'তব্য'-প্রত্যয়দ্বারা স্বাধ্যায়টী যে কর্ম্ম তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। তরাং স্বাধ্যায়গ্রহণই (বেদজ্ঞানই) অধ্যয়নের ফল—ইহা অন্য প্রমাণের দ্বারা র্ব্বে জানিতে না পারায় 'অধ্যয়নদ্বারা বেদজ্ঞান সাধন করিবে' এইরূপ বিবরণই হণ করিতে হইবে।

বৈয়াকরণগণের মতে স্থূলতঃ কর্ম্ম তিনপ্রকার—নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য ও াপ্য। যাহা নিষ্পাদিত হয় তাহাই নির্ব্বর্ত্ত্যকর্ম্ম। উক্তিও আছে—'নির্ব্বর্ত্ত্যতে ম্পাদ্যতে যৎ তন্নির্ব্বর্ত্ত্যম্'। ইহার নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ এইরূপ—"প্রকৃতিভূতপদাসমভি-াহৃতপদোপস্থাপ্যত্বে সতি ক্রিয়াজন্যোৎপত্তিরূপফলবত্ত্বং নির্ব্বর্ত্ত্যত্বম্"। 'বিকার্য্যতে ভদ্ বিকার্য্যম্' অর্থাৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত বস্তুকে বিকার্য্যকর্ম্ম বলে। ইহার নিষ্কৃষ্ট ক্ষণ—'প্রতীয়মানবিকৃতিভাবত্বে সতি ক্রিয়াজন্যফলবত্ত্বং বিকার্য্যত্বম্'। বিকার্য্য-র্ম্ম দুইপ্রকার—প্রকৃতির বিনাশজনিত এবং প্রকৃতির কতকটা গুণ-পরিবর্ত্তন-নিত। প্রাপ্যকর্ম্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'যত্র তু নির্ব্বর্ত্ত্যবিকার্য্যসম্বন্ধিনো বিশেষাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ প্রত্যক্ষেণানুমানেন বা কর্ত্রা ন প্রতীয়ন্তে, কেবলং প্রাপ্তি-মাত্রমেব প্রতীয়তে তৎ প্রাপ্যং কর্ম্ম'। এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া "কর্ত্তুরীপ্-সিততমং কর্ম্ম" (পাঃ ১।৪।৪৯) সূত্রের প্রপঞ্চাবকাশে বাক্যপদীয়গ্রন্থের তৃতীয়-কাণ্ডে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—'যদসজ্জায়তে সদ্বা জন্মনা যৎ প্রকাশ্যতে ...' ইত্যাদি (৪৯-৫১ শ্লোক)।

ঐ সকল কর্ম্মের উদাহরণ যেমন—কটং করোতি ; কাষ্ঠং ভস্ম করোতি, সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি ; সাগরং গচ্ছতি। 'কটং করোতি' এস্থলে কট (তৃণাসন বা মাদুর) নির্ব্বর্ত্ত্যকর্ম্ম। কিন্তু 'কাশান্ কটং করোতি' বলিলে কট বিকার্য্যকর্ম্ম হইবে, নির্ব্বর্ত্ত্যকর্ম্ম হইবে না। কারণ এস্থলে 'কাশান্' এই প্রকৃতিভূতশব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। 'কাষ্ঠং ভস্ম করোতি'—এস্থলে কাষ্ঠ বিকার্য্যকর্ম্ম। 'সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি'—এস্থলে কুণ্ডলও বিকার্য্যকর্ম্ম। কারণ পূর্ব্বসিদ্ধ সুবর্ণ কুণ্ডলাকারে বিকৃত হইয়াছে। 'সাগরং গচ্ছতি'—এস্থলে সাগর প্রাপ্যকর্ম্ম। পাণিনিনয়ে কিন্তু ভর্ত্তৃহরি এই তিনটীকে ঈপ্‌সিততম কর্ম্ম বলিয়া সূত্রান্তরনির্দ্দিষ্ট অন্য চারি-

প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। বাক্যপদীয়গ্রন্থের তৃতীয়কাণ্ডে লিখিত আছে--

"নির্ব্বর্ত্ত্যং চ বিকার্য্যং চ প্রাপ্যং চ ত্রিবিধং মতম্।
তত্রেপ্সিততমং কর্ম্ম চতুর্দ্ধাঽন্যত্তু কল্পিতম্॥
ঔদাসীন্যেন যৎ প্রাপ্তং যচ্চ কর্ত্তুরনীপ্সিতম্।
সংজ্ঞান্তরৈরনাখ্যাতং যদ্‌যচ্চাপ্যন্যপূর্ব্বকম্॥"

'ঔদাসীন্যেন যৎ প্রাপ্তম্' অর্থাৎ 'তাটস্থ্যেন যৎ প্রাপ্তম্'। ঔদাসীন্যপ্রাপ্ত কর্ম্ম, যেমন—গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষং স্পৃশতি। অর্থাৎ গ্রামে যাইতে যাইতে বৃক্ষ স্পর্শ করিতেছে। অনীপ্সিতকর্ম্ম যেমন—অহিং লঙ্ঘয়তি। সংজ্ঞান্তরানাখ্যাত কর্ম্ম অর্থাৎ "অকথিতং চ" (১।৪।৫১) এই সূত্র-লক্ষিত কর্ম্ম যেমন—গোপালো গাঃ পয়ো দোগ্ধি। অন্যপূর্ব্বক কর্ম্ম অর্থাৎ "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ" (১।৪।৩৭), "দিবঃ কর্ম্ম চ" (১।৪।৪৩), "অধিশীঙ্‌স্থাসাং কর্ম্ম" (১।৪।৪৬) ইত্যাদি সূত্রলক্ষিত কর্ম্ম, যেমন–যজ্ঞদত্তমভিক্রুহ্যতি, অক্ষান্ দীব্যতি, গ্রামমধিশেতে ইত্যাদি। যাহাই হউক, মীমাংসকগণ কিন্তু সংস্কার্য্যনামক আরও একপ্রকার কর্ম্ম স্বীকার করেন, যেমন—দর্পণং বিমলীকরোতি, ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি ইত্যাদি। এরূপস্থলে ব্রীহিদর্পণাদিবস্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য বা প্রাপ্যাদিকর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ কটাদির ন্যায় দর্পণাদি বস্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য বা প্রাপ্যাদিকর্ম্ম নহে। প্রকৃতপক্ষেও দেখা যায়—কটের ন্যায় দর্পণাদি উৎপন্ন হয় না, কাষ্ঠ-সুবর্ণাদির ন্যায় উহা বিকৃত হয় না, সাগরের ন্যায় উহা প্রাপ্ত হয় না, বা সূত্রান্তর-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মমধ্যে উহা পরিগণিতও হয় না, কিন্তু কেবল সংস্কৃত হয় অর্থাৎ কার্য্যান্তরোপযোগী শক্তিবিশেষ উহাতে সম্পাদিত হয় মাত্র। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মীমাংসকগণ দর্পণাদিকে প্রাপ্যকর্ম্ম বলেন না।

অধ্যয়নবিধিস্থলেও স্বাধ্যায় (বেদ) নির্ব্বর্ত্ত্য-কর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ অধ্যয়নক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় না। বিকার্য্য-কর্ম্মও নহে, কারণ অধ্যয়ন-দ্বারা তাহার কোনরূপ বিকার জন্মে না। কেহ কেহ বলেন—স্বাধ্যায়কে প্রাপ্য-কর্ম্ম বলা যাইতে পারে, যেহেতু অধ্যয়নদ্বারা তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ অবগতি জন্মে। মীমাংসকদের মতে বালক বেদজ্ঞ-আচার্য্যকর্ত্তৃক উপনীত হইয়া বিহিত ব্রতনিয়মাদি প্রতিপালনপূর্ব্বক তৎসমীপে আবৃত্তি-দ্বারা বেদবাক্যসমূহের পাঠাভ্যাসরূপ যে অধ্যয়ন করে তাহা স্বাধ্যায়ের সংস্কার-

বিশেষ। সংস্কারের অর্থ—অন্যকার্য্যের যোগ্যতা সম্পাদন করা। এরূপ অবস্থায় আমরাও মীমাংসকগণের ন্যায় বলিব—স্বাধ্যায়কে অধ্যয়নের সংস্কার্য্য কর্ম্ম বলাই যুক্তিযুক্ত, কারণ বেদাধ্যয়নদ্বারা পুরুষার্থচতুষ্টয়ের উপায়সমূহ জানিবার উপযোগিতা সম্পাদিত হয়। ইহা ব্যতীত যাগজপাদিদ্বারাও বেদ ধর্ম্মাদির সহায়তা করে। সেইজন্য মীমাংসাভাষ্যে কথিত হইয়াছে—"দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম" অর্থাৎ কর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়া বেদাধ্যয়নের দৃষ্ট প্রয়োজন। অতএব অধ্যয়নবিধিটী মন্ত্রের ন্যায় পদবাক্যাদিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইলেও নিয়মতঃ অর্থজ্ঞানও তাহার ফল। যেহেতু অধ্যয়নদ্বারা বেদজ্ঞান লাভ করিলে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও স্বভাবতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বেদ অধ্যয়ন করিয়া যিনি জ্ঞানলাভ করেন তিনি প্রথমতঃ নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ উপলব্ধি করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক বিহিতকর্ম্মে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহাই হউক, বেদ অধ্যয়নক্রিয়ার প্রাপ্য বা সংস্কার্য্য যেরূপ কর্ম্মই হউক না কেন, বেদের অঙ্গীভূত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রসমূহকেও শাস্ত্রবিহিত অধ্যয়নক্রিয়ার সেইরূপ কর্ম্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে। নচেৎ "স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্" অর্থাৎ বেদ ও প্রবচন দ্বারা প্রমাদ পরিহার করিতে হইবে—এরূপ বৈদিক বিধিবাক্যের কোনও সার্থকতা থাকে না। "অনধীয়ানা ব্রাত্যা ভবন্তি" এই শ্রুতিদ্বারা কেবল যে বেদাধ্যয়নেরই কর্ত্তব্যতা লক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, উহার দ্বারা বেদাঙ্গ-অধ্যয়নেরও কর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা 'বেদের ফল কর্ম্মানুষ্ঠান এবং বেদাধ্যয়ন অবশ্যকর্ত্তব্য' বলিয়া অবগত হন তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন সম্বন্ধে যেমন পৃথগ্ উপদেশের অপেক্ষা থাকে না, সেইরূপ যাঁহারা বেদাধ্যয়নদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া জানেন তাঁহাদের পক্ষেও বেদাঙ্গ-অধ্যয়নের প্রয়োজন সম্বন্ধে আর পৃথগ্ উপদেশ আবশ্যক হয় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দৃষ্টকারণের অপেক্ষা না রাখিয়াই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং বেদ-বেদাঙ্গের অর্থসমূহ অবগত হইবেন। অতএব "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত অধ্যয়ন-ক্রিয়ায় কেবল বেদের কর্ম্মরূপে অন্বয় গ্রহণ করা সঙ্গত নহে বলিয়া অঙ্গসহিত বেদেরই কর্ম্মত্ব বিবক্ষা করা আবশ্যক। কেহ কেহ স্বাধ্যায়ের অদৃষ্টার্থত্ব ভাবিয়া বলেন—'অধ্যেতব্য'পদে কর্ম্মবাচক তব্য-প্রত্যয় স্বতোবিরুদ্ধ, কারণ স্বাধ্যায়রূপ কর্ম্মে তদ্গত

কোনও ফল দৃষ্ট নহে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের জন্য বলা হয় যে, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাতে 'সক্তুবৎকরণপরিণামঃ' এই মীমাংসাসূত্রোদ্ধারপূর্ব্বক লিখিত আছে—"সক্তূঞ্ জুহোতীত্যত্র কর্ম্মত্বেন প্রধানভূতান্ সক্তূনুদ্দিশ্য হোমসংস্কারবিধানে প্রতীয়মানেঽপি হোমসংস্কৃতানাং ভস্মীভূতানাং সক্তূনামন্যত্র বিনিয়োগাভাবাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যং হিত্বা সক্তুভির্জুহোতীতি করণপরিণামঃ কৃতঃ। এবমত্রাপি কর্ম্মগতয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যো-রসম্ভবাৎ স্বাধ্যায়েনাধীয়ীতেতি বাক্যপরিণামঃ কর্ত্তব্য।" অর্থাৎ 'সক্তূঞ্ জুহোতি'—এস্থলে যেমন 'সক্তূন্'পদ 'জুহোতি'ক্রিয়ার কর্ম্ম হইলেও সক্তুদ্বারা হোম করার কথা বুঝা যায়, সেইরূপ 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এস্থলেও স্বাধ্যায়-দ্বারা অধ্যয়ন করিবে এইরূপে কর্ম্মকারকের করণপরিণামই বুঝিতে হইবে।' ইহার দ্বারা কিন্তু বেদাঙ্গ-পাঠের যুক্তি খণ্ডিত হয় না, কারণ সায়ণাচার্য্য 'যথাশ্রুতোপপত্তে র্ন সক্তুন্যায়ঃ' ইত্যাদি বলিয়া উক্ত পূর্ব্বপক্ষই খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব স্বাধ্যায়বিধিদ্বারা বেদ ও বেদাঙ্গ উভয়ের জ্ঞানার্থই অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে—ইহা প্রতিপাদিত হইল।

"যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশশ্চ বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি" এই শ্রৌতপ্রমাণানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, যাগাদির অনুষ্ঠানে পদ স্বর ও অক্ষরসমূহের যথাযথ জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং অর্থভেদানুসারে স্বর-প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিজনিতভেদবিশিষ্ট পদ এবং তাহার অর্থবোধক ব্যাকরণশাস্ত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই গৃহীত হয়। যে শাস্ত্রের সাহায্যে পদগুলিকে যথাযথ অর্থযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় তাহাই ব্যাকরণ। কারণ 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সম্যগর্থবত্তয়া প্রতিপাদ্যন্তে শব্দা যেন তদ্ ব্যাকরণম্'—ইহাই ব্যাকরণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি। বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ঐন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে "বাগ্ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ" ইত্যাদি যে বাক্য আছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—"পুরাকালে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-বিভাগের ব্যবস্থা না থাকায় 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ সমুদ্রধ্বনির ন্যায় একাকার এবং অখণ্ডস্বরূপ ছিল। সেইজন্য দেবগণ ইন্দ্রকে ঐ সকল মন্ত্রের বিশ্লেষণ করিবার অনুরোধ করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বীকৃত হইয়া দেবগণের নিকট বলিলেন—'এই কার্য্যের জন্য আমি যেন বায়ুর সহিত একপাত্রে সোমরস গ্রহণ করিতে পারি'। দেবগণও তাঁহাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলে ইন্দ্র সেই অখণ্ডবাক্যে পদসমূহের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ করিলেন। এইজন্য অদ্যাপি বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ বিশ্লেষণসহকারে বৈদিক এবং লৌকিক বাক্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।"

অর্থের সহিত শব্দের যে বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ তাহা নিত্য। সেই হেতু মীমাংসাশাস্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" ইত্যাদি। শব্দার্থের বিভাগ লইয়া শাব্দিকগণ বলেন—

"স্বার্থো দ্রব্যং চ লিঙ্গং চ সংখ্যা কর্ম্মাদিরেব চ।
অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ॥"

শব্দের অর্থ পাঁচ প্রকার—স্বার্থ, দ্রব্য, লিঙ্গ, সঙ্খ্যা ও কর্ম্মাদি। কেহ কেহ বলেন, প্রথম তিনটীই অর্থাৎ স্বার্থ, দ্রব্য এবং লিঙ্গই শব্দের অর্থ। সে যাহাই হউক। স্বার্থ—জাতি, দ্রব্য—ব্যক্তি, লিঙ্গ—স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাদি, সংখ্যা—একত্বাদি, কর্ম্মাদি—কারক প্রভৃতি। ইহাই কারিকার তাৎপর্য্য। পদার্থ-নিরূপণ সম্বন্ধে রামতর্কবাগীশমহোদয়ের টীকায় "জাতি র্ব্যক্ত্যাকৃতী" ইত্যাদি যে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যও ঐরূপ। মহাভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে, বাজপ্যায়ন ঋষি জাতিপদার্থবাদী এবং ব্যাড়ি ব্যক্তিপদার্থবাদী। পাণিনিমুনি জাতি ও ব্যক্তি উভয়পদার্থবাদী। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গপদার্থবাদী। মহাভাষ্যের প্রদীপকার কৈয়টাচার্য্য জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গ-সঙ্খ্যা—এই চারিটী স্বীকার করায় চতুষ্টয়বাদী, কিন্তু মহাভাষ্যকার স্বয়ং পঞ্চকবাদী, কারণ তিনি জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গ-সঙ্খ্যা-কারক—এই পাঁচটী স্বীকার করেন। যাহাই হউক, বৈয়াকরণ-ভূষণসারে কথিত হইয়াছে—

"একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
নামার্থা ইতি সর্ব্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ॥"

উক্ত শ্লোকের নিষ্কর্ষ এই যে, শব্দের অর্থ এক দুই তিন চার বা পাঁচ প্রকার হইতে পারে এবং ইহাদের সকলপক্ষই কোনও না কোন শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক—জাতি, দুই—জাতি ও ব্যক্তি, তিন—জাতি, ব্যক্তি ও লিঙ্গ, চার—জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ ও সঙ্খ্যা, পাঁচ—জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ, সঙ্খ্যা ও কারক। কলাপ-ব্যাকরণে "ধাতুবিভক্তিবর্জ্জম্" ইত্যাদি সূত্রের টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'শব্দের দ্বারা জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এই চতুষ্টয়ের প্রতীতি হয় এবং এই জাত্যাদি চারি প্রকার বলিয়া তাহার প্রতিপাদক শব্দও চারি প্রকার হইয়া থাকে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—দুর্গসিংহ এইরূপ কল্পনান্তর করিলেন কেন? এ সম্বন্ধে সুষেণাচার্য্য বলিয়াছেন—'দুর্গসিংহের এ কল্পনা পৃথক্ নহে, কারণ পূর্ব্বে যে স্বার্থদ্রব্যাদির কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে স্বার্থকেই আবার তিনি

চতুর্ব্বিধভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।' সুষেণাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াভেদে চতুর্ব্বিধ। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, জাতি-প্রবৃত্তিনিমিত্তক শব্দই জাতিশব্দ, দ্রব্য-প্রবৃত্তি-নিমিত্তক শব্দই দ্রব্যশব্দ, গুণ-প্রবৃত্তিনিমিত্তক শব্দই গুণশব্দ এবং ক্রিয়া-প্রবৃত্তি-নিমিত্তক শব্দই ক্রিয়াশব্দ। ইহাদের উদাহরণও যেমন—গৌঃ, ডিত্থঃ, শুক্লঃ, চলঃ ইত্যাদি। সে যাহাই হউক।

পণ্ডিতগণ শব্দের দ্বাদশবিধ ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে পাণিনি-সম্প্রদায়ের হরিকারিকায় কথিত হইয়াছে—'যৌগিক, যোগরূঢ়, রূঢ়, সংলক্ষিত, স্থিত ও নানার্থ এই ছয় প্রকার শব্দ জাতি-প্রভৃতির বাচক এবং ঐ সকল শব্দ যদি লক্ষণাভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহারা লাক্ষণিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব উভয় মিলিয়া শব্দ দ্বাদশপ্রকার।' 'পাচক'প্রভৃতি যে সকল শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করে তাহারা যৌগিক শব্দ। প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াও যাহারা অবয়ব ও সমুদায় শক্তিবলে অর্থ-বিশেষ প্রকাশ করে তাহারা যোগরূঢ়, যেমন—পঙ্কজ। এস্থলে পঙ্কে উৎপন্ন—এইরূপ অবয়বশক্তিদ্বারা কর্দ্দমজাতরূপে, আর সম্পূর্ণ শব্দটীর রূঢ়িশক্তিদ্বারা পদ্ম-রূপে বোধ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং উহা যোগরূঢ়। যোগরূঢ় বলিয়াই কুমুদ বা শৈবাল প্রভৃতি অর্থে পঙ্কজ-শব্দের প্রয়োগ হয় না। যে সকল শব্দের অর্থবোধে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি অবয়বের অর্থানুসন্ধান আবশ্যক হয় না তাহারা রূঢ়, যেমন—'বৃক্ষ'। যে সকল শব্দ লক্ষণার বিষয় হইলেও বাচকশব্দের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করে তাহাদিগকে সংলক্ষিত বলে, যথা—দ্বিরেফ। ইহাকে লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণ বলিয়াও জানিতে হইবে। দুইটী রেফ অর্থাৎ 'র' যাহাতে আছে—এই ব্যুৎপত্তি বলে 'ভ্রমর' শব্দটী প্রথমতঃ লভ্য হইতেছে। ইহাও লক্ষণা, কারণ দুইটী রকারযুক্ত অন্য শব্দের ব্যাবৃত্তিই লক্ষণার ফল। পরে সেই শব্দসম্বন্ধী অর্থ অর্থাৎ ভ্রমর-নামক জীবটীকে আবার লক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হয়। এই শব্দটী অভিধানে ভ্রমরপর্য্যায়ের মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। অতএব ইহা বাচকের ন্যায় অর্থপ্রতিপাদক। যে সকল শব্দ ঔণাদিক-রীতি দ্বারা নিষ্পন্ন, অথচ অবয়বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্টব্যবহারসিদ্ধ অর্থবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহারা 'স্থিত', যথা—'কুশল' বা 'মণ্ডপ'। 'কুশ'-শব্দ-পূর্ব্বক 'লা'ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'কুশল' শব্দ সাধন করা যায় এবং তাহাতে 'কুশগ্রাহী' এইরূপ

যোগার্থ পাওয়া যাইতে পারে, আর 'মণ্ড'শব্দপূর্ব্বক 'পা'ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'মণ্ডপ'শব্দ সাধন করিলে 'মণ্ডপানকর্ত্তা' এইরূপ যোগার্থ উপলব্ধ হয়; কিন্তু সেই সেই অর্থে ঐ শব্দদ্বয়ের ব্যবহার নাই। যে হেতু নিপুণ-অর্থে 'কুশল' শব্দ এবং দেবগৃহ-অর্থে 'মণ্ডপ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নানার্থ যথা—'জীমূত' প্রভৃতি। যদিও ইহাদের নানাবিধ অর্থ এবং ঐ শব্দ শ্রবণে যুগপৎ সকল অর্থই প্রথমতঃ মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও প্রকরণাদি অনুসারে বিশেষ বিশেষ অর্থেরই বোধ হইয়া থাকে। ঐ সকল শব্দ গৌণ-লক্ষণাবশতঃ অন্যরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইলে, তাহাদিগকেও আচার্য্যগণ লাক্ষণিক শব্দ বলেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যে অর্থের প্রভেদানুসারে তৎপ্রতিপাদক শব্দও নানারূপে ভিন্ন হইয়া থাকে সেই অর্থ কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বলিব, যে শব্দের শক্তি বা লক্ষণা দ্বারা যাহা বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—'যে শব্দ উচ্চারিত হইলে যে বস্তু বোধগম্য হয় তাহাই সেই শব্দের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে'।

যদিও শব্দসমূহ উৎপত্তিবিনাশশীল তথাপি স্ফোটদ্বারা তাহাদের অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। ভাল, স্ফোট কাহাকে বলে? বর্ণ পদ বা বাক্যের অর্থ যাহার সাহায্যে প্রকাশ পায় তাহাই স্ফোট। ফল কথা, অর্থজ্ঞানের উপযোগী শক্তিশালী পদার্থবিশেষই স্ফোটনামে অভিহিত। যাহা বর্ণের অর্থ-বোধোপযোগী তাহা বর্ণস্ফোট, যাহা পদের অর্থবোধোপযোগী তাহা পদস্ফোট, এবং যাহা বাক্যের অর্থবোধোপযোগী তাহা বাক্যস্ফোট—ইহাই স্ফোটগত স্থুল পার্থক্য। বর্ণসমূহ মিলিত হইলে পদ হয়, আর পদসমূহ মিলিত হইলে বাক্য হয়, কিন্তু বর্ণপদপ্রভৃতি আশুবিনাশী অর্থাৎ ক্ষণিক, সুতরাং অনেকবর্ণের বা অনেকপদের একসময়ে সমাবেশ হইতে পারে না, অথচ তাদৃশ সমাবেশব্যতিরেকে পদ বা বাক্য গঠিত হইতে না পারায় পদার্থের বা বাক্যার্থের শাব্দজ্ঞানও সম্ভবপর হয় না। যেহেতু, পদার্থশাব্দজ্ঞানের প্রতি পদজ্ঞান এবং বাক্যার্থশাব্দজ্ঞানের প্রতি বাক্য-জ্ঞানই কারণ। সেইজন্য বাক্যপদীয়গ্রন্থে আচার্য্যদেশীয় ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—'জগতে এমন কোনও জ্ঞান নাই যাহা শব্দসম্পর্কব্যতিরেকে জন্মিতে পারে, সুতরাং জ্ঞানই যেন শব্দের সহিত গ্রথিত বলিয়া মনে হয়'। এরূপ অবস্থায় অর্থ-বোধের অনুকূল স্ফোটনামক একটী পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এইজন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—বাচকতা অর্থাৎ মুখ্যার্থ প্রকাশ করাই স্ফোটের একমাত্র ধর্ম্ম।

পাণিনিদর্শনে মাধবাচার্য্য বর্ণস্ফোট সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'যাহা বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় তাহাই স্ফোট। বর্ণসমূহের বাচকতা সম্ভবপর না হওয়ায় যে শক্তির সাহায্যে অর্থবোধ জন্মে তাহাই স্ফোট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত স্ফোট বর্ণদ্বারাই অভিব্যক্ত হয়, অথচ উহা বর্ণ হইতে পৃথক্। এইজন্য পণ্ডিতেরা স্ফোটকে অর্থপ্রতীতিজনক নিত্য শব্দবিশেষ বলিয়া থাকেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, শব্দ দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য বা প্রাকৃত, আর বর্ণরূপ শব্দ অনিত্য বা বৈকৃত। 'ঘ্' 'অ' 'ট্' 'অ'—এই চারিটী অক্ষরে 'ঘট' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার মধ্যে কেবল 'ঘ্' অথবা কেবল 'ট্' ঘট-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; অথচ পূর্ব্বোক্ত বর্ণ-সমষ্টিকেও অর্থপ্রকাশক বলা যায় না। কারণ 'ট'কারের উচ্চারণকালে 'ঘ'কার নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের যুগপদ্ভাব কোনও সময়ে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু 'ঘট' শব্দ শুনিলে যে অর্থবোধ হয় তাহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া বৈয়াকরণিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ঘ' প্রভৃতি বর্ণদ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটনামক একটী নিত্য পদার্থ অভিব্যক্ত হয় এবং সেই স্ফোটনামক নিত্যপদার্থের সাহায্যেই ঘটাদি শব্দের অর্থবোধ জন্মে।

ভগবান্ সূর্য্যদেব যেমন জাগতিক পদার্থসমূহ উদ্ভাসিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, শব্দও সেইরূপ বৈকৃতধ্বনিরূপে লোকের শ্রুতিগোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংও জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। এইপ্রকার যুক্তিতে জ্ঞাননির্ব্বাহের জন্য স্ফোটনামক একটী পদার্থ স্বীকার করিলে বর্ণ ও পদ প্রভৃতি বিনাশশীল হওয়ায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইবে—এইরূপ আশঙ্কানিরাসের জন্য বর্ণনিত্যতাবাদী মীমাংসকগণ বলেন, যেহেতু বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বে যে 'ক' অনুভব করিয়াছি ইহা সেই 'ক' ইত্যাদিরূপ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, সেইজন্য বর্ণগুলি নিত্য এবং তাহারাই পদবাক্যপ্রভৃতির উপাদান। ইহাতে স্ফোটবাদিগণ বলেন—'ক' প্রভৃতি বর্ণের যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা কেশপ্রভৃতির প্রত্যভিজ্ঞাবৎ বুঝিতে হইবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মুণ্ডনের পর পুনরুৎপন্ন কেশ দেখিয়াও লোকে যেমন বলে—'সেই কেশ দেখিতেছি', বর্ণস্থলেও ঠিক ঐরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বের 'ক' নষ্ট হইলেও

পরে নূতন 'ক'কারের জ্ঞানকালে পূর্ব্ব 'ক'কারের সংস্কারানুসারে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে। অতএব বলিতে হইবে, 'ক'কারাদিতে যে স্ফোটশক্তি আছে তাহাই সর্ব্বদা 'ক'কারাদির প্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে।

স্ফোটবাদীর মতবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণবাদিগণ* বলেন—সর্ব্বত্র বর্ণগণই যদি একজ্ঞানগম্য বিষয় হইয়া অর্থবোধ জন্মায়, তবে 'নব' শব্দটী 'বন' শব্দের অর্থ প্রকাশ করে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরাবসরে "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বর্ণবাদসমর্থনপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'পদের অন্তর্গত সমস্ত বর্ণের জ্ঞান হইলেই যে পদজ্ঞান হইবে তাহা নহে; যেমন পিপীলিকাগণ যদি ঠিক একটীর পর আর একটী এইরূপ ক্রমানুসারে বিদ্যমান থাকে তবেই পংক্তি বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু ক্রমভঙ্গ হইলে সেরূপ জ্ঞান হয় না। বর্ণসমূহও সেইরূপ যদি ঠিক ক্রমানুসারে বিদ্যমান থাকে তবেই তথাবিধ অর্থবোধ জন্মাইবে। সুতরাং 'নব' শব্দ হইতে 'বন' শব্দের অর্থবোধ হইবার কোনও কারণ নাই'। বাচস্পতিমিশ্রও শারীরক-ভাষ্যের ভামতী-টীকায় এই বিষয়টী স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য তৌতাতিতাচার্য্যের একটী শ্লোক† উঠাইয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তে এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মহাভাষ্যে যেরূপ লিখিত আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষের প্রসঙ্গই আসিতে পারে না। কারণ ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়াই মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন—'উচ্চারণের পরক্ষণেই বর্ণের নাশ হয়, সুতরাং বর্ণ-সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য হইতে পারে না'।

পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণের জ্ঞানজনিত সংস্কার যদি অনুভবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মহর্ষি পতঞ্জলি উচ্চারিত বর্ণের বিনাশ কীর্ত্তন করিলেন কেন? বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্য বুদ্ধিকার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব শঙ্করাচার্য্য 'নব' এবং 'বন' শব্দ লইয়া যে বর্ণসাম্যের উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা নৈয়ায়িকগণ যাহাকে সাঙ্কেতিক (conventional) লাক্ষণিক (symbolical) বা ব্যাবহারিক (sanctioned by usage) বলিয়া নিরূপণ করেন তত্তৎসম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলির অভিপ্রায়

* যাঁহাদের মতে বর্ণগুলিই অর্থবোধ জন্মায় বলিয়া স্ফোটের কোনও আবশ্যকতা নাই তাঁহারা বর্ণবাদী।

† "যাবন্তো যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে। বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যা স্তে তথৈবাববোধকাঃ॥"

এই যে, উহা বুদ্ধিগত ঔপাধিকভেদমাত্র। এইজন্য হরিকারিকায় কথিত হইয়াছে—

'নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ।
আবৃত্তপরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্য্যতে ॥' (ব্রহ্মকাণ্ড ৮৫)

স্ফোটচন্দ্রিকাতেও লিখিত হইয়াছে—

'বুদ্ধিবিষয়মেব শব্দানাং পৌর্ব্বাপর্য্যম্'।

ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, একটী বাক্য যখন আমাদের অন্তঃকরণে কোনও প্রতীতি জন্মায়, তখন সেই বাক্যকে পদরূপে বা বর্ণরূপে বিভাগ করা যায় না। কারণ বাক্য যদি পদরূপে এবং পদ যদি বর্ণরূপে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে বর্ণের বিভাগ কিরূপে হইবে? উচ্চরিত বর্ণের বিভাগ করিলে সজাতীয় বায়ুকণারূপে তাহার পরিণতি ঘটে এবং সেরূপ বিভাগ কোনও উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ একটী বায়ুকণা অন্য বায়ুকণা হইতে বিলক্ষণ নহে। লিখিত বর্ণগুলি যেমন কতকগুলি সরলরেখা ও বক্ররেখার সমষ্টিমাত্র, এবং রেখাসমূহও যেমন পরস্পর অভিন্নস্বরূপ পরিণাহশূন্য অথচ সংস্থানবিশিষ্ট কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টিমাত্র, সেইরূপ উচ্চরিত বর্ণসমূহও কেবল প্রযত্নচালিত এবং আস্যোপহত বায়ুকণার সমষ্টিমাত্র, আর ঐ সকল বায়ুকণাও পরস্পর অভিন্নস্বরূপ দ্ব্যণুকাদির সমষ্টিমাত্র। কতকগুলি সজাতীয় বিন্দু যেমন রেখারূপ ধারণ করিয়া অধ্যাসমূলক অক্ষরবোধ জন্মায়, সজাতীয় বায়ুকণাসমূহও তেমনই কণ্ঠতালুমূর্দ্ধ-দন্তাদির সংযোগে ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি বর্ণরূপে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যদিও উহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় বটে, তথাপি স্ফোটশক্তির সমাবেশব্যতিরেকে কেবল বিন্দুবৎ বায়ুকণাসমূহ কখনই প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হয় না। মহর্ষিদিগের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ইব।
বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন ॥" (বাক্যপঃ ১৭৩)।

অর্থাৎ বর্ণে যেমন তাহার অবয়বীভূত বিন্দুসমূহ বিদ্যমান থাকে না, পদেও সেইরূপ বর্ণসমূহ বিদ্যমান নাই এবং বাক্য হইতে পদের বিশেষ কোনও পার্থক্য উপলব্ধ নহে। বস্তুতঃ আমাদের বুদ্ধিতে পদার্থবিশেষকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও বিভাগের যোগ্য নহে। তবে যে আমরা বাক্যাদির

বিশ্লেষণ করি, তাহা কেবল বোদ্ধার বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত বৈকৃতধ্বনিসম্বন্ধে অপ্রাকৃত-বুদ্ধিগত উপায়বিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বর্ণবাদের প্রতি সমধিক অনুরাগ দেখাইয়া বলিয়াছেন—'বৃদ্ধগণের ব্যবহারকালে ক্রমানুগত বর্ণগুলির অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং নিজেদের ব্যবহারকালেও এক একটী করিয়া সমস্ত ক্রমিক বর্ণকে যদি বুঝিয়া লওয়া যায় তবে অবশ্যই সেই অর্থবিশেষকে বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব বর্ণবাদিগণের এরূপ কল্পনা সুগমত্বহেতু লঘুতর'। আচার্য্য বর্ণবাদ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেও স্ফোটবাদকে তিনি স্পষ্টভাবে নিরাস করিতে পারেন নাই। যে হেতু, বর্ণদ্বারা পদাদি ব্যক্ত হয় একথা বলিলেও উচ্চরিত শব্দসমূহ কি প্রকারে বক্তার আভ্যন্তরিক প্রতীতি লইয়া শ্রোতার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে তাহা আচার্য্যের কথায় সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত সূত্রভাষ্যের শেষভাগে আবার তিনি সঙ্কোচসহকারে বলিয়াছেন—'স্ফোটবাদীর পক্ষে দৃষ্টের ত্যাগ ও অদৃষ্টের কল্পনারূপ দোষ আছে। সুতরাং বর্ণগুলি ক্রমশঃ পরিজ্ঞাত হইয়া স্ফোটকে ব্যক্ত করে, আর সেই স্ফোট অর্থকে ব্যক্ত করে—এরূপ কল্পনা অত্যন্ত গরীয়সী'।

বোদ্ধা যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন এজন্য বৈয়াকরণিকেরাও বর্ণসমূহকে পদের এবং পদসমূহকে বাক্যের অবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু 'ব্যাঘ্র যাইতেছে' একথা বলিলে আমাদের চিত্তে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা কি বিভাগযোগ্য? কখনই নহে, কারণ ব্যাঘ্র হইতে গমনক্রিয়া বিচ্যুত হইলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের উদয় হয় না। অতএব বাক্যের কর্ত্তৃপদ বা ক্রিয়াপদ বোদ্ধার বুদ্ধিকল্পিত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বাক্য যেমন পদসমষ্টি নহে, পদও সেইরূপ বর্ণসমষ্টি নহে—ইহা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ একটী উপাখ্যানের (১) অবতারণাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে 'বাগ্ বৈ' ইত্যাদি কয়েকটী পংক্তিদ্বারা দেখান হইয়াছে। বেদের ঘোষণা যদি ঐরূপ হয় তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য যে দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্টকল্পনারূপ দোষের কথা ভাবিয়াছেন তাহা বর্ণবাদে যেমন সম্ভবপর, স্ফোটবাদে কিন্তু সেরূপ নহে। আর বর্ণবাদিগণের কল্পনাকে আচার্য্য 'লঘুতর' বলিয়াছেন। যাহাই হউক, তাঁহাদের

১ যজুর্ব্বেদ ৬।৬।৪।৭ দ্রষ্টব্য

কল্পনা লঘুতর কি গুরুতর সে বিষয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কারণ লঘুগুরুভেদ বুদ্ধিগত উপাধির ফলমাত্র। কিন্তু বর্ণবাদ যে কাল্পনিক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; যে হেতু কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানে ব্যাকৃতবাক্যের কৃত্রিমতাই ঘোষিত হইয়াছে। তবে স্ফোটবাদকেও গুরুতরকল্পনামূলক বলা হইল কেন? এরূপ বলা উচিত নহে। যেহেতু প্রথমতঃ মহাতপা ঋষিবর্য্যগণ ধ্যানযোগানুগত হইয়া যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাকে কল্পনা বলা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অবাধিত যে সকল প্রত্যয় উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে কল্পনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন প্রকারেই সমীচীন নহে, কারণ যে বিষয়ে অবাধিত প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ থাকে, ব্যাবহারিক অবস্থায় আমরা তাহার সত্যতাই স্বীকার করিয়া থাকি। আরও এক কথা এই যে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মতে অব্যাকৃত বাক্যসমূহ যদি উৎপত্তিশীল হয়, তবে ব্যাবহারিক অবস্থার প্রত্যয়গুলিও শাস্ত্রদ্বারা বা যুক্তিদ্বারা কোনপ্রকারেই কাল্পনিক হইতে পারে না। যদি তাহাদিগকে কাল্পনিক বলা হয়, তবে শূন্যতাবাদখণ্ডনের জন্য বেদান্তের তর্কপাদে আচার্য্য যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায়ও অপরোক্ষানুভূতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক কল্পনার বিষয় হইয়া কি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হয় না?

স্ফোটখণ্ডনের পক্ষে বর্ণবাদিগণের যুক্তি তেমন প্রবল নহে। কারণ 'ক' প্রভৃতি বর্ণ হইতে যে প্রতীতি জন্মে তাহাই স্ফোটের জ্ঞাপক। বর্ণবাদিগণ বর্ণের ক্রম অবলম্বন করিয়া 'বন' শব্দ হইতে 'নব' শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'ক্রম' কি বুদ্ধিগত উপাধির বিষয় নহে? 'ব'কার কিংবা 'ন'কারের উচ্চারণকালে যন্ত্র হইতে প্রযত্নচালিত এবং আস্যোপহত যে বায়ুকণাসমূহ নির্গত হয় তাহাদের মধ্যে ত কোনপ্রকার ক্রমসাম্য অনুভূত হয় না। যদি জড়বিজ্ঞানের মতানুসারে বায়ুতরঙ্গমালায় কোনও ক্রম স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও চৈতন্যশক্তি হইতে অত্যন্ত পার্থক্যসম্পন্ন জড়ের দ্বারা কেনই বা প্রতীতি উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কোনও অবাধিত প্রমাণ অদ্যাবধি দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কেবল জড়ধর্ম্মবিশিষ্ট বায়ুকণার দ্বারা কোনও বর্ণপ্রতীতি হয় না, কিন্তু স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মের সাহায্যেই বর্ণপ্রত্যয়ের উদ্দীপ্তি হয়— এইরূপ সমাধান করাই যুক্তিযুক্ত। শাস্ত্রে যে "ব্রহ্মেদং শব্দ-নির্ম্মাণম্" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যও ঐরূপ।

কাত্যায়নের গুরু মীমাংসাবৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ বর্ণবাদী ছিলেন।

সেইজন্য "শব্দ ইতি চেন্ন……" (১।৩।২৮) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ"। বর্ণসমূহই প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ—এইরূপ মতপোষণহেতু তিনি স্ফোটবাদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে "এই বর্ণটী সেই বর্ণ" বা "এটী সেই শব্দ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই বর্ণের নিত্যত্বপ্রতিপাদক। সম্ভবতঃ জৈমিনিসূত্রের অক্ষরগত তাৎপর্য্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই তিনি বর্ণের বিনাশ স্বীকার করেন নাই।

মীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা স্ফোটের প্রাকৃতধ্বনিবিষয়ে গ্রহণ করা যায় না—এ কথা বলা সঙ্গত নহে ; কারণ যদি স্ফোটপক্ষীয় দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক সেগুলি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল সূত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণই থাকে, বহু-শাস্ত্রের সমন্বয় হয়, স্মৃতিসমূহের অনেক বিরোধ পরিহার করা যায় এবং জৈমিনি-পতঞ্জলিপ্রভৃতি মহর্ষিগণের মধ্যে কোনও রূপ মতের অনৈক্য হয় না। যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে ঐ সকল সূত্রার্থ স্ফোটের না প্রতিবন্ধক হয় তাহা অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) "সমং তু তত্র দর্শনম্" (১।১।১২ জৈমিনিসূত্র)। পূর্ব্বপক্ষে জৈমিনি ন্যায়দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—'কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ' (১।১।৬) অর্থাৎ উচ্চারণে লোকের প্রযত্ন দৃষ্ট হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য ; 'অস্থানাৎ' (১।১।৭) অর্থাৎ উচ্চারণের পর শব্দের স্থিতি নাই বলিয়া উহা অনিত্য ; 'করোতিশব্দাৎ' (১।১।৮) অর্থাৎ লোকে বলে—শব্দ করিতেছে, সুতরাং শব্দ ক্রিয়াজন্য বলিয়া অনিত্য ; 'সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ' (১।১।৯) অর্থাৎ এক সময়ে বহুলোকের দ্বারা উপলব্ধ বলিয়া শব্দ পরিচ্ছিন্ন সুতরাং অনিত্য ; 'প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ' (১।১।১০) অর্থাৎ শব্দের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব * আছে বলিয়া শব্দ অনিত্য ;

* যদি+অপি=যদ্যপি। পূর্ব্বপক্ষীর মতে এস্থলে 'যদি'র ইকার প্রকৃতি এবং 'যদ্যপি'র যকার বিকৃতি, কারণ 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) এই পাণিনীয়সূত্রানুসারে ইকারস্থানে যকার হইয়াছে। ইহা চিন্তনীয়, কারণ এস্থলে ইকার স্থানে যকারের আদেশ হইয়াছে, বিকার নহে। কিন্তু বর্ণের বিকৃতিভাবও অস্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে"। গূঢ়ঃ আত্মা যস্য সঃ—গূঢ়োত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। পৃষোদরাদিগণে ইহার সাধুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। শব্দটীর প্রক্রিয়া এইরূপ—গূঢ়+আত্মা=গূঢ়+উত্মা=গূঢ়োত্মা। সুতরাং বলিতে হইবে, 'উত্মন্'-এর উকার 'আত্মন্'-পদস্থিত আকারের বিকৃতি। ইহা পাণিনি-

'বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাঽস্য' (১।১।১১) অর্থাৎ উচ্চারকবাহুল্যে শব্দের বৃদ্ধি হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য। এই ছয়টী সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তি আছে তাহা খণ্ডন করিবার জন্য জৈমিনি 'সমং তু তত্র দর্শনম্' ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। 'সমং তু তত্র দর্শনম্'—অর্থাৎ কণ্ঠাদিসংযোগমূলক প্রযত্নহেতু শব্দের উৎপত্তি হয়, অভিব্যক্তি হয় না—এরূপ বলা ঠিক নহে, কারণ উৎপত্তিপক্ষের ন্যায় অভিব্যক্তি-পক্ষেও প্রযত্ন আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষিগণের 'তত্র দর্শনাৎ' এই হেতুটী সাধ্যবৎস্থানে এবং সাধ্যবদ্‌ভিন্নস্থানেও বর্ত্তমান বলিয়া অনৈকান্তিক অর্থাৎ নিত্য এবং অনিত্য উভয়পক্ষেই সাধারণ। ঋষির অভিপ্রায় এই যে, উচ্চারণপ্রযত্নের পর শব্দের শ্রোতৃগ্রাহ্যত্ব উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলেও তদ্দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হয় না।

স্ফোটবাদীরা বলেন যে, দ্রব্য যেমন দ্বিবিধ—ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক, শব্দও সেইরূপ দ্বিবিধ—বৈকৃত এবং প্রাকৃত। বাক্যপদীয়গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
বৃত্তিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে॥"

ভর্ত্তৃহরি এরূপ বলিয়াছেন, কারণ মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"ইহ দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ"। নিত্য অর্থাৎ প্রাকৃতধ্বনি, কার্য্য (অনিত্য) অর্থাৎ বৈকৃতধ্বনি। নিত্যতার লক্ষণসম্বন্ধে মহাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যৎ তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে"। (পস্পশাভাষ্য—৫৯ পৃঃ নির্ণয়সাগর)। স্ফোটবাদীদের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এই যে, অভিঘাতাদিপ্রযত্নদ্বারা যাহা শ্রোতৃগ্রাহ্য হয় তাহাই শব্দের অনিত্য বা বৈকৃতভাগ অর্থাৎ কার্য্যভাগ, আর উপলব্ধির পর স্বয়ং অভিজ্বলিত হইয়া যাহা পদবাক্যাদির বুদ্ধিনিগ্রাহ্য অর্থবিশেষ অভিব্যক্ত করে তাহা শব্দের নিত্য বা প্রাকৃতভাগ। এরূপ অবস্থায় জৈমিনির এই সূত্রটী স্ফোটপক্ষের বাধক নহে। সুতরাং উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা স্ফোটবাদীয় নয়েও স্বীকৃত। সেইজন্য "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্" (৬।৩।১০৯)—এই পাণিনীয়সূত্রের বৃত্তিভাগে ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন—"ভবেদ্ বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্য্যয়াৎ। গূঢ়োত্মা বর্ণবিকৃতের্বর্ণনাশাৎ পৃষোদরম্॥" ইহা একটী প্রাচীন কারিকা; কারণ ভট্টোজির অনেক পূর্ব্বে ইহা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাকৃতধ্বনিসম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য, বর্ণবাদপক্ষে ঠিক সেরূপ নহে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, শবরস্বামী স্ফোটগত প্রাকৃতধ্বনির তাৎপর্য্য লইয়া কেবল 'স্ফোট' শব্দটী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(২) "সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ" (১।১।১৩ জৈমিনিসূত্র)। পূর্ব্বপক্ষে সূত্রিত হইয়াছে—'অস্থানাৎ' অর্থাৎ উচ্চারণের পর অবস্থান করে না বলিয়া শব্দ অনিত্য। কিন্তু জৈমিনি বলেন—এ কথা ঠিক নহে, কারণ সকল সময়ে উচ্চারয়িতার সহিত শব্দের সম্বন্ধ না থাকিলেও তদ্দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা চিরকাল সমভাবেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, উচ্চারণের পর শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দের অনুপলব্ধি হইলেও শব্দকে অনিত্য বলা যায় না; কারণ আলোকের অভাবে পর্ব্বতাদি সদ্‌বস্তু দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহাদের সত্তা অপলপিত হয় না। স্ফোটপক্ষে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৈকৃতধ্বনিদ্বারা প্রাকৃত-ধ্বনির অভিব্যক্তি হইলেও বৈকৃতধ্বনির অভাবে প্রাকৃতধ্বনির বিনাশ কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব এ সূত্রও স্ফোটের অনুকূল, প্রতিকূল নহে।

(৩) "প্রয়োগস্য পরম্" (১।১।১৪ জৈমিনিসূত্র)। পূর্ব্বপক্ষে কথিত হইয়াছে—'করোতিশব্দাৎ' অর্থাৎ 'শব্দ করে' ইত্যাদিরূপে শব্দকে ক্রিয়া-নিষ্পাদ্যরূপে প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং 'যৎ কৃতকং তদনিত্যম্' এই ন্যায়ানুসারে শব্দ অনিত্য। এতদুত্তরে সূত্রিত হইয়াছে—"প্রয়োগস্য পরম্।" শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণ, নির্ম্মাণ নহে। শব্দকে ক্রিয়ানিষ্পাদ্য বলিয়া প্রয়োগ করিলেও শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদিত হয় না। এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, 'শব্দ করিতেছে' এরূপ বাক্যের ব্যবহার থাকিলেও শব্দকে উৎপত্তিশীল বলিয়া স্থির করা যায় না, কারণ উহা প্রকাশকধ্বনিসম্বন্ধেই মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হয়। স্ফোটপক্ষে বলিতে হইবে—বৈকৃতধ্বনি লক্ষ্য করিয়াই 'শব্দ করিতেছে' এরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব শব্দের মূলভূত প্রাকৃতধ্বনি কোনপ্রকারেই উপেক্ষিত হইতে পারে না।

(৪) "আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্" (১।১।১৫ জৈমিনিসূত্র)। পূর্ব্বপক্ষে সূত্রিত হইয়াছে—'সত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ' অর্থাৎ দেশান্তরে বা পুরুষান্তরের নিকট যুগপৎ উপলব্ধ হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য। ইহার উত্তরে জৈমিনি বলিয়াছেন—"আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্" অর্থাৎ একই সূর্য্য যেমন যুগপৎ বহুলোককর্তৃক দৃষ্ট এবং বহুস্থানে প্রতিবিম্বিত হইলেও তাহার একত্ব অক্ষুণ্ণই

থাকে, সেইরূপ শব্দও যুগপৎ বহুলোককর্ত্তৃক উপলব্ধ হইলেও তাহার একত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না। ইহার দ্বারা বলা হইল—এক সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হয়, শব্দও তদ্রূপ এক হইয়াও বহু ব্যক্তির শ্রব্য হইয়া থাকে।

এই সূত্রে জানা যাইতেছে যে, পতঞ্জলির সহিত জৈমিনির কোনও বিরোধ নাই। যেহেতু পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"আদিত্যবৎ স্যুঃ"। ইহারও অর্থ উক্ত জৈমিনিসূত্রীয় তাৎপর্য্য হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। এ সম্বন্ধে বাক্যপদীয়গ্রন্থে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"প্রতিবিম্বং যথাঽন্যত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ।
তৎপ্রবৃত্তিমিবাম্বেতি স ধর্ম্মঃ স্ফোটনাদয়োঃ॥" (১।৪৯)।

(৫) "বর্ণান্তরমবিকারঃ" (১।১।১৬ জৈমিনিসূত্র)। পূর্ব্বপক্ষে সূত্রিত হইয়াছে—'প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ' অর্থাৎ শব্দের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব আছে বলিয়া শব্দ অনিত্য। এতদুত্তরে জৈমিনি বলিতেছেন—'বর্ণান্তরমবিকারঃ' (১।১।১৬) অর্থাৎ সন্ধিকার্য্যাদিস্থলে বর্ণের পরিবর্ত্তনে উহার বিকার হয় না, কারণ বর্ণ বর্ণান্তরে অবস্থান করে মাত্র। এই মতবাদ সমর্থন করিবার জন্য নবীন মীমাংসকগণ বলেন—"ইকো যণচি" (৬।১।৭৭) এই পাণিনীয়সূত্রদ্বারা যকার ইকারের বিকৃতি বা কার্য্য বলিয়া উপদিষ্ট নহে। যদি যকার ইকারের বিকৃতি হইত তাহা হইলে ঘটের জন্য মৃত্তিকাগ্রহণের ন্যায় লোকে যকারের উদ্দেশে ইকার গ্রহণ করিত। বর্ণসমূহের মধ্যেও প্রকৃতি-বিকৃতিভাব নাই বলিয়া তাহারা নিত্য।

বর্ণের বিকার সম্বন্ধে কিন্তু মীমাংসকগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাচীন বা নবীন বৈয়াকরণিকগণের অভিমত নহে। কারণ আপিশলীয়গণ বলিয়াছেন—

"আগমোঽনুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দ্দনাৎ।
আদেশস্তু প্রসঙ্গেন লোপঃ সর্ব্বাপকর্ষণাৎ॥"

পাণিনি-সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে—

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"

উক্ত কারিকার উদাহরণ দেখাইবার জন্য শাব্দিকগণ বলেন—

"বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।
ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাদ্ বর্ণনাশঃ পৃষোদরে॥"

তবে বর্ণের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিলেই শব্দ বা স্ফোটের প্রাকৃতভাগ অনিত্য হইবে—এ কথাও বলা যায় না। আমাদের শরীর সংঘাতপদার্থ বলিয়া বিকারী এবং অনিত্য হইলেও আত্মা ত বিকারী বা অনিত্য নহে। তথাপি ব্যবহার-নিষ্পাদনের জন্য শরীরের কার্য্যকলাপ আমরা আত্মায় আরোপ করিয়া থাকি। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, উক্ত প্রকৃতিবিকৃতিভাব শব্দের নাদবিষয়ে বা স্ফোটের বৈকৃতধ্বনিবিষয়ে অর্থাৎ কার্য্যভাগে প্রযোজ্য হইলেও শব্দ বা স্ফোটে উহার প্রয়োগ তাত্ত্বিক নহে। সুতরাং ব্যবহার-নিষ্পাদনের জন্য শব্দে বা স্ফোটে যদি উহার প্রয়োগ হয় তাহা হইলেও তদ্‌বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার অবকাশ থাকে না। এই সকল কারণবশতঃ স্ফোটবাদীরাও উক্ত প্রকৃতি-বিকৃতিভাব যথাবৎ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"নিরবয়বেষ্বপি বর্ণপদবাক্যেষু মাত্রাবিভাগো বর্ণবিভাগঃ পদবিভাগশ্চ কাল্পনিকঃ"। কেহ কেহ বলিবেন—

"স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
বৃত্তিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতং প্রতিপদ্যতে॥" (বাক্যপ০ ১।৭৭)

ইত্যাদি নির্ব্বচনে যখন স্ফোটের প্রাকৃতভাগ এবং বৈকৃতভাগ উপপন্ন হয়, তখন মীমাংসকগণের সহিত স্ফোটবাদীদের ঐকমত্য সম্ভবপর নহে। ইহা ঠিক নহে। কারণ স্ফোটবাদীরা বলেন—"যথা জবাকুসুমরূপানুষক্তমেব স্ফটিকাদীনাং গ্রহণং তথা ধ্বনিরূপানুষক্ত এব স্ফোটস্তদ্‌বিভাগেনোপলভ্যতে"। যাহা বিকৃত তাহা বিভাগ-যোগ্য। স্ফোট বস্তুতঃ বিভাগ-যোগ্য নহে। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—"স্ফোটরূপাবিভাগেন ধ্বনের্গ্রহণমিষ্যতে" (১৮২)। ব্যবহারনিষ্পত্তির জন্য যদিও আট প্রকার স্ফোট কল্পিত হয়, তথাপি বাক্যস্ফোটই একমাত্র পরমার্থ বস্তু। সেইজন্য বৈয়াকরণভূষণসারে কথিত হইয়াছে—"বাক্যস্ফোটোঽতিনিষ্কর্ষে তিষ্ঠতীতি মতস্থিতিঃ" (৫৯ কারিকা)। অতএব এস্থলেও জৈমিনিসূত্রীয় তাৎপর্য্য স্ফোটবাদের বাধক নহে।

(৬) "নাদবৃদ্ধিপরা" (১।১।১৭ জৈমিনিসূত্র)। পূর্ব্বপক্ষে সূত্রিত হইয়াছে—"বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাঽস্য" অর্থাৎ উচ্চারকবাহুল্যে শব্দের বৃদ্ধি হয় বলিয়া শব্দ নিত্য হইতে পারে না। ইহার উপর জৈমিনি বলিতেছেন—"নাদবৃদ্ধিপরা" অর্থাৎ উচ্চারক বহু হইলে শব্দের নাদই (Volume) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ শব্দতত্ত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। এ স্থলেও পতঞ্জলি জৈমিনির সহিত

একমত, কারণ ফণিভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ কথম্? ভের্যাঘাতবৎ। তদ্‌যথা—ভের্যাঘাতো ভেরীমাহত্য কশ্চিদ্ বিংশতি পদানি গচ্ছতি কশ্চিৎ ত্রিংশৎ কশ্চিচ্চত্বারিংশৎ। স্ফোটস্তাবানেব ভবতি, ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ"। (১।১।৬৯ সূত্রীয়ভাষ্য, নির্ণয়সাগর ১ম খণ্ড, ৫১৭ পৃঃ)। ইহা তাৎপর্য্য এইরূপ—নাদ বা ধ্বনির বৃদ্ধি হয়, স্ফোট কিন্তু কূটস্থের ন্যায় অবিকৃত ভাবেই অবস্থান করে। জৈমিনি এবং শবরস্বামী যাহাকে নাদ বলিয়াছেন পতঞ্জলির মতে তাহাই ধ্বনি অর্থাৎ বৈকৃতধ্বনি। তাঁহারা যাহাকে শব্দ বলিয়াছেন, তাহাই পতঞ্জলির স্ফোট।

শব্দের নিত্যতাপ্রতিপাদনের জন্য জৈমিনি আরও যে সকল সূ (১।১।১৮—২১) রচনা করিয়াছেন, তাহাও যদি এইরূপ দৃষ্টিতে স্ফোটপক্ষে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাহত হয় না, অথ বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে, অধিকন্তু শব্দজ্ঞ ঋষিগণে মধ্যে কোনও বিরোধকল্পনার প্রয়োজন হয় না।

শব্দপ্রস্তাবের প্রারম্ভেই জৈমিনি বলিয়াছেন—"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থে সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ (১।১।৫)।" মীমাংসকদের মতে সূত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—'অর্থের সহি শব্দের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নিত্য বা অপৌরুষেয়। এইজন বেদবিধিই অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্ম্মের জ্ঞাপক (জ্ঞানম্)। ঐ বিধিবাক্যের উপদে অনুপলব্ধবিষয়ক অর্থাৎ অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়া এবং তৎসম্ভূত জ্ঞানের বিপর্য্য হয় না বলিয়া তাহা প্রমাণ, কারণ উহা অনপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষান্তর বা প্রমাণান্তর সাপেক্ষ নহে। ইহা বাদরায়ণেরও অভিমত'। এই সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী স্ফোটবাদখণ্ডনপূর্ব্বক বর্ণবাদ সমর্থন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু স্ফোটপক্ষে এ সূত্রের ব্যাখ্যা করিব। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ (বোধ্যবোধকভাব) 'ঔৎপত্তিক অর্থাৎ আবির্ভাবমূলক। আবির্ভাবার্থে উৎপত্তিশব্দের প্রয়োগ আছে। সপ্তশতীতে স্মৃত হইয়াছে—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥'

এস্থলেও ভগবান্ মেধস্‌মুনি আবির্ভাবার্থেই 'সমুৎপত্তি'শব্দ এবং 'উৎপন্ন'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্লোকেও ভগবতীর আবির্ভাবমাত্রই সূচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাকৃত জন্ম নহে। তারপর উক্ত সূত্রে জৈমিনিমুনি বলিয়াছেন যে, অর্থগুলি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধিগোচর না হইলেও তাহাদিগের জ্ঞানই বেদের অভ্রান্ত উপদেশ। এস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—জ্ঞানই যে বেদের চরম উপদেশ তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে জৈমিনি বলিয়াছেন—'অনপেক্ষত্বাৎ' অর্থাৎ ইহাতে পুরুষান্তরের বা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অপেক্ষা নাই, সুতরাং জ্ঞানই চরম উপদেশ। কেহ কেহ এস্থলে অনুযোগ করিতে পারেন যে, ইহা অবশ্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত নহে। তাহাতে জৈমিনিমুনি স্থূণানিখনন-ন্যায় অনুসরণপূর্ব্বক স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য বলিয়াছেন—'তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য' অর্থাৎ বেদান্তমতেও জ্ঞানই প্রমাণ। সূত্রে 'অনপেক্ষত্বাৎ'পদ দেখিয়া মনে হয়, ব্যক্তিগত সম্মানাতিশয়প্রদর্শনের জন্য 'বাদরায়ণ' শব্দ গৃহীত হইয়াছে এরূপ বলা অপেক্ষা 'বাদরায়ণ' শব্দ বেদান্তের গমক এরূপ বলাই সঙ্গত। কারণ অনেকস্থলে দেখা যায়, বৃহস্পতিশব্দ ব্রাহ্মণের গমক। সেইজন্য মীমাংসকেরাই বলেন—"বৃহস্পতের্বৈতিবাক্যে বৃহস্পতিশব্দস্য ব্রাহ্মণ এবার্থ ইত্যর্থবাদ এবায়ম্"।

মীমাংসকগণ যাহাকে 'শব্দ' বলেন স্ফোটবাদিগণের মতে তাহাই প্রাকৃত-ধ্বনি, আর মীমাংসকমতে যাহা 'নাদ' তাহাই স্ফোটবাদিগণের বৈকৃতধ্বনি বা কার্য্যরূপ শব্দ। এইভাবে মীমাংসাসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিলে দুইটী শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য থাকিতে পারে এবং বেদের নিত্যত্ব বা অপৌরুষেয়ত্বও ব্যাহত হয় না। অতএব এস্থলে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, জৈমিনি-প্রণীত সূত্রগুলি বৈকৃতধ্বনির বাধক হইলেও স্ফোটপক্ষীয় প্রাকৃতধ্বনির বাধক নহে; কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার যেন কেবল তর্কানুরোধে যোগসূত্রকার যোগভাষ্যকার এবং মহাভাষ্যকারাদি মুনিগণের বিরুদ্ধে জৈমিনির নিরপেক্ষ সূত্রগুলিকে স্ফোটের প্রতিকূলরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মীমাংসকগণ পুনর্ব্বার এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন—মীমাংসাসূত্রগুলির চিরপ্রসিদ্ধ অর্থ উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ কাল্পনিক অর্থ গ্রহণ করা কি সঙ্গত? কারণ ভাষ্যকার যাহা অবধারণ করিয়াছেন এবং বার্ত্তিককার যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তদ্‌বিরুদ্ধে এরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোনও

বিষয়ে যদি দুইটী প্রসিদ্ধ ঋষিসম্প্রদায়ের মতভেদ পাওয়া যায়, সেস্থলে তত্ত্বনিরূপণের জন্য শ্রুতির শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত। শতপথ-ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"বাগেবার্থং পশ্যন্তী বাগজীবীতি বাগর্থং নিহিতং সংতনোতি বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেকস্মাদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্ক্তে"। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—বাক্‌শক্তি 'পশ্যন্তী' দশায় শব্দভাব গ্রহণ করে এবং শব্দভাব প্রচ্ছন্ন থাকায় ঐ বাক্‌শক্তি মধ্যমাবস্থায় তাহার বিস্তার করে, তারপর বৈখরী দশায় উহা বিশ্ববৈরূপ্যের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে; অতএব পরমব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ শব্দব্রহ্মকে নানাভাবে বিভাগ করিয়া জীব সর্ব্বদা নামরূপাত্মক জগৎকে উপভোগ করিতেছে। এই শ্রৌত প্রমাণটী শব্দের কার্য্যত্ব বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক 'একস্মাদেকম্' অর্থাৎ 'এক হইতে এক' এই যুক্তিবলে শব্দের নিত্যত্ব, একত্ব ও অখণ্ডত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। ইহাই যদি উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তবে স্ফোটবাদিগণের প্রাকৃতধ্বনি স্বীকার করিলে শ্রৌতমর্য্যাদা কিছুমাত্র লঙ্ঘিত হয় না। এরূপ অবস্থায় দৃঢ়তাসহকারে বলা যায় যে, স্ফোট-বাদই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত। আমাদের মনে হয়, শতপথব্রাহ্মণের অপর স্থানে শব্দের যে অনিত্য কার্য্যভাগ আলোচিত হইয়াছে তাহা স্ফোটবাদিগণের বৈকৃতধ্বনি, আর সেই স্থলে শব্দের যে নিত্যভাগ কথিত হইয়াছে তাহাই স্ফোটপক্ষসম্মত প্রাকৃতধ্বনি। কারণ অমৃতনাদোপনিষদে স্পষ্টতঃ আম্নাত হইয়াছে—

"অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চাপ্যতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথংচিৎ॥" (২৪)

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—বর্ণের যে ভাগ অঘোষ (পুরুষপ্রযত্নব্যতীত যাহা অভিব্যক্ত হয়), অস্বর, অব্যঞ্জন, অতালুকণ্ঠৌষ্ঠ, অনুনাসিক এবং যাহা রেখা দ্বারা কল্পিত নহে, তাহাই অক্ষর অর্থাৎ বর্ণের ঐভাগ কখনও ক্ষরিত হয় না। শ্রুতিটী প্রক্ষিপ্ত নহে, কারণ উহা ব্রহ্মাণ্ডাদিপুরাণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। জৈমিনিও শব্দের কার্য্যভাগকে 'ধ্বনি' বা 'নাদ' নামে, এবং নিত্য ভাগকে 'শব্দ' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এই সকল শ্রৌতপ্রমাণ বিচার না করিয়া উক্ত সূত্রসমূহের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদিত হইলেও শব্দানুরূপ প্রাকৃতধ্বনি উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এইরূপ আলোচনা করিলাম। কেহ কেহ বলিতে পারেন—'পূর্ব্বোল্লিখিত

শ্রুতি বা অন্য কোনও শ্রুতি সাক্ষাদ্ভাবে স্ফোটের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করেন নাই এবং স্ফোট যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে প্রাচীন ভাষ্যকারাদি তাহার উল্লেখপূর্ব্বক সমাধান করিতেও বিরত হইতেন না; অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি প্রক্ষিপ্ত বা স্ফোটসম্পর্করহিত হইতে পারে'। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য—যোগদর্শন, যোগভাষ্য ও মহাভাষ্য স্মৃতিপদবাচ্য, কারণ মহর্ষিগণের বেদার্থস্মরণই স্মৃতি। পতঞ্জলিপ্রভৃতি স্মৃতিকার যখন স্পষ্টভাবে স্ফোটবাদ সমর্থন করিয়াছেন তখন উহা কখনও শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্ফোটের অনুকূলে শ্রুতি না থাকিলে ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং যোগভাষ্যে কখনই স্ফোটবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতেন না, আর ভগবান্ পতঞ্জলিও যোগদর্শনের বিভূতিপাদে সবিকল্পজ্ঞানের পর নির্ব্বিকল্পজ্ঞানলাভের জন্য "শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাম্" এই সূত্রদ্বারা শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পার্থক্য উপদেশ দিতেন না। শব্দার্থপ্রত্যয়ের বিভাগনিবন্ধন জানা যাইতেছে—কেবল নাদ নহে, যে কোনও ধ্বনি আবির্ভূত হইয়া পরে তিরোধান প্রাপ্ত হইলেও শ্রোতার মনে ভাবনাবিশেষদ্বারা কোনও একটী প্রতীতি অবশ্যই নিবদ্ধ করে। এইজন্য মহাভাষ্যেও কথিত হইয়াছে "এবং তর্হি—স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ। কথম্? ভের্য্যাঘাতবৎ। তদ্যথা—ভের্য্যাঘাতো ভেরীমাহত্য কশ্চিদ্বিংশতিপদানি গচ্ছতি কশ্চিত্ত্রিংশৎ কশ্চিচ্চত্বারিংশৎ। স্ফোটস্তাবানেব ভবতি। ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ। ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।" * সুতরাং কালবশতঃ বর্ত্তমানে যদি আমরা স্ফোটসম্বন্ধে প্রত্যক্ষশ্রুতি না পাই, তথাপি তৎপোষকতায় কোনও কল্প্য শ্রুতির অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

সম্প্রতি তর্কের অনুরোধে আমরা স্ফোটবিষয়ক শ্রুতির অভাব স্বীকার করিলেও ভাষ্য এবং বার্ত্তিকের মতবাদ মানিয়া লইবার পূর্ব্বে ইতিহাসপুরাণ-প্রভৃতির মতামত অনুসন্ধান করিব। স্মৃতিবিরোধপরিহারের জন্য বেদকেই চরম-প্রমাণরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক; কিন্তু সিদ্ধান্তের অনুকূল অর্থ বেদে যদি তিরোহিত বা প্রচ্ছন্ন থাকে, আর স্মৃতিতেও যদি তেমন কিছু না পাওয়া যায় তবে ইতিহাস-পুরাণাদিকে স্বাধীন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এই জন্যই মহাভারতে কথিত হইয়াছে—

* নির্ণয়সাগরসংস্করণ—১ম খণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা।

'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ'

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের প্রতিপাদ্যবিষয়সমূহ প্রপঞ্চি করিবে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

'যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়ো র্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥'

অর্থাৎ যাহা বেদে তিরোহিত তাহা স্মৃতিতে সাক্ষাদ্ভাবে দৃষ্ট হয় এবং যাহা বেদ স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই তিরোহিত তাহা পুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আম ইতিহাস এবং পুরাণের সাহায্যেও আলোচ্য বিষয়ের সমাধান করিব। *

---

* ইতিহাস ও পুরাণের এরূপ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া ছান্দোগ্যে আম্নাত হইয়াছে- 'স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চ বেদানাং বেদম্ (৭।১।২)' অর্থাৎ তিনি বলিলেন যে, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ ইতিহা পুরাণনামক পঞ্চমবেদ এবং বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ আমি পাঠ করিয়াছি। বৃহদারণ্য এবং শতপথীয়ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্তে বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গি ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈত সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।' (বৃ ২।৪।১০ এবং শ ১৪।৬।১০।৬) অর্থাৎ আর্দ্রকাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি হই যেমন পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে বেদচতুষ্টয়, ইতিহাস, পুর বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান এবং অনুব্যাখ্যান হইয়াছে; এ সকল তাঁহার নিঃশ্ব স্বরূপ। 'নিঃশ্বসিত'পদসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—যথাঽপ্রযত্নেনৈব পুরুষনিঃশ্বা ভবতি।

পুরাণসম্বন্ধে শতপথীয়ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চি পুরাণমাচক্ষীত' (১৩।৪।৩।১৩) অর্থাৎ পুরাণই বেদ এইরূপ মনে করিয়া অধ্বর্য্যুগণ পুরাণ কী করিয়া থাকেন।

অথর্ব্বসংহিতার মতে উচ্ছিষ্যমাণ ব্রহ্ম হইতে যজুর্মন্ত্রের সহিত ঋক্ সাম ছন্দঃ পুর এবং দ্যুলোকস্থ দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। সমাম্নায়ও আছে—'ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরা যজুষা সহ। উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥ (অ—১১।৪।৩।২৪)।

বৃহদারণ্যকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশীপুরূরবসোঃ সংবাদাদি 'উর্ব্বশী হাপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব, পুরাণম্—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীদি'ত্যাদি (২।৪।১ অর্থাৎ উর্ব্বশীপুরূরবার কথোপকথনাদিস্বরূপ ব্রাহ্মণভাগের নাম ইতিহাস এবং 'সর্ব্বপ্র একমাত্র অসৎ ছিল' ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়াঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।

মহাভারত একখানি বৃহৎ ইতিহাস। হরিবংশ-নামক গ্রন্থ তাহারই অঙ্গ-স্থানীয়। সেই হরিবংশে "একাক্ষরা বৈ সর্ব্বা বাক্" "অকারো বৈ বাক্" "ওঁকারো বাগেবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য লইয়া আন্তরপ্রণবস্বরূপ স্ফোটাত্মক ভগবানের উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে—

"অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ" (১৬।৫২)।

ইহার তাৎপর্য্য—অক্ষরের মধ্যে প্রণবের আদি বীজ 'অ'কারেরই স্বরূপ তুমি এবং বর্ণসমূহের আশ্রয়স্বরূপ স্ফোটশক্তিও তুমি। ইহাতে সূচিত হয় যে, বর্ণাত্মক শব্দের ধ্বনিব্যঙ্গ্যরূপ যে অনিত্য অংশ আছে তাহাও ঈশ্বর, আর উহার স্ফোটরূপ অর্থপ্রকাশক যে নিত্য অংশ আছে তাহাও ঈশ্বর। অতএব শব্দতত্ত্বের দুইটী অবস্থা প্রতিপাদিত হইতেছে। অক্ষর-সমষ্টির মধ্যে কেবল অকারকে গ্রহণ করায় সূচিত হইতেছে যে, হরিবংশের মতে 'অ' 'ই' 'উ' বা 'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' প্রভৃতি বর্ণগুলি যথার্থতো ভিন্ন নহে। যেমন একই মুখ জলে, অসিতে বা দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্বের আধাররূপ উপাধির পার্থক্যহেতু বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ শব্দতত্ত্বও কণ্ঠতালুমূর্দ্ধপ্রভৃতি স্থানগত উচ্চারণ-যন্ত্ররূপ উপাধির বৈষম্যে 'অ' 'ই' বা 'ক' 'চ' প্রভৃতি বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। অসংখ্য বায়ুকণা সম্মিলিত হইয়া যখন বর্ণরূপে শ্রুতিগোচর হয় তখন বর্ণগত পার্থক্য কেবল উপাধিভেদনিবন্ধন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? শিক্ষা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ 'চ'কারকে স্থলবিশেষে 'ক'কারেরই রূপান্তর বলিয়া থাকেন। এমন কি সূক্ষ্মদৃষ্টিসহকারে অনুভব করিলে সকল বর্ণই 'অ'কারের রূপান্তর বলিয়া মনে হইবে। তাই বেদেও কথিত হইয়াছে—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" *। গীতায়

ঐতরেয়ব্রাহ্মণোপক্রমে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রে নৈব কিংচনাসীন্ন দ্যৌরাসীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গ-প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্।' অর্থাৎ বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধবর্ণনাদির নাম ইতিহাস, আর অগ্রে এই জগৎপ্রপঞ্চের কিছুই ছিল না—ইত্যাদি জগতের প্রাগ্‌ভাব আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিবিবরণপর্য্যন্ত বাক্যজাতের নাম পুরাণ।

* থিয়োডোর গোল্ড্‌ষ্টুকার (Theodor Goldstucker) মহোদয় তাঁহার পাণিনি-নামক গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—The notion of colouring itself supposes necessarily a condition which may be called white. A coloured sound is not intelligible except on the supposition that there is also an indifferent

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"অক্ষরাণামকারোঽস্মি"। 'অ'কারের প্রাকৃতধ্বনি লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য শ্রুতি ও স্মৃতি এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব কেবল বর্ণগত ভেদই যে উপাধিমূলক তাহা নহে, বৈকৃতধ্বনিমূলক বর্ণমাত্রকেই উপাধিমূলক বলিতে হইবে। বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে—"অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ" (১১২)। অর্থাৎ কতকগুলি জলবিন্দু যেমন ক্রমশঃ মিলিত হইয়া নানা আকৃতিবিশিষ্ট মেঘে পরিণত হয়, তেমনি কতকগুলি বায়ুকণা সমবেত হইয়া বর্ণ-পদপ্রভৃতি নানাবিধ শব্দরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই প্রমাণ-বিষয়ে অনাস্থা দেখাইবার কোনও উপায় নাই, কারণ ইহা যুক্তিমূলক। সকলেই জানেন যে, 'ব' লিখিতে হইলে ক্রমশঃ চারিটী সরল রেখার সমাবেশ করিতে হয়—(ব)। বকারের ঐ সকল সরল রেখা বিন্দুসমষ্টি (ব) ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বিন্দুসমূহের আকৃতি থাকিলেও তাহাদের পরিণাহ বা বিস্তৃতি আছে বলিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারেন না। সুতরাং এক বিন্দুর সহিত অপর বিন্দুর কোনও পার্থক্য নাই। অতএব লিখিত 'ব'কার যেমন দর্শনবিষয়ক সজাতীয় বিন্দুর সমষ্টিমাত্র, উচ্চারিত 'ব'কারও তেমনই শ্রবণবিষয়ক সজাতীয় বায়ুকণার সমষ্টিমাত্র। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া বৈয়াকরণিকগণ বলেন—ব্যঞ্জকধ্বনিগত 'ক'ত্ব 'গ'ত্ব প্রভৃতি বর্ণের বিষয় স্ফোটে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ স্ফোটকে আশ্রয় করিয়াই 'ক'কারাদি বর্ণের বৈকৃতধ্বনি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হরিবংশীয় শ্লোকের শেষপাদে লিখিত আছে—"স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ"। প্রসঙ্গানুসারে ইহার সামঞ্জস্য চিন্তা করিলে উক্ত 'স্ফোট'শব্দে শাস্ত্রোক্ত আন্তর-প্রণব সূচিত হয়। আন্তরপ্রণব আর শব্দব্রহ্ম একই পদার্থ। তাই যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"প্রণবস্তস্য বাচকঃ"। এই সকল কারণে লঘুমঞ্জুষায় নাগেশ ভট্ট বলিয়াছেন—স্ফোটপদার্থ ই আন্তরপ্রণব।

---

or uncoloured sound. Hence all letters are coloured when we contrast them with the fundamental uncoloured vowel 'অ'।

কথাটী অত্যন্ত সত্য। সুতরাং পাশ্চাত্যপণ্ডিতের উক্তি বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। কবিসম্রাট্ ভারবি বলিয়াছেন—'ননু বক্তৃবিশেষনিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ' (কিরাত ২।৫)। শ্রুতি কেন যে বলিয়াছেন—'অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্' এবং গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বা কেন বলিয়াছেন—'অক্ষরাণামকারোঽস্মি', তাহাই গোল্ডষ্টুকার মহোদয় দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন আমরা এরূপ সমাধান করিতে পারি যে, হরিবংশনামক ইতিহাস বেদের তাৎপর্য্যানুসারে বর্ণবাদ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক স্ফোটবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়েও "সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্" ইত্যাদি যে নয়টী শ্লোক দেখিতে পাই তাহাদের তাৎপর্য্য এইরূপ—"পরমেষ্ঠিব্রহ্মা হইতে যে সূক্ষ্মতম নাদ উৎপন্ন হয় তাহাই শব্দব্রহ্ম। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে সেই যোগিগণ নাদরূপ শব্দব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন। উক্ত নাদের উপাসনাদ্বারা তাঁহারা ত্রিবিধ দুঃখরূপ মলরাশি অপসারণপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্মতম নাদ হইতে ত্রিমাত্রাত্মক ওঁকার অনির্ব্বাচ্যস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই নাদই স্ফোট বা ব্রহ্মের বাচক। শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি রোধ করিয়া যে ব্যক্তি এই নাদের উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহার আর বুদ্ধিভেদ থাকে না। একমাত্র সৎপদার্থই তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশ হইতে অভিব্যক্ত স্ফোটের সাহায্যে বাক্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচরতা লাভ করে। স্ফোট নিজের আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মের বাচক বলিয়া কথিত হয়, কারণ স্ফোটই সকল মন্ত্র, বেদ ও উপনিষদের অক্ষয় বীজস্বরূপ। স্ফোট হইতে অকারাদি বর্ণত্রয় উদ্‌ভূত হইয়াছে। ঐ বর্ণত্রয়ে সত্ত্বাদি তিনটী গুণ, ঋগাদি তিনটী বেদ, ভূঃ প্রভৃতি তিনটী লোক এবং জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থা বিদ্যমান। ভগবান্ প্রজাপতি 'অ' 'উ' 'ম' এই তিন বর্ণের অভিব্যক্তিদ্বারা অন্তঃস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি নানাভেদযুক্ত বর্ণসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন; তারপর সেই বর্ণরাশিদ্বারা হৌত্রাদি যজ্ঞীয় কর্ম্মচতুষ্টয় সম্পাদনের জন্য প্রজাপতির মুখচতুষ্টয় হইতে সপ্রণব এবং সব্যাহৃতি বেদচতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়াছিল" (৩৭—৪৫ শ্লোক)। এইজন্য ভাগবতের মতে বর্ণসমূহ উৎপত্তিশীল এবং বিনাশশীল, কিন্তু স্ফোট শব্দব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অখণ্ড ও নিত্য।

বর্ণগুলির উৎপত্তি আছে সুতরাং তাহাদের বিনাশও আছে—ইহা কেবল ভাগবতেই কথিত নহে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও লিখিত আছে যে—দন্ত, ওষ্ঠ এবং তালু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান আশ্রয় করিয়া যখন নানাপ্রকার বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে, তখন বর্ণসমূহ উৎপত্তিশীল বলিয়া 'যৎ কৃতকং তন্নষ্টম্' এই ন্যায়ানুসারে তাহারা অবশ্যই বিনাশশীল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—বর্ণসমূহ যদি 'ক্ষর' অর্থাৎ বিনাশশীল হয়, তবে তাহাদিগকে 'অক্ষর' বলা হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, বর্ণরাশির বৈকৃতভাগই 'ক্ষর' অর্থাৎ বিনাশশীল, কিন্তু তাহাদের প্রাকৃত-ভাগ অর্থাৎ স্ফোটরূপ শব্দব্রহ্ম নিত্য ও অখণ্ড বলিয়া তাহারা অক্ষর। মীমাংসা-

ভাষ্যকার শবরস্বামী বা মীমাংসাবার্ত্তিককার কুমারিলভট্টাদির ন্যায় পাছে কেহ বর্ণাদির স্ফোটরূপ শব্দব্রহ্ম অস্বীকার করেন—এই আশঙ্কায় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় উত্তরগীতায় স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—

অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চাপ্যতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥ (১।৫০)।

অভিপ্রায় এই যে, যাহা নাদ বা কার্য্যভাগ নহে, যাহা বিকৃতব্যঞ্জন নহে, যাহা কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানের সাহায্যে উচ্চরিত হয় না, যাহা রেখানিদর্শনদ্বারা লিখিত-বর্ণরূপে উপস্থাপিত নহে এবং যাহাতে উষ্ম বা বায়ুর সংশ্লেষ নাই, তাহাই পরম 'অক্ষর' অর্থাৎ উপচয়াপচয়রহিত স্ফোটরূপ শব্দব্রহ্ম। অমৃতনাদোপ-নিষদেও আম্নাত হইয়াছে—"অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চ" ইত্যাদি। এই শ্রুতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় স্মৃতির অনুগ্রাহিকা। সুতরাং এখন দৃঢ়তাসহকারে বলা যায়—স্ফোটের প্রাকৃতভাগ অর্থাৎ আন্তরস্ফোট লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিস্মৃতির এইরূপ ঘোষণা হইয়াছে।

যে সকল দার্শনিকদের কথায় প্রতিবাদ করা হইতেছে তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য কাহারও অবিদিত নাই। আমরাও জানি—'ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।' কিন্তু স্ফোটসম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতির আনুকূল্য থাকিলেও কি আমরা তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারি না? অবশ্যই পারি। ভট্টপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"অত্যন্তবলবন্তোঽপি পৌরজানপদা জনাঃ।
দুর্ব্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈঃ॥" (তন্ত্রবার্ত্তিক)।

সে যাহাই হউক।

সাঙ্খ্যদর্শনেও স্ফোটের বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়া পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৭ সূত্রে কথিত হইয়াছে—"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ"। এস্থলে ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন—যদি বর্ণগণই প্রতীতি জন্মাইতে পারে তবে আর মধ্যে একটা অতিরিক্ত স্ফোটকল্পনার প্রয়োজন কি? তাঁহাদের অভিপ্রায় এইরূপ—'অর্থপ্রতীতি নানাপ্রকার, সুতরাং স্ফোটকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে, বর্ণের দ্বারা স্ফোট আর স্ফোটের দ্বারা অর্থপ্রতীতি জন্মে—এপ্রকার কল্পনা অপেক্ষা বর্ণের দ্বারাই অর্থপ্রতীতি জন্মে এইপ্রকার কল্পনাই সমীচীন।' যাহাই হউক,

সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের এরূপ সিদ্ধান্ত 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধেয় নহে। কারণ তাঁহাদের শাস্ত্রে প্রকৃতিপুরুষব্যতিরেকে ব্রহ্মতত্ত্বাদির কোনও বিবক্ষা নাই। স্ফোট ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত। অতএব সাঙ্খ্যমতে যদি বর্ণবাদের গ্রহণ এবং স্ফোটবাদের অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে উহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যোগশাস্ত্র সাঙ্খ্যানুগৃহীত সত্য, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলে ইহাও স্ফোটবাদের বিরোধী হইত। আর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা সাঙ্খ্যশাস্ত্রোক্ত বর্ণপ্রতীতিসম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

নৈয়ায়িকগণ বৈয়াকরণদের স্ফোটবাদ বা বর্ণবাদীদের শব্দনিত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'বর্ণের ক্রমোচ্চারণদ্বারা যখন পদের অর্থ জানা যায় তখন বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটকল্পনা নিষ্প্রয়োজন'। তাঁহারা আরও বলেন, 'বর্ণই শব্দ এবং বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় বলিয়া উহা উৎপত্তিশীল, সুতরাং 'যৎকৃতকং তদনিত্যম্' এই ন্যায়ানুসারে শব্দেরও নিত্যতা স্বীকার করা যায় না'।

ন্যায়শাস্ত্রের এইরূপ প্রতিকূলতায় স্ফোটবাদ নিরস্ত হয় না। নৈয়ায়িকগণ শব্দের উৎপত্তিধর্ম্ম দেখিয়া উহার অনিত্যতা জ্ঞাপন করেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার উৎপত্তি আছে তাহা বিনাশী। জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল তাহাই অনিত্য, যেমন ঘটপটপ্রভৃতি। আকাশাদি উৎপত্তিশীল নহে, সুতরাং তাহাদের নিত্যত্বে বাধা নাই। শব্দ কিন্তু ঘটাদির ন্যায় উৎপত্তিশীল সুতরাং অনিত্য। নৈয়ায়িকগণের এইরূপ চিন্তাধারায় পাঁচটী অবয়ব আছে—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। মীমাংসকগণ শব্দকে দ্রব্য এবং নিত্য বলেন; সুতরাং শব্দবিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তর্কচ্ছলে তাঁহারা শব্দকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার নিত্যত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হন। শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদিত হইলে মীমাংসকেরা পরাস্ত হইবেন। ভাল, শব্দের নিত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ কি? নৈয়ায়িকগণ বলিবেন—সমস্ত ভাবপদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশ দেখিতে পাই; শব্দে উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম দেখা যায় বলিয়া উহার নিত্যতাবোধে সন্দেহের হেতু হইয়াছে। উৎপত্তি থাকিলেই পদার্থ অনিত্য হইবে ইহার দৃষ্টান্ত কি? এরূপ শঙ্কানিবৃত্তির জন্য পূর্ব্বেই ঘটপটপ্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে; উহাই উদাহরণ। ঐ তুল্যজাতীয় উদাহরণ অনুসারে শব্দকে ঘটাদির ন্যায় কৃতকত্বহেতু অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে—ইহাই উপনয়। এইরূপ উপনয় পর্য্যন্ত বাক্যপ্রয়োগদ্বারা

উপসংহারে শব্দের যে অনিত্যতা নির্দ্দেশ করা হইবে তাহাই নিগমন। শব্দের অনিত্যতাস্থাপনে ইহাই ন্যায়পদ্ধতি।

ন্যায়পদ্ধতি কখনও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সমাধানে সমর্থ হইতে পারে না। এই জন্যই ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ০ ১।২।৯) অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়িণী বুদ্ধি কখনও তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য লইয়া পুরাণশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

অর্থাৎ 'যাহা ত্রিগুণের অতীত তাহাই অচিন্ত্য, সেই অচিন্ত্যপদার্থসম্বন্ধে তর্কের অবতারণা সঙ্গত নহে'। স্ফোট শব্দব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং উহা গুণাতীত অখণ্ড এবং নিত্য বস্তু। স্ফোটের আর দ্বিতীয় উদাহরণ নাই, সুতরাং উহা নিজেই নিজের উপমাস্থল। ইহাতে কবিতারত্নের একটী শ্লোক মনে পড়ে—

"গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ।
রামরাবণয়ো র্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ॥"

অতএব স্ফোটবিষয়ে কোনও ন্যায়াবয়ব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। তর্ক বা যুক্তির দ্বারা ইহার সমাধানও সম্ভবপর নহে। নৈয়ায়িকগণ যুক্তিবলে শব্দের অনিত্যতা যেরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে নাদ বা বৈকৃতধ্বনির অনিত্যতা স্পষ্ট হইলেও প্রাকৃতধ্বনির হ্রাসবৃদ্ধি কণামাত্রও সাধিত হয় নাই। ন্যায়সিদ্ধ অবয়বদ্বারা বৈকৃতধ্বনির বিচার কিছুমাত্র আবশ্যক নহে; কারণ বৈকৃতধ্বনির উপজনাপচয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইজন্য ভগবান্ পতঞ্জলিও শব্দের ঐ দুইটী অবস্থা স্বীকারপূর্ব্বক বৈকৃতধ্বনিকে কার্য্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহা স্বীকার করা হয় তাহার জন্য আর প্রমাণের আবশ্যক কি? পৈঙ্গলোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পক্বস্য পচনং যথা।" (৪।৭)। অতএব পক্ব বস্তুর পাক বা দগ্ধ বস্তুর দাহ অনাবশ্যক। এইরূপ বস্তুগতি অনুভব করিয়া পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি—ন্যায়শাস্ত্রের বিরুদ্ধতায় স্ফোটবাদ খণ্ডিত হয় নাই। যাহা হউক, নৈয়ায়িকগণ শব্দের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ নিরূপণ করিতে যত্নশীল সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমাদের আর কোনও অনুযোগ নাই। কারণ আমরা জানি—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ'।

ন্যায়শাস্ত্রীয় মতবাদ অবলম্বন করিয়া শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারে

বলিয়াছেন—"সঙ্কেত-বলেই (by convention) পদার্থপ্রতীতি যখন সম্ভবপর, তখন আর স্ফোটকল্পনার প্রয়োজন কি ?" এরূপ বলিয়াও তিনি সঙ্কেতের স্বরূপ নির্ণয় করেন নাই। সঙ্কেত যদি অর্থপ্রতীতির মূল হয় তাহা হইলে সঙ্কেতের স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ সঙ্কেত স্বয়ংই যদি অবাস্তব হয়, তবে আমরা বলিব—স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া কিরূপে উহা বিষয়ান্তরের প্রমাণ হইবে? অভিযুক্তেরাও বলেন—'নাপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ'। অতএব আমাদের মতে পদ-পদার্থের পরস্পর অভেদারোপমূলক স্মরণই সঙ্কেত। নীলবর্ণ এবং আকাশ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একসঙ্গে উভয়ের জ্ঞান হওয়ায় আরোপবশতঃ দুইটীর যেমন অভিন্নরূপে প্রতীতি হয়, সঙ্কেতস্থলেও প্রায় সেইরূপই নিয়ম। শব্দ এবং অর্থের পরস্পর ভেদ থাকিলেও "যে শব্দ সেই অর্থ এবং যে অর্থ সেই শব্দ" এইরূপ আরোপাত্মিকা নির্ব্বিশেষ-প্রতীতি হইয়া থাকে। আরোপজ্ঞান বুদ্ধির বিষয়ীভূত স্মৃতিকার্য্য-বিশেষ। সঙ্কেতদ্বারা অর্থপ্রতীতি স্বীকার করিলে চিত্তবৃত্তির ব্যাপারবিশেষ বর্ণিত হয় সত্য, কিন্তু সেই চিত্তবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় কেন—তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। এইজন্য ধ্যানযোগানুগত ঋষিগণ স্ফোট স্বীকার করিয়া অধ্যাসমূলক শব্দার্থ-প্রত্যয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদপদার্থজ্ঞানের কারণ হইতে আন্তরস্ফোট অভিন্ন বলিয়া উহাকে সঙ্কেতেরও সঙ্কেত বলিতে হইবে। আন্তরস্ফোট স্বীকার না করিলে সঙ্কেতের উপলব্ধিজনকতা কোনপ্রকারেই উপপন্ন হয় না। বঙ্গীয় কোনও কবি বলিয়াছেন—

> ধনু হতে দ্রুতবেগে ছুটে যায় তীর।
> তাহার পশ্চাতে থাকে অলৌকিক বীর॥

উক্ত আন্তরস্ফোটই এই অলৌকিক বীর। শব্দব্রহ্ম ইহার নামান্তর। আন্তর-স্ফোট প্রত্যক্‌চৈতন্যের স্বভাব। ইহা হইতে প্রবোধনশক্তি অভিস্যন্দিত হয় বলিয়া আমরা পদবাক্যাদির অর্থ উপলব্ধি করি। অর্থপ্রতীতির বিষয় বহুবিধ হইলেও এ তত্ত্ব বাধিত হয় না, কারণ শ্রুতির ঘোষণা আছে—

> 'সূক্ষ্মামর্থেনাপ্রবিভক্ততত্ত্বামেকাং বাচমভিস্যন্দমানাম্।
> উতান্যে বিদুরন্যামিব চ পূতাং নানারূপামাত্মনি সন্নিবিষ্টাম্॥'

এই শ্রুতির তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া একদিন ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছিলেন—

> 'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
> বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥' (বাক্য প০ ১।১)।

দ্বিতীয় স্তবক

এখন প্রথমতঃ ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা আবশ্যক। প্রয়োজন না জানিলে শাস্ত্রপাঠে কি প্রবৃত্তি আসে? অভিযুক্তেরাও বলেন—লোকের জন্য শাস্ত্র প্রণীত, লোক শাস্ত্রের বা কোনও কর্ম্মের প্রয়োজন না বুঝিলে কখনই উহা পাঠ করে না বা ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কে কষ্টস্বীকার করিতে চায়? সুতরাং শাস্ত্র বলিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রের প্রয়োজনাদি ব্যক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন—

> "সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
> যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥"
>
> (প্রতিজ্ঞাসূত্রীয় ১২ শ্লোক)

> "সিদ্ধার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
> শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥"
>
> (প্রতিজ্ঞাসূত্রীয় ১৭ শ্লোক)

পাণিনিমুনি ব্যাকরণ করিয়াছেন কিন্তু ব্যাকরণের প্রয়োজন-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এইজন্য মীমাংসকদের মধ্যে কোনও কোন সম্প্রদায়ের মতানুসারে 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ……' (১।৩।২৪)—এই পূর্ব্বপক্ষীয়সূত্রের বার্ত্তিকে লিখিত হইয়াছে—

> "ন তাবৎ সূত্রকারেণ কিঞ্চিদুক্তং প্রয়োজনম্।
> কথং চৈতাবতি গ্রন্থে স্যাৎ প্রয়োজনবিস্মৃতিঃ॥"
>
> (কাশীসংস্করণ ১৯৫ পৃঃ তন্ত্রবার্ত্তিক)

ইহার উত্তরে আমরা বলিব, প্রত্যবায়পরিহারের জন্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদির প্রয়োজন বলিতে হয় না, সেইরূপ আত্মোৎকর্ষাভিলাষীকে ব্যাকরণপাঠের প্রয়োজন বলা আবশ্যক নহে। এইজন্য পাণিনি মুনি অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নাই। ভগবতী শ্রুতিও বলিয়াছেন —"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।" অর্থাৎ যিনি

ব্রাহ্মণপদবাচ্য তিনি প্রয়োজননিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মমূলক সাঙ্গবেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় রহস্য পরিজ্ঞাত হইবেন। অতএব উত্তমাধিকারীকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ পাণিনি ব্যাকরণের প্রয়োজন বলেন নাই—এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণপ্রকরণে দশমখৃষ্টশতাব্দীয় কাশ্মীরক জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—"যদপি সূত্রকৃতা স্বয়ং প্রয়োজনং কিমিতি ন ব্যাহৃতমিতি ব্যাহৃতং তদপ্যদূষণমেব, ব্যাকরণং হি বেদাঙ্গমিতি প্রসিদ্ধমেতদা হিমবত আ চ কুমারীভ্যঃ, বেদশ্চ যদি নিষ্প্রয়োজনঃ স্বস্তি প্রজাভ্যঃ, সমাপ্তানি দৃষ্টাদৃষ্টফলানি সর্ব্বকর্ম্মাণি, জিতং চাতুর্বর্ণ্যবাহ্যৈরন্ত্যজনপদবাসিভি র্ম্লেচ্ছৈঃ, অথ সপ্রয়োজনো বেদঃ সোঽঙ্গবত্ত্বাদঙ্গৈঃ সহৈব সপ্রয়োজনতাং ভজত ইতি কোঽর্থঃ প্রয়োজনান্তর-চিন্তয়া, ন হি দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োজনাদন্যৎ প্রযাজাদিপ্রয়োজনমন্বিষ্যত ইতি মন্বানঃ স্বয়ং সূত্রকৃৎ প্রয়োজনং নাখ্যৎ"। (কাশীসংস্করণ, পৃঃ ৩৯১)। স্থূলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'সূত্রকার পাণিনিমুনি তৎপ্রণীত ব্যাকরণের প্রয়োজননির্দ্দেশ করেন নাই বলিয়া তাঁহার উপর কোনও দোষারোপ করা যায় না। কারণ ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বেদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর বেদকে যদি নিষ্প্রয়োজন বলা যায় তাহা হইলে বেদবিহিত সমস্ত কর্ম্ম নিরর্থক হইয়া যায় এবং ধর্ম্মও লোপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বেদের প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। দর্শপূর্ণমাসের প্রয়োজন ব্যতিরিক্ত তদঙ্গভূত প্রযাজাদির পৃথক্ প্রয়োজন যেমন কেহ অন্বেষণ করেন না, সেইরূপ বেদের প্রয়োজন সুসিদ্ধ থাকায় তদঙ্গভূত ব্যাকরণাদির প্রয়োজন আর স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য হয় না। এই সমস্ত বিচার করিয়াই সূত্রকার ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন বলেন নাই।'

ব্যাবহারিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কৈয়ট বলিয়াছেন, পাণিনির সময়ে বেদ-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রচলন থাকায় শিশুগণের প্রয়োজন জানিবার ঔৎসুক্য ছিল না, সুতরাং পাণিনি প্রয়োজন বলেন নাই। আর কাত্যায়নের সময়ে বেদাধ্যয়নের পরেও ব্যাকরণপাঠের প্রচলনহেতু সমৃদ্ধ শিষ্যগণ পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় কাত্যায়ন কতকগুলি প্রয়োজন দেখাইয়াছেন। যাহাই হউক, আমাদের মতে কিন্তু সকল শাস্ত্রেই যে প্রয়োজন বলিতে হইবে—এরূপ কোনও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নাই। একথা শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলও বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—

"বিদ্যান্তরেষু নাপ্যেতদ্ যত্নভীষ্টং প্রয়োজনম্।
অনর্থপ্রাপণং তাবৎ তেভ্যো নাশংক্যতে ক্বচিৎ॥"

(প্রতিজ্ঞাসূত্রীয় ১৪ শ্লোক)

কেবল ইহাও নহে। "নাকৃৎস্নবিষয়ত্বাৎ" (১।৩।২৫)—এই বার্ত্তিকধৃতসূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কুমারিলভট্ট "ন তাবৎ সূত্রকারেণ কিঞ্চিদুক্তং প্রয়োজনম্" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন—"যস্তু সূত্রকারস্য প্রয়োজনানভিধানোপালম্ভঃ--

"স শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বান্নোপালম্ভনমর্হতি।
গ্রন্থান্তে চ স্বসংবেদ্যং সুজ্ঞানং তৎপ্রয়োজনম্॥"

(কাশীসংস্করণ ২৩৯ পৃষ্ঠা তন্ত্রবার্ত্তিক)

পাণিনি কোনও প্রয়োজন না বলিলেও লৌকিকনিয়মবশতঃ বার্ত্তিকারম্ভে ভগবান্ কাত্যায়ন ব্যাকরণের কতকগুলি প্রয়োজন দেখাইয়াছেন, যথা—রক্ষা, উহ, আগম, লঘু এবং অসন্দেহ। এই সকল প্রয়োজন কেবল মধ্যমাধিকারীর প্রবৃত্তিপ্ররোচক বুঝিয়া পতঞ্জলি মন্দাধিকারীদের নিমিত্ত উহাদের বিবৃতিপূর্ব্বক আরও কতকগুলি প্রয়োজন দেখাইয়াছেন, যেমন—'তেঽসুরাঃ' ইত্যাদি। ইহাতেও আবার কেহ কেহ বলেন, ব্যাখ্যাতৃদ্বয়ের প্রয়োজন না বলিয়া পাণিনিকেই অনুসরণ করা উচিত ছিল। সেইজন্য ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণপ্রকরণে জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—"ব্যাখ্যাতারস্তু মুখ্যানুষঙ্গিকভেদভিন্নপ্রয়োজনপ্রপঞ্চং প্রয়োজনাতিশয়ব্যুৎপাদনদ্বারকশ্রোতৃজনোৎসাহপরিপোষসিদ্ধয়ে দর্শিতবন্ত ইতি ন কশ্চিদুপালম্ভঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'কাত্যায়নপতঞ্জলিপ্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ বেদপ্রয়োজনব্যতিরিক্ত যে সকল প্রয়োজনের বিবৃতি করিয়াছেন তাহা অধ্যেতৃবর্গকে ব্যাকরণসম্বন্ধে উৎসাহ দিবার জন্যই বুঝিতে হইবে'। কিন্তু মীমাংসকগণের মধ্যে কোনও কোন সম্প্রদায় মুনিদ্বয়ের কথায় প্রতিবাদ করেন। সেইজন্য 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ'......(১।৩।২৪) এই পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট লিখিয়াছেন, অষ্টাধ্যায়ীর ন্যূনতাপরিহারের জন্য কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি কর্ত্তৃক যে সকল প্রসঙ্গ উপন্যস্ত হইয়াছে তৎসমুদায় ব্যাকরণের প্রয়োজনপ্রতিপাদনে পর্য্যাপ্ত নহে। এরূপ অবস্থায় গুণোপসংহারন্যায়ে কাত্যায়নপতঞ্জলিকথিত প্রয়োজনসমূহ এবং তৎসম্বন্ধে উক্ত মীমাংসকসম্প্রদায়-বিশেষের মতামত পর্য্যালোচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

১। **রক্ষা** (Preservation of the Vedas)। এ সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন —"রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতীতি।" অর্থাৎ 'বেদরক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন, কারণ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বর্ণের লোপ-আগম-প্রভৃতি না জানিলে সকল শাস্ত্রের আকরস্বরূপ বেদকে পরিপালন করা সম্ভবপর হয় না।' মীমাংসকগণ কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। সেইজন্য কুমারিল বলেন—

"বেদরক্ষাঽপি নৈতস্মাদৃতেঽধ্যেতৃপরম্পরাম্।
সম্প্রদায়োঽনুবৃত্তশ্চেদ্ বেদস্তেনৈব রক্ষ্যতে॥" *

আবার "প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ......" (১।৩।২৪) এই পূর্ব্বপক্ষীয়সূত্রের বার্ত্তিকেও তিনি লিখিয়াছেন—"শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধো হি মহান্ বেদরক্ষাহেতু-ব্যাকরণানধীনস্যাপি বেদক্রমস্যাধ্যয়নেনৈব রক্ষ্যমাণত্বাৎ।" (কাশীসংস্করণ—২০৪ পৃষ্ঠা তন্ত্রবার্ত্তিক)।......

"সহাধ্যায়িভিরেবাতো বেদঃ কার্ৎস্ন্যেন রক্ষ্যতে।
স্বরাক্ষরবিনষ্টোঽপি দ্বেষাদন্যৈর্ন মৃষ্যতে॥
তস্মাৎ প্রীতৈরুপাধ্যায়ৈর্দ্বিষ্টৈঃ কারুণিকাদিভিঃ।
ন বিনাশয়িতুং বেদো লভ্যতে তেন রক্ষ্যতে॥

তস্মাদ্ বেদরক্ষার্থং তাবন্নাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" (কাশীসংস্করণ, ২০৫ পৃষ্ঠা তন্ত্রবার্ত্তিক)। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে, শিষ্যাচার্য্যের সম্বন্ধ এবং সহাধ্যায়িবর্গের সংশ্রেষ দ্বারা বেদ রক্ষিত হইয়া থাকে, ব্যাকরণদ্বারা নহে। সুতরাং বেদরক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই। ন্যায়মঞ্জরীর প্রমাণপ্রকরণেও লিখিত আছে—"রক্ষা তাবদধ্যেতৃপরম্পরাত এব সিদ্ধা মনাগপি স্বরতো বর্ণতো বা প্রমাদ্যন্তং কিঞ্চিদধীয়ানমন্যেঽধ্যেতারো মা বিনীনশঃ শ্রুতিম্, ইত্থমুচ্চারয়েদিত্যাচক্ষাণাঃ শিক্ষয়ন্তীতি রক্ষিতো ভবতি বেদঃ।" (৩৭৯ পৃ০ কাশীসংস্করণ, হরিদাসগ্রন্থমালা)। স্থূলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'বেদ অধ্যেতৃপরম্পরাতঃ রক্ষিত হয়। কারণ আচার্য্য উপস্থিত না থাকিলে শিষ্যগণ পরস্পর পরস্পরের ভ্রমাপনোদন করে বলিয়াই বেদ চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে'।

* এই শ্লোকটী মুদ্রিত শ্লোকবার্ত্তিকে দৃষ্ট নহে, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে উহার সন্নিবেশ ছিল। মহাভাষ্যের উপর বৈদ্যনাথপায়গুণ্ডেমহোদয়ের উদ্দ্যোতচ্ছায়া দেখিলে এ কথা সমর্থিত হইবে। (মহাভাষ্য-নির্ণয়সাগরসংস্করণ, পৃঃ ১৯)।

কেবল শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধ বা অধ্যেতৃসম্প্রদায়ই বেদরক্ষার হেতু এবং তাহাতে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন নাই—এরূপ মতবাদ আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 'ঈশ্বরো বিচরিতোঃ'—এই বৈদিকপ্রয়োগে 'বিচরিতোঃ'পদ "ঈশ্বরে তোসুন্ কসুনৌ" (৩।৪।১৩) এই পাণিনীয়সূত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এরূপ পদের সাধুত্ব লোকতঃ সিদ্ধ হয় না। এইজন্য কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি বলেন যে, বেদরক্ষার জন্য ব্যাকরণজ্ঞান আবশ্যক, নচেৎ মন্ত্রসমূহ কালক্রমে বিকারপ্রাপ্ত হইবে।

আমাদের মতে শাস্ত্রপূর্ব্বিকা শিষ্টি, আর উক্ত মীমাংসকগণের মতে শিষ্টি-পূর্ব্বক শাস্ত্র। কিন্তু ঈশ্বরের নিঃশ্বাসরূপ বেদ আবির্ভূত হইবার পর মন্ত্রদর্শনহেতু যখন বেদাচার্য্যগণ ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত মতবাদ আদরণীয় হইতে পারে না। অতএব ব্যাকরণাদিশাস্ত্রব্যতিরেকে সম্যগ্ বেদাধ্যয়ন হয় না এবং সম্যগ্ বেদাধ্যয়ন ব্যতীত বেদরক্ষা সম্ভবপর হয় না—এইরূপ বলাই সঙ্গত। সকল কালে বা সকল অবস্থায় কি আচার্য্যবচনে ঐকান্তিক ভ্রম নিবৃত্ত হইতে পারে? কখনই নহে।

"ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাঽক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥"

ইত্যাদি নির্ব্বচন হইতে বুঝা যায় এবং প্রত্যক্ষও দেখা যায় যে, অল্পকাল পরেই আচার্য্যবচনে ভ্রমশঙ্কা উপস্থিত হয়। আচার্য্যাদির অবর্ত্তমানে কোনও একান্তচারী শিষ্যের শঙ্কা উঠিল—তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরো বিচরিতোঃ" না "ঈশ্বরো বিচরিতঃ"? এরূপস্থলে "ঈশ্বরে তোসুন্‌কসুনৌ" এই সূত্রজ্ঞানই উক্ত ভ্রমশঙ্কা নিরাসের কারণ হইয়া থাকে। অতএব কেবল শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধ বা সহাধ্যায়িসংসর্গ বেদরক্ষার হেতু হইতে পারে না।

মীমাংসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। ভাট্টচিন্তামণিতে বাঞ্চেশ্বর যজ্বা বলিয়াছেন—"ন চাধ্যেতৃপরম্পরয়া রক্ষাদিসিদ্ধিঃ। অধ্যাপকানাং প্রায়েণার্থানভিজ্ঞতয়া কচিদ্ 'অহোরাত্রাণি বিদধদ্' ইত্যত্র নিদধদিতি পাঠস্যেব দর্শনেন 'যথাভাগমাবৃষা ঈষত' ইত্যত্র ঈষত ইত্যপপাঠ ইতি সূত্র-ব্যাখ্যানেষু স্পষ্টমুক্তত্বেন চ পাঠস্যাবিশ্বসনীয়তয়া-পাঠবশেন রক্ষাদিনির্ণয়াসম্ভবাৎ। পণ্ডিতানামধ্যেতৄণাং সন্দেহনিবর্ত্তকত্বসম্ভবেঽপি তৈ র্ব্যাখ্যাকরণানুসারেণৈব নির্ণয়-করণান্ন দোষঃ"। (১।৩।৮ অধিকরণ—৯৯ পৃষ্ঠা, মাদ্রাজ-ল-জর্নল্ সংস্করণ)।

ব্যাকরণকে পুরুষার্থসাধন বলা যায়। কারণ ব্যাকরণদ্বারা বেদার্থজ্ঞান এবং বেদার্থজ্ঞানদ্বারা তত্তন্মন্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সুখ বা ঔপনিষদজ্ঞানজনিত মোক্ষ বস্তুতঃ ব্যাকরণপাঠেরই ফলস্বরূপ। এইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্‌মলানাং চিকিৎসিতম্।
পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রকাশতে॥" (বাক্য প০ ১।১৪)
"ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্ব্বণাম্।
ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ॥" (বাক্য প০ ১।১৬)

আমাদের মনে হয়, মুনিদ্বয়োক্ত বহুপ্রয়োজনের মধ্যে কেবলমাত্র বেদ-রক্ষাই ব্যাকরণের প্রয়োজনপ্রতিপাদনে পর্য্যাপ্ত। বেদরক্ষা না করিলে ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্ত হইবে, আর ব্যাকরণ-ব্যতীত বেদও রক্ষিত হইতে পারে না—এই বুঝিয়া পাণিনিমুনি ব্যাকরণের প্রয়োজন বলেন নাই। ইহা অসঙ্গত নহে, কারণ ক্ষুধার সময়ে ভোজন বা নিদ্রার সময়ে শয়ন যেমন উপদেশসাপেক্ষ নহে, সেইরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজনও স্বতঃসিদ্ধতাহেতু উল্লেখার্হ নহে। সুতরাং কবি ঠিক বলিয়াছেন—

"বরং হি জাতাস্তিময়ো গভীরে জলাশয়ে পঙ্কিনি নিত্যমূকাঃ।
ন মানবা ব্যাকরণপ্রয়োগপ্রবুদ্ধসংস্কারবিহীনবাচঃ॥"

২। উহ (Conjecture বা Supplying of ellipses)। এ সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"উহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈ র্লিঙ্গৈ র্ন চ সর্ব্বাভি র্বিভক্তিভি র্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাঃ। তে চাবশ্যং যজ্ঞগতেন পুরুষেণ যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"। অর্থাৎ 'সকললিঙ্গ এবং সকলবিভক্তি দ্বারা বৈদিকমন্ত্রসমূহ আম্নাত নহে। সুতরাং যাজ্ঞিকগণকর্ত্তৃক ঐ সকল মন্ত্রের যথাযথ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। ব্যাকরণে অভিজ্ঞতা ব্যতীত ঐরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ব্যাকরণ-পাঠ আবশ্যক।' কোনও কোন মীমাংসক কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"উহকার্য্য মীমাংসাশাস্ত্রের বিষয়, ব্যাকরণের নহে"। সেইজন্য উক্ত পূর্ব্বপক্ষীয় মীমাংসাসূত্রের বার্ত্তিকে কুমারিল লিখিয়াছেন—

"উহার্থমপি শব্দানাং ন ব্যাকরণমর্থবৎ।
উহস্যাপ্যন্যতঃ সিদ্ধেরূহ্যানূহ্যবিভাগবৎ॥"

(তন্ত্রবার্ত্তিক—২০৫ পৃ০ কাশীসংস্করণ)।

সিদ্ধান্তপক্ষে ইহার উত্তর দৃষ্ট নহে বলিয়া এস্থলে আমাদের কিছু আবশ্যক।

যে স্থলে যে পদের অর্থ অন্বিত হইতে পারে না সে স্থলে সেই পদ ত করিয়া অন্বয়ের যোগ্যার্থযুক্ত পদ যোজনা করা উহ; যেমন—নির্ব্বপণ সংস্ক "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এইরূপ মন্ত্র পঠনীয়, কিন্তু প্রোক্ষণসংস্ক 'নির্ব্বপামি'-পদের পরিবর্ত্তে 'প্রোক্ষয়ামি'-পদ পাঠ করিতে হয়; ইহাই উ "প্রকৃতির তুল্যই বিকৃতি করিবে"*—এইরূপ নিয়ম মীমাংসাশাস্ত্রে উপা হইয়াছে এবং তদনুসারে প্রকৃতির ধর্ম্ম বিকৃতিতে যোজিত হইয়া থাকে, কি বিকৃতিতে প্রকৃতিগত যে ধর্ম্ম অন্বিত হইতে পারে না তাহা ত্যাগ করিয়া কো অন্বয়যোগ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির উহ করা বৈয়াকরণিকের পক্ষেই সম্ভবপ সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাত† প্রকরণে বলিয়াছেন—"প্রকৃতৌ আম্নাতস্য ম বিকৃতৌ সমবেতার্থত্বায় তদুচিতপদান্তরস্য প্রক্ষেপেণ পাঠ উহঃ। তদ্‌যথা—অন্বে মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা ইতি প্রাকৃতপশুবিষয়ো মন্ত্রপাঠস্তস্য চ ম বিকৃতৌ পশুদ্বয়ে সতি অন্বেনৌ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ। পশুবহুত্বে সতি অন্বেন মাতা মন্যতামিত্যূহঃ কর্ত্তব্যঃ"। অর্থাৎ 'প্রকৃতিযাগে প্রযুক্ত মন্ত্রের বিকৃতিযা সমবেত-অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পদান্তরসংযোগপূর্ব্বক তদুপযোগী পাঠ কর নাম উহ। যেমন—'অন্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা' ইত্যাদি মন্ত্র প্রা পশুবিষয়ে পঠিত হইয়াছে, আবার এই মন্ত্রটী যখন বিকৃতিতে পঠিত হইবে ত সে স্থলে উহ করা আবশ্যক। প্রকৃতিতে একটী পশু, বিকৃতিতে দুইটী পশু, সুতর প্রকৃতিতে 'অন্বেনং মাতা মন্যতাম্' এই একবচনান্ত পাঠ হইলেও বিকৃতি 'অন্বেনৌ মাতা মন্যতাম্' এইরূপ দ্বিবচনান্তপাঠদ্বারা উহ করিতে হয়; আব বহুপশুস্থলে 'অন্বেনান্ মাতা মন্যতাম্' এইরূপ বহুবচনান্ত পাঠদ্বারা উ করিতে হইবে'। অতএব 'এনৌ' হইবে কি 'এনান্' হইবে তাহা ব্যাকর

---

* যে যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষশ্রুতিদ্বারা উপদিষ্ট হয় তাহার নাম প্রকৃতি, অ যে যজ্ঞের কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানমাত্র প্রত্যক্ষশ্রুতিদ্বারা উপদিষ্ট হয় তাহার নাম বিকৃতি বিকৃতিতে বিশেষাতিরিক্ত পদার্থের প্রাপ্তি অতিদেশ-দ্বারা হইয়া থাকে। সেইজন্য উ হইয়াছে—'প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিং কুর্য্যাৎ'।

† "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্বুধাঃ"।

সাপেক্ষ, নচেৎ কেবল বৃদ্ধব্যবহার দেখিয়া ঐ সকল মন্ত্র শুকপক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

সামবেদীয় প্রকৃতিভূত পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অর্ঘ্যানুষ্ঠান করিবার সময়ে বলিতে হয়—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ, বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ"; কিন্তু বিকৃতিভূত একোদ্দিষ্টে বলা হয়—"ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী, ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতাঽসি"। আবার প্রকৃতিভূত পার্ব্বণশ্রাদ্ধের উর্জ্জকক্রিয়ায় বলা হয়—"ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্" (শুক্ল যজুঃ ২।৩৪); কিন্তু বিকৃতিভূত একোদ্দিষ্টে বলিতে হয়—"ওঁ উর্জ্জং......পিতরম্"। এরূপ পাঠপরিবর্ত্তন কি ব্যাকরণ-জ্ঞান ব্যতীত কখনই সম্ভবপর? অতএব উহ্যানূহ্যবিভাগ মীমাংসাসিদ্ধ হইলেও তাহাতে ব্যাকরণের কোনও অপেক্ষা নাই—এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কেবল আমরা কেন, অনেক মীমাংসকও আমাদের ন্যায় ইহা স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য ভাট্টচিন্তামণিকার বলিয়াছেন—'এতেন কুশলাধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকত্বেন যাগে উহাদ্যুপপত্তে র্ন ব্যাকরণাপেক্ষেতি নিরস্তম্।" (ভাট্টচিন্তামণি—৯৯ পৃষ্ঠা)।

৩। আগম (Scripture)। মহাভাষ্যে লিখিত আছে—"আগমঃ খল্বপি—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চে'তি। প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কারণানুসন্ধান না করিয়া ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং তদ্দারা ধর্ম্ম অবগত হইবেন *—এই আগমও নিশ্চয় (ব্যাকরণপাঠের প্রয়োজন সূচনা করে)। ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান এবং প্রধানে যত্নবান্ হইলে ফল পাওয়া যায়'।

ইহার উপর কৈয়ট বলিয়াছেন—"আগমঃ প্রয়োজনঃ প্রবর্ত্তকো নিত্যকর্ম্মতাং ব্যাকরণাধ্যয়নস্য দর্শয়তি। প্রয়োজনশব্দেন চ ফলং প্রযোজকশ্চোচ্যতে"। এ সম্বন্ধে ভট্টোজিদীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে লিখিয়াছেন—"রক্ষোঽলাঘবাসন্দেহাখ্যানি চত্বারি ফলানি, আগমস্তু প্রবর্ত্তকঃ।" অর্থাৎ রক্ষাদিচতুষ্টয় ফল কিন্তু আগম তাহার প্রবর্ত্তক।

* পাঠক্রম হইতে অর্থক্রম বলবান্ বলিয়া শ্রৌত বাক্যটীর এইরূপ অনুবাদ করা হইল।

ব্যাখ্যা সুন্দর হইয়াছে কিন্তু প্রপঞ্চসহকারে ইহার সঙ্গতি-প্রতিপাদ্য আবশ্যক। প্রশ্ন হইয়াছে—ব্যাকরণের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে ঋষিদ্বয় বলিয়াছেন—রক্ষা, উহ, আগম, লাঘব এবং অসন্দেহ। ঋষিদ্বয় যদি আগমকে প্রয়োজন বলেন, তাহা হইলে আমরা অন্যরূপ কল্পনা করিতে পারি না।

আগম ব্যাকরণের প্রয়োজনরূপে উপন্যস্ত হওয়ায় মীমাংসার 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ' ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে—

"আগমো যস্তু নির্দ্দিষ্টঃ প্রয়োজন-বিবক্ষয়া।
কর্ম্মণাং নোচ্যতে তত্র কিং বেদাধ্যয়নং ফলম্ ॥*

সর্ব্বস্য হ্যনুষ্ঠাতব্যস্যাগমো মূলত্বেনাখ্যায়তে ন প্রয়োজনত্বেন" (তন্ত্রবার্ত্তিক-২০৭ পৃঃ কাশীসংস্করণ)।

মনে হয়, সিদ্ধান্তপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে ঠিক এই কথার খণ্ডন নাই বলিয়া কৈয়ট এবং ভট্টোজি ঋষিদ্বয়ের হৃদ্‌গত আশয় উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রয়োজনের ঐরূপ অর্থ দেখাইয়াছেন। কুমারিল স্বয়ং ঐ সকল কথা বলেন নাই, কারণ উহা পূর্ব্বপক্ষীর মুখে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে 'নাকৃৎস্নবিষয়ত্বাৎ' এই সিদ্ধান্ত সূত্রের বার্ত্তিকে ভট্টপাদ ব্যাকরণের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভাষ্যোদ্ধৃত 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' এই আগমটীর সহিত কাত্যায়নোক্ত তৃতীয় প্রয়োজনের কি সম্বন্ধ তাহা লইয়া স্পষ্টবাক্যে তিনি কিছুই বলেন নাই। যাহাই হউক, কৈয়ট যাহা বলিয়াছেন তাহা নারিকেলসম্মিত বচন। ইহার উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে প্রথমতঃ পতঞ্জলির বাক্যে অধ্যাহার করিয়া আগমকে ব্যাকরণের প্রয়োজনরূপে বুঝিতে হইবে।

---

* এই শ্লোক সম্বন্ধে ন্যায়সুধায় সোমেশ্বর ভট্ট লিখিয়াছেন—"যথাগমঃ খল্বপীত্যুপক্রম্য ব্রাহ্মণেন······জ্ঞেয়শ্চেতি স্মরণমাবশ্যকধর্ম্মজ্ঞানার্থং ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নবিধানার্থং ব্যাকরণাধ্যয়ন-প্রয়োজনত্বেনোপন্যস্তং তৎপ্রয়োজনং প্রয়োজনিভাববৈপরীত্যেন দূষয়তি—আগম ইতি। যৎ বেদাধ্যয়নং প্রতি প্রয়োজনভূতানাং কর্ম্মণাং নাধ্যয়নং প্রয়োজনং তথা ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নবিধায়ক-মাগমং প্রতি প্রয়োজনভূতস্য ব্যাকরণাধ্যয়নস্য নাগমপ্রয়োজনমিত্যুপালম্ভার্থঃ"। ইহার নিষ্কর্ষ এইরূপ—'প্রয়োজনভূত কর্ম্মের যেমন অধ্যয়ন প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ প্রয়োজনভূত ব্যাকরণ পাঠেরও আগম প্রয়োজন হইতে পারে না—ইহাই তিরস্কারের বিষয়'।

বেদরক্ষা, মন্ত্রাদির উহন, শব্দশাস্ত্রের লঘুতাসম্পাদন এবং শব্দে বা বাক্যে অসন্দিগ্ধতা—এই চারিটীকে যেভাবে ব্যাকরণের প্রয়োজন বলা যায়, ঠিক সেইভাবে অবশ্য আগমকে উহার প্রয়োজন বলা যায় না। কিন্তু ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন—'ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবে'। ইহা তাঁহার অলঙ্ঘ্য আদেশ। দেবীভাগবতে ভগবতী বলিয়াছেন—

"রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে হন্যতে ন কদাচন।
সর্ব্বেশান্যা মমাজ্ঞা সা শ্রুতি স্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ॥"

শ্রুতির আদেশ লঙ্ঘন করিলে ব্রাহ্মণের প্রত্যবায় হইবে এবং সেই প্রত্যবায়-পরিহারই ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নের প্রয়োজন। ব্যবহারক্ষেত্রে দেখা যায়, মাতৃভক্ত বালককে মাতা বলিলেন—তুমি নিত্য পাঠ কর। বালকও তদনুসারে নিত্য পাঠ করে, কিন্তু পাঠ করিলে কি যে হইবে তাহা সে জানে না বা বুঝেও না। কোনও ব্যক্তি বালককে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি নিত্য পাঠ কর দেখিতেছি, কিন্তু এ পাঠের প্রয়োজন কি? বালক বলিল—মাতার আদেশে পাঠ করি, মাতার আদেশ পালন না করিলে পাপ হয়, সুতরাং সেই পাপপরিহারই পাঠের প্রয়োজন। আমরা নিত্য সন্ধ্যা করি, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'। যদি কেহ বলেন, সন্ধ্যার প্রয়োজন কি? আমরা বলিব—'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই শ্রৌতাদেশলঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায় পরিহারই সন্ধ্যার প্রয়োজন। এই জাতীয় চিন্তাধারা হৃদয়ে লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"আগমঃ খল্বপি"। অর্থাৎ 'ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ঃ' ইত্যাদি শ্রৌতাদেশভঙ্গজনিত প্রত্যবায় পরিহারও ব্যাকরণের প্রয়োজন। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আমরা এখন অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আগমকে উদ্দেশ করিয়া ব্যাকরণাধ্যয়নে প্রবৃত্তি আসে বলিয়া আগম ব্যাকরণের প্রবর্ত্তক, আর সেই প্রবৃত্তিহেতু রক্ষাদিচতুষ্টয় স্বতঃ সাধিত হয় বলিয়া তাহারা উহার ফলমাত্র।

নাগেশভট্টের প্রধান শিষ্য বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বলেন, "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" এই নির্ব্বচনটী পতঞ্জলিকর্তৃক ভাষ্যে শ্রুতিরূপে উপন্যস্ত হইলেও কুমারিল উহাকে স্মৃতি বলিয়াছেন। এইজন্য উদ্দ্যোতচ্ছায়ায় তিনি লিখিয়াছেন—"যত্তু 'ব্রাহ্মণেন……' ইত্যাদিঃ শ্রুতি র্ন',

পঠ্যমানবেদেষ্বনুপলভ্যত্বাৎ, তস্মাৎ স্মৃতিরেবেয়মিতি ভট্টৈরুক্তম্। তন্ন, ভাষ্যোক্তাগমপদাস্বারস্যাপত্তে স্তস্য বেদপরত্বেনোপপত্তাবুপচরিতস্মৃতিপরত্বানৌচিত্যাচ্চ পঠ্যমানস্মৃতিষ্বনুপলভ্যস্য তুল্যত্বাচ্চ''। পায়গুণ্ডেমহোদয় এ সকল কথা বলেন কেন? ভট্টপাদ ত ঐ শ্রুতিটীকে স্মৃতি বলেন নাই। সোমেশ্বর অবশ্য ন্যায়সুধায় ভট্টপাদোক্ত শ্লোকব্যাখ্যাকালে 'স্মরণ'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু স্মৃত্যর্থে অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রার্থে ঐ 'স্মরণ'শব্দ প্রযুক্ত নহে। সে যাহাই হউক।

আগমপ্রয়োজনের খণ্ডনোপলক্ষে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"কথং চাদিমতা সিধ্যেদ্ বেদেনানাদিনা বিধিঃ" অর্থাৎ অনাদিবেদে সাদিব্যাকরণসম্বন্ধীয় বিধি থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের মতে শাস্ত্রপূর্ব্বিকা শিষ্টি বলিয়া ব্যাকরণও অনাদি। কারণ বেদের সহিত ব্যাকরণের যখন অঙ্গাঙ্গিভাব আছে তখন অঙ্গব্যতিরেকে অঙ্গীর অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। ঋষিরা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন নাই। বেদে অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র; অথবা বেদে অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ তাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র। সেইজন্য ভাস্করপুত্র ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—"ঋষি র্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যবঃ, তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ত ঋষয়োঽভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।" (নৈঘণ্টুকাণ্ড ২।১১)। ইন্দ্রকর্তৃক বেদ প্রথমে ব্যাকৃত হয় এবং তারপর ঋষিরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। বেদে ব্যাকরণের বিষয় না থাকিলে কি উহা ব্যাকৃত হইয়াছিল? দার্শনিকেরা বলেন —"নাসদুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।" স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"।

ব্যাকরণকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্যে আম্নাত হইয়াছে—"বেদানাং বেদঃ" (৭।১)। ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—'ব্যাকরণকেই বেদের বেদ বলা হইতেছে, কারণ পদাদিবিভাগপূর্ব্বক ব্যাকরণদ্বারাই ঋগ্বেদাদির জ্ঞান হইয়া থাকে'। সেইজন্য মহর্ষিগণ ব্যাকরণকে বেদাপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। স্কান্দেও স্মৃত হইয়াছে—

> "আপঃ পবিত্রং পরমং পৃথিব্যা অদ্ভ্যঃ পবিত্রং পরমং হি মন্ত্রাঃ।
> তেষাং চ সামর্গ্‌যজুষাং পবিত্রং মহর্ষয়ো ব্যাকরণং নিরাহুঃ॥"

অর্থাৎ মৃত্তিকা অপেক্ষা জল পবিত্র, জল অপেক্ষা মন্ত্র আরও পবিত্র, এবং সেই সকল মন্ত্রাপেক্ষা মহর্ষিপ্রোক্ত ব্যাকরণ আবার আরও পবিত্র। ইহাতে মন্ত্রাদি নিন্দিত হয় নাই, কিন্তু ব্যাকরণসাহায্যে যথাযথ স্বরাভিব্যক্তি এবং অর্থাববোধ হইলেই মন্ত্রের ফল পাওয়া যায় বলিয়া ইহার দ্বারা ব্যাকরণ প্রশংসিত হইয়াছে।

গৌতমস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে কোনও কোন প্রমাণভূত ঋষিসম্প্রদায় ষড়ঙ্গকেও বেদ বলিতেন। সেইজন্য ভগবান্ গৌতম বলিয়াছেন—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ং ষড়ঙ্গমেকে"। ইহাতে টীকাকার বলিয়াছেন—"যদ্যপি ষড়ঙ্গানি সাক্ষান্ন প্রমাণং তথাপি প্রমাণভূতপরোক্ষবেদানুমানদ্বারা ধর্ম্মে প্রমাণমিত্যাশয়েন বেদত্বমিত্যুক্তম্"। টীকাকারের দৃষ্টি ব্যাবহারিকী, তাত্ত্বিকী নহে। যাহাই হউক, সাধারণতঃ এ সকল কথা অর্থবাদরূপে গৃহীত হইলেও ব্যাকরণ যে বেদের অন্তরঙ্গ, সুতরাং নিত্য—তাহা কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। এ কেবল আমাদের সিদ্ধান্ত নহে। "নাকৃৎস্নবিষয়ত্বাৎ" এই বার্ত্তিকধৃতসূত্রের ব্যাখ্যাবসানে কুমারিলভট্টও উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"যত্ত্বাদিমদ্ব্যাকরণজ্ঞানতৎপূর্ব্বকপ্রয়োগফলসম্বন্ধোঽনাদিবিধিমন্ত্রো নাবকল্পত ইতি তত্র যূপাদিকরণবদ্ব্যাকরণপরম্পরানাদিত্বাদনুপালম্ভঃ। তস্মাদেষা ব্যাকৃতেতি চ ব্যাকরণব্যবহারনিত্যত্বমুক্তম্।

> ন চৈষা সম্প্রদায়েন ব্যাকৃতেত্যভিধীয়তে।
> তত্র হ্যচ্যত ইত্যেব ব্যাকৃতেতি তু নিষ্ফলম্॥

যদপি চ মনুনা পঙ্‌ক্তিপাবনমধ্যে বেদাদেবোপলভ্যোক্তম্ 'যশ্চ ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেঽধ্বরমি*'তি, তেনাপি পূর্ব্বপশ্চাদুক্তাধীত-বেদত্বযজ্ঞমীমাংসনব্যতিরিক্তবিষয়েণ সতাবশ্যমেতদেব ব্যাকরণজ্ঞানমাশ্রয়িতব্যমিতি তন্নিত্যত্বসিদ্ধিঃ।" (তন্ত্রবার্ত্তিক ২৪১ পৃঃ, কাশীসংস্করণ)।

ব্যাকরণের তৃতীয়প্রয়োজনবিষয়ে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—"আগমঃ খল্বপি। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি। প্রধানঞ্চ ষট্-

---

* সম্পূর্ণশ্লোকটী এইরূপ—

> "যশ্চ ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেঽধ্বরম্।
> তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনৌ॥"

স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্।” ষড়ঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত। কিন্তু কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না। সেইজন্য “প্রয়োগোৎপত্ত্য-শাস্ত্রত্বাৎ…” এই সূত্রীয়বার্ত্তিকে তাঁহাদেরই মতবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে—

“ষড়ঙ্গো বেদ ইত্যুক্তং শ্রুতিলিঙ্গাদ্যপেক্ষয়া।
তৈঃ ষড়্ভিঃ প্রবিভক্তঃ সন্ স হি কর্ম্মবিবোধনঃ॥”

(তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃ০ ২০৮, কাশীসংস্করণ)।

অভিপ্রায় এই যে, “শ্রুতিলিঙ্গবাক্য……” (৩।৩।১৪) ইত্যাদি-মীমাংসাসূত্রোক্ত শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা—এই ছয়টী বেদাঙ্গ; সুতরাং ষড়ঙ্গশব্দের দ্বারা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এবং নিরুক্ত উদ্দিষ্ট নহে। বস্তুতঃ কিন্তু শ্রুত্যাদি ছয়টী প্রমাণ পদার্থনিরূপণেই প্রযুক্ত হয়, সুতরাং শিক্ষাদির পরিবর্ত্তে উহাদিগকে বেদাঙ্গ বলা যায় কি না তাহা এক্ষণে পরীক্ষার বিষয়। অপৌরুষেয় বাক্যই (Revelation) বেদ। উহা পঞ্চবিধ—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ এবং অর্থবাদ। তন্মধ্যে বিধি চারিপ্রকার—উৎপত্তি-বিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি এবং প্রয়োগবিধি। উক্ত বিনিয়োগবিধির সহকারিভূত ৬টী প্রমাণ আছে—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা। নিরপেক্ষ রবের নাম শ্রুতি (Direct assertion)। ইহা ত্রিবিধ—বিধাত্রী, অভিধাত্রী এবং বিনিযোক্ত্রী। লিঙ্গ অর্থাৎ সামর্থ্য (Indirect implication)। ইহা দ্বিবিধ—শব্দসামর্থ্য এবং অর্থসামর্থ্য। পদান্তরসমভিব্যাহারের নাম বাক্য (Syntactical connection)। ইহা দ্বিবিধ—মহাবাক্য এবং অবান্তরবাক্য। প্রকরণ অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা (Context)। ইহাও দ্বিবিধ—মহাপ্রকরণ এবং অবান্তরপ্রকরণ। স্থান অর্থাৎ সন্নিধি (Position)। ক্রম ইহার নামান্তর। ইহাও দ্বিবিধ—পাঠসাদেশ্য এবং অনুষ্ঠানসাদেশ্য। সমাখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা (Name)। ইহাও দ্বিবিধ—বৈদিকী এবং লৌকিকী। মীমাংসাশাস্ত্রে এই সকল প্রমাণসম্বন্ধে পূর্ব্বপূর্ব্ববিষয়ের প্রাবল্য এবং উত্তরোত্তর বিষয়ের দৌর্ব্বল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেমন—বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল, কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা উহা দুর্ব্বল।

বেদ যদি বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ এবং অর্থবাদ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় তবে ইহাদিগকেই বেদের অঙ্গ বলা উচিত। এরূপ হইলে বিধিরূপ বেদাঙ্গের প্রাগুক্ত উৎপত্তিবিনিয়োগাদি বিভাগচতুষ্টয়কে বেদের প্রত্যঙ্গ বলিতে হইবে। বিনিয়োগনামক একটীমাত্র প্রত্যঙ্গের শ্রুতিলিঙ্গাদি বিভাগকে আবার বেদের অঙ্গরূপে কল্পনা করা কি সঙ্গত ?

কেহ কেহ বলেন, কুমারিলভট্ট উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধানে বলিয়াছেন—

সম্ভব-ব্যভিচারাভ্যাং স্যাদ্বিশেষণসম্ভবঃ।
শ্রুত্যাদ্যব্যভিচারাত্তু তৈরঙ্গৈঃ কিং বিশেষ্যতে॥
(তন্ত্রবার্ত্তিক—২০৮ পৃঃ, কাশীসংস্করণ)।

অর্থাৎ শ্রুতিলিঙ্গাদি বেদে অন্তর্নিহিত থাকায় তাহাদের জন্য আর কোনও বিশেষণের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ব্যাকরণাদি বহিরঙ্গের জন্যই 'ষড়ঙ্গ' শব্দটী বিশেষণরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা কিন্তু এ কথা স্বীকার করি না, কারণ উহা পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপ-বিশেষ। আর ছন্দোব্যাকরণাদি কি বেদে অন্তর্নিহিত নহে? ঋক্‌প্রাতিশাখ্য অনুসরণপূর্ব্বক যাস্ক বলিয়াছেন—"পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা।" (নিরুক্ত ১।১৭।৪)। ইহা লইয়া নিরুক্তভাষ্যকার বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হ্যভিব্যজ্যমানঃ পূর্ব্বমৃষের্মন্ত্রদৃশঃ সংহিতয়ৈবাভিব্যজ্যতে, ন পদৈঃ। অতশ্চ সংহিতামেব পূর্ব্বমধ্যাপয়ন্ত্যনূচানা ব্রাহ্মণাঃ, অধীয়তে চাধ্যেতারঃ। অপি চ যজ্ঞকর্ম্মণি সংহিতয়ৈব বিনিযুজ্যন্তে মন্ত্রা ন পদৈঃ।" ছন্দঃ এবং সন্ধিসমাসাদি লইয়া বেদ আবির্ভূত হইয়াছেন। সেইজন্য প্রাচীনকালে ঋষিদের যাগাদিব্যাপারে এবং বর্ত্তমানে আমাদেরও পূজাদি অনুষ্ঠানে ছন্দঃসন্ধিসমাসাদিযুক্ত মন্ত্র উচ্চরিত হইয়া থাকে। কেবল ইহাও নহে, ছন্দঃ ত্যাগ করিয়া বা সন্ধিসমাসাদির বিশ্লেষণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার ফলও এ পর্য্যন্ত শ্রুত নহে। অতএব বেদের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত বলিয়া ব্যাকরণকে উহার অন্তরঙ্গ বলা যায়। তবে যে ব্যাকরণাদিকে স্মৃতি বলা হয় তাহা ঋষিপ্রোক্ত সূত্রাদিভাগসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ব্যাকরণের এই অংশ অবশ্য বেদের বহিরঙ্গ। ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ বলিয়া শিক্ষাশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মুখসম্বন্ধেও উক্ত বহিরঙ্গাদিভাব কল্পনা করা

যাইতে পারে। মুখের যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বহিরঙ্গ, আর ভিতরে যে সকল যন্ত্রের দ্বারা স্বাদগ্রহণ বা শব্দোচ্চারণাদি হইয়া থাকে তাহাই মুখের অন্তরঙ্গ। অতএব—

"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থ-বিচারণে॥"

এই মীমাংসাশাস্ত্রের ন্যায়ানুসারেই—"সম্ভবব্যভিচারাভ্যাম্………" ইত্যাদি শ্লোকের বিষয় প্রত্যাখ্যাত হইল।

ব্যাকরণাদির বেদাঙ্গত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥"

নন্দিপুরাণেও শ্লোকটী অনুস্মৃত হইয়াছে। ব্যাকরণাদির বেদাঙ্গত্ব স্মরণপূর্ব্বক বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতা শ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥"

সম্ভবতঃ মুণ্ডকোপনিষদ্ই এই সকল স্মৃতির আকর। উহাতে আম্নাত হইয়াছে —"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (৫)। বেদ-চতুষ্টয়ের সহিত সমাম্নায়হেতু শিক্ষাদির বেদাঙ্গত্ব উপপন্ন হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বেদবেদাঙ্গের বিভাগ আবশ্যক নহে। তথাপি উহাদের বিভাগ কেন হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ। তেঽব-রেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষু র্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ" (নিরুক্ত ১।২০।২)। অর্থাৎ 'সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণের নিকট হইতে মন্ত্রের তত্ত্বোপদেশ পাইয়া অসা-ক্ষাৎকৃতধর্ম্মা পুরুষগণ শ্রুতর্ষি হইয়াছিলেন এবং তারপর মন্ত্রের তত্ত্বগ্রহণে অসমর্থ

পুরুষগণকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য উক্ত শ্রুতর্ষিগণই তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা-বশতঃ বেদবেদাঙ্গের বিভাগ করিয়াছিলেন।'

"নাকৃৎস্নবিষয়ত্বাৎ" এই বার্ত্তিকধৃত সূত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টপাদ ব্যাকরণাদির বেদাঙ্গত্ব, শাস্ত্রত্ব ও প্রমাণত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"অতশ্চ বেদমূলত্বে সত্যেবং প্রতিপাদিতে।
প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বং যদুক্তং তদসৎকৃতম্॥
যচ্চাস্য কৃত্রিমত্বেন স্বতঃ শাস্ত্রত্ববাধনম্।
তৎ প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধং স্যাদচন্দ্রশশিবাক্যবৎ॥

শাস্ত্রশব্দো যদি তাবদ্রূঢ়স্ততশ্চতুর্দ্দশসু তাবদ্বিদ্যাস্থানেষু শাস্ত্রস্থানামেব প্রসিদ্ধস্তদন্তর্গতত্বাচ্চ ব্যাকরণস্য শাস্ত্রত্বনিরাকরণানুপপত্তিঃ। অথাপি শিষ্যতে-হনেনেতি শাস্ত্রত্বমন্বর্থমিষ্যতে তথাঽপি ব্যাকরণেন সাধুশব্দাঃ শিষ্যন্তে তদনুগমোপায়া বা প্রকৃতিপ্রত্যয়াদয়স্তদভিযুক্তশিষ্যজনো বেতি সর্ব্বথা শাস্ত্রশব্দ-প্রবৃত্তিরবিহতা।

প্রসিদ্ধমপি শাস্ত্রত্বং যস্তু তর্কেণ বারয়েৎ।
বেদস্যাপি স নিত্যত্বাদ্ব্যোমবদ্বারয়িষ্যতি॥

যথৈব হি ব্যাকরণাদীনাং কৃত্রিমকাব্যোপনিবন্ধসাধর্ম্ম্যাচ্ছাস্ত্রত্বং প্রতিষেদ্ধুমধ্য-বসীয়তে, তথাঽঽকাশদিক্কালাত্মনাং পরমাণুদৃষ্টান্তবলেন নিত্যত্বাদ্ বেদস্যাশাস্ত্রত্ব-মপ্যনয়ৈনৈব ক্রিয়েত। যো হি নাগরিকভাষাভিজ্ঞতয়া গ্রামীণৈর্মাতাপিতরাবপি শুক্লবচনৈরভিদধীত স কেনান্যেন বার্য্যেত।

পরত্রাবিনয়ং কুর্ব্বন্ পিতৃভ্যাং বার্য্যতে সুতঃ।
তয়োরেবাবিনীতস্য কো ভবেদ্বিনিবারকঃ॥
তথা বহিরসংবদ্ধং বদন্ বেদেন বার্য্যতে।
সাঙ্গেন তং পুনর্নিঘ্নন্ কেনান্যেন নিবার্য্যতে॥
ক্রুদ্ধো যো নাম যং হন্তি স তস্যাঙ্গানি কৃন্ততি।
কৃত্তাঙ্গস্য ততস্তস্য বিনাশঃ কিয়তা ভবেৎ॥
তেন ত্রয়ীং দ্বিষন্ পূর্ব্বং বেদাঙ্গান্যেব লুম্পতি।
ততস্তেনৈব মার্গেণ মূলান্যন্যস্য কৃন্ততি॥

শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণত্বে হেতুপূর্ব্বং নিরূপিতে।
অঙ্গানামপ্রমাণত্বমশাস্ত্রত্বং চ কো বদেৎ॥"
(তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃ০ ২৮৫, আনন্দাশ্রম)।

স্থূলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—"ব্যাকরণের বেদমূলত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ......' ইত্যাদি সূত্রীয় বার্ত্তিকে ব্যাকরণের অশাস্ত্রত্বসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বাধিত হইল। চন্দ্রের চন্দ্রত্ব যেমন অস্বীকার করা যায় না সেইরূপ ব্যাকরণের শাস্ত্রত্বও অস্বীকার করা যায় না, কারণ উহা চিরপ্রসিদ্ধ। শাস্ত্রশব্দদ্বারা যখন চতুর্দ্দশ বিদ্যার গ্রহণ সুপ্রসিদ্ধ এবং ব্যাকরণ যখন সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্গত, তখন ব্যাকরণের শাস্ত্রত্ব কিরূপে ব্যাহত হইতে পারে? 'শিষ্যতেঽনেন'—এই অর্থে শাস্ত্রশব্দ রূঢ়। সুতরাং যদ্দ্বারা সাধুশব্দ শাসিত, প্রতিপালিত বা উপদিষ্ট হয় তাহাই শাস্ত্র*। শাস্ত্রশব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে ব্যাকরণও শাস্ত্র†। কারণ ব্যাকরণে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিদ্বারা সাধুশব্দসমূহ শাসিত, প্রতিপালিত বা উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কৃত্রিম কাব্যাদির ন্যায় ব্যাকরণেরও কৃতকত্বহেতু শাস্ত্রত্ব নাই—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ এরূপ বলিলে নিত্যত্ববিষয়ে আকাশাদির সহিত সাদৃশ্যহেতু বেদেরও শাস্ত্রত্ব ব্যাহত হইতে পারে। অর্থাৎ নিত্য হইলেই যদি শাস্ত্র হয় তবে নিত্য আকাশাদিকে শাস্ত্র বলা হয় না কেন? নগরের সৌজন্য শিখিয়া কেহ কাহারও প্রতি গ্রাম্যজনোচিত কুব্যবহার করিলে পিতামাতাই তাহাকে শাসন করেন, কিন্তু পিতামাতার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলে তাহাকে আর কে শাসন করিবে? বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রে সন্দেহ আসিলে তাহার নিরাকরণে বেদই চরম প্রমাণ, কিন্তু বেদ বা বেদের অঙ্গসম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে তবে তাহার সন্দেহ আর কে অপনোদন করিবে? ক্রোধবশতঃ যদি কেহ কাহারও অঙ্গসমূহ কর্ত্তন করে তাহা হইলে অঙ্গীর সত্তা যেমন অত্যন্ত বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ ষড়ঙ্গের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে তন্মূলস্বরূপ বেদের প্রামাণ্যও অত্যন্ত তিরোভূত হইয়া পড়িবে। অতএব শ্রুতিস্মৃতির শাস্ত্রত্ব এবং প্রমাণত্ব যখন যুক্তিসহকারে প্রতিপাদিত হইল তখন

---

* "প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥"

† শিষ্যন্তেঽসাধুশব্দেভ্যো বিবিচ্য জ্ঞাপ্যন্তেঽনেনেতি শাস্ত্রম্।

তাহাদের অঙ্গস্থানীয় ব্যাকরণাদির শাস্ত্রত্ব এবং প্রমাণত্ব কে অস্বীকার করিতে পারে ?

(৪) লঘুতা (Simplification)। পতঞ্জলি বলেন—"লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণং 'ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া' ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা জ্ঞাতুম্"। অর্থাৎ 'শব্দশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অবশ্য জ্ঞেয়, কিন্তু ব্যাকরণ-ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান হইতে পারে না।' ঋষির অভিপ্রায় এই যে, পুরাকল্পের পদ্ধতি অনুসারে প্রতিপদপাঠদ্বারা শব্দজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা সামান্যবিশেষাত্মক নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক শব্দজ্ঞান সুলভ হয় বলিয়া ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক।

ইহার উপর তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছে—

"যদি বা গৌরবস্যৈব লঘুত্বমুপচর্য্যতে।
বিপর্য্যয়াপদেশেন শূরে কাতরশব্দবৎ ॥

লোকপ্রসিদ্ধানামেব শব্দানামত্যন্তবিষমধাতুগণোণাদিসূত্রাদিভিরলৌকিক-সংজ্ঞাপরিভাষানিবদ্ধপ্রক্রিয়ৈরনবস্থিতস্থাপনাক্ষেপসিদ্ধান্তবিচারৈঃ ক্লেশেনান্তং গত্বা যথাবস্থিতানুবাদমাত্রমেব ক্রিয়তে, তথাপি চোদাহরণব্যতিরিক্তেষু কস্যচিদেব লক্ষণযোজনসামর্থ্যং দৃশ্যতে। তেনাত্যন্তগুরুঃ সন্নয়মুপায়স্তুত্যর্থমেব লঘুরিত্যুপ-চরিতঃ।" (তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃঃ ২০৯, কাশীসংস্করণ)। এ সকল কথার নিষ্কর্ষ এইরূপ—'শূরে কাতরশব্দের ন্যায় গুরুত্বে লঘুতার উপচারহেতু বিরোধিলক্ষণান্যায়ে গুরুকে লঘু বলা হইয়াছে। লোকপ্রসিদ্ধ শব্দ লইয়া অলৌকিক সংজ্ঞাপরিভাষানিবদ্ধ কতকগুলি প্রক্রিয়াসহকারে বিষমধাতুপ্রত্যয়সূত্রাদির প্রয়োগপূর্ব্বক ভাষ্যে নিনিমিত্তক আক্ষেপসমাধানাদির দ্বারা বহুক্লেশে সেই পূর্ব্বপরিচিত শব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যাকরণে তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতেও আবার উদাহরণ ব্যতীত শব্দান্তরবিশেষে ক্বচিৎ কাহারও লক্ষণ যোজনা করিবার সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। অতএব বলিতে হইবে, অত্যন্ত গুরুবিষয়ের স্তুতি করিবার জন্যই তাহাতে লঘুতা আরোপ করা হইয়াছে।'

"প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ···" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে ভট্টপাদ এই সকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তুচ্ছতাবোধে সিদ্ধান্তপক্ষীয়সূত্রের বার্ত্তিকে তিনি বিশেষভাবে উহাদের খণ্ডন করেন নাই। সুতরাং এস্থলে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

শব্দের সাধ্বসাধুত্বজ্ঞান ব্যতীত অধ্যাপনা সম্ভবপর নহে। আর এক একটি শব্দের উপদেশদ্বারা অধ্যাপনাও দুঃসাধ্য। এরূপ অবস্থায় সামান্যবিশেষের অনুগমক লক্ষণ ব্যতীত পঠনপাঠনের সৌকর্য্য হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—'বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম"। অর্থাৎ 'দিব্যপরিমাণসিদ্ধ সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত বৃহস্পতি ইন্দ্রকে শব্দপারায়ণ-নামক শব্দশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার উপদেশ নিঃশেষিত হয় নাই।' প্রতিপদপাঠের অসাধ্যতা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি ঐরূপ বলিয়াছেন। বৃহস্পতির ন্যায় অধ্যাপক, ইন্দ্রের ন্যায় অধ্যেতা, আর দিব্যপরিমাণসিদ্ধ সহস্রবৎসরের ন্যায় অধ্যয়নকাল—তথাপি পঠনপাঠন শেষ হইল না, সুতরাং কলিকালে আমাদের ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বল্পায়ুঃ ব্যক্তির পক্ষে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন—শাস্ত্রের লঘুতাসম্পাদনের জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের একটি বৃত্তি বলিয়া শব্দ অবশ্যই তাঁহার জ্ঞেয় কিন্তু শব্দের অনন্তত্বহেতু সামান্যবিশেষরূপ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্বল্পায়াসে তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এ কথার প্রপঞ্চ করিবার জন্য ভাষ্যের স্থানান্তরে তিনি বলিয়াছেন—"কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ? কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যম্। যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্। কিং পুনস্তৎ? উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কশ্চিদপবাদঃ। কথংজাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ, কথংজাতীয়কোঽপবাদঃ? সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ। তদ্‌যথা—কর্ম্মণ্যণ্। তস্য বিশেষেণাপবাদঃ। তদ্‌যথা—আতোঽনুপসর্গে কঃ"। (পস্পশা—পৃঃ ৬, কীল্‌হর্ণ্)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'তাহা হইলে কি উপায়ে শব্দজ্ঞান লাভ করা যায়? কোনও সামান্যবিশেষভাবাত্মক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দ্বারা অনায়াসে অনেকানেক শব্দ জানা যাইতে পারে। সামান্যবিশেষভাবাত্মক উপায় কি? উৎসর্গ এবং অপবাদ। সামান্যবিধিই উৎসর্গ, আর বিশেষবিধিই অপবাদ। উহাদের ব্যবস্থা কিপ্রকার? সামান্যবিধি যেমন—"কর্ম্মণ্যণ্" (৩।২।১) অর্থাৎ কর্ম্ম উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হইবে। ইহা সামান্যতঃ সকল ধাতুসম্বন্ধীয় বিধি। আর "আতোঽনুপসর্গে কঃ" (৩।২।৩) অর্থাৎ কর্ম্ম উপপদে থাকিলে অনুপসর্গ আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হইবে—ইহা আকারান্ত ধাতুসম্বন্ধে বিশেষ বিধি। এইরূপ উপায়াবলম্বনে বিশেষ ফললাভ হওয়ায় প্রাচীনেরা বলিতেন—

"ঋষয়োঽপ্যুপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥"*
(নিরুক্তভাষ্য—১২ পৃঃ, আনন্দাশ্রম)।

সামান্যবিশেষসম্বন্ধীয় নিয়ম মনুষ্যকৃত নহে, উহা স্বভাবসিদ্ধ। স্মরণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা জানেন, ভিন্ন ভিন্ন শব্দসমূহ শ্রুতিগোচর হইলে মস্তিষ্কে উহারা স্বতঃ সামান্য-বিশেষ-নিয়মেই রক্ষিত হইয়া থাকে এবং তদনুসারে উহারা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। তবে ঋষিরা অবশ্য প্রকৃতির এই নিয়ম অনুভব করিয়াই উৎসর্গাপবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণের চিরপ্রসিদ্ধ নিয়মে যদি গুরুত্ব থাকে তাহা হইলেও উহা শ্রুতি-সম্মত। চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি[1] বৈদিকগ্রন্থে ব্যাকরণের নানাবিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঐতরেয়ারণ্যকস্থ সংহিতোপনিষদের প্রারম্ভে ব্যাকরণবিষয়িণী যে সকল বার্ত্তার সন্নিবেশ আছে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়াই অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"এঙি পররূপম্" (৬।১।৯৪), "এঙঃ পদান্তাদতি" (৬।১।১০৯), "অমি পূর্ব্বঃ" (৬।১।১০৭) ইত্যাদি। গোপথব্রাহ্মণে ব্যাকরণের বহু বিষয় উপন্যস্ত হইয়াছে, যেমন—"ওঁকারং পৃচ্ছামঃ। কো ধাতুঃ? কঃ প্রত্যয়ঃ? কঃ স্বরঃ? কিং প্রাতিপদিকম্? কিং নাম? কিমাখ্যাতম্? কিং লিঙ্গম্? কিং বচনম্…" ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত উপলেখসূত্র[2] গাণী[3] পদগাঢ়[4] প্রাতিশাখ্যাদি শ্রৌত-গ্রন্থেও ব্যাকরণের অনেক বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদে অসংখ্য কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত সমাসান্ত এবং সুপ্‌তিঙন্তাদি পদের প্রয়োগ আছে। সে সকল বিষয়ের ভাগ-প্রবিভাগদ্বারা আমাদের স্মৃতিসৌকর্য্য সম্পাদন করিবার জন্য সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা শাকল্য আপিশলি কাশকৃৎস্ন শকটি শাকটি শাকটায়ন গালব পাণিনি কাত্যায়ন পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণ যে সকল নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করা কেবল অশিষ্টতার পরিচয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আর নিয়মের

* "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" (২।১।৭।৩২) এই মীমাংসা-সূত্রের ভাষ্যে এবং তন্ত্রবার্ত্তিকে এতৎসদৃশ শ্লোক দৃষ্ট হয়।

1. See Vedic Mss. No 287 in the Asiatic Society of Bengal.
2. „ „ „ No 262 „
3. „ „ „ No 256 „
4. „ „ „ No 258 „

লঘুত্ব বা গুরুত্ব বলিয়া কোনও বস্তুধর্ম্ম নাই, কারণ উহা আপেক্ষিক বুদ্ধির ক্ষণস্থায়ী পরিণামবিশেষ।

সূত্রদ্বারা লাঘব-সম্পাদন প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মীমাংসাশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহু র্মনীষিণঃ॥"

ভাল, তবে কেন সূত্রাদিদ্বারা শব্দশাস্ত্রের লঘুতাসম্পাদনে কোনও কোন মীমাংসক বিমুখ হইয়াছেন? বোধ হয়, মীমাংসাশাস্ত্রে নিমগ্ন বলিয়া শব্দশাস্ত্রে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ইহা বিচিত্র নহে। সূক্তিও আছে—"পিত্তেন দূনে রসনে সিতাঽপি তিক্তায়তে"। অতএব লঘুতাসম্বন্ধে কোনও কোন মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া "প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রীয় বার্ত্তিকে যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে তাহা যুক্তিসহ নহে। সেই জন্য সিদ্ধান্তপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে ভট্টপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যথৈব লৌকিক-প্রতিপদপাঠস্যাশক্যত্বমেবং বেদেঽপি সর্ব্বশাখাগতান্ সকৃদপি শ্রোতুমশক্তিঃ কিমুতাধ্যেতুম্।

প্রকৃতিপ্রত্যয়ানন্ত্যাদ্ যাবন্তঃ পদরাশয়ঃ।
লক্ষণেনানুগম্যন্তে কস্তানধ্যেতুমর্হতি॥"

(তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃঃ ২৭৯, আনন্দাশ্রম)।

ভাট্টচিন্তামণিতে বাঞ্চেশ্বর যজ্বাও লিখিয়াছেন—"যদপি লাঘবং নাস্তী-ত্যুক্তম্, তদপি ন। সুপ্‌তিঙাদ্যেকজাতীয়প্রত্যয়কল্পনেন কোটিশব্দানুগমদর্শনেন লাঘবানপায়াৎ"। (৯৯ পৃঃ, মাদ্রাজ-ল-জর্ণাল্ সংস্করণ)।

(৫) অসন্দেহ (Removal of doubts)। পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি—'স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্‌-বাহীমালভেতে'তি। তস্যাং সন্দেহঃ—স্থূলা চাসৌ পৃষতী* চ স্থূলপৃষতী, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ততো বহুব্রীহিঃ। অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং ততস্তৎপুরুষ ইতি।" অর্থাৎ সন্দেহনিরাসের জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক। যাজ্ঞিকগণ বলেন—

* টীকাকার কৃষ্ণাচার্য্য বলেন—পৃষতী শ্বেতবিন্দুমতী মৃগী। উহা অনোবহনযোগ্যা অর্থাৎ শকটবহনযোগ্যা বলিয়া অনড্‌বাহী। মেরুপ্রদেশে তুষারযানবাহী মৃগের কথা সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসারে এরূপ অর্থের সঙ্গতি হয় না।

স্থূলপৃষতী আগ্নিবারুণী অনড্‌বাহী আলম্ভন করিবে। এস্থলে 'স্থূলপৃষতী' শব্দের বহুব্রীহিসমাসদ্বারা স্থূল পৃষৎ অর্থাৎ বিন্দু (Spot) আছে যার এইরূপ গবী গ্রহণ করিতে হইবে, না কর্ম্মধারয়সমাসদ্বারা স্থূলা এবং পৃষত্বতী অর্থাৎ বিন্দুমতী (brindled) গবী গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা লইয়া ঋত্বিগ্‌গণের সন্দেহ আসিতে পারে। যদি পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হয় তবে বহুব্রীহি হইবে, আর যদি সমাসের অন্ত্যভাগ উদাত্ত হয় তবে কর্ম্মধারয় হইবে। অবৈয়াকরণ কখনও স্বরের বিচার-পূর্ব্বক এই জাতীয় সন্দেহ অপনোদন করিতে পারেন না।

এ প্রসঙ্গে মীমাংসকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন—'ব্যাকরণ যখন পদবাক্যাদির অর্থনির্ণয়ে পর্য্যাপ্ত নহে, তখন ইহার দ্বারা আবার সন্দেহনিরাস হইবে কিরূপে? পদার্থবিষয়ক সন্দেহ বৃদ্ধব্যবহারে নিরস্ত হয়, ব্যাকরণে নহে। সেইজন্য বেদবাক্যে যখন কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন ব্যাকরণদ্বারা কোনও পূর্ব্বপক্ষই করা যায় না, সিদ্ধান্ত করা ত দূরের কথা'। এইপ্রকার মতবাদহেতু 'প্রযোগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রীয় বার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে—

"অসন্দেহশ্চ বেদার্থে যদপ্যুক্তং প্রয়োজনম্।
তদপ্যসদ্ যতো নাস্মাৎ পদবাক্যার্থনির্ণয়ৌ॥

যতঃ পদার্থসন্দেহাস্তাবদ্ বহবো বৃদ্ধব্যবহারাদেব নিবর্ত্তন্তে। শেষাশ্চ নিগমনিরুক্তকল্পসূত্রতর্কাভিযুক্তেভ্যঃ সর্ব্বেষামর্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ……।

বাক্যার্থেষু চ সন্দেহা জায়ন্তে যে সহস্রশঃ।
নৈষাং ব্যাকরণাৎ কশ্চিৎ পূর্ব্বপক্ষোঽপি গম্যতে॥"

(পৃঃ ২৬৬-৬৭, আনন্দাশ্রম)।

ব্যাকরণের এইরূপ তীব্রসমালোচনাহেতু অনেক ছাত্রাপসদের মুখে শুনা যায়—

"দুষ্টগ্রহগৃহীতো বা ভীতো বা রাজদণ্ডতঃ।
পিতৃভ্যামভিশপ্তো বা কুর্য্যাদ্ ব্যাকরণে শ্রমম্॥"

এ কেবল বর্ত্তমানকালের কথা নহে। পাণিনির পূর্ব্বেও ঐরূপ ছাত্রাপসদের অভাব ছিল না। সেইজন্য পতঞ্জলি তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি—

'বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ
সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ,'

অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে।"

সিদ্ধান্তপক্ষীয়সূত্রের বার্ত্তিকে ব্যাকরণস্মৃতির প্রামাণ্য অভ্যুপগত হওয়ায় 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ'ইত্যাদি সূত্রে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে তৎসমুদায় সাধারণভাবে স্বতঃ প্রত্যাদিষ্ট হইলেও 'অসন্দেহ'সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তি এবং উক্তি সিদ্ধান্তসূত্রের বার্ত্তিকে হয় ত তুচ্ছতাবোধে সবিশেষ খণ্ডিত নহে বলিয়া এস্থলে আমাদের কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

ব্যাকরণশাস্ত্র কেবল শব্দেরই অর্থ অনুবাদ করে, পদার্থের নহে। পদার্থজ্ঞান যে বৃদ্ধব্যবহার হইতে নিষ্পন্ন হয় তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? কিন্তু সেজন্য ত ব্যাকরণের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। আর প্রমাণদ্বারা সন্দিগ্ধপদার্থের তত্ত্বপরীক্ষাও ব্যাকরণের কার্য্য নহে। পূর্ব্বপক্ষী বলেন, বাক্যার্থে যে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা ব্যাকরণের সাহায্যে অপসারিত হয় না, সুতরাং তদ্দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করাও অসম্ভব। এ কথার উত্তরে আমরা ভট্টপাদের ভাষায় বলিব—"তৎ প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধঃ স্যাদচন্দ্রশশিবাক্যবৎ"। মহাভাষ্যকার উদাহরণ দেখাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে কি পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ অন্তর্নিবিষ্ট নহে? অতএব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলেও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিরাশি প্রত্যাখ্যাত হইল। আর পূর্ব্বোক্ত ছাত্রাপসদগণকে সদুপদেশ দিবার জন্য বলিব—

"যদ্যপি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্।
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃচ্ছকৃৎ॥"

কাত্যায়নোক্ত এই পাঁচটী মুখ্য প্রয়োজন দেখাইবার পর পতঞ্জলি স্বয়ং আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রয়োজন বলিয়াছেন—'তেঽসুরাঃ...' ইত্যাদি। ইহা লইয়া "প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে উৎপ্রাস-সহকারে লিখিত হইয়াছে—

"অর্থবত্ত্বং ন চেজ্জাতং মুখ্যৈর্যস্য প্রয়োজনৈঃ।
তস্যানুষঙ্গিকেষ্বাশা কুশকাশাবলম্বিনী॥" (পৃঃ ২১৩, কাশী-সং)।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুখ্যপ্রয়োজন ব্যর্থ হইলে গৌণ প্রয়োজন কি করিবে? তবে জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণাবলম্বনেও জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। এই ভাবে

প্রণোদিত হইয়া ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্তভট্টও পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন—"তেন রক্ষো-হাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনমিতি যদুচ্যতে, তন্ন সুব্যাহৃতম্। যান্যপি প্রয়োজনান্তরাণি ভূয়াংসি 'তেঽসুরা হেলয়ো হেলয়' ইত্যুদাহরণদিশা দর্শিতানি তান্যপি তুচ্ছত্বাদানুষঙ্গিকত্বাচ্চোপেক্ষণীয়ানি।" (পৃ০ ৩৮০, কাশী-সংস্করণ)।

ন্যায়মঞ্জরীর ৩৯১ পৃষ্ঠায় জয়ন্তভট্ট লিখিয়াছেন—"ব্যাখাতারস্তু মুখ্যানুষঙ্গিকভেদভিন্নপ্রয়োজনপ্রপঞ্চং প্রয়োজনাতিশয়ব্যুৎপাদনদ্বারকশ্রোতৃজনোৎসাহপরিপোষসিদ্ধয়ে দর্শিতবন্ত ইতি ন কশ্চিদুপালভ্যঃ।" ইহার দ্বারা অবশ্য উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ......'ইত্যাদি সূত্রের বার্ত্তিকে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তপক্ষে সে সমুদায়ের সকলাংশ স্পষ্টবাক্যে খণ্ডিত হয় নাই। সিদ্ধান্তসূত্রের বার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব স্মৃতিত্ব শাস্ত্রত্ব এবং প্রমাণত্ব স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহাভাষ্যে শব্দানুশাসনের যে সকল প্রয়োজন উপন্যস্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা দেখিলে মনে হয় যে, ঐ সকল প্রয়োজন লইয়া তিনি কাহাকেও সমর্থন করিতে উদ্‌যুক্ত নহেন। ইহাই যদি হয়, তবে কেন তিনি স্বয়ং নীরব থাকিয়া পূর্ব্বপক্ষীর মুখে নানাবিধ কর্কশ বচন প্রদানপূর্ব্বক ঋষিদ্বয়কে তিরস্কার করিয়াছেন? যাহাই হউক, এক্ষণে আমরা ভাষ্যকারোক্ত প্রয়োজনসমূহ এবং তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তিরাশির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইব।

৬। 'তেঽসুরাঃ'। ম্লেচ্ছতানিবারণের জন্য পতঞ্জলি 'তেঽসুরাঃ......' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে বলিয়াছেন—' "তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ, ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ।" ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্' (মহাভাষ্য—পৃঃ ২, কীলহর্ণ)। অর্থাৎ 'হেলয়ো হেলয়ঃ—এইরূপ অপশব্দের প্রয়োগহেতু অসুরগণ পরাভূত হইয়াছিল' ইত্যাদি।

শাতপথব্রাহ্মণে [৩।২।১।২৩] আম্নাত হইয়াছে—"তেঽসুরা আত্তকামা হেলবো হেলব ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেৎ"। শব্দকৌস্তুভে ভট্টোজি বলিয়াছেন, যকার স্থানে বকারও অপশব্দ। বেদের কোন্ শাখা হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিটী ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এখন জানা যায় না। যাহাই হউক, ভাষ্যস্থ শ্রুতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

হে অরয়ঃ=হেঽরয়ঃ। "হৈহেপ্রয়োগে হৈহয়োঃ" (৮।২।৮৫) এই

সূত্রানুসারে 'হেঽরয়ঃ' পদ প্লুতোদাত্তে নির্দ্দোষ, কিন্তু অসুরগণ কিরূপে উচ্চারণ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে পতঞ্জলি কিছুই বলেন নাই। অতএব তাহাদের উচ্চারণে স্বরাপরাধহেতু ম্লেচ্ছন হইয়াছিল কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ত্বষ্টার উচ্চারণেও যখন দোষ শুনা যায় তখন অসুরদের উচ্চারণেও দোষ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই 'দুষ্টঃ শব্দঃ' ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা যখন স্বরাপরাধ আচরিত হইয়াছে, তখন মনে হয়—এস্থলে বর্ণাপরাধ দেখাইবার জন্যই ভাষ্যকার উক্ত শ্রৌত প্রমাণটী উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ণসম্বন্ধে দুইটী দোষ এস্থলে দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ—"সর্ব্বস্য দ্বে" (৮।১।১) এই সূত্রানুসারে পদের দ্বিত্ব অভ্যুপগত হইলেও বাক্যের দ্বিত্ব করা যায় না। ইহা বার্ত্তিককারেরও অভিপ্রেত। সুতরাং বলিতে হইবে—'হেহেঽরয়ঃ'। কিন্তু অসুরগণ বলিয়াছিল—'হেলয়ো হেলয়ঃ'। ইহাও অপপ্রয়োগ। কিন্তু পদেরই দ্বিত্ব হয় এবং বাক্যের দ্বিত্ব হয় না—এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন সপ্তশতীতে—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

প্রপন্নগীতায়—

"হরে র্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" (বিদুর-বচন)।

চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রে—

'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥'

গুরুস্তোত্রে—

'সদ্গুরুং ভজ সদ্গুরুং ভজ সদ্গুরুং ভজ বুদ্ধিমন্।'

আবার বাংলা ভাষাতেও যেমন—

'কোরো না কোরো না ঘোর বিষাণের ধ্বনি।'
(বৃত্রাসুর-বধ)।

কিংবা—

'রে সতি রে সতি কান্দিলা পশুপতি'।
(হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা)।

উক্তিও আছে—

"বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে দৈন্যে মানেঽবধারণে।
পরাক্রমে সম্ভ্রমে চ দ্বিস্ত্রিরুক্তি র্ন দুষ্যতি॥"

তবে ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা, বৈয়াকরণগণ ইহা স্বীকার করেন না। দ্বিতীয়তঃ 'হেঽরয়ঃ' পদের রকারস্থানে 'ডলয়ো রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলম্' এই প্রায়োবাদানুসারেও লকার প্রয়োগ করা যায় না, কারণ ঐরূপ নিয়ম সূত্রারূঢ় নহে এবং উহাতে 'অরি' এবং 'অলি' শব্দের ভেদ তিরোহিত হইবে। সুতরাং 'অরি' স্থানে 'অলি' একটী অপশব্দ। অতএব উচ্চারণ-বৈকল্য এবং অপশব্দ-প্রয়োগ এই দুইটী দোষহেতু অসুরগণ ম্লেচ্ছ হওয়ায় পরাভূত হইয়াছিল শুনিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ম্লেচ্ছ না হন তজ্জন্য ব্যাকরণ পাঠ করা আবশ্যক।"

মীমাংসকদের মধ্যে কাহারও কাহার মতে মন্ত্রের পাঠবৈরূপ্যই ম্লেচ্ছতা এবং এই ম্লেচ্ছতা নিবারণের জন্য শ্রুতিটী পঠিত হইয়াছে। অতএব ইহা অর্থবাদিক ফলবিশেষে নির্দ্দিষ্ট। ভাষ্যকার কিন্তু স্বপক্ষ-প্রতিষ্ঠার জন্য অস্থানে উহার উদ্ধার করিয়াছেন। পতঞ্জলিকথিত ব্যাকরণপ্রয়োজনের প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে ইহাই মীমাংসকদের চরম সিদ্ধান্ত।

ম্লেচ্ছতা কেবল মন্ত্রের পাঠ-বৈরূপ্যেই পর্য্যবসিত নহে। অন্যত্র শ্রুতির ঘোষণা আছে—"ব্রাহ্মণেন যজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন নাপভাষিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ।" কৈয়ট লিখিয়াছেন—"ন ম্লেচ্ছিতবা ইত্যস্য পর্য্যায়ো নাপভাষিতবা ইতি" (প্রদীপ ১।১।১ শব্দানুশাসন-প্রয়োজন, পৃ° ২৬ নির্ণয়সাগর)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, যজ্ঞশালায় যে কোনও অপশব্দের প্রয়োগই ম্লেচ্ছতা। শ্রুত্যন্তরে আম্নাত হইয়াছে—"নানৃতং বদ"। অনৃত দ্বিবিধ—অর্থানৃত বা মিথ্যাবাক্য এবং শব্দানৃত বা অপশব্দ। শ্রুতির আশয় লইয়া বাশিষ্ঠাদি স্মৃতিও বলিয়াছেন—"ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত", "নোচ্চরেদ্ যাবনীম্", ইত্যাদি। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"ন বদেদ্ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি"। গরুড়-পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"লোকায়তং কুতর্কং চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধো নয়তি তদ্ দ্বিজম্॥"

মন্ত্রের পাঠবৈরূপ্য যে ম্লেচ্ছতাসূচক তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? কিন্তু প্রাগুক্ত শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্য দেখিয়া বলা যায় যে, অপশব্দাদিপ্রয়োগও ম্লেচ্ছতার পরিচায়ক। "তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ"— এই শ্রুতিদ্বারা অপশব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতীত উহা নিবারণ করা যায় না বলিয়া ভাষ্যে ব্যাকরণপাঠ অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। 'প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রের বার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষিগণ কিন্তু এই শ্রুতিসম্বন্ধে বলেন—

"সাধূনেব প্রযুঞ্জানা নাশয়েয়ুরযত্নতঃ।
মা বিনীনশদিত্যেবং নিয়মস্তান্নিযচ্ছতি ॥"

অভিপ্রায় এই যে, শব্দজ্ঞ ব্যক্তির পাছে অনবধানবশতঃ উচ্চারণে প্রমাদ হয় সেই জন্য এই শ্রুতিটী উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তারপর লিখিত আছে—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দ ইতি প্রমাদাদিনিমিত্তবিনাশেন শব্দকার্য্যাদর্থসাধনাদপেতোঽয়ং ম্লেচ্ছঃ। 'ম্লেচ্ছ অব্যক্তায়াং * বাচী'তি স্মরণাৎ স ন প্রযোক্তব্য ইতি প্রতিষেধঃ। 'তস্মাদেষা ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে' ইতি চ বিধিরবিনষ্টপ্রয়োগনিয়মার্থঃ।" (তন্ত্রবাঃ—পৃঃ ২৮৩, আনন্দাশ্রম)। এই সম্প্রদায়ের মতে শব্দজ্ঞ ব্যক্তির উচ্চারণ-দোষ দুই প্রকার হইতে পারে—অশক্তিজ এবং প্রমাদজ। প্রমাদজ দোষ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"প্রমাদমেব মা কার্ষীঃ সামর্থ্যায় যতস্ব চ।
এবমর্থো নিষেধোঽয়ং নাদ্রিয়েতান্যথা হ্যসৌ ॥
অন্যে সুখমুখারূঢ়া ন ক্লেশেন বিবক্ষবঃ।
শক্তাশ্চৈবাপ্রমত্তাশ্চ বদেয়ুরনিবারিতাঃ ॥
অশক্তৈর্নাশিতাশ্চান্যে দাক্ষিণ্যাদনুবর্ত্তনাৎ।
জানন্তোঽপি প্রযুঞ্জীরন্ যদি শাস্ত্রং ন বারয়েৎ ॥
অন্যেঽপি প্রাকৃতালাপৈরশক্তৈর্ব্যবহর্তৃভিঃ।
সহ ব্যবহরন্তস্তাননুপেত্যাপি প্রযুঞ্জতে ॥

* পাণিনীয় ধাতুপাঠ। ১৬৬৩ সংখ্যক ধাতু চুরাদিগণীয়, কিন্তু ২০৫ সংখ্যক ম্লেচ্ছ ধাতু ভ্বাদিগণীয় এবং ইহার অর্থ—'অব্যক্তে শব্দে'।

তৎ কথং নাম যৎকিঞ্চিৎ স্যাদপভ্রংশকারণম্।
দূরাৎ পরিহরেয়ুস্তদিতি যত্নো নিয়ম্যতে॥"
(তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃঃ ২৮৩, আনন্দাশ্রম)।

উচ্চারণদোষ সকল স্থানে এবং সকল কালেই হেয়, সুতরাং বর্জ্জনীয়। আবার শব্দজ্ঞ ব্যক্তির উচ্চারণ-দোষ আরও হেয়। অতএব এ সম্বন্ধে ঐ সকল মীমাংসকদের সহিত কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু উচ্চারণে দোষ না করিয়া যদি কেহ বলে—'বালকা অধীয়ন্তে', তাহা হইলে 'অধীয়ন্তে'পদ কি ম্লেচ্ছতাসূচক নহে? কেহ কেহ বলিবেন—যে ব্যক্তি 'অধীয়ন্তে'পদ প্রয়োগ করে সে শব্দজ্ঞ নহে। ভাল, ব্যাকরণ না পড়িলে শব্দজ্ঞতা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'অধ্যেয়ং ব্যাকরণম্'। কেহ কেহ বলিবেন, অশব্দজ্ঞের উদ্দেশ্যে এ শ্রুতি প্রযোজ্য নহে। কারণ চুরাদিগণীয় এবং ভ্বাদিগণীয় ম্লেচ্ছধাতুর অর্থসম্বন্ধে পাণিনি বলিয়াছেন—'ম্লেচ্ছ অব্যক্তায়াং বাচি' এবং 'ম্লেচ্ছ অব্যক্তে শব্দে', আর শ্রুতিটীতেও ম্লেচ্ছধাতুর প্রয়োগ আছে। সুতরাং শব্দজ্ঞব্যক্তির উচ্চারণ-দোষ নিবারণ করিবার জন্যই উহা উদ্দিষ্ট—এরূপ না বলিলে পাণিনীয় স্মৃতির প্রতিকূলতা করা হয়। একথা কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে পারি না। জাবালমুনি বলিয়াছেন—"শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" ব্যাস-সংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

জৈমিনিও বলিয়াছেন—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" (১।৩।৩ সূত্র)। অতএব ভগবতী শ্রুতি স্বয়ং যখন বলিয়াছেন—"ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ", তখন এস্থলে অপশব্দ-প্রয়োগার্থেই ম্লেচ্ছ ধাতু উদ্দিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেইজন্য পাণিনীয় ধাতুপাঠে ভ্বাদিগণীয় ম্লেচ্ছধাতুসম্বন্ধে 'ম্লেচ্ছ অব্যক্তে শব্দে' এইরূপ লিখিত থাকিলেও বৃত্তিকার ভট্টোজিদীক্ষিত আবার সায়ণাচার্য্যকৃত মাধবীয়ধাতুবৃত্তির অনুসরণপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"ম্লেচ্ছ অস্ফুটে অপশব্দে চ"। এরূপ অবস্থায় ভাষ্যোক্ত শ্রুতিটীর কেবল নিন্দাপরত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চারণবৈকল্যে এবং অপশব্দপ্রয়োগে উভয়ত্র উহার উপযোগিতা বুঝিতে হইবে। অতএব ঐ দুইটী দোষ বর্জ্জন করিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন বা প্রামাণ্য কি অস্বীকার করা যায়? কবি ঠিক বলিয়াছেন—

"রূপান্তরেণ দেবাস্তে বিহরন্তি মহীতলে।
যে ব্যাকরণসংস্কারপবিত্রিতমুখা নরাঃ॥"

কেহ কেহ বলেন, ব্যাকরণের প্রয়োজন বা প্রামাণ্য অনাদর করিয়া কল্পশাস্ত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রে, মীমাংসায় এবং নিরুক্তাদিগ্রন্থে শিষ্টগণ অনেক অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যদিও বৈয়াকরণগণ সেই সেই স্থলে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া পরিতৃপ্ত হন তথাপি আর্ষপ্রয়োগ কি ব্যাকরণের ব্যভিচার নহে? এইজন্য ব্যাকরণপ্রামাণ্যাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট লিখিয়াছেন—

"কল্পসূত্রস্মৃতিগ্রন্থমীমাংসাগৃহ্যকারিণঃ।
শিষ্টা দৃষ্টাঃ প্রযুঞ্জানা অপশব্দাননেকশঃ॥

'সমানমিতরচ্ছ্যোনেন' ইত্যাদি-তকারান্ত-প্রথমান্ত-নপুংসকপ্রয়োগেষু মশকেন তত্র তত্র প্রযুক্তম্—'সমানমিতরং জ্যোতিষ্টোমেন'। 'সমানমিতরং গবা ঐকাহিকেন'—ইতি * সূত্রকারেণাপ্যভিহিতম্। 'অহীনে বহিষ্পবমানৈঃ সদসি স্তবীরন্' ইতি কর্ত্রভিপ্রায়ক্রিয়াফলবর্জ্জিতেঽপি ত্র্যৃত্বিক্কর্ত্তৃকে স্তবনে 'যজন্তি যাজকাঃ' ইতিবৎ পরস্মৈপদে প্রযোক্তব্যে ব্যাকরণমনপেক্ষ্যাত্মনেপদং প্রযুক্তম্। তথাশ্বলায়নেন 'প্রত্যসিত্বা প্রায়শ্চিত্তং জুহুয়ুঃ' ইতি সমাসেঽপি ল্যপ্ প্রযুক্তঃ। "আজ্যেনাক্ষিণী অজ্য" ইত্যসমাসেঽপি প্রযুক্তঃ। তথা শিক্ষায়াং নারদেন [২।৮।১]—'প্রত্যূষে ব্রহ্ম চিন্তয়েৎ' ইতি গাব্যাদিশব্দতুল্য এব প্রযুক্তঃ। তথা মনুনাপি 'জ্ঞাতারঃ সন্তি মেত্যুক্ত্বা' [৮।৫৬] ইত্যত্র জ্ঞাতারঃ সন্তি ম ইত্যুক্তেতি বক্তব্যে ব্যাকরণমনপেক্ষ্যৈব সংহিতা কৃতা। তথা মীমাংসায়ামপি 'গব্যস্য চ তদাদিষু' [জৈঃ. সূ. ১।১।১৮] ইতি গোর্বিকারাবয়ববিষয়সাধুপ্রয়োগ-যোগ্যঃ শব্দোঽন্যত্রৈব গবাময়নে প্রযুক্তঃ। তথা 'দ্যাবোস্তথেতি চেৎ' [জৈ. সূ. ৯।৩।১৮] ইতি দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি বক্তব্যে লক্ষণহীনমেব বহু প্রযুক্তম্। তথা গৃহ্যকারেণ মূর্ধন্যভিঘ্রাণমিতি বক্তব্যে মূর্ধন্যভিজিঘ্রাণমিত্যবিষয়ে জিঘ্রাদেশঃ প্রযুক্তঃ। কাৎস্ন্যেঽপি ব্যাকরণস্য নিরুক্তে হীনলক্ষণাঃ প্রয়োগা বহবো। যদ্বদ্ব্রাহ্মণো ব্রবণাদিতি †। 'সংবৎসরং শশয়ানাঃ' [ঋ. স. ৭।১০৩।১]

* সূত্রকারেণ অর্থাৎ ছান্দোগ্যসূত্রকারেণ (সোমেশ্বরভট্টপ্রণীত ন্যায়সুধা—পৃঃ ২৭১ দ্রষ্টব্য। কাশীসংস্করণ)।

† বর্ত্তমানকালের মুদ্রিত নিরুক্তগ্রন্থে এরূপ পাঠ পাওয়া যায় না।

ইত্যাত্মন্ত্রগতমণ্ডূকবিষয়ব্রাহ্মণশব্দনির্ব্বচনে ক্রিয়মাণে বচনশীলত্বনিমিত্ততাং ...য়াঃ। ব্রুবো বচিরিতি বচ্যাদেশমকৃত্বৈব ব্রবণাদিতি প্রযুক্তম্।

অন্তো নাস্ত্যপশব্দানামিতিহাস-পুরাণয়োঃ।
তথোভাভ্যাদিরূপাণাং হস্তিশিক্ষাদিকারিণাম্॥

যুগপদুভাভ্যাং দন্তাভ্যাং যঃ প্রহারঃ স উভাভ্য ইতি সর্ব্বৈঃ পালকাপ্য-* রাজপুত্রাদিভির্ব্যাকরণানপেক্ষমেব প্রযুক্তম্॥"

(তন্ত্রবার্ত্তিক, পৃঃ ২৫৯, আনন্দাশ্রম)।

স্থূলতঃ ইহার নিষ্কর্ষ এইরূপ—'কল্পসূত্রস্মৃতিমীমাংসাগৃহ্যাদিশাস্ত্রে শিষ্টগণ অনেক অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মশক এবং গৃহ্যসূত্রকার 'ইতরৎ'পদ না লিখিয়া 'ইতরম্' লিখিয়াছেন। কোথাও বা পরস্মৈপদস্থলে আত্মনেপদ এবং আত্মনেপদস্থলে পরস্মৈপদ দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়ন ল্যপ্‌স্থানে ক্ত্বা এবং ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ ব্যবহার করিয়াছেন—যথা 'প্রত্যসিত্বা', 'অজ্য' ইত্যাদি। নারদ 'প্রত্যুষসি' স্থলে 'প্রত্যূষে' বলিয়াছেন। 'ম ইত্যুক্ত্বা' না বলিয়া মনু বলিয়াছেন—'মেত্যুক্ত্বা'। মীমাংসায় গবাময়নার্থে 'গব্যস্য' এবং 'দ্যাবাপৃথিব্যোঃ' এই অর্থে 'দ্যাব্যোঃ' লিখিত আছে। 'অভিঘ্রাণম্' না বলিয়া গৃহ্যকার বলিয়াছেন—'অভিজিঘ্রাণম্'। 'ব্রূ' ধাতুর স্থানে বচ্যাদেশ না করিয়া নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণো ব্রবণাৎ'। পালকাপ্য এবং রাজপুত্রাদি হস্তিশিক্ষাপ্রণেতৃগণ বলেন—"যুগপদ্ উভাভ্যাং দন্তাভ্যাং যঃ প্রহারঃ স উভাভ্যঃ"। ঐ সকল বিষয় পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের বার্ত্তিকে উপস্থাপিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে যখন ইহাদের উত্তর প্রদর্শিত হয় নাই, তখন এস্থলে আমাদের কিছু বলা আবশ্যক।

'ইতরৎ'স্থলে 'ইতরম্'পদ, 'অভিঘ্রাণম্'স্থলে 'অভিজিঘ্রাণম্'পদ এবং 'বচনাৎ' স্থলে 'ব্রবণাৎ' দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু প্রযোক্তৃগণ পাণিনি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। 'ইতরম্'প্রভৃতি পদ দেখিয়া মনে হয়, পাণিনির পূর্ব্বে কোনও না কোন বেদশাখায় বা বৈয়াকরণসম্প্রদায়বিশেষে ঐ সকল পদের প্রচলন ছিল। এরূপ বস্তুগতি বিচিত্র নহে। এখনও দেখা যায়, ব্যাড়ি-গালবাদিসম্মত 'নদীযত্র' 'ত্রিয়ম্বক'প্রভৃতিপদ সুপদ্মব্যাকরণে ও কালিদাসে দৃষ্ট হইলেও পাণিনিকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত নহে। আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেরও প্রচলন ছিল।

* মুদ্রিতগ্রন্থে 'পালকার্য্য'পদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা প্রমাদমূলক।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"সর্ব্বে দেশান্তরে।" ইহার ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সর্ব্বে খল্বপ্যেতে শব্দা দেশান্তরে প্রযুজ্যন্তে। ন চৈত উপলভ্যন্তে। উপলব্ধৌ যত্নঃ ক্রিয়তাং মহান্ হি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকা শ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা বিভিন্নাঃ......। এতস্মিন্নতিমহতি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ে তে তে শব্দা স্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা— শবতির্গতিকর্মা কম্বোজেম্বেব ভাষিতো ভবতি, বিকার এনমার্য্যা ভাষন্তে শব ইতি।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৯, কীল্‌হর্ণ্)।

পরস্মৈপদস্থানে আত্মনেপদ প্রয়োগ বা আত্মনেপদস্থানে পরস্মৈপদপ্রয়োগ স্থলবিশেষে দোষাবহ নহে, কারণ পাণিনির পূর্ব্বে কোনও না কোন বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে উভয়পদের প্রয়োগ সেই সেই স্থানে প্রচলিত ছিল। সুতরাং এখনও প্রাচীন আভাণক আছে—'আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং ক্বচিৎ' এবং 'আত্মনেপদসংপ্রাপ্তৌ পরস্মৈ কুত্রচিদ্ ভবেৎ'। এইজন্য 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' এবং 'নারীভি র্ন মন্ত্রয়েৎ'—এই এইরূপ বাক্য শিষ্টগণকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে। আর 'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' (পা ১।৩।৭২) এই সূত্রের নিয়ম পাণিনির সময়ে নিত্য হইলেও তাঁহার পূর্ব্বে ইহা বৈকল্পিক ছিল। সেইজন্য প্রাচীন কালে এই সূত্রারূঢ় নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়। ছান্দোগ্যসূত্রকার মশক একজন সুপ্রাচীন গ্রন্থকার, তিনি লাট্যায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

'প্রত্যসিত্বা' এবং 'অজ্য'—এই দুইটি পদে যথাক্রমে 'ক্ত্বা-ল্যপ্'প্রত্যয় এখন দোষাবহ সত্য, কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে ছান্দসনিয়মানুসারে 'ক্ত্বা' এবং 'ল্যপ্'প্রত্যয়ের নির্ব্বিশেষ প্রয়োগ ছিল বলিয়া প্রযোক্তা 'প্রত্যসিত্বা' এবং 'অজ্য' লিখিয়াছেন। আপিশলীয় কালের শব্দব্যবস্থা পাণিনীয় কালে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইলেও ব্যাকরণের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না, কারণ স্থলবিশেষে ব্যবস্থার ভেদ বা বিরোধ বেদাদিশাস্ত্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নারদপ্রযুক্ত 'প্রত্যূষে'পদ ব্যাকরণদুষ্ট নহে। কারণ পূর্ব্বে 'উষ' এবং 'উষস্' এই দ্বিবিধ শব্দই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে 'উষস্' শব্দের প্রয়োগাতিশয়হেতু 'উষ'শব্দের প্রচলন বিরল হইয়াছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৯, কীল্‌হর্ণ্‌সংস্করণ)। শব্দ অপ্রচলিত হইলেও ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহার উপদেশ বিহিত আছে। সেইজন্য তিনি পুনরায় বলিলেন "অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৯)। 'উষ' এবং 'উষস্' এই

দুইটি 'উষ' এবং 'উষস্' শব্দের পর্য্যায়। 'উষ' বা 'উষ' শব্দ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত —ইহাও বলা যায় না। কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন—"স্নানমত্যধিকং কার্য্যং প্রত্যূষস্যাত্মনো জলে"। শিষ্টপ্রয়োগেও দেখা যায়—"উর্দ্ধজটা উরুরম্ভা উষ-প্রকাশিকা"। মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বে মহেশ্বরের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ 'উষংগু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন—উষংগুশ্চ বিধাতা চ মান্ধাতা ভূতভাবনঃ" (১৩।১৭।১০৫)। মেদিনীকোষে লিখিত আছে—"উষঃ ক্ষারমৃত্তিকায়াং প্রভাতেঽপি পুমানয়ম্" (ষদ্বিকম্-৫)।

অভিযুক্তগণ ছন্দোঽনুরোধে অনেক তন্ত্রসিদ্ধান্তিত নিয়ম বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যাস্ক বলিয়াছেন—"অথাপি পাদপূরণ ইদমু তদু"। (নিরুক্ত—১।৫।৪)। ভাষাতেও পাদপূরণে নিরর্থক চ-বা-তু-হি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ছন্দোঽনুরোধে বর্ণবিসর্জ্জনের বা বর্ণবিকারের প্রথা আছে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—'অপি মাষং মষং কুর্য্যাচ্ছন্দোভঙ্গে ত্যজেদ্ গিরম্'। কালিদাস লিখিয়াছেন—'রতিদূতিপদেষু কোকিলাং মধুরালাপনিসর্গপণ্ডিতাম্' (কুমার ৪।১৬)। স্থলবিশেষে অতিরিক্তবর্ণ-গ্রহণেরও উপদেশ আছে, যেমন 'ইয়াদিপূরণঃ' (পিঙ্গল-৩।২)। এইজন্য আমরা 'বরেণ্যম্'স্থলে 'বরেণিয়ম্' বলি। ভাষায় কালিদাসও লিখিয়াছেন—"ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" (কুমার ৩।৪৪)। ছন্দোঽনুরোধে ছন্দোবিৎপণ্ডিতগণও চরমপাদে লঘুগুরুর ভেদ রাখেন নাই। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—'তথা পাদান্তগোঽপি বা'। ছন্দোরক্ষার জন্য বিসন্ধিদোষ বা পুনঃসন্ধিদোষ নিন্দিত নহে। বিসন্ধি যেমন—

"ক্রব্যাদাশ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালীনঃ।
মূর্ত্তিমন্তঃ পিতৃগণাশ্চত্বার স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
(মার্কণ্ডেয়বজ্রসংবাদ—১৬৮।২-৪)।

অথবা—

"ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পন্ত উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)।

পুনঃসন্ধি যেমন—

"সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
সৈষ কর্ণো মহাত্যাগী সৈষ ভীমো মহাবলঃ॥"

আবার যেমন—

"এবৈষ রথমারুহ্য মথুরাং যাতি মাধবঃ॥"

শেষোক্ত উদাহরণদ্বয়সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র আছে—"সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্" (৬।১।১৩৪)। কিন্তু মনু 'স ইত্যুক্ত্বা' না লিখিয়া ছন্দোঽনুরোধে 'সেত্যুক্ত্বা' লিখিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, "সোঽচি..." ইত্যাদি সূত্রের প্রসর মনুর সময়ে আরও বিস্তৃত ছিল। অথবা "অপি মাষং মষং কুর্য্যাচ্ছন্দোভঙ্গং ত্যজেদ্ গিরম্" এই জাতীয় ন্যায়ানুসারে তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞাতারঃ সন্তি মেত্যুক্ত্বা"। অতএব মনুর কথায় কোনও দোষ হয় নাই। 'গব্যস্ত' এবং 'দ্যাবঃ' এই দুইটী পদ লাক্ষণিক।

পালকাপ্য এবং রাজপুত্র—এই দুইজন হস্তিশিক্ষাপ্রণেতা। তাঁহারা লিখিয়াছেন—"উভাভ্যাং দন্তাভ্যাং যঃ প্রহারঃ স উভাভ্যঃ"। ইহা অপশব্দ কি না তাহা বিচার্য্য বিষয়। হয় ত, 'উভাভাঃ'পদ কোনও লুপ্ত ঔণাদিক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে যে শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা নাই সে সকল স্থলে শাকটায়নের মতে উহন করা আবশ্যক। সেই জন্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

"নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।
যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্॥"(৩।৩।১)॥

ন্যাসাদির তাৎপর্য্যানুসারে শ্লোকটীর আশয় এইরূপ বুঝিতে হইবে—'নৈরুক্তা বৈয়াকরণঃ শাকটায়নশ্চ প্রাতিপদিকশব্দা ধাতুভ্য এব জাতা ইত্যবধার্য্য জাতি-গুণ-শব্দানামপি প্রবৃত্তিং ক্রিয়াশব্দত্বেন প্রতিপাদয়ন্তি। যৎ পুনঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিশেষমুপাদায় ন ব্যুৎপাদিতং শব্দরূপং তস্যাপি ধাতুজত্বং কস্যচিন্নিশ্চেতুমিতি কিমত্রাযুক্তম্? যত্র প্রসিদ্ধপ্রত্যয়াবয়বেন শব্দান্তরেণ কস্যচিদ্ ভাগস্য সারূপ্য-মনুভূয়তে তত্র প্রত্যয়মবলোক্য পরিশিষ্টো ভাগঃ প্রকৃতিত্বেনোন্নেতব্যঃ।' উহ করার উপদেশ থাকিলেও যেখানে সেখানে উহ করা যায় না। সেই জন্য পুনরায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনূবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু॥"

(মহাভাষ্য-২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮, কীলহর্ণ)।

শব্দের ব্যবস্থা ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষবৃত্তি, পরোক্ষবৃত্তি এবং অতিপরোক্ষবৃত্তি। ইহার মধ্যে যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'উভাভ্য'শব্দ উহিত হইতে পারে। প্রয়োজনানুসারে উহাতে ক্রিয়াকল্পনারও অসুবিধা হইবে না। কারণ ক্রিয়া-ব্যবস্থার ত্রিত্বহেতু উহা ত্রিবিধ হইতে পারে—প্রত্যক্ষক্রিয়, প্রকল্প্যক্রিয় এবং অবিজ্ঞাতক্রিয়। প্রত্যক্ষক্রিয় যেমন—কারক, হারক। প্রকল্প্যক্রিয় যেমন—গো, অশ্ব। অবিজ্ঞাতক্রিয় যেমন—ডিত্থ, ডবিত্থ।

'উভাভ্যাং দন্তাভ্যাং যঃ প্রহারঃ স উভাভ্যঃ'—ইহা দেখিয়া মনে হয়, 'একদন্তস্য দন্তমাত্রেণ যঃ প্রহার স একাভ্যঃ' এইরূপে পূর্ব্বে 'একাভ্য'শব্দেরও প্রচলন ছিল। বিচিত্র নহে, কারণ দ্বিরদ-হস্তীর প্রহার যদি 'উভাভ্য' হয়, তবে একদন্তহস্তীর প্রহার 'একাভ্য' হইতে পারে। কুমারিল বলিয়াছেন—"তথোভাভ্যাদিরূপাণাম্"। এস্থলে 'আদি'শব্দদ্বারা কি 'একাভ্য' শব্দ লক্ষিত হইয়াছে? যাহাই হউক, 'উভাভ্যঃ'পদে কোনও বহুবচনের বিভক্তি নাই—ইহা আমরা দৃঢ়তা-সহকারে বলিতে পারি।

যদি 'ভ্যক্' এই লুপ্ত ঔণাদিক প্রত্যয় কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সূত্র হইতে পারে—"একোভয়োরেতে র্ভ্যক্" অর্থাৎ একশব্দে উভশব্দে চোপপদে ইণ্ধাতো র্ভ্যক্‌প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। তারপর নিপাতনে একাভ্য এবং উভাভ্য এই দুইটী শব্দ উৎপন্ন হইবে। ঔণাদিকপ্রত্যয়ের পর নিপাতনের শরণ লওয়া অস্বাভাবিক নহে, কারণ "মুকুরদর্দ্দুরৌ" (উণ্—১।৪০) প্রভৃতি সূত্রই তাহার প্রমাণ। উক্ত সূত্র লইয়া বালমনোরমায় লিখিত আছে—"মকি মণ্ডনে, দৃ বিদারণে, ইত্যনয়োঃ মুকুরদর্দ্দুরা ইতি নিপাত্যতে ইত্যর্থঃ।" তত্ত্ববোধিনীতেও ইহা সমর্থিত।

প্রকারান্তরে আবার 'উভাভ্য'শব্দ সাধন করা অসম্ভব নহে। "ইণঃ কিৎ" (উণ্ ৩।১৫৩) এই সূত্রানুসারে ইণ্ধাতুর উত্তর ভন্ প্রত্যয় করিলে 'ইভ' শব্দ ব্যুৎপাদিত হয়। তারপর "দণ্ডাদিভ্যো যঃ" (পা ৫।১।৬৬) এই সূত্রানুসারে (ইভমর্হতীতি) 'ইভ্য' হইবে। 'ইভ্য' অর্থাৎ ইভযোগ্য। অথবা 'তত্র ভবঃ' (পা ৪।৩।৫৩) এই সূত্রানুসারে ইভশব্দের উত্তর 'যৎ'প্রত্যয় করিলে 'ইভ্য' হইবে। ইভ্য অর্থাৎ ইভ-সংক্রান্ত বা ইভ-সম্বন্ধীয়। দ্বয়বাচক উভশব্দ উপপদ থাকিলে লক্ষণাহেতু ইভ্যশব্দদ্বারা তদীয় দন্তদ্বয়ের বোধ হইয়া থাকে। তারপর 'যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্' এই ভাষ্যোপদিষ্ট ন্যায়ানুসারে (উভ+ইভ্য) উভাভ্য-শব্দ নিপাতনে সাধু হইতেছে। 'অভিধানলক্ষণা হি

কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ'—এই নির্ব্বচনানুসারে 'উভাভ্য'শব্দদ্বারা দ্বিরদের দন্তপ্রহার বুঝিতে পারা যায়।

(৭) 'দুষ্টশব্দ'। ইতিপূর্ব্বে বর্ণাপরাধের ফল দেখাইয়া এক্ষণে আবার প্রকারান্তরে স্বরাপরাধের ফল দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥"

দুষ্টাঞ্ছব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"।

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ এস্থলে বলেন—"দুষ্টঃ শব্দ ইত্যত্রাপি বহুজনপ্রসিদ্ধশিক্ষাকারপঠিতমন্ত্রপদোদ্ধারেণ শব্দপদং প্রক্ষিপতা স্বপক্ষানুরাগো দর্শিতঃ। দুষ্টমন্ত্রপ্রয়োগে হি শ্রূত এব যজমানস্য প্রত্যবায়ঃ।" (তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃঃ ২৬৮, আনন্দাশ্রম)। উক্ত মীমাংসকদের মতে শিক্ষাশাস্ত্রীয় শ্লোকটীর পাঠ হইতেছে—"দুষ্টো মন্ত্রঃ স্বরতো বর্ণতো বা.........."। কিন্তু এখনকার মুদ্রিত শিক্ষাগ্রন্থে লিখিত আছে—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা......"। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এবং নিরুক্তভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য এই শেষোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, পতঞ্জলির কালে ঐ শ্লোকের পাঠ ছিল—"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা......।" ইহাই যদি না হইবে, তবে কেন 'নাকৃৎস্নবিষয়ত্বাৎ' এই সিদ্ধান্তসূত্রীয়বার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট স্বয়ং ভাষ্যধৃত পাঠ স্বীকারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"তথা দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বেত্যাদিনা নিন্দিতত্বাৎ।" (পৃঃ ২৩৩ কাশী সং)। ইহাতেও কেহ কেহ বলেন, ভগ্নশৃঙ্গগোন্যায়ে ভাষ্যোক্ত শ্লোকের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা একটী অতিবাদ। মনু বলিয়াছেন—" অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন" (৬।৪৭)। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরাও নীরব হইলাম।

তৈত্তিরীয়সংহিতার দ্বিতীয়কাণ্ডস্থ পঞ্চমপ্রপাঠকে 'বিশ্বরূপ'সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে তাহার তাৎপর্য্যাবলম্বনে উক্ত শ্লোকটী রচিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের প্রথমকাণ্ডস্থ পঞ্চমপ্রপাঠকের দ্বিতীয়ব্রাহ্মণেও প্রকারান্তরে ঐ আখ্যায়িকাটীর সন্নিবেশ আছে। শ্লোকটী শ্রুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয়, ইহা একটী আর্ষী গাথা। পাণিনির বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার বহুবিধ পাঠ প্রচলিত ছিল। হয় ত শাব্দিকগণ বলিতেন—"দুষ্টঃ শব্দঃ" এবং ঋত্বিগ্‌গণ বলিতেন—"মন্ত্রো হীনঃ" বা "দুষ্টো মন্ত্রঃ"। ইহা বিচিত্র নহে, কারণ বেদমন্ত্রেও শাখাভেদ-

বশতঃ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। যাহাই হউক, তাৎপর্য্যতঃ উভয়পাঠে পার্থক্য নাই ; কারণ শ্লোকস্থ মন্ত্রপদে শব্দমাত্রপরতাই গ্রহণ করিতে হইবে।

যে সকল পাঠ্যবিষয় আমাদের শিক্ষণীয় তন্মধ্যে যদি স্বরবিপর্য্যয় বা অক্ষরবৈকল্য সংঘটিত হয়, তবে যে কেবল তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তাহা নহে, পরন্তু বিশেষ অনিষ্টপাতও হইয়া থাকে। ইহা বলিবার জন্য ভাষ্যে আর্ষী গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়সংহিতার দ্বিতীয়কাণ্ডস্থিত পঞ্চমপ্রপাঠকে যে আখ্যায়িকা আছে তাহা এইরূপ—'ত্বষ্টার * পুত্র ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপ দেবতাদের পৌরোহিত্য করিতেন। ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপের তিনটী মুখ ছিল। ভোজনাদির নিমিত্ত প্রথম মুখ, যজ্ঞে সোমপান করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় মুখ, এবং গোপনে অসুরদের সঙ্গে সুরাপানের নিমিত্ত তৃতীয় মুখ। বিশ্বরূপের এই আসুরিক সংস্রব জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রায়ুধে তাঁহার তিনটী মস্তক ছেদন করেন। ইহাতে শোকাতুর ত্বষ্টা কোপবশতঃ ইন্দ্রকে আহ্বান না করিয়া একটী সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে অনাহূত ইন্দ্র প্রতিহিংসার জন্য তথায় গমন করিয়া বলপূর্ব্বক যজ্ঞিয় সোমরস পান করেন। ইন্দ্রের এইরূপ অশিষ্টতায় ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য উপযুক্ত পুত্র কামনাপূর্ব্বক সেই পীতোচ্ছিষ্ট সোমরসদ্বারা একটী আভিচারিক যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। যজ্ঞকালে ঋত্বিগ্‌গণকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইয়াছিল যে, ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ শাতয়িতা বা ঘাতক সৃষ্টি করিতে হইলে "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব" এইমন্ত্রদ্বারা যজমানের (ত্বষ্টার) পূর্ণাহুতি প্রদান করা আবশ্যক। মন্ত্রটী উহিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার উচ্চারণ কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে যজমানকে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এরূপ উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ ষষ্ঠীতৎপুরুষ হইলে 'ইন্দ্রের শত্রু বা ঘাতক' এইরূপ বিবক্ষিত অর্থে 'ইন্দ্রশত্রু' পদের উচ্চারণ হইবে অন্তোদাত্ত, আর বহুব্রীহি হইলে উহার উচ্চারণ হইবে আদ্যুদাত্ত এবং অর্থ হইবে—ইন্দ্র হইয়াছেন শত্রু বা ঘাতক যার'। তারপর যজ্ঞের আহুতিকালে ত্বষ্টা স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে অন্তোদাত্ত 'ইন্দ্রশত্রু'পদের পরিবর্ত্তে আদ্যুদাত্ত 'ইন্দ্রশত্রু'পদ উচ্চারণ করিলেন। ইহার ফলে বৃত্রাসুর আসিল কিন্তু ত্বষ্টার মনোরথ পূর্ণ হইল না, কারণ ইন্দ্রই বৃত্রাসুরকে বধ করিলেন। ইহা বিচিত্র নহে, কারণ অভিযুক্তেরা বলেন—

* ত্বষ্টা অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা।

"তথা চ নারীম্বপি সিদ্ধমেতৎ করোতি যো যল্লভতেঽপ্যসৌ তৎ।
যৎ কর্ম্মবীজং বপতে মনুষ্য স্তস্যানুরূপাণি ফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥"

অতএব উদাত্তাদি স্বরজ্ঞানদ্বারা এই জাতীয় ফলবৈষম্য নিবারণ করিতে হইলে ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

(৮) 'যদধীতম্'। অর্থজ্ঞানে মন্ত্রের সাফল্য সূচনা করিবার জন্য মহাভাষ্যে লিখিত আছে—

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥"

তস্মাদনর্থকং মাধিগীস্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"। (পৃঃ ২, কীল্‌হর্ণ্)। অর্থাৎ—'অগ্নি ব্যতীত শুষ্ককাষ্ঠ যেমন প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ অর্থজ্ঞানব্যতীত শব্দোচ্চারণ সফল হয় না। অতএব অর্থজ্ঞানের অভাববশতঃ অধ্যয়ন যাহাতে নিষ্ফল না হয় তজ্জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক।'

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত শ্লোকে ব্যাকরণের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে স্নানবিষয়ক-স্মৃতির অতিক্রমাদি লইয়াই শ্লোকটী উপবর্ণিত হইয়াছে। এ সম্প্রদায় বলেন—'কর্ত্তব্যতা-নির্দ্দেশই বেদের মুখ্য বিষয় এবং অর্থজ্ঞান ব্যতীত কর্ত্তব্যতাও নিরূপিত হয় না। কর্ত্তব্যতা-নিরূপণে সামর্থ্য না থাকিলে স্নাতকের বেদপাঠ নিষ্ফল হইবে। সুতরাং অর্থজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী যাহাতে স্নাতক না হন তজ্জন্য শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।' ইহাই উক্ত মীমাংসকদিগের চরমসিদ্ধান্ত।

বিষম কথা। মীমাংসায় স্নাতকদের সম্বন্ধে প্রমাণটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রান্তরে কি উহার প্রয়োগ বাধিত হইবে? বাধিত হইলে পতঞ্জলির বহুপূর্ব্বে মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তশাস্ত্রে জ্ঞানপ্রশংসায় কখনও উহার প্রয়োগ করিতেন না। যাস্ক লিখিয়াছেন—"অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ভবতি, অজ্ঞাননিন্দা চ—

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্‌মা ॥

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্‌জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥"

প্রথমশ্লোকদ্বারা বেদজ্ঞমাত্রের বেদজ্ঞান প্রশংসিত হইয়াছে, কেবল স্নাতকের নহে। তারপর দ্বিতীয়শ্লোকদ্বারা অর্থজ্ঞানহীন বেদপাঠীর নিন্দা করা হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় শ্লোকটী যদি নিরুক্তের বিষয় হয়, তবে উহা ব্যাকরণের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং মীমাংসকগণ যাহা বলিয়াছেন তদ্দারা কেবল স্বপক্ষেই তাঁহাদের অনুরাগাতিশয়মাত্র উপলব্ধ হইতেছে।

জ্ঞানপ্রশংসা এবং অজ্ঞাননিন্দা প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ [১] শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো [২] বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ [৩] শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ [৪] ॥" (১২।১০৩)।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"বেদার্থজ্ঞো জপং জপ্ত্বা তথৈবাধ্যয়নং দ্বিজঃ।
কুর্ব্বন্ স্বর্গমবাপ্নোতি নরকং তু বিপর্য্যয়ে॥" (ব্যাসীয়া স্মৃতি)।

হারীত বলিয়াছেন—

"মন্ত্রার্থজ্ঞো জপন্ জুহ্বৎ তথৈবাধ্যাপয়ন্ দ্বিজঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি নরকং তু বিপর্য্যয়ে॥"

উত্তর গীতায় স্মৃত হইয়াছে—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহন্তি॥"

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" এই জাতীয় শ্রুতি ঐ সকল স্মৃতির অনুগ্রাহিকা। ইহা দেখিয়া মনে হয়, 'যদধীতম্' ইত্যাদি প্রমাণটী অস্থানে প্রযুক্ত নহে। অতএব মীমাংসকদের কথায় পতঞ্জলি বাধিত হন নাই।

(৯) 'যস্তু প্রযুঙ্ক্তে'। শব্দাপশব্দের প্রয়োগে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিবার জন্য মহাভাষ্যে লিখিত আছে—

"যস্তু প্রযুঙ্ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥"

১। গ্রন্থাধ্যেতারঃ। ২। অধীতগ্রন্থধারণসমর্থাঃ।
৩। অধীতগ্রন্থার্থজ্ঞাঃ। ৪। অনুষ্ঠাতারঃ।

কঃ? বাগ্‌যোগবিদেব। কুত এতৎ? যো হি শব্দাঞ্‌ জানাত্যপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মঃ, এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দাঃ, অল্পীয়াংসঃ শব্দা ইতি। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা গৌরিত্যস্য শব্দস্য গাবী-গোণী-গোতা-গোপোতলিকেত্যাদয়ো বহবোঽপভ্রংশাঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদ্‌, অজ্ঞানং তস্য শরণম্‌। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তায়াজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যো হ্যজানন্‌ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি—'সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্‌ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।' কঃ? অবাগ্‌-যোগবিদেব। অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্‌ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্‌। ক্ব পুনরিদং পঠিতম্‌? ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ। কিং চ ভোঃ শ্লোকা অপি প্রমাণম্‌? কিং চাতঃ? যদি শ্লোকা অপি প্রমাণম্‌, অয়মপি শ্লোকঃ প্রমাণং ভবিতুমর্হতি—

'যদুদুম্বর-বর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥' ইতি।

প্রমত্তগীত এষ তত্রভবতঃ। যস্ত্বপ্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্‌।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৩০-৩৪, নির্ণয়সাগর)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্যগর্থ জানিয়া শব্দসমূহ প্রয়োগ করেন তিনি পরলোকে জয়যুক্ত হন, কিন্তু বাগ্‌যোগবিৎ পণ্ডিত অপশব্দ দ্বারা দূষিত হইয়া থাকেন।* বাগ্‌যোগবিৎ পণ্ডিত কে? যিনি সাধুশব্দ এবং অপশব্দ উভয়ই অবগত আছেন। ভাল, সাধুশব্দজ্ঞানে যেমন ধর্ম্ম হয়, অপশব্দজ্ঞানেও সেইরূপ অধর্ম্ম হইতে পারে। অতএব অপশব্দজ্ঞানে বাগ্‌যোগবিৎ পণ্ডিতের অধিক অধর্ম্ম হওয়াই সম্ভবপর। কারণ সাধুশব্দ অল্প এবং অপশব্দই অধিক, যেমন—'গৌঃ' একটী সাধুশব্দ, কিন্তু গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকাপ্রভৃতি শব্দ তাহার অপভ্রংশ। এরূপ অবস্থায় কেহ কেহ বলিবেন, শব্দবিৎ পণ্ডিত অল্প সাধুশব্দ জানেন বলিয়া তাঁহার ধর্ম্ম অল্প হয় এবং তিনি বহু অপশব্দ জানেন বলিয়া তাঁহার অধর্ম্মই প্রচুর হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি শব্দবিৎ পণ্ডিত নহেন তাঁহার একটীমাত্র অপশব্দ জানার জন্য

* শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করা হইয়াছে। তবে অধ্যাহার স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—অবাগ্‌যোগবিৎ কিন্তু অপশব্দপ্রয়োগদ্বারা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। মনে হয়, অধ্যাহার করা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত।

ধর্ম্ম না হইলেও অল্পমাত্রই অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কারণ অজ্ঞানই তাঁহার একমাত্র শরণ। বিষম কথা, অজ্ঞান কি কাহাকেও পরিত্রাণ করে? মনে হয়—অজ্ঞানতা-বশতঃ ব্রহ্মহত্যা বা সুরাপান করিলেও কেহ পাতিত্য-দোষ পরিহার করিতে পারেন না। তাহা হইলে পাপভাক্ কে? অবাগ্-যোগবিৎ। কারণ বাগ্ব্যবহার জানা নাই বলিয়া তিনি পদে পদে অপশব্দ প্রয়োগ করেন। ভাল, বাগ্-যোগবিৎ পণ্ডিতের কি হইবে? শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবং অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম—এরূপ নিয়ম (সর্ব্ববাদিসম্মত) নহে, কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম শব্দাপশব্দপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাগ্যোগবিৎ পণ্ডিত যদি অপশব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে তিনিও ধর্ম্মচ্যুত হইবেন। তবে অবশ্য বাগ্যোগবিৎ পণ্ডিত জ্ঞানের দ্বারা অপশব্দ পরিহারপূর্ব্বক সাধুশব্দ প্রয়োগ করেন বলিয়া ধর্ম্মলাভ তাঁহার অবশ্যম্ভাবী।

এ কথার প্রমাণ কি? কাত্যায়নপ্রোক্ত ভ্রাজাখ্যশ্লোকসমূহই ইহার প্রমাণ। ভাল, শ্লোকই যদি প্রমাণ হয় তবে এ শ্লোকটীও প্রমাণ হউক—

> "যদুদুম্বর-বর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
> পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥"

অর্থাৎ ঘটী ঘটী রক্তবর্ণ সুরা পান করিলে যদি স্বর্গ না হয় তবে (সৌত্রামণি-যজ্ঞে) সামান্য সোমপান করিলে কি হইবে?

ইহা তোমার উন্মত্তপ্রলাপ। ভ্রাজাখ্য শ্লোকসমূহ উন্মত্তের প্রলাপ নহে, (কারণ তদনুকূলে শ্রুতি আছে—'একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি' *)।"

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" অর্থাৎ যিনি প্রয়োগ করেন। ইহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান আবশ্যক। প্রশ্ন হইতে পারে—সাধুশব্দের জ্ঞানে ধর্ম্ম, কি প্রয়োগে ধর্ম্ম? সাধুশব্দের জ্ঞানে যদি ধর্ম্ম হয় তবে অপশব্দের জ্ঞানেও অধর্ম্ম হইবে এবং সাধুশব্দাপেক্ষা অপশব্দের বাহুল্যহেতু অধর্ম্মেরও বাহুল্য হইবে, সুতরাং জ্ঞানপক্ষ সঙ্গত নহে। এইরূপ চিন্তাধারা অবলম্বনপূর্ব্বক কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথাঽধর্ম্মঃ" (৬ষ্ঠ বার্ত্তিক)। ইহার ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথাঽধর্ম্মোঽপি প্রাপ্নোতি।

---

* ৬।১।৮৪ সূত্রীয় মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যো হি শব্দাঞ্জানাত্যপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এব-মপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসো হ্যপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা—গৌরিতস্য গাবী-গোণী-গোতা-গোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৬৫-৬৬, নির্ণয়-সাগর)। জ্ঞানপক্ষ নিরস্ত হইলে প্রয়োগপক্ষ বিচার্য্যবিষয় হয়। সাধুশব্দের প্রয়োগে যদি ধর্ম্ম হয় তবে অপশব্দের প্রয়োগেও অধর্ম্ম হইবে এবং অপশব্দের বাহুল্যহেতু যদি প্রয়োগবাহুল্য হয় তাহা হইলে অধর্ম্মও অধিক হওয়া অন্যায্য নহে। সুতরাং প্রয়োগপক্ষই সঙ্গত ভাবিয়া কাত্যায়ন পুনরায় বলিয়াছেন—"আচারে নিয়মঃ।" (৭ম বার্ত্তিক)। আচারে অর্থাৎ প্রয়োগে। তারপর প্রয়োগ-পক্ষেও দোষোদ্ভাবনপূর্ব্বক তিনি স্বয়ং বলিলেন—"প্রয়োগে সর্ব্বলোকস্য" (৮ম বার্ত্তিক)। অভিপ্রায় এই যে, প্রয়োগে ধর্ম্ম বলিলে কৃতপ্রণাশ এবং অকৃতাভ্যাগম দোষ প্রসক্ত হইতে পারে। সেইজন্য ইহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"দৃশ্যতে হি কৃতপ্রযত্নাশ্চাপ্রবীণা অকৃতপ্রযত্নাশ্চ প্রবীণাঃ *। তত্র ফলব্যতিরেকোঽপি স্যাৎ।" (পৃ° ১০, কীল্‌হর্ণ্‌)। অবশেষে কাত্যায়ন সকল সন্দেহের নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"শাস্ত্রপূর্ব্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন।" (৯ম বার্ত্তিক)। অর্থাৎ তাৎপর্য্য বুঝিয়া যাগাদি অনুষ্ঠান করিলে যেমন ফলাধিক্য হয়, সেইরূপ ব্যাকরণের নিয়ম জানিয়া শব্দপ্রয়োগ করিলেও ফলাধিক্য হইয়া থাকে। মতান্তরে বার্ত্তিকটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—'বেদ যেমন নিয়মপূর্ব্বক অধীত হইলে ফলবান্ হয়, শব্দও সেইরূপ শাস্ত্রপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে ফলবান্ হইয়া থাকে।' এইরূপে বার্ত্তিককার সকল সন্দেহের নিরাস করিয়াছেন।

কাত্যায়ন জ্ঞানপক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রয়োগপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। পতঞ্জলি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া পুনরায় কূপখানকন্যায়ে বলিলেন—"অথবা পুনরস্তু জ্ঞান এব ধর্ম্ম ইতি। নন্থ চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেত্তথাঽধর্ম্ম ইতি। নৈষ দোষঃ। শব্দ-প্রমাণকা বয়ম্। যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মম্। যচ্চ পুনরশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধম্, নৈব

---

* নিরুক্তভাষ্যে 'প্রবীণ' শব্দ লইয়া লিখিত আছে—"প্রকৃষ্টো বীণায়াং প্রবীণো গান্ধর্ব্বে। অত্র হ্যস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ। স এষ স্বমর্থমভিধেয়মুৎসৃজ্যৈব গান্ধর্ব্বমভ্যাসপাটবমাত্রং সামান্য-মাশ্রিত্য সর্ব্বত্রৈবাভিপ্রবৃত্তঃ। যো হি যস্মিন্ কৃতযত্ন উৎপন্নকৌশলো ভবতি স তত্রোচ্যতে প্রবীণ ইতি। তদ্ যথা—প্রবীণো ব্যাকরণে, প্রবীণো নিরুক্ত ইতি।" (২।১, পৃ° ১২৩, আনন্দাশ্রম)।

তদ্দোষায় ভবতি, নাভ্যুদয়ায়। তদ্‌যথা হিক্কিতহসিতকণ্ডূয়িতানি নৈব দোষায় ভবন্তি, নাভ্যুদয়ায়।" (পৃঃ ১১, কীল্‌হর্ণ্‌)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'যদি জ্ঞানে ধর্ম্ম বলা হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। তবে যে 'জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেত্তথাধর্ম্মঃ' এ কথা বলা হইয়াছে তাহাও ইহার বাধক হইবে না। কারণ 'একঃ শব্দঃ সম্যগ জ্ঞাতঃ......' ইত্যাদি শ্রুতি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম বলিলেও অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম বলেন নাই। অতএব হিক্কাদির ন্যায় অপশব্দজ্ঞান অশিষ্ট হইলেও প্রতিষিদ্ধ নহে, সুতরাং তাহাতে দোষও নাই বা গুণও নাই। ইহা কোনও একটী সম্প্রদায়ের মতবাদ। "লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ", "যথা লৌকিকবৈদিকেষু" (১ম বার্ত্তিক)—এই বার্ত্তিকদ্বয়ের ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"লোকে তাবদভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটোঽভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকর ইত্যুচ্যতে। ভক্ষ্যং চ নাম ক্ষুৎ-প্রতীঘাতার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়ত ইদং ভক্ষ্যমিদমভক্ষ্যমিতি। তথা খেদাৎ * স্ত্রীষু প্রবৃত্তি র্ভবতি। সমানশ্চ খেদবিগমো গম্যায়াং চাগম্যায়াং চ। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইয়ং গম্যেয়-মগম্যেতি।......এবমিহাপি সমানায়ামর্থাবগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন চ ধর্ম্মনিয়মঃ ক্রিয়তে—শব্দেনৈবার্থোঽভিধেয়ো নাপশব্দেনেতি, এবংক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভব-তীতি।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৬২, নির্ণয়সাগর)। কথা অসঙ্গত নহে, কারণ স্মৃত্যন্তরেও লিখিত আছে—

> বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
> অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥
>
> (প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতপ্রমাণ)।

এই সকল দেখিয়া এবং শব্দানুশাসনের উপর মহাভাষ্য লিখিত বলিয়া আমরা বলিতেছি—উহা একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ, পতঞ্জলির নহে।

মুনি তাহাতে তৃপ্ত নহেন। সুতরাং পুনরায় প্রকারান্তরে সমাধান করিবার জন্য বলিলেন—"অথবাঽভ্যুপায় এবাপশব্দজ্ঞানং শব্দজ্ঞানে। যো হ্যপশব্দাঞ্-জানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং 'জ্ঞানে ধর্ম্ম' ইতি ব্রুবতোঽর্থাদাপন্নং ভবতি—'অপশব্দজ্ঞানপূর্ব্বকে শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম' ইতি।" (পৃঃ ১১, কীল্‌হর্ণ্‌)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'অথবা অপশব্দ-জ্ঞানই সাধুশব্দ-জ্ঞানের সদুপায়। কারণ যে

---

* ইন্দ্রিয়নিগ্রহাসামর্থ্যং খেদঃ।

শব্দবিৎ পণ্ডিত অপশব্দ জানেন তিনি সাধুশব্দও জানেন। অতএব 'জ্ঞানে ধর্ম্মঃ' বলিলে উপপন্ন হয় যে, অপশব্দজ্ঞানপূর্ব্বক সাধুশব্দ-জ্ঞানে ধর্ম্ম হইয়া থাকে।' ইহা অন্য একটী সম্প্রদায়ের মতবাদ। মহাভাষ্যের স্থানান্তরে আক্ষেপপূর্ব্বক সমাধান করিবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"শব্দানুশাসনমিদানীং কর্ত্তব্যম্। তৎ কথং কর্ত্তব্যম্। কিং শব্দোপদেশঃ কর্ত্তব্য আহোস্বিদপশব্দোপদেশ আহোস্বিদুভয়োপদেশ ইতি। অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ। তদ্যথা। ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্যপ্রতিষেধো গম্যতে। পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইত্যুক্তে গম্যত এতদতোঽন্যেঽভক্ষ্যা ইতি। অভক্ষ্য-প্রতি ষেধেন বা ভক্ষ্যনিয়মঃ। তদ্যথা। অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটোঽভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকর ইত্যুক্তে গম্যত এতদারণ্যো ভক্ষ্য ইতি। এবমিহাপি যদি তাবচ্ছব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গৌরিত্যেতস্মিন্নুপদিষ্টে গম্যত এতদ্গাব্যাদয়োঽপশব্দা ইতি। অথাপ-শব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গাব্যাদিষূপদিষ্টেষু গম্যত এতদ্গৌরিত্যেষ শব্দ ইতি। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশঃ।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৫, কীল্হর্ন্)। এই দেখিয়া আমরা বলিতেছি—উহাও একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ, পতঞ্জলির নহে।

ইহাতেও মুনির তৃপ্তি নাই। তাই তিনি আবার একটী সম্প্রদায়ের মতানুসারে সমাধান করিবার জন্য বলিলেন—"অথবা কূপখানকবদেতদ্ ভবিষ্যতি। তদ্যথা কূপখানকঃ কূপং খনন্ যদ্যপি মৃদা পাংসুভিশ্চাবকীর্ণো ভবতি, সোঽপ্সু সঞ্জাতাসু তত এব তং গুণমাসাদয়তি। যেন স চ দোষো নির্হণ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবতি। এবমিহাপি যদ্যপ্যপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মস্তথাপি যস্ত্বসৌ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মস্তেন স চ দোষো নির্ঘানিষ্যতে ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ১১, কীল্হর্ন্)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'অথবা কূপখনিতার ন্যায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কূপখনিতা যেমন প্রথমে কর্দ্দমাক্ত হইয়া পরে কূপোদ্গত জলদ্বারা কর্দ্দমমুক্ত হয় এবং চিরবাঞ্ছিত জলও প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শব্দবিৎ পণ্ডিতও অপশব্দজ্ঞানহেতু পাপলিপ্ত হইলেও সাধুশব্দ জ্ঞানজনিতপুণ্যদ্বারা সকল পাপের অপসারণপূর্ব্বক প্রভূত মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।' এই সম্প্রদায়ের মতবাদই পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত। কারণ ইহার পর আর কোনও সমাধান উপন্যস্ত হয় নাই। সূত্রভাষ্যাদির এ নিয়ম চিরপ্রসিদ্ধ। বেদান্তে সূত্রিত হইয়াছে—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ" (১।৪।২০), "উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ" (১।৪।২১), এবং "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" (১।৪।২২)। শেষোক্ত সূত্রের ভাষ্যে রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন—"...জীবাত্মশব্দস্য

পরমাত্মনি পর্য্যবসানমিতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্"। ইহার উপর টিপ্পনীকার লিখিয়াছেন—"এষু চ সূত্রেষ্বেতদেব সূত্রকারাভিমতমিতি গম্যতে, অদূষণাদতঃ পরং মতান্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ"।

এইরূপে জ্ঞানপক্ষের সিদ্ধান্ত দেখাইয়া উহার সহিত প্রয়োগপক্ষের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যদপ্যুচ্যত 'আচারে নিয়ম' ইতি। যাজ্ঞে কর্ম্মণি স নিয়মোঽন্যত্রানিয়মঃ। এবং হি শ্রূয়তে—'যর্বাণস্তর্বাণো * নামর্ষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণঃ পরাপরজ্ঞা বিদিতবেদিতব্যা অধিগতযাথাতথ্যাঃ'। তে তত্রভবন্তো যদ্বা নস্তদ্বা ন * ইতি প্রযোক্তব্যে যর্বাণস্তর্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে, যাজ্ঞে পুনঃ কর্ম্মণি নাপভাষন্তে। তৈঃ পুনরসুরৈর্ যাজ্ঞে কর্ম্মণ্যপভাষিতম্। তত স্তে পরাভূতাঃ।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ১১, কীল্হর্ণ্)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ —'ইতিপূর্ব্বে প্রয়োগে নিয়ম বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা যাগাদি বৈধানুষ্ঠানেই বুঝিতে হইবে, কারণ অন্যত্র ঐরূপ নিয়ম নাই। শুনা যায়, 'যর্বাণস্তর্বাণঃ' নামক একটী পরাবরজ্ঞ ঋষিসম্প্রদায় তত্ত্বসাক্ষাৎকারহেতু জগতের সকল রহস্যই অবগত হইয়াছিলেন। ঐ সকল ঋষি 'যদ্বা নস্তদ্বা নঃ' এই বাক্যের প্রয়োগকালে অপভ্রংশ-ভাষায় 'যর্বাণস্তর্বাণঃ' বলিতেন, তবে যাগাদি বৈধানুষ্ঠানে তাঁহারা কখনও অপশব্দ বলিতেন না। অসুরেরা কিন্তু সকল সময়েই অপশব্দ প্রয়োগ করিত বলিয়া পরাভূত হইয়াছিল।' এখন আমাদের সন্দেহ আসিতেছে—

(১) জ্ঞানে ধর্ম্ম বলিয়া পতঞ্জলি কি কাত্যায়নের বিরোধী হইলেন?

(২) যাগাদিব্যতিরিক্ত সময়ে অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে অপশব্দ প্রয়োগ করিলে কি প্রত্যবায় হয় না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"যচ্চ কাত্যায়নেন 'জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেত্তথাঽধর্ম্ম' ইতি তন্ত্রেণ প্রসঙ্গেন বাঽপশব্দজ্ঞানাদধর্ম্মত্বাপত্তিদোষ-মভিধায় 'শাস্ত্রপূর্ব্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়' ইতি নিঃশ্রেয়সসিদ্ধ্যুপায়েঽবধারিতে যৎ পুনঃ পরাবৃত্য ভাষ্যকারেণোক্তম্ 'অথবা পুনরস্তু জ্ঞানে ধর্ম্ম' ইত্যভ্যুপেত্য বাদমাত্রম্, তৎ পূর্ব্বোক্তদোষপরিহারসামর্থ্যপ্রদর্শনার্থং কৃত্বাচিন্তান্যায়েনোক্তম্।

* যদ্বা যদ্বস্তু তদ্বা তদ্বস্তু বর্ত্ততাং নোঽস্মাকং কিমিত্যর্থপ্রতিপিপাদয়িষয়া 'যদ্বা নস্তদ্বা ন' ইতি বাচ্যে 'যর্বাণস্তর্বাণ' ইতি প্রযুক্তবন্ত স্তত স্তন্নামকা এব চ ঋষয়ঃ সম্পন্না ইত্যর্থঃ। (ছায়া-ব্যাখ্যা—পৃঃ ৬৮, নির্ণয়সাগর)।

পরমার্থতস্ত্বন্যানর্থক্যপ্রসঙ্গবিজ্ঞাতপারার্থ্যাপাদিতার্থবাদত্বাৎ ফলশ্রুতি র্ন ফল-প্রতিপত্তিক্ষমা বিজ্ঞায়তে। যথা 'যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ'ইতি জ্ঞানমাত্রাদেব ব্রহ্মহত্যাতরণং যদি সিধ্যেৎ কো জাতুচিদ্ বহুক্ষয়ব্যয়ায়াসসাধ্য-মশ্বমেধং কুর্যাৎ, তদ্বিধানং চানর্থকমেব স্যাৎ। এবং শব্দজ্ঞানাচ্চেদ্ ধর্ম্মঃ সিধ্যেৎ কো নামানেকতাল্বাদিব্যাপারায়াসখেদমনুভবেৎ। তস্মাৎ ক্রতুবদেব জ্ঞানপূর্ব্বপ্রয়োগস্যৈব ফলং কারণে কার্য্যবদুপচারাৎ তণ্ডুলে দেববর্ষণবজ্‌জ্ঞানে ধর্ম্মবচনমাপাদিতাধর্ম্মপরিহারাভিধানশক্তিমাত্রপ্রদর্শনার্থমেবোপন্যস্তং ন ফলবক্ত-প্রতিপাদনায়।" (তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃ০ ২৪০, কাশীসংস্করণ)। স্থূলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, "কাত্যায়ন বলেন—'সাধুশব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হয় বলিলে অপশব্দ জ্ঞানে অধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং জ্ঞানসহকৃত সাধুশব্দপ্রয়োগেই ধর্ম্ম এইরূপ বলাই সঙ্গত।' পতঞ্জলি এ সকল কথার ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় কৃত্বাচিন্ত-ন্যায়ে বলিলেন—'সাধুশব্দজ্ঞানেও ধর্ম্ম।' ইহাতে উভয়মতে বিরোধাভাস উপপন্ন হয় বটে, কিন্তু যথার্থতঃ পতঞ্জলির উক্তিদ্বারা কাত্যায়নের মতবাদ সমর্থিত হইতেছে। আমরা জানি, অর্থবাদ এবং তাহার ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য বিধির প্রশংসা-পরত্বেই প্রযোজ্য, নচেৎ বিধি কখনও সার্থক হইতে পারে না। অশ্বমেধযাজী এবং অশ্বমেধ-যাগজ্ঞ উভয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয় বলিলে কে ক্ষয়-ব্যয়াদিসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে? অতএব জ্ঞান-বিষয়ক ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য যজ্ঞীয় বিধির প্রশংসাতেই গ্রহণ করা উচিত। সেইরূপ আবার শব্দের জ্ঞানেই ধর্ম্ম বলিলে তাল্বাদিব্যাপারসাধ্য শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক কে আর সাধুশব্দপ্রয়োগে যত্নবান্ হইবে? সুতরাং সাধুশব্দের প্রয়োগবিধিও ক্রমশঃ ব্যাহত হইয়া পড়িবে। অতএব যজ্ঞজ্ঞানবিষয়ক ফলশ্রুতির ন্যায় শব্দজ্ঞানবিষয়ক ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য মুখ্য প্রয়োগ বিধির উদ্দেশেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে প্রয়োগের ধর্ম্মরূপ ফল জ্ঞানে উপচরিত হওয়ায় 'আচারে নিয়মঃ' এই সিদ্ধান্তই প্রশংসিত হইয়াছে। যাগাদি-ব্যাপারে কারণে কার্য্যের উপচার প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, যেমন—দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ করিলেও আমরা তণ্ডুলে দেববর্ষণ আরোপ করিয়া থাকি। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিলে কাত্যায়ন-পতঞ্জলির কথায় সকল প্রকার বিরোধ তিরোহিত হইবে।'

কাত্যায়ন শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক প্রয়োগেই ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ......" ইত্যাদিশ্রুতিও ঐ সিদ্ধান্তের অনুকূল। কিন্তু 'যর্বাণস্তর্বাণঃ'নামক ঋষিসম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হওয়ায় মনে হয়

পতঞ্জলির মতে ঐ নিয়ম কেবল যজ্ঞকর্ম্মেই প্রযোজ্য। তাহা হইলে আমরা এখন কি বুঝিব ?

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণেন যজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন নাপভাষিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ"। স্মৃতি বলিয়াছেন—"মনসা সঙ্কল্পয়েৎ ততো বাচাঽভিলপেৎ ততোঽনুক্রামেৎ ক্রিয়াম্, সা চ পরিষ্কৃতা বাগভিমতায় ফলায়"। এই সকল নির্ব্বচন হইতে বুঝা যায় যে, কেবল বৈধানুষ্ঠানে নহে, যজ্ঞশালায় বা পূজাদি-স্থানে প্রবেশের অব্যবহিত পরেই অপশব্দবর্জ্জন এবং সাধুশব্দপ্রয়োগ অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে—তদ্‌ব্যতিরিক্ত স্থানে বা তদ্‌ব্যতিরিক্ত সময়ে অপশব্দ প্রয়োগ করিলে কোনও প্রত্যবায় হয় কি না ? যদি না হয় তবে ব্যাকরণের উপদেশ কতক পরিমাণে ব্যর্থ হইবে এবং ব্যাকরণ লিখিতে বসিয়া ব্যাকরণ-গর্হিত পদপ্রয়োগে উৎসাহ দেওয়াও হাস্যজনক হইয়া পড়িবে। আবার যদি কোনও প্রত্যবায় স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তি হইতে পাণিনি-পতঞ্জলি-প্রভৃতি মহর্ষিগণও প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। এ কথা নিতান্ত অসম্ভব নহে। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ", "গৌরিত্যস্য গাবী-গোণী-গোতা-গোপোতলিকেত্যেবমা-দয়োঽপভ্রংশাঃ", "যর্বাণস্তর্বাণো নামর্ষয়ো বভূবুঃ" (মহাভাষ্য—৬৬-৬৮ পৃ, নির্ণয়সাগর)। উদাহরণচ্ছলে কথিত হইলেও পতঞ্জলি ত ঐ সকল অপশব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে কি তিনি প্রত্যবায়ভাগী হন নাই ?

বেদে কোনও একটী বৈদিকশব্দের পরিবর্ত্তে ব্যাকরণানুগত কোনও সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করাও ম্লেচ্ছতা। প্রযোজ্য পদ সংস্কৃত হইলেও মীমাংসকগণ বলিবেন—

"সংস্কৃতানাং চ শব্দানাং সাধুত্বে পরিকল্পিতে।
বক্তব্যঃ কস্য সংস্কারঃ কথং বা ক্রিয়তে পুনঃ॥

ব্যাকরণেন শব্দেষু সংক্রিয়মাণেষু ন জ্ঞায়তে কিং বস্তু সংক্রিয়তে কো বা সংস্কার উৎপত্তিপ্রাপ্তিবিকারাপূর্ব্বসাধনসামর্থ্যাধানানাং ক্রিয়ত ইতি।" (তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃ০ ১৩০, আনন্দশ্রম)। অতএব "ওঁ বিষ্ণো মনসা পূতে স্থঃ" এই মন্ত্রের 'স্থঃ'স্থানে 'ভবথঃ' বলাও ম্লেচ্ছতা। এরূপ ত্রুটি উপশম করিবার জন্য বৈষ্ণবী ঋক্ পাঠ করিতে হয়—"ওঁ প্রজাপতি ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণু র্দেবতাঽযজ্ঞিয়বাগ্‌বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণু র্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" (ঋগ্বেদ—১।২।৭।১৭)। এ স্থলে "বিষ্ণো ররাটমসি" ইত্যাদি বৈষ্ণব-যজুর্ম্মন্ত্রের

পাঠও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অসমর্থ হইলে "ওঁ নমো বিষ্ণবে" এই ষড়ক্ষর মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুস্মরণও শাস্ত্রানুমোদিত। এদিকে আবার বেদে লৌকিকশব্দপ্রয়োগের ন্যায় লোকেও বৈদিকশব্দপ্রয়োগ নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব "সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ" এইজাতীয় ন্যায়ানুসারে সংস্কৃত ভাষায় কোনও বৈদিক শব্দ প্রয়োগ করাও স্মৃতিবিরুদ্ধ, যেমন—"অগ্নিস্ত্বং বরদো ভব" এই বাক্যস্থলে যদি কেহ 'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষ্বন্তঃপাদম্' (৮।৩।১০৩) এই সূত্রানুসারে বলেন—"অগ্নিষ্টং বরদো ভব", তাহা হইলে তিনিও নিন্দিত হইবেন। এরূপ হইলে যে দিন পাণিনি "তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুকে" (৭।৩।৯৫) এই সূত্র প্রণয়ন করেন, সেইদিন তিনি লৌকিক ভাষায় 'তবীতি-রবীতি-স্তবীতি'প্রভৃতি পদের সাধুত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রাচীনস্মৃতির বিরোধী হইয়াছিলেন। কারণ পাণিনির পূর্ব্বে আচার্য্যগণ শাস্ত্রানুরোধে 'তবীতি'-প্রভৃতি পদ ছান্দস বলিয়া ভাষায় কখনও প্রয়োগ করিতেন না। সেইজন্য আপিশলীয়গণ বলিয়াছেন—"তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুকাসুচ্ছন্দসি"। (৭।৩।৯৫ কাশিকা)। কেবল ইহাও নহে, সূত্রপ্রণয়নে স্মৃতিবিরুদ্ধপদ্ধতির উদাহরণও অষ্টাধ্যায়ীতে বিরল নহে। সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি"। পাণিন্যাদির এইরূপ নানাবিধ ত্রুটি দেখিয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন।

যেঽপি ব্যাকরণস্যৈব পরে পারে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সুতরাং তেঽপি গাব্যাদিতুল্যানেব প্রযুঞ্জতে॥
সূত্র-বার্ত্তিক-ভাষ্যেষু দৃশ্যতে চাপশব্দনম্।
অশ্বারূঢ়াঃ কথং চাশ্বান্ বিস্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ॥"

(পৃ০ ২৬০, আনন্দাশ্রম)।

অতএব লৌকিক ভাষায় বৈদিক শব্দাদির প্রচালন-চেষ্টায় পাণিনিও কি প্রত্যবায়-ভাগী হন নাই?

বস্তুতঃ কিন্তু পতঞ্জলি প্রত্যবায়ভাগী নহেন। মহাভারতে নারায়ণকল্প মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"তপো ন কল্কোঽধ্যয়নং ন কল্কঃ সাধারণো বেদবিধির্ন কল্কঃ।
প্রসহ্যবিত্তাহরণং ন কল্ক স্তান্যেব ভাবোপহতানি কল্কঃ॥"

কল্ক অর্থাৎ পাপ। তপস্যা পাপ নহে, অধ্যয়ন পাপ নহে, বেদবিহিত হিংসাদি-কার্য্য পাপ নহে, বলপূর্ব্বক ধনাদি অপহরণ করা পাপ নহে, কিন্তু সেই সেই

ভাবে উপহত হওয়াই পাপ।' ঠিক কথা। তপস্যা পাপ নহে, কিন্তু বশিষ্ঠকে পরাভব করিবার জন্য তপস্যা করায় বিশ্বামিত্রের পাপ হইয়াছিল। অধ্যয়নেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। যজ্ঞীয় পশুবধ বধ নহে, কিন্তু দেহপুষ্টির জন্য পশুবধ পাপজনক। রাজারা বলপূর্ব্বক রাজ্যহরণ করিলেও তাঁহাদের কোনরূপ পাপ হয় না, কিন্তু প্রজা-হিতের জন্য না করিয়া কেবল রাজ্যবৃদ্ধির জন্য ঐরূপ করিলেই তাঁহারা পাপভাগী হন। শাস্ত্রের প্রগতি এরূপ হইলে পতঞ্জলির ত্রুটি কোথায়? শিষ্যোপদেশের জন্য অপশব্দের উদাহরণ দেখাইলে তাহাকে অপশব্দ-প্রয়োগ বলে না। আর এক কথা, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ" এবং "যর্বাণস্তর্বাণো নামর্ষয়ো বভূবুঃ"। সর্ব্বশুক্লা ভগবতী শ্রুতির কথা উদ্ধার করিলে কি পাপ হইতে পারে?

পাণিনির সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কোনও দোষ নাই। তিনি আমাদের স্মৃতিকার। বেদে বহুবিধ বিষয়ের সমাম্নায় আছে। তন্মধ্যে কোন্ বিষয় কোন্ সময়ে কি ভাবে আচরিত হইবে তাহা স্মৃতিকারগণই নিরূপণ করিয়াছেন। অনেক শব্দ বেদে এবং লোকে উভয়ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল শব্দ প্রথমে বেদেই ছিল এবং পরে শাব্দিক ঋষিগণই তাহাদিগকে বেদ হইতে ভাষায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল শব্দমধ্যে অনেক শব্দ কোনও কোন স্মৃতির প্রচলনকালে প্রযুক্ত হইত এবং তারপর কোনও কোন স্মৃতির প্রচলনকালে তাহারা অপ্রযুক্ত থাকিত। সেইজন্য কাত্যায়ন "অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দপ্রয়োগাৎ।" (২য় বার্ত্তিক, কীল্‌হর্ণ্) এই বার্ত্তিকের অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন—"অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ"। (৩য় বার্ত্তিক, কীল্‌হর্ণ্)। এই বিষয়ের ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ। তদ্‌যথা—উষ, তের, চক্র, পেচেতি (পৃ০ ৬২ নির্ণয়সাগর)।.........অপ্রয়োগঃ খল্বপ্যেষাং শব্দানাং ন্যায্যঃ। কুতঃ? প্রয়োগান্যত্বাৎ। যদেতেষাং শব্দানামর্থেঽন্যাঞ্ছব্দান্ প্রযুঞ্জতে। তদ্‌যথা—উষেত্যস্য শব্দস্যার্থে 'ক যূয়মুষিতাঃ', তেরেত্যস্যার্থে 'ক যূয়ং তীর্ণাঃ', চক্রেত্যস্যার্থে 'ক যূয়ং কৃতবন্তঃ', পেচেত্যস্যার্থে 'ক যূয়ং পক্কবন্ত'' ইতি। (পৃ০ ৬৩, নির্ণয়সাগর)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নানাবিধ প্রতিবাক্যের প্রয়োগাতিশয়-হেতু কালান্তরীয় মূলশব্দের প্রয়োগ স্থগিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাচরণেও এরূপ ভাব উপলব্ধ হয়, যেমন—বর্ত্তমানের দুর্গোৎসবাদি পূর্ব্বকালের অশ্বমেধস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যাদিযুগের অনেক প্রকার

ব্যবহার ঋষিগণ কলিকালে নিষেধ করিয়াছেন। সেইজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশো র্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥"

*   *   *   *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহু র্মনীষিণঃ॥
(উদ্বাহতত্ত্বধৃতপ্রমাণ)।

আচারসম্বন্ধে আবার স্বতঃসিদ্ধ নিবৃত্তি দেখা যায়, যেমন—আহ্নীনৈবুক * বা উদ্বৃষভ †। আহ্নীনৈবুক পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিলেও এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। উদ্বৃষভ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং পরে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু এখন আবার ভারতের কোনও কোন স্থানে উহার প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণকর্ত্তৃক যেমন কালানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োগ উপদিষ্ট হয়, শব্দশাস্ত্র-কারগণকর্ত্তৃকও সেইরূপ কালানুসারে শব্দাশব্দের প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ পাণিনি সাধারণ সূত্রকার নহেন। তিনি দেবাধিদেব মহাদেবের প্রসাদে ভগবতী শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক ধ্যানযোগাদির দ্বারা ভাষাকে সূত্রবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন —"প্রমাণভূত আচার্য্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা যত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম, তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ"। (পৃঃ ৩৯ কীলহর্ণ্)। অর্থাৎ 'প্রমাণভূত আচার্য্য পাণিনি শুভকালে হস্তে পবিত্র দর্ভ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে সূত্রসমূহ প্রণয়ন

---

* এখন যেমন বঙ্গদেশে মনসাপূজায় সেজবৃক্ষের পূজা করা হয়, পূর্ব্বে সেইরূপে দাক্ষিণাত্যে আহ্নীনৈবুকে অর্কাদিবৃক্ষের পূজা করা হইত।

† পূর্ব্বে উত্তরাপথের লোকেরা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় বৃষসমূহের পূজা করিয়া তাহাদিগকে দৌড় করাইত। এখন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত হইয়া গো-মহিষগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে দৌড় করায়।

করিয়াছিলেন। সে সকল সূত্রে কোনও বর্ণই নিরর্থক থাকিতে পারে না, আর এত বড় সূত্রের ত কথাই নাই। আবার "ইকো যণচি" (৬।১।৭৭) এই সূত্রের ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন—"সামর্থ্যযোগান্ন হি কিঞ্চিদস্মিন্ পশ্যামি শাস্ত্রে যদনর্থকং স্যাৎ"। অর্থাৎ 'সূত্ররাশির পরস্পর সম্বন্ধাত্মক ব্যবস্থাহেতু পাণিনীয়শাস্ত্রে কোন নিরর্থক অংশমাত্র দৃষ্ট হয় না।' অতএব কোনও না কোন ব্যাকরণস্মৃতির প্রচলনকালে 'তবীতি-রবীতি-স্তবীতি'প্রভৃতি পদ ভাষায় প্রযুক্ত হইত, কিন্তু আপিশলির সময়ে ঐ সকল পদের প্রয়োগ স্থগিত থাকিলেও পাণিনিমুনি ভাষায় তাহাদের পুনর্নিবেশ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। "কর্ত্তৃত্বং যদৃষীণাং তু তৎ সর্ব্বং মন্ত্রকৃৎসমম্"—এই লৌকিক ন্যায়ানুসারে পাণিনির সূত্রাদিবিষয়ে যদি ছন্দোগন্ধ থাকে তাহা হইলেও উহা দোষাবহ নহে। তবে পাণিনির দৃষ্টান্তে ঐরূপ কার্য্য করা সকলের পক্ষে হিতজনক নহে, কারণ অভিযুক্তেরা বলেন—

"মন্দতপসাং গজৈরিব মহাবটকাষ্ঠাদিভক্ষণমাত্মবিনাশায়ৈব স্যাৎ" *।

সাধুশব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হইলে অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম কল্পনা করা অন্যায্য নহে। কিন্তু তাহা হইলে সাধুশব্দের সংখ্যাপেক্ষা অপশব্দের সংখ্যাধিক্যহেতু অধর্ম্মের বাহুল্যও নিষ্কারণ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কাত্যায়ন জ্ঞানপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাধুশব্দপ্রয়োগে ধর্ম্ম হইলে অপশব্দপ্রয়োগে অধর্ম্ম হইবে এবং অধিক অপশব্দ প্রয়োগ করিলে অধর্ম্মও অধিক হইবে—ইহা সঙ্গতিবিরুদ্ধ নহে বলিয়াই তিনি প্রয়োগপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব কাত্যায়নের মতে সাধুশব্দ-প্রয়োগে ধর্ম্ম এবং অপশব্দপ্রয়োগে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। ইহাতে পতঞ্জলি বলেন যে, প্রয়োগের নিয়ম বৈধানুষ্ঠানেই বুঝিতে হইবে, অন্যত্র নহে। 'যর্বাণস্তর্বাণঃ' নামক ঋষিদের উপাখ্যানদ্বারাও তিনি স্বাভিমত দৃঢ় করিয়াছেন। সুতরাং পতঞ্জলির মতে বৈধানুষ্ঠানব্যতিরিক্ত সময়ে অপশব্দপ্রয়োগে অধর্ম্ম হয় না। "ব্রাহ্মণেন যজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন নাপভাষিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ" এই জাতীয় শ্রুতিও পতঞ্জলির অনুকূল। কারণ "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" বলিলে বুঝা যায় যে, তদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্তই অভক্ষ্য। সেইরূপ যজ্ঞশালায় অপশব্দাদি ব্যবহার করিবে না বলিলে বুঝায় যে, অন্যত্র ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ

* মীমাংসার ১।৩।৩৭ সূত্রীয় বার্ত্তিকে এই ন্যায়টী উদাহৃত হইয়াছে।

নহে। এরূপ অবস্থায় কাত্যায়নের সহিত পতঞ্জলির মতভেদ কল্পনা করা অস্বাভাবিক নহে।

বস্তুতঃ কিন্তু উভয় ঋষির মতবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। পতঞ্জলি যখন কূপখানকের উদাহরণ দেখাইয়া অপশব্দের জ্ঞানেও পাপ স্বীকার করিয়াছেন তখন উহার প্রয়োগে পাপ না বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কূপখানকের কথা যেমন সাধুশব্দজ্ঞানের অর্থবাদরূপেও গ্রহণ করা যায়, 'যর্বাণস্তর্বাণঃ'নামক ঋষিদের উপাখ্যানও সেইরূপ বৈধানুষ্ঠানে সাধুশব্দপ্রয়োগের অর্থবাদরূপে গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং তদ্দ্বারা অপশব্দপ্রয়োগ উৎসাহিত হয় নাই, বরং চ তাহাতে বৈধানুষ্ঠানে সাধুশব্দপ্রয়োগ প্রশংসিতই হইয়াছে। পতঞ্জলির অভিপ্রায় এই যে, বৈধানুষ্ঠানে জ্ঞানপূর্ব্বক সাধুশব্দপ্রয়োগে যে ধর্ম্ম হয় তাহার তুলনায় কালান্তরীয় অপশব্দপ্রয়োগজনিত অধর্ম্ম অত্যন্ত তুচ্ছ। যজ্ঞীয় হিংসা লইয়া একদিন ভগবান্ পঞ্চশিখও বলিয়াছিলেন—"স্বল্পঃ সঙ্করঃ সুপরিহরঃ (সপরিহারো বা) সপ্রত্যবমর্শঃ কুশলস্য নাপকর্ষায়ালম্। কস্মাৎ? কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপ্যপকর্ষমল্পং করিষ্যতীতি"। এইরূপে 'যর্বাণস্তর্বাণঃ' সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে—'বৈধানুষ্ঠানাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে অপশব্দপ্রয়োগহেতু যে পাপ হয় তাহা অল্প, ক্ষমার্হ, প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা পরিহারযোগ্য এবং উহা বৈধানুষ্ঠানাদিকালে জ্ঞানপূর্ব্বক সাধুশব্দপ্রয়োগজনিত বহু পুণ্যের সহিত মিশ্রিত থাকায় ভোজনান্তরীয় দুঃখের ন্যায় পুরুষকে কাতর করিতে পারে না'। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, অপশব্দপ্রয়োগমাত্রেই প্রত্যবায় স্বীকার করা পতঞ্জলিরও অভিপ্রেত। আর কাত্যায়ন যখন সাধুশব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম স্বীকার করিলে অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া জ্ঞানপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়োগপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন অপশব্দপ্রয়োগে অধর্ম্ম বলা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। অতএব এস্থলে উভয় ঋষির মতভেদ নাই—এইরূপ সিদ্ধান্ত আমাদের মতে সুসঙ্গত হইতেছে।

মীমাংসকগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যাকরণবিষয়ে কাত্যায়নপ্রোক্ত "যস্তু প্রযুঙ্ক্তে......" ইত্যাদি ভ্রাজাখ্যশ্লোকের উপযোগ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা-বলেন—"যিনি লোকব্যবহারানুসারে পদপদার্থের সম্বন্ধ জানেন, যিনি মন্ত্রব্রাহ্মণের উদ্দেশাদিনিরূপণে কৃতার্থ, যিনি উহার প্রাধান্য নিরূপণপূর্ব্বক বাক্যগতসম্বন্ধাদি পরিজ্ঞাত এবং যিনি মন্ত্রাদি হইতে বিধেয়াবিধেয়-

ভাগ বিচার করিতে পারেন তিনিই বাগ্‌যোগবিৎ পণ্ডিত, বৈয়াকরণ নহেন; কারণ বৈয়াকরণ-কর্ত্তৃক ঐ সকল কার্য্য সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে এবং তাঁহার এরূপ প্রয়োগোৎপত্তিবিষয়ক কার্য্য শাস্ত্রেও বিহিত নহে।”

আমাদের মনে হয়, তর্কানুরোধে উক্ত মীমাংসকগণ এরূপ কষ্ট কল্পনা করিয়াছেন। শ্লোকটী কাত্যায়নপ্রোক্ত। এই শ্লোকে শ্রুতির হৃদ্‌গত আশয় প্রতিবিম্বিত বলিয়াই ইহা ভ্রাজাখ্য শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাত্যায়নের ভ্রাজাখ্য-শ্লোকসমূহ শাস্ত্রে স্মৃতিবৎ পরিগৃহীত হইয়াছে। আর শ্লোককার স্বয়ং যদি ইহার দ্বারা শব্দানুশাসনের প্রয়োজন সমর্থন করেন তাহা হইলে সেই বিষয় লইয়া উক্ত মীমাংসকগণের ব্যাখ্যান্তর কল্পনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অনেক স্থলে মীমাংসকগণ কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্যাদি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ব্যাকরণসম্বন্ধে তাঁহারা ভ্রাজাখ্যশ্লোকের প্রামাণ্য গ্রহণ করিবেন না। এরূপ অবস্থায় আমরা বলিব—“কুক্কুট্যাদেরেকো দেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে, পচ্যতে দেশান্তরমিত্যর্দ্ধবৈশসম্, তদিহ ন যুক্তম্” অর্থাৎ অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ে কতকাংশ লইয়া অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর এই সকল মীমাংসকগণের মতবাদ যদি সুসঙ্গত হইত তাহা হইলে সিদ্ধান্তপক্ষে কুমারিলও তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেন।

(১০) “অবিদ্বাংসঃ।” নামোচ্চারণেও ব্যাকরণান্তর্গত স্বরজ্ঞান আবশ্যক —ইহা দেখাইবার জন্য মহাভাষ্যে লিখিত আছে—

“অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ।
কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥

অভিবাদে স্ত্রীবন্মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।”

৺ কাশীধামের বেদোদ্বোধিনী সমিতির সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী ঋগ্বেদীয় উপোদ্‌ঘাতের ৭৪ পৃষ্ঠায় ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—“যে সকল অবিদ্বান্ (মূর্খ) ব্যক্তি নামের প্রত্যভিবাদে অর্থাৎ নামকথনে প্লুতি (প্লুত উচ্চারণ) জানে না, তাহাদিগের মধ্যে একজন বেদজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বলেন যে, ‘আমি স্ত্রীগণের মধ্যে আছি’। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ দীর্ঘপ্লুতাদিজ্ঞানহীনদিগকে স্ত্রীলোকবৎ মনে করেন। এই হেতু ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলে আমরা স্ত্রীবৎ হইব না বলিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।”

The Indian Research Institute হইতে প্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতার পঞ্চম খণ্ডস্থ ৬৪—৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুবাদ গৃহীত হইয়াছে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই ন্যায়ের মর্য্যাদাপালনে ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী-মহোদয়ও কোনও ক্রটি করেন নাই। আবার কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের পরমাচার্য্য (Principal) এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদেশীয় (Vice-Chancellor) মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্তগঙ্গানাথঝামহোদয় উক্ত শ্লোকটীর এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"When the person saluting another is ignorant of the fact of the last vowel of a name being acute, the person saluted should respond as to a woman." (Translation of Tantravarttik p. 289.) অর্থাৎ অভিবাদক যদি নামের অন্তিমস্বর প্লুতোদাত্ত করিতে না জানেন তাহা হইলে অভিবাদ্য স্ত্রীলোককে প্রত্যভিবাদন করার প্রথায় তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিবেন।' মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার মহোদয়ের ইংরাজি অনুবাদটী ইংরাজি ভাষায় সমালোচনা করিতে হইলে আমরা বলিব—"It is neither fish, flesh, nor good red herring."

কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যাখ্যা সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু উহা কাত্যায়ন বা পতঞ্জলির অভিপ্রেত নহে। বোধ হয়, মেধাতিথি গোবিন্দরাজ কুল্লূকভট্ট কৈয়ট এবং নাগেশাদির সহিত পরামর্শ করিলে এরূপ কপোলকল্পিত ব্যাখ্যার উদয় হইত না। সে যাহাই হউক।

ভাষ্যের শ্লোকটী কাত্যায়ন-প্রোক্ত ভ্রাজাখ্যশ্লোকের অন্তর্গত। ইহাতে ভগবান্ মনুর—

"নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ॥" (২।১২৩)।

এই বচন অনুস্মৃত হইয়াছে। ভাষ্য অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদন ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। ভগবতী স্মৃতির ঘোষণা আছে যে, প্রবাসাদি হইতে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি গুরুজনকে অভিবাদন করিবেন এবং গুরুজনও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিবেন। অভিবাদনের বিধিসম্বন্ধে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"দক্ষিণং বাহুং শ্রোত্রসমং প্রসার্য্য ব্রাহ্মণোঽভিবাদয়ীত, উরঃসমং রাজন্যঃ, মধ্যসমং বৈশ্যঃ, নীচৈঃ শূদ্রঃ"। অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনের প্রতিরূপ যেমন দেবদত্ত প্রবাসাদি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বন্দনার নিমিত্ত

গুরুজনকে বলিবেন—"অভিবাদয়ে ভরদ্বাজগোত্রো দেবদত্তোঽহমস্মি ভোঃ" এবং গুরুজন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত বলিবেন—"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য দেবদত্ত বা "আয়ুষ্মান্ এধি দেবদত্ত"। এস্থলে দেবদত্ত অভিবাদক বা প্রত্যভিবাদ্য, তাঁহার বন্দনাসূচক বাক্যই অভিবাদন, গুরুজন প্রত্যভিবাদক বা অভিবাদ্য এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদস্বরূপ বাক্যই প্রত্যভিবাদন। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকও অভিবাদন করিবেন, যেমন—"অভিবাদয়ে গার্গ্যহং ভোঃ" এবং ইহাতে অভিবাদ্য বলিবেন—"আয়ুষ্মতী ভব গার্গি"। এ সকল কথা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সৌবরশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতেন, অভিবাদক শূদ্র না হইলে প্রত্যভিবাদনবাক্যের অন্তিমস্বর প্লুতোদাত্ত হইবে। সেইজন্য অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে" (৮।২।৮৩)। "স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ" (২।১২৩)। ইহাতে মনুর ইঙ্গিত পাইয়া উক্ত সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"স্ত্রিয়াং ন" অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদি অভিবাদন করেন তাহা হইলে প্রত্যভিবাদনবাক্যের অন্তিম স্বর প্লুতোদাত্ত করিবে না। অন্তিমস্বর প্লুতোদাত্ত করিলে এইরূপ হইবে—"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য দেবদত্ত ৩" ইত্যাদি। প্রত্যভিবাদক যদি অভিবাদকের নাম বা গোত্র উচ্চারণ করেন তবেই প্রত্যভিবাদনে স্বরের ঐরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, নচেৎ নহে। সেইজন্য কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"নাম গোত্রং বা যত্র প্রত্যভিবাদবাক্যান্তে প্রযুজ্যতে তত্রৈব প্লুত ইষ্যতে"। সুতরাং অভিবাদ্যের যদি স্বরজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য গোত্রাদি উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন না করাই শিষ্টতার লক্ষণ। অতএব এইরূপ ব্যক্তিকে অভিবাদনকালে বলিতে হইবে—"অয়মহং নমামি", আর অভিবাদ্য স্বর-নিয়ম পালন না করিয়া বলিবেন—"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য" বা "আয়ুষ্মান্ ভব"। এখন এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া আমরা ভাষ্যের অনুবাদ করিব—"প্রত্যভিবাদনে যে সকল স্বরজ্ঞানহীন ব্যক্তি নামান্তে প্লুতোদাত্তের নিয়ম জানেন না তাঁহাদিগকে কিন্তু প্রবাসাগত কোনও অভিবাদক স্ত্রীলোকদিগকে অভিবাদন করার প্রথায় নিঃসঙ্কোচে বলিবেন—'অয়মহং(নমামি)'। অভিবাদনকালে যাহাতে আমরা স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরিত না হই, তজ্জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক।" [এস্থলে বুঝিতে হইবে—'অভিবাদক কেবল শাস্ত্রের আদেশেই ঐরূপ প্রথায় অভিবাদন করিবেন, কারণ অভিবাদ্যকে অবিদ্বান্ বলিয়া ভাবিলে বিনয়হানিবশতঃ

তাঁহার অভিবাদন ব্যর্থ হইবে। শাস্ত্রও গুরুজনের মর্য্যাদারক্ষার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন, অবমাননার জন্য নহে। সুতরাং পতঞ্জলি কেবল শাস্ত্রের চক্ষে অভিবাদ্যের অবস্থা দেখিয়া শিষ্যোপদেশের জন্য শাস্ত্রাশয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অভিবাদে স্ত্রীবম্মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"]

স্ত্রীসাম্য পরিহারের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজনসম্বন্ধে পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন কোন মীমাংসক সহ্য করেন না। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে—"প্রত্যভিবাদে নামান্ত্যস্বর-প্লুতানভিজ্ঞনিন্দাবচনং তৎপ্লুতস্য ত্রিমাত্রস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বান্ মন্বাদ্যুপদিষ্টনামান্ত্য-প্রয়োগসিদ্ধৌ লব্ধায়াং তৎপ্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বম্।" (১।৩।৮।২৪)। অর্থাৎ 'প্রত্যভিবাদে নামান্ত্য স্বরজ্ঞানের অভাবহেতু যে নিন্দা করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মন্বাদিশাস্ত্রোপদিষ্ট নামান্তপ্রয়োগ সিদ্ধ থাকায় ত্রিমাত্রক প্লুতস্বর লোক-ব্যবহার হইতেই শিক্ষা করা যায়, সুতরাং প্লুতজ্ঞানের জন্য শাস্ত্ররূপে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন প্রতিপাদিত হইতে পারে না।' সিদ্ধান্তসূত্রের বার্ত্তিকে ইহার সবিশেষ উত্তর দৃষ্ট নহে বলিয়া এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক।

লোকোপচার হইতে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভবপর হইলে আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ বা মীমাংসাদি বেদোপাঙ্গের প্রয়োজন হইত না। কেবল চিকিৎসকের চিকিৎসা দেখিয়া বা যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞব্যাপার দেখিয়া কি চিকিৎসক জ্যোতিষী বা মীমাংসক হওয়া যায়? অথবা কেবল পূর্ব্বপক্ষিগণকে দোষভাগী করা উচিত নহে। কোনও কোন বৈয়াকরণও বলিয়াছেন— "লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ"। ইহাই যদি নিয়ম হয়, তবে কেন আবার গ্রন্থাবয়ব বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃৎপ্রকরণ এবং উণাদিপ্রকরণ সূত্রিত হইয়াছে। যাহাই হউক, তর্কের অনুরোধে পূর্ব্বপক্ষীদের তর্ক করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—'মন্বাদিশাস্ত্রোপদিষ্ট নামান্ত প্রয়োগ সিদ্ধ থাকায় ত্রিমাত্রক প্লুতস্বর লোক ব্যবহার হইতেই শিক্ষা করা যায়'। ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

মনু বলিয়াছেন—

"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ॥" (২।১২৫)।

অর্থাৎ বিপ্র অভিবাদন করিলে অভিবাদ্য তাঁহাকে বলিবেন—"আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য" এবং অভিবাদকের নাম স্বরান্ত হইলে নামের অন্ত্যস্বর, আর নাম ব্যঞ্জনান্ত হইলে অন্ত্যব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর তিনি প্লুতোচ্চারণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি—অভিবাদক বিপ্র না হইয়া যদি অন্য বর্ণের লোক হন তাহা হইলেও কি প্লুত করিতে হইবে? প্লুতস্বর ত্রিবিধ—প্লুতোদাত্ত, প্লুতানুদাত্ত এবং প্লুতস্বরিত। ইহারা আবার সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদে ছয় প্রকার হইতে পারে। সুতরাং এখন আবার প্রশ্ন হইতেছে—মনু কোন্ প্লুতের উপদেশ দিয়াছেন? এ দুইটী প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে ব্যাকরণ-স্মৃতির শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। পাণিনি বলিয়াছেন—"বাক্যস্য টেঃ প্লুত উদাত্তঃ" (৮।২।৮২) এবং "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে" (৮।২।৮৩) অর্থাৎ শূদ্রব্যতিরিক্ত অভিবাদকের উদ্দেশে প্রযুক্ত প্রত্যভিবাদবাক্যস্থ নামের টিভাগ অর্থাৎ অন্তিমস্বর প্লুতোদাত্ত হইবে। এই সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"ভোরাজন্যবিশাং বেতি বাচ্যম্" অর্থাৎ ভোস্-শব্দের এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-বাচক নামের অন্ত্যস্বর বিকল্পে প্লুত হইবে। কাত্যায়নের বার্ত্তিক দেখিয়াই 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে' (২।১২৫)—এই মনুবাক্যস্থ বিপ্রশব্দের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার নবমখৃষ্টশতাব্দীয় মেধাতিথি বলিয়াছেন—"বিপ্রগ্রহণমবিবক্ষিতং ক্ষত্রিয়াদীনামপ্যেষ এব বিধিঃ।" অতএব মেধাতিথির ভাষ্যে মনুর হৃদ্গত অভিপ্রায় ব্যাকরণদ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান হইলেও সন্দেহ এখনও নিরস্ত হয় নাই। মনু বলিয়াছেন—"অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ (২।১২৫)। ভাল, শ্লোকস্থ অকারশব্দদ্বারা কেবল অন্ত-অকার গৃহীত হইবে, না অন্ত-স্বরমাত্রই গৃহীত হইবে, না কি অন্ত-স্বর এবং ব্যঞ্জনান্তশব্দের পূর্ব্বস্বরপর্য্যন্তও গ্রহণ করিতে হইবে? ইহার মীমাংসা মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। সুতরাং মনুর হৃদ্গত আশয় উদ্ঘাটন করিতে হইলে পাণিনিস্মৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক বলা আবশ্যক—অকার উপলক্ষণমাত্র। অতএব মনুবাক্যের অভিপ্রায় এই যে, অভিবাদকের নাম স্বরান্ত হইলে নামের অন্ত্যস্বর এবং নাম ব্যঞ্জনান্ত হইলে অন্ত্যব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর প্লুত করিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই মেধাতিথিকুল্লূকাদি-ব্যাখ্যাতৃগণও উদ্ধৃত মনুবাক্যের প্রপঞ্চ করিয়াছেন। এখন আবার কথা হইতেছে—নামের অন্ত্যস্বর আগন্তুক হইলে প্লুতকার্য্য কি বন্ধ থাকিবে?

যেমন 'আয়ুষ্মান্ ভব বসুভূতে' এস্থলে একার কি প্লুত হইবে? অভিবাদকের নাম বসুভূতি। ইহা ইকারান্ত শব্দ, সুতরাং সম্বোধনে ইকার স্থলে একার আগন্তুক। অতএব মনুর মতে এস্থলে আগন্তুক স্বরের প্লুত হইবে না, কিন্তু ব্যাকরণস্মৃতির মতে উহাও প্লুত হইবে। এইজন্য মেধাতিথি লিখিয়াছেন— "এতদুক্তং ভবতি পূর্ব্ব এব নাগন্তুরকারঃ প্লুতঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং তর্হি? য এব নাম্নি বিদ্যতে স এব প্লাবয়িতব্যঃ। সর্ব্বং চৈতদেবং ব্যাখ্যানং ভগবতঃ পাণিনেঃ স্পৃশতি।" ঠিক কথা। এ সন্দেহের নিরাস করিতে হইলে আবার পাণিনির শরণ লইতে হইবে। পাণিনি বলিয়াছেন—"বাক্যস্য টেঃ প্লুত উদাত্তঃ" (৮।২।৮২) এবং "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে" (৮।২।৮৩) অর্থাৎ দ্বিজগণকে প্রত্যভিবাদন করিতে হইলে প্রত্যভিবাদবাক্যের টিভাগ অর্থাৎ অন্তিমস্বর প্লুত ও উদাত্ত হইবে। এই প্রমাণহেতু 'বসুভূতে'র একার প্লুত করা হয়। মনুর সহিত পাণিনির বিরোধ হইলেও এস্থলে পাণিনিবচনই প্রামাণিক। সেইজন্য ঐ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—"সামর্থ্যেন শব্দার্থপ্রয়োগে চ মন্বাদিভ্যোঽধিকতরঃ প্রামাণ্যে ভগবান্ পাণিনিঃ। স চ প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে টেঃ প্লুতিং স্মরতি।" অতএব শব্দব্যাপারসম্বন্ধে যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক্ নিরূপিত নহে, তাহার সমাধান করিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ"। প্লুতি অর্থাৎ প্লুত। ভাল, প্লুত কি? তৈত্তিরীয়সম্প্রদায়ের মতানুসারে শিক্ষায় লিখিত আছে—

"হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচি" (১১)।

কিরূপ কাল? অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ঊকালোঽজ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ" (১।২।২৭)। অভিপ্রায় এই যে, হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরের কালপরিমাণ কুক্কুটের উ১-উ২-উ৩ রব হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে—

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং ত্বর্দ্ধমাত্রকম্॥"

মাত্রার পরিমাণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কালেন যাবতা পাণিঃ পর্য্যেতি জানুমণ্ডলে।
সা মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতা মতা॥"

কেহ কেহ বলেন—

"চাষস্ত্বেকাং বদেন্মাত্রাং দ্বিমাত্রং বায়সো বদেৎ।
ত্রিমাত্রং তু শিখী ক্রয়ান্নকুলশ্চার্দ্ধমাত্রকম্॥"

এই সকল বিষয় না জানিয়া প্লুতিজ্ঞান কেবল লোকব্যবহার হইতে সিদ্ধ হয় বলা সাহস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আর লোকব্যবহারও কি শাস্ত্রমূলক নহে ?

শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে—"দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।" ইহাই যদি প্লুত-প্রয়োগের নিয়ম হয়, তবে আবার অভিবাদ্যকর্ত্তৃক প্রত্যভিবাদ্যের নাম-কথনেও প্লুত কেন? দূরাহ্বানে প্লুতের স্বরূপ দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ তৎসাদৃশ্যাত্মক নামকথনেও প্লুতস্বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিবাদনকালে অভিবাদকের স্বনামগ্রহণে প্লুত উপদিষ্ট নহে, কারণ উহাতে তাঁহার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইবে। অভিবাদ্যকর্ত্তৃক প্রত্যভিবাদ্যের নামকথনে প্লুত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ আশীর্ব্বাদের পর হৃদয়ের উচ্ছ্বাসবশতঃ অভিবাদককে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রতি অভিবাদ্যের আদরাতিশয় দেখানই নিতান্ত স্বাভাবিক।

পতঞ্জলির কথায় উপলব্ধ হয় যে, প্লুতিজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এরূপ হইলেও তাঁহার কথায় লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সৌবর-শাস্ত্রের সহিত লোকের ঘনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্যই তিনি জীবনের একটা দৈনন্দিন ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইতেছে যে, বেদপাঠ হইতে প্রত্যভিবাদপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যেই সৌবরশাস্ত্রের প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনে হয় উণাদিশাস্ত্রের সহিত ব্যাকরণের যে ঘনিষ্ঠতা আছে তদপেক্ষা সৌবরশাস্ত্রের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা অনেক অধিক। কারণ উণাদিসিদ্ধ পদের ব্যুৎপত্তি না জানিলেও বেদাদিপাঠ চলিতে পারে, কিন্তু সৌবরশাস্ত্র না জানিলে কেবল বেদপাঠ নহে, যাজ্ঞিকগণের মন্ত্রোচ্চারণও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এইজন্য পাণিনি "উণাদয়ো বহুলম্" (৩।৩।১) এই একটীমাত্র সূত্রদ্বারা সাধারণভাবে উণাদিশাস্ত্র অনুশাসন করিয়া সৌবরশাস্ত্রের বিষয়ে নানাবিধ সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

স্বর ত্রিবিধ—হ্রস্ব দীর্ঘ এবং প্লুত। ইহার প্রত্যেকটী উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত হইতে পারে, যেমন—হ্রস্বোদাত্ত, হ্রস্বানুদাত্ত, হ্রস্বস্বরিত; দীর্ঘোদাত্ত,

দীর্ঘানুদাত্ত, দীর্ঘস্বরিত ; প্লুতোদাত্ত, প্লুতানুদাত্ত এবং প্লুতস্বরিত। এই নয়টীর প্রত্যেকটি সানুনাসিক বা নিরনুনাসিক হইতে পারে, যেমন—সানুনাসিক হ্রস্বোদাত্ত এবং নিরনুনাসিক হ্রস্বোদাত্ত, সানুনাসিক হ্রস্বানুদাত্ত এবং নিরনুনাসিক হ্রস্বানুদাত্ত, সানুনাসিক হ্রস্বস্বরিত এবং নিরনুনাসিক হ্রস্বস্বরিত, সানুনাসিক দীর্ঘোদাত্ত এবং নিরনুনাসিক দীর্ঘোদাত্ত, সানুনাসিক দীর্ঘানুদাত্ত এবং নিরনুনাসিক দীর্ঘানুদাত্ত, সানুনাসিক দীর্ঘস্বরিত এবং নিরনুনাসিক দীর্ঘস্বরিত, সানুনাসিক প্লুতানুদাত্ত এবং নিরনুনাসিক প্লুতানুদাত্ত, সানুনাসিক প্লুতস্বরিত এবং নিরনুনাসিক প্লুতস্বরিত। সুতরাং সৌবরশাস্ত্রের মতে ১৮ প্রকার অ, ১৮ প্রকার ই, ১৮ প্রকার উ, ১৮ প্রকার ঋ, ১২ প্রকার ঌ*, ১২ প্রকার এ, ১২ প্রকার ঐ, ১২ প্রকার ও এবং ১২ প্রকার ঔ † স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য পাণিনি-নয়ে সর্ব্বসমেত ১৩২টী স্বর অভ্যুপগত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একশ্রুতি এবং প্রচয়নামে আরও দ্বিবিধ স্বর আছে। একশ্রুতি-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"উদাত্তাদীনাং স্বরাণামবিভাগেনাবস্থানমেকশ্রুতিঃ।" অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"একশ্রুতি দূরাৎ সম্বুদ্ধৌ।" (১।২।৩৩)। তারপর পাণিনি মুনি ঋক্প্রাতিশাখ্য উপজীব্য করিয়া লিখিয়াছেন—"স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্" (১।২।৩৯) অর্থাৎ বেদে স্বরিতের পর অনুদাত্তসমূহের একশ্রুতি হইবে। ইহা ত্রৈস্বর্য্যাপবাদ। প্রচয়সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"উদাত্তান্নিহতঃ স্বারঃ স্বরিতাৎ প্রচয়ো ভবেৎ।" ইহার উচ্চারণ লইয়া শিক্ষাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"সর্ব্বাস্তে প্রচয়ঃ স্মৃতঃ।" ঋগ্বেদে একটী মন্ত্র আছে—"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি" (১০।৭৫।৫)। মন্ত্রস্থিত 'গঙ্গে যমুনে সরস্বতি' এই তিনটী পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত আছে। এই তিনটী নদী পরস্পর ব্যবহিত ও দূরে অবস্থিত হইলেও তাহাদের সম্বোধনে প্লুত বা একশ্রুতি না হইয়া প্রচয়স্বর আদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত যদি স্বরের বিষয় হয় তবে "তত্রাদৌ চতুর্দ্দশ স্বরাঃ" ইহা প্রায়োবাদমাত্র। যাহাই হউক, এসকল কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, "অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে" এই মনুবাক্যস্থিত অকারশব্দ যেমন স্বরমাত্রের গমক, সেইরূপ ভাষ্যস্থিত প্লুতিশব্দও প্রাগ্বর্ণিত ১৩২টী স্বরের গমক হইতেছে।

* কারণ ঌকারের দীর্ঘ পাণিনিনয়ে স্বীকৃত নহে বলিয়া উহা ১২ প্রকার।

† এ ঐ ও ঔ—ইহাদের হ্রস্ব নাই বলিয়া ইহারাও ১২ প্রকার।

(১১) "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি।" প্রধান যাগের পূর্ব্বে সম্পাদনীয় প্রযাজযাগে ব্যাকরণের নিয়মানুগত নানাবিধ বিভক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি 'প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ' ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্।" অর্থাৎ "যাজ্ঞিকেরা বলেন—'বিভক্তিসহকারে প্রযাজমন্ত্রসমূহ প্রয়োগ করা আবশ্যক।' কিন্তু ব্যাকরণ ব্যতীত প্রযাজমন্ত্রে বিভক্তিবিধান সম্ভবপর নহে।"

এস্থলে 'প্রযাজ' শব্দ উপলক্ষণমাত্র। কারণ ইহার দ্বারা—'অনুযাজের'ও গ্রহণ হইবে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"প্রযাজানুযাজেষ্বেব বিভক্তীঃ কুর্য্যাৎ।" অনুযাজ প্রধানযাগের পরে সম্পাদনীয়। প্রযাজানুযাজের মন্ত্রে বিভক্তি প্রদান কর্ত্তব্য হইলেও সকল মন্ত্রে বিভক্তি দেওয়া যায় না। কারণ প্রযাজানুযাজে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহার উদ্দেশে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয় কেবল সেই সকল মন্ত্রেই বিভক্তিপ্রয়োগের উপদেশ হইয়াছে।

প্রযাজানুযাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? এ সম্বন্ধে শতপথ-কৌষীতকি প্রভৃতি ব্রাহ্মণে নানা দেবতার প্রবাদ আছে। যেমন কোনও ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"আগ্নেয়া বৈ প্রযাজা আগ্নেয়া অনুযাজাঃ।" কোথাও বা আম্নাত হইয়াছে—"ছন্দাংসি বৈ প্রযাজাশ্ছন্দাংস্যনুযাজাঃ।" আবার অপর কোনও ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"ঋতবো বৈ প্রযাজা ঋতবোঽনুযাজাঃ।" কোথাও আছে—"পশবো বৈ প্রযাজাঃ পশবোঽনুযাজাঃ।" অন্যত্র আছে—"প্রাণা বৈ প্রযাজাঃ প্রাণা বা অনুযাজাঃ।" আবার কোনও ব্রাহ্মণে সমাম্নাত হইয়াছে—"আত্মা বৈ প্রযাজা আত্মা বা অনুযাজাঃ।" এই সকল শ্রৌতনির্দ্দেশ প্রণিধান-সহকারে দেখিয়া যাস্ক বলিয়াছেন—"আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ।" (নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড—পৃঃ ৬৬৩, দাধিমথসংস্করণ)। ভাল, ইহা ত একটী মাত্র ব্রাহ্মণ-ভাগের কথা। সুতরাং অপরাপর ব্রাহ্মণবাক্যের কি অবস্থা হইবে? যাস্ক বলিয়াছেন—"ভক্তিমাত্রমিতরৎ।" ইহার তাৎপর্য্যসম্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"বহুভক্তিবাদীনি হি ব্রাহ্মণানি ভবন্তি।" অতএব অগ্নিকেই প্রযাজানুযাজের দেবতা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দর্শপূর্ণমাসাদি সাধারণ প্রকৃতিযজ্ঞে প্রধান যাগের পূর্ব্বে পাঁচটী প্রযাজযাগ বিহিত আছে। ঐ সকল যাগে অগ্নির উদ্দেশে "যে যজামহে……" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া হোমকালে প্রথম চারিটী যাজ্যামন্ত্রের প্রকৃতি-

ভূত অগ্নিশব্দে সম্বুদ্ধি সপ্তমী তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগদ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হয়। ইহা লইয়া শ্রৌতসূত্রে স্মৃত হইয়াছে—"অগ্নেঽগ্নে-ঽগ্নাবগ্নেঽগ্নিনাঽগ্নেঽগ্নিমগ্ন ইতি চতুর্ষু প্রযাজেষু চতস্রো বিভক্তী র্দদাতি।" অতএব ঐ সকল বিভক্তিসহকারে মন্ত্রগুলির পাঠ হইবে—যে যজামহে ভূর্ভুবঃ স্বুবঃ সমিধোঽগ্নেঽগ্ন আজ্যস্য ব্যেতু বৌষট্, যে যজামহে······তনূনপাদগ্নাবগ্ন··· বৌষট্, যে যজামহে······স্বুবরিডোঽগ্নিনাঽগ্ন······বৌষট্, যে যজামহে········· স্বুব র্বর্হিরগ্নিমগ্ন······বৌষট্।

স্থলবিশেষে বিভক্তি প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় কি না তাহা লইয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছে—"যচ্চ 'প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কর্ত্তব্যা' ইতি তদ্ যাজ্ঞিকোপদেশসিদ্ধত্বাদ্ ব্রাহ্মণে চ ষড়হবিভক্তয়ঃ 'অগ্নি র্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ', 'অগ্নিং বো বৃত্রহন্তমম্', 'অগ্নিনাঽগ্নিঃ সমিধ্যত' ইত্যেবমাদি-বিভক্তবিভক্তিপ্রয়োগদর্শনাদন্তরেণাপি ব্যাকরণং বৈভক্তিকমাত্রালোচনেনাপি বা সবিভক্তিকপ্রযাজপ্রয়োগসিদ্ধেরশাস্ত্রং ব্যাকরণম্।" (কাশীসংস্করণ—পৃঃ ২১৪)। পূর্ব্বপক্ষীদের অভিপ্রায় এইরূপ—'প্রযাজমন্ত্রসমূহ বিভক্তিযুক্ত করিতে হয় সত্য, কিন্তু ঐরূপ বিভক্তিপ্রয়োগ করা যাজ্ঞিকদের উপদেশসিদ্ধ বলিয়া তাহাতে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। আর ছান্দোগ্যাদি-ব্রাহ্মণে সমুপদিষ্ট সংবৎসরব্যাপী গবাময়নসত্রান্তর্গত ষড়হযাগের সোমপ্রয়োগ করিবার জন্য প্রথমদিনসাধ্য জ্যোতিষ্টোমে সম্বুদ্ধ্যন্ত অগ্নিশব্দ, দ্বিতীয়দিনসাধ্য গোষ্টোমে দ্বিতীয়ান্ত অগ্নিশব্দ, তৃতীয়দিনসাধ্য আয়ুষ্টোমে তৃতীয়ান্ত অগ্নিশব্দ, চতুর্থদিনসাধ্য পুনরুপাত্ত গোষ্টোমে প্রথমান্ত অগ্নিশব্দ, পঞ্চমদিনসাধ্য পুনরুপাত্ত আয়ুষ্টোমে ষষ্ঠ্যন্ত অগ্নিশব্দ এবং ষষ্ঠদিনসাধ্য পুনরুপাত্ত জ্যোতিষ্টোমে সম্বুদ্ধ্যন্ত অগ্নিশব্দ দেখিয়া প্রযাজমন্ত্রের বিভক্তিজ্ঞানও হইতে পারে। সুতরাং প্রযাজমন্ত্রে বিভক্তিপ্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আর ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন স্বীকার করা যায় না।'

পূর্ব্বপক্ষীদের এ সকল কথা সারহীন। কারণ যাজ্ঞিকগণ কি ব্যাকরণ না জানিয়াই বিভক্তিপ্রয়োগ করিতেন? ব্যাকরণের সংস্কার ব্যতীত বিভক্তি-প্রয়োগ করিলে সম্বুদ্ধিস্থলে সপ্তমী বা সপ্তমীস্থলে তৃতীয়াদির প্রয়োগহেতু মন্ত্র নিষ্ফল হইয়া পড়িবে—একথা বলাই বাহুল্য। তাণ্ড্যাদিব্রাহ্মণে বিভক্তি-প্রয়োগের উপদেশ থাকিলেও পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি 'প্রযাজাঃ

সবিভক্তিকাঃ কার্য্যা' ইতি।" অভিপ্রায় এইরূপ—'যাজ্ঞিকগণ স্ব স্ব কর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়া মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি দেখাইয়া থাকেন, সুতরাং প্রত্যক্ষ ফলের জন্য তাঁহারা যদি মন্ত্রে বিভক্তিপ্রয়োগ করিতে বলেন তবে তাঁহাদের অনুশাসন প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' ঠিক কথা। মনুও বলিয়াছেন—

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥" (১২।১০৩)।

ব্যবসায়িনঃ অর্থাৎ অনুষ্ঠাতারঃ। এমন কি মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলেও যাজ্ঞিকগণের মতামত আবশ্যক। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতম্।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥"

এরূপ অবস্থায় বলা যায় যে, যাজ্ঞিকগণ কর্ম্মানুষ্ঠানের স্মারকাদি বাক্যসমূহকে মন্ত্র বলেন বলিয়াই মন্ত্রের মন্ত্রত্বসিদ্ধি। অতএব তাঁহারা যখন মন্ত্রে ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই প্রথমাদি বিভক্তি প্রয়োগ করেন তখন এস্থলে ব্যাকরণের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আর বেদে ব্যাকরণ আছে বলিয়াই কি ব্যাকরণ শাস্ত্র নহে? আমাদের মতে বেদে ব্যাকরণ আছে বলিয়াই ত উহার শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

(১২) "যো বা ইমাম্"। ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতীত যাজক এবং যজমানের যজ্ঞীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবার যোগ্যতা হয় না—ইহাই দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশশ্চ বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি। আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'যিনি মন্ত্রস্থ পদ স্বর এবং বর্ণবিধানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন তাঁহাকে আর্ত্বিজীন বলে অর্থাৎ তিনি ঋত্বিক্‌কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। যাহাতে আমরা আর্ত্বিজীন হই তজ্জন্য ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক।'

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বেদাধ্যায়ীর জন্যই উক্ত বচনটী উদ্দিষ্ট, বৈয়াকরণের জন্য নহে। আমরা বলি, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণাদির তত্ত্ব না বুঝিলে যখন বেদবাক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, তখন উক্ত প্রমাণটী ব্যাকরণেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কারণ পদাদিজ্ঞান যদি ব্যাকরণ-জ্ঞানের অধীন হয় তাহা হইলে পদাদিজ্ঞানে

ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই—এ কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? শুনা যায়, প্রাচীন ঋষিগণ বেদাধ্যাপনকালেই শিষ্যগণকে ব্যাকরণের উপদেশ দিতেন। তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্য স্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে।" অতএব সুপ্রাচীন ঋষিরাও কদাপি ব্যাকরণ ত্যাগ করিয়া বেদের উপদেশ প্রদান করেন নাই। পদপদার্থজ্ঞান ব্যাকরণজ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়াই ঋষিরা ঐরূপ ব্যাখ্যা-শৈলী অবলম্বন করিতেন। আর পদপদার্থবিৎ পুরুষের যজনযাজনে ফলাধিক্য হয়—ইহাতে আবার সন্দেহ কি? মন্ত্রার্থজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে ছন্দোগশাখায় আম্নাত হইয়াছে—"তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈ-তদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" এইরূপ প্রমাণবশতঃ ছন্দোগশাখীরা কেবল যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানসহকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানেই ফলাধিক্য মনে করেন। শাস্ত্রান্তরেও স্মৃত হইয়াছে—"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" এইজন্য প্রাগুদ্ধৃত ছন্দোগশ্রুতির ব্যাখ্যাকালে সায়ণাচার্য্য আক্ষেপপূর্ব্বক সমাধানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"কুত স্তবৈতাবতী বেদনে ভক্তিরিতি চেৎ? কুতো বা তবৈষোঽত্র প্রদ্বেষঃ? প্রশংসা ত্বস্মাভি র্ভূয়সী দর্শিতা নিন্দাং তু ন ক্বাপ্যুপলভামহে।"

(১৩) "চত্বারি শৃঙ্গা"। পদাদিজ্ঞানের আবশ্যকতা দেখাইবার অভিপ্রায়ে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥ ইতি।

চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদা স্ত্রয়ঃ কালা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ। দ্বে শীর্ষে দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ। সপ্ত হস্তাসো অস্য সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধা বদ্ধ স্ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভো বর্ষণাৎ। রোরবীতি পুনঃপুনঃ শব্দং করোতি।" মূল সুগম।

মীমাংসকেরা পতঞ্জলির এ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। "অভিধানেঽর্থ-বাদঃ" (১।২।৩৬) অর্থাৎ অসদর্থের অভিধায়ক বাক্যে গৌণার্থের কথন দেখা

যায়—এই মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন "চত্বারি শৃঙ্গা ইত্যসদভি-ধানে গৌণঃ শব্দঃ" ইত্যাদি। এই সূত্রে প্রাগুক্ত মন্ত্রটী উদ্দিষ্ট মনে করিয়া কুমারিলও বলিয়াছেন—"কর্ম্মকালে উৎসাহ দিবার জন্য রূপকদ্বারা শ্লোকে যাগস্তুতি করা হইয়াছে। অতএব চারিটী শৃঙ্গ অর্থাৎ চারি যাম। তিন পাদ অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম এবং বর্ষা—এই তিনটী কাল। দুইটী শীর্ষ অর্থাৎ উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন। সপ্ত হস্ত অর্থাৎ সূর্য্যের সপ্তাশ্ব বা অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়সবন—এই তিনটী সবনাভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে 'ত্রিধা বদ্ধঃ'। বৃষ্টিহেতুত্ব লক্ষ্য করিয়াই বৃষভ-শব্দ প্রযুক্ত। মেঘের গর্জ্জনহেতু 'রোরবীতি' বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ উপলব্ধ নহে। তবে যে পতঞ্জলি ঐ শ্লোকটীর অর্থ ব্যাকরণপক্ষে আকর্ষণ করিয়াছেন সে কেবল তাঁহার বাক্‌কৌশলমাত্র।"

মহাভাষ্যোক্ত শ্লোকটী ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র (৪।৫৮।৩)। রূপকদ্বারা কিছু বলিবার উদ্দেশে মন্ত্রটী আম্নাত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শবর স্বামীর অনেক পূর্ব্বে পতঞ্জলি ব্যাকরণপক্ষে ইহার অর্থ দেখাইয়াছেন। তার পর "অভিধানেঽর্থবাদঃ" (১।২।৪৬) এই মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী যজ্ঞের স্তুতিপক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করিলেও কুমারিলের সহিত তাঁহার বিরোধ দৃষ্ট হয়। চারিটী শৃঙ্গসম্বন্ধে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—চারিটী যাম, আর শবর স্বামী বলেন—'হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা এবং ব্রহ্মা' এই চারিটী শৃঙ্গ। তিনটী পাদ সম্বন্ধে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—শীত উষ্ণ বর্ষা এই তিনটী কাল, আর শবর স্বামী বলেন—ইহার দ্বারা প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়সবন গ্রহণ করিতে হইবে। দুইটী শীর্ষসম্বন্ধে কুমারিলভট্ট বলেন—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন, আর শবরস্বামী বলেন—দুইটী শীর্ষ অর্থাৎ পত্নী এবং যজমান। সপ্তহস্তসম্বন্ধে কুমারিলভট্ট বলেন—ইহা অশ্বস্তুতি, আর শবরস্বামী বলেন—ইহার দ্বারা সপ্ত-চ্ছন্দঃ স্তুত হইয়াছে। 'ত্রিধা বদ্ধঃ'—এ সম্বন্ধে কুমারিলভট্ট সবনত্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু শবরস্বামী বলেন—'ত্রিভি র্বেদৈ র্বদ্ধঃ'। কুমারিলের মতে বৃষভশব্দ বৃষ্টিহেতুত্ব সূচনা করিতেছে, আর শবরস্বামী বলেন—"বৃষভঃ কামান্ বর্ষতীতি।" মীমাংসকদের মধ্যে যদি এরূপ গৃহকলহ থাকে, তবে তাঁহারা ঋষির বিরুদ্ধে কিরূপে দণ্ডায়মান হইবেন ?

প্রসিদ্ধি আছে—অস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতি। নীতিসারে উক্ত হইয়াছে—

"বিষং বিষেণ ব্যথতে বজ্রং বজ্রেণ ভিদ্যতে।

গজেন্দ্রো দৃষ্টসারেণ গজেন্দ্রেণৈব বধ্যতে॥" (৮।৬৭)।

অতএব মীমাংসকদের বলিব, পতঞ্জলির সহিত বিরোধ করিতে হইলে ভাস্করপুত্র যাস্কের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যাস্ক এই মন্ত্রটীর অর্থ যজ্ঞপক্ষেই দেখাইয়াছেন। নিরুক্তে লিখিত আছে—"চত্বারি শৃঙ্গেতি বেদাঃ......ত্রয়োঽস্য পাদা ইতি সবনানি ত্রীণি। দ্বে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে। সপ্ত হস্তাসঃ সপ্ত চ্ছন্দাংসি। ত্রিধা বদ্ধ স্ত্রেধা বদ্ধো মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈঃ। বৃষভো রোরবীতি রোরবণমস্য সবনক্রমেণ ঋগ্ভি র্যজুর্ভিঃ সামভি র্যদ্ এনম্ ঋগ্ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভি র্যজন্তি সামভিঃ স্তুবন্তি মহো দেব ইত্যেষঃ......।" (১৩।৭ বাগতিস্তুতিঃ)। যাস্কের ব্যাখ্যা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, কারণ গোপথব্রাহ্মণে উক্ত মন্ত্রের আশয় লইয়া আম্নাত হইয়াছে—"চত্বারি শৃঙ্গেতি বেদা বা এত উক্তাঃ, ত্রয়ো অস্য পাদা ইতি সবনান্যেব, দ্বে শীর্ষে ইতি ব্রহ্মৌদনপ্রবর্গ্যাবেব, সপ্ত হস্তাসো অস্যেতি ছন্দাংস্যেব, ত্রিধা বদ্ধ ইতি মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণম্, বৃষভো রোরবীত্যেষ হ বৈ বৃষভ এষ তদ্ রোরবীতি যদ্যজ্ঞেষু শস্ত্রাণি শংসত্যৃগ্ভি র্যজুর্ভিঃ সামভি র্ব্রহ্মভিরিতি, মহো দেবো মর্ত্ত্যামাবিবেশেত্যেষ হ বৈ মহান্ দেবো যদ্ যজ্ঞ এষু মর্ত্ত্যামাবিবেশ।" (পৃ০ ১৮—জীবানন্দ সং)।

পতঞ্জলি উক্ত ব্রাহ্মণাংশ এবং যাস্কের নিরুক্ত দেখিয়াও যখন মন্ত্রটীর শব্দপরতা দেখাইয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে যে, মীমাংসাশাস্ত্রে এবং শব্দশাস্ত্রে উভয়ত্র উহার বিনিয়োগ ছিল। এইজন্য সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে উক্ত (৪।৫৮।৩) মন্ত্রের মীমাংসাপক্ষীয় ব্যাখ্যা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"শাব্দিকাস্তু শব্দব্রহ্মপরতয়া চত্বারি শৃঙ্গেতি...।" যজুর্ব্বেদেও ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে উবটাচার্য্যকে তাৎপর্য্যতঃ অনুসরণপূর্ব্বক মহীধরাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"শব্দব্রহ্মাঽভিধেয়ঃ। শৃঙ্গাণি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাঃ।" (১৭।৯১)।

প্রাগুক্তমন্ত্রের সহিত অন্য একটী বাগ্বিস্তরসম্বন্ধীয় শ্লোকের কতকটা সাদৃশ্যহেতু পুনরায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"অপর আহ—

'চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি তানি বিদু র্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥'

চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। 'তানি বিদু র্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।' মনস ঈষণো মনীষিণঃ। 'গুহা ত্রীণি নিহিতা

নেঙ্গয়ন্তি'। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে। ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। 'তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।' তুরীয়ং বা এতদ্‌বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে চতুর্থমিতি"। ইহাতে মীমাংসকেরা বলেন—"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানীতি যানি তাবদোঙ্কার-মহাব্যাহৃত্যাদিচতুষ্টয়বাহুল্যপ্রয়োজনানুসরণেন নৈরুক্তৈরপ্যক্ষরবর্ণসামান্যনির্ক্রিয়াদিতিবৎ প্রপঞ্চিতানি, ন তত্র ব্যাকরণস্য কশ্চিদধিকারঃ। যত্তু নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতচতুষ্টয়ানুগতং বৈয়াকরণমতমাশ্রিতং তদপি চতুষ্টয়স্য লোকসিদ্ধত্বাদেব নাতীব ব্যাকরণাপেক্ষম্। এতদ্‌বিষয়ত্বে চ বর্ণ্যমানে 'তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তী'ত্যসম্বদ্ধমেব স্যাৎ। চতুর্ণামপি পদজাতানাং মনুষ্যৈরুচ্যমানত্বাৎ। তস্মাদয়মস্য মন্ত্রস্যার্থঃ পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতো বর্ণ্যতে। 'চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানী'তি যৈ র্বাক্ পদ্যতে গম্যতে (বোধ্যতে) তানি চত্বারি প্রত্যক্ষানুমানোপমানার্থাপত্ত্যাখ্যানি প্রমাণান্যভিধীয়ন্তে। তত্র যানি প্রতীকবিধিপ্রাকৃতবৈকৃতবাক্যসারূপ্যদৃষ্টানুপপদ্যমানাদিপ্রভবৈরনুমানোপমানার্থাপত্ত্যাখ্যৈস্ত্রিভি র্গম্যন্তে, তানি তৎসিদ্ধত্বাদেব নেঙ্গয়ন্তি নোচ্চারয়ন্তি। যস্তু ভাগস্তৈরশক্যঃ প্রতিপাদয়িতুং তং তুরীয়ং প্রত্যক্ষসমধিগম্যমধ্যেতারো মনুষ্যা বদন্তি সমামনন্তীত্যর্থঃ। ষট্‌প্রমাণীমধ্যাচ্চ প্রমাণদ্বয়ং বাক্‌পদত্বাদপোদ্ধৃতম্। অভাবস্তাবদভাববিষয়ত্বাদেব বাক্‌পদং ন ভবতি। আগমস্য পুন র্বাগাত্মকত্বাৎ পদ্যমানবাগাশ্রিতস্য পদত্বাশ্রয়ণমনুপপন্নম্। প্রত্যক্ষপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পৃথক্‌ত্বেনানির্দ্দেশঃ।" (তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃ০ ২১৪-২১৫, কাশীসংস্করণ)। স্থূলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি' ইত্যাদি শ্লোকাংশের ব্যাখ্যাকালে নানা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক মহর্ষি যাস্ক 'চত্বারি'পদসূচিত সংখ্যার পূরণ করিবার জন্য সপ্রণব মহাব্যাহৃত্যাদি* যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাহার

* কুমারিলের 'মহাব্যাহৃত্যাদিচতুষ্টয়'পদস্থিত 'আদি'শব্দের দ্বারা যাস্কোক্ত সপ্রণবমহাব্যাহৃতি, নামাখ্যাতোপসর্গনিপাত, মন্ত্র কল্প ব্রাহ্মণ এবং লৌকিকভাষা, ঋগ্ যজুঃ সাম এবং লৌকিকভাষা, সর্প পক্ষী ক্ষুদ্রসরীসৃপ এবং মনুষ্যভাষা—এই পাঁচটি চতুষ্টয়াত্মক বর্গ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়সুধায় সোমেশ্বরভট্ট বলেন যে, পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী—এই চারিটী শব্দব্যবস্থাও উক্ত আদিপদদ্বারা লক্ষিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা সোমেশ্বরকে অনুসরণ করিয়াছেন। কুমারিল অবশ্য যাস্কের কথা লিখিয়াছেন। সুতরাং যাস্ক যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত কিছুই কুমারিল লক্ষ্য করেন নাই। মনে হয়, যাস্কের কথা প্রণিধান না করিয়া কেবল সায়ণভাষ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সোমেশ্বর ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের ব্যাখ্যা মূলাতিশায়িনী বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

কোনও স্থানে ব্যাকরণের উপযোগিতা দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত তাঁহার ব্যাখ্যায় সংখ্যামাত্রের সামান্যহেতুতা উপলব্ধ হওয়ায় তদুক্ত বিষয়গুলি প্রমাণহীন হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা নামাখ্যাতোপসর্গনিপাত লক্ষ্য করিয়া 'চতুষ্টয়'পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা সঙ্গত নহে। কারণ লোকসিদ্ধ বলিয়া নামাদিপদের ভেদ কেহ ব্যাকরণ হইতে শিক্ষা করে না। ইহা ব্যতীত বৈয়াকরণদের ঐরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে মন্ত্রস্থ 'তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি' এই অংশটী অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ লোকব্যবহারে কেবল নিপাতের পরিবর্ত্তে উক্ত চারিপ্রকার পদই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ভাষ্যোদ্ধৃত মন্ত্রটীর পূর্ব্বাপরসঙ্গত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। অতএব বলিতে হইবে, যাহা বাকের গমক বা বোধক তাহাই পদ অর্থাৎ প্রমাণ এবং সেই প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও অর্থাপত্তি। 'চত্বারি বাক্…' ইত্যাদি অংশদ্বারা এই চারিটী প্রমাণই লক্ষিত হইয়াছে। এই চারিটী প্রমাণ যে ভাবে বুঝিতে হইবে তাহা দর্শিত হইতেছে। কোনও বিধি-মন্ত্রের একাংশ উচ্চারিত হইলে তাহার অবশিষ্ট অনুক্তাংশের যে জ্ঞান হয় তাহাই অনুমান। প্রকৃত যাগের সারূপ্যে বিকৃতির ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণই উপমান। 'বিশ্বজিৎ'-যজ্ঞানুষ্ঠানের স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ অদৃষ্টফলজ্ঞানই অর্থাপত্তি। এই তিন প্রকার জ্ঞান আমরা প্রমাণত্রয়ের দ্বারা পাই, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'নেঙ্গয়ন্তি' অর্থাৎ উচ্চারণযোগ্য নহে। উক্ত প্রমাণত্রয়ের দ্বারা যে জ্ঞান প্রতিপাদিত হয় না তাহাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বেদাধ্যেতৃগণ কর্ত্তৃক তুরীয়-পদদ্বারা সমাম্নাত হইয়াছে। মীমাংসাসম্মত প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান অর্থাপত্তি অভাব এবং আগম এই ছয়টী প্রমাণের মধ্যে শেষোক্ত দুইটী প্রমাণ শ্রুতিলক্ষিত নহে বলিয়া মন্ত্রস্থ 'চত্বারি'পদের সার্থকতা আছে। অভাব যে বাগ্‌বোধের কারণ হইতে পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আর বাগাত্মক আগম গম্যমানবাগাশ্রিত বলিয়া উহা কিরূপে স্বয়ং পদজ্ঞানের কারণ হইবে ?"

কুমারিল বলিতেছেন—শ্লোকস্থ প্রথম চরণদ্বারা প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান অর্থাপত্তি এই চারিটী প্রমাণ অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ শিষ্যধীবৃদ্ধির জন্য প্রসঙ্গপ্রাপ্ত প্রমাণের স্বরূপাদি নির্ণয় করিয়া তারপর ভাট্টমতের সমালোচনা করিব। প্রমীয়তেঽনেনেতি প্রমাণম্। প্রপূর্ব্বক মা

ধাতুর উত্তর ল্যুট্-প্রত্যয় করিয়া প্রমাণ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রপূর্ব্বক মা ধাতুর অর্থ যথার্থজ্ঞান এবং ল্যুট্-প্রত্যয়ের অর্থ করণ। অতএব যাহার দ্বারা প্রমা উৎপন্ন হয় তাহাই প্রমাণ। ভগবান্ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণম্" (১।১।১)। যিনি প্রমাজ্ঞানের কর্ত্তা তাঁহাকে প্রমাতা বলে। ন্যায়াদিমতে আত্মাই প্রমাতা। সাংখ্যাদিমতে ইনি বুদ্ধিসাক্ষী শুদ্ধচেতন পুরুষবিশেষ। বেদান্তমতে অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত বা তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—

"মোহাতীতো বিশুদ্ধো মুনিভিরভিহিতো মোহসংক্রান্তমূর্ত্তিঃ।
সাক্ষী সংবিৎপ্রমা তৎপ্রতিফলিতবপু র্গীয়তেঽসৌ প্রমাতা॥"

ভাল, প্রমা কি? প্রমা বুদ্ধির একটী বৃত্তিরূপ ধর্ম্ম। বস্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না হয় ততক্ষণ উহা অসন্নিকৃষ্ট। ঐ অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রমাতার বুদ্ধিতে পরিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ প্রমাতার বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট বস্তুর তত্তৎপ্রকারতা অবধারণ করিয়া থাকে। প্রমাতৃবুদ্ধির এইরূপ অধ্যবসায়মূলক জ্ঞানের নাম প্রমা। যোগশাস্ত্র বলেন—অনধিগতার্থবিষয়কঃ পৌরুষেয়ো বোধঃ প্রমা"। ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা"। প্রমাতা প্রমাণ এবং প্রমার স্বরূপ লইয়া বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমাঽর্থকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥"

পৌরাণিকদের মতে প্রমাণ আট প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব এবং ঐতিহ্য। ইন্দ্রিয়জন্য চিত্তবৃত্তির নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য চিত্তবৃত্তির নাম অনুমানপ্রমাণ। আগমজ্ঞানজন্য চিত্তবৃত্তির নাম শব্দপ্রমাণ। প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞানের নাম অনুমিতি এবং যাহা ঐ অনুমিতির করণ তাহাই অনুমান। আগমই শব্দপ্রমাণ। গৌতম বলিয়াছেন—"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" (১।১।৭)। আপ্ত অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ এবং বিপ্রলিপ্সাদিবিহীন পুরুষ। মীমাংসকগণ বলেন—আপ্তপুরুষের বাক্য পৌরুষেয় কিন্তু আগম অপৌরুষেয়, সুতরাং আগমমূলক না হইলে আপ্তোপদেশও অনাপ্তোপদেশের ন্যায় অপ্রমাণ। মীমাংসকদের এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রজ্ঞাতপদার্থের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের

প্রজ্ঞাপনকে উপমান বলে। অর্থতঃ আপত্তি প্রাপ্তি বা প্রসক্তি অর্থাপত্তি। যদি একটী বাক্যের অর্থ হইতে তদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থের প্রসক্তি হয় তাহা হইলে উহাকে অর্থাপত্তি বলে। যেমন—'মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না' এরূপ বলিলে 'মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়' এইরূপ বোধকেই অর্থাপত্তি বলে। আবার যেমন—'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' বলিলে বুঝা যায় যে দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে, নচেৎ তাঁহার পীনত্ব সম্ভবপর হয় না। অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি। যাহার দ্বারা বিরোধী কোনও বস্তুর অভাবদর্শনে তদ্বিরোধী পদার্থের কল্পনা করা যায় তাহাই অভাবপ্রমাণ। যেমন—নকুলাভাবদর্শনে তদ্বিরোধী সর্পের কল্পনা করা যায় বলিয়া নকুলাভাব একটী অভাবনামক প্রমাণ। অবিনাভাবে সম্বন্ধ সমুদায়-সমুদায়ীর মধ্যে সমুদায়ের দ্বারা সমুদায়ীর জ্ঞানই সম্ভবপ্রমাণ, যেমন—সহস্র বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে হইলে শত বস্তুর জ্ঞান হইয়া পরে সহস্র বস্তুর জ্ঞান হয়। সম্ভবপ্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। কুমারিল ইহা গ্রহণ করেন নাই। শ্লোকবার্ত্তিকস্থ অভাবপরিচ্ছেদের শেষশ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—

"ইহ ভবতি শতাদৌ সম্ভবাখ্যাঽঽসহস্রা-
স্মৃতিরবিযুতভাবাৎ সাঽনুমানাদভিন্না॥" (৫৮)।

'ইতিহ'নামক নিপাতের উত্তর স্বার্থে ঞ্যপ্রত্যয় করিয়া 'ঐতিহ্য'শব্দ হইয়াছে। অমরকোষে লিখিত আছে—"পারম্পর্য্যোপদেশে স্যাদৈতিহ্য-মিতিহাব্যয়ম্'। কেহ কেহ বলেন নিপাতটী 'ইতিহা', কিন্তু পাণিনির মতে উহা 'ইতিহ' (৫।৪।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তবে শব্দসম্বন্ধে পাণিনিই প্রমাণ-পুরুষ। ঐতিহ্যের উদাহরণ লইয়া প্রাচীনগ্রন্থে লিখিত আছে—'ইতি হোচু র্বৃদ্ধা ইত্যৈতিহ্যমিহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি।' বরদরাজের তার্কিকরক্ষায় লিখিত আছে—

"বটে বটে বৈশ্রবণশ্চত্বরে চত্বরে শিবঃ।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে রামঃ সর্ব্বত্র মধুসূদনঃ॥"

কুমারিল বলেন—আগমমূলক ঐতিহ্য আগমবৎ, নচেৎ তাহার কোনও প্রামাণ্য নাই। শ্লোকবার্ত্তিকস্থ অভাবপরিচ্ছেদের শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন—

"জগতি বহু ন তথ্যং নিত্যমৈতিহ্যমুক্তং
ভবতি তু যদি সত্যং নাগমাদ্ভিদ্যতে তৎ॥" (৫৮)।

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রদীপিকায় লিখিত আছে—"পুরুষবচনপরম্পরা ঐতিহ্যং বটে বটে বৈশ্রবণ ইত্যাদি। তচ্চানির্ণায়কত্বাৎ প্রমাণমেব ন ভবতি। তস্ত্বাবেঽপ্যাগমান্তর্ভাবাৎ।" ন্যায়শাস্ত্রে ঐতিহ্যের প্রামাণ্য খণ্ডিত হইয়াছে। (২।২।১ গৌতম সূত্র এবং তৎসংক্রান্ত বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য)। জয়ন্তভট্ট লিখিয়াছেন—

"ন চ প্রসিদ্ধিমাত্রেণ যুক্তমেতস্য কল্পনম্।
নির্মূলত্বাত্তথা চোক্তং প্রসিদ্ধির্বটযক্ষবৎ॥"

অতএব আমরা যাহাকে প্রবাদ বলি তাহাই ঐতিহ্য-প্রমাণ। ঐতিহ্যের মূল বক্তা আপ্ত কি অনাপ্ত তাহা জানা যায় না। এইজন্য সকলে ইহাকে প্রমাণ বলেন না। আমরাও যখন ঐতিহ্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হই, তখন বলি—'যেটা রটে সেটা কতক বটে'। আর যখন উহার প্রমাণত্ব স্বীকার করি না তখন বলি—'প্রবাদ থাকিলেও অশ্বডিম্ব কি অলীক নহে?'

যে সকল প্রমাণের বিবরণ দেওয়া হইল তন্মধ্যে চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের মতে কেবল প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধদর্শনে এবং বৈশেষিকে অনুমানও প্রমাণরূপে অভ্যুপগত হইয়াছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মতে প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম। প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়ায়িকেরা উক্ত প্রমাণত্রয়ের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন—আগমমূলক ঐতিহ্যও আগমকল্প, আর উপমান অর্থাপত্তি সম্ভব এবং অনুপলব্ধি এই চারিটী অনুমানেরই অন্তর্ভূত। অপরাপর নৈয়ায়িকদের মতে উপমানও একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ। ভগবান্ গৌতম এবং বাৎস্যায়ন অপর চারিটী প্রমাণের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন নাই। গুরুপ্রভাকর কিন্তু ন্যায়ানুমোদিত চারিটী প্রমাণ ব্যতিরিক্ত অর্থাপত্তিকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাট্টমতে আবার গুরুসম্মত পাঁচটী প্রমাণ এবং অনুপলব্ধি—এই ছয়টী স্বতন্ত্র প্রমাণ। বেদান্তপরিভাষায় কথিত হইয়াছে—"তানি চ প্রমাণানি ষট্। প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমার্থাপত্ত্যনুপলব্ধিভেদাৎ।" কোন্ সম্প্রদায়ে কতগুলি প্রমাণ অভ্যুপগত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সুরেশ্বরাচার্য্য মানসোল্লাসে লিখিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি॥

ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

মানসোল্লাসের শ্লোক বরদরাজের তার্কিকরক্ষাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভট্টপাদ ছয়টী প্রমাণ বলিলেও তাঁহার পূর্ব্বে মীমাংসকগণ পৌরাণিকদের ন্যায় আটটী প্রমাণ স্বীকার করিতেন। সেইজন্য ভগবান্ গৌতম ন্যায়সঙ্গত প্রমাণচতুষ্টয় ব্যতিরিক্ত অন্য চারিটী প্রমাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ" (২।২।১) এবং "শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদনুমানেঽর্থাপত্তিসম্ভবাভাবানর্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ" (২।২।২)। যাহাই হউক, মীমাংসায় যখন কুমারিলের মতে ছয়টী প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে তখন তিনি শ্লোকস্থ 'চত্বারি'পদের ব্যাখ্যাকালে মাত্র চারিটী প্রমাণের আশ্রয় লইয়াছেন কেন? তিনি বলেন—অভাব এবং আগম পদজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়—অনেকস্থলে অভাব পদজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। কোকিলার্থে পিকশব্দ, অর্দ্ধার্থে নেমশব্দ, পদ্মার্থে তামরসশব্দ, দারুময়পাত্রার্থে সতশব্দ, দেহমধ্যস্থ অবয়ববিশেষার্থে ক্লোমশব্দ এবং জতুগৃহদাহকালে পার্শ্বচরার্থে কক্ষমশব্দ* পুরাকালে বৈদিকী বা লৌকিকী ভাষায় প্রযুক্ত হইত না, কিন্তু অপভাষাভাষী ম্লেচ্ছগণ ঐ ঐ অর্থে পিকাদিশব্দের প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে প্রাচীন ঋষিগণ ভাবিয়াছিলেন, ম্লেচ্ছগণের ঐ ঐ অর্থে পিকাদিশব্দ আর্য্যভাষায় গ্রহণ করা যায় কি না? তারপর সিদ্ধান্তিত হইল যে, আর্য্যপ্রসিদ্ধির সহিত বিরোধাভাব থাকিলে ঐ সকল শব্দের ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ বিষয়বিশেষে আর্য্যগণাপেক্ষা ম্লেচ্ছগণ অভিযুক্ততর ছিলেন। এইজন্য পূর্ব্বমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে—"চোদিতং তু প্রতীয়েতাবিরোধাৎ প্রমাণেন" (১।৩।৫।১০)। ইহার ব্যাখ্যায় শবরস্বামী লিখিয়াছেন—"অথ যাঞ্ছব্দানার্য্যা ন কস্মিংশ্চিদর্থে আচরন্তি ম্লেচ্ছাস্তু কস্মিংশ্চিৎ প্রযুঞ্জতে যথা পিক-নেম-সত-তামরসাদিশব্দাস্তেষু সন্দেহঃ" ইত্যাদি। কুমারিলও বলিয়াছেন—

* "জতুগৃহদাহে পার্শ্বচরাদিষু কক্ষমাদিশব্দা ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধা দৃশ্যন্তে।" (মহাভারত—আদি প০ ১।২৮ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা)।

"যে শব্দা ন প্রসিদ্ধাঃ স্যুরার্য্যাবর্ত্ত-নিবাসিনাম্।
তেষাং ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধোঽর্থো গ্রাহ্যো নেতি বিচিন্ত্যতে॥"

ইত্যাদি। সুতরাং আর্য্যভাষায় ম্লেচ্ছদের অর্থ বিরুদ্ধ হইলে পিকাদিশব্দ সেই সেই অর্থে গৃহীত হইত না সত্য, কিন্তু এস্থলে বিরোধাভাবই কি কোকিলাদি-অর্থে পিকাদিপদজ্ঞানের কারণ হয় নাই? আবার দেখা যায়, কোনও কোন নঞ্-তৎপুরুষসমাসে অভাবপ্রমাণই পদপদার্থজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। যেমন—জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান। জ্ঞানের অভাবদ্বারা অজ্ঞানপদ সূচিত হইলেও উহা একটী ভাবপদার্থ, কারণ অজ্ঞান বলিলে অবিদ্যা বা মোহ বুঝাইয়া থাকে। যেমন—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্"। অতএব এস্থলে অভাব পদজ্ঞানের কারণ হইয়াছে।

তারপর আগমের কথা। আগম কি কখনও পদজ্ঞানের কারণ হয় না? নিশ্চয়ই হয়। বৃহদারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে—"এষ উ এব বৃহস্পতি র্বাগ্ বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতি স্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ" এবং "এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতি র্বাগ্ বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতি স্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ" (১।৩।২০-২১)। উহাতে আবার দৃষ্ট হয়—"অগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ" (২।৬।২)। মৈত্রেয্যুপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"বৃদ্ধয়ো বৈ ধিয়ঃ।" অমৃতনাদোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে"। গুরুশব্দের নিরুক্তি বুঝাইবার জন্য অদ্বয়তারকোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

দুর্গাশব্দের অর্থ ঘোষণা করিবার জন্য দেব্যুপনিষৎ বলিয়াছেন—"দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাদ্দেবী দুর্গেতি কথ্যতে।" সীতোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"ঋগ্‌যজুঃসামরূপত্বাৎ ত্রয়ীতি পরিকীর্ত্তিতা" এবং "শ্রীরিতি লক্ষ্মীরিতি লক্ষ্যমাণা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।" ইহা ব্যতীত বেদাঙ্গ-বেদোপাঙ্গ এবং উপবেদ বলিলে কি বুঝিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও উহাতে আম্নাত হইয়াছে—"কল্পো ব্যাকরণং শিক্ষা নিরুক্তং জ্যোতিষং ছন্দ এতানি ষড়ঙ্গানি।

উপাঙ্গময়নং চৈব মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মজ্ঞসেবিতার্থং চ বেদবেদোঽধিকং তথা॥
নিবন্ধাঃ সর্ব্বশাখা চ সময়াচারসঙ্গতিঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রং মহর্ষীণামন্তঃকরণসম্ভৃতম্।
ইতিহাসপুরাণাখ্যমুপাঙ্গং চ প্রকীর্ত্তিতম্॥
বাস্তুবেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চ তথা মুনে।
আয়ুর্বেদশ্চ পঞ্চৈত উপবেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কেবল ইহাও নহে। কখনও কখন আবার আগম মন্ত্রস্থিত সমস্ত পদজ্ঞানের কারণরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষদে—

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যো র্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥" (যজুঃ সং—৩।৬০)।

এই মন্ত্র লইয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"কস্মাৎ ত্র্যম্বকমিতি। ত্রয়াণাং পুরাণমম্বকং স্বামিনং তস্মাদুচ্যতে ত্র্যম্বকমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে যজামহ ইতি। যজামহে সেবামহে বস্তু মহেত্যক্ষরদ্বয়েন কূটস্থেনাক্ষরৈকেণ মৃত্যুঞ্জয়মিত্যুচ্যতে। তস্মাদুচ্যতে যজামহ ইতি। অথ কস্মাদুচ্যতে সুগন্ধিমিতি। সর্বতো যশ আপ্নোতি। তস্মাদুচ্যতে সুগন্ধিমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি। যৎ সর্ব্বাল্লোঁকান্ সৃজতি যৎ সর্ব্বাল্লোঁকাংস্তারয়তি যৎ সর্ব্বাল্লোঁকান্ ব্যাপ্নোতি তস্মাদুচ্যতে পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যো র্মুক্ষীয়েতি। সংলগ্নত্বাদুর্ব্বারুকমিব মৃত্যোঃ সংসারবন্ধনাদিতি অমৃতত্ব প্রাপ্নোত্যক্ষরং প্রাপ্নোতি স্বয়ং রুদ্রো ভবতি॥" ইহা ব্যতীত ঐ স্থলে আরও দুইটী মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥"
(ঋগ্বেদ ১।২।৭)।

এবং

"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথি র্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্॥"
(ঋগ্বেদ ৩।৭।১৪)।

এইরূপে গোপথব্রাহ্মণের প্রথমপ্রপাঠকে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা এবং মুদ্গলোপনিষদে পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই এই জাতীয় নানাবিধ শ্রুতি দেখিয়া আমরা বলি—আগমও পদজ্ঞানের কারণ হইতে পারে।

শ্রুতিমূলক বলিয়া আপ্তোপদেশও আগম। এ কথা মীমাংসকেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগিগণ বা ব্যাসাদি পুরাণোপপুরাণ-বক্তৃগণ আপ্তপুরুষ। সুতরাং—

"ভৃজ্জিপাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ।
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি॥
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।
ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে॥"

অথবা—

"ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুশ্চিন্তা তত্ত্বেন নিশ্চলা।
এতদ্ ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা॥"

অথবা—

"প্রকর্ষ-বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি-বাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

এই এই জাতীয় নির্ব্বচনও পদজ্ঞানের কারণ হইতে পারে।

জৈমিনির পূর্ব্বে মীমাংসকদের মধ্যে প্রাগুক্ত আটটী প্রমাণ প্রচলিত ছিল। পরে শবরস্বামী এবং কুমারিলভট্ট প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি এবং অভাব এই ছয়টী প্রমাণ গ্রহণ করেন। গুরুমতে আবার অভাবও প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। এখন যদি কেহ বলেন, 'চত্বারি'পদদ্বারা কেবল প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং অর্থাপত্তি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বলিব—"কুক্কুটাদেরেকো দেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে পচ্যতে দেশান্তরমিত্যর্দ্ধ-বৈশসং তদিহ ন যুক্তম্"। অতএব অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ-সঙ্ঘের কতকাংশ ত্যাগ করিয়া কতকাংশ লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি……" ইত্যাদি ভাষ্যোদ্ধৃত শ্লোকটী ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র। (ঋঃ সং—২।৩।২২।৪৫)। বাক্‌স্তুতির জন্য ইহা আম্নাত। অথর্ব্ববেদেও মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। (অঃ সং—৯।৫।২।২৭)। উতথ্যের পুত্র এবং কক্ষীবানের পিতা দীর্ঘতমা ঋষি ইহার দ্রষ্টা। মন্ত্রটী নিরুক্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় মহর্ষি যাস্ক লিখিয়াছেন—

"কতমানি তানি চত্বারি পদানি?
ওঁকারো মহাব্যাহৃতয়শ্চেত্যার্ষম্।

নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চেতি বৈয়াকরণাঃ।
মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি যাজ্ঞিকাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি নৈরুক্তাঃ।
সর্পাণাং বাগ্বয়সাং ক্ষুদ্রস্য সরীসৃপস্য চতুর্থী ব্যাবহারিকীত্যেকে।"
(অঃ ১৩, খঃ ৯, পৃঃ ৮৭৫—দাধিমথসংস্করণ)।

উক্ত ঋঙ্মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"অত্র বহবঃ স্বস্বমতানুরোধেন বহুধা বর্ণয়ন্তি।...বেদত্রয়সারত্বাত্তাসাং ব্যাহৃতীনামেব সারসংগ্রহভূতত্বাদকারাদ্যাত্মকস্য প্রণবস্যেতি প্রণবাসু ব্যাহৃতিষু সর্ব্বা বাক্ পরিমিতেতি কেচন বেদবাদিনো বদন্তি। অপরে ব্যাকরণমতানুসারিণো নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতভেদেন ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতং দ্রব্যপ্রধানং নাম প্রাগুপসৃজ্যত আখ্যাতপদস্যেত্যুপসর্গঃ প্রাদিরুচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপাতনান্নিপাতঃ।...অন্যে তু যাজ্ঞিকা মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী লৌকিকী*তি।...ঋগ্‌যজুঃসামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকীত্যৈতিহাসিকাঃ।......অপরে মান্ত্রিকাঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিপাদয়ন্তি পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীতি চত্বারীতি। একৈব নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধারাদুদিতা সতী পরেত্যুচ্যতে। নাদস্য চ সূক্ষ্মত্বেন দুর্নিরূপত্বাৎ সৈব হৃদয়গামিনী পশ্যন্তীত্যুচ্যতে। যোগিভি র্দ্রষ্টুং শক্যত্বাৎ সৈব বুদ্ধিং গতা বিবক্ষাং প্রাপ্তা মধ্যমেত্যুচ্যতে। মধ্যে হৃদয়াখ্যে উদীয়মানত্বান্মধ্যমা। অথ যদা সৈব বক্ত্রে স্থিতা তাল্বোষ্ঠাদিব্যাপারেণ বহির্নির্গচ্ছতি তদা বৈখরীত্যুচ্যতে। এবং চত্বারি বাচঃ পদানি পরিমিতানি মনীষিণো মনসঃ স্বামিনঃ স্বাধীনমনস্কা ব্রাহ্মণা বাচ্যস্য শব্দব্রহ্মণোঽধিগন্তারো যোগিনঃ পরাদিচত্বারি পদানি বিদু র্জানন্তি। তেষু মধ্যে ত্রীণি পরাদীনি গুহা গুহায়াং নিহিতা নিহিতানি হৃদয়ে হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তিত্বাৎ তুরীয়ং তু পদং বৈখরীসংজ্ঞকং মনুষ্যাঃ সর্ব্বে বদন্তি। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধনামাখ্যাতাদিপক্ষে মনীষিণো ব্রাহ্মণাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগজ্ঞা বাগ্‌যোগবিদ স্তানি পদানি জানন্তি। অবাগ্‌যোগবিদঃ পামরা বাচো বাঙ্ময়স্য তুরীয়ং চতুর্থং ভাগং বদন্তি ব্যবহরন্তি অর্থপ্রকাশনায় প্রযুঞ্জতে।"

কুমারিলের ব্যাখ্যা যাস্কানুমোদিত নহে। যাস্ক বরং চ শ্লোকটীতে ব্যাকরণের উপযোগই স্বীকার করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য প্রথমতঃ যাস্কের কথা বলিয়া তারপর

---

* লৌকিকী ব্যাবহারিকী অর্থাৎ Current speech.

পতঞ্জলির অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্গাচার্য্যের নিরুক্তভাষ্যে বা সায়ণাচার্য্যের বেদভাষ্যে ভাট্টমতের নামগন্ধও উপলব্ধ নহে। তবে ইহাও বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে নানা ঋষিসম্প্রদায় স্বস্বপক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন, কিন্তু প্রাগুক্ত ভাট্টমত কোনও ঋষিসম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল না। অতএব অপ্রসিদ্ধত্ব-হেতু আমরা কুমারিলের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না।

মন্ত্রটীর উপর যে সকল সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে মান্ত্রিকগণের ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহিণী। মনে হয়, ইহাই দীর্ঘতমার অভিপ্রেত। মান্ত্রিকগণ তান্ত্রিকগণের ন্যায় বাকের চারিটী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন—পরা পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী। পরা বাক্ পরব্রহ্ম হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মূলাধার ত্যাগ করিয়া ষট্‌চক্রান্তর্গত মণিপূরে আসিলে ঐ বাক্‌শক্তি পশ্যন্তীনামে অভিহিত হয়। মণিপূর হইতে শরীরের মধ্যভাগস্থ হৃদয়ে এবং তারপর কণ্ঠদেশে বা মুখে আসিয়া উহা যথাক্রমে মধ্যমা এবং বৈখরী নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

> "পরা বাঙ্ মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা।
> হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা॥"

শঙ্করাচার্য্য পরা বাক্‌কে সূক্ষ্ম তারস্বর বলিয়াছেন। শব্দব্রহ্ম বলিয়া ইহা অনপায়িনী। যোগিগণ পশ্যন্তী বাকে অর্থপ্রপঞ্চের সূক্ষ্মাবস্থা অনুভব করেন। মধ্যমা বাকে অনাহতধ্বনি সাধারণের শ্রবণযোগ্য নহে, উহা যোগিগণ যোগবলে শ্রবণ করিয়া থাকেন। মধ্যমা বাক্ বিশেষরূপে খর অর্থাৎ শব্দার্থ প্রত্যয় করাইতে তীক্ষ্ণ হইলেই তাহাকে বৈখরী বলে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

> "বৈখরী শব্দনিষ্পত্তি মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
> আন্তরার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী॥"

মধ্যমা বাক্ প্রথমতঃ সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া মস্তকে আঘাত করে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয় এবং তারপর উহা নাদরূপে কণ্ঠে বা বক্ত্রে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বৈখরীদশা লাভ করিয়া থাকে। এইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন—

> "মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ
> পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ

বক্তে, বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥”

শ্রুতিগোচরতার পর শব্দের আর কোনও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হয় না। অবিশিষ্ট কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে বিশিষ্ট কার্য্যরূপ জগৎ উৎপন্ন হইলেও “যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি” (কঠ—১।৩।১) ইত্যাদি শ্রৌতপ্রমাণহেতু বিলোমপ্রক্রিয়ার দ্বারা (by process of involution) জগৎকে প্রবিলাপ করিয়া বিদ্বান্ যেমন পরব্রহ্মে উপনীত হন, সাধকও সেইরূপ “নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ” (বৃহদারণ্যক-৪।৪।২১) ইত্যাদি শ্রৌতপ্রমাণানুসারে মৌনের দ্বারা কার্য্যরূপ শব্দকে পরিত্যাগ করেন এবং তারপর তিনি মধ্যমাদিদ্বারা শব্দব্রহ্মরূপ পরা বাক্ অবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে উপনীত হইয়া চরিতার্থ হন। বৈখরী বাক্ পরা বাকের কাষ্ঠা হইলেও তদ্দ্বারা প্রবৃত্তির সফলতা হয় না বলিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

“বাগ্ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥”

পতঞ্জলির ব্যাখ্যা মান্ত্রিকদের ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র নহে। সেইজন্য উদ্দ্যোতে নাগেশ লিখিয়াছেন—“পদজাতানি পরাপশ্যন্তীমধ্যমাবৈখর্য্যঃ, নামাদীনি চ নামাদিমধ্যে চৈকৈকং চতুষ্পাদম্।……একৈকস্য নামাদিরূপস্য চতুর্থং ভাগম্। একৈকস্য চতুরংশত্বাৎ।……তত্র শ্রোত্রবিষয়া বৈখরী। মধ্যমা হৃদয়দেশস্থা পদ-প্রত্যক্ষানুপপত্ত্যা ব্যবহারকারণম্। পশ্যন্তী তু লোকব্যবহারাতীতা। যোগিনাং তু তত্রাপি প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগাবগতিরস্তি। পরায়াং তু নেতি ত্রয্যা ইত্যুক্তম্।

‘স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ পরা বাগনপায়িনী।
তস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ত্ততে ॥’

ইত্যুক্তেঃ।” অভিপ্রায় এই যে, বাকের চারিটী অবয়ব আছে—নাম আখ্যাত উপসর্গ এবং নিপাত, কিন্তু প্রত্যেকটী পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই চারিটী দশা অতিক্রমপূর্ব্বক সাধারণ লোকের শ্রুতিগোচরতা প্রাপ্ত হয়। নাগেশের কথা অসঙ্গত নহে। কারণ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“তুরীয়ং বা এতদ্ বাচো যদ্ মনুষ্যেষু বর্ত্ততে চতুর্থমিত্যর্থঃ”। বৈখরী বাক্ লক্ষ্য করিয়াই এই তুরীয়পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ নিপাতার্থে তুরীয়পদের সঙ্গতি কোথায়? মানুষ ত

কেবল নিপাতাত্মিকা বাক্‌ প্রয়োগ করে না। এরূপ অবস্থায় পতঞ্জলির ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

(১৪) "উত ত্বঃ"। বাগ্‌যোগবিৎ পণ্ডিতের শাস্ত্ররহস্যবেত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

উত ত্বঃ—অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি বাচম্। অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনামিতি। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে তন্বং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। তদ্‌ যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্‌ বাগ্‌বিদে স্বাত্মানং বিবৃণুতে। বাঙ্‌ নো বিবৃণুয়াদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৪১-৪২, নির্ণয়সাগর)।

পতঞ্জলির উক্তি লইয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে বলা হইয়াছে—"উত ত্বঃ পশ্যন্নিত্যপি লোকনিরুক্তকল্পসূত্রমীমাংসাশ্রয়োৎপন্নপদার্থবাক্যার্থজ্ঞানপ্রশংসার্থ এব মন্ত্রো বিজ্ঞায়মানো ন ব্যাকরণমাশ্রিয়তে।" (পৃঃ ২১৫, কাশীসংস্করণ)। অর্থাৎ 'নিরুক্ত কল্পসূত্র এবং মীমাংসার দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক যিনি পদের এবং বাক্যের অর্থ অবগত আছেন তাঁহারই প্রশংসাতে মন্ত্রটী উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ব্যাকরণের প্রশংসাতে নহে'।

ভাষ্যোদ্ধৃত শ্লোকটী ঋগ্‌বেদের আঙ্গিরস-বৃহস্পতিদৃষ্ট বিদ্যাসূক্তের একটী মন্ত্র (৮।২।২৩)। মন্ত্রস্থ আবশ্যকীয় পদরাশির অর্থ এইরূপ—'উত অপি তু। ত্বঃ কশ্চিৎ। ত্বস্মৈ কস্মৈচিৎ। তন্বং তনুম্। উশতী কাময়মানা (জায়া)। সুবাসাঃ শোভনবস্ত্রবতী। ছত্রিন্যায়েন বস্ত্রশব্দোঽলঙ্কারসামান্যপরো বোধ্যঃ।' অতএব নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ বলা যায়—'বেদকে কেহ বা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, আর কেহ বা শুনিয়াও শুনিতে পায় না; কিন্তু সালঙ্কারা পত্নী যেমন প্রণয়বশতঃ পতিকামনায় তৎসমীপে স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন, বেদও সেইরূপ প্রসন্নতাবশতঃ বিদ্বান্‌কে কামনা করিয়া তাঁহার নিকট আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন।' ইহাতে নিয়ো-প্লেটোনিক্‌ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ফাইলোর কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মানুভূতি

মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ উহা ব্রহ্মানুগ্রহের ফল। নিজগুণে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে না। তবে অবস্থাবিশেষে বা স্থলবিশেষে আত্মপ্রকাশ করাও ব্রহ্মের স্বভাব।" কথা অসঙ্গত নহে, কারণ মুণ্ডকেও আমরা শুনিয়াছি—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" (৩।২।৩)।

মাণ্ডূক্যকারিকায় ভগবান্ গৌড়পাদও বলিয়াছেন—"যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।"

পতঞ্জলি ব্যাকরণপক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি ব্যাকরণ জানেন না তিনি শাস্ত্ররাশি দেখিয়াও দেখিতে পান না বা শুনিয়াও শুনিতে পান না। অর্থাৎ অবৈয়াকরণ কখনও শাস্ত্রের রহস্যলাভে সমর্থ হন না। আর স্ত্রী যেমন পতির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, শাস্ত্রও সেইরূপ ব্যাকরণাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্ররাশির স্বরূপ যাহাতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তজ্জন্য ব্যাকরণ-পাঠ একান্ত আবশ্যক। কুমারিল পতঞ্জলির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে, মন্ত্রটী কেবল মীমাংসাজ্ঞানের প্রশংসায় আম্নাত বলিয়া ব্যাকরণের সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই। আমরা বলি, এরূপ অবস্থায় অন্যান্য মনীষীদের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরুক্তবিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসায় এবং অজ্ঞানের নিন্দায় ভগবান্ যাস্ক এই মন্ত্রটীর এবং আরও একটী মন্ত্রের উপযোগ দেখাইয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—'অর্থজ্ঞের প্রশংসায় ইহার উদ্দেশ বুঝিতে হইবে'। নিরুক্তশাস্ত্র ব্যাকরণের পরিশিষ্টবৎ, সুতরাং নিরুক্তজ্ঞানে যাহা প্রযোজ্য তাহা ব্যাকরণজ্ঞানেও প্রয়োগ করা যায়।' অতএব কুমারিলের ব্যাখ্যা ঠিক যাস্কানুমোদিত নহে।

ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাতে বেদবিত্তম ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে কেবল যাস্ক নহে, পতঞ্জলিও সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হন। অতএব এস্থলে উহার তাৎপর্য্য দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে।

"যে পুরুষ বেদার্থ জানেন না তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধদ্বারা

বলা হইতেছে যে, যিনি বেদ পাঠ করিয়াছেন মাত্র কিন্তু তাহার অর্থ জানেন না, তিনি বেদবাক্য দেখিয়াও দেখিতে পান না। কারণ ব্যাকরণবিষয়ক একবচন-দ্বিবচনাদি জ্ঞানের অভাববশতঃ তাঁহার নিকট বেদরহস্য সম্যগ্‌ভাবে প্রতীয়মান হয় না।" (ইহা মন্ত্রস্থ প্রথম চরণের ব্যাখ্যা)।

"কোনও ব্যক্তি অর্থবোধের জন্য ব্যাকরণাদিপাঠপূর্ব্বক বেদমন্ত্রাদি শ্রবণ করেন, কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাহেতু তিনি উহা শুনিয়াও শুনিতে পান না। যেমন, শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্ নির্ব্বপেৎ" অর্থাৎ যতগুলি অশ্ব প্রতিগৃহীত হইবে ততগুলি চতুষ্কপাল বরুণদেবতার জন্য নির্ব্বপণ করিবে অর্থাৎ চারিটী মৃন্ময়পাত্রে সংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞ করিবে। এস্থলে কেবল ব্যাকরণজ্ঞানে সিদ্ধান্তিত হয়—যিনি অশ্ব প্রতিগ্রহ করেন তাঁহারই এ যজ্ঞ বিধেয়, কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রে অবধারিত হইয়াছে—যিনি অশ্ব দান করেন তাঁহারই এ যজ্ঞে অধিকার। অতএব কেবল শব্দজ্ঞানে বেদরহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না, কারণ মীমাংসাজ্ঞানও আবশ্যক।" (ইহা মন্ত্রস্থ দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা)।

"বেদ কোনও যোগ্য ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন—ইহার দ্বারা তাৎপর্য্যসহকৃত অর্থজ্ঞান প্রশংসিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অনভিজ্ঞব্যক্তিদ্বয় হইতে সম্যগভিজ্ঞব্যক্তির কথা বলিবার জন্য 'অপি'র অর্থে 'উত'শব্দদ্বারা পক্ষ ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। যাঁহার ব্যাকরণাদিজনিত অর্থজ্ঞান মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে শোধিত হইয়াছে তাঁহারই নিকট বেদ আত্মপ্রকাশ করেন।" (ইহা মন্ত্রস্থ তৃতীয় চরণের ব্যাখ্যা)।

"চতুর্থপাদে একটী লৌকিক উপমা দেওয়া হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, পতি যেমন পত্নীকে প্রণয়সহকারে দর্শন করেন এবং তাঁহার পরামর্শ হিতকর বলিয়া মনে করেন, বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিও সেইরূপ আদরে বেদকে দর্শন করেন এবং তদীয় ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ হিতবুদ্ধিসহকারেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।" (ইহা মন্ত্রস্থ চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা)।

সায়ণাচার্য্য এস্থলে উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাঁহার কথায় উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণ এবং মীমাংসা উভয়শাস্ত্রই মন্ত্রটীর লক্ষিত বিষয়। ইহাই যদি আঙ্গিরস-বৃহস্পতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পতঞ্জলি এবং কুমারিল উভয়ই স্বপক্ষানুরাগ-বশতঃ মন্ত্রের একদেশমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং পতঞ্জলির বিরুদ্ধে কুমারিলেরও অনুযোগ করিবার কিছুই নাই। কারণ শাবরভাষ্যে অবধৃত হইয়াছে—"যশ্চোভয়ো র্দোষো নাসাবেকস্য বাচ্যঃ" (৮৩।১৪)। আবার শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থ-বিচারণে॥" *

যেখানে পতঞ্জলি কুমারিল এবং সায়ণাচার্য্যের ন্যায় মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন, সেখানে কিছু বলিবার প্রবৃত্তি আসিলেই মনে হয়—"কিমার্দ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া" †। এই তিনজন শাস্ত্রধুরীণের মধ্যে সায়ণাচার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন, সুতরাং তিনি উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়া প্রাচীনদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য পড়িলেই মনে হয়—

"স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্।
রচিতা পৃথগর্থতা গিরাং ন চ সামর্থ্যমপোহিতং ক্বচিৎ॥
উপপত্তিরুদাহৃতা বলাদনুমানেন ন চাগমঃ ক্ষতঃ।
ইদমীদৃগনীদৃগাশয়ঃ প্রসভং বক্তুমুপক্রমেত কঃ॥"

বস্তুগতি এরূপ হইলেও চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু বলিব—

"অবিতৃপ্ততয়া তথাপি মে হৃদয়ং নির্ণয়মেব ধাবতি।"

বিদ্যাসূক্তের ‡ ভাষ্যোদ্ধৃত-মন্ত্রে পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা স্তুত হইয়াছে। সেইজন্য বৃহদ্দেবতায় ভগবান্ শৌনক বলিয়াছেন—

"যজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম যদ্‌যোগাৎ সমুপাশ্নুতে।
তজ্জ্ঞানমভিতুষ্টাব সূক্তেনাথ বৃহস্পতিঃ॥"

মন্ত্রটী নিরুক্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় ভাস্করপুত্র ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'উত ত্বঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটী বিদ্যাপ্রশংসায় আম্নাত হইয়াছে। এমন কি, তিনি

---

* পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যশ্চোভয়ো র্দোষো ন তমেকশ্চোদ্যো ভবতি" (মহাভাষ্য ৬।১।৯)।

† অর্থাৎ আদার ব্যাপারী, জাহাজের চিন্তা কেন?

‡ 'সম্পূর্ণমৃষিবাক্যং হি সূক্তমিত্যভিধীয়তে'—বৃহদ্দেবতা।

স্বপক্ষানুরাগবশতঃ নিরুক্তপক্ষেও মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা আকর্ষণ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় বিদ্যাশব্দে কি কেবল মীমাংসা-ব্যাকরণই লক্ষিত হইতে পারে?

মুণ্ডকে আম্নাত হইয়াছে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চেতি" (১।৪)। অর্থাৎ দ্বিবিধ বিদ্যা অবগত হইবে—পরা এবং অপরা। অপরা বিদ্যা বলিলে শব্দব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মবিন্দূপনিষদের ঘোষণা আছে—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" (১৭)।

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, অপরবিদ্যানামক শব্দব্রহ্ম অবলম্বন করিয়া পরা বিদ্যা লাভ করা যায়। এখন আমরা বলিব—বিদ্যাসূক্তের বিদ্যাশব্দদ্বারা বিদ্যাসামান্যই উদ্দিষ্ট, কেবল মীমাংসা বা ব্যাকরণ বা উভয় উদ্দিষ্ট নহে। এইজন্য "উত ত্বঃ পশ্যন্ন…" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—এবমস্যামৃচীয়ম্ 'অর্থজ্ঞপ্রশংসা'। (নিরুক্তভাষ্য—পৃঃ ৮৮, দাধিমথসংস্করণ)।

বিদ্যা অষ্টাদশপ্রকার। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥" (১।৩)।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥"

অঙ্গানি অর্থাৎ ষড়ঙ্গ। ষড়ঙ্গের শ্রুতিতুল্যত্ব ত্রেতাযুগে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রভাবলীকার শম্ভু ভট্ট বলেন—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ং ষড়ঙ্গমেক ইতি গৌতমস্মৃতেঃ স্পষ্টমেব তেষাং বেদত্বমপি প্রতিপাদিতম্।" (ভাট্টদীপিকা-প্রভাবলী—পৃঃ ৫৯, নির্ণয়সাগর)। গৌতমস্মৃতির সম্বন্ধে পরাশরোপপুরাণে লিখিত আছে—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥" (১ অঃ)।

কিন্তু গৌতমস্মৃতির টীকাকার লিখিয়াছেন—"বস্তুতস্তু ষড়ঙ্গানি ন বেদাঃ, তথাপি তানি ধর্ম্মে প্রমাণমেব। প্রমাণং দ্বিবিধং সাক্ষাৎপ্রমাণং পরম্পরয়া প্রমাণং চেতি। যদ্যপি ষড়ঙ্গানি সাক্ষান্ন প্রমাণং তথাপি প্রমাণভূতপরোক্ষ-বদনুমানদ্বারা ধর্ম্মে প্রমাণমিত্যাশয়েন বেদত্বমিত্যুক্তম্।" ষড়ঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ। ভাট্টদীপিকার প্রভাবলীতে লিখিত আছে—"তত্র সর্ব্ববেদসাধারণী 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামী'ত্যাদিপঞ্চখণ্ডাত্মিকা পাণিনিপ্রণীতা, অন্যৈশ্চ মুনিভিঃ প্রতিবেদশাখং ভিন্নরূপতয়া প্রাতিশাখ্য-সংজ্ঞয়া প্রণীতা চ শিক্ষা। কল্পাঃ শাখান্তরীয়াঙ্গোপসংহারেণ বৈদিকানুষ্ঠান-ক্রমবিশেষজ্ঞানায় বোধায়নাপস্তম্বাদিমুনিভিঃ প্রণীতাঃ। বৈজাবাপ্যাশ্বলায়ন-দ্রাহ্যায়ণাদিমুনিপ্রণীতানাং সূত্রাণামত্রৈবান্তর্ভাবঃ। তদুক্তং বার্ত্তিকে—

'সিদ্ধরূপঃ প্রয়োগো যৈঃ কর্ম্মণামনুগম্যতে।
তে কল্পা লক্ষণার্থানি সূত্রাণীতি প্রচক্ষতে॥' ইতি।

ব্যাকরণমষ্টাধ্যায়্যাত্মকং মহেশ্বরপ্রসাদাদ্ ভগবতা পাণিনিনা প্রণীতং মাহেশ্বরম্। কৌমারাদিব্যাকরণানি ন বেদাঙ্গম্, লৌকিকপদমাত্রসাধুত্বান্বাখ্যানপরত্বাৎ। নিরুক্তং ভগবতা যাস্কেন 'সমাম্নায়ঃ সমাম্নাত' ইত্যাদিনা ত্রয়োদশাধ্যায্যাত্মকং প্রণীতম্। নিঘণ্টুসংজ্ঞকপঞ্চাধ্যায়াত্মকস্য গ্রন্থস্য যাস্কপ্রণীতস্য তদিতরকোশানাং চৈবাত্রৈবান্তর্ভাবঃ। জ্যোতিষং চ ভগবতাঽঽদিত্যেন গর্গাদিভিশ্চ প্রণীতম্। ছন্দস্তু ভগবতা পিঙ্গলেনাষ্টাধ্যায্যাত্মকং প্রণীতম্। (ভাট্টদীপিকা প্রঃ—পৃঃ ৪৭, নির্ণয়সাগর)।

বেদাঃ অর্থাৎ ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। এই সকল বেদের বহু শাখা ছিল। ষড়্গুরুশিষ্য বলিয়াছেন—

"একবিংশত্যধ্বযুক্তমৃগ্‌বেদমৃষয়ো বিদুঃ।
সহস্রাধ্বা সামবেদো যজুরেকশতাধিকম্॥
নবাধ্বাঽথর্ব্বণাখ্যেতি.................. ।"

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদ একবিংশ-

ত্রিধা বাহ্বৃচ্যং নবধাথর্ব্বণো বেদঃ।” (মহাভাষ্য—পৃঃ ৯, কীল্হর্ণ্)। বেদসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

“প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥”

যশোধরেন্দ্র অর্থাৎ জয়মঙ্গল বলিয়াছেন—“ধর্ম্মস্যালৌকিকত্বাৎ তদভিধায়কং শাস্ত্রং যুক্তম্। তচ্ছাস্ত্রং পৌরুষেয়মপৌরুষেয়ং চ। তত্র পূর্ব্বমভিশঙ্কনীয়ং ‘কিমিদং সত্যং মিথ্যা বে’তি। পুরুষা হি রাগাদিভিরবিদ্যয়া চোপপ্লুতা বিতথমপি ব্রুবন্তি। অপৌরুষেয়ং চ বেদাখ্যং পুরুষসম্বন্ধাভাবাদ্ অদুষ্টমনভিশঙ্কনীয়ম্। যথোক্তম্—

‘দোষাঃ সন্তি ন সন্তীতি পৌরুষেয়স্য যুজ্যতে।
বেদে কর্ত্তুরভাবাত্তু দোষশঙ্কৈব নাস্তি হি॥’ ”

(১।২।৩১ কামসূত্রীয় ব্যাখ্যা)।

মীমাংসাদি লইয়া প্রভাবলীতে লিখিত আছে—“পুরাণাদিচতুষ্টয়ং বেদানামুপাঙ্গমিতি ব্যবহ্রিয়তে। (পৃঃ ৪৪)। মীমাংসা—‘অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসে’ত্যাদিনা জৈমিনিপ্রণীতা দ্বাদশাধ্যায়ী সঙ্কর্ষণকাণ্ডাত্মিকা চতুরধ্যায়ী চ কর্ম্মমীমাংসা, “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসে”ত্যাদিনা ব্যাসপ্রণীতা চতুরধ্যায়ী শারীরকমীমাংসা চ।” (পৃঃ ৪৩)। ন্যায় দ্বিবিধ—গৌতমোক্ত এবং কণাদোক্ত। গৌতমোক্ত পঞ্চাধ্যায়ীর নাম আন্বীক্ষিকী, আর কণাদোক্ত দশাধ্যায়ীর নাম বৈশেষিকদর্শন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে ২০ জনের নাম যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে—

“মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥” (১।৪-৫)।

এতদ্ব্যতীত আরও স্মৃতিকার আছেন, যেমন—শাকটায়ন,* গোভিল, দেবল, লঘুবিষ্ণু, লঘুশঙ্খ, লঘুশাতাতপ, লঘুহারীত, লঘ্বাশ্বলায়ন, বৃদ্ধশাতাতপ, বৃদ্ধহারীত, বৃহদ্‌যম, বৃহন্মনু ইত্যাদি। বৃদ্ধগৌতমসংহিতার মতে

*চতুর্বর্গচিন্তামণি, স্মৃতিচন্দ্রিকা, নির্ণয়সিন্ধু এবং শ্রাদ্ধময়ূখাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাকটায়নেরও স্মৃতিগ্রন্থ ছিল।

আবার শাকল, গোপালিত, আত্রেয়, উমামহেশ্বর, নন্দী, ব্রহ্মা, কুমার, ধূম্রবর্ণ, ক্রৌঞ্চ, বৈশ্বানর, ভার্গব, মাণ্ডব্য, কৌশিক, কুকৃত, কুণী (কুণিন্), বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, মৌদ্গল্য শাণ্ডিল্য, তুলহায়ন, বালখিল্য, সপ্তর্ষি, মহেন্দ্র, দ্বিতীয়-বৈশ্বানর, মাতঙ্গ, সৌরভ, পিঙ্গবর্ম্ম, বসুপালিত, উদ্দালক, উখনেয়, বিশ্বপ, ধন, মাগধ—ইঁহারাও স্মৃতিকার। ভাট্টদীপিকার প্রভাবলীতে লিখিত আছে—"ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিশেষাণাং বিভাগেন প্রতিপাদকং তত্তৎস্মৃতি-প্রবর্ত্তকপ্রণীতম্। তে চ মন্বত্রিবিষ্ণ্বঙ্গিরোহারীতযাজ্ঞবল্ক্যযমাপস্তম্বসংবর্ত্ত-কাত্যায়নবৃহস্পতিপরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতদক্ষগৌতমশাতাতপবশিষ্ঠাদয়ো ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তাঃ, তথা—

'তেষামপ্যঙ্গিরোব্যাসগৌতমাত্র্যুশনোযমাঃ।
বসিষ্ঠদক্ষসংবর্ত্তশাতাতপপরাশরাঃ॥
বিষ্ণ্বাপস্তম্বহারীতাঃ শঙ্খঃ কাত্যায়নো গুরুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগী বোধায়নমনূ তথা॥
সুমন্তুঃ কাশ্যপো বভ্রুঃ পৈঠিনো ব্যাঘ্র এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা॥
জাবালি র্জমদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষি র্ব্রহ্মসংভবঃ।
ইতি ধর্ম্মপ্রণেতারঃ ষট্‌ত্রিংশদৃষয়ঃ স্মৃতাঃ॥'

ইতি পৈঠিনোক্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। সেইজন্য প্রভাবলীতে লিখিত আছে—"মহাভারতরামায়ণসাংখ্যপাতঞ্জলপাশুপত-বৈষ্ণবাদীনাং চ ধর্ম্মশাস্ত্র এবান্তর্ভাবঃ। সাংখ্যশাস্ত্রং ষড়ধ্যায়ং ভগবতা কপিলেন প্রণীতম্। তথা পাতঞ্জলং পাদচতুষ্টয়াত্মকং পতঞ্জলিনা প্রণীতম্। পাশুপতং ভগবতা পশুপতিনা পঞ্চাধ্যায়ং প্রণীতম্। শৈবমন্ত্রশাস্ত্রস্য পাশুপত এবান্তর্ভাবঃ। এবং বৈষ্ণবং নারদাদিভিঃ কৃতম্। পাঞ্চরাত্রস্যাত্রৈব বৈষ্ণবমন্ত্রশাস্ত্রেঽন্তর্ভাবঃ।"

কেহ কেহ তন্ত্রকে বেদবাহ্য বলেন। এ কথা ঠিক নহে। শিবশক্তির উপাসনা লইয়াই তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব। বেদে আম্নাত হইয়াছে—"সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা" (হংসোপনিষৎ ২)। শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—"পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। পরমব্রহ্মের যে শক্তি হইতে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাত্রয় ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহাই তন্ত্রের আদ্যা শক্তি।

এইজন্য রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"শক্তয় স্ত্রিস্র এব চ।" বরাহপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"পরমাত্মা যথা দেব এক এব ত্রিধা স্থিতঃ।
প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ॥"

স্মৃতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।" গৌরীসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—

"জ্ঞানমিচ্ছা তথা ক্রিয়া গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

সুতরাং কুব্জিকাতন্ত্র ঠিক বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥"

এইরূপ বস্তুগতিহেতু আনন্দলহরীতে শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী হইয়াও স্বীকার করিয়াছেন—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

কেবল শঙ্করাচার্য্য নহে, বিদেশী হইয়াও Herbert Spencer লিখিয়াছেন—"All things proceed from an infinite and eternal energy." অর্থাৎ 'বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সেই একমাত্র শাশ্বতী অনন্তশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।' এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ, ত্রিপুরোপনিষৎ, দেব্যুপনিষৎ-প্রভৃতি শ্রৌতগ্রন্থ এবং ঋগ্বেদের দেবীসূক্তাদি দেখিলে তন্ত্রকে বেদবাহ্য বলা যায় না। তন্ত্রের বেদবাহ্যত্ব দূরে থাকুক, মহানির্ব্বাণের তৃতীয়পটলে স্মৃত হইয়াছে—

"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসতে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥"

অতএব তন্ত্রশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। পুরাণোপপুরাণও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য। সুতরাং ইহাদিগকেও বেদোপাঙ্গ বলিতে হইবে। পুরাণসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণীয় সম্ভবকাণ্ডে লিখিত আছে—

"তত্র শৈবানি শৈবঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মার্কণ্ডেয়ং তথা লৈঙ্গং বারাহং স্কান্দমেব চ॥
মাৎস্যমন্যত্তথা কৌর্ম্মং বামনঞ্চ মুনীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ দশেমানি ত্রীণি লক্ষাণি সংখ্যয়া॥

* * * *

বিষ্ণো র্হি বৈষ্ণবং তচ্চ তথা ভাগবতং তথা॥
নারদীয়পুরাণঞ্চ গারুড়ং বৈষ্ণবং বিদুঃ।
ব্রাহ্মং পাদ্মং ব্রহ্মণো দ্বে অগ্নেরাগ্নেয়মেককম্॥
সবিতু র্ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেবমষ্টাদশ স্মৃতম্।" (২।৩০-৩৫)।

উপপুরাণসম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্।
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্॥
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃপরম্॥
কাপিলং বামনঞ্চৈব তথৈবোশনসেরিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডং বারুণঞ্চৈব কালিকাহ্বয়মেব চ॥
মাহেশ্বরং তথা শাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্।
পরাশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাহ্বয়ম্॥" (১অঃ,১৭-২০ শ্লোক)।

এই সকল উপপুরাণ ব্যতীত ধর্ম্মপুরাণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উপপুরাণ আছে। আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র—উপবে নামে প্রসিদ্ধ।

চরণব্যূহের মতে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। ব্রহ্মা আয়ুর্বেদকে অ ভাগে বিভাগ করেন—শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাত কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র। প্রস্থানভে

মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—“তত্রায়ুর্বেদস্যাষ্টৌ স্থানানি ভবন্তি সূত্রং শারীরমৈন্দ্রিয়ং চিকিৎসা নিদানং বিমানং কল্পঃ সিদ্ধিশ্চেতি।” মধুসূদন সরস্বতীর মতে কামশাস্ত্র ইহার অন্তর্গত। তিনি লিখিয়াছেন—“কামশাস্ত্রমপ্যায়ুর্বেদান্তর্গতমেব।” বর্ত্তমানকালের শারীরবিদ্যা (Physiology), শারীরসংস্থানবিজ্ঞান (Anatomy), শস্ত্রোপচারবিদ্যা (Surgery), ভৈষজ্যবিজ্ঞান (Materia medica), চিকিৎসা-তত্ত্ব (Therapeutics), রোগনিদান (Pathology) এবং ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) প্রভৃতিবিষয় প্রাগুক্ত শল্যশালক্যাদি অষ্টাঙ্গের মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতেছে।

চরণব্যূহে স্মৃত হইয়াছে—“অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি।” কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারণ শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে—“যজুর্ব্বেদস্যোপবেদো ধনুর্ব্বেদঃ।” ধনুর্ব্বেদ চারিপাদে বিভক্ত—দীক্ষাপাদ, সংগ্রহপাদ, সিদ্ধিপাদ এবং প্রয়োগপাদ। ধনুঃশব্দ চাপার্থে রূঢ় হইলেও তদ্দ্বারা চারিপ্রকার আয়ুধ গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য প্রস্থানভেদে মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—“তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্বিধায়ুধবাচী বর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্বিধং—মুক্তম্ অমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ। তত্র মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়্‌গাদি, মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি, যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে। অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে।”

গান্ধর্ব্ববেদ সামবেদের উপবেদ। এ সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—“এবং গান্ধর্ব্ববেদশাস্ত্রং ভরতেন প্রণীতম্। তত্র নৃত্যগীতবাদ্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ প্রপঞ্চিতঃ। দেবতারাধননির্ব্বিকল্পকসমাধ্যাদিসিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ব্ববেদস্য প্রয়োজনম্।”

অর্থশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের উপবেদ। নীতিশাস্ত্রাদি ইহার অন্তর্গত। এইজন্য প্রস্থানভেদে লিখিত আছে—“এবমর্থশাস্ত্রঞ্চ বহুবিধং নীতিশাস্ত্রমশ্বশাস্ত্রং গজশাস্ত্রং শিল্পশাস্ত্রং সূপকারশাস্ত্রং চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্রং চেতি।” বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ চতুঃষষ্টিকলার অন্তর্গত। কিন্তু অগ্নিপুরাণের মতে অশ্বায়ুর্বেদ গজায়ুর্বেদ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ আয়ুর্বেদেরই অন্তর্গত। (২৮১—২৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রাগ্‌বর্ণিত বেদ বেদাঙ্গ বেদোপাঙ্গ এবং উপবেদ যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তিনিই বেদের নিগূঢ় রহস্য দেখিতে পান এবং শুনিতে পান। কেবল ইহাও নহে, অনুকম্পাবশতঃ বেদাখ্যব্রহ্ম তাঁহারই নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। মনে হয়, ইহাই মন্ত্রদ্রষ্টা বৃহস্পতির হৃদ্‌গত অভিপ্রায়।

(১৫) "সক্তুমিব"। অপশব্দের পরিবর্ত্তে সুশব্দের প্রয়োগে ব্রাহ্মী শ্রীর সদ্ভাব দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলেন—

"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী র্নিহিতাধি বাচি॥

সক্তুঃ সচতে র্দুর্ধাবো ভবতি। কসতে র্বা বিপরীতাদ্ বিকসিতো ভবতি। তিতউ পরিপবনং ভবতি ততবদ্বা তুন্নবদ্বা। ধীরা ধ্যানবন্তঃ। মনসা প্রজ্ঞানেন। বাচমক্রত বাচমকৃষত। অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে। অত্র সখায়ঃ সন্তঃ সখ্যানি জানতে সাযুজ্যানি জানতে। ক? য এষ দুর্গো মার্গ একগম্যো বাগ্-বিষয়ঃ। কে পুনস্তে? বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ? 'ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী র্নিহিতাধি বাচি'। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মী র্নিহিতা ভবতি। লক্ষ্মী র্লক্ষণাদ্ ভাসনাৎ পরিবৃঢ়া ভবতি।" ইহার নিষ্কর্ষ এইরূপ 'লোকে যেমন চালনী (মতান্তরে স্মূর্প) দ্বারা সক্তুরাশির আবর্জ্জনা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শোধন করিয়া সারাংশ গ্রহণ করে, সেইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ব্যাকরণজনিতবুদ্ধিদ্বারা বাক্যরাশি হইতে অসাধুশব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুশব্দ গ্রহণ করেন। এই উপায়ে তাঁহারা সকল বিষয়ে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, কারণ ভেদবুদ্ধির অভাবহেতু তাঁহাদের অমৃতময়বাক্যে ব্রাহ্মী শ্রী বিরাজ করেন।' ইহা লইয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে—"সক্তুমিব তিতউনেত্যেষোঽপ্যবিপ্লুতস্বাধ্যায়াধ্যয়ননির্ম্মলবেদাক্ষরার্থজ্ঞানপ্রশংসার্থং পূর্ব্ববদেব বর্ণনীয়ঃ।" (পৃঃ ২৭০, আনন্দাশ্রম)। অর্থাৎ 'নিরন্তর স্বাধ্যায়চর্চ্চাদ্বারা যাঁহার বেদার্থজ্ঞান নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহারই প্রশংসায় শ্লোকটী উদ্দিষ্ট, ব্যাকরণজনিত জ্ঞানের প্রশংসায় নহে।'

ভাষ্যোদ্ধৃত শ্লোকটী আঙ্গিরস-বৃহস্পতিদৃষ্ট বিদ্যাসূক্তের অন্য একটী মন্ত্র। (ঋগ্বেদ ৮।২।২৩ বা ১০।৭১।২)। বৃহস্পতি ইহার দ্বারা পরমপুরুষার্থ-সাধন ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। শব্দব্রহ্মদ্বারা ইনি পরব্রহ্ম লাভ করেন বলিয়া বৃহদ্দেবতায় ভগবান্ শৌনক বলিয়াছেন—"যজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

পতঞ্জলির বহুপূর্ব্বে এই মন্ত্রটী যাস্কের নিরুক্তে আচরিত হইয়াছে। (নিঃ ৪।৯)। সক্তুসম্বন্ধে দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"সক্তুঃ সচতেঃ। স হি

সূক্ষ্মত্বাৎ সচতি সংশ্লিষ্যত্যঙ্গে। ততো 'তুর্ধাবো ভবতী'ত্যুপপত্তিঃ। তুঃখং ধাব্যতে প্রক্ষাল্যত ইত্যর্থঃ।" অভিপ্রায় এই যে, তুর্ধাব বা তুঃশোধনীয় বলিয়া ইহার নাম সক্তু হইয়াছে। অথবা কস্‌ধাতু নিপাতনে বিপরীত হইলে সক্ হয় এবং ইহাতেও সক্তুপদ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অর্থ হইবে—যাহা বিকসিত বা বিপুষ্পিত হয়। 'তিতউ'শব্দসম্বন্ধে যাস্ক বলিয়াছেন—"তিতউ পরিপবনং ভবতি ততবদ্বা তুন্নবদ্বা তিলমাত্রতুন্নমিতি বা।" ইহাতে 'তিতউ'শব্দের অর্থ হয়—চালনী। সায়ণাচার্য্য বলেন--পরিপূয়তে অনেনেতি, যদ্বা ততা বিস্তৃতা ভৃষ্টয়ঃ (ভৃষ্টযবাদয়ঃ) অত্রেতি তিতউঃ। তনোতে র্ডউঃ সন্বচ্চেতি। সন্বদ্ভাবাদ্দ্বিত্বম্। উক্তনির্ব্বচনেন শূর্পেণ সক্তুমিব যথা কশ্চিৎ সক্তুং তুর্দ্ধাবং পুনাতি তদ্বৎ। প্রকৃতিতঃ প্রত্যয়তশ্চ শব্দাদুৎপুনন্তো ধীরা ধীমন্তো বিদ্বাংসো যত্র যস্মিন্ কালে বিদ্বৎসঙ্ঘে বা মনসা প্রজ্ঞাযুক্তেন বাচম্ অক্রত অকৃযত কুর্ব্বন্তি। করোতে র্লুঙি রূপম্"। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, সায়ণাচার্য্য 'তিতউ'শব্দ কেবল চালনীর অর্থে নহে, শূর্পার্থেও গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়, এখানে শূর্পার্থই ভাল। কারণ বিদ্বান্ অব্যবহার্য্য বস্তু ত্যাগ করিয়া ব্যবহারযোগ্য বস্তু রক্ষা করেন, শূর্পও তুষাদি ত্যাগ করিয়া ভৃষ্টাংশ রক্ষা করে। কিন্তু অবিদ্বান্ অব্যবহার্য্য বস্তু রক্ষা করিয়া ব্যবহার্য্য বস্তু ত্যাগ করেন, আর চালনীও অব্যবহার্য্য তুষাদি রক্ষা করিয়া ব্যবহার্য্য ভৃষ্টাংশ পরিত্যাগ করে। সেইজন্য লোকে বলে—

"শূর্পবদ্ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী ত্বসাধুস্তিতউ র্যথা॥"

যাস্ক তিতউশব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু পুংলিঙ্গেও উহার প্রয়োগ দেখা যায়। 'ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ স্মৃতম্'—এরূপ বচন থাকিলেও বৈজয়ন্তীকার যাদবপ্রকাশ বলিয়াছেন—"প্রস্ফোটনং শূর্পমস্ত্রী ন স্ত্রী তিতউ চালনী।" আর কোষকার অমরসিংহ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"চালনী তিতউঃ পুমান্।" কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা কোন্ লিঙ্গে শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নির্ণয়যোগ্য নহে।

কাতন্ত্রের পরিশিষ্টে সন্ধিপ্রকরণস্থ "চর্করীতাভ্যাসস্য" (৩৩) এই সূত্রের বৃত্তিতে শ্রীপতি বলিয়াছেন—তন্‌ধাতুর উত্তর ডিতউ-প্রত্যয়দ্বারা তিতউ-শব্দ

নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে টীকাকার গোপীনাথতর্কাচার্য্য বলেন—'দুইটি পদের মধ্যে সন্ধির বৈকল্পিক ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু তিতউ-শব্দ একপদ হইয়া 'তিতো' হইল না কেন? কারণ 'ডিতউ' প্রত্যয় করা সত্ত্বেও যদি ওকার হয় তবে 'ডিতো' প্রত্যয় করিলেই হইত। অতএব উকারান্ত প্রত্যয়ের ফলেই সন্ধির অভাব বুঝিতে হইবে।'

মন্ত্রস্থ 'যত্র'পদ লইয়া নিরুক্তে দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"যত্র যস্মিন্ সমাজে যজ্ঞে বা"। ধীরশব্দ লইয়া যাস্ক বলিয়াছেন—"ধীরাঃ প্রজ্ঞানবন্তো ধ্যানবন্তঃ" মন্ত্রস্থ অন্যাংশের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"মনসা পরিপবনস্থানীয়েন পরিপূয় বিনিশ্চিত্য শব্দার্থন্যায়যুক্তাং বাচম্"। তিনি আবার বলিয়াছেন—"তত্র সখায়ঃ সমানাখ্যানাঃ সমানাখ্যানানামেব সমানেষু শাস্ত্রেষু কৃতশ্রমাণাম্, তদ্‌যথা—বৈয়াকরণানাং বৈয়াকরণা এব নৈরুক্তানাং নৈরুক্তা এব"। সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"পুনস্ত ইত্যাদি নিরুক্তমনুসন্ধেয়ম্"। এই এইরূপে শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কুমারিলের মতে ইহার দ্বারা বেদজ্ঞান স্তুত হইয়াছে, আর বেদজ্ঞান শব্দজ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া পতঞ্জলি ব্যাকরণপক্ষে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পতঞ্জলি কিছুই নূতন বলেন নাই, কারণ নিরুক্ত হইতে তিনি যাস্কের কথাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। তবে যাস্কের কথা হইতে তিনি ব্যাকরণ-পক্ষেই উপপত্তি দেখাইয়াছেন। সুতরাং এস্থলেও কুমারিল পতঞ্জলির বিরোধী হইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার বিরুদ্ধে স্বগোষ্ঠীনিষ্পন্ন ভাট্টদীপিকার ব্যাখ্যা-স্থানীয় ভাট্টচিন্তামণিগ্রন্থে এই মন্ত্রটী এবং প্রাগুক্ত মন্ত্রটী লইয়া লিখিত আছে—"তত্র প্রথমমন্ত্রে সাধুশব্দাভিজ্ঞপ্রশংসয়াপশব্দপ্রযোক্তৃনিন্দয়া চ সাধূনেব প্রযুঞ্জীত নাসাধূনিতি নিয়মঃ স্পষ্টং প্রতীয়তে। দ্বিতীয়মন্ত্রেণ ব্যাকরণাভিজ্ঞস্যৈব দেবতাপ্রীতিশুভবাক্যাদিপ্রতিপাদনাদ্ ব্যাকরণজ্ঞানাবশ্যকতা প্রতীয়তে। এবং স্মৃতিরপি—

'যস্তু ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেঽধ্বরম্।
তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ পংক্তিপাবনপাবনৌ॥' ইতি।

ততশ্চ বহুশ্রুতিস্মৃতিভি র্ব্যাকরণস্যাবশ্যকতা দ্রষ্টব্যা। কিং চ 'ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ঃ' ইতি বিধিনা বেদবদঙ্গানামপ্যধ্যেতব্যত্বপ্রতিপাদনাম্নিত্যত্বং ব্যাকরণা-

ধ্যয়নস্য। ন চ শ্রুতিলিঙ্গাদিষট্‌প্রমাণপরত্বং বিনিগমনাবিরহেণ শব্দান্তরাদি-প্রমাণপরত্বাপত্তেঃ পাঞ্চমিকশ্রুত্যর্থাদিপরত্বাপত্তেশ্চ 'শিক্ষা ব্যাকরণং ছন্দঃ' ইত্যাদিকোশবিরোধাপত্তেশ্চ। তস্মাদ্‌ ব্যাকরণং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রমাণমিতি সিদ্ধম্‌।" (পৃ ১০০, মাদ্রাজ্‌-ল-জর্ণাল সংস্করণ)।

নৈরুক্তগণ মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য শব্দপক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈয়াকরণদেরও উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্য শাব্দিকগণকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার ভাষ্যে কুমারিলের মতবাদও উল্লিখিত হয় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান শব্দজ্ঞানসাপেক্ষ, সেইজন্য অনেকে শব্দব্রহ্ম অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন। শ্রুতিরও ঘোষণা আছে—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ)। মহাভারতে শ্রুতিটী স্মৃত হইয়াছে এবং বিষ্ণুভাগবতেও ব্যাসদেব লিখিয়াছেন—

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥" (১১।১১।১৮)।

এইজন্য কেহ কেহ বলেন, যাস্কাদিনৈরুক্তগণ এবং পতঞ্জল্যাদিবৈয়াকরণিকগণ শব্দপক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিলে তদ্‌বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। কারণ উক্তি আছে—

"অভিযুক্ততরা যে যে বহুশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
তে তে যত্র প্রযুঞ্জীরন্‌ স সোঽর্থস্তত্ত্বতো ভবেৎ॥"

এ কথায় আর বলিবার কি আছে? তবে মন্ত্রটী বিদ্যাসূক্তে পঠিত। আমাদের মতে বিদ্যাসূক্তের 'বিদ্যা'শব্দদ্বারা বিদ্যাসামান্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাস্ক বলিয়াছেন—"বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্‌"। অতএব মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধদ্বারা 'সারং গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু' এই ন্যায়ানুসারে অষ্টাদশবিদ্যার অনুশীলনবিশেষই সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধদ্বারা বলা হইতেছে যে, যিনি ঐরূপ অনুশীলন দ্বারা অষ্টাদশবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি সমগ্র বেদের রহস্য অবগত হইয়া ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করেন। এইরূপ বলিলে "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি" এই জাতীয় শ্রুতিও ব্যাহত হইবে না।

(১৬) **"সারস্বতীম্‌"**। সময়বিশেষে অপশব্দপ্রয়োগহেতু প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিবার জন্য পতঞ্জলি বলেন—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি—'আহিতাগ্নিরপ-

শব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদি'তি। প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"। (পৃঃ ৪, কীল্‌হর্ণ্‌)। অর্থাৎ "যাজ্ঞিকগণ বলেন—'আহিতাগ্নি (অগ্নিহোত্রী) অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সারস্বত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন'। যাহাতে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন না হয় তজ্জন্য আমাদের ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক।"

মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—'যজ্ঞব্যাপৃত ব্যক্তির অপশব্দ প্রয়োগে সারস্বতী ইষ্টির বিধান থাকিলেও উহা ব্যাকরণগত অপশব্দ প্রয়োগের জন্য উদ্দিষ্ট নহে। কারণ যাজ্ঞিকগণের অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞকালে মিথ্যাবাক্য বলিলে বা অশুদ্ধ বৈদিকশব্দ উচ্চরিত হইলে বা ম্লেচ্ছভাষা প্রয়োগ করিলে সারস্বতী ইষ্টির দ্বারা অগ্নিহোত্রীর প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। শিষ্ট ধার্ম্মিকদের মধ্যে প্রমাদবশতঃ কাহারও কাহার অল্পস্বল্প অনাচার হয় সত্য, কিন্তু গাব্যাদিশব্দের প্রয়োগে ত কেহ অনাচার ভাবেন না। সেইজন্য গাব্যাদিশব্দপ্রয়োগে কলঞ্জভক্ষণের ন্যায় প্রতীকারও দৃষ্ট হয় না। আর সহস্র সহস্র অগ্নিহোত্রীর মধ্যে কেহ ত পতঞ্জলির অভিপ্রেত সাধুশব্দও ব্যবহার করেন না। সারস্বতী ইষ্টি এবং অপশব্দ লইয়া ভাট্টচিন্তামণিগ্রন্থে আবার লিখিত আছে—"ততশ্চ ভাষাশব্দেষু প্রত্যন্ত-দেশীয়ভাষোচ্চারণ এব সারস্বতীষ্টিঃ, নান্যত্র। অতএব সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞা স্ত্রৈবর্ণিকা বহুশঃ শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠাননিরতাঃ সাধবঃ সর্ব্বদেশেষূপলভ্যন্তে। তস্মাদ্দেশভাষোচ্চারণে ন কোঽপি দোষঃ। যবনভাষানিষেধঃ শিষ্ট-ত্রৈবর্ণিকাপরিগৃহীতহূণকিরাতাদিভাষাস্বপি দ্রষ্টব্য ইত্যলমধিকেন।" (১০০পৃ, মাদ্রাজ-ল-জর্ণাল সংস্করণ)। অর্থাৎ 'ভাষিক শব্দের মধ্যে প্রত্যন্তদেশীয় ভাষিকশব্দের উচ্চারণে সারস্বতী ইষ্টি বিহিত হইয়াছে, অন্যত্র নহে। দেখা যায়, সকল দেশেই সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ কিন্তু শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মনিরত অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা যখন নিঃসঙ্কোচে দেশজ ভাষা ব্যবহার করেন, তখন উহার প্রয়োগে কোনও দোষ হইতে পারে না অর্থাৎ সারস্বতী ইষ্টির প্রয়োজন হয় না। আর যে স্থলে যাবনী ভাষার নিষেধ দৃষ্ট হয় সে স্থলে প্রত্যন্তদেশীয় ভাষা এবং শিষ্টদ্বিজগণকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত হূণকিরাতাদি-ভাষারও নিষেধ বুঝিতে হইবে।'

এই সকল নবীন মীমাংসকদের সময়ে যাজ্ঞিকগণ অপশব্দপ্রয়োগে

প্রত্যবায় স্বীকার করিতেন না—ইহা বিচিত্র নহে। এখন আবার অনেকে পূজাকালে ইংরাজি শব্দও ব্যবহার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও কি শিষ্টাচার হইবে? উক্ত নবীন মীমাংসকগণ ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীর লোক। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববশতঃ সনাতনধর্ম্মে অনেক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সে বিপ্লব কৈলাসপতিকেও বিচলিত করায় শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। পতঞ্জলি অশোকের পরবর্ত্তী হইলেও সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হয় নাই। কারণ তাঁহার অনেক পরে নাগার্জ্জুনাদি বৌদ্ধগণ আবির্ভূত হন। ঐ সকল নবীন মীমাংসকগণ হইতে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলি এবং দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি আসিয়াছিলেন। সুতরাং পাণিনির সময়ে বা পতঞ্জলির সময়ে ব্রাহ্মণগণ যে যে আচার পালন করিতেন তাহা অবশ্য ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় মীমাংসকগণের সামসময়িক ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত না। আবার ঐ সময়ে যাহা সদাচার বলিয়া পালন করা হইত তাহা কি এখন তিরোহিত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই? অতএব ঐ সময়ে যদি আহিতাগ্নিগণ অসাধুশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উহা সদাচারমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আর পতঞ্জলি ত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এ সকল কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।" যাজ্ঞিকগণ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্রের ফলানুরোধে তাঁহারা যদি অপশব্দপ্রয়োগে সারস্বতী ইষ্টির বিধান করেন, তবে তাঁহাদের কথায় কাহারও আপত্তি করা শোভা পায় না।

মীমাংসার ভাট্টচিন্তামণিগ্রন্থে শম্ভুভট্ট আবার কি বলেন? যাজ্ঞিকগণ বলিয়াছেন—'আহিতাগ্নির অপশব্দপ্রয়োগে প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী ইষ্টি অনুষ্ঠেয়'। সুতরাং শম্ভুভট্টের 'প্রত্যন্তদেশীয়ভাষোচ্চারণ এব সারস্বতীষ্টিঃ, নান্যত্র'—এ কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রত্যন্তদেশীয়ভাষা অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাষা। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—'দেশভাষোচ্চারণে ন কোঽপি দোষঃ'। তবে কি তাঁহার মতে দেশভাষোত্থিত অপশব্দ উচ্চারণে কোনও দোষ নাই? শ্রুতি বলিয়াছেন—'অন্তর্ব্বেদ্যাং* ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ'। অন্যত্র আম্নাত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণেন যজ্ঞশালাং প্রবিষ্টেন……ন ম্লেচ্ছিতবৈ'। ইহাতে

* গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের নামও অন্তর্ব্বেদী। ইহাকে 'দোয়াব' বলা যায়।

কৈয়ট বলিয়াছেন—'ন ম্লেচ্ছিতবা ইত্যস্য পর্য্যায়ো নাপভাষিতবা ইতি'। শ্রুত্যন্তরে আম্নাত হইয়াছে—'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ।' ইহাতে উপপন্ন হয় যে, অপশব্দমাত্রই ম্লেচ্ছতা-সূচক। প্রাকৃতভাষাদিও দেশজভাষা। ঐ সকল ভাষায় অপশব্দের অভাব নাই। সুতরাং অনুষ্ঠানকালে বা যজ্ঞশালায় ঐ সকল ভাষাপ্রয়োগে কি কোনও দোষ নাই? নিশ্চয়ই আছে, কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন—

"লোকায়তং কুতর্কং চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজৈনৈতদধো নয়তি তদ্দ্বিজম্॥"

একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পূজাকালে বলিলেন—অলমেতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ, আর সংস্কৃতানভিজ্ঞ কোনও ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিলেন—অলং এত্তি-এহিং কুসুমেহিং। এ স্থলে কি উভয়ের ফলসাম্য কল্পিত হইবে? ভাট্ট-চিন্তামণিকারের মতে ফলসাম্য ন্যায্য। আমরা বলি—তাহা হইলে কৃতপ্রণাশ এবং অকৃতাভ্যাগমদোষ প্রসক্ত হইবে। ভাট্টচিন্তামণির মতবাদ স্মৃতিবিরুদ্ধ, কারণ ভগবান্ বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"নাসংস্কৃতাং বদেদ্ বাণীং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নযজ্ঞিয়াম্।
যজ্ঞেঽপশব্দতো জল্পন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ॥
অসংস্কৃতাং গিরং যস্তু ভাষেতানাপদি দ্বিজঃ।
অপভ্রংশাভিধায়ী স বর্জ্জ্যঃ স্যাদ্ধব্যকব্যয়োঃ॥"

অতএব বৃহস্পতির মতে দেশজশব্দ অপশব্দমধ্যে গণ্য।

(১৭) দশম্যাং পুত্রস্য। নামকরণে বিহিতনামজ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি—'দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরিপ্রতিষ্ঠিতম্। তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি। দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমি'তি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্।" (পৃঃ ৪, কীলহর্ণ্)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যাজ্ঞিকগণ বলেন—'দশ দিনের পর জাতদারকের বৃদ্ধসংজ্ঞা-ক্ষররহিত একটী নাম রাখিবেন। সেই নামের প্রথমে ঘোষবদ্বর্ণ (অর্থাৎ স্বরবর্ণ এবং বর্গের ৩, ৪, ৫ম বর্ণ ও য র ল ব হ) এবং মধ্যে অন্তঃস্থ বর্ণ (য র ল ব) থাকিবে। আর নামকরণে জাতকের পিতা স্বীয় পিতৃপিতামহ-নামের সদৃশ

একটী নাম নিরূপণ করিবেন, কিন্তু নিরূপিত নামটী যেন শত্রুর নাম না হয়—তাহাও দেখিবেন। এরূপ নাম ভবিষ্যতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত জাতকের* নামে দুইটী বা চারিটী অক্ষর থাকিবে এবং ঐ নাম কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইবে, কিন্তু তদ্ধিতান্ত করিলে চলিবে না।' ব্যাকরণ-ব্যতিরেকে কৃত্তদ্ধিতের নিয়ম জানা যায় না।"

ইহার উপর তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষ দর্শিত হয় নাই। তথায় লিখিত আছে—"যদপি নামকরণে ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থং দ্বিচতুরাদিবর্ণকৃদন্তপরিগ্রহতদ্ধিতবর্জ্জনবচনম্, তৎকৃত্তদ্ধিতসংজ্ঞয়ো র্ব্যাকরণেঽপি পূর্ব্বপ্রসিদ্ধয়োরেবোপাদানাদ্ বর্ণপরিমাণস্য চ প্রত্যক্ষপূর্ব্বকস্মৃত্যধীনত্বাদ্ ঘোষবত্ত্বাদীনাং চ শিক্ষাপ্রাতিশাখ্যেষ্বনুক্রমণাৎ সর্ব্বৈশ্চ শ্রোত্রিয়ৈরক্লেশেন নামকরণান্ন ব্যাকরণং নাম প্রয়োগোৎপত্তিশাস্ত্রত্বেনাপেক্ষণীয়ম্।" (পৃঃ ২১৫-২১৬, কাশীসংস্করণ)। পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসকদের অভিপ্রায় এইরূপ—'বর্ণবিষয়ক বা প্রত্যয়বিষয়ক নিয়মদ্বারা বৈয়াকরণ নূতনশব্দের সৃষ্টি করেন না, কারণ নামগত শব্দ চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। বর্ণসংখ্যা লইয়া বক্তব্য এই যে, প্রচলিত নামসমূহের স্মরণহেতু তদ্গত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ইহা ব্যতীত কোথায় ঘোষবদ্বর্ণ হইবে, আর কোথায় বা অন্তঃস্থবর্ণ হইবে—তাহা শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থ হইতে অবধারণ করা অসম্ভব নহে। সুতরাং বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের সাহায্য না লইয়াও নাম নিরূপণ করিতে পারেন। অতএব নামকরণে ব্যাকরণ আবশ্যক—এ কথা কোনও মতেই বিধিরূপে স্বীকার করা সম্ভবপর নহে।'

এ স্থলেও পতঞ্জলিকর্ত্তৃক যাজ্ঞিকগণের বচন প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকগণকে প্রমাণপুরুষ বলিবার তাৎপর্য্য 'বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি' এই প্রয়োজনের প্রস্তাবেই দর্শিত হইয়াছে। কৈয়ট বলিয়াছেন—"দশদিনান্যশৌচং ভবতীতি দশমুত্তরকালমিত্যুক্তম্।" কথা অসঙ্গত নহে, কারণ স্মৃতিকার শঙ্খ বলিয়াছেন—"অশৌচে তু ব্যতিক্রান্তে নামকর্ম্ম বিধীয়তে।" স্মৃতিকার বিষ্ণুও বলিয়াছেন—"অশৌচাপগমে নামধেয়ম্।" যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—"অহন্যেকাদশে নাম।" নারদ বলিয়াছেন—"সূতকান্তে নামকর্ম্ম

* অথর্ব্ববেদের কৌশিকসূত্রে 'জাতক'শব্দ জাতদারকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ অর্থ কোনও অভিধানে উপলব্ধ হয় না, কিন্তু জ্যোতিষে ইহার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়।

বিধেয়ম্"। "একাদশে দ্বাদশে বা পিতা নাম কুর্য্যাৎ"—এই জাতীয় শ্রুতিই বোধ হয় উক্ত স্মৃতিসমূহের আকর। কিন্তু মনু বলিয়াছেন—"নামধেয়ং দশম্যাং তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।" স্মৃত্যন্তরেও লিখিত আছে—"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।" গৃহ্যসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—"দশম্যাং পুত্রস্য।" এই সকল দেখিয়া কৈয়ট বলেন—"যেঽপি গৃহ্যকারাঃ পঠন্তি দশম্যাং পুত্রস্যেতি, তৈরপি দশম্যামিতি সামীপিকমধিকরণং ব্যাখ্যেয়ম্।" এস্থলে অবশ্য ব্যাকরণ আবশ্যক হইয়াছে। বৈয়াকরণদের মতে অধিকরণ চতুর্ব্বিধ—

'সামীপ্যকো বৈষয়িক আভিব্যাপক এব চ।
ঔপশ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ॥' (অগ্নিপুরাণ ২০ খণ্ড)।

আধার অর্থাৎ অধিকরণ। সামীপ্যক অধিকরণ, যেমন—গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি। জলে কেহ বাস করে না, সুতরাং লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, গঙ্গার সমীপে বাস করিতেছে। সেইরূপে এখানে লক্ষণা স্বীকারপূর্ব্বক 'অতীতায়াম্' এই পদ অধ্যাহার করিয়া বলিতে হইবে—'দশম্যামতীতায়াম্'। এইরূপ সিদ্ধান্ত গোভিলেরও অভিপ্রেত, কারণ গৃহ্যপরিশিষ্টে তিনি বলিয়াছেন—"জননাদ্দশরাত্রে ব্যুষ্টে শতরাত্রে সংবৎসরে বা নামকরণম্।" ব্যুষ্টে অর্থাৎ অতীতে। একাদশদিনে নামকরণই ব্রাহ্মণের মুখ্যকল্প।

ভাল, শুভাশৌচমধ্যে যদি জাতকর্ম্ম হয় তবে নামকরণের বাধা কেন? ব্রাহ্মণভোজন এই সংস্কারের একটী প্রধান অঙ্গ। অশৌচান্ত না হইলে ব্রাহ্মণভোজন হইতে পারে না। অতএব দশদিন অতীত হইলে নামকরণ বিধেয়। মনুসংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—"প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাদিতি জাতকর্ম্মণঃ প্রকৃতত্বাজ্ জন্মনঃ" ইত্যাদি। মন্বর্থমুক্তাবলীতে কুল্লূকও লিখিয়াছেন—"জাতকর্ম্মেতি পূর্ব্বশ্লোকে জন্মনঃ প্রস্তুতত্বাজ্ জন্মাপেক্ষয়ৈব দশমে দ্বাদশে বাঽহনি অস্য শিশো র্নামধেয়ং স্বয়মসম্ভবে কারয়েৎ।"

'দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা'—অর্থাৎ যুগ্মাক্ষর নাম হইবে, যেমন—দেব, বেদঘোষ। স্ত্রীলোকের নাম কিন্তু অযুগ্মাক্ষরই হইবে, যেমন—বরদা। প্রতিষ্ঠাকামের দ্ব্যক্ষর নাম এবং ব্রহ্মবর্চসকামের চতুরক্ষর নাম বিহিত। শৌনকশিষ্য আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—"দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা দ্ব্যক্ষরং প্রতিষ্ঠাকামশ্চতুরক্ষরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ। যুগ্মানি ত্বেব পুংসামযুজানি স্ত্রীণাম্।" প্রয়োগ-

রত্নপ্রণেতা জগদ্গুরু নারায়ণভট্ট বলেন—"দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বেতি যত্নুক্তং তৎ কাম্যম্…।" সম্ভবতঃ আশ্বলায়নোক্তিই পতঞ্জলিবচনের আকর।

নাম কৃদন্ত হইবে তদ্ধিতান্ত নহে—ইহা বোধায়নের উক্তি। কৃত্তদ্ধিতের নিয়ম ব্যাকরণজ্ঞানসাপেক্ষ। ব্যাকরণের সহায়তা না লইয়া মীমাংসকদের মতে যদি কেবল প্রচলিতশব্দের স্মরণদ্বারা নাম করা হয়, তবে কখনও কখন স্মৃতিবিরুদ্ধ নামও হইতে পারে; যেমন—'ভামতী'। বাচস্পতির পত্নীর নাম ভামতী এবং পত্নীর প্রতি আদরাতিশয়হেতু তিনি তৎপ্রণীত টীকার নাম 'ভামতী' রাখিতে পারেন, কিন্তু উহা যে স্মৃতিবিরুদ্ধ তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। অতএব নামকরণে ব্যাকরণের সম্বন্ধ স্মৃতিশাস্ত্রে বাক্যতঃ উক্ত না হইলেও তাৎপর্য্যতঃ উপলব্ধ হইতেছে। সুতরাং এস্থলে মীমাংসকদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হইল।

(১৮) "সুদেবো অসি।" বাক্যস্থ সকল বিভক্ত্যন্ত পদের সম্যগুচ্চারণে বাচিক পাপপরিহার এবং তৎফলে স্বর্গপ্রাপ্তি সূচনা করিবার জন্য মহাভাষ্যে লিখিত আছে—

"'সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব॥'

সুদেবো অসি বরুণ সত্যদেবোঽসি। যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ সপ্তবিভক্তয়ঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদম্। কাকুদং তালু। কাকুর্জিহ্বা, সাঽস্মিন্নুদ্যত ইতি কাকুদম্। সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব। তদ্ যথা—শোভনামূর্ম্মিং সুষিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিশ্য দহতি, এবং তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়স্তাল্বনুক্ষরন্তি। তেনাসি সত্যদেবঃ। সত্যদেবাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" (পৃঃ ৪৫-৪৬, নির্ণয়সাগর)।

ইহাতে নবীন মীমাংসকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন—"'সুদেবো অসি বরুণে'ত্যত্র যদ্যপি তাবৎ সপ্ত বিভক্তয় এব সপ্ত সিন্ধব ইতি ব্যাখ্যায়ন্তে, তথাপি তাসাং বিভক্তিসংজ্ঞামাত্রং ব্যাকরণেন ক্রিয়তে প্রসিদ্ধমেব বা গৃহ্যতে। যানি তু প্রয়োগরূপাণি তানি লোকে বেদে চ বিভাগশঃ প্রত্যক্ষাণ্যেবেতি ন ব্যাকরণাপেক্ষয়ৈবমভিধীয়ন্তে। যদা পুনঃ সপ্ত সিন্ধবোঽনদ্য এব যজ্ঞর্ত্বিগ্ যজমান-প্রশংসাপক্ষে বা সপ্ত হোত্রাগতা বাচঃ সপ্ত সামস্বরগতাস্তদ্বিভক্তিগতা বা পরিগৃহ্যন্তে, তদৈতিহাসিকযাজ্ঞিকগোচরাপন্নত্বাদবিষয় এব ব্যাকরণস্য।" (তন্ত্র-বার্ত্তিক—পৃঃ ২১৬, কাশীসংস্করণ)। অর্থাৎ 'সুদেবো অসি ইত্যাদি মন্ত্রস্থিত

সপ্তসিন্ধুশব্দ যদিও সপ্তবিভক্তি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিভক্তি ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করা হয় কিংবা প্রসিদ্ধ প্রয়োগ হইতে শিক্ষা করা হয়—তাহা চিন্তনীয়। কারণ যে সকল প্রয়োগ লৌকিক এবং বৈদিক বিভাগভেদে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় তাহাদিগকে ব্যাকরণসাপেক্ষ বলা যায় না। আর সপ্তসিন্ধুকে যদি নদীবাচক বলা না হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দ যজ্ঞাদিপ্রশংসাপক্ষে বা হোতৃবিষয়ক সপ্ত সামস্বরপক্ষে পরিগৃহীত হইতে পারে। অতএব ঐতিহাসিক এবং যাজ্ঞিক পণ্ডিতগণের গোচরীভূত সিন্ধুশব্দ ব্যাকরণের বিষয় হইতে পারে না।' এসকল কথার অন্তর্নিহিত আশয় এইরূপ—সিন্ধুশব্দকে যদি নদীবাচক বলা না হয় তাহা হইলে সামান্যসংখ্যাসূচক সপ্তশব্দদ্বারা ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, আগ্নীধ্র, মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা, যজমান বুঝাইতে পারে; অথবা উক্ত সপ্তশব্দ দ্বারা ঋত্বিক্‌দের হোত্রীয়া, প্রশাস্ত্রীয়া, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয়া, পোত্রীয়া, নেষ্ট্রীয়া, অচ্ছাবাকীয়া, আগ্নীধ্রীয়া—এই সকল যজ্ঞীয়া বাক্; কিংবা ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সকল সামস্বর; কিংবা সামের প্রস্তাব, প্রণব, উদ্‌গীথ, হিঙ্কার, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন—এই সকল সামস্বরের বিভাগও বুঝাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় শ্লোকস্থ সপ্তশব্দ কেবল সপ্তবিভক্তির গমক হইতে পারে না।

আঙ্গিরসপ্রিয়মেধদৃষ্ট এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদে আম্নাত হইয়াছে (৬ অ০ ৫ অ০ ৭ বর্গ ১২)। নিরুক্তেও ইহার ব্যাখ্যা আছে (৫।২৭)। মন্ত্রটীর বিনিয়োগ কিন্তু শব্দে কি যজ্ঞে তাহা লইয়া যাস্ক বিশেষ কিছু বলেন নাই। তবে ইহার তাৎপর্য্য শব্দপ্রস্তাবে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাতে পতঞ্জলির মতবাদই গৃহীত হইয়াছে। পতঞ্জলি অবশ্য ব্যাকরণ পক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু মীমাংসকেরা তাঁহার প্রতিকূল।

মহর্ষি যাস্ক মন্ত্রস্থ কাকুদশব্দের নিরুক্তি দেখাইয়াছেন। নৈগমকাণ্ডে লিখিত আছে—"কাকুদং তাল্বিত্যাচক্ষতে জিহ্বা কোকুবা সাস্মিন্ ধীয়তে জিহ্বা কোকুবা কোকয়মানা বর্ণান্ নুদতীতি বা কোকুয়তে র্বা স্যাচ্ছব্দকর্ম্মণঃ। জিহ্বা জোহুবা। তালু তরতেস্তীর্ণতমমঙ্গং লততে র্বা স্যাল্লম্বকর্ম্মণো বিপরীতাদ্ যথা তলং লতেত্যবিপর্য্যয়ঃ।" (পৃঃ ৪২৭-৪২৮, দাধিমথ সংস্করণ)।

'কাকুদের নাম তালু, কাকু অর্থাৎ জিহ্বা ইহাতে ধৃত থাকে বলিয়া ইহার নাম কাকুদ। জিহ্বা ইহাতে কম্পনোদ্যম প্রকাশপূর্ব্বক বর্ণসমূহ প্রেরণ

করে অর্থাৎ অভিব্যক্ত করে সুতরাং শব্দই ইহার কর্ম্ম'—এইরূপ বলিবার পর কাকুদশব্দের শিষ্টপ্রয়োগ দেখাইবার জন্য নিরুক্তে "সুদেবো অসি বরুণ..." ইত্যাদি মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, শব্দপক্ষেই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করা যাস্কের অভিপ্রেত। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি লইয়াই পতঞ্জলি শব্দপক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা যাস্কমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে। সেইজন্য তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলিতেছেন—সপ্তবিভক্তি লক্ষ্য করিয়াই সপ্তসিন্ধু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মীমাংসকেরা কিন্তু সপ্তশব্দের নানাবিধ অর্থ অনুমান করায় বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের মতবাদ কোনও সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ নহে। অতএব যে অন্ধকার গৃহে কৃষ্ণকায় মার্জ্জার নাই তাহাতে উহা অন্বেষণ করিতে হইলে অন্ধের যে অবস্থা হয়, মীমাংসকদের অবস্থাও এস্থলে তদপেক্ষা বিশেষ কিছু সুবিধাজনক নহে। সুতরাং তাঁহাদের এইরূপ প্রচেষ্টা দেখিয়া কেহ বা বলিতে পারেন—

'কাকস্য কতি বা দন্তা মেষস্যাণ্ডং কিয়ৎপলম্।
কূর্ম্মস্য কতি রোমাণি নিরর্থৈষা বিচারণা॥'

মহাভাষ্যে পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রদীপে কৈয়ট লিখিয়াছেন—"সুদেবো অসীতি। বরুণস্যেয়ং স্তুতিঃ। যতো হেতো র্ব্যাকরণজ্ঞানাদ্ বরুণ সত্যদেবোঽসি ততো হেতোরন্যেঽপি সত্যদেবা ভবন্তীত্যর্থঃ। সিন্ধব ইতি। নদ্য ইব বিভক্তয় ইত্যর্থঃ। অনুক্ষরন্তীতি। তাবন্নুপ্রাপ্য প্রকাশন্ত ইত্যর্থঃ। সাম্মিন্নুচ্যত ইতি। অনেকার্থত্বাদ্ ধাতূনামুৎক্ষিপ্যাত ইত্যর্থঃ। সূর্ম্ম্যা-মিতি। সূর্ম্মীমিতি প্রাপ্তে 'অমি পূর্ব্ব' (পা০ ৬।১।১০৭) ইত্যত্র 'বা ছন্দসী'*-ত্যনুবৃত্ত্যা যণাদেশঃ।"

নিরুক্ত এবং সপ্রদীপ মহাভাষ্যের দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক শব্দকৌস্তুভে ভট্টোজি-দীক্ষিত মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হে বরুণ সত্যদেবোঽসি যস্য তে কাকুদং তালু কাকু জিহ্বা সা উদ্যতে উৎক্ষিপ্যতেঽস্মিন্নিতি কাকুদং বদেরুৎক্ষেপণমর্থঃ। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। ততো ঘঞর্থে কবিধানমিত্যধিকরণে কঃ সম্প্রসারণং ষষ্ঠীতৎপুরুষে শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপম্। সুদ প্রেরণে ইত্যস্মাদধিকরণে কঃ পৃষোদরাদিত্বান্নুশব্দস্য লোপ ইত্যন্যে। নিরুক্তস্বরসোঽপ্যেবম্। সপ্তসিন্ধব ইব

* পা০ ৬।১।১০৬ সূত্র।

সিন্ধবো বিভক্তয়ঃ। অনুক্ষরন্তি তালু প্রাপ্য প্রকাশন্ত ইত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সচ্ছিদ্রাং লোহময়ীং প্রতিমাং প্রবিশ্যাগ্নিঃ প্রকাশতে তথেতি। অগ্নি হি তত্রত্যং মলং ভস্মীকৃত্য প্রতিমাং শুদ্ধাং করোতি তথা বিভক্তয়োঽপি শারীরং পাপমপাকুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ। সূর্মী স্থূণাঽয়ঃপ্রতিমেত্যমরঃ। স্বর্য্যতে চ—সূর্মীং জ্বলন্তীমালিঙ্গেন্মৃত্যবে গুরুতল্পগ ইতি। "অমি পূর্ব্ব" ইত্যত্র 'বা ছন্দসী' ত্যনুবৃত্তের্যণাদেশঃ। সুষিরামিত্যত্রার্শআদ্যচ্ অভেদোপচারো বেত্যাহুঃ।.........ইতি প্রয়োজনপ্রপঞ্চঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়া উদ্দ্যোতে নাগেশ লিখিয়াছেন—"সূর্ম্মীং শোভনাময়ঃপ্রতিমাং সুষিরাম্ 'উষসুষী'*তি রপ্রত্যয়েন সচ্ছিদ্রাং প্রবিশ্যাগ্নি র্যথা তত্রত্যং মলং ভস্মীকৃত্য প্রতিমাং শুদ্ধাং করোতি, এবং তালুদেশে প্রকাশং প্রাপ্য বিভক্তয়ো বিভক্ত্যন্তাঃ শব্দাঃ শারীরং পাপমপাকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অনেন স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলমিত্যুক্তম্।"

অতএব মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ হইবেঃ—'হে বরুণ, যেহেতু তোমার সাতটী সিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত বিভক্ত্যন্ত পদ কাকুদের অর্থাৎ তালু প্রভৃতি স্থানের সংস্পর্শে অনুক্ষরিত হইতেছে, সেই জন্য তুমি সুদেব (সত্যদেব) অর্থাৎ কল্যাণময়ী দেবতা। তোমাকে কল্যাণময়ী দেবতা বলিবার হেতু এই যে, অগ্নি যেরূপ সচ্ছিদ্র লৌহপ্রতিমায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহার মলাপনোদন করে, সেইরূপ তোমার বিভক্ত্যন্ত শব্দরাশিও তালুপ্রভৃতি স্থান হইতে ক্ষরিত হইয়া আমাদের বাচিক পাপ অপনোদন করিয়া থাকে।' এক্ষণে মন্ত্রের প্রতিপদব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

সুদেবঃ। পতঞ্জলির মতে সুদেব শব্দের অর্থ সত্যদেব, আর যাস্কের মতে কল্যাণদেব বা কমনীয়দেব। উভয়মতের বিশেষ পার্থক্য নাই, কারণ যাহা সত্য তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণময় এবং কমনীয়। ঋগ্বেদে আম্নাত হইয়াছে— "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ" (১০।৮৫।১)। উত্তভিতা অর্থাৎ 'উপরি স্তম্ভিতা যথাঽধো ন পতেৎ তথা কৃতা' (সায়ণ-ভাষ্য)। ইহার অনুবাদপূর্ব্বক স্মৃতিও বলিয়াছেন—"সত্যং বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা"।

বরুণ। বরুণ কেবল জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন, তিনি শব্দেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেইজন্য 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' এই সূত্রে আচার্য্যগণ

* "উষশুষিমুষ্কমধো রঃ" (পা০ ৫।২।১০৭)।

বরুণবীজ স্মরণপূর্ব্বক ভূ-ধাতুর পর 'বা'শব্দের বিন্যাস করিয়া থাকেন। উক্তিও আছে—

"অমৃতাত্মা প্রসিদ্ধোঽসাবাগমে তেন সিঞ্চতি।
ধাতূনশেষশব্দানাং বীজভূতান্ মহামুনিঃ॥"

সপ্ত সিন্ধবঃ। যাস্ক বলিয়াছেন—'সিন্ধুঃ স্রবণাৎ'। সিন্ধু * অর্থাৎ নদী। নৈরুক্তমতে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাতটী অন্তরিক্ষ-নদী, যথা—(১) বহুলাহ্বা, (২) অশ্বা, (৩) তিতুত্রা, (৪) অভ্রপত্নী, (৫) মেঘপত্নী, (৬) বর্ষয়ন্তী, (৭) পুরস্তাদরুন্ধা। মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"সিন্ধবো গঙ্গাদ্যাঃ সপ্ত নদ্যঃ।" (৮।৫৮।১২)। গঙ্গাদি সপ্ত নদীর নাম জলশুদ্ধির মন্ত্রে পঠিত হইয়াছে—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি † জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অথবা সপ্তসিন্ধুশব্দের দ্বারা সপ্তস্রোতা গঙ্গাও লক্ষিত হইতে পারে। গঙ্গার সাতটী বিভাগ যথা—হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, সুচক্ষুঃ, সীতা, সিন্ধু, ভাগীরথী। বাল্মীকিরামায়ণে স্মৃত হইয়াছে—

"হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ॥
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।..." (আদিকাণ্ড, ৪৩ সর্গ)।

বাল্মীকি বলিয়াছেন—"গঙ্গেতি গমনাদ্ ভূমৌ"। (৪৫ সর্গ, গৌড়ীয় সংস্করণ)। আর শব্দপক্ষে প্রথমাদি সপ্তবিভক্তি।

অনু বীপ্সার্থে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ।

ক্ষরন্তি—ক্ষরধাতু সঞ্চলনে অর্থাৎ ক্ষরণে বা মোচনে।

---

* "স্ত্রী নদ্যাং না নদে সিন্ধুঃ" (বৈজয়ন্তী—নানালিঙ্গাধ্যায়)।

† সিন্ধ্বা সহেতা কাবেরী সিন্ধুকাবেরী। তৎসম্বোধনে সিন্ধুকাবেরি। মন্ত্রান্তরে যেমন—

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতূ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

শনিনা সহেতৌ রাহুকেতূ শনিরাহুকেতূ। আবার কাতন্ত্রে যেমন—"শুপূধূপ্ বিচ্ছিপণিপনেরায়ঃ।" (আ০ ২।৪৯)। শুপূশ্চ ধূপ্ চ বিচ্ছিশ্চ পণিশ্চ শুপূধূপ্‌বিচ্ছিপণয়স্তৈ সহ পনিস্তস্মাৎ।

কাকুদম্। কাকু র্জিহ্বা সা বর্ণাভিব্যক্ত্যর্থং মুহুর্মুহু র্ধীয়তেঽস্মিন্নিতি কাকুদং তালু। (দুর্গাচার্য্যের নিরুক্তভাষ্য)।

সূর্ম্ম্যম্। যাস্কমুনি বলিয়াছেন—সূর্ম্মি কল্যাণোর্ম্মি স্রোতঃ। উর্ম্মিশব্দের অর্থ লইয়া মেদিনীকোষে লিখিত আছে—

"উর্ম্মিঃ স্ত্রীপুংসয়োর্বীচ্যাং প্রকাশে বেগভঙ্গয়োঃ।
বস্ত্রসঙ্কোচরেখায়াং বেদনা-পীড়য়োরপি॥"

অতএব 'সু শোভনা উর্ম্মিঃ প্রকাশো যস্যাঃ সা সূর্ম্মিঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি মনে রাখিয়া প্রতিমার্থে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"শোভনামূর্ম্মিম্।" লৌহ-প্রতিমার্থে সূর্ম্মিশব্দ রূঢ়। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে স্মৃত হইয়াছে—"জ্বলিতাং বা সূর্ম্মিং পরিষ্বজ্য সমাপ্নুয়াৎ।" (১।৯।২৫।২)। ইহার উজ্জ্বলায় হরদত্ত বলিয়াছেন—"আয়সী তাম্রময়ী বা অন্তঃসুষিরা স্ত্রীপ্রতিকৃতিরত্র সূর্ম্মিঃ।" অমরসিংহ বলিয়াছেন—সূর্ম্মিঃ স্থূণাঽয়ঃপ্রতিমা।"

"কৃদিকারাদক্তিনঃ" অথবা "সর্ব্বতোঽক্তিন্নর্থাদিত্যেকে"—এই গণসূত্রানুসারে সূর্ম্মীশব্দ সূর্ম্মিশব্দের আকারভেদ (variant)। সূর্ম্মীশব্দের অর্থও লৌহ-প্রতিকৃতি। মনু বলিয়াছেন—

"গুরুতল্পাভিভাষ্যৈন স্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্যেন্মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি॥" (১১।১০৩)।

শাস্ত্রান্তরেও স্মৃত হইয়াছে—"সূর্ম্মীং জ্বলন্তীমালিঙ্গেন্মৃত্যবে গুরুতল্পগঃ।" লৌহ-প্রতিমার্থে শূর্ম্ম শূর্ম্মি এবং শূর্ম্মী—এই তিনটী শব্দই সূর্ম্মীর পর্য্যায়। অমরটীকায় রায়মুকুট লৌহপ্রতিমার্থে শূর্ম্মশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ভরতমল্লিকের দ্বিরূপ-ধ্বনিসংগ্রহে শূর্ম্মিশব্দ ঐ অর্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শূর্ম্মীশব্দেরও ঐরূপ অর্থ শব্দ-রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়। শূর্ম্মি বা শূর্ম্মী শব্দ লইয়া ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—"যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তেঽমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা।" (৫।২৬।২০)। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর-স্বামী বলিয়াছেন—"তিগ্ময়া তপ্তয়া শূর্ম্ম্যা প্রতিময়া"। সম্ভবতঃ উক্ত শকারাদি শব্দত্রয় লৌহপ্রতিমার্থে রূঢ় এবং অব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিক। ব্যুৎপত্তিপক্ষে ইহাদের উহন আবশ্যক। সূর্ম্মী-শব্দ সিদ্ধ হইলেও মন্ত্রস্থ 'সূর্ম্ম্যম্' পদ সাধিতে হইবে। সেইজন্য কৈয়ট

বলিয়াছেন—"সূর্ম্মীমিতি প্রাপ্তে 'অমি পূর্ব্ব' (পা০৬।১।১০৭) ইত্যত্র 'বা ছন্দসি' (৬।১।১০৬) ইত্যনুবৃত্ত্যা যণাদেশঃ।"

সুষিরাং সচ্ছিদ্রাম্‌। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে স্মৃত হইয়াছে—"গুরুতল্পগামী তু সুষিরাং সূর্ম্মিং প্রবিশ্যোভয়ত আদীপ্যাভিদহেদাত্মানম্" (১।১০।২৮।১৫)। ইহার উজ্জ্বলায় হরদত্ত বলিয়াছেন—"অন্তঃপ্রবেশযোগ্যাং সুষিরাং সূর্ম্মিং কৃত্বা প্রবিশেৎ ..."। 'সুষির'শব্দ 'শুষির'শব্দের আকারভেদ (variant)। অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"উষশুষিমুষ্কমধো রঃ" (৫।২।১০৭)। সুতরাং উভয় শব্দই একার্থক।

অনেকের মতে মন্ত্রটী সরল নহে। দুর্গাচার্য্যও বলিয়াছেন—"দুর্বচনত্বং সর্ব্বস্য মন্ত্রস্য কৃৎস্নাধ্যয়নে প্রয়োজনম্।"

কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি ব্যাকরণের যে সকল প্রয়োজন বলিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে মীমাংসকদের আক্ষেপ এবং তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইল। কিন্তু কেহ কেহ আবার বলেন—'লৌকিক এবং বৈদিক প্রয়োগাদি দেখিয়াই শব্দজ্ঞান হয়, সুতরাং তাহাতে ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন নাই'। এ কথা নূতন নহে। এখনও অনেকে আলস্যবশতঃ কেবল শিক্ষকের মুখে শুনিয়াই শব্দশাস্ত্রে পারগতা ইচ্ছা করেন। কেবল এখন কেন, পাণিনির পূর্ব্বেও অনেকে বৈদিক এবং লৌকিক প্রয়োগ দেখিয়াই শব্দশাস্ত্রে প্রবীণ হইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের কথাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ। অনর্থকং ব্যাকরণমিতি।'*

আচার্য্যগণ কিন্তু চিরকাল শিষ্যমতের বিরুদ্ধে শাস্ত্রোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের উপদেশ দিয়া থাকেন। এইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকালং ব্যাকরণং স্মাধীয়তে'। তিনি আরও বলেন যে, বেদাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণের উপদেশ দিবার জন্য পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী প্রণয়ন করিয়াছেন। পতঞ্জলি এই সকল শিষ্যসম্প্রদায়কে বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি ব্যাকরণের প্রয়োজনখণ্ডনের

---

* Cowell সাহেব ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"Are not Vaidic words established by the Veda and Secular by common life, and therefore grammar is useless ?" (পৃ০ ২০৬, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)।

জন্য যে সকল যুক্তি এবং উক্তি উপন্যস্ত হইয়া থাকে তৎসমুদায় কখনই আদরণীয় হয় নাই।

"একঃ পূর্ব্বপরয়োঃ" (পা০ ৬।১।৮৪) এই সূত্রীয়ভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি' এইরূপ শ্রৌতঘোষণাহেতু শব্দের জ্ঞানসহকৃত প্রয়োগে বৈয়াকরণিকদের ঐহিক এবং পারত্রিক শুভফল সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদ নবীন মীমাংসকদের মধ্যে আদৃত নহে। তাঁহারা বলেন—"পতঞ্জলির উক্তি ঠিক নহে। শ্রুতিটী স্বাধ্যায়ের স্তুতিবিষয়ে আম্নাত হইয়াছে। সুতরাং নিয়ত স্বাধ্যায়পাঠ কর্ত্তব্য। কিন্তু অসমর্থপক্ষে একটী মন্ত্রপাঠ এবং তাহাতে অসমর্থ হইলে মন্ত্রস্থ একটীমাত্র শব্দের উচ্চারণও ফলদায়ক—ইহাই বলিবার জন্য শ্রুতিটী উদ্দিষ্ট।"

মীমাংসকদের কথায় বুঝাইতেছে যে, শ্রুতিটী স্বাধ্যায়ের অর্থবাদ। কারণ স্বাধ্যায়পাঠের উপদেশ থাকিলেও অশক্তিবশতঃ যদি কেহ উহার একটী মন্ত্র বা মন্ত্রস্থ একটীমাত্র শব্দ অর্থজ্ঞানসহকারে সম্যগ্ভাবে প্রয়োগ করেন তাহা হইলে তিনি স্বাধ্যায়পাঠেরই ফল পাইবেন। এ কথা কিন্তু হৃদয়-গ্রাহিণী নহে। 'একঃ শব্দঃ' ও 'সুপ্রযুক্তঃ'—এইরূপ পদপ্রয়োগ দেখিয়াও কি উহাকে স্বাধ্যায়ের অর্থবাদ বলা সঙ্গত? মন্ত্রের একটীমাত্র শব্দ অর্থজ্ঞানসহকারে প্রয়োগ করিলে স্বর্গাদিফল হয়—ইহা ত কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় না। আর 'সু' এই উপসর্গের সার্থকতা কি? মন্ত্রস্থ কোনও শব্দের প্রয়োগ যেমন ছিল সেইরূপই আছে এবং সেইরূপই থাকিবে। উহা ত বক্তার ইচ্ছাধীন নহে। অতএব বক্তার বাক্যরচনাবিষয়েই শ্রুতিটীর তাৎপর্য্য অবধারণ করাই সঙ্গত। সুতরাং পতঞ্জলির ব্যাখ্যায় দোষারোপ করা উচিত নহে।

দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান যেমন নিবৃত্তির কারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও সেইরূপ প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি লইয়া মনঃপ্রচারতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—

"সিদ্ধং সাধ্যং ফলং চেতি প্রবৃত্তে র্বিষয়স্ত্রিধা।
তত্র সিদ্ধমুপাদানং ক্রিয়া সাধ্যং ফলং সুখম্॥"

সুতরাং কোনও বিষয় বলিতে হইলে ইষ্টসাধনতা প্রতিপাদন করিবার জন্য উক্ত বিষয়ের প্রয়োজন এবং সঙ্গতি অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ না

জানাইলে সাধারণতঃ উহাতে শ্রোতার প্রবৃত্তি উৎপাদন করা যায় না। শ্লোক-বার্ত্তিকেও লিখিত আছে—

"সিদ্ধার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥" (প্রতিজ্ঞাসূত্র—১৩)।

এইজন্য গ্রন্থারম্ভে প্রয়োজন ও সঙ্গতি প্রদর্শন করার পদ্ধতি বহু সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব আমরাও প্রয়োজনপ্রতিপাদনের পর সম্বন্ধ লইয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রসঙ্গ শেষ করিব না।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্" অর্থাৎ লক্ষ্য এবং লক্ষণ লইয়াই ব্যাকরণ। ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"লক্ষ্যং চ লক্ষণং চৈতৎ সমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুন র্লক্ষ্যং লক্ষণং চ? শব্দো লক্ষ্যঃ, সূত্রং লক্ষণম্।" অতএব লক্ষ্য অর্থাৎ শব্দ এবং লক্ষণ অর্থাৎ সূত্র। সূত্রদ্বারাই শব্দগুলি ব্যুৎপত্তিসহকারে প্রতিপাদিত হয় বলিয়া শব্দ এবং সূত্র অর্থাৎ ব্যাকরণের অভিধেয় এবং অভিধায়ক এই দুইটীর প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাবই সম্বন্ধ। মুগ্ধবোধের "শং শব্দৈঃ" এই সূত্রের বৃত্তিভাগে বোপদেব বলিয়াছেন—"শব্দৈ র্মঙ্গলং স্যাদিতি প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধাঃ"। ইহার ব্যাখ্যাবসরে দুর্গাচার্য্য বলেন—'শব্দজ্ঞানই ব্যাকরণের প্রয়োজন। শব্দসমূহ ব্যাকরণের অভিধেয় এবং শব্দের সহিত ব্যাকরণের ব্যুৎপাদ্য-ব্যুৎপাদকভাবই সম্বন্ধ।' শব্দ দ্বিবিধ—বৈদিক এবং লৌকিক। উভয়বিধ শব্দজ্ঞানের নিমিত্ত পাণিনি সূত্রাত্মক অষ্টক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ঐ শব্দজ্ঞানের নিমিত্তই তদুপরি ভাষ্যবার্ত্তিকাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বৈয়াকরণেরা সূত্র করিয়া প্রথমে নিজেই তাহা লঙ্ঘন করেন, সুতরাং পাণিনিও "অল্পাচ্‌তরম্" (২।২।৩৪) এই সূত্র প্রণয়নের পর স্বয়ং তাহার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" (৩।২।১২৬) এবং "সমুদ্রাভ্রাদ্ ঘঃ" (৪।৪।১১৮)। কেবল ইহাও নহে। একপদে, ধাতূপসর্গে, সমাসে এবং শ্লোকে বর্ণের দ্রুতোচ্চারণ নিমিত্ত সন্ধি করা হয়। উক্তিও আছে—

"সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসে চৈব সা নিত্যা বাক্যে সা স্যাদ্ বিভাষয়া॥"

আবার সূত্রে অর্দ্ধমাত্রালাঘবন্যায় বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত। সুতরাং সূত্র লঘু করিবার জন্য তাহাতে সন্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"সন্ধিরেকপদে নিত্যো নিত্যো ধাতূপসর্গয়োঃ।
সূত্রেষু চ ভবেন্নিত্যঃ সোঽন্যত্রৈব বিভাষয়া॥"

কিন্তু পাণিনি "সংহিতায়াম্*" (৬।১।৭২) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সন্ধির নিয়ম করিয়া "জ্যোৎস্নাতমিস্রাশৃঙ্গিণোর্জস্বিন্নূর্জস্বলগোমিন্মলিনমলীমসাঃ†" (৫।২।১১৪) এই সূত্রে এবং তদন্তর্গত সমাসমধ্যে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। কেবল পাণিনি কেন, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও ব্যাকরণের সকল নিয়ম অনুসরণ করেন নাই। এইজন্য তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিত আছে—

"যেঽপি ব্যাকরণস্যৈব পরে পারে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সুতরাং তেঽপি গাব্যাদিতুল্যানেব প্রযুঞ্জতে॥
সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যেষু দৃশ্যতে চাপশব্দনম্।
‡ অশ্বারূঢ়াঃ কথং চাশ্বান্ বিস্মরেয়ুঃ সচেতনাঃ॥

সূত্রে তাবৎ 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরি' ত্যত্র § হি দ্বাবপশব্দৌ, জনিশব্দেন হি 'ইক্শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে' (৩।৩।১০৮ সূত্রীয় দ্বিতীয়বার্ত্তিক) ইত্যনেন লক্ষণেনান্বিতো

---

* 'শব্দানাং দ্রুতোচ্চারণজন্যো বর্ণানামত্যন্তসন্নিধিঃ সংহিতা…। অদ্রুতায়াম-সংহিতম্। বর্ণানাং ত্রিবিধা গতি র্দ্রুতা মধ্যমা বিলম্বিতা চেতি। তত্র দ্রুতায়াং স্বল্প উপলব্ধি-কালঃ, মধ্যমায়ামধিকঃ, বিলম্বিতায়ামধিকতরঃ। পূর্ব্ববর্ণোচ্চারণানন্তরমেব যদ্ বর্ণান্তরমুচ্চার্য্যতে স পরঃ সন্নিকর্ষঃ সম্ভবতি, ন তু মধ্যমায়াং বিলম্বিতায়াং চেতি।'

† 'জ্যোতিরস্ত্যস্যা ইতি জ্যোৎস্না—'ন'প্রত্যয়ঃ। তমোঽস্ত্যস্যা ইতি তমিস্রা—'র'প্রত্যয়ঃ; স্ত্রীলিঙ্গকরণং নিষ্প্রয়োজনম্, তমিস্রং নভঃ। শৃঙ্গমস্ত্যস্যেতি শৃঙ্গবান্ শৃঙ্গিণঃ ইনচ্-প্রত্যয়ঃ। গাবো বিদ্যন্তেঽস্যেতি গোমী—মিনি প্রত্যয়ঃ; গোমিন্ নিন্দ্যো চেতি কেচিৎ। তথাহি—ছাত্রগোমী, ধীমদ্গোমী। অন্যঃ—গোমান্। মলমস্ত্যস্যেতি মলিনঃ—ইনচ্ প্রত্যয়ঃ।'

‡ এই ন্যায়টী প্রথমে নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি বলিয়াছেন—"অশ্বমেবাধি-রূঢ়ঃ সন্নশ্বমেবাসি বিস্মৃতঃ"। তারপর কুমারিল বলিয়াছেন—"অশ্বারূঢ়াঃ কথং চাশ্বান্…" ইত্যাদি। কুমারিলের পর শালিকনাথ মিশ্র লিখিয়াছেন—

"নন্বেবং তুরগারূঢ়স্তুরঙ্গং বিস্মৃতো ভবান্।
বেদপ্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থমুত্থিতস্তৎ প্রহীণবান্॥"

§ পা০ ১।৪।৩০। 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ'—'জায়মানকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরপাদানকারকম্স্যাত্ ইত্যর্থঃ।' অর্থাৎ উৎপাদ্যমান পদার্থের যে মূলকারণ তাহার অপাদান হয়।

ধাতুরেব নির্দ্দিশ্যতে। ন চ 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরি'ত্যত্র হি কর্ত্তুঃ প্রকৃতেরপাদান-সংজ্ঞেষ্যতে। জায়মানস্য পুনরর্থস্য জনিশব্দো বাচকতয়া নৈব লক্ষণেনানুগতঃ। তেনায়ং দরিদ্র ইবাশ্বশব্দো জনিমাত্রবাচিত্বাৎ তদর্থং প্রত্যসাধুরেব বিজ্ঞায়তে। তথা 'তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি' (পা০ ২।২।১৫) চেতি প্রতিষিদ্ধষষ্ঠীসমাস-প্রয়োগাদ্ ব্যাকরণফলপরিত্যাগঃ। এবং 'তৎপ্রযোজকঃ' (পা০ ১।৪।৫৫) ইতি প্রতিষিদ্ধ এব সমাসঃ। তথা বার্ত্তিকেঽপি 'দন্তেৰ্হল্‌গ্রহণস্য জাতিবাচকত্বাৎ সিদ্ধমি'তি। (১।২।১০।১ বার্ত্তিক)। তথা 'আন্যভাব্যং তু কালশব্দব্যবায়াদি'তি। (প্রত্যাহার সূ০ ১।১১ বার্ত্তিক)। অত্র ক্লেশেন সমাসং কল্পয়িত্বা ততঃ সমাসসংজ্ঞয়া গুণবচনসংজ্ঞায়াং বাধিতায়াং 'গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্য' (৫।১।১২৪) ইতি লক্ষণেনাসংসৃষ্ট এব ষ্যঞ্ প্রযুক্তঃ। ভাষ্যেঽপ্যাবিরবিকন্যায়েনেতি (৪।১।৮৮ ভাষ্যে) দ্বন্দ্বগর্ভে তৎপুরুষে পূর্ব্বসমাসপূর্ব্বপদস্থায়াঃ সুপঃ 'সুপো ধাতুপ্রাতি-পদিকয়োরি'তি (পা০ ২।৪।৭১) প্রত্যক্ষোপদিষ্টোঽপি লুঙ্ ন কৃতঃ। তথা-ঽন্যথাকৃত্বা চোদিতমন্যথা কৃত্বা পরিহার ইতি। 'অন্যথৈবং কথমি'ত্যন্বাখ্যাত-সাধুত্বেঽপি ণমুল্ ন প্রযুক্তঃ *। ন চৈষাং নিপাতনৈঃ সাধুত্বসিদ্ধিঃ। কুতঃ?

> যেষামনুগমো নাস্তি তে সিধ্যেয়ুর্নিপাতনৈঃ।
> অন্যথানুগতানাং তু প্রয়োগং বাধতে স্মৃতিঃ॥
> স্মৃত্যাচারবিরোধে হি স্মৃতিরেব বলীয়সী।
> প্রত্যক্ষপ্রতিষেধাচ্চ জনিকর্ত্রাদ্যসাধুতা॥

প্রত্যক্ষ-স্মৃতিবিরোধে তু লক্ষণরহিতস্যাপি প্রয়োগাদেব শিষ্টাচারভূতাদবয়বানুগম-স্মৃতিমনুমায় নিপাতনাৎ সাধুত্বসিদ্ধিঃ। ন চ লক্ষণশব্দানাং স্বাত্মনি ক্রিয়া-বিরোধাদাত্মার্থত্বাভাবাদ্ বা লক্ষণানুগতিরনাদরণীয়া।

> প্রদেশান্তরসিদ্ধেন লক্ষণেনানুগম্যতে।
> দেশান্তরস্থিতঃ শব্দো লক্ষ্যভূতোঽন্যশব্দবৎ॥

তথা চ 'কুত্বং কস্মান্ন ভবতি বৃদ্ধিরি'তি। কোঽয়ং শব্দ ইত্যাদিষু লক্ষণানু-গমাদরঃ সর্ব্বত্রাশ্রিতঃ। যদি চ লক্ষণশব্দেষু লক্ষণং † ন প্রবর্ত্ততে, ততঃ সর্ব্বং ব্যাকরণমপশব্দৈরেব নিবদ্ধং স্যাৎ। অৰ্দ্ধবৈশসদর্শনাৎ তু প্রমাণত্বহানিঃ।"

---

* (পা০ ৩।৪।২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

† লক্ষণশব্দেষু লক্ষণম্ = সূত্রেষু সূত্রম্।

(পৃঃ ২৬০-২৬১, আনন্দাশ্রম)। এমন কি স্থানে স্থানে মুনিত্রয়ের বিরোধ দেখিয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে—

"পরস্পরেণ চাচার্য্যা বিগীতবচনাঃ স্থিতাঃ।
সূত্রবার্ত্তিকভাষ্যেষু কিং তত্রাধ্যবসীয়তাম্ * ॥"
(পৃঃ ২৫৬, আনন্দাশ্রম)।

ইহা ব্যতীত বৈয়াকরণগণের শীর্ষস্থানীয় পাণিনির সূত্রে প্রাগুক্ত ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদবিন্যাস দেখিয়া পতঞ্জলিই বলিয়াছেন—"ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি" (পৃঃ ৩৭, কীলহর্ণ) এবং অপরাপর ব্যাখ্যাতৃগণও বলিয়াছেন—"ছন্দোবৎ সূত্রাণি কবয়ঃ কুর্ব্বন্তি"। পুরুষপ্রণীত সূত্রসমূহ বেদের ন্যায় কিরূপে হইতে পারে? বেদ ত পুরুষপ্রণীত নহে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—'ন হি ব্যাকরণাদীনাং বেদত্বেন স্বতন্ত্রতা' (তন্ত্রবার্ত্তিক)। এরূপ অবস্থায় মনে হয়, সূত্রকারের সূত্র যেন কেবল পরের জন্যই উদ্দিষ্ট, নিজের জন্য নহে। সুতরাং ব্যক্তিবিবেকে রাজানক মহিমভট্টের কথাই ঠিক। তিনি বলিয়াছেন—

"স্বকৃতিষ্বযন্ত্রিতঃ কথমনুশিষ্যাদন্যময়মিতি ন বাচ্যম্।
বারয়তি ভিষগপথ্যাদিতরান্ স্বয়মাচরন্নপি তৎ ॥"

ব্যাকরণের প্রয়োজন বা প্রামাণ্যাদি নিরাস করিবার জন্য "প্রয়োগোৎপত্ত্য-শাস্ত্রত্বাৎ" (১।৩।১৮) এই মীমাংসাসূত্রীয় তন্ত্রবার্ত্তিকের সারাংশ সংগ্রহপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে—

"অতো বিগানভূয়িষ্ঠাদ্ বিরুদ্ধান্মূলবর্জ্জিতাৎ।
নিষ্ফলাচ্চ ব্যবস্থানং শব্দানাং নানুশাসনাৎ ॥"
(পৃঃ ২৭৪, আনন্দাশ্রম)।

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পার্থসারথি মিশ্রও বলিয়াছেন—

"নির্ম্মূলত্বাদ্ বিগীতত্বান্নৈষ্ফল্যাদ্ বেদবাধনাৎ।
পূর্ব্বাপর-বিরোধাচ্চ নাস্য প্রামাণ্যসম্ভবঃ ॥"

এই সকল কথায় মনে হয়, স্বভাবতঃ মানুষ ব্যাকরণের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছুক নহে। সেই জন্য নায়কনায়িকার প্রেমালাপে বা শোকাকুল মাতার করুণ

* How then can it be relied upon?

বিলাপে ব্যাকরণ নিতান্ত পরাহত। ঐ সকল বাক্য ব্যাকরণপরাঙ্মুখ হইলেও যেমন ভাবব্যঞ্জক সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং ব্যাকরণ ব্যতীত সম্যগ্‌রূপে মনোভাব ব্যক্ত করা যায় না—এ কথা বলা সঙ্গত নহে। দশকুমারচরিতে দণ্ডী লিখিয়াছেন—"যাবতা চ নয়েন বিনা ন সিধ্যতি লোকযাত্রা স লোকত এব সিদ্ধো নাত্র শাস্ত্রেণার্থঃ। স্তনন্ধয়োঽপি তৈ স্তৈরুপায়ৈ র্লিপ্‌সতে স্তন্যপানং জনন্যাঃ।" অর্থাৎ 'লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত যে সকল নীতি বা নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় তাহা ব্যবহারক্ষেত্র হইতেই শিক্ষা করা যায়, শাস্ত্র হইতে নহে; সদ্যোজাত শিশু স্তন্যপানের জন্য যে সকল অঙ্গচালনারূপ উপায় অবলম্বন করে তাহা কি শাস্ত্র হইতে গৃহীত?' প্রকৃত-পক্ষেও দেখা যায় যে, মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত যে সকল ইঙ্গিতাদি উপায় আছে তাহা সকলেই অশিক্ষিত বা সহজাত বুদ্ধিদ্বারা ব্যবহারক্ষেত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। গায়কাদিও ব্যাকরণের বশীভূত নহেন। সেইজন্য উক্তি আছে—

"বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমৃগাঃ ক্ব যান্তি সন্ত্রস্তাঃ।
জ্যোতির্নটবিটগায়কভিষগাননগহ্বরাণি যদি ন স্যুঃ॥"

নৈয়ায়িকগণও ব্যাকরণের অধীনে থাকেন না বলিয়া একটী লৌকিক উক্তি আছে—"অস্মাকূনাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" কেবল দার্শনিক কেন, ভক্তাচার্য্যগণও ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করেন না। আভাণক আছে—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় জ্ঞানী বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

কবিদের ত কথাই নাই। লোকে বলে—"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ"। সকলেই জানেন—

"অপশব্দশতং মাঘে ভারবৌ তু শতত্রয়ম্।
কালিদাসে ন গণ্যন্তে কবিরেকো ধনঞ্জয়ঃ॥"

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভাষাকেই ব্যাকরণ অনুসরণ করে, কিন্তু ভাষা কখনও ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না। সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যথা ঘটেন কার্য্যং করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ কুরু ঘটং কার্য্যমনেন করিষ্যামীতি, ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযোক্ষ্যমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ

কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ্য ইতি।" (পৃঃ ৭-৮, কীল্‌হর্ণ্)। "প্রয়োগোৎপত্ত্যশাস্ত্রত্বাৎ" (১৷৩৷১৮) এই মীমাংসাসূত্রব্যাখ্যাকালে তন্ত্রবার্ত্তিকে কুমারিল বলিয়াছেন—"লোকপ্রসিদ্ধশব্দার্থবশং শাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে।" (পৃঃ ২৫২, আনন্দাশ্রম)। সূত্রসিদ্ধ হইলেও বিকটপদের প্রয়োগ লোকসিদ্ধ নহে, আর পদ যদি লোকসিদ্ধ হয় তাহা হইলে সূত্রও অনাবশ্যক। সুতরাং কাব্যরচনাকালে সকল ভাষাতেই ব্যাকরণ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অলঙ্কার বহুস্থানে কাব্যশোভা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহাতে ব্যাকরণের কোনও উপযোগিতা নাই। বরঞ্চ উহা শ্রুতিমাধুর্য্যাদিগুণের অন্তরায়। এইজন্য আলঙ্কারিকেরা ব্যাকরণের পক্ষপাতী নহেন। এই সকল কারণবশতঃ মীমাংসকেরা বলিয়াছেন—

"লোকে তু সর্ব্বভাষাভিরর্থা ব্যাকরণাদৃতে।
সিধ্যন্তি ব্যবহারেণ কাব্যাদিষ্বপ্যসংশয়ম্॥
কাব্যশোভাস্বপি ত্বেতন্নৈবাতীবোপযুজ্যতে।
বৈয়াকরণদোষাদ্ধি কষ্টাঞ্ছব্দান্ প্রযুঞ্জতে॥
ন চ লক্ষণমস্তীতি প্রযোক্তব্যমলৌকিকম্।
লোকসিদ্ধপ্রয়োগে তু লক্ষণং স্যাদনর্থকম্॥"

(তন্ত্রবার্ত্তিক—পৃ ২৬২-২৬৩, আনন্দাশ্রম)।

কথা অসঙ্গত নহে। এমন কি, পাণিনিমুনি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াও কাব্যরচনাকালে শোভাদি বৃদ্ধির জন্য ব্যাকরণের মর্য্যাদা রাখিতে পারেন নাই। পাতালবিজয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

(১) "সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ ভানুঃ"

(২) "গতেঽর্দ্ধরাত্রে পরিমন্দমন্দং গর্জ্জত্যসৌ প্রাবৃষি নীলমেঘঃ।
অপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বং বিভাবরী গৌরিব হুঙ্করোতি॥"*

(৩) "অসৌ গিরেঃ শীতলকন্দরস্থঃ পারাবতো মন্মথচাটুদক্ষঃ।
ঘর্ম্মালসাঙ্গীং মধুরাণি কূজন্ সংবীজতে পক্ষপুটেন কান্তাম্॥"

---

* হরিনামামৃতব্যাকরণে শ্লোকটীর এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে। (১৮ কৃদন্ত)। কিন্তু ইহার অন্যপ্রকার পাঠও দৃষ্ট হয়—

'গতেঽর্দ্ধরাত্রে পরিমন্দমন্দং গর্জ্জন্তি যৎ প্রাবৃষি কালমেঘাঃ।
অপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বং তচ্ছর্ব্বরী গৌরিব হুঙ্করোতি॥'

(৪) "তন্বঙ্গীনাং স্তনৌ দৃষ্ট্বা শিরঃ কম্পয়তে যুবা।
তয়োরন্তরসংলগ্নাং দৃষ্টিমুৎপাটয়ন্নিব॥"

(৫) "কৃষ্ণেন সহ মে প্রীতি র্বোভবীতি যদব্রবীৎ।
ন জঘাটীতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব॥"*

প্রথম উদাহরণে 'গৃহ্য'পদের পরিবর্ত্তে -'গৃহীত্বা'পদ প্রয়োগ করা উচিত ছিল। কারণ পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"সমাসেঽনঞ্‌পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্‌" (৭।১।৩৭)। দ্বিতীয় উদাহরণে 'পরিমন্দমন্দম্‌' এই পদটী অসিদ্ধ। বলা উচিত ছিল—'পরিমন্দম্‌' বা 'মন্দমন্দম্‌'। কেবল ইহাও নহে। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"শপ্‌শ্যনো র্নিত্যম্‌" (৭।১।৮১), কিন্তু শ্লোকে লিখিয়াছেন—'অপশ্যতী।' 'অপশ্যন্তী'স্থলে 'অপশ্যতী'পদ লিখিবার জন্য সুপদ্মমকরন্দে বিষ্ণুমিশ্র বলিয়াছেন—"কথমপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বমিতি বিজয়কাব্যম্‌? তত্র মুনিঃ প্রষ্টব্যঃ।" (২।৩।৭৯)। তৃতীয় উদাহরণে 'ঘর্ম্মালসাঙ্গীম্‌'পদ কাত্যায়নের মতে সিদ্ধ হইলেও পাণিনির মতে অসিদ্ধ, কারণ অষ্টাধ্যায়ীতে- 'অঙ্গ'শব্দান্ত বহুব্রীহিসমাসের পর ঙীষ্‌প্রত্যয়ের বিধান নাই। বিধান থাকিলে "নাসিকোদরৌষ্ঠজঙ্ঘাদন্তকর্ণশৃঙ্গাচ্চ" (৪।১।৫৫) এই সূত্রে 'অঙ্গ'শব্দের পাঠ থাকিত। অতএব 'ঘর্ম্মালসাঙ্গীম্‌' স্থলে তাঁহার 'ঘর্ম্মালসাঙ্গাম্‌'পদ বলাই উচিত ছিল। 'মধুরাণি' না বলিয়া 'মধুরম্‌' বলা আবশ্যক, কারণ ক্রিয়া-বিশেষণে বহুবচনপ্রয়োগের কোনও উপদেশ নাই। আর ধাতুপাঠে বীজধাতুর পাঠ না করিয়া শ্লোকে মুনি 'সংবীজতে' লিখিলেন কেন? চতুর্থ উদাহরণে 'তন্বঙ্গীনাম্‌'পদও পূর্ব্ববৎ অসিদ্ধ। আবার অর্থশোভার জন্য বলা উচিত ছিল—'সুন্দরীণাম্‌'। অতএব কেবল অনুপ্রাসের জন্য তিনি স্বকৃত ব্যাকরণের নিয়ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ক্ষেমেন্দ্র ঠিক বলিয়াছেন—"অত্র 'তন্বঙ্গী'তিপদং কেবলশব্দানুপ্রাসব্যসনিতয়া নিবদ্ধং ন কাঞ্চিদর্থৌচিত্য-

* চক্রবীতরহস্যের টীকায় গ্রন্থকৃৎ কবিকণ্ঠহার শ্লোকটীর এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। অন্যত্র আরও একটী পাঠ দেওয়া আছে—"হরিণা সহ সখ্যন্তেঽবোভোদিতি…"। ইহা ব্যতীত আরও একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে—

'হরিণা সহ সখ্যং তে বোভূয়িতি যদব্রবীঃ।
ন জাঘটীতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব॥'

চমৎকারকণিকামাবিষ্করোতি। সুন্দর্য্যা ইত্যত্র পদমনুরূপং স্যাৎ, অন্যানি বা নিরতিশয়রূপলাবণ্যব্যঞ্জকানি। তন্বীপদং তু বিরহবিধুররমণীজনে প্রযুক্তমপ্যৌ-চিত্যশোভাং জনয়তি।" তারপর কবি লিখিয়াছেন—'স্তনৌ'। জাত্যর্থে দ্বিবচন-প্রয়োগ কি সঙ্গত? আবার "নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ" (১।৩।৮৭) এই সূত্রানুসারে 'কম্পয়তি'পদ হয়, 'কম্পয়তে' নহে। অতএব কেবল ছন্দোঽনুরোধে 'কম্পয়তে' লিখিয়া তিনি ব্যাকরণের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়াছেন। পঞ্চম উদাহরণে 'জঘাটীতি' পদ ব্যাকরণদুষ্ট, কারণ ঘট্+যঙ্ লুক্ লট্ তিপ্ করিলে পদ হইবে—'জাঘটীতি বা জাঘট্টি।' তবে লিপিকরের প্রমাদবশতঃ 'ন জাঘটীতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বির-দয়োরিব' বা 'ন জাঘট্টি হি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব' এই জাতীয় পাঠস্থলে যদি ঐরূপ পাঠ লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য পর্য্যনুযোগের কোনও কারণ থাকে না। যদি তিনি 'বোভূতু' লিখিয়া থাকেন তাহা হইলেও উহা অসিদ্ধ, কারণ অষ্টাধ্যায়ীমতে * পদটী ছান্দস। অতএব "লোকে তু সর্ব্বভাষাভিরর্থা ব্যাকরণাদৃতে···" ইত্যাদি প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের সত্যতাবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও প্রকার অবকাশ নাই, কারণ তৎসম্বন্ধে স্বয়ং পাণিনিই প্রমাণ।

এখন আমাদের কথা। "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" (৩।২।১২৬) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পাণিনিমুনি "অল্পাচ্তরম্" (২।২।৩৪) এই সূত্র লঙ্ঘন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা শেষোক্ত সূত্রের অনিত্যতা দেখাইবার জন্যই বুঝিতে হইবে। স্থলবিশেষে সন্ধির অভাব দোষাবহ নহে। আচার্য্যগণ বলেন—"সন্ধ্যকরণং শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যার্থম্।" উক্তিও আছে—

> "সন্ধ্যভাবঃ পৌনরুক্ত্যং
> বিভক্তীনাং চ লোপনম্।
> ব্যাখ্যেয়ব্যাখ্যয়োরৈক্যং
> সুখবোধকৃতে কৃতম্॥" (প্রয়োগরত্নমালা)।

"জ্যোৎস্না···"(৫।২।১১৪) ইত্যাদিসূত্রস্থ সমাসমধ্যে বিসন্ধিকরণ ইকারান্তভ্রম নিবারণ করিবার জন্যই বুঝিতে হইবে, সুতরাং উর্জ্জস্বিন্ বা গোমিন্ বলিলেও তাহাতে পাণিনির কোনও দোষ হয় নাই।

---

* ৭।৪।৭২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

"জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (১।৪।৩০) এই সূত্রে কুমারিল যে দোষোদ্‌ভাবন করিয়াছেন তাহা তত্ত্ববোধিনীতে নিরাকৃত হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে "জননং জনিরুৎপত্তিঃ। 'ইণজাদিভ্যঃ' (৩।৩।১০৮।৬ বার্ত্তিক) ইতি জনে র্ভাবে ইণ্‌। 'জনিবধ্যোশ্চ' (পা০ ৭।৩।৩৫) ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। তস্যাঃ কর্ত্তেতি শেষষষ্ঠ্যা সমাসঃ, ন তু কারকষষ্ঠ্যা। 'তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি' (২।২।১৫) ইতি নিষেধাৎ।......এতেন 'ইক্‌শ্‌তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে' (৩।৩।১০৮।২ বা০) ইতি ইকা নির্দ্দেশোঽয়ং জনিরিত্যাশ্রিত্য 'গমহনজনখনঘসাং লোপঃ...' (৬।৪।৯৮) ইত্যুপধালোপমর্থাসঙ্গতিং সমাসানুপপত্তিং চোদ্‌ভাব্য ব্যাকরণাধিকরণে গর্জ্জন্তো মীমাংসকাঃ সমাহিতাঃ।" এ সম্বন্ধে কাতন্ত্রপরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত লিখিয়াছেন—"ভীষ্মঃ কুরূণাং ভয়শোকহর্ত্তেতি শৈষিক্যাঃ ষষ্ঠ্যাঃ সমাসঃ"। উদাহরণটীর পাঠান্তর কাশিকান্যাসে দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—"ভীষ্মঃ কুরূণাং ভয়শোকহন্তেতি শৈষিক্যাঃ ষষ্ঠ্যাঃ সমাসঃ" (২।২।১৬)। কবিরাজের উপোদ্‌ঘাতে লিখিত আছে—"ভীষ্মঃ কুরূণাং ভয়শোকহর্ত্তেতি শৈষিক্যাঃ ষষ্ঠ্যাঃ সমাসঃ। যদ্বা 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ' ইত্যাদিদর্শনাৎ 'তৃচা চ' ইত্যস্য ভাষাভিন্নবিষয়ত্বং বোধ্যম্‌। শ্রীপতিনাঽপি তস্মিন্‌ সূত্রে ইদমেবোক্ত-মিতি সংক্ষেপঃ।"

"গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" (৫।১।১২৪) এই সূত্রের তত্ত্ববোধিনীতে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন—"একভাবঃ, ত্রিভাবঃ, অন্যভাবঃ—এষাং পাঠঃ স্বার্থে বিধানার্থঃ। তথা চ প্রত্যাহারাহ্নিকে বার্ত্তিকে প্রয়োগঃ—'আন্যভাব্যং তু কালশব্দব্যবায়াৎ' (১১ বার্ত্তিক) ইতি। অন্যভাব এব আন্যভাব্যম্‌। অন্যত্বমিত্যর্থঃ। যত্তু ব্যাকরণাধিকরণে ভট্টপাদৈরুক্তম্‌—আন্যভাব্যমপ্রয়োগ ইতি, তৎ স্ববৈয়াকরণমীমাংসকসন্তোষার্থমিত্যবধেয়ম্‌।"

মহাভাষ্যে 'দ্বিগোর্লুগনপত্যে' (৪।১।৮৮) এই সূত্রের উপর 'অর্থবিশেষা-সম্প্রত্যয়েঽতন্নিমিত্তাদপি' এই বার্ত্তিকের ব্যাখ্যাকালে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তদ্ দ্বয়োঃ সমানার্থয়োরেকেন বিগ্রহোঽপরস্মাদুৎপত্তি র্ভবিষ্যত্যব্যবিকন্যায়েন; তদ্ যথা—অবে * র্মাংসমিতি বিগৃহ্য অবিকশব্দাদুৎপত্তি র্ভবতি আবিকমিতি।"

* ৪।২।৬০ সূত্রীয় ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। তথায় লিখিত আছে—"তত্র দ্বয়োঃ শব্দয়োঃ... ভবিষ্যতি। অবিরবিকন্যায়েন, তদ্ যথা—আবিক ইতি।"

'অবি'শব্দ এবং 'অবিক'শব্দ উভয়ের দ্বন্দ্বসমাসে 'অব্যবিক'পদ হয় বলিয়া 'অব্যবিকন্যায়েন' এরূপ বলা যায়, কিন্তু ৪।২।৬০ সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—"অবিরবিকন্যায়েন।" এইজন্য কুমারিল আক্ষেপপূর্ব্বক বলিয়াছেন —"দ্বন্দ্বগর্ভে তৎপুরুষে……লুঙ্ ন কৃতঃ।"

বস্তুতঃ কিন্তু পুরাকালে 'অবি'শব্দের সমানার্থক একটী 'অবিস্'শব্দের প্রয়োগ ছিল। এই 'অবিস্'শব্দের সহিত 'অবিক'শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে 'অবিরবিক'ই হইবে, 'অব্যবিক' নহে। অবি বা অবিস্ শব্দের অর্থ—কম্বল, মেষ, ছাগ ইত্যাদি। লৌকিকভাষায় কেবল 'অবি'শব্দ ব্যবহৃত হইলেও বেদে 'অবি' এবং 'অবিস্' এই দুইটী শব্দই একার্থে প্রযুক্ত হইত। এ সম্বন্ধে প্রকৃতিবাদে এবং মনিয়ার্ উইলিয়াম্স্ মহোদয়ের কোষগ্রন্থে 'অবি'শব্দ দ্রষ্টব্য। এরূপ অবস্থায় আমাদের মনে হয়, বৈদিক ঋষিগণ 'অবিরবিকন্যায়েন' এই সমস্তপদটী ব্যবহার করিতেন বলিয়া পতঞ্জলি উহার প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাল, 'অবিস্' শব্দই যদি সমস্তপদে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে পতঞ্জলি 'অবিষো মাংসম্' এইরূপ না বলিয়া ৪।২।৬০ সূত্রের ভাষ্যে 'অবে র্মাংসম্' এইরূপ বিগ্রহ করিলেন কেন? 'অবিস্'শব্দ বৈদিক, কিন্তু 'অবি'-শব্দ লৌকিক; সুতরাং বাক্য করিবার সময়ে লৌকিকভাষায় বৈদিকশব্দের প্রয়োগ করা অনুচিত ভাবিয়া মুনি লৌকিকশব্দটীই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারেও পদটী সমর্থন করা যায়। 'অবিরবিক'শব্দে 'অবিঃ' এই অংশটী সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। ইহা বৈদিক 'কিংযু'শব্দস্থিত 'কিম্' শব্দের ন্যায় বুঝিতে হইবে। গণপাঠে সূত্রিত হইয়াছে—'উপসর্গ-বিভক্তিস্বরপ্রতিরূপকাশ্চ*' (সিদ্ধান্ত কৌ॰ ৪৪৭ সূত্রবৃত্তি)। যেমন—অহংযুঃ ইত্যাদি। 'অহংশুভমো র্যুস্' (৫।২।১৪০) এই সূত্রানুসারে 'অহং'শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় যুস্প্রত্যয় দ্বারা 'অহংযুঃ'পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে 'অহং'পদ অস্মচ্ছব্দের প্রথমার একবচন নহে, কিন্তু সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। প্রথমার একবচন হইলে 'মদ্যুঃ' হইত। আবার যেমন—'গেয়ে কেন বিনীতৌ বাম্'।

---

* অষ্টাধ্যায়ীসূত্রোল্লিখিত স্বরাদিগণের জ্ঞাপনার্থ গণপাঠ প্রণীত হইয়াছে। উহাতে অষ্টাধ্যায়ীসূত্রানুপদিষ্ট বিশেষ বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি অন্যান্য সূত্রের নির্দ্দেশ আছে। ঐ সকল সূত্র গণসূত্র নামে প্রসিদ্ধ।

(রঘুবংশ ১৫।৬৯)। এস্থলে বাম্‌ অর্থাৎ যুবাম্‌। ইহাও সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। এইরূপে 'অবিঃ'শব্দটীও অবিশব্দের প্রথমার একবচন নহে, কিন্তু সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। প্রথমার একবচন হইলে 'অব্যবিক' হইবে। অতএব এস্থলে 'অবিঃ'শব্দ সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয় বলিয়া 'অবিরবিক'শব্দে কোনও দোষ হয় নাই।

"অন্যথৈবংকথমিত্থংসু সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেৎ" (৩।৪।২৭) এই পাণিনীয়-সূত্রানুসারে 'অন্যথাকারং চোদিতমন্যথাকারং পরিহারঃ' এইরূপ বলাই সঙ্গত, কিন্তু 'বনো র চ' (৪।১।৭) এই সূত্রের উপর 'অনো বহুব্রীহিপ্রতিষেধে বোপধা-লোপিনো বা বচনম্‌' এই বার্ত্তিকব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"অন্যথা কৃত্বা চোদিতমন্যথা কৃত্বা পরিহারঃ"। অন্যথাদিপদচতুষ্টয় পূর্ব্বে থাকিলে সিদ্ধা-প্রয়োগাত্মক অর্থাৎ নিরর্থক কৃধাতুর উত্তর অবশ্যই ণমুল্‌প্রত্যয় হইবে, কিন্তু কৃধাতু সিদ্ধপ্রয়োগাত্মক অর্থাৎ সার্থক হইলে উহাতে ক্ত্বাপ্রত্যয়ের কোনও বাধা হইতে পারে না, যেমন—অন্যথাকৃত্বা শিরো ভুঙ্‌ক্তে, বিধিমন্যথাকৃত্বা দেবতামর্চ্চয়তি ইত্যাদি। এরূপ স্থলে কৃধাতুর অর্থ পাওয়া যায় বলিয়া ণমুল্‌প্রত্যয় হয় নাই। ভাষ্যে পতঞ্জলিও উক্তস্থলে 'প্রকরণান্তরবিহিতত্বাচ্চোদিতং প্রকরণান্তরবিহিতত্বাৎ পরিহারঃ' এইরূপ বলিবার অভিপ্রায়ে কৃধাতুর উত্তর ণমুল্‌প্রত্যয় না করিয়া ক্ত্বাপ্রত্যয় করিয়াছেন। অতএব ইহাও দোষাবহ নহে।

যাঁহারা রাজানক মহিমভট্টের "স্বকৃতিষ্বযন্ত্রিতঃ···" ইত্যাদি বাক্যানুসারে ব্যাকরণের সূত্রসমূহ পরের জন্য উদ্দিষ্ট বলেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, পাণিনি অনিত্যতা বা বিকল্পাদি দেখাইবার জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বকীয়সূত্র লঙ্ঘন করিয়াছেন, মোহবশতঃ তিনি ঐরূপ কার্য্য করেন নাই। পাণিনি সাধারণ সূত্রকার নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"প্রমাণভূত আচার্য্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাবকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা যত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণেতি"। পরাশরোপপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"পাণিনীয়ং মহাশাস্ত্রং পদসাধুত্বলক্ষণম্‌।
সর্ব্বোপকারকং গ্রাহ্যং কৃৎস্নং ত্যাজ্যং ন কিঞ্চন॥"

এইজন্য অভিযুক্তেরা বলেন—

"যত্রার্থস্য বিসংবাদঃ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে।
স্বরসংস্কারমাত্রার্থা তত্র স্যাৎ পাণিনেঃ স্মৃতিঃ॥"

কাত্যায়ন পুষ্পদন্তের অবতার। তাঁহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে—"পাণিনি-ব্যাকরণং দৃষ্ট্বা স তাদৃশগ্রন্থরচনাপর্য্যুৎসুকো মহেশ্বরমারাধয়ামাস। তত-স্তদনুগ্রহেণ বার্ত্তিকমকরোৎ।" এইজন্য প্রণামাঞ্জলি-শ্লোকে তাঁহাকে বাক্যকার বলিয়া প্রথমেই পঠিত হইয়াছে—

"বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্।
পাণিনিং সূত্রকারং চ প্রণতোঽস্মি মুনিত্রয়ম্।"

পতঞ্জলির মহাভাষ্যসম্বন্ধে অভিযুক্তেরা বলেন—

"পাতঞ্জলে বিষ্ণুপদাপগায়াঃ পাতঞ্জলে চাপি নয়েঽবগাহম্।
আচক্ষতে শুদ্ধিদমা প্রসূতেরা চ ক্ষতে রাগমধোক্ষজে চ॥"*

সুতরাং 'পরম্পরেণ চাচার্য্যা ··' বা 'অতো বিগানভূয়িষ্ঠাৎ···' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা মুনিত্রয়কে কটাক্ষ করা সুশোভন নহে। এমন কি, এই সকল পূর্ব্বপক্ষীয় কথার সিদ্ধান্ত দেখাইবার অভিপ্রায়ে তন্ত্রবার্ত্তিকে কুমারিলও বলিয়াছেন—"যত্বিতরস্মৃতীনাং প্রায়েণ সারূপ্যাদ্ ব্যাকরণস্য তদ্বিলক্ষণত্বাৎ তন্মধ্যপাতিত্বম-সংভাব্যমিতি। তত্রোচ্যতে। সর্ব্বধর্ম্মসূত্রাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মোপদেশিত্বাদ্ ধর্ম্মাণাং চৈকরূপপ্রায়ত্বাৎ পরস্পরসংবাদিত্বং যুক্তম্, ব্যাকরণস্য তু স্য এব সাধুশব্দ-তত্ত্বনির্ণয়রূপো বিষয়স্তত্রাস্য ব্যাকরণান্তরেণৈব সঙ্গতিঃ স্যান্ন ধর্ম্মসূত্রৈঃ। স্মৃতিত্বং ত্বঙ্গানাং ধর্ম্মসূত্রাণাং চাবিশিষ্টম্।" ইত্যাদি। (১।৩।৮ পৃ০ ২৮২, আনন্দাশ্রমসংস্করণ)। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"স্মৃতীনামপ্রমাণত্বে বিগানং নৈব কারণম্।
শ্রুতীনামপি ভূয়িষ্ঠং বিগীতত্বং হি দৃশ্যতে॥
বিগীতবাক্যমূলানাং যদি স্যাদবিগীততা।
তাসাং ততোঽপ্রমাণত্বং ভবেন্মূলবিপর্য্যয়াৎ॥

---

* পাতঞ্জলে—পাতং পতনং জলে। বিষ্ণুপদাপগায়া গঙ্গায়াঃ। পাতঞ্জলে পতঞ্জলিকৃতে মহাভাষ্যে। নয়ে—(পক্ষান্তরে) ন যে। অবগাহং মজ্জনম্ অর্থাৎ অভ্যাসম্। আচক্ষতে বদন্তি। আ প্রসূতে র্জননাদারভ্য। আচক্ষতেঃ—আ চ ক্ষতে র্মরণান্তম্। অধোক্ষজে বিষ্ণৌ।

পরস্পরবিগীতত্বমতস্তাসাং ন দূষণম্।
বিগানাদ্ধি বিকল্পঃ স্যান্নৈকত্রাপ্যপ্রমাণতা॥
ধর্ম্মসাধনতাংশে চ বিগানং নৈব বিদ্যতে।
অন্বাখ্যানবিগানং তু লক্ষ্যভেদান্ন দুষ্যতি॥" ইত্যাদি।

(পৃঃ ২৮৫, আনন্দাশ্রমসংস্করণ)।

নায়কনায়িকার প্রেমালাপে বা শোকাকুলা মাতার করুণবিলাপে ব্যাকরণ পরাহত হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই—এ কথা কি সঙ্গত? অধিক আবেগে বাক্য রুদ্ধ হয় বলিয়া কেহ ত চিরমৌনী হয় না। বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ কি কাহারও অনুকরণযোগ্য?

উদ্ধৃত দণ্ডিবাক্যের দ্বারা ব্যাকরণ বা তাহার প্রয়োজন নিরস্ত হয় না। দণ্ডীর কথানুসারে কেবল অশিক্ষিত বুদ্ধি লইয়া জীবনযাপন করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্মবিচারে অপারগতাহেতু পশুত্বই মনুষ্যে বলবৎ থাকিবে। মহর্ষি ঠিক বলিয়াছেন—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভি র্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"*

(বিষ্ণুশর্ম্মধৃত ভারতীয় শ্লোক)।

সহজাত বুদ্ধি দ্বারা যদি কেহ কখনও তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবুও তাঁহার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নহে। কারণ অভিযুক্তেরা বলেন—

"যদবিজ্ঞাতশাস্ত্রেণ কদাচিৎ সাধিতং ভবেৎ।
ন চৈতদ্ বহু মন্তব্যং ঘুণোৎকীর্ণমিবাক্ষরম্॥"

ব্যবহার হইতে লোকযাত্রার নীতি শিক্ষা করা যায়—ইহাই যদি দণ্ডীর মতে বলা হয়, তবে কাহার ব্যবহার? শিষ্টগণের ব্যবহার, মূর্খ কৃষকাদির নহে। শিষ্ট কাহারা? যাঁহারা অনাদি আগমমূলক শাস্ত্র জানেন এবং তাহার নিয়মসমূহ পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই শিষ্ট। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য

* পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও বলেন—"Only the human animal can subordinate instinct to conscious and deliberate action—action that is quite often opposed to instinct".

ব্যবহারোপযোগিনী নীতি যদি শিষ্টব্যবহার হইতেই পাওয়া যায়, তবে ব্যাকরণের প্রয়োজন কি ? শিষ্ট কি না তাহা বুঝিবার নিমিত্তই ব্যাকরণাদিশাস্ত্রের প্রয়োজন। সুতরাং ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই এ কথা কোন মতেই উঠিতে পারে না। সেইজন্য লোকে বলে—

"যদ্যপি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্।
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃচ্ছ শকৃৎ॥"*

সঙ্গীতশাস্ত্র এবং ব্যাকরণশাস্ত্র উভয়ের বিষয় এক নহে। চিত্তরঞ্জনই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। উক্তিও আছে—

"গীতবাদিত্রনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।
অতো রক্তিবিহীনং যৎ তন্ন সঙ্গীতমুচ্যতে॥"

রক্তি অর্থাৎ রাগ। রাগোৎপাদনের জন্য গায়কগণ স্বরসপ্তকের অভ্যাস করেন—

"ষড়্জ ঋষভগান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা।
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্॥"

ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটী স্বর ময়ূরাদি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য সঙ্গীতরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে—

"ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দ্দুরাঃ।
গজশ্চ সপ্ত ষড়্জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী॥" (২।৪৪)।

ব্যাকরণের সহিত এ সকল স্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই সত্য, কিন্তু মন্বাদিশাস্ত্রের সহিতও উহাদের কোনও সম্বন্ধ উপলব্ধ হয় না। মন্বাদিশাস্ত্র যদি গায়কের উপকারক না হইয়াও শাস্ত্র হয়, তবে ব্যাকরণের শাস্ত্রত্বসিদ্ধি কেন ব্যাহত হইবে? এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষিগণ একটী উদ্ভট শ্লোক বলিয়াছেন। শ্লোকটী যদিও কেবল পরিহাসসূচক, তথাপি পূর্ব্বপক্ষীদের মুখে ইহা দুর্ব্বাদে পরিণত

---

* ৫৬ পৃষ্ঠায় শ্লোকটীর প্রামাদিক পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটী উপগীতিনামক আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত। ইহার লক্ষণ—"আর্য্যাপরার্দ্ধতুল্যে দলদ্বয়ে প্রাহুরুপগীতিম্"। সুতরাং "সকৃচ্ছ শকৃৎ" এই অংশে চকার সন্নিবেশ ব্যতীত ছন্দোদোষ নিবারণ করা যায় না।

হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিৎ কি ব্যাকরণ জানেন না? গোলাধ্যায়ে ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতুমধিকারী সোঽন্যথা নামধারী॥"

নটের কুশলতা গুরুশাস্ত্রগম্য। নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি লইয়া স্মৃত হইয়াছে—

"সংকল্প্য ভগবানেবং সর্ব্বান্ বেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাঙ্গসম্ভবম্॥
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্ব্বণাদপি॥
বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
যেন নারদসংযুক্তো বেদবেদাঙ্গকারণম্॥" (ভরতমুনি)।

অতএব যাহা বেদবেদাঙ্গাদির সহিত সম্বদ্ধ তাহা কখনও অপশব্দের আকর হইতে পারে না। নটের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"এতাশ্চ নর্ত্তনবিধৌ শাস্ত্রতঃ সম্প্রদায়তঃ।
সতামনুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়া নান্যথা ভুবি॥"

সুতরাং কোনও নট যদি শিক্ষাদোষবশতঃ অপভাষা প্রয়োগ করেন তাহা হইলে যাস্কের কথায় বলিব—"সৈষা পুরুষগর্হা ন শাস্ত্রগর্হেতি"। (পৃঃ ৬৬, দাধিমথ-সংস্করণ)।

কামশাস্ত্রের সূত্রকার স্বয়ং ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন। ন্যায়ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি মহাভাষ্যেও অনুসৃত হইয়াছে। প্রত্যাহারসূত্রীয়কাশিকাকৃদ্ ভগবান্ নন্দিকেশ্বরও কামশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সুতরাং উহাও অপশব্দের আকর নহে। অতএব নটপ্রস্তাবে ব্যক্তিবিশেষ লইয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিটসম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতেছে। চরকমুনি সংহিতাকার। চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণিদত্ত লিখিয়াছেন—

"পাতঞ্জলমহাভাষ্য-চরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্‌কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥"

মহাভাষ্যের প্রণামাঞ্জলি-শ্লোকেও পঠিত হইয়াছে—

"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥"

রাজমার্ত্তণ্ডে ধারাধিপতি ভোজরাজ বলিয়াছেন—

"শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা
বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে।
বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃত-
স্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতে র্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ॥"

এই সকল প্রমাণ উপজীব্য করিয়া প্রাত্নিকদের মধ্যেও কেহ কেহ পতঞ্জলিকে চরক বলিয়াছেন। আমরা অবশ্য চরক-পতঞ্জলির একত্ব স্বীকার না করিলেও ভিন্ন ভিন্ন কালের সুধীসমাজ চরকমুনিকে পতঞ্জলি ভাবিয়াছিলেন। চরক-সংহিতা অপশব্দপূর্ণ হইলে তাঁহাদের এরূপ ভাবিবার অবকাশ হইত না। চরকাদির শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যদি কোনও ভিষক্ অপশব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে উহা পুরুষদোষের বিষয় হইবে, শাস্ত্রগতদোষের নহে। তবে শিষ্য-নির্ব্বাচনকালে আচার্য্যের ত্রুটি নিবারণ করিবার জন্য বলিব—

"নাবিদ্যানান্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।
সমবিদ্যাধিকানাং তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্॥"

যদিও শ্লোকে বৈদ্যশব্দ সাধারণবৈদুষ্য লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে তথাপি এস্থলে উহার প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

নৈয়ায়িকদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা পরিহাসের বিষয়। কারণ সকল শাস্ত্রই ন্যায়শাস্ত্রের সহিত সম্বদ্ধ। ভগবান বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥" (১।১।১ ন্যায় ভাঃ)।

ব্যাকরণের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য অভিযুক্তেরাও বলেন—

"মোহং রুণদ্ধি বিমলীকুরুতে চ বুদ্ধিং
সূতে চ সংস্কৃতপদব্যবহারশক্তিম্।
শাস্ত্রান্তরাভ্যসনযোগ্যতয়া যুনক্তি
তর্কশ্রমো ন তনুতে কিমিহোপকারম্॥"

ভক্তাচার্য্যগণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্যই বুঝিতে হইবে, ভাষার বিশুদ্ধতা-নিবারণের জন্য নহে। ভক্তিশূন্য হইয়া শুদ্ধভাষা প্রয়োগ করিলে দেবতা তুষ্ট হন না—ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত। শাস্ত্রেও আছে—"পিতরো মন্ত্রমিচ্ছন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতাঃ।" অতএব দৈবকার্য্যে ভক্তির প্রাধান্য নিরূপিত হইলেও পিতৃকার্য্যে মন্ত্রাদির বিশুদ্ধ পাঠ আবশ্যক, আর ব্যাকরণ ব্যতীত মন্ত্রের বিশুদ্ধ পাঠও সাধিত হয় না। এইজন্য পস্পশাহ্নিকে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"শব্দানুশাসনং ·····কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাং চ।" তবে যদি কেহ কৌৎসের ন্যায় বলেন—"অনর্থকা হি মন্ত্রাঃ", তাহা হইলে যাস্কের ভাষায় বলিব—"অর্থবন্তঃ শব্দসামান্যাৎ" (নিরুক্ত পৃঃ ৭৪, দাধিমথসংস্করণ)। ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই, কারণ মীমাংসাদর্শনে ভগবান্ জৈমিনিও বলিয়াছেন—"অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ" (১।২।৩২)। কবিগণ ছন্দোঽনুরোধে বা শ্রুতিমাধুর্য্যাদির জন্য কোনও ব্যসনবিশেষে পতিত হইয়া কখনও কখন অপশব্দ প্রয়োগ করেন সত্য, কিন্তু তাহাদের ঐরূপ প্রয়োগ কেহই অনুকরণ করেন না।

তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন—"লোকে তু সর্ব্বভাষাভিরর্থা ব্যাকরণাদৃতে।······" ইত্যাদি। অর্থাৎ 'প্রাকৃতাদি ভাষায় ব্যাকরণ ব্যতীত কাব্য রচিত হইয়া থাকে। কাব্যের একটী প্রধান অঙ্গ অলঙ্কারশাস্ত্র, কিন্তু ব্যাকরণ তাহাতে কোনও সহায়তা করে না। ব্যাকরণের জন্য পদের মাধুর্য্য থাকে না এবং শব্দসমূহ কষ্টসহকারে প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যাকরণতঃ সিদ্ধ হইলেও কোনও অলৌকিক শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। আর শব্দ যদি প্রয়োগসিদ্ধ হয় তাহা হইলে ব্যাকরণদ্বারা তাহার লক্ষণ নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।' এই সকল কথায় দৃঢ়তা সম্পাদন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষিগণ কর্ত্তৃক পাণিনির পাতালবিজয়কাব্য হইতে কতকগুলি উদাহরণশ্লোক উপন্যস্ত

হইয়াছে। ঐ সকল উদাহরণশ্লোকে যে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ আছে তদ্দ্বারা সূচিত হয় যে, কাব্যরচনাকালে পাণিনিমুনি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াও ব্যাকরণের নিয়মসমূহ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

এখন আমাদের কথা। পাতালবিজয়কাব্য জাম্ববতীবিজয়ের নামান্তর। ইহা পাণিনিনামক একজন কবির কৃতি। জাম্ববতীবিজয় এবং পাতালবিজয় ভিন্ন ভিন্ন দুইখানি গ্রন্থ—এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। কারণ পদচন্দ্রিকার একস্থানে রায়মুকুট বলিয়াছেন—"তথা হি পাণিনেঃ পাতালবিজয়ে মহাকাব্যে 'সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ ভানুঃ" এবং উহার অন্যত্র লিখিয়াছেন—"সপার্ষদৈরম্বরমাপুপূর ইতি জাম্ববত্যাং পাণিনিঃ"। এখন অবশ্য বিজয়কাব্য পাওয়া যায় না, সুতরাং আমরা কেহই উহা দেখি নাই। তবে চর্চ্চরীতরহস্য-টীকা, কবিরাজ, হরিনামামৃতব্যাকরণ, সুপদ্মমকরন্দ, পদচন্দ্রিকা, সুভাষিতাবলী, কবীন্দ্রসমুচ্চয়, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি এবং দুর্ঘটবৃত্তিপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উহার অনেক প্রকীর্ণাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রুদ্রটপ্রণীত কাব্যালঙ্কারব্যাখ্যায় শালিভদ্রশিষ্য নমিসাধু, কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতিদত্ত, সদুক্তিকর্ণামৃতে শ্রীধর দাস এবং ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতিগ্রন্থে সৃষ্টিধর চক্রবর্ত্তী উক্ত বিজয়কাব্য হইতে নানাবিধ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমানকালে ঐ সকল শ্লোক দেখিয়াই কাব্যকার-সূত্রকারের একত্ব বা ভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

ঐ সমস্ত উদ্ধৃত শ্লোক সম্যগ্‌ভাবে পরীক্ষা করিলে কাব্যকার এবং সূত্রকার উভয়ের একত্ব কখনই উপপন্ন হয় না। প্রাত্মিকেরা বলেন, কালসম্বন্ধে আমাদের সহিত কালিদাসের যে ব্যবধান প্রতিপাদিত হইয়াছে তদপেক্ষা কাব্যকারের সহিত সূত্রকারের ব্যবধান অনেক অধিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য বেরেডিয়েল কীথ্ মহোদয় তাঁহার History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থের ৪৩০পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"Saranadeva wrote in 1172 A. D. under the supervision of Sarva-rakshita Durghatavritti dealing with the difficult passages of Panini's text. Among his many citations are those verses in the Jambavati-vijaya of a Panini whose identity with the grammarian we may safely dismiss." অর্থাৎ '১১৭২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বরক্ষিতের অধ্যক্ষতায় শরণদেবকর্ত্তৃক অষ্টাধ্যায়ীর কতকগুলি কঠিন সূত্র সরল করিবার জন্য দুর্ঘটবৃত্তি

লিখিত হয়। উহাতে জাম্ববতীবিজয়ের তিনটী শ্লোক পাণিনিনামক কবির কৃতি বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পাণিনির সহিত সূত্রকৃৎ পাণিনির একত্বকল্পনা প্রমাণের অভাব প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইল।' কীথ্ মহোদয় এরূপ বলিলেও তাঁহার গ্রন্থে কোনও যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। সেইজন্য 'The Calcutta Oriental Journal' নামক মাসিকপত্রে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক বিদ্বদ্‌বর্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় 'Panini as a Poet' নামক সন্দর্ভে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"Then again, the Slokas attributed to Panini easily fall into two groups. Those belonging to the Jambavativijaya often show some grammatical peculiarities and might have been written by one who dabbled in grammar. But the other Slokas, illustrating figures of speech, are of a high order, but do not bear the stamp of the hard clear intellect of a grammarian and seem to be the work of a rhetorician.

The fact that Panini as a poet is nowhere mentioned in the Mahabhasya or in any of the later first-rate works of the Panini school and that annotators and commentators have racked their brains to explain away ungrammatical forms instead of regarding the use in the Jambavativijaya as 'জ্ঞাপক's, that some of the verses attributed to Panini in one anthology are attributed to other poets in others*, that some of those verses show distinct traces of borrowings of a much later period, that none of the verses not belonging to the Jambavativijaya bear the stamp of the grammarian on them, that some of them contain forms which should make Panini shudder and that some of them seem to be composed as examples for a work on rhetoric of a much later period, clearly indicate that the verses cannot have been the work of the poet

* যেমন সুভাষিতাবলিকার "অহো অহং নমো মহ্যম্······" ইত্যাদি শ্লোকটীকে পাণিনি-প্রণীত বলিলেও সূক্তিমুক্তাবলীতে উহা চীয়াক প্রণীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

Panini." (October, 1933). ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'দুই শ্রেণীর শ্লোক পাণিনিপ্রণীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্ববতীবিজয়ের শ্লোকগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল শ্লোকে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় বিশেষত্ব থাকিলেও উহারা কোনও অপটু বৈয়াকরণকর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোকে অলঙ্কারশাস্ত্রগত উৎকর্ষ থাকিলেও ব্যাকরণবিষয়িণী প্রবীণতার অভাব আছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোকগুলি কোনও আলঙ্কারিক পণ্ডিতকর্ত্তৃক রচিত হইয়া থাকিবে।

শ্লোকগুলি পাণিনির লেখনীপ্রসূত কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কারণ—

(১) মহাভাষ্যে বা পাণিনিসম্প্রদায়ের অন্য কোনও বিশিষ্ট গ্রন্থে পাণিনি কখনও কবি বলিয়া উল্লিখিত হন নাই ;

(২) ব্যাকরণবিগীত পদের অবিগান দেখাইবার জন্য ব্যাখ্যাতৃগণ নানা-ভাবে বহুবিধ শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জাম্ববতীবিজয়ের কোনও প্রমাণ লইয়া তাহার উপর কখনও পাণিনি-প্রবৃত্তির জ্ঞাপকত্ব আরোপ করেন নাই ;

(৩) কোনও কোন 'সুভাষিত' গ্রন্থে * পাণিনিবিরচিত বলিয়া যে সকল শ্লোকের উল্লেখ আছে সেই সকল শ্লোক আবার তজ্জাতীয় অপর গ্রন্থে অন্য কবির কৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;

(৪) কতকগুলি শ্লোকে নিতান্ত আধুনিক লেখার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ;

(৫) প্রাগুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও শ্লোকে কবির ব্যাকরণবিষয়িণী প্রবীণতার চিহ্নমাত্রও উপলব্ধ হয় না ;

(৬) জাম্ববতীবিজয়ের কোনও কোন শ্লোক দেখিলে হয় ত পাণিনির হৃৎকম্প উপস্থিত হইত ;

(৭) ঐ গ্রন্থের কতকগুলি শ্লোক দেখিলে মনে হয়, যেন উহারা অলঙ্কার-শাস্ত্রগত কোনও কোন অভিনব বিষয়বিশেষের উদাহরণার্থ রচিত হইয়াছে।'

এই সকল যুক্তি দেখাইবার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"The

* সুভাষিত-গ্রন্থ অর্থাৎ চিতি-গ্রন্থ বা সংগ্রহ-গ্রন্থ (Anthology)। এখন কেহ কেহ ইহার 'চয়নিকা' নাম দিয়াছেন।

Jambavativijaya Kavya or the Patalavijaya Kavya must have been composed by a poetaster of about the ninth century A. D. who made use of many peculiar grammatical forms in it and fathered it on Panini, the great grammarian." অর্থাৎ 'জাম্ববতীবিজয়কাব্য বা পাতালবিজয়কাব্য নবমখৃষ্টশতাব্দীর কোনও অসৎকবির কৃতি। ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্যাকরণশাস্ত্রে অপ্রচলিত কতকগুলি অদ্ভুত পদের সন্নিবেশপূর্ব্বক উহার কর্তৃত্ব বৈয়াকরণশিরোমণি পাণিনিতে আরোপ করিয়াছেন।'

ক্ষিতীশবাবুর সিদ্ধান্ত নিরবদ্য। "হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে" (৬।৪।৮৭) এই পাণিনীয়সূত্রের ভাষ্যে পাণিনির প্রবৃত্তি অনুমান করিয়া পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—"ভাষায়ামপি যঙো লুগ্ ভবতি"। ঐ সূত্রের কাশিকায় পতঞ্জলি অনুসৃত হইয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—"ইদমেব হুশ্নুগ্রহণং জ্ঞাপকং ভাষায়ামপি যঙ্লুগস্তীতি"। অষ্টমখৃষ্টশতাব্দীর জিনেন্দ্রবুদ্ধি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু পাতালবিজয়স্থিত "কৃষ্ণেন সহ মে প্রীতিঃ......" ইত্যাদি শ্লোকের কোনও উল্লেখ করেন নাই। উক্ত ব্যাখ্যাতৃগণ যদি পাণিনির স্বপ্রণীত কাব্যে যঙ্লুগন্তপদের প্রয়োগ দেখিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। অতএব দৃঢ়তাসহকারে বলা যায় যে, অষ্টমখৃষ্টশতাব্দীর মধ্যেও পাতালবিজয়ের আবির্ভাব হয় নাই। এই সময়ে আবার কাব্যালঙ্কারে বামনাচার্য্য সূত্র করিয়াছেন—"স্তনাদীনাং দ্বিত্বাবিষ্টা জাতিঃ প্রায়েণ" (৫।১।১৭)। সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়াই কবি দ্বিবচনান্ত 'স্তন'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এদিকে আবার হারাবলীকোষে দ্বাদশখৃষ্টশতাব্দীয় পুরুষোত্তমধৃত

'স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনু জাম্ববতীজয়ম্॥'

এই শ্লোক সত্য সত্যই যদি ৯-১০খৃষ্টশতাব্দীয় রাজশেখর কর্তৃক প্রণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিজয়কারের নবমখৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু শ্লোকটী রাজশেখরীয় বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না এবং রাজশেখরের গ্রন্থেও উহা দৃষ্ট হয় না। এরূপ হইলে বিজয়কার আরও অর্ব্বাচীন হইতে পারেন। তবে তিনি দ্বাদশখৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, কারণ একাদশ খৃষ্টশতাব্দীর পর তৎপ্রণীত গ্রন্থের নাম এবং শ্লোক উদ্ধৃত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব

অষ্টাধ্যায়ী এবং পাতালবিজয়ের এককর্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। সেই জন্য নিরুক্তালোচনে পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী বলিয়াছেন—"অস্তি চ ব্যাকরণা-শুদ্ধিদোষঃ পাতালবিজয়ে, উদাহৃতশ্চ স রুদ্রটকৃতকাব্যালঙ্কারটীকাকৃতা নমিসাধুনা চ্যুতসংস্কৃতিদোষোদাহরণপ্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ ভানুঃ' ইতি। তত্র গৃহীত্বেতি বক্তব্যে গৃহ্যেতিপ্রয়োগ এবাশুদ্ধঃ। অত্রেদং বিচার্য্যম্—অশেষশেমুষীসম্পন্নস্য মহেশ্বরপ্রসাদাল্লব্ধব্যাকরণবিদ্যস্য সিদ্ধবাগ্‌বিভবস্য ব্যাকরণস্রষ্টুস্তস্য পাণিনের্ব্যাকরণাশুদ্ধিঃ কদাপি সম্ভবেৎ কিমু ইতি। যদি নাম গৃহ্যেতিপদং তেনৈব পাণিনিনা প্রযুক্তং স্যাৎ, তর্হি তৎপ্রয়োগবলাদেব সাধ্বিতি কথং ন মন্যেতেতি চ; প্রয়োগা অপি হি পাণিনিকাত্যায়নপতঞ্জলীনাং সাধুত্বনিয়ামকা ভবন্ত্যেবেত্যুররী-ক্রিয়ত এব সর্ব্বৈঃ।" ঠিক কথা। তন্ত্রবার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

> "অভিযুক্ততরা যে যে বহুশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
> তে তে যত্র প্রযুঞ্জীরন্ স সোঽর্থস্তত্ত্বতো ভবেৎ॥"

তারপর প্রবন্ধান্তে সামশ্রমিমহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তদেবং যত ইদং গৃহ্যেতি পদং ন কোঽপি সাধু মন্যতে, অতোঽপি জ্ঞায়তে নেদং ব্যাকরণাচার্য্যেণ তেন পাণিনিনা প্রযুক্তম্, ন চ পতঞ্জলিপূর্ব্বকালীনেনাপি কেনচিদিতি।" (পৃঃ ১১৮)। অতএব পূর্ব্বপক্ষিগণ পাতালবিজয় লইয়া সূত্রকার পাণিনির প্রতি যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

যতদূর দেখা গেল তাহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণ না থাকিলে আমরা প্রাচীন ঋষিদের মনোভাব স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। বেদপাঠে আবার নিরুক্তসহকৃত ব্যাকরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। নিরুক্তের সহিত ব্যাকরণের ঘনিষ্ঠতাহেতু মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন—"তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকঞ্চ"। (১।১৫)। মন্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতীত মন্ত্র সম্যক্ ফলদায়ক হয় না এবং মন্ত্রার্থজ্ঞানের জন্য নিরুক্তশাস্ত্র নিতান্ত আবশ্যক। যাস্কের মতে নিরুক্তশাস্ত্র ব্যাকরণের অত্যন্ত স্বার্থসাধক। অতএব মহর্ষি যাঁস্কের ন্যায় প্রমাণপুরুষকর্ত্তৃক মন্ত্রার্থজ্ঞানে নিরুক্তের ন্যায় ব্যাকরণেরও উপযোগিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল-প্রমাণ বেদ। বেদের মন্ত্রই পুরুষার্থলাভের উপায়। স্বর এবং সংস্কারের জ্ঞান ব্যতীত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

স্বর-সংস্কারের জ্ঞানও আবার ব্যাকরণসাপেক্ষ। সুতরাং ব্যাকরণশাস্ত্রই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান সহায়। সেইজন্য বাক্যপদীয়গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।
প্রথমং ছন্দসামঙ্গমাহু র্ব্যাকরণং বুধাঃ॥"

বৈদিক শব্দরাশির আকৃতি ব্যবস্থা শক্তি যোগ্যতা সংস্কার এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধাদি স্মরণপূর্ব্বক লৌকিকশব্দসমূহ সামান্যতঃ অনুশাসন করিবার জন্য ঋষিগণ যে সকল নিয়ম সূত্রারূঢ় করিয়াছেন তাহাদের স্মৃতিপদবাচ্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। তন্ত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বপক্ষিগণ মুনিত্রয়োক্ত প্রয়োজন-প্রপঞ্চের প্রতিবাদ করিলেও সিদ্ধান্তপক্ষে কুমারিলভট্ট ব্যাকরণের স্মৃতিত্বপ্রতি-পাদনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণত্বে হেতুপূর্ব্বং নিরূপিতে।
অঙ্গানামপ্রমাণত্বমশাস্ত্রত্বং চ কো বদেৎ॥
....
অথাপি স্মৃতিশব্দেন নাঙ্গানামভিধেয়তা।
তথাঽপ্যেষাং ন শাস্ত্রত্ব-প্রমাণত্বনিরাক্রিয়া॥
পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্॥
ইতি হি তুল্যবৎ প্রামাণ্যস্মরণম্॥"

(পৃঃ ২৩৭, কাশী সংস্করণ)।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থেও ব্যাকরণ নানাস্থানে স্মৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বেদমূলকতা না থাকিলে উহা কখনও স্মৃতিপদবাচ্য হয় না। এই ব্যাকরণ-স্মৃতি আবহমানকাল প্রচলিত থাকিলেও এখন তৎসংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থান্তরের অভাবহেতু আমাদের ত্রিমুনিব্যাকরণই ব্যাকরণস্মৃতির স্থান অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য উক্ত ত্রিমুনিব্যাকরণ (Tripartite Grammar) এখন বেদাঙ্গমাহেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার সূত্রকর্ত্তা পাণিনি, বার্ত্তিককর্ত্তা কাত্যায়ন এবং ভাষ্যকর্ত্তা পতঞ্জলি। কিন্তু ব্যাকরণ অনাদি এবং অপৌরুষেয় বেদের অঙ্গ বলিয়া এই তিনজনের কেহই উহার কর্ত্তা নহেন। অতএব পাণিনি কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি তত্তৎপ্রকাশিত শাস্ত্রের স্মর্ত্তা এবং প্রবক্তা, কর্ত্তা নহেন। ভাল, তবে কেন বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন—'সিংহো ব্যাকরণস্য কর্ত্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনেঃ'? আর স্কান্দেই বা স্মৃত হয় কেন—"মহর্ষয়ো ব্যাকরণং নিরাহুঃ"? (উপোদ্‌ঘাত-

পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য)। ইহা সামান্য প্রশ্ন। ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্তভট্ট ইহার উত্তর দিয়াছেন—"নন্বক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতো বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় আসীৎ? অত্যল্পমিদমুচ্যতে। জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ? পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপাদিতানি? পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি? আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপবিস্তরবিবক্ষয়া তু তাংস্তাংস্তত্র তত্র কর্ত্তৄনাচক্ষতে।" অর্থাৎ 'অক্ষপাদের পূর্ব্বে বেদের প্রামাণ্য কিরূপে নির্ণীত হইয়াছিল? ইহা নিতান্ত তুচ্ছ প্রশ্ন। জৈমিনির পূর্ব্বে কে বেদব্যাখ্যা করেন বা পাণিনির পূর্ব্বে কে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন বা পিঙ্গলের পূর্ব্বে কে ছন্দঃসূত্র রচনা করেন—এই জাতীয় প্রশ্ন কখনই সঙ্গত নহে, কারণ এ সকল বিদ্যা বেদের ন্যায় আদি সর্গ হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সুতরাং ঋষিগণ উহাদের প্রবক্তা, কর্ত্তা নহেন। তবে কোন কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত এবং কোন কোন প্রবচন বিস্তৃত বলিয়া সেই সেই প্রস্থানের প্রবক্তৃগণ সাধারণভাবে কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।' এইরূপ চিন্তাধারা লইয়া অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিকার সদানন্দও বলিয়াছেন—"গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্রস্মারকত্বমেব শ্রূয়তে ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বম্। তদুক্তম্—'ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ' ইতি।" অভিপ্রায় এই যে, 'গৌতমাদি ঋষিগণ তত্তৎপ্রকাশিত শাস্ত্রের স্মর্ত্তা, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ত্তা নহেন। কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মা হইতে ঋষিপর্য্যন্ত সকলেই স্মারক, কেহই কারক নহেন।' ইহাতে মহাভাগবতপুরাণের কথা মনে পড়ে—

"স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদো গীতঃ সনাতনঃ।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ॥"

মানুষের জ্ঞান দুইপ্রকার—সিদ্ধ এবং সাধ্য। যে জ্ঞান অভ্যাস ব্যতিরেকে জন্মে তাহা সিদ্ধ বা সহোত্থ, যেমন—ক্ষুৎপিপাসাদি বিষয়জ্ঞান। আর যে জ্ঞান অভ্যাসাদির দ্বারা অধিগত হয় তাহা সাধ্য অর্থাৎ সম্পাদ্য। সাধ্যজ্ঞান দ্বিবিধ—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পার্থক্য দেখাইবার জন্য অমরসিংহ বলিয়াছেন—"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।" অতএব ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান, আর তদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই দুইটার মধ্যে জ্ঞানই মুখ্য এবং বিজ্ঞান গৌণ। জ্ঞানের মুখ্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য আচার্য্যেরা বলেন—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥"

এমন কি, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

জ্ঞানার্থ দৃশ্ ধাতুনিষ্পন্ন দর্শনশব্দের অর্থ হইতেছে—জ্ঞানের করণ বা দ্বার। দর্শনশব্দের অর্থ এরূপ হইলে ব্যাকরণ যে শব্দবিষয়ক জ্ঞানের করণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্।
পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রচক্ষতে॥" (বাক্যপ০ ১।১৪)।

অতএব ব্যাকরণকে দর্শন বলা অসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ দর্শনের ঐ লক্ষণ ইহাতে চরিতার্থ হইয়াছে।

দর্শন দ্বিবিধ—আস্তিকদর্শন এবং নাস্তিকদর্শন। যাহা বেদাবলম্বনপূর্ব্বক বেদগম্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়ও সূচনা করে তাহা আস্তিকদর্শন। আর যাহা বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরের সত্তাদি প্রতিপাদন বা প্রত্যাদেশ করে তাহা নাস্তিকদর্শন।

ব্যাকরণ আস্তিকদর্শন। ইহাতে বেদের প্রাধান্য কখনও ক্ষুণ্ন হয় নাই। ইহার সাহায্যে শব্দজ্ঞান হইলে শব্দব্রহ্ম অধিগত হন। শব্দব্রহ্ম লাভ করিলে পরব্রহ্মও পাওয়া যায়। কারণ শ্রুতির ঘোষণা আছে—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি" (মৈঃ উ)। দ্বারদ্বারিভাবে শব্দজ্ঞানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্ব শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায় ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্ব্বণাম্।
ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ॥" (বাক্যপ০ ১।১৬)।

যদি কেহ শব্দব্রহ্ম লাভ করিবার পর ভাগ্যবশতঃ ক্রমোন্নতির অভাবহেতু পরব্রহ্ম লাভ করিতে না পারেন তথাপি তাঁহার ব্যাকরণজনিত শব্দজ্ঞান নিষ্ফল হয় না। কারণ তদ্দ্বারা শব্দবিৎ পণ্ডিতের স্বর্গাদিসুখ সুলভ হইয়া থাকে। সেইজন্য স্মৃতি বলিয়াছেন—

"নাকমিষ্টসুখং যান্তি সুযুক্তৈ র্বড়বারথৈঃ।
অথ পৎকাষিণো যান্তি যেঽচীকমতভাষিণঃ॥"

ঠিক কথা। শুনা যায়—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।

যাহাই হউক, এই সকল কারণবশতঃ আমরা ব্যাকরণকে দর্শন বলিয়াই মনে করি।

বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা এবং তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করা—এই দুইটাই দর্শনের প্রধান লক্ষণ। ব্যাকরণে উক্ত দুইটি লক্ষণই বর্ত্তমান। ব্যাকরণজ্ঞানদ্বারা শব্দব্রহ্ম অধিগত হন এবং শব্দব্রহ্ম অধিগত হইলে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ সাধিত হয় বলিয়া প্রাগুক্ত দ্বিতীয় লক্ষণটী ইহাতে চরিতার্থ হইয়াছে। আর বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা দূরে থাকুক্, বেদের সহিত ব্যাকরণের অঙ্গাঙ্গিভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এইরূপ বস্তুবৃত্ত বুঝিয়া গণরত্নমহোদধিপ্রণেতা বর্দ্ধমানোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"লৌকিকব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ।
বৈদিকেষু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ত্ততাম্॥"

(পৃঃ ২৯১, সর্ব্বদর্শন সং)।

পতঞ্জলিও ব্যাকরণসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সর্ব্ববেদপারিষদং হীদং শাস্ত্রম্" এবং "ব্যাকরণং নামেয়মুত্তরা বিদ্যা।" সুতরাং দর্শনের প্রথম লক্ষণও ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। এইজন্য আমাদের মতে ব্যাকরণকে দর্শনশাস্ত্র বলা অসঙ্গত নহে। কেবল আমাদের মতে কেন, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে স্বয়ং মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন—"পাণিনিদর্শনম্"।

দর্শনশাস্ত্র স্মৃতি হইলেও বেদের উপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত, কিন্তু ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। আপস্তম্বীয়ধর্ম্মসূত্রে স্মৃত হইয়াছে—"ষড়ঙ্গো বেদঃ। ছন্দঃ কল্পো ব্যাকরণম্..." (২।৮।১০-১১)। ইহার টীকায় কথিত হইয়াছে—"ষড়্ভিরঙ্গৈর্যুক্তো বেদোঽত্র গৃহ্যত ইতি।...ব্যাকরণমর্থবিশেষমাশ্রিত্য পদমন্বাচক্ষাণং পদপদার্থ-প্রতিপাদনেন বেদস্যোপকারকং বিদ্যাস্থানম্।" (উজ্জ্বলা)। নিরুক্তে ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন--"সমাম্নাসিষু র্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ" (পৃঃ ৯০, দাধিমথ-সংস্করণ)। ইহাতে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"সমাম্নাসিষুঃ সমাম্নাতবন্তঃ।... বেদং চ বেদাঙ্গানি চ। তদ্ যথা—একবিংশতিধা বাহ্ব্চম্, একশতধা আধ্বর্য্যবম্, সহস্রধা সামবেদম্, নবধা আথর্ব্বণম্। বেদাঙ্গান্যপি। তদ্ যথা—ব্যাকরণমষ্টধা, নিরুক্তং চতুর্দ্দশধা ইত্যেবমাদি।" ব্যাকরণ আবার সাধারণ অঙ্গ নহে, মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ের উপকারক বলিয়া ইহা বেদের মুখস্বরূপ। শিক্ষা-শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—"শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্"।

এইজন্য পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—'প্রধানং ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্'। স্মৃতিকার ভগবান্ গৌতমমুনি ষড়ঙ্গের বেদতুল্যতা কল্পনা করিয়াছেন। সেই-জন্য ভাট্টদীপিকার প্রভাবলীতে লিখিত হইয়াছে—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং ষড়ঙ্গমেক ইতি গৌতমস্মৃতেঃ স্পষ্টমেব তেষাং বেদত্বমপি প্রতিপাদিতম্।" ভগবতী শ্রুতি আবার ব্যাকরণকে বেদের বেদ বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৭।১)। ইহাতে ঋষির কথা মনে পড়ে—"সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্‌সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্রতারকাবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ" (মহাভাষ্য পৃঃ ১৩২, প্রথম খণ্ড—নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

এরূপ অবস্থায় আমরা সেই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মরাশিকে লোকসিদ্ধ দর্শন-পদে স্থাপন করিয়া কি অপরাধী হইলাম? যাহাই হউক্, এখন ব্যাসদেবের আক্ষেপোক্তি মনে পড়ে—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতং
স্তুত্যাঽনির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং চ বিনাশিতং * ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

---

* তারাকুমার কবিরত্নকর্ত্তৃক প্রকাশিত পঞ্চামৃতে 'বিনাশিতং'স্থলে 'নিরাকৃতং'পাঠ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মূলের পাঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগরমহোদয়কর্ত্তৃক মুদ্রিত প্রপন্নগীতায় দৃষ্ট হইবে। প্রপন্নগীতা পাণ্ডবগীতার নামান্তর।

তৃতীয় স্তবক

ব্যাকরণের প্রয়োজন এবং সম্বন্ধাদি প্রতিপাদিত হইল সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের বিষয় কি—তাহাও সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। পদসংহিতাদির স্বরূপনির্দ্দেশই ব্যাকরণের বিষয়। পাণিনিসম্প্রদায়ের পরিভাষাদি অবলম্বন করিয়া উহাদের স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। পদসংহিতাদির মধ্যে প্রথমতঃ সূচীকটাহন্যায়ে সংহিতার আলোচনাই কর্ত্তব্য। সংহিতা সন্ধি। বর্ণদ্বয়জাত বর্ণবিকারবিশেষ অর্থাৎ স্বরের সহিত স্বরের এবং ব্যঞ্জন বা স্বরের সহিত ব্যঞ্জনের সংশ্লেষকে সন্ধি বলে। প্রাচীনেরা বলিতেন—"অর্দ্ধমাত্রোচ্চারণ-কালেনাব্যবহিতয়ো র্বর্ণয়ো র্দ্রুততরোচ্চারণং সন্ধিঃ। অতএব শ্লোকার্দ্ধয়ো র্মন্ত্রার্দ্ধয়ো র্বা ন সন্ধিঃ, অত্রার্দ্ধমাত্রোচ্চারণকালব্যবধানস্যোচিতত্বাৎ"। অর্থাৎ 'অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণকালদ্বারা অব্যবহিত বর্ণদ্বয়ের যে দ্রুততর উচ্চারণ তাহার নাম সন্ধি। এই নিয়মানুসারে শ্লোকার্দ্ধের বা মন্ত্রার্দ্ধের সন্ধি হয় না, কারণ ঐ ঐ স্থলে অর্দ্ধমাত্রোচ্চারণকালের ব্যবধানই উপদিষ্ট।' বৈয়াকরণদের মতে বর্ণের গমন, আগমন, তদুভয় অর্থাৎ গমনাগমন, অনুভয় অর্থাৎ গমনাগমনের অভাব, পরিবর্ত্তন এবং সমুচ্চয়ভেদে সন্ধি ছয়প্রকার হইতে পারে। আবার দৃষ্টিবিশেষে সন্ধি পাঁচপ্রকার—স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, প্রকৃতিসন্ধি, অনুস্বারসন্ধি এবং বিসর্গসন্ধি। হ্রস্বমাণ্ডূকেয় বলেন—অক্ষরের লাঘব এবং শব্দের দ্রুততর উচ্চারণাদিই সন্ধির পরম প্রয়োজন।

মন্ত্রব্রাহ্মণাভিধেয় বেদ, উপনিষৎ, ঋগাদিপ্রাতিশাখ্য, গাণী, পদগাঢ় এবং উপলেখসূত্রাদি গ্রন্থসমূহে অল্পবিস্তরভাবে সন্ধির বিষয় উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন ঋষিরা বলিতেন—"পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা। পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা।" ঋষিদের এই দুইটী বাক্য যাস্কের নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমবাক্যার্থ সম্বন্ধে দুর্গাচার্য্য বলেন—"পরঃ প্রকৃষ্টো যঃ সন্নিকর্ষঃ সংশ্লেষঃ, পরস্পরেণ স্বরাণাং স্বরাধিরূঢ়ানাং চ ব্যঞ্জনানাং সা সংহিতেত্যুচ্যতে।" দ্বিতীয় বাক্যস্থ 'পদপ্রকৃতি'শব্দে ষষ্ঠীতৎপুরুষ বা বহুব্রীহি সমাস করা যায়। যাঁহারা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে সংহিতাই প্রকৃতি, আর পদ তাহার বিকার। কিন্তু যে সম্প্রদায় উহাতে বহুব্রীহি সমাস মনে করেন তাঁহাদের মতে পদই প্রকৃতি, আর সংহিতা তাহার বিকার। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের যুক্তি এই যে, সংহন্যমান

পদ হইতে যখন সংহিতার উৎপত্তি, তখন পদের প্রকৃতিত্ব এবং সংহিতার বিকারত্ব বলাই উচিত। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় বলেন, সংহিতার বিশ্লেষণে যখন পদের আবির্ভাব হয় তখন সংহিতাই প্রকৃতি এবং পদই তাহার বিকার। এরূপ বলিবার আরও একটী হেতু এই যে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মুখারবিন্দ হইতে সংহিত পদসমূহই অভিব্যক্ত হইয়াছিল এবং যজ্ঞকর্ম্মেও ঐরূপ পদেরই বিনিয়োগ চিরকাল হইয়া আসিতেছে। এইজন্য বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে অধ্যেতৃ-গণকে প্রথমে সংহিতার উপদেশ দেওয়া হয়। এই মতবাদ অবলম্বন করিয়া দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের "পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা" এই বাক্যাংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১।১৭।৪, পৃঃ ৮৩, দাধিমথ সং)।

শৌনকীয় ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার উবটাচার্য্য দুর্গাচার্য্যোক্ত মতের বিরোধী। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের দ্বিতীয়পটলের প্রারম্ভে "সংহিতা পদপ্রকৃতিঃ" এই বাক্যাংশ লইয়া তিনি বলেন—পদই প্রকৃতি, সুতরাং সংহিতা তাহার বিকার। ইহার উত্তরে দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"সময়মাত্রমিতরৎ স্বশাস্ত্রনিয়ত-মেব। যদুক্তং 'পদপ্রকৃতীতি সর্ব্বচরণানাং পার্ষদানি', তেম্বেব হি ব্যাখ্যায়-মানেষু পদানাং প্রকৃতিত্বং ভবতি, ন সর্ব্বত্রৈব। তস্মাৎ সংহিতৈব প্রকৃতি-রিত্যেতদেব সাধীয় ইতি।"

পাণিনি বলিয়াছেন—"পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা" (১।৪।১০৯)। বলাই বাহুল্য, সূত্রটী পাণিনিপ্রণীত নহে। উহা প্রাচীন স্মৃতির অনুস্মরণমাত্র, কারণ যাস্কের নিরুক্তেও পূর্ব্বাচার্য্যদের বাক্যরূপে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১।১৭।৪)। "সংহিতায়াম্" (৬।১।৭২) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা অষ্টাধ্যায়ীতে সন্ধিবৃত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা পদের বিকারত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সংহিতাকে প্রকৃতি বলেন তাঁহাদের মতে সন্ধিযোগ্যস্থলে সন্ধি না করিলেই বিসন্ধিদোষ হইয়া থাকে। দণ্ডী এই সম্প্রদায়ের লোক। কাব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন—

"ন সংহিতাং বিবক্ষামীত্যসন্ধানং পদেষু যৎ।
তদ্ বিসন্ধীতি নির্দ্দিষ্টং ন প্রগৃহ্যাদিহেতুকম্॥" (১৫৯)।

আর যাঁহারা সংহিতাকে বিকার বলিয়া পদের প্রকৃতিত্ব কল্পনা করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—

"সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসে চৈব সা নিত্যা বাক্যে সা স্যাদ্ বিভাষয়া॥"

অথবা—

"সমাসে চৈব সা নিত্যা সৈবান্যত্র বিভাষয়া।"

কেহ বা বলেন—

"সন্ধিরেকপদে নিত্যো নিত্যো ধাতূপসর্গয়োঃ।
সূত্রেষু চ ভবেন্নিত্যঃ সোঽন্যত্রৈব বিভাষিতঃ॥"

বর্ণলাঘবাদির জন্য সূত্রাদিতে সন্ধির অবশ্যকর্ত্তব্যতা সকলে স্বীকার করেন না। সেইজন্য হরিনামামৃতব্যাকরণে শ্রীজীব গোস্বামী একটী প্রাচীন কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"সন্ধিরেকপদে নিত্যং নিত্যং ধাতূপসর্গয়োঃ।
অনিত্যং সূত্রনির্দ্দেশেঽন্যত্র চানিত্যমিষ্যতে॥"

ভ্রমনিবারণের জন্য সূত্রে সন্ধ্যভাব প্রায়শঃ উপলব্ধ হয়। এমন কি, কাতন্ত্রের "ঐ আব্" (সন্ধি ৩৮) প্রভৃতি সূত্রে সন্ধির অভাব আছে। ইহাতে বৃত্তিকার বলিয়াছেন—"এতেষু বিসন্ধিঃ পৃথগ্ যোগশ্চ স্পষ্টার্থঃ।" শ্লোকে সন্ধি অবশ্যকর্ত্তব্য হইলেও স্থলবিশেষে এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়, তবে উহা প্রায়শঃ পাদপূরণাদির নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। বৃদ্ধব্যবহারে বোধসৌকর্য্যাদির জন্যও সন্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"সন্ধ্যকরণং শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যার্থম্"। প্রয়োগরত্নমালায় পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যভাবঃ পৌনরুক্ত্যং বিভক্তীনাং চ লোপনম্।
ব্যাখ্যেয়ব্যাখ্যয়োরৈক্যং সুখবোধকৃতে কৃতম্॥"

বিভক্তিযুক্ত প্রকৃতির নাম পদ। পদ দ্বিবিধ—সুবন্ত ও তিঙন্ত। পদ যদি কেবল দুইপ্রকার হয়, তবে কেন প্রকীর্ণকে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাঽপি বা।
অপোদ্ধৃত্যৈব বাক্যেভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবৎ॥" (বাক্যপ০ ৩।১)।

ইহাতে কোনও বিরোধ হয় নাই। মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—"কর্ম্মপ্রবচনীয়েন বৈ পঞ্চমেন সহ পদস্য পঞ্চবিধত্বমিতি হেলারাজো ব্যাখ্যাতবান্। কর্ম্মপ্রবচনীয়াস্তু ক্রিয়াবিশেষোপজনিতসম্বন্ধাবচ্ছেদহেতব ইতি সম্বন্ধবিশেষ-

দ্যোতনদ্বারেণ ক্রিয়াবিশেষদ্যোতনাত্বুপসর্গেষ্বেবান্তর্ভবন্তীত্যভিসন্ধায় পদচাতুর্বিধ্যং ভাষ্যকারেণোক্তং যুক্তমিতি বিবেক্তব্যম্।" এ সকল কথার প্রপঞ্চপূর্ব্বক টীকাকার লিখিয়াছেন—"যথা পদার্থাবগতয়ে প্রকৃতিপ্রত্যয়াঃ পদেভ্যঃ পৃথক্ কল্প্যন্তে তথা বাক্যার্থাবগতয়ে বাক্যেভ্যোঽপি পদানি পৃথক্ কল্প্যন্তে। তচ্চ পৃথক্কল্পিতং পদজাতং নামাখ্যাতভেদেন দ্বিধেতি কৈশ্চিদুচ্যতে। উপসর্গ-নিপাতয়োঃ পৃথগ্ গণনায়াং চতুর্ধেতি। কর্ম্মপ্রবচনীয়ানাং পৃথগ্ গণনায়াং পঞ্চধেত্যর্থঃ"।

পদের নিরুক্তি হইতেছে—'পদ্যতে গম্যতেঽনেনেতি পদম্'। পদজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক, কারণ উক্তি আছে—'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত'। পদসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—'প্রকৃতিবিভক্তিসাধিতত্বং পদত্বম্'। অর্থাৎ ধাতু বা শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলে তাহাকে পদ বলে। কোনও কোন ব্যাকরণে উক্ত হইয়াছে—"বিভজ্যন্তে পৃথক্ ক্রিয়ন্তে কর্ত্তৃকর্ম্মাদয়ো যয়া সা বিভক্তিঃ"। দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—'অর্থস্য বিভঞ্জনাদ্ বিভক্তিঃ'। বিভক্তি প্রত্যয়েরই অন্তর্গত। যাহার উত্তর কোনও প্রত্যয় করা হয় তাহাই প্রকৃতি। কাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'প্রত্যয়াৎ প্রথমং ক্রিয়ত ইতি প্রকৃতিঃ'। প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের আদি মধ্য বা অন্তে যাহা আগমন করে তাহার নাম আগম। উক্তিও আছে—"বর্ণোপস্থিতিরাগমঃ"। শাব্দিকগণ বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং প্রত্যয়ং চাপি যো ন হন্তি স আগমঃ"। সুবোধায় দুর্গাদাস একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্যাপি সম্বন্ধো যো ভবন্নপি।
তয়োরনুপঘাতী স্যাদাগমঃ স বুধৈর্মতঃ॥"

আর প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের যে রূপান্তরপ্রাপ্তি তাহার নাম আদেশ। সেই জন্য বলা হয়—"রূপান্তরাপত্তিরাদেশঃ"। শাব্দিকগণ বলিয়াছেন—"আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য বা"। আগমাদি লইয়া আপিশলীয় সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—

"আগমোঽনুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দ্দনাৎ।
আদেশস্তু প্রসঙ্গেন* লোপঃ সর্ব্বাপকর্ষণাৎ॥"

প্রকৃতি দুইপ্রকার—নাম ও ধাতু। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

* 'প্রসঙ্গো নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ'।

"নিরুক্তা প্রকৃতি র্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।
যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নো নাতিরিচ্যতে॥"

সুতরাং প্রাতিপদিকই নাম। কাতন্ত্রমতে লিঙ্গ ইহার একটী পর্য্যায়। নামসম্বন্ধে যাস্ক বলিয়াছেন—"সত্ত্বপ্রধানানি নামানি"। এস্থলে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"লিঙ্গসংখ্যয়োরত্র সদ্‌ভাব ইতি সত্ত্বম্"। (নিরুক্তবৃত্তি—পৃঃ ১২, দাধিমথ সংস্করণ)। নামসম্বন্ধে পদবিৎপণ্ডিতগণ বলেন—

"শব্দেনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে।
তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহু র্মনীষিণঃ॥"

নাম এবং বিভক্তির অর্থসম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন—

"অষ্টৌ যত্র প্রযুজ্যন্তে নানার্থেষু বিভক্তয়ঃ।
তন্নাম কবয়ঃ প্রাহু র্ভেদে বচনলিঙ্গয়োঃ॥
নির্দ্দেশঃ কর্ম্ম করণং প্রদানমপকর্ষণম্।
স্বাম্যর্থোঽথাধিকরণং বিভক্ত্যর্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(নিরুক্তবৃত্তি—পৃঃ ১৩, দাধিমথ সং)।

নামের অর্থসম্বন্ধে রামতর্কবাগীশের টীকায় পাণিনীয় সম্প্রদায়ের একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

"স্বার্থো দ্রব্যং চ লিঙ্গং চ সংখ্যা কর্ম্মাদিরেব চ।
অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ॥"

(মুগ্ধবোধ—পৃঃ ৩৮৩, গুরুনাথ সং)।

স্বার্থ অর্থাৎ বিশেষণ। তর্কবাগীশ বলেন—"গৌ র্নিত্যা ইত্যত্র স্বরূপং বিশেষণত্বাৎ স্বার্থঃ"। ইহা জাতি বা আকৃতি বলিয়াও প্রসিদ্ধ। মহাভাষ্যের পস্পশায় পতঞ্জলিপ্রোক্ত আকৃতিশব্দের উপর উদ্দ্যোতকার বলিয়াছেন—"আকৃতি র্জাতিঃ সংস্থানং চ। আক্রিয়তে ব্যবচ্ছিদ্যতে স্বাশ্রয়োঽনয়েতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ"। "সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ" (১।২।৬৪) এই পাণিনীয়সূত্রের উপর কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"আকৃত্যভিধানাদ্ বৈকং বিভক্তৌ বাজপ্যায়নঃ" (৩৫ বার্ত্তিক)। দ্রব্য ব্যক্তির নামান্তর। ঐ সূত্রের উপর আরও একটী বার্ত্তিক আছে—"দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ" (৪৫)। ইহাতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে"। তর্কবাগীশ বলিয়াছেন—"গৌঃ সুন্দর ইত্যাদৌ তু শক্যাশ্রয়তয়া ব্যক্তিরেব দ্রব্যম্, জাতিস্তু স্বার্থ ইতি।" (মুগ্ধবোধ—পৃঃ ৩৮৩, গুরুনাথ সং)।

লিঙ্গ স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাদি। সংখ্যা একত্বাদি। কর্ম্মাদি অর্থাৎ কারক। কিন্তু কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহ চান্দ্রসম্প্রদায়ের একটী প্রাচীন কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"শব্দৈরেভিঃ প্রতীয়ন্তে জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াঃ।
চাতুর্ব্বিধ্যাদমূষাং তু শব্দ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥" (কাতন্ত্র—নাম ১।১)।

চান্দ্রগণ এরূপ বলিয়াছেন, কারণ মহাভাষ্যের পস্পশায় লিখিত আছে—"অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দ? কিং যত্তৎসাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণ্যর্থরূপং স শব্দঃ? নেত্যাহ। দ্রব্যং নাম তৎ। যত্তর্হি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং নিমিষিতং স শব্দঃ? নেত্যাহ। ক্রিয়া নাম সা। যত্তর্হি তচ্ছুক্লো নীলঃ কৃষ্ণঃ কপিলঃ কপোত ইতি স শব্দঃ? নেত্যাহ। গুণো নাম সঃ। যত্তর্হি তস্মিন্নেষভিন্নং ছিন্নেষচ্ছিন্নং সামান্যভূতং স শব্দঃ? নেত্যাহ। আকৃতি র্নাম সা। ক স্তর্হি শব্দঃ? যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ।" (পৃঃ ১, কীল্‌হর্ণ্)। শব্দবিচারে পতঞ্জলির শরণি দেখিয়া উক্ত হইয়াছে—"চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ"।

দুর্গসিংহোক্ত শ্লোকে 'স্বার্থ'শব্দের উপেক্ষাহেতু তর্কবাগীশোদ্ধৃত শ্লোকের সহিত ইহার বিরোধ আসিয়াছে। সেইজন্য কবিরাজ বলিয়াছেন—"সত্যং নেয়মপরকল্পনা, কিন্তু স্বার্থো দ্রব্যঞ্চেত্যাদৌ যঃ স্বার্থঃ প্রবৃত্তিনিমিত্ত*স্বরূপোঽভিহিতস্তস্যৈব স্বার্থস্য প্রকর্ষেণ পুনশ্চতুর্দ্ধা ভেদো দর্শিতঃ"। শ্লোকে 'জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়া' থাকিলেও দুর্গসিংহ তদ্‌ব্যাখ্যাবসরে 'জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্য'—এইরূপ বলিয়া ক্রমভঙ্গ করিয়াছেন। কারণ কাব্যাদর্শের দীপকচক্রে লিখিত আছে—

"জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যবাচিনৈকত্রবর্ত্তিনা।
সর্ব্ববাক্যোপকারশ্চেৎ তদাহুর্দীপকং যথা॥"† (২।৯৭)।

ইহা দেখিয়া কৌমারসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি হইয়াছে—

"জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যৈঃ স্বভাবাখ্যানমীদৃশম্।
দণ্ডিনো মতমাশ্রিত্য দুর্গেণাপীত্যুদাহৃতম্॥"

---

* প্রবৃত্তিনিমিত্ত = The reason for the use of any term in the particular significations which it bears. Hence—বাচ্যার্থ, শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম।

† "If (an expression) standing in one place and denoting either genus or activity or quality or individual can (syntactically) serve a number of sentences, that is called 'Illuminator'." BELVALKAR.

অতএব এস্থলে দুর্গসিংহ দণ্ডিপ্রণীত কাব্যাদর্শের অনুগমন করিয়াছেন। এই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন—দণ্ডীর ন্যায় কালাপকগণও চতুষ্টয়বাদী। দণ্ডী কিন্তু নামার্থনির্ণয়ের জন্য ঐরূপ বলেন নাই, কারণ শাব্দী প্রবৃত্তি দ্বারা দীপকের বর্ণন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। দীপক-চক্রে যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাই এ কথা সমর্থিত হইবে। অতএব দণ্ডী চতুষ্টয়বাদী কি পঞ্চকবাদী তাহা ঐ শ্লোক হইতে জানা যায় না।

শাব্দিকদের মধ্যে 'জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়া' এই চারিটী লইয়া কোনও চতুষ্টয়বাদী সম্প্রদায় ছিল না। ব্যাঘ্রপাৎ চতুষ্টয়বাদী, কিন্তু তিনি 'জাতি-দ্রব্যলিঙ্গসংখ্যা' এই চারিটীকেই প্রাতিপদিকার্থ বলিতেন। কিরূপে আমাদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছিল তাহার পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে।

পুরাকালে দুইটী ঋষিসম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়। তন্মধ্যে বাজপ্যায়নমুনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাঁহারা বলিতেন—"জাতিঃ প্রাতিপদিকার্থঃ, দ্রব্যাদয়স্তু বিভক্ত্যর্থাঃ"। আর শৌনকাদির সময়ে ব্যাড়ি যে সম্প্রদায়ে ছিলেন তাঁহারা বলিতেন—"দ্রব্যং প্রাতিপদিকার্থঃ, স্বার্থাদয়স্তু বিভক্ত্যর্থাঃ"। তারপর পাণিনি মুনি উভয়মতের সামঞ্জস্য করিলেন। সেইজন্য উক্তি আছে—

"ইহ জগতি সংসারে পদার্থো ভিদ্যতে দ্বয়ম্।
ক্বচিদ্ ব্যক্তিঃ ক্বচিজ্জাতিঃ পাণিনেস্তূভয়ং মতম্॥"

পাণিনির পর কাত্যায়ন বলিলেন, জাতি দ্রব্য এবং লিঙ্গ এই তিনটীকেই প্রাতিপদিকার্থ বলিতে হইবে, সুতরাং সংখ্যাদি বিভক্ত্যর্থ। জয়াদিত্য বামন এবং শ্রীপতিদত্ত এই সম্প্রদায়ের লোক। কাত্যায়নের পর ব্যাঘ্রপাৎ আবার বলিলেন, জাতি দ্রব্য লিঙ্গ এবং সংখ্যা এই চারিটী দ্বারা প্রাতিপদিকার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, সুতরাং কেবল কারকেই বিভক্তির অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। কৈয়টাদি এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তারপর পতঞ্জলি জাতি দ্রব্য লিঙ্গ সংখ্যা এবং কারক—এই পাঁচটীকেই প্রাতিপদিকার্থ বলিলেন। প্রাতিপদিকার্থ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"শব্দেনোচ্চার্য্যমাণেন যদ্বস্তু প্রতিপাদ্যতে।
তস্য শব্দস্য তদ্বস্তু জ্ঞায়তামর্থসংজ্ঞয়া॥"

শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় রামাশ্রমাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ভাষ্যকারমতে পঞ্চকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ 'স্বার্থদ্রব্যলিঙ্গসংখ্যাকারকাণি' ইতি। যথা দধিমধ্বিত্যাদৌ বিনাপি বিভক্তিং প্রাতিপদিকাদেব তাবতামর্থানাং প্রতীতেঃ।" (পৃঃ ২৩৩, কাশীসংস্করণ)। এখন দেখা যাইতেছে, ঋষিদের মধ্যে 'জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াবাদী' বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও সম্প্রদায় ছিল না। কারণ শব্দের চতুষ্টয়ী প্রবৃত্তি লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কোনও মতভেদ উপলব্ধ হয় না। নবীনদের মধ্যে কিন্তু কেহ কেহ জাতি ও দ্রব্যের মূলতঃ কোনও ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—'ন তু জাত্যাদিনির্ম্মুক্তং বস্তু দৃষ্টং কদাচন'* ইত্যাদিন্যায়ানুসারে ভেদমুক্ত ব্যক্তিকে জাতিতে গ্রহণপূর্ব্বক জাতিব্যক্তিরও ভেদ লোপ করা যাইতে পারে। সেইজন্য তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—"যদ্যপি প্রয়োজননির্ব্বাহকারিতয়া ব্যক্তয়ো জাতে র্ভিন্না এব, তথাপি তা এব ব্যক্তয়স্তিরোহিতভেদা জাতিরুচ্যতে। যদুক্তম্—

'অর্থক্রিয়াকারিতয়া ভিন্না ব্যক্তয় এব হি।
তা এব ব্যক্তয়স্ত্যক্তভেদা জাতিরুদাহৃতা॥'

ইতি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবাদিমতেনোক্তম্।" (মুগ্ধবোধ—পৃঃ ৩৮৩, গুরুনাথ সং)। প্রকৃতপক্ষে "স্বার্থো দ্রব্যং চ……" ইত্যাদি শ্লোকে পাঁচটী স্বতন্ত্র পদার্থের উল্লেখ থাকিলেও কেবল দুইটীমাত্র সম্প্রদায় সূচিত হইয়াছে। সেইজন্য পাঁচটী সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়া বৈয়াকরণভূষণে লিখিত আছে—

"একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
নামার্থা ইতি সর্ব্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ॥"

বাজপ্যায়ন সম্প্রদায় একমাত্র জাতিবাদী, ব্যাড়ি সম্প্রদায় একমাত্র দ্রব্যবাদী, পাণিনি সম্প্রদায় উভয়বাদী, কাত্যায়ন সম্প্রদায় জাতিদ্রব্যলিঙ্গবাদী, ব্যাঘ্রপদীয় সম্প্রদায় জাতিব্যক্তিলিঙ্গসংখ্যাবাদী, আর পাতঞ্জল সম্প্রদায় পঞ্চকবাদী অর্থাৎ জাতিদ্রব্যলিঙ্গসংখ্যাকারকবাদী। অতএব উক্ত পাঁচটী পদার্থ লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন ঋষিসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যথোত্তরপ্রামাণ্যবাদানুসারে পাতঞ্জল সম্প্রদায়ই এখন বলবান্। সুষেণও স্থানান্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ সন্ধিবৃত্তিস্থ ৩৯ সূত্রীয় কবিরাজে লিখিত আছে—"পাণিনিকাত্যায়নভাষ্যকারাণা-

* শ্লোকবার্ত্তিক—প্রত্যক্ষসূত্র ১৪৪।

মুত্তরোত্তরপ্রামাণ্যমিতি স্মৃতেঃ। তদুক্তং ন্যাসকৃতা 'মুনিত্রয়াতিশায়িনো ভগবতো ভাষ্যকারস্য বচনং কথমুপেক্ষামহে' ইতি। অতো ভাষ্যকারবিরোধেন তেষামপ-প্রয়োগাদিতি ভাবঃ"। এরূপ অবস্থায় কবিরাজের মতে কালাপকগণকে পঞ্চবাদী বলিতে ইচ্ছা হয়। এদিকে আবার কৌমারসম্প্রদায়ে পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত কাত্যায়নমতানুসারে পদার্থত্রয়বাদী। পদার্থত্রয়বাদিগণ বলেন—"বার্ত্তিককারমত আদিতস্ত্রিকং প্রাতিপদিকার্থঃ, সংখ্যাকর্ম্মাদয়স্তু বিভক্ত্যর্থা ইতি।" (পৃঃ ২৩৩, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা)। অতএব বলিব—কবিরাজ পঞ্চকবাদী সম্প্রদায়ের মতেই ঐরূপ বলিয়াছেন, আর শ্রীপতিদত্ত পদার্থত্রয়বাদী সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়াছেন। অতএব 'জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়া'বাদী নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা সঙ্গত নহে। আর শ্রীপতিকে পদার্থত্রয়বাদী এবং কবিরাজমতে দুর্গসিংহাদিকে পঞ্চকবাদী বলিলে কোনও বিরোধ হয় না। কারণ পতঞ্জলি স্বয়ং পঞ্চকবাদী হইলেও কৈয়ট চতুষ্টয়বাদী ছিলেন।

কোনও কোন ব্যাকরণে লিখিত আছে—"জাতিব্যক্তিগুণবাচীনি প্রাতি-পদিকানি"। পাণিনি মুনি বলিয়াছেন—"অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্" (১।২।৪৫)। প্রাতিপদিক অর্থাৎ নাম।

নাম বহুবিধ। গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"উণাদ্যন্তং কৃদন্তং চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্।
শব্দানুকরণং চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥"

কিন্তু অব্যয়শব্দও প্রাতিপদিক বলিয়া অভিহিত। কারণ 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত' এই নিয়মানুসারে পদত্বসিদ্ধির জন্য অব্যয়শব্দেও বিভক্তি কল্পিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য উহার কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কারণ আথর্ব্বণী শ্রুতি বলিয়াছেন—

"সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥" (গোপথ ব্রাহ্মণ ১।১৬)।

কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্যে স্মৃত হইয়াছে—"ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতম্"। যে প্রকৃতি ক্রিয়ার বাচক তাহাকে ধাতুও বলে। উক্তি আছে—"ধাতু র্নাম ক্রিয়াবাচকো গণপঠিতঃ শব্দবিশেষঃ" অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক গণপঠিত শব্দবিশেষই ধাতু বলিয়া অভিহিত। ক্রিয়াসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"যাবৎ সিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেনাভিধীয়তে।
আশ্রিতকর্ম্মরূপত্বাৎ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে॥
....
গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে॥"
(হরিকারিকা—তৃতীয় কাণ্ড)।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'পদান্তরসমভিব্যাহারং বিনৈব সাধ্যত্বপ্রকারকপ্রতীতি-বিষয়ঃ, একফলোদ্দেশেন প্রবৃত্তপূর্ব্বাপরীভূতাবয়বকঃ, সঙ্কলনাত্মকবুদ্ধিবিষয়ী-কৃতো ব্যাপারসমূহঃ ক্রিয়া'। অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ভূবাদয়ো ধাতবঃ" (১।৩।১)। পাণিনির ধাতুপাঠে ধাতুসমূহ উপনিবদ্ধ আছে। ইহা ব্যতীত ৪২টী সৌত্রধাতু আছে। সেইজন্য কবিকল্পদ্রুমে বোপদেব বলিয়াছেন—"ধাতূনামিহ সৌত্রাণাং দ্বিচত্বারিংশদীরিতাঃ"। এই সকল ধাতু ধাতুপাঠে না থাকিলেও পাণিনির সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, যেমন—"স্তম্ভু-স্তুম্ভু-স্কম্ভু-স্কুম্ভু-স্কুঞ্ভ্যঃ শ্নুশ্চ" (৩।১।৮২)। এই সূত্র হইতে স্তম্ভুপ্রভৃতি চারিটী সৌত্র ধাতু পাওয়া যায়। শাকটায়ন-সম্প্রদায় শব্দমাত্রকেই ধাতুযোনি বলেন। গার্গ্যসম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন না। দৃষ্টিবিশেষে ধাতুসমূহের নানা বিভাগ হইতে পারে। উক্তিও আছে—

"প্রকৃত্যন্তঃ সনন্তশ্চ যঙন্তো যঙ্লুগেব চ।
ণ্যন্তো ণ্যন্তসনন্তশ্চ ষড়্‌বিধো ধাতুরুচ্যতে॥"

শ্লোকটী প্রায়োবাদ।

ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানাদিকালে কতকগুলি বিভক্তি হয়। এই সকল বিভক্তি পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই দুইভাগে বিভক্ত। বিভক্তির আকৃতি-সমূহ তিঙ্নামে অভিহিত। প্রথম বিভক্তি তিপের আদি অক্ষর তি এবং শেষ বিভক্তি মহিঙের অন্ত্যবর্ণ ঙ্ এই দুইটী বর্ণ লইয়া বৈয়াকরণেরা ধাতুবিভক্তির তিঙ্সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধাতুর অন্তে তিঙ্যোগ করিলে পদ নিষ্পন্ন হয়। এই ধাতুনিষ্পন্ন পদকে ক্রিয়াপদ বা তিঙন্তপদ বলে।

ধাতুসমূহ দশটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক একটী সম্প্রদায় এক একটী গণ বলিয়া অভিহিত। গণ দশটী—

"ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদি র্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ॥"

গণপঠিত ধাতুসমূহের কতকগুলি অকর্ম্মক এবং কতকগুলি সকর্ম্মক। সকর্ম্মক-ধাতুমধ্যে কতকগুলি দ্বিকর্ম্মক অর্থাৎ তাহাদের দুইটী করিয়া কর্ম্ম থাকে। ধাতুসম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে আলোচিত হইবে।

প্রকৃতির বিবরণ যথাসম্ভব দেওয়া হইল, এখন প্রত্যয়সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। বৈয়াকরণেরা বলেন—'যেনার্থঃ প্রতীয়তে স প্রত্যয়ঃ' অর্থাৎ যাহার যোগে প্রকৃতি অর্থপ্রকাশ করে তাহার নাম প্রত্যয়। সাংক্ষিপ্তসারকেরা বলেন—"প্রত্যায়য়ন্তীতি সুপ্‌তিঙ্‌কৃৎতদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ"। কিন্তু ধাত্ববয়বও প্রত্যয়বিশেষ। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় করিলে পুনরায় নূতন ধাতুর উৎপত্তি হয়, সেই সকল প্রত্যয়কে ধাত্ববয়ব বলে, যেমন—সন্‌কাম্যাদি। জগদীশ বলিয়াছেন—'বিভক্তিধাত্বংশকৃদ্‌ভ্যোঽন্যঃ প্রত্যয়স্তদ্ধিতঃ'। ধাত্বংশ অর্থাৎ ধাত্ববয়ব। অতএব প্রত্যয় পাঁচপ্রকার—বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী এবং ধাত্ববয়ব। তন্মধ্যে বিভক্তি দ্বিবিধ—সুপ্‌ এবং তিঙ্‌। উক্তি আছে—

"সংখ্যাত্বব্যাপ্যসামান্যৈঃ শক্তিমান্‌ প্রত্যয়স্তু যঃ।
সা বিভক্তি র্দ্বিধা প্রোক্তা সুপ্‌ তিঙ্‌ চেতি প্রভেদতঃ॥"

(শব্দশক্তি)।

যে সকল প্রত্যয়দ্বারা সংখ্যার অর্থাৎ বচনের, কারকের এবং অন্যান্য অর্থের বিভাগ অববুদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই বিভক্তি। সুপ্‌তিঙ্‌ভেদে ইহা দুইপ্রকার। শব্দের উত্তর সুপ্‌ এবং ধাতুর উত্তর তিঙ্‌ বিভক্তি হয়। তিঙ্‌ স্থূলতঃ বলা হইয়াছে। সুপ্‌ অর্থাৎ সু ঔ জস্‌ প্রভৃতি ২১টী বিভক্তি। আদি অক্ষর সু এবং অন্ত্য অক্ষর প্‌ লইয়া এই সকল বিভক্তির নাম সুপ্‌ হইয়াছে। ইহা পরে আলোচিত হইবে। কৃৎ অর্থাৎ তব্যনিষ্ঠাদিপ্রত্যয়। পাণিনি বলিয়াছেন—"কৃদতিঙ্‌" (৩।১।৯৩)। যাস্ক বলিয়াছেন—"ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে" (নিরুক্ত ২।২।৬)। দুর্গাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ভাষায়াং যে প্রায়েণ প্রসিদ্ধপ্রয়োগাস্তে ভাষিকাস্তেভ্যঃ। নৈগমাশ্ছন্দোবিষয়াঃ। কৃতঃ কৃৎপ্রত্যয়ান্তাঃ শব্দাঃ। ভাষ্যন্তে বিব্রিয়ন্তে নিরুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ"। তদ্ধিত—মতুপ্‌প্রভৃতি প্রত্যয়। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"বিভক্তি-

ধাত্বংশকৃদ্ভ্যোঽন্যঃ প্রত্যয়স্তদ্ধিতঃ”। অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—“তদ্ধিতাঃ” (৪।১।৭৬)। ইহার ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে—“তেভ্যস্তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যঃ) হিতাঃ প্রত্যয়াস্তদ্ধিতপ্রত্যয়া উচ্যন্তে। তদ্ধিতপ্রত্যয়া যথাপ্রয়োগমেব ভবন্তি, ন খলু তে শিষ্টপ্রয়োগমতিক্রামন্তি”। তদ্ধিতপ্রত্যয় দুইপ্রকার—প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক এবং স্বার্থিক। যেস্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক, আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না তাহাই স্বার্থিক।

বৈয়াকরণেরা বলেন—‘স্ত্যায়তি গর্ভো যস্যাং সা স্ত্রী, ড্রট্‌প্রত্যয়ঃ, টিড্‌ঢেতি ঙীপ্‌। স্ত্রীত্বং প্রত্যয়ার্থঃ প্রকৃত্যর্থবিশেষণং বা’। অভিপ্রায় এই যে, ব্যাকরণের স্ত্রীত্বশব্দ কেবল পারিভাষিক, কারণ স্তনকেশবত্তা উহার লক্ষণ নহে। সুতরাং কাতন্ত্রপরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত বলিয়াছেন—

“শব্দসংস্কারসিদ্ধ্যর্থমুপায়াঃ পরিকল্পিতাঃ।
সর্ব্ববস্তুগতা ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রে স্ত্রীত্বাদয়স্ত্রয়ঃ॥”

অতএব বলিতে হইবে—প্রকৃতিবিশেষের প্রতিপাদ্য শব্দসংস্কারের অনুকূল অর্থানুগত ধর্ম্মবিশেষই ব্যাকরণের স্ত্রীত্ব। স্ত্রীপ্রত্যয় যেমন—ঙীপ্‌, ঙীষ্‌, ঙীন্‌, টাপ্‌, ডাপ্‌, চাপ্‌। ঙীব্‌ঙীষ্‌ঙীন্‌প্রত্যয় সাধারণতঃ ঙী বলিয়া এবং টাব্‌ডাপ্‌চাপ্‌-প্রত্যয় সাধারণতঃ আপ্‌ বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ এই সকল প্রত্যয়কে স্ত্রীতদ্ধিত বলিয়া বিভক্তি কৃৎ তদ্ধিত এবং ধাত্বংশভেদে প্রত্যয়ের চাতুর্ব্বিধ্যমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রীতদ্ধিতে স্ত্রীপ্রত্যয়ের বিশেষবিধান আকরে দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীপ্রত্যয়ের পর ধাত্ববয়বসম্বন্ধে যথাসম্ভব কিছু বলা আবশ্যক। ধাত্ববয়ব বা ধাত্বংশ, যেমন—ণিচ্‌, সন্‌, যঙ্‌, কাম্যচ্‌, ক্যচ্‌, ক্যঙ্‌, ক্বিপ্‌, ণিচ্‌*। প্রেরণার্থে ‘হেতুমতি চ’ (৩।১।২৬) এই সূত্রানুসারে ধাতুর উত্তর ণিচ্‌প্রত্যয় করা হয়, যেমন—শ্রু ধাতুর উত্তর ণিচ্‌ করিলে শ্রাবি হয়। এই শ্রাবিধাতু শ্রুধাতু নহে, কিন্তু ইহা একটী স্বতন্ত্র ধাতু। সুতরাং ণিজন্তধাতু সমস্তধাতুকার্য্য প্রাপ্ত হইবে। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্‌ হয় এবং উহা ণিজন্ত ধাতুর কার্য্য প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর সন্‌ এবং পৌনঃপুন্যাদি অর্থে যঙ্‌ প্রত্যয় হয়। পাণিনি বলিয়াছেন—“সনাদ্যন্তা ধাতবঃ” (৩।১।৩২) অর্থাৎ

* সত্যাপ-পাশ……ইত্যাদি ৩।১।২৫ সূত্র দ্রষ্টব্য।

সন্ প্রভৃতি প্রত্যয় যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তদ্‌যুক্ত ধাতুও ধাতুনামে অভিহিত। ণিজন্ত ও সনন্ত ধাতুর ন্যায় যঙন্ত এবং যঙ্‌লুগন্ত ধাতু স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য। ইহারাও সমুদায় ধাতুকার্য্য প্রাপ্ত হয়।

শব্দের উত্তর কাম্যাদি প্রত্যয় করিলে ঐ শব্দ ধাতুর আকার গ্রহণ-পূর্ব্বক নামধাতু বলিয়া কথিত হয়। নামধাতু অর্থাৎ নামপূর্ব্বক ধাতু। সংক্ষিপ্তসারে গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন—"নাম চ তদ্ ধাতুশ্চেতি নামধাতুঃ। নাম্নো ধাতুত্বাসম্ভবাদ্ ধাত্বেকদেশে ধাতুশব্দপ্রয়োগঃ। অথবা নাম্নো ধাতু র্নামধাতু-র্নাম্নো নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ।" (সন্ধি ১০)। ইহা সুবন্তনামপ্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতুবিশেষ, যেমন—পুত্রকাম্য। আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছায় কাম্যপ্রত্যয় হয়। 'আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি'—এই বাক্যে দ্বিতীয়ান্ত পুত্রশব্দের উত্তর কাম্যচ প্রত্যয়পূর্ব্বক যুক্তার্থতাপ্রযুক্ত বিভক্তির লোপহেতু 'পুত্রকাম্য' ধাতুসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ইহা একটী নামধাতু। নামধাতুর উত্তর ধাতুবৎ সকল কার্য্য হইবে। আচরণার্থে কর্ত্তৃবাচক উপমানের উত্তর ক্বিপ্* হয়, কিন্তু ক্বিপের কিছুই থাকে না, যেমন—পুত্র ইব আচরতি পুত্রতি। 'তৎ করোতি তদাচষ্টে' এই অর্থে ণিচ্ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ণিজন্তপ্রকরণের নিয়মসমূহ যথাসম্ভব অনুসরণ করে। অন্যান্য কথা আকরে দ্রষ্টব্য।

নাম ও ধাতুর এক একটী অর্থ আছে সত্য, কিন্তু উহারা বিভক্তিযুক্ত না হইলে পদ হয় না এবং পদ না হইলে শাব্দবোধও সম্ভবপর নহে। শাব্দবোধসম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"পদজ্ঞানং তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী॥"

বিভক্তি দ্বিবিধ বলিয়া পদও দ্বিবিধ—সুবন্ত এবং তিঙন্ত। অষ্টাধ্যায়ীতে স্মৃত হইয়াছে—"সুপ্‌তিঙন্তং পদম্"। (১।৪।১৪)। ধাতুই তিঙন্ত পদের প্রকৃতি। ইহার বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

সুবন্তপদের প্রকৃতি তিনপ্রকার—ঙ্যন্ত, আবন্ত এবং নাম বা প্রাতিপদিক। ঙীপ্, ঙীষ্, ঙীন্—এই তিনটীকে ঙী বলে, এবং টাপ্, ডাপ্, চাপ্—এই তিনটীকে আপ্ বলে। সুতরাং স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত প্রকৃতি ছয়প্রকার। নাম বা

* সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্ বা (বার্ত্তিক)।

প্রাতিপদিকের প্রকৃতি চতুর্ব্বিধ—কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসান্ত এবং কেবল অর্থাৎ বিশেষ্য (Substantives)। ইহার মধ্যে কৃদন্ত এবং তদ্ধিতান্তের বিস্তৃত বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য। ঔণাদিক শব্দ কৃদন্তের অন্তর্গত হইলেও ব্যাকরণের সহিত উহার সম্বন্ধাদি পরে আলোচিত হইবে।

দুই বা বহুপদের একপদীকরণই সমাস *। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"সমর্থঃ পদবিধিঃ" (২।১।১)। অর্থাৎ পদসম্বন্ধী যে বিধি তাহা সমর্থাশ্রিত বুঝিতে হইবে। উক্ত সামর্থ্য দ্বিবিধ—ব্যপেক্ষা-লক্ষণ এবং একার্থীভাব-লক্ষণ। পদের আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত যে সম্বন্ধ অর্থাৎ অন্বয় তাহাই ব্যপেক্ষা। যেমন—'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'। আর প্রক্রিয়াদশায় সম্বন্ধযুক্ত পৃথগ্‌গৃহীত পদের সমুদায়শক্তির দ্বারা বিশিষ্ট একার্থপ্রতিপাদকতাই একার্থীভাব। যেমন—'রাজপুরুষঃ'। উক্ত সমর্থাশ্রিত পদের সমাস হয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"সমর্থানাং সমাসঃ" (সুপদ্ম—সমাসপ্রকরণ ১)। সমাসের লক্ষণসম্বন্ধে শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার লিখিয়াছেন—

"যাদৃশস্য মহাবাক্যস্যান্তস্ত্বাদি নিজার্থকে।
যাদৃশার্থস্য ধীহেতুঃ স সমাসস্তদর্থকঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যেস্থলে মহাবাক্যের অর্থাৎ একাধিকনামলভ্যার্থক শব্দের উত্তর ভাবার্থে ত্ব বা তা প্রত্যয়ের অর্থটী সমগ্র মহাবাক্যের অর্থদ্বারা বিশেষিত হয়, সেস্থলে সমাস হইয়াছে বলা সঙ্গত, কিন্তু যে স্থলে প্রত্যয়ের অর্থ উক্ত মহাবাক্যের মাত্র একদেশদ্বারা বিশেষিত হয়, সেস্থলে সমাসাভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন—"রাজ্ঞঃ পুরুষঃ" একটী মহাবাক্য, আবার "রাজপুরুষঃ" আর একটী মহাবাক্য। প্রথমটীর উত্তর ত্ব প্রত্যয় করিলে "রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্‌" হয়, কিন্তু এই ত্বপ্রত্যয়ান্ত পদ সম্পূর্ণ মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করে না। সেইজন্য এখানে সমাস হয় নাই। কিন্তু "রাজপুরুষত্বম্‌" বলিলে সম্পূর্ণ

---

* কেহ কেহ বলেন—"সমসনং সমাসঃ, সংক্ষেপ ইতি যাবৎ"। কাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নাম্নাং সমাসো যুক্তার্থঃ"। সারস্বতে সূত্রিত হইয়াছে—"সমাসশ্চান্বয়ে নাম্নাম্‌"। এ সম্বন্ধে ভাগবৃত্তিকার বিমলমতি বলিয়াছেন—

"বিশেষ্যস্য বিশেষেণ মিলিতং যুক্তমুচ্যতে।
সমাসাখ্যং তদেব স্যাৎ তদ্ধিতোৎপত্তিরেব চ॥"

মহাবাক্যটীর অর্থ বোধ হওয়ায় সমাস হইয়াছে জানিতে হইবে, কারণ এস্থলে ত্বপ্রত্যয়বিহিত ভাব সমগ্র রাজপুরুষের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে।

সমাসের প্রয়োজন লইয়া শাব্দিকগণ বলেন—"ঐকপদ্যমৈকস্বর্য্যমেক-বিভক্তিকত্বঞ্চ সমাসপ্রয়োজনম্"। ঐকস্বর্য্যম্ অর্থাৎ একস্বরত্বম্। উচ্চারণপ্রযত্ন-লাঘবের জন্য সমস্ত দুই বা বহুপদ একস্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। সারস্বতসম্প্রদায়ের মতে সমাসঘটক পদসমূহের বিভক্তিলোপ হইলেও লুপ্ত বিভক্তির অর্থ তাহারা ত্যাগ করে না এবং এইপ্রকার সার্থকপদরাশির একপদীভাবকেই সমাস বলে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"বিভক্তি র্লুপ্যতে যত্র তদর্থস্তু প্রতীয়তে।
ঐকপদ্যং পদানাং চ স সমাসোঽভিধীয়তে॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্বন্ধযুক্ত পদেরই সমাস হইবে। অতএব 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্' এস্থলে বৃদ্ধের সহিত বচনের অন্বয় থাকায় উভয়পদে সমাস হইতে পারে, কিন্তু 'গ্রাহ্যম্'পদের সহিত অন্বয়ের অভাবহেতু উহার সমাস হইবে না। তবে দ্বন্দ্বসমাসে এরূপ অন্বয় হয় না, কারণ উহার অন্বয় সাহিত্যরূপেই হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'সাপেক্ষমসমর্থং ভবতি' এবং 'ন সাপেক্ষে কৃত্তদ্ধিত-সমাসাশ্চ'। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যে পদ সাপেক্ষ * অর্থাৎ পদান্তরের সহিত যাহার আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার সামর্থ্যাভাব বুঝিতে হইবে। সেই হেতু ঐ সকল পদের সহিত সমাসাদি বৃত্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কিন্তু ভাষায় এই নিয়মের ভূরি ভূরি ব্যতিক্রমও † দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'দেবদত্তস্য গুরুকুলম্'—ইহার অর্থ 'দেবদত্তের গুরুর বংশ'। এস্থলে দেবদত্ত-শব্দ গুরুশব্দের সহিত সম্বদ্ধ, কুলশব্দের সহিত নহে। অতএব দেবদত্ত-শব্দকে পৃথক্ রাখিয়া পদান্তরের সহিত সাপেক্ষ 'গুরু'শব্দের সমাস কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ স্থলে বৈয়াকরণেরা বলেন, যে যে স্থলে

---

* যুক্তার্থঘটকীভূতপদাতিরিক্তপদসম্বন্ধিত্বং সাপেক্ষত্বম্।

† 'জাতাশয়স্তস্য' (ভট্টি ১।১১), 'প্রজয়া সদৃশাগমঃ' (রঘু ১।১৫), 'উল্লঙ্ঘিতশাসনং বিধেঃ' (শিশুপাল ১।৭৩), 'স্মরৈর্জনিতক্ষয়ম্' (নৈষধ ৪।৬১), 'বন্ধুভিঃ সমানমানান্' (কিরাত ১।১০) ইত্যাদি।

অর্থবোধের কোনওরূপ কষ্ট বা উদ্বেগ হয় না, সেই সেই স্থলে কারক বা সম্বন্ধপদের সহিত আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও ঐ সকল পদ পৃথক্ রাখিয়া সমাস করা যাইতে পারে। এইজন্য উক্ত হইয়াছে—"সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ"। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"যত্র গমকো ভবতি, ভবতি তত্র বৃত্তিঃ। তদ্যথা দেবদত্তস্য গুরুকুলম্" (২।১।১ মহাভাষ্য—১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১, কীল্হর্ণ্)। এরূপ সমাস কিন্তু সর্ব্বত্র অভিপ্রেত নহে। কারণ উক্ত হইয়াছে—

"প্রতিযোগিপদাদন্যদ্ যদন্যৎ কারকাদপি।
বৃত্তিশব্দৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—প্রতিযোগি-পদ এবং কারক-পদ এই দুইটী হইতে অন্য কোনও বিভিন্ন পদের সহিত সমাসের একদেশস্থ পদের সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। প্রতিযোগি-পদ অর্থাৎ যে পদজ্ঞানের উপর পদান্তরের জ্ঞান নির্ভর করে। অতএব বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত ইহাকে অসমানাধিকরণ বা ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধবাচক*পদ বলা যাইতে পারে। যেমন—দেবদত্তস্য গুরুকুলম্। ইহার অর্থ—দেবদত্তস্য যো গুরুস্তস্য যৎ কুলম্। এস্থলে 'গুরু'শব্দ সমাসের একদেশস্থিত পদ এবং দেবদত্তশব্দ ইহার সহিত ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে। সুতরাং দেবদত্তশব্দ প্রতিযোগি-পদ এবং সেইজন্য এস্থলে দেবদত্ত-শব্দের সহিত গুরুশব্দের সাপেক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সমাস হইতে পারে। কিন্তু 'ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ' অর্থাৎ 'ঋদ্ধস্য রাজ্ঞঃ মাতঙ্গাঃ'—এরূপ স্থলে 'ঋদ্ধ'শব্দ প্রতিযোগি-পদ নহে, কারণ রাজন্-শব্দের সহিত ইহার ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধ নাই। আর রাজন্-শব্দও এখানে সমানাধিকরণপদ। সুতরাং সমাসবৃত্তির একদেশস্থিত 'রাজন্'-শব্দের সহিত 'ঋদ্ধস্য'পদের সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় নহে এবং সেইহেতু এস্থলে কোনও সমাস হইতে পারে না। ক্রিয়ার সহিত কারকের নিত্য সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধজ্ঞানে সম্বন্ধিদ্বয়েরও জ্ঞান হয় বলিয়া কারকপদ অর্থাৎ কারকবিভক্ত্যন্তপদ সমাস-

* নিত্যসম্বন্ধিপদের সমাস-সম্বন্ধে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"সম্বন্ধিশব্দঃ সাপেক্ষো নিত্যং সর্ব্বঃ সমস্যতে।
বাক্যবৎ সা ব্যপেক্ষা হি বৃত্তাবপি ন হীয়তে॥
সমুদায়েন সম্বন্ধো যেষাং গুরুকুলাদিনা।
সংস্পৃশ্যাবয়বাংস্তে চ যুজ্যন্তে তদ্বতা সহ॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ড, চতুর্দ্দশ বৃত্তিসমুদ্দেশ)।

বৃত্তির বাধক হয় না। যেমন—'পাপেন দগ্ধহৃদয়ঃ'। সেইজন্য বৈয়াকরণেরা বলেন—

"তরুণ্যো বৃষলীভার্য্যঃ প্রবীরং পুত্রকাম্যতি।
ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গা ইতি ন স্যুঃ প্রযুক্তয়ঃ॥
চৈত্রস্য দাসভার্য্যেয়ং লূনচক্রো রথো ময়া।
শরৈঃ শাতিতপত্রোঽয়ং বৃক্ষাদিতি সতাং মতম্॥"

এ সকল আলোচনার নিষ্কর্ষ হইতেছে যে, বৈয়াকরণগণ স্থল-বিশেষে সাকাঙ্ক্ষ পদের সহিত সমাস স্বীকার করিলেও সমানাধিকরণ (অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন) পদের সহিত কোনওরূপ বৃত্তি অনুমোদন করেন না। সেইজন্য বার্ত্তিক হইয়াছে—"সবিশেষণানাং বৃত্তি র্ন, বৃত্তস্য বা বিশেষণযোগো ন"। ইহাই যদি নিয়ম হয়, তাহা হইলে "অভিরূপঃ রাজপুরুষঃ" বা "দর্শনীয়ঃ রাজপুরুষঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কারণ 'অভিরূপ'শব্দ সমস্ত 'রাজপুরুষ'শব্দের একদেশস্থিত পুরুষশব্দের সহিত সম্বদ্ধ, আর ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধের অভাবহেতু 'অভিরূপ'শব্দ প্রতিযোগিপদও নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার স্বয়ং বলিয়াছেন—"যদি সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীত্যুচ্যতে রাজপুরুষোঽভিরূপো রাজপুরুষো দর্শনীয়ঃ—অত্র বৃত্তি র্ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। প্রধানমত্র সাপেক্ষং ভবতি চ প্রধানস্য সাপেক্ষস্যাপি সমাসঃ।" (মহাভাষ্য ২।১।১)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যদি সমাসের প্রধানপদ বিশেষণসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলেও সমাস হইতে পারে। সমস্ত 'রাজপুরুষঃ'পদের একদেশস্থিত পুরুষশব্দের সহিত অভিরূপশব্দের সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ থাকিলেও এস্থলে উহা সমাসের বাধক হইতে পারে না; যেহেতু তৎপুরুষসমাসনিষ্পন্ন 'রাজপুরুষ'শব্দে উত্তরপদ পুরুষশব্দই প্রধান।' এইরূপ সাপেক্ষ সমাস সূত্রকারেরও অভিপ্রেত, কারণ "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যা-প্রয়োগে" (পা০ ২।১।৫৬) এই সূত্রে 'সামান্যাপ্রয়োগে'পদই তাহার জ্ঞাপক। 'পুরুষো ব্যাঘ্র ইব শূরঃ' ইত্যাদি স্থলে শূর-সাপেক্ষ পুরুষশব্দ প্রধান বলিয়া 'রাজ-পুরুষঃ সুন্দরঃ'—এইরূপ প্রয়োগের ন্যায় এস্থলেও সমাস দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। এই জন্যই সূত্রকার উক্ত সূত্রটী প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব সাপেক্ষপদসম্বন্ধীয় সমাসপ্রতিষেধ লইয়া পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমাসে উপসর্জ্জনীভূত পদসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গ্রহণস্নানমন্ত্রস্থ "কর্মচাণ্ডাল যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম"* ইত্যাদি প্রয়োগে 'পাপক্ষয়ম্'পদস্থিত উপসর্জন (অর্থাৎ অপ্রধান) পাপশব্দের সহিত 'যোগোত্থম্'পদের সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উক্ত 'যোগোত্থ'শব্দের অর্থ যোগজন্য নহে, কিন্তু যোগপ্রযোজ্য। শেষোক্ত অর্থ স্বীকার করিলে সমগ্র 'পাপক্ষয়'শব্দের সহিত 'যোগোত্থ'শব্দের অভেদান্বয়হেতু উক্ত দোষের কোন প্রসঙ্গই আর উত্থাপিত হয় না। জগদীশ তর্কালঙ্কারও এইরূপ অর্থ সমর্থনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"যোগোত্থমিত্যস্য যোগপ্রযোজ্যমিত্যর্থঃ, স চাভেদেন পাপক্ষয়েঽন্বিতঃ।" (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)।

এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে শিবভাগবতাদি সমাস লইয়া দুই একটী কথা বলা উচিত। "অয়ঃশূলদণ্ডাজিনাভ্যাং......" (৫।২।৭৬) ইত্যাদি পাণিনীয়-সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার 'শিবভাগবত'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শিবো ভগবান্ ভক্তির্যস্য—এই অর্থে অণ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'ভাগবত'শব্দের সহিত শিবশব্দের সমাস হইয়াছে। ভগবচ্ছব্দ শিবশব্দের বিশেষণ। অতএব 'শিব' এই বিশেষ্যের সহিত 'ভগবচ্ছব্দের সাপেক্ষতা থাকায় অসামর্থ্যহেতু উহাতে কোনপ্রকার বৃত্তি কল্পনা করা যায় না। ইহাতে বলা হইতেছে যে, শিবশব্দের সহিত 'ভগবচ্ছ'ব্দের সামর্থ্য থাকিলেও 'ভাগবত'শব্দের সহিত উহার কোনও সামর্থ্য নাই। অতএব এখানে গমকত্বহেতু সমাস হইয়াছে বলা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং নাগেশভট্ট বলিয়াছেন—"গমকত্বাদেব শিবস্য ভগবতো ভক্ত ইত্যর্থে শিবভাগবত ইতি অয়ঃ-শূলেতি সূত্রভাষ্যে প্রয়োগঃ। পরং তু তত্র বৃত্তিরেব, নতু শিবস্য ভাগবত ইতি বাক্যং সাধু। অত্র ভগবচ্ছব্দাদণ্, শিবপদেন ভগবচ্ছব্দস্য সমাসশ্চ যুগপদেব ইতি বোধ্যম্।" (২।১।১ সূত্রীয় লঘুশব্দেন্দুশেখর)। ভাষায় কিন্তু এরূপ বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে—যথা অরিষড়্‌বর্গঃ (কিরাত ১।৯), ভয়ৈকপ্রবণম্ (কিরাত ৩।১৯), বসুধৈকগত্যা (নৈষধ ৩।১৫) ইত্যাদি।

---

* সম্পূর্ণমন্ত্রটী এইরূপ—

"উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্মচাণ্ডাল যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥"

কর্মচাণ্ডাল অর্থাৎ রাহু (কর্মণা চাণ্ডাল ইব)। যোগ অর্থাৎ উপরাগ। সূর্য্য বা চন্দ্রের সহিত রাহুর সম্বন্ধই উপরাগ।

সমাসযুক্ত পদকে বিশ্লেষণ করিলে তন্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট হয়। এই বিশ্লেষণের নাম বিগ্রহ বা ব্যাসবাক্য। বিগ্রহশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে—"বিশেষেণ গৃহ্যতে জ্ঞায়তে বৃত্ত্যর্থোঽনেনেতি বিগ্রহঃ"। সেইজন্য ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন—"বৃত্ত্যর্থাববোধকং বাক্যং বিগ্রহঃ"। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বিগ্রহবাক্য বৃত্তির অর্থজ্ঞাপক। বিগ্রহ এবং সমাসের পরস্পর অর্থবোধকত্ব লইয়া শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"বিগ্রহ এব সমাসলভ্যার্থস্য বোধকত্বং তন্ত্রম্, ন তু সমাসে বিগ্রহার্থস্য ; বিগ্রহলভ্যয়ো র্লিঙ্গসংখ্যয়ো র্ব্যঞ্জকবৈধুর্য্যেণ প্রায়শঃ সমাসাবোধ্যত্বাৎ"। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—সমাসলভ্য অর্থ ব্যাসবাক্যে নিয়ত প্রকাশিত হইলেও ব্যাসবাক্যের সমুদায় অর্থ সমাসে বিদ্যমান না থাকিতেও পারে। কারণ ব্যাসবাক্যস্থ পদসমূহের লিঙ্গ ও সংখ্যা সমাসে লুপ্ত হওয়ায় সমস্ত পদে তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রায়শঃ উপলব্ধ হয় না। অতএব যাঁহারা 'ব্যাসসমাসয়োস্তুল্যার্থকত্বম্' এইরূপ বলেন, তাঁহাদের মতবাদ উল্লিখিত যুক্তিবশে স্বতঃ প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। ভর্ত্তৃহরিও সমাস ও ব্যাসবাক্যের ভেদ স্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"অবুধান্ প্রত্যুপায়াশ্চ বিহিতাঃ প্রতিপত্তয়ে।
শব্দান্তরত্বাদত্যন্তং ভেদো বাক্যসমাসয়োঃ॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ড, চতুর্দ্দশ বৃত্তিসমুদ্দেশ)।

বিগ্রহবাক্য দ্বিবিধ—লৌকিক এবং অলৌকিক। 'বৃদ্ধস্য বচনম্'—ইহা একটী লৌকিক বিগ্রহ, আর বৃদ্ধ ঙস্ বচন সু অর্থাৎ 'বৃদ্ধ'শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি এবং 'বচন' শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি—ইহা একটী অলৌকিক অর্থাৎ প্রয়োগানর্হ বিগ্রহ।

বৃত্তির লক্ষণসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলেন—"পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৩৬৪, কীলহর্ণ)। অর্থাৎ বিগ্রহবাক্যস্থিত পদসমূহের বিশিষ্ট একার্থ যাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয় তাহাই বৃত্তি। ভাষ্যোক্ত এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য উদ্ঘাটনপূর্ব্বক কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"পরস্যানাত্মীয়স্যার্থস্য যদুপসর্জ্জনপদেনাভিধানং সা বৃত্তিরিত্যর্থঃ"। লঘুমঞ্জুষায় নাগেশও বলিয়াছেন—"পরার্থাভিধানমিত্যস্যার্থস্তু পরস্য শব্দস্যোপসর্জনার্থকস্য যত্র শব্দান্তরেণ প্রধানার্থকপদেনার্থাভিধানং বিশেষণত্বেন গ্রহণং সা বৃত্তিঃ। অথবা পরার্থস্য প্রধানার্থস্যাপ্রধানপদে যত্র স্বার্থবিশেষ্যত্বেন গ্রহণং সা বৃত্তিঃ। রাজপুরুষ ইত্যত্র পুরুষপদেন

বাক্যাবস্থায়ামনাস্কন্নো রাজার্থো রাজপদেন বা পুরুষার্থ আস্কন্দ্যতে। তৎ-সংবলিতঃ স্বার্থ উপস্থাপ্যত ইতি যাবৎ"। এই বৃত্তি পাঁচ প্রকার, যথা—কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদ্যন্তধাতু। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাদ্যন্তধাতুরূপাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ"। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন—বক্তুং যোগ্যো বক্তব্যঃ, দশরথস্যাপত্যং দাশরথিঃ, কৃষ্ণস্য সখা কৃষ্ণসখঃ, মাতা চ পিতা চ পিতরৌ, অত্তুমিচ্ছা জিঘৎসা। নবীনেরা কিন্তু একশেষকে বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে নাগেশ লঘুশব্দেন্দুশেখরে লিখিয়াছেন—"বস্তুত একশেষে পরার্থান্বিতস্বার্থোপস্থাপকত্বাভাবাদ্বৃত্তিত্বে ন মানম্।...... অতএব সমর্থসূত্রস্যাধিকারত্বপক্ষে একশেষাসংগ্রহো ভাষ্যে নোক্ত ইতি বোধ্যম্।" এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শব্দেন্দুশেখর ও মঞ্জূষায় দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে বৃত্তির অর্থসম্বন্ধে অলোচনা করা যাইতেছে। অর্থবিচারে বৃত্তি দ্বিবিধ—জহৎস্বার্থা এবং অজহৎস্বার্থা। দৃষ্টিভেদে বৃত্ত্যর্থ আবার তিনপ্রকার হইতে পারে—ভেদমূলক, সংসর্গমূলক এবং উভয়মূলক। সেইজন্য ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন—

"জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থে দ্বে বৃত্তী তে পুনস্ত্রিধা।
ভেদঃ সংসর্গ উভয়ং বেতি বাচ্যব্যবস্থিতেঃ॥" (বৈয়াকরণভূষণ)।

জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা জহৎস্বার্থা। জহৎস্বার্থার লক্ষণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অবয়বার্থনিরপেক্ষত্বে সতি সমুদায়ার্থবোধিকাত্বং জহৎস্বার্থাত্বম্। তদ্ যথা রথন্তরং সামভেদঃ, শুশ্রূষা সেবা ইত্যাদি।" ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সাঽজহৎস্বার্থা। ইহার লক্ষণ এইরূপ—"অবয়বার্থসংবলিতসমুদায়ার্থ-বোধিকাত্বমজহৎস্বার্থাত্বম্। তদ্ যথা রাজপুরুষ ইত্যাদি।"

ভেদ, সংসর্গ এবং উভয়ভেদে বৃত্ত্যর্থ আবার ত্রিবিধ হইতে পারে। বৃত্তির ভেদমূলক অর্থ স্বীকার করিলে 'রাজপুরুষঃ'পদের "অরাজকীয়ভিন্ন" এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। সংসর্গমূলক স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—"রাজসম্বন্ধবান্"। আর ভেদ ও সংসর্গ এই উভয়মূলক বলিলে অর্থ হইবে—"অরাজকীয়ভিন্ন-রাজসম্বন্ধবান্"। উক্তিও আছে—

"অবুধান্ প্রতি বৃত্তিঞ্চ বর্ত্তয়ন্তঃ প্রকল্পিতাম্।
আহুঃ পরার্থবচনে ত্যাগাভ্যুচ্চয়ধর্ম্মতাম্॥"
(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ড, বৃত্তিসমুদ্দেশ)।

সমাসের শক্তিসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ সমাসের অবয়বীভূত পদে এবং কেহ বা তাহার সমুদায়ে শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক সম্প্রদায় ব্যপেক্ষালক্ষণের প্রাধান্য স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহারা ব্যপেক্ষাবাদী। এ সম্প্রদায় সমাসের বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করেন না। সেইজন্য বৈয়াকরণভূষণে উক্ত হইয়াছে—"ব্যপেক্ষাবাদিনো নৈয়ায়িকমীমাংসকাদয়ঃ—ন সমাসে শক্তিঃ।" এ সম্প্রদায় বলেন, লক্ষণা দ্বারা সমাসের বিশিষ্ট অর্থেরও বোধ হইতে পারে। অতএব সমাসের অবয়বে শক্তি না বলিয়া সমুদায়ে অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার করা ক্লিষ্ট কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকারও এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক পাণিনিসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ব্যঞ্জকস্থপঃ সত্ত্বেঽপি সংখ্যা ন বুধ্যত ইতি তু সমাসশক্তিবাদিনঃ পাতঞ্জলাঃ"।

বৈয়াকরণেরা সাধারণতঃ সমাসশক্তিবাদী। তাঁহারা সমর্থাশ্রিতপদের একার্থীভাবকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। ভাষ্যকারও ব্যপেক্ষাপক্ষকে মতান্তররূপে উপন্যস্ত করিয়া যুক্তির দ্বারা একার্থীভাবকেই সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নাগেশভট্ট বলিয়াছেন—"সমাসাদিপঞ্চসু বিশিষ্ট এব শক্তি র্ন ত্ববয়বে। রথন্তরং, সপ্তপর্ণঃ, শুশ্রূষেত্যাদৌ অবয়বার্থানুভবাভাবাৎ। অতএব ভাষ্যে ব্যপেক্ষাপক্ষমুক্ত্বাব্য অথৈতস্মিন্ ব্যপেক্ষায়াং সামর্থ্যে যোঽসাবেকার্থীভাবকৃতো বিশেষঃ স বক্তব্য ইত্যুক্তম্। ধবখদিরৌ নিষ্কৌশাম্বি র্গৌরথো ঘৃতঘটো গুড়ধানাঃ কেশচূড়ঃ সুবর্ণালঙ্কারো দ্বিদশাঃ সপ্তপর্ণ ইত্যাদৌ সাহিত্য-ক্রান্ত-যুক্ত-পূর্ণ-মিশ্র-সংঘাত-বিকাশ-সুচ্ প্রত্যয়লোপ-বীপ্সাদ্যর্থা বাচনিকা বাচ্যা ইতি তদ্ভাষ্যাশয়ঃ"। (মঞ্জুষা)। কোণ্ডভট্টও বৈয়াকরণভূষণে লিখিয়াছেন—"একার্থীভাবে সমাস একঃ সংগৃহীতো ন ব্যপেক্ষায়ামিতি ভাষ্যাদেকার্থীভাব এব সিদ্ধান্তসম্মতঃ। রাজ্ঞঃ পুরুষ ইতি বাক্যাৎ প্রতিপাদ্যার্থস্য বিশিষ্টরূপেণ শক্ত্যা প্রতিপাদনং চ তত্ত্বম্। ব্যপেক্ষাবাদিমতং চ যুক্তিভাষ্যবিরোধাদযুক্তমেবেতি তন্মূলকো লক্ষণানামুক্তিসম্ভবোঽপ্যযুক্ত ইতি সমাধিং হৃদি নিধায় ভাষ্যকারমতং সমাসেঽতিরিক্তাং শক্তিং সাধয়ন্ সমর্থয়তে"। ভট্টোজিদীক্ষিতও বলিয়াছেন—

"..................................।
সমাসে খলু ভিন্নৈব শক্তিঃ পঙ্কজশব্দবৎ ॥
বহূনাং বৃত্তিধর্ম্মাণাং বচনৈরেব সাধনে।
স্যান্ মহদ্গৌরবং তস্মাদেকার্থীভাব আশ্রিতঃ ॥"

উক্ত ভাষ্যমতানুসারে শ্রীপতি লিখিয়াছেন—

"ঐকার্থ্যং পৃথগর্থানাং বৃত্তিং যুক্তার্থতাং বিদুঃ।
শব্দানাং শক্তিবৈচিত্র্যাৎ তৎসমাসাদিষু স্মৃতং॥"

একার্থীভাবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"অর্থস্য বিনিবৃত্তত্বাল্লুগাদি ন বিরুধ্যতে।
একার্থীভাব এবাতঃ সমাসাখ্যো বিধীয়তে॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ড)।

নৈয়ায়িকগণের ব্যপেক্ষাবাদ ভাষ্যস্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া বৈয়াকরণগণকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা মঞ্জুষা ও বৈয়াকরণ-ভূষণাদিগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টিভেদে সমাসের অনেক প্রকার বিভাগ * হইতে পারে। এ বিষয়ে বৈয়াকরণদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) বিভক্তির লুগলুগ্‌ভেদে সমাস দ্বিবিধ—লুক্‌সমাস এবং অলুক্‌সমাস।

লুক্‌সমাস অর্থাৎ যে সমাসে পূর্ব্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে, যেমন—দিশয়োর্মধ্যে অপদিশম্ (অব্যয়ীভাব), দুঃখমতীতো দুঃখাতীতঃ (তৎপুরুষ), পীতমম্বরং যস্য স পীতাম্বরো হরিঃ (বহুব্রীহি), হরিশ্চ হরশ্চ হরিহরৌ (দ্বন্দ্ব)।

অলুক্‌ সমাস অর্থাৎ যে সমাসে পূর্ব্বপদস্থ বিভক্তির লোপ হয় না, অথচ

---

* সমাসের বিভাগ ও লক্ষণ লইয়া বাররুচসংগ্রহে নিম্নলিখিত কারিকাগুলি দৃষ্ট হয়।

"ষোঢ়া সমাসাঃ সংক্ষেপাদষ্টাবিংশতিধা পুনঃ।
নিত্যানিত্যত্বযোগেন লুগলুক্‌ত্বেন চ দ্বিধা॥
তত্রাষ্টধা তৎপুরুষঃ ষড়্‌বিধঃ কর্ম্মধারয়ঃ।
ষড়্‌বিধশ্চ বহুব্রীহি র্দ্বিগুরাভাষিতো দ্বিধা॥
দ্বন্দ্বশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়োঽব্যয়ীভাবো দ্বিধা মতঃ।
তেষাং পুনঃ সমাসানাং প্রাধান্যং তচ্চতুর্বিধম্॥
চকারবহুলো দ্বন্দ্বঃ স চাসৌ কর্ম্মধারয়ঃ।
যস্য যেষাং বহুব্রীহিঃ শেষস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ॥"

যাহা সমস্তপদ বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, যেমন—পুংসানুজঃ, মনসাদেবী, জন্মুষান্ধঃ, হস্তিনাপুরম্ ইত্যাদি (তৃতীয়া তৎপুরুষ); পরস্মৈপদম্, পরস্মৈভাষা, আত্মনেপদম্, আত্মনেভাষা ইত্যাদি (চতুর্থী তৎপুরুষ); স্তোকান্মুক্তঃ, দূরাদাগতঃ ইত্যাদি (পঞ্চমী তৎপুরুষ); দেবানাংপ্রিয়ঃ (মূর্খশ্ছাগশ্চ), দাস্যাঃপুত্রঃ, বাচো-যুক্তিঃ, শুনঃশেপঃ ইত্যাদি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ); ত্বচিসারঃ, কর্ণেজপঃ, অরণ্যেতিলকঃ, সরসিজম্, হৃদিস্পৃক্ ইত্যাদি (সপ্তমী তৎপুরুষ); কণ্ঠেকালঃ, উরসিলোমা, অপ্সুযোনিঃ ইত্যাদি (বহুব্রীহি); পারেসমুদ্রম্, মধ্যেমার্গম্ ইত্যাদি (অব্যয়ী-ভাব); জীমূতস্যেব, হরিরিব, চন্দ্রমিব ইত্যাদি (সহসুপা)। অলুক্‌দ্বন্দ্বসমাসের উদাহরণ ভাষায় দেখা যায় না, সুতরাং দ্বন্দ্বমাত্রই লুক্‌সমাসের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—বৈদিক 'কিংযু' প্রভৃতি শব্দের অনুকরণে লৌকিক ভাষাতে 'অহংযুঃ' 'শুভংযুঃ' 'অগ্নীষোমৌ' 'জনমেজয়ঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই সকল শব্দে প্রথমার এবং দ্বিতীয়ার অলুক্ বুঝিতে হইবে। কিন্তু বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে তাঁহাদের মতবাদ সমর্থিত নহে, কারণ "অহং-শুভমোর্যুস্" (পা ৫।২।১৪০) এই সূত্রানুসারে 'অহম্'শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় যুস্‌প্রত্যয় দ্বারা 'অহংযু'শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'অহংযু'শব্দস্থিত 'অহম্'শব্দ 'অস্মৎ'শব্দের রূপ নহে, উহা একটী সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। আর "এজেঃ খশ্" (পা ৩।২।২৮) এই সূত্রানুসারে 'জনমেজয়'শব্দ* সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়ের খ ইৎসংজ্ঞক বলিয়া উহাতে মুমাগম দৃষ্ট হয়। অতএব বৈয়াকরণদের মতে এসকল প্রথমান্ত বা দ্বিতীয়ান্ত পদ নহে। জনমেজয়শব্দের ন্যায় আরও অনেক শব্দ ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—অরিন্দমঃ, অভ্রংলিহঃ, পরন্তপঃ ইত্যাদি। যাহাই হউক, সূত্রনিষ্পন্ন বলিয়া 'অহংযুঃ' 'অগ্নীষোমৌ' 'জনমেজয়ঃ' প্রভৃতি পদকে অলুক্‌সমাসের অন্তর্গত বলা যায় না।

নিত্যানিত্যভেদে সমাস আবার দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যে সমাসে স্বপদঘটিত বিগ্রহবাক্যের দ্বারা অর্থবোধ হয় না তাহাকে নিত্যসমাস বলে।

---

* জনমেজয় এবং জন্মেজয়—এই দুইটী সমানার্থক পদ। 'জন্মেজয়'শব্দের নিরুক্তি হইতেছে—

"জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শক্রনেজিতবান্ যতঃ।
এজৃঙ্ কম্পনে ধাতো র্হি জন্মেজয় ইতি শ্রুতঃ॥"

ভট্টোজিদীক্ষিতও বলিয়াছেন—"অবিগ্রহোঽস্বপদবিগ্রহো বা নিত্যসমাসঃ।" নিত্যানিত্যসমাসের লক্ষণসম্বন্ধে শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশও লিখিয়াছেন—"যদুক্তং জয়াদিত্যেন,

'বিভক্তিমাত্রপ্রক্ষেপান্নিজান্তর্গতনামসু।
স্বার্থস্যাবোধবোধাভ্যাং নিত্যানিত্যসমাসকৌ॥' ইতি।"

অর্থাৎ যে স্থলে সমাসান্তর্গত নামের উত্তর কেবল বিভক্তি যোগ করিলে সমস্ত পদের অর্থাববোধ হয় না, তাহাকে নিত্যসমাস বলে, যেমন—'কৃষ্ণসর্পঃ'। কৃষ্ণশ্চাসৌ সর্পশ্চেতি (কর্ম্মধারয়)—এইরূপ স্বপদঘটিত বিগ্রহবাক্যের দ্বারা উক্ত সমস্তপদের অর্থ অববুদ্ধ হয় না; কারণ উহার অর্থ হইতেছে—"ভেষজবৈদ্যাদ্য-নিবার্য্যঃ সর্পবিশেষঃ"। সুতরাং কৃষ্ণসর্প বলিলে কেবল কৃষ্ণবর্ণের সর্প বুঝায় না। নির্মক্ষিকম্, অসুরঃ ইত্যাদিপদেও নিত্যসমাস হইয়াছে; কারণ 'নির্মক্ষিকং স্থানম্' বলিলে 'মক্ষিকাণামভাবঃ'—এইরূপ বিগ্রহবাক্যের দ্বারা অর্থবোধ হয় না, যেহেতু উক্তপদের অর্থ হইতেছে জনহীন স্থান। এইরূপে অসুরশব্দেরও 'ন সুরঃ অসুরঃ' (নঞ্‌তৎপুরুষ) এরূপ অর্থ নহে, ইহার প্রকৃত অর্থ সুরবিরোধী।

পাণিনিসম্প্রদায়ের মতে উক্ত নিত্যসমাস তিন প্রকার হইতে পারে। 'বিভাষা' (২।১।১১)—এই সূত্রাধিকারের পূর্ব্বে যে সকল সমাস বিহিত হইয়াছে তাহারা নিত্য, যথা—'অধিস্ত্রি' ইত্যাদি। 'সুপ্‌সুপা'সমাস কিন্তু মহাবিভাষার পূর্ব্বে পঠিত হইলেও নিত্য নহে, কারণ ভাষ্যকার 'সুপ্‌সুপা'-সমাসপ্রকরণে 'বিস্পষ্টপটু'শব্দের "বিস্পষ্টং পটুঃ"—এইরূপ স্বপদবিগ্রহ দেখাইয়াছেন। কারণ "অব্যয়ম্......" (পা ২।১।৬) ইত্যাদি সূত্রে সমাস-সংজ্ঞাবিধানই ইহার জ্ঞাপক। সেইজন্য সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃত্তিতে ভট্টোজি লিখিয়াছেন—"সুপ্‌সুপেতি তু ন নিত্যসমাসঃ। অব্যয়মিত্যাদি-সমাসবিধানাজ্‌ জ্ঞাপকাৎ।" (৬৬৫ সূত্র)। কোনও কোন স্থলে দেখা যায়, সূত্রের দ্বারাই নিত্যত্ব বিধান করা হইয়াছে, যেমন—"উদ্দালপুষ্পপ্রভঞ্জিকা" "দন্তলেখকঃ" ইত্যাদি। "নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ" (২।২।১৭)—এই সূত্র দ্বারা উক্ত পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে। স্থলবিশেষে আবার স্বপদবাক্যের অভাবহেতু সমাস নিত্য হয়, যেমন—সুরাজা, অতিরাজা, ব্রাহ্মণার্থঃ সূপ ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে বাররুচসংগ্রহের টীকাকার নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—"অত্র স্বাদীনাং বিগ্রহবাক্যস্থানাং শোভনাদ্যর্থপ্রতিপাদন-সামর্থ্যাভাবাদন্যেন বিগ্রহপ্রদর্শনাৎ সামর্থ্যাদ্‌ বাক্যাভাবলক্ষণং নিত্যত্বম্‌।"

যে স্থলে সমাসের অন্তর্গত নামের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে সমাসবদ্ধ পদের অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় তাহাই অনিত্যসমাস, যেমন—রাজ্ঞঃ পুরুষো রাজপুরুষঃ, পূর্ব্বং কায়স্য পূর্ব্বকায়ঃ ইত্যাদি। এ সকল স্থলে সমাসঘটক নামের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলেই অর্থবোধ হইতেছে। সেইজন্য ইহারা অনিত্য সমাস।

(২) কেহ কেহ "নিত্যোঽনিত্যো বিকল্পশ্চ সমাসঃ কর্ত্তুরিচ্ছয়া" এই বচনানুসারে সমর্থাশ্রিত পদবিধিকে তিন প্রকারে ভাগ করেন। সমাসসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—"ক্বচিন্নিত্যঃ ক্বচিদ্বিকল্পঃ ক্বচিন্ন স্যাৎ।"

'ক্বচিন্নিত্যঃ' অর্থাৎ যে স্থলে সমাসযোগ্য বিগ্রহবাক্য সম্ভবপর নহে তথায় সমাসের নিত্যতা স্বীকৃত হয়, যেমন—কৃষ্ণসর্পঃ, দেবানাংপ্রিয়ঃ, লোহিতশালিঃ ইত্যাদি। এ সকল কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

'ক্বচিদ্বিকল্পঃ' অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল সমাসই বৈকল্পিক, যেমন—হরিশ্চ হরশ্চ জয়তি অথবা হরিহরৌ জয়তঃ (দ্বন্দ্ব), চত্বারো ভুজা যস্য তস্মৈ নমঃ বা চতুর্ভুজায় নমঃ (বহুব্রীহি), নীলমুৎপলমিদং অথবা নীলোৎপলমিদম্ (কর্ম্মধারয়), বিষ্ণো র্ভক্তোঽয়ং অথবা বিষ্ণুভক্তোঽয়ম্ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), পঞ্চভি র্গোভিঃ ক্রীতোঽয়ং অথবা পঞ্চগুঃ (দ্বিগু), কৃষ্ণমধিকৃত্য কথা অথবা অধিকৃষ্ণং কথা (অব্যয়ীভাব) ইত্যাদি।

'ক্বচিন্ন' অর্থাৎ কোনও কোন স্থলে সমর্থপদের সমাস ইষ্ট নহে। যেমন—রামো জামদগ্ন্যঃ, ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ, অর্জ্জুনঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ ইত্যাদি। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"অভিধানলক্ষণা হি কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ" "কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্" ইত্যাদি। এ বিষয়ে নাগেশ লিখিয়াছেন—" 'অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিত-সমাসাঃ' (৩।৩।২৯ মহাভাষ্য) ইতি 'অকর্ত্তরি চ' (পা° ৩।৩।১৯) ইতি সূত্রে ভাষ্যোক্তেঃ। অভিধানঞ্চ শিষ্টানাং ততোঽর্থবোধরূপং তদ্বিপরীতমনভিধানমিতি 'তদস্য তদস্মিন্ স্যাদিতি' (পাঃ ৫।১।১৬) ইতি সূত্রে ভাষ্যে স্পষ্টম্।" (লঘুশব্দেন্দু-শেখর)। পাণিনিসম্প্রদায়ে 'বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্' (২।১।৫৭) এই সূত্রে বহুলশব্দের গ্রহণহেতু উক্ত স্থলে সমাস অনভিপ্রেত হইয়াছে। সমাস না হওয়ার কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক হরদত্ত বলিয়াছেন—"সমস্যমানপদদ্বয়জন্যবোধ-প্রকারকয়ো র্বিশেষণবিশেষ্যধর্ম্ময়ো র্যত্র পরস্পরব্যভিচারস্তত্রৈব সমাসো যথা স্যাৎ নান্যত্রেত্যেতদর্থমুভয়োপাদানম্। তথা চ নীলোৎপলাদৌ সমাসো ভবতি,

ন তু 'তক্ষকঃ সর্পঃ' ইত্যাদৌ। ন হি তক্ষকত্বং সর্পত্বং ব্যভিচরতি *।" হরদত্তের এইরূপ মতবাদ কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ অনেক শিষ্টপ্রয়োগে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—কৈলাসাদ্রিঃ, মন্দরাদ্রিঃ, ভাবপদার্থঃ, তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণশাস্ত্রম্, ভোজরাজঃ ইত্যাদি।

যে সকল কথা বলা হইল তদ্দ্বারা উপপন্ন হয় যে, এই সম্প্রদায়ান্তর্গত বৈয়াকরণেরা সমাসের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য এবং অবশ্যকর্ত্তব্যভেদে সমর্থাশ্রিত পদবিধির তিনপ্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) প্রাচীনদের মতে সমাস চারিপ্রকার—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব। তাঁহারা বলেন, পাণিনীয় সমাসাধিকারে যে সকল সমাসবিষয়ক নিয়ম পঠিত হইয়াছে তদনুসারে সমাসের এরূপ বিভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। এ সিদ্ধান্ত কিন্তু অনবদ্য নহে। উক্ত বিভাগে অব্যাপ্তিদোষ আসিয়া পড়ে। কারণ সমাসাধিকারে ঐ চারিপ্রকার সমাস ব্যতিরিক্ত 'সহসুপা'সমাসেরও বিধান করা হইয়াছে। 'সহসুপা'সম্বন্ধে বৈয়াকরণেরা বলেন—'যস্য সমাসস্য বিশেষসংজ্ঞা ন কৃতা স সামান্যেন সুপ্‌ সুপেতি সমাসঃ'। ইহার উদাহরণ যেমন—ভূতপূর্বঃ, জীমূতস্যেব, অনুব্যচলৎ ইত্যাদি। ভট্টোজিদীক্ষিতও এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"সমাসশ্চতুর্ধে'তি প্রায়োবাদঃ। অব্যয়ীভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিদ্বন্দ্বাধিকারবহির্ভূতানামপি 'সহসুপা' (পা০ ২।১।৪) ইতি বিধানাৎ"।

চতুষ্টয়বাদীদের মধ্যে আর একটী সম্প্রদায় আবার "অব্যয়ম্‌······" (২।১।৬) এই সূত্রের ভাষ্য দেখিয়া তৎপুরুষাদি চারিপ্রকার বিভাগকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য উহাদের লক্ষণসম্বন্ধে বলেন—"পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ, উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ"। এ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ

---

* এ বিষয়ে কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"তক্ষকঃ সর্পঃ শিংশপা বৃক্ষ ইত্যসমাস এব। উভয়বিশেষণবিশেষ্যভাবে সমাসোঽয়মভিধানাদ্‌ বাক্যমেব সমাসবাদি। ন হি তক্ষকঃ সর্পত্বং ব্যভিচরতি ন চ শিংশপা বৃক্ষত্বমিতি। যদা তু তক্ষোতীতি তক্ষকঃ ক্রিয়ার্থ উপচারাচ্ছিংশপাপি ফলে, তদেতৌ বিশেষ্যাবিতি সমাস এব। ননু চান্যে পক্ষে তক্ষকস্য সর্পত্বাব্যভিচারাৎ শিংশপায়াশ্চ বৃক্ষত্বাব্যভিচারাৎ সর্পবৃক্ষয়োঃ প্রয়োগ এব নাস্তি।" (২৬৩ সূত্র—চতুষ্টয়বৃত্তি গুরুনাথ সংস্করণ)।

বহুব্রীহিসমাসকে সর্ব্বপদার্থাপ্রধানও বলিয়া থাকেন। এ মতবাদও নির্দ্দোষ নহে, কারণ ইহাতেও আবার অব্যাপ্তিদোষ প্রসক্ত হইতেছে। 'সূপপ্রতি'শব্দে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে, কিন্তু পদের প্রাধান্যবিচারে ইহাতে তৎপুরুষের লক্ষণই বিদ্যমান, যেহেতু উত্তরপদ 'প্রতি'শব্দ এখানে প্রধান। এইরূপে 'উন্মত্তা গঙ্গা যস্মিন্'—এই বিগ্রহ বাক্যের দ্বারা দেশবিশেষের জ্ঞান হয় না বলিয়া 'উন্মত্তগঙ্গম্' (অর্থাৎ তন্নামকদেশবিশেষ) অব্যয়ীভাবান্তর্গত নিত্যসমাস, কিন্তু ইহাতে অন্যপদার্থপ্রাধান্যরূপ বহুব্রীহিসমাসের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা আকরে দ্রষ্টব্য। অনেকে এই অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য প্রত্যেকের পূর্ব্বে 'প্রায়েণ'শব্দ প্রয়োগ করেন, যেমন—"প্রায়েণ পূর্ব্বপদার্থ-প্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ" ইত্যাদি। কিন্তু ইহাতেও পদার্থের লক্ষণ নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

এই সকল সমাসচতুষ্টয়বাদী বৈয়াকরণেরা কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন না। সেইজন্য উক্ত বিভাগের মধ্যে কর্ম্মধারয় এবং দ্বিগুর কোনও উল্লেখ নাই। তাঁহারা বলেন—"তৎপুরুষবিশেষঃ কর্ম্মধারয়ঃ, তদ্বিশেষো দ্বিগুঃ।" অর্থাৎ কর্ম্মধারয়সমাস তৎপুরুষের একটী অন্তর্বিভাগমাত্র এবং দ্বিগু-সমাস একপ্রকার কর্ম্মধারয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

(৪) বাভটাদি প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনপূর্ব্বক জগদীশ তর্কালঙ্কার পদপ্রাধান্যভেদে সমাসের পাঁচ প্রকার বিভাগ প্রতিপাদন করিয়াছেন। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বমধ্যান্ত্যসর্ব্বান্য-পদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ।
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ 'বাভটাদির মতানুসারে সমাস পঞ্চবিধ—পূর্ব্বপদপ্রধান, মধ্যপদপ্রধান, অন্ত্যপদপ্রধান, সর্ব্বপদপ্রধান এবং অন্যপদপ্রধান।' তৎপুরুষাদিবিভাগের সহিত এ বিভাগের কোনও সম্বন্ধ নাই।

পূর্ব্বপদপ্রধান সমাস, যেমন—জায়াং প্রাপ্তঃ প্রাপ্তজায়ঃ, অর্দ্ধং পিপ্পল্যা অর্দ্ধপিপ্পলী, কায়স্য পূর্ব্বং পূর্ব্বকায়ঃ (সূত্রতঃ ইহারা তৎপুরুষ); কুম্ভস্য সমীপম্ উপকুম্ভম্ (সূত্রতঃ অব্যয়ীভাব); পুরুষঃ সিংহ ইব পুরুষসিংহঃ (সূত্রতঃ কর্ম্মধারয়) ইত্যাদি।

মধ্যপদপ্রধান সমাস, যেমন—পটস্য নাধিকরণমিতি পটানধিকরণম্ (পটাধিকরণভিন্নমিত্যর্থঃ), প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকম্ ইত্যাদি। এ সকল স্থলে মধ্যস্থিত নঞ্-এর অভাববোধক অর্থই প্রধান বুঝিতে হইবে।

অন্ত্যপদপ্রধান সমাস, যেমন—রাজ্ঞঃ পুরুষো রাজপুরুষঃ (সূত্রতঃ তৎপুরুষ), নীলমুৎপলং নীলোৎপলম্ (সূত্রতঃ কর্ম্মধারয়), দ্বৌ গার্গ্যৌ দ্বিগার্গ্যম্, শাকস্য লেশঃ শাকপ্রতি, অক্ষেণ বিপরীতং বৃত্তম্ অক্ষপরি, সপ্তানাং গঙ্গানাং সমাহারঃ সপ্তগঙ্গম্ (সূত্রতঃ ইহারা অব্যয়ীভাব) ইত্যাদি।

সর্ব্বপদপ্রধান সমাস, যেমন—যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনৌ (সূত্রতঃ ইতরেতরদ্বন্দ্ব), গোব্যাঘ্রম্ (সূত্রতঃ সমাহারদ্বন্দ্ব) ইত্যাদি।

অন্যপদপ্রধান সমাস, যেমন—খলে উলূখলে যবাঃ ক্ষিপ্যন্তে যস্মিন্ কালে তৎ খলেযবম্, আয়ত্যো গাবো যস্মিন্ কালে তদ্ আয়তীগবম্, লোহিতা গঙ্গা যস্মিন্নিতি লোহিতগঙ্গং নাম দেশঃ (সূত্রতঃ ইহারা অব্যয়ীভাব); উষ্ট্র-মুখমিব মুখং যস্য স উষ্ট্রমুখঃ, অস্তি* ক্ষীরং যস্যাঃ সা অস্তিক্ষীরা গৌঃ (সূত্রতঃ বহুব্রীহি) ইত্যাদি।

শব্দতত্ত্বানুসারে এ বিভাগটী অনবদ্য। কিন্তু বর্ত্তমান বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে ইহার প্রচলন নাই। বাভটের ব্যাকরণগ্রন্থ লুপ্ত হওয়ায় তাঁহার সম্প্রদায়ও দৃষ্ট হয় না।

(৫) কোন কোন বৈয়াকরণদের মতে কর্ম্মধারয়াদিভেদে সমাস ষড়্‌বিধ। যথা—

"দ্বিগু র্দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ কর্ম্মধারয় এব চ।
পঞ্চমস্তু বহুব্রীহিঃ ষষ্ঠস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ॥"

জগদীশ তর্কালঙ্কার এই মতবাদ উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"স চায়ং ষড়্‌বিধঃ কর্ম্ম-ধারয়াদিপ্রভেদতঃ।" বঙ্গীয় পুরুষোত্তমও† সমাসের ষড়্‌বিধত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রয়োগরত্নমালায় লিখিয়াছেন—

* অস্তীতি বিভক্তিপ্রতিরূপকমব্যয়ম্।

† সমাসের লক্ষণ লইয়া প্রয়োগরত্নমালায় উক্ত হইয়াছে—

"আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিযুক্তং পদকদম্বকম্।
সমাসশ্চানেকপদস্ত্বেকলিঙ্গত্বমুচ্যতে॥
ন বিধেয়ৈ র্ন চ স্বাঙ্গসাপেক্ষকবিশেষণৈঃ॥" (৩—৬)।

"কর্ম্মধারয় আদ্যঃ স্যাদ্দ্বিগুস্তৎপুরুষোঽপরঃ।
বহুব্রীহিরথ দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ ষড়ীরিতাঃ॥" ৮।

এ সম্প্রদায় উক্ত ষড়্‌বিধ সমাসের লক্ষণসম্বন্ধে বলেন—

"পূর্ব্বেঽব্যয়েঽব্যয়ীভাবোঽমাদৌ তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ।
চকারবহুলো দ্বন্দ্বঃ সংখ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুঃ স্মৃতঃ॥
যস্য যেন বহুব্রীহিঃ স চাসৌ কর্ম্মধারয়ঃ।
ইতি কিঞ্চিৎ সমাসানাং ষণ্ণাং লক্ষণমীরিতম্॥"

কর্ম্মধারয়াদিভেদে সমাসকে ষড়্‌বিধ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তৎপুরুষ হইতে কর্ম্মধারয় এবং দ্বিগু সমাসের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"তৎপুরুষবিশেষঃ কর্ম্মধারয়ঃ, তদ্বিশেষো দ্বিগুঃ।" (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। এ বিষয়ের সমালোচনা পূর্ব্বে সমাসচতুষ্টয়বাদে দ্রষ্টব্য।

ভট্টোজিদীক্ষিতপ্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ছয়প্রকার সমাস স্বীকার করিলেও উহার উক্তরূপ ষড়্‌বিধত্ব স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহারা "সহসুপা" (২।১।৪) এই পাণিনীয়সূত্রের যোগবিভাগদ্বারা সমাসের এইরূপ বিভাগ সমীচীন বলিয়া মনে করেন—

"সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা।
সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়্‌বিধো বুধৈঃ॥"

কারিকাটীর ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সুপাং সুপা" অর্থাৎ সুবন্তের সহিত সুবন্তের সমাস হয়, যেমন—রাজপুরুষঃ।

"সুপাং তিঙা" অর্থাৎ তিঙন্তের সহিত সুবন্তের সমাস হয়। যথা—পর্য্যভূষৎ, অনুব্যচলৎ ইত্যাদি।

"সুপাং নাম্না" অর্থাৎ নামের সহিত সুবন্তের সমাস হয়, যেমন—কুম্ভকারঃ। "কর্ম্মণ্যণ্" (পাঃ ৩।২।১) এই সূত্রবিহিত অণ্‌প্রত্যয়ান্ত 'কুম্ভকার'শব্দে "উপপদমতিঙ্"(পা০২।২।১৯) সূত্রদ্বারা উপপদ সমাস হইয়াছে। অতএব "গতিকারকোপপদানাং কৃদ্ভিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক্ সুবুৎপত্তেঃ" এই পরিভাষানুসারে 'কার' এই নাম বা প্রাতিপদিকের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত 'কুম্ভস্য'পদের সমাস হইবার পর 'কুম্ভকার'শব্দে সুপ্‌প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এইরূপ প্রক্রিয়াদশা লক্ষ্য

করিয়াই 'নাম্না'পদ কারিকাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপপদসমাসসম্বন্ধে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

"সুপাং ধাতুনা" অর্থাৎ ধাতুর সহিত সুবন্তের সমাস হয়, যেমন—কটপ্রূঃ*। 'ক্বিব্‌বচিপ্রচ্ছ্যায়তস্তুকটপ্রুজুশ্রীণাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ" (৩।২।১৭৮ মহাভাষ্য) এই বার্ত্তিকানুসারে গত্যর্থক 'প্রু'ধাতুর সহিত সুবন্ত 'কটে'পদের নিপাতনে সমাস হইয়াছে। এস্থলে তিঙন্তের সহিত উপপদসমাস হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে, কারণ উক্ত ক্বিব্‌বিধিতে সপ্তমীনির্দ্দেশের অভাবহেতু 'কট'শব্দে "তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্" (পা০ ৩।১।৯২) এই সূত্রবিহিত উপপদসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না।

"তিঙাং তিঙা" অর্থাৎ তিঙন্তের সহিত তিঙন্তের সমাস হয়, যেমন—পিবত খাদত ইতি যত্র ক্রিয়ায়াং সা পিবতখাদতা। এইরূপ অর্থ খাদতমোদতাদি পদেও বুঝিতে হইবে। ইহারা ময়ূরব্যংসকাদির অন্তর্গত। অষ্টাধ্যায়ীতে এরূপ তিঙন্তের সহিত তিঙন্তের সমাসসম্বন্ধে কোনও বিধি দৃষ্ট হয় না। তবে "আখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাতত্যে"† এই গণসূত্রবলে উক্তপ্রকার সমাস হইতে পারে।

"তিঙাং সুবন্তেন" অর্থাৎ সুবন্তের সহিত তিঙন্তের সমাস হয়, যেমন—কৃন্ত বিচক্ষণেতি যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা কৃন্তবিচক্ষণা (হে বিচক্ষণ! কৃন্ত ছিন্ধীত্যর্থঃ)। জহি জোড়ম্ (দাসম্) ইত্যভীক্ষ্ণমাহ যঃ স জহিজোড়ঃ, ইত্যাদি।

---

* কটে শ্মশানে প্রবতে বিচরতি যঃ স কটপ্রূঃ। "কটপ্রূঃ পুংসি রাক্ষসে। বিদ্যাধরে মহাদেবে তথা স্যাদক্ষদেবতে" ইতি মেদিনী। রামতর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের ১০৩৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন—"কটপ্রূঃ কামরূপকীটঃ"।

† "আখ্যাতেনাখ্যাতং সাতত্যেঽন্তক্রিয়াপদস্যার্থে।
কর্ত্তারং চ ব্রূতে হি কর্ম্মণা বহুলমাভীক্ষ্ণ্যে॥
এহিরেয়াহিরাভিন্ধিলবণোৎপত্যপাকলাঃ।
স্যাদহংপূর্ব্বিকা প্রোহকর্দমাথোদ্ধরোৎসৃজা॥"
(বর্দ্ধমানকৃত গণরত্নমহোদধি, ২।১২১-১২২)।

প্রয়োগরত্নমালায় পুরুষোত্তমও বলিয়াছেন—
"তিঙন্তঞ্চ তিঙন্তেন সাতত্যেন নিযুক্তিষু।
আভীক্ষ্ণ্যে কর্ম্মণা হ্যন্তং সমাসার্থে তু কর্ত্তরি॥" (৫৯-৬০)।

পূর্ব্বে যে "সুপাং তিঙা" বলা হইয়াছে তাহা তিঙন্তোত্তরপদবিষয়ক এবং অন্তে যে "তিঙাং সুবন্তেন" বলা হইয়াছে তাহা সুবন্তোত্তরপদবিষয়ক বুঝিতে হইবে, কারণ উক্ত নিয়মদ্বয়ের ভিন্নবিষয়তা স্বীকার না করিলে সমাসের ষড়্‌বিধত্ব প্রতিপাদিত হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই লঘুশব্দেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন—"অত্র 'সুপাং তিঙা' ইত্যনেনৈব 'তিঙাং সুবন্তেনে'-ত্যস্য সংগ্রহাৎ পঞ্চবিধত্বমেব যুক্তম্, উভয়ত্রাপি সুপ্‌তিঙ্‌ঘটিতত্বস্যাবিশিষ্টত্বাদিতি চিন্ত্যম্। যত্বাঽঽদ্যেন সুবন্তপূর্ব্বপদকস্য গ্রহণমন্ত্যেন তিঙন্তপূর্ব্বপদস্যেতি ভেদঃ।"

(৬) কেহ কেহ আবার অঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সমাসকে সাতপ্রকার বলিয়াছেন। এই মতানুসারে একটী লৌকিক আভাণক আছে—

"দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদ্‌গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ।*
তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥"

রেখাচিহ্নিত পদের দ্বারা সপ্তবিধ সমাসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। সমাসের নামকথনে কারিকাটীর উদ্দেশ্য থাকিলেও তাহার শব্দবিন্যাস হইতে একপ্রকার অর্থসঙ্গতিও পাওয়া যায়। যাহাই হউক, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু এবং নিত্য সমাসকে পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সমাসের এই প্রকার বিভাগ গোবলীবর্দ্দন্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সপ্তসমাসবাদীদের মধ্যে অনেকে আবার উক্ত নিত্যসমাসের পরিবর্ত্তে তৎস্থানে উপপদসমাস স্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ উল্লেখ করিয়া শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকার লিখিয়াছেন—

"যশ্চোপপদসংজ্ঞোঽন্যস্তেনাসৌ সপ্তধা মতঃ॥"

অর্থাৎ কেহ কেহ উপপদসমাস লইয়া সমাস সাতপ্রকার মনে করেন। সাতপ্রকার অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু এবং উপপদ।

(৭) কোনও কোন বৈয়াকরণ অবান্তরভেদ আশ্রয়পূর্ব্বক সমাসকে অষ্টাবিংশতিপ্রকার বলেন। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

* ষট্‌সমাসবাদিগণ উক্ত কারিকার 'নিত্যম্' পদস্থানে 'সততম্'-পাঠ গ্রহণ করেন।

"তত্রাষ্টধা তৎপুরুষঃ ষড়্‌বিধঃ কর্ম্মধারয়ঃ।
ষড়্‌বিধশ্চ বহুব্রীহি র্দ্বিগুরাভাষিতো দ্বিধা ॥
দ্বন্দ্বশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়োঽব্যয়ীভাবো দ্বিধা মতঃ॥" (বাররুচসংগ্রহ)।

তৎপুরুষ আটপ্রকার, যেমন—প্রথমাতৎপুরুষ, দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ, চতুর্থীতৎপুরুষ, পঞ্চমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ, সপ্তমীতৎপুরুষ এবং নঞ্‌তৎপুরুষ। কর্ম্মধারয় ছয়প্রকার, যেমন—সামান্য, বিশেষ, কুৎসিতপূর্ব্বপদ, উপমানপূর্ব্বপদ, উপমিতপূর্ব্বপদ এবং বর্ণোভয়পদ। বহুব্রীহি ছয়প্রকার, যেমন—তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, সংখ্যোত্তরপদ, অন্তরালাভিধেয়ক, সরূপোপলক্ষিত এবং সহপূর্ব্বপদ। দ্বিগু দুইপ্রকার, যেমন—একবদ্ভাব এবং অনেকবদ্ভাব। দ্বন্দ্ব চারিপ্রকার, যেমন—দ্বিপদ ইতরেতর, বহুপদ ইতরেতর, দ্বিপদ সমাহার এবং বহুপদ সমাহার। অব্যয়ীভাব দুই প্রকার, যেমন—অব্যয়পূর্ব্বপদ এবং নামপূর্ব্বপদ। সমাসের এই প্রকার অবান্তরভেদ সকল সম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই। তবে বররুচির ন্যায় প্রমাণপুরুষকর্ত্তৃক উহা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উক্ত বিভাগটী দর্শিত হইল। উপপদসমাস লইয়া যে সাত প্রকার সমাস পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই প্রসঙ্গে উক্ত ২৮ প্রকারের সমাসও স্বতঃ ব্যাখ্যাত হইবে।

দ্বন্দ্ব *। একাধিক বিশেষ্যপদ মিলিত হইলেও যখন প্রত্যেকের অর্থ প্রধানভাবে এবং বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয় তখন তাহাকে দ্বন্দ্ব† সমাস বলে। এইজন্য বৈয়াকরণেরা বলিয়াছেন—"সর্ব্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ"। কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"দ্বন্দ্বঃ সমুচ্চয়ো নাম্নো র্বহূনাং বাপি যো ভবেৎ"। ভগবান্‌ পাণিনিও সূত্র করিয়াছেন—"চার্থে দ্বন্দ্বঃ" (২।২।২৯)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—চশব্দদ্যোত্য অর্থ বর্ত্তমান থাকিলে পরস্পরসাপেক্ষ একাধিক সুবন্তপদের সমাস হয় এবং সেই সমাসকে দ্বন্দ্বসমাস বলে। উক্ত 'চ'শব্দের অর্থ চারিপ্রকার হইতে পারে, যথা—সমুচ্চয়, অন্বাচয়, ইতরেতর এবং সমাহার। শাব্দিকদের মধ্যে উক্তিও আছে—"চান্বাচয়ে সমাহারেঽপ্যন্যোন্যার্থে

* দ্বন্দ্বশব্দের নির্ব্বচন এইরূপ—'দ্বৌ দ্বাবর্থৌ অভিদধাত্যেকোঽস্মিন্নিতি দ্বন্দ্বঃ'।

† 'স্বঘটকীভূতপ্রত্যেকপদার্থপ্রধানকমধ্যবর্ত্তিবিভক্তিশূন্যনামসমুদায়ত্বং দ্বন্দ্বত্বম্'।
(গোবিন্দভট্টের সমাসবাদ)।

'পদজন্যপ্রতীতিবিষয়ভেদো দ্বন্দ্বঃ'। (ভবানন্দী)।

সমুচ্চয়ে"‡। সমুচ্চয়ের লক্ষণ এইরূপ—"যদা পরস্পরনিরপেক্ষাঃ পদার্থা একস্মিন্ সম্বন্ধিনি সমুচ্চীয়ন্তে তদা সমুচ্চয়ঃ"। অর্থাৎ পরস্পরনিরপেক্ষ একাধিক পদার্থের একবিষয়ক অন্বয়কে সমুচ্চয় বলে। সমুচ্চয় চারিপ্রকার। প্রথমতঃ ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন—"ঈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজস্ব"। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন—"রাজ্ঞো গজশ্চাশ্বশ্চ"। তৃতীয়তঃ দ্রব্যের সহিত গুণের সমুচ্চয়, যেমন—"পটঃ শুক্লো রক্তশ্চ"। চতুর্থতঃ গুণের সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন—"রক্তঃ পটঃ কম্বলশ্চ"। পদার্থের পরস্পর-নিরপেক্ষতাহেতু সমুচ্চয়ার্থে সমাস হয় না। যেমন—"ঈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজস্ব" এই বাক্যে একটীমাত্র 'চ'শব্দ থাকায় 'ঈশ্বরং ভজস্ব' বলিলে 'গুরুঞ্চ' এই অংশের জন্য আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া অসামর্থ্যহেতু ঈশ্বর ও গুরুশব্দের সমাস হইল না। অন্বাচয়সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —"যদা ত্বেকস্য প্রাধান্যাত্তদনুরোধেন ত্বিতরদন্বাচীয়তে তদান্বাচয়ঃ"। অর্থাৎ প্রধান বিষয়ের সহিত আনুষঙ্গিক বিষয়ের যে একত্বসূচক অন্বয় তাহাকে অন্বাচয় বলে। যথা—"ভো বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়"। ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ—'ভো বটো ভিক্ষামট যদি পশ্যসি গাঞ্চানয়'। এখানে বক্তার আশয় হইতে বুঝা যায় যে, ভিক্ষাটনই প্রধান এবং গবানয়ন অপ্রধান। একটী অপরটীর আনুষঙ্গিক হইলেও উভয়ই বটুর সহিত অন্বিত, কিন্তু "ভিক্ষামট" বলিবার পর অবশিষ্ট অংশের জন্য আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া এখানেও সমাস হইতে পারে না। ইতরেতরের লক্ষণ হইতেছে—"পরস্পরসাপেক্ষয়োরবয়বপ্রাধান্যেন

‡ 'চ'কারের উক্ত চতুর্বিধ অর্থ এবং তাহার লক্ষণ লইয়া প্রয়োগরত্নমালাকৃৎ পুরুষোত্তমের সম্প্রদায়ে এই কারিকাগুলি প্রচলিত আছে—

"আবশ্যকত্বে নৈকত্রানাবশ্যকতয়া পরে।
পদানাং যত্র সম্বন্ধঃ সোঽন্বাচয় উদাহৃতঃ॥
পদান্তরেণ সম্বন্ধে সংহতে যত্র মুখ্যতা।
সাহিত্যবৎ পদানাং হি সমাহার স উচ্যতে॥
স্বতন্ত্রাণাং পদানাং হি সাপেক্ষাণাং পরস্পরে।
যোগঃ ক্রিয়ায়াং কস্যাঞ্চিদিতরেতর উচ্যতে॥
সর্ব্বেষাস্তু স্বতন্ত্রাণাং পদানামনপেক্ষয়া।
কচিৎ ক্রিয়ায়াং সম্বন্ধঃ সমুচ্চয় উদাহৃতঃ॥"

একক্রিয়ায়ামন্বয় ইতরেতরযোগঃ"। অভিপ্রায় এই যে, পরস্পরসাপেক্ষ পদসমূহ যখন প্রধানভাবে একক্রিয়ায় সম্বন্ধ থাকে তখন তাহাকে ইতরেতর বলা হয়, যেমন—'ধবখদিরৌ ছিন্ধি'। ধবশ্চ খদিরশ্চ ধবখদিরৌ—এখানে পরস্পর সাহিত্য সূচনা করিবার জন্য চকারদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাহারের লক্ষণ—"পরস্পর-সাপেক্ষাণামেবাবয়বভেদতিরোধানেন সংহতিরূপেণান্বয়ঃ সমাহারঃ"। অর্থাৎ পরস্পর-সাপেক্ষ এবং অবয়বভেদহীন পদরাশির সংহতিসূচক অন্বয়কে সমাহার বলে। যথা—"সংজ্ঞাপরিভাষম্"। ইহার বিগ্রহ এইরূপ—সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ তয়োঃ সমাহারঃ। ইতরেতর এবং সমাহারে * পরস্পর সাহিত্যরূপ সম্বন্ধ থাকায় সমাস হয়, কিন্তু সমুচ্চয় ও অন্বাচয়ে এরূপ কোনও সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া তথায় সমাসাভাব বুঝিতে হইবে। সেইজন্য প্রয়োগরত্নমালায় সূত্রিত হইয়াছে—"সমুচ্চয়ান্বাচয়য়ো র্দ্বন্দ্বো নাস্তি"। (সমাসবিন্যাস—১২৪)। ইতরেতরে সাহিত্য বিশেষণভাবে এবং দ্রব্য বিশেষ্যভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সমাহারে সাহিত্যই প্রধান এবং দ্রব্য তাহার বিশেষণ বলিয়া অপ্রধান। সাহিত্য প্রধান বলিয়া সমাহারে নিত্য নপুংসকলিঙ্গ এবং একবচন হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বসমাসের উক্ত দ্বিবিধ ভেদ স্বীকারপূর্ব্বক জগদীশও লিখিয়াছেন—

"দ্বৌ ভেদাবস্য শাস্ত্রোক্তৌ সমাহারেতরেতরৌ।
একান্যবচনাকাঙ্ক্ষাহীনোপাদানতশ্চ তৌ॥" (শব্দশক্তি প্র০)।

কোনও কোন ব্যাকরণে পদের দ্বিত্ববহুত্বভেদে দ্বন্দ্বসমাস চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন, দ্বিপদ ইতরেতর—"প্লক্ষন্যগ্রোধৌ", বহুপদ ইতরেতর—"প্লক্ষন্যগ্রোধধবখদিরপলাশাঃ", দ্বিপদ সমাহার—"বাক্ত্বচম্", বহুপদ সমাহার—"পাণিপাদশিরোগ্রীবম্"।

বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ একশেষকে দ্বন্দ্বসমাসান্তর্গত বিভাগবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলেও পাণিনিমুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণে একশেষের সমাসত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ঐ সকল ব্যাকরণে একশেষ ব্যাকরণসিদ্ধ বৃত্তিবিশেষরূপে আচরিত হইয়াছে। উক্তিও আছে—"কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাদ্যন্তধাতুরূপাঃ

---

* সমাহার ও ইতরেতরের ভেদ লইয়া ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—
"ইতরেতরযোগস্তু ভিন্নসংখ্যাভিধায়িনাম্।
প্রত্যেকঞ্চ সমূহোঽসৌ সমূহিষু সমাপ্যতে॥" (প্রকীর্ণক)।
"দ্বন্দ্বশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়ঃ......" ইত্যাদি (বাররুচসংগ্রহ)।

পঞ্চ বৃত্তয়ঃ”। একশেষবিষয়ে * দ্বন্দ্বসমাসের প্রসক্তি থাকিলেও “সাবকাশ-নিরবকাশয়োঃ নিরবকাশো বলীয়ান্—”এই পরিভাষানুসারে উভয়প্রাপ্তিস্থলে দ্বন্দ্বাপেক্ষা একশেষই বলবান্ হইয়া থাকে। সেইজন্য “দ্বন্দ্বপ্রতিষেধশ্চ” এই বার্ত্তিক-ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—“অনবকাশ একশেষো দ্বন্দ্বং বাধিষ্যতে।” (১।২।৬৪ মহাভাষ্য)। একশেষে একটীমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে বলিয়া উহাকে আর দ্বন্দ্বসমাস বলা যায় না, কারণ একাধিকপদঘটিতত্বই দ্বন্দ্বসমাসের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। সেইজন্য ভট্টোজিদীক্ষিত “অনেকমন্য-পদার্থে” (পা০ ২।২।২৪) এই সূত্র হইতে ‘অনেকম্’-পদের অনুবৃত্তি লইয়া “চার্থে দ্বন্দ্বঃ” (পা০ ২।২।২৯) এই সূত্রের বৃত্তিতে বলিয়াছেন—“অনেকং সুবন্তং চার্থে বর্ত্তমানং বা সমস্যতে, স দ্বন্দ্বঃ”। পাণিনিসম্প্রদায়ের মতানুসারে প্রয়োগরত্নমালায় পুরুষোত্তমও একশেষকে দ্বন্দ্বসমাসের অপবাদরূপে গ্রহণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—“অথ দ্বন্দ্বাপবাদৈকশেষাঃ ..” (সমাসবিন্যাস, ১৩৪)। অমরসিংহও উভয়কে পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—“ভেদাখ্যানায় ন দ্বন্দ্বো নৈকশেষো ন সঙ্করঃ”। কেহ কেহ বলেন—“কৃতদ্বন্দ্বানামেকশেষঃ”। অর্থাৎ ‘দ্বন্দ্বসমাস করিয়া তারপর একশেষ হইবে’। ইহা চিন্তনীয়। কারণ সমাসমাত্রই বহিরঙ্গবিধির বিষয়, কিন্তু একশেষ বিভক্তি-নিরপেক্ষ বলিয়া অন্তরঙ্গবিধির বিষয় হইতেছে। অতএব “অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে”—এই পরিভাষানুসারে বহিরঙ্গবিহিত দ্বন্দ্বসমাসের পর অন্তরঙ্গবিহিত একশেষের প্রসঙ্গ আসিলে বহিরঙ্গবিধি অসিদ্ধ হইবে। আর একশেষকে দ্বন্দ্বসমাসান্তর্গত বলিয়া তাহার সমাসত্ব স্বীকার করিলে ‘শিরস্’ শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচনে যথাক্রমে ‘শিরসী’ এবং ‘শিরাংসি’ পদ সিদ্ধ হয় না। কারণ “দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্য্যসেনাঙ্গানাম্” (পা০ ২।৪।২) এই সূত্রানুসারে প্রাণ্যঙ্গবাচক বলিয়া উক্ত পদগুলির একবদ্ভাব এবং “সমাসস্য” (পা০ ৬।১।২২৩) এই সূত্রানুসারে সমস্ত পদ বলিয়া উহাদের অন্তোদাত্তত্ব দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত ‘পথিন্’শব্দের পন্থানৌ, পন্থানঃ, পথিভ্যাম্, পথিভিঃ ইত্যাদি পদও সিদ্ধ হয় না। কারণ সমাস স্বীকার করিলে “ঋক্পূরব্ধূঃপথাম্.....”

---

* এ সম্বন্ধে ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—

“অনুস্যূতৈব ভেদাভ্যাবেকা প্রখ্যোপজায়তে।
তদা সহবিবক্ষাং তামাহু র্দ্বন্দ্বৈকশেষয়োঃ ॥” (প্রকীর্ণক)।

পা॰ ৫।৪।৭৪) ইত্যাদি সমাসান্তবিধিবিহিত 'অ'প্রত্যয়ের প্রসক্তিহেতু ঐ স্থলে পথৌ, পথাঃ, পথাভ্যাং, পথৈঃ ইত্যাদি অনিষ্ট পদ আসিয়া ড়। সেইজন্য বার্ত্তিককার লিখিয়াছেন—"সমাস ইতি চেৎ স্বরসমাসান্তেষু ষঃ।" (১।২।৬৪ মহাভাষ্য)।

যেস্থলে দুই বা বহু পদের মধ্যে একটীমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে বং সেই অবশিষ্ট পদদ্বারা লুপ্ত পদসমূহের অর্থ প্রতীত হয়, তথায় কশেষ* বুঝিতে হইবে। একশেষ দ্বিবিধ—সরূপৈকশেষ এবং বিরূপৈকশেষ। তরাং "সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ" (১।২।৬৪) এই পাণিনীয় সূত্রের নতাপূরণের জন্য বার্ত্তিক হইয়াছে—"বিরূপাণামপি সমানার্থানাম্"। অর্থভেদ াকিলেও একবিভক্তিতে সমানাকৃতিক শব্দসমূহের সরূপৈকশেষ হয়, যেমন— ামশ্চ (পরশুরাম) রামশ্চ (শ্রীরাম) রামশ্চ (বলরাম) তে রামাঃ, ঘটশ্চ টশ্চ ঘটৌ ইত্যাদি। আর অর্থের ঐক্য বুঝাইলে ভিন্নাকৃতিক শব্দের রূপৈকশেষ হয়, যেমন—বক্রদণ্ডশ্চ কুটিলদণ্ডশ্চ বক্রদণ্ডৌ কুটিলদণ্ডৌ বা, াতা চ পিতা চ পিতরৌ ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্যমান দের রূপতঃ এবং অর্থতঃ ভেদ আশ্রয় করিয়া একশেষকে উক্তপ্রকারে বিধ বলা হইয়াছে। চান্দ্রসম্প্রদায় কিন্তু সরূপবিরূপভেদে একশেষের দ্বৈবিধ্য ীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—নিত্যসমাসের ন্যায় একশেষের যখন পদবিগ্রহ হয় না, তখন তাহার বাক্যাশ্রিত ভেদ স্বীকার করা অপেক্ষা কৃতি এবং বৃত্তির দ্বারাই উক্তরূপ ভেদ উপলব্ধ হয় এই প্রকার বলাই শ্রেয়ঃ। সেইজন্য প্রয়োগরত্নমালায় উক্ত মতদ্বয় উল্লেখপূর্ব্বক সূত্রিত হইয়াছে—

"যঃ সরূপবিরূপৈকশেষঃ পাণিনিসম্মতঃ।
চান্দ্রাঃ প্রকৃতিবৃত্তিভ্যাং সিদ্ধৌ তন্নাম্নমেনিরে॥" ১৪৮-১৪৯।

বিরূপৈকশেষের শাব্দবোধসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলেন—'চৈত্রস্য পিতরৌ' বাক্যে 'পিতরৌ'পদের শক্তিলভ্য অর্থের দ্বারা পিতার এবং তৎসহ মাতৃপদের স্মরণহেতু মাতারও জ্ঞান হইয়া থাকে। অথবা উক্তপ্রকার দদ্বারা মাতৃপদের জ্ঞান স্বীকার না করিলে পিতৃপদে জনকস্ত্রীত্বরূপ হৎস্বার্থা লক্ষণা করিয়া মাতাপিতা উভয়ের জ্ঞানও পাওয়া যাইতে পারে।

---

* একঃ শেষোঽবশিষ্টো যস্য স একশেষঃ।

আর পিতার সহিত অন্বয়হেতু বিভক্তিটী যে পুংলিঙ্গের বোধক হইতেছে তাহা "পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োঃ" (পা০ ২।৪।২৬) এই সূত্রবলেই বুঝিতে হইবে। 'মাতা চ পিতা চ' এই বাক্যে একশেষবিধানের জন্য পাণিনি "পিতা মাত্রা" (১।২।৭০) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

কৌমারসম্প্রদায় 'পিতরৌ'পদে একশেষ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—মাতৃশব্দের সহিত পিতৃশব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে 'মাতাপিতরৌ' এবং 'মাতরপিতরৌ' এই প্রয়োগদ্বয় যখন দেখা যায়, তখন 'পিতরৌ'পদে আবার একশেষবৃত্তি কল্পনা করা অনাবশ্যক। তাঁহাদের মতে "একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ"এই বচনদ্বারা যেমন পুষ্পবন্তাদিপদের জ্ঞান হয় সেইরূপ "মাতা-পিতরৌ পিতরৌ মাতরপিতরৌ চ তাতজনয়িত্র্যৌ" এইপ্রকার অনুশাসনাদি পঠিত মাতৃত্বপিতৃত্ববোধক ভিন্নরূপ পদসমূহের দ্বারা একশক্তিযুক্ত নিত্যদ্বিবচনান্ত পিতৃ-পদেরও জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু এই দ্বিত্ববোধক পিতৃপদকে ভিন্নপ্রকৃতিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'শ্বশুরৌ'ইত্যাদি পদেরও ঐ প্রকারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। জগদীশ তর্কালঙ্কার এই সকল কথার বিবৃতি করিয়া শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিয়াছেন—"চৈত্রস্য পিতরাবিত্যত্রাপি বিরূপৈকশেষে লুপ্তস্য মাতৃপদস্য স্মরণাদ্ মাতুরবগমঃ, তদস্মরতস্তু পিতৃপদে জনকশরীরত্বেন লক্ষণয়া মাতা-পিত্রোরবগতিরিতি প্রাঞ্চঃ। কৌমারাস্তু মাত্রা পিতু র্দ্বন্দ্বে মাতা-পিতৃভ্যাং মাতরপিতরাভ্যামিতি * প্রয়োগদ্বয়ীদর্শনাচ্চৈত্রস্য পিতরাবিত্যত্র নৈকশেষঃ, পরন্তু পুষ্পবন্তা (দা ?) দিপদবৎ মাতৃত্বপিতৃত্বাভ্যাং বিভিন্নরূপাভ্যামেকশক্তিমদেব নিয়তদ্বিবচনাকাঙ্ক্ষং পিতৃপদং প্রকৃত্যন্তরম্। এবং শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চেত্যর্থে শ্বশুরৌ ইত্যত্র শ্বশুরপদমপি শ্বশ্রূ৷ শ্বশুরস্য দ্বন্দ্বে শ্বশ্রূশ্বশুরাবিত্যেব প্রয়োগাদিত্যাহুঃ।"

অব্যয়ীভাব✝। একাধিক পদের সমাস করিবার পর সেই সমস্তপদ যদি অব্যয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব বলে। সেইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অনব্যয়মব্যয়ং ভবতীত্যব্যয়ীভাবঃ। (২।১।৫ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ইহার নিরুক্তিসম্বন্ধে শাব্দিকগণও বলেন—"অনব্যয়স্য অব্যয়ত্বেন ভবনমস্মিন্নেকার্থীভাবে ইতি অব্যয়ীভাবঃ।"

✝ সমাসপ্রযুক্তলক্ষণাশূন্যাব্যয়পূর্ব্বপদকমধ্যবর্ত্তিবিভক্তিশূন্যতৎপুরুষান্যনামসমুদায়ত্বমব্যয়ীভাবত্বম্।

* অকারান্ত 'মাতরপিতর'শব্দের প্রয়োগ বৈদিক, তবে জৈনমতে লৌকিক।

অব্যয়ীভাবের লক্ষণসম্বন্ধে কোনও কোন বৈয়াকরণ বলেন—'যে সমস্ত পদের পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং যাহার স্বকীয় অর্থ উত্তর পদার্থের সহিত অন্বিত হইয়া উপস্থাপিত হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এই অব্যয়ীভাব সমাস নিত্য নপুংসকলিঙ্গ হইয়া থাকে।' শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত লক্ষণই মতান্তররূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

"উত্তরার্থান্বিতস্বার্থাব্যয়পূর্ব্বস্তু যো ভবেৎ।
সমাসঃ সোঽব্যয়ীভাবঃ স্ত্রীপুংলিঙ্গবিবর্জিতঃ॥"

এইরূপ লক্ষণ 'নির্মক্ষিকম্' 'উপকুম্ভম্' ইত্যাদি স্থলে চরিতার্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু শলাকাপরি' 'দ্বিমুনি'' 'লোহিতগঙ্গম্' ইত্যাদি সমাসনিষ্পন্ন পদে অব্যয় পূর্ব্বপদ না হওয়ায় উহাতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে।

প্রাচীনেরা বলিতেন—"পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ।" কাতন্ত্রেও সূত্রিত হইয়াছে—"পূর্ব্বং বাচ্যং ভবেদ্ যস্য সোঽব্যয়ীভাব ইষ্যতে।" অর্থাৎ যে সমাসে পূর্ব্বপদার্থ বাচ্যরূপে অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এ প্রকার লক্ষণও অব্যাপ্তিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহে। কারণ 'সুপপ্রতি', 'সংহৃতযবম্' ইত্যাদি পদে অব্যয়ীভাবসমাস হইলেও ঐ ঐ স্থলে উত্তরপদের বা অন্যপদের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জাতীয় দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত প্রয়োগরত্নমালায় সূত্রিত হইয়াছে—

"সোঽব্যয়ীভাবো যত্র নানাবিভক্তিষেকরূপতা।
অয়ং পূর্ব্বোত্তরান্যার্থমুখ্যোঽব্যয়ং সমস্যতে॥" (১৭৯-১৮১)।

পাণিনি "অব্যয়ীভাবঃ" (২।১।৫) এই অধিকারসূত্রদ্বারা সংজ্ঞাবিধান করিয়া "অব্যয়ং বিভক্তিসমীপসমৃদ্ধিব্যৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসংপ্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাবপশ্চাদ্যথানুপূর্ব্যযৌগপদ্যসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু" (২।১।৬) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বিশেষ বিশেষ বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। "অব্যয়ং বিভক্তিসমীপ......" ইত্যাদি সূত্রে মধ্যার্থ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু মধ্যার্থে "দিশয়োঃ* মধ্যে অপদিশম্"† ইত্যাদি

---

* দিশ্ এবং দিশা শব্দ উভয়ই সমানার্থক। এ বিষয় লইয়া প্রচলিত কারিকাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপঞ্চাপি হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা॥"

† ক্লীবেঽব্যয়ং ত্বপদিশং দিশোর্মধ্যে বিদিক্ স্ত্রিয়ামিত্যমরঃ।

শিষ্টপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য পাণিনিসম্প্রদায়ে উক্তসূত্রস্থ 'অব্যয়ম্'পদে যোগবিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ভট্টোজিও লিখিয়াছেন—" 'অব্যয়ম্' ইতি যোগে বিভজ্যতে। অব্যয়ং সমর্থেন সহ সমস্যতে। সোঽব্যয়ীভাবঃ।" (৬৫২ সি, কৌ) উক্ত পাণিনীয়সূত্রে অব্যাপ্তিদোষ নিবারণ করিবার জন্য এবং 'অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ' এই ভাষ্যোক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। পাণিনি অব্যয়ীভাবসমাসের কোনও লক্ষণ পৃথগ্ ভাবে উল্লেখ করেন নাই, কারণ "অব্যয়ীভাবঃ" (২।১।৫, সূত্রস্থ অব্যয়ীভাবশব্দের অর্থ হইতেই উক্ত সমাসের লক্ষণ উপপন্ন হইতেছে।

এখন অব্যয়ীভাবের বিভাগসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। "বিভাষা"(২।১।১১) এই পাণিনীয় সূত্রের পূর্ব্বে অব্যয়ীভাবসম্বন্ধে যে সকল বিধান করা হইয়াছে তাহারা নিত্য, যেমন—'হিমস্য অত্যয়োঽতিহিমম্'। প্রাগুক্ত সূত্রস্থ 'যথা'শব্দ বীপ্সার্থেও † হইতে পারে। যথাশব্দের অর্থ লইয়া পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—

"সাদৃশ্যযোগ্যতাবীপ্সাপদার্থানতিবৃত্তয়ঃ।
যথার্থা বাচকস্তেষাং, সাদৃশ্যে ন যথাদয়ঃ॥"
(১৯৫—১৯৬ প্রয়োগরত্নমালা)।

অনেকে সমাসনিষ্পন্ন 'প্রত্যর্থম্'পদের 'অর্থমর্থং প্রতি' এইরূপ স্বপদবাক্য দেখিয়া উহাকে অনিত্যসমাস বলিয়া মনে করেন। ভট্টোজিও লিখিয়াছেন—"প্রতিশব্দস্য বীপ্সায়াং কর্ম্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞাবিধানসামর্থ্যাৎ তদ্যোগে দ্বিতীয়াগর্ভং বাক্যমপি।" ইহা চিন্তনীয়। কারণ 'প্রত্যর্থম্'পদে 'প্রতি'শব্দের দ্বারা যে বীপ্সার্থ দ্যোতিত হইতেছে তাহা বস্তুতঃ 'অর্থমর্থং প্রতি' এই বাক্যস্থিত 'প্রতিশব্দ' হইতে উপলব্ধ হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, 'অর্থমর্থং প্রতি' এই বাক্যটী 'প্রত্যর্থম্'পদের ব্যাখ্যানমাত্র, বিগ্রহ নহে। অতএব 'প্রত্যর্থম্'পদের নিত্যতা উক্ত যুক্তির দ্বারা অব্যাহত হইতেছে। "বিভাষা" (পা০ ২।১।১১) সূত্রের পরে, অব্যয়ীভাবের যে সকল নিয়ম আছে তাহারা প্রায়শঃ অনিত্য, যেমন—"পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা" (পা০ ২।১।১৮) ইত্যাদি। ইহার উদাহরণ যেমন—'পারং গঙ্গায়াঃ পারেগঙ্গম্' 'মধ্যেগঙ্গম্' ইত্যাদি। কিন্তু বিভাষাধিকারের পরে পঠিত হইলেও "অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্" (পা০ ২।১।২১) এই সূত্রটী নিত্য, কারণ 'উন্মত্তগঙ্গম্' ইত্যাদিস্থলে স্বপদবাক্যের দ্বারা দেশাদিজ্ঞানবিশেষের উদয় হয় না।

† যোগ্যতাবীপ্সাপদার্থানতিবৃত্তিসাদৃশ্যানি যথার্থাঃ।

কেহ কেহ অব্যয়পূর্ব্বপদ এবং নামপূর্ব্বপদ ভেদে অব্যয়ীভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। অব্যয়পূর্ব্বপদ, যেমন—আপাটলিপুত্রং বৃষ্টো দেবঃ ('আঙ্‌ মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ' পা° ২।১।১৩), অভ্যগ্নি প্রত্যগ্নি বা শলভাঃ পতন্তি ('লক্ষণেনাভিপ্রতী আভিমুখ্যে' পা° ২।১।১৪), অনুবনমশনি র্গতঃ ('অনুর্যৎসময়া' পা°২।১।১৫), অনুগঙ্গং বারাণসী ('যস্য চায়ামঃ' পা°২।১।১৬) ইত্যাদি। নামপূর্ব্বপদ, যেমন—শাকপ্রতি ('সুপ্‌ প্রতিনা মাত্রার্থে' পা° ২।১।৯), একপরি ('অক্ষশলাকা-সংখ্যাঃ পরিণা' পা° ২।১।১০), তিষ্ঠদ্‌গু ('তিষ্ঠদ্‌গুপ্রভৃতীনি চ' পা° ২।১।১৭), দ্বিমুনি ত্রিমুনি বা ব্যাকরণস্য ('সংখ্যা বংশ্যেন' পা° ২।১।১৯), দ্বিযমুনম্‌ ('নদীভিশ্চ' পা° ২।১।২০) ইত্যাদি।

বহুব্রীহি *। দুই বা ততোঽধিক পদের সমাস করিলে সমস্তপদে যদি পদান্তরের অর্থ প্রধানরূপে বর্ত্তমান থাকে, তথায় বহুব্রীহিসমাস † হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইজন্য শাব্দিকগণ বলেন—"অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ"। কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—

---

* বহুঃ ব্রীহি র্যস্য স বহুব্রীহিঃ। বহুব্রীহিশব্দে অন্যপদপ্রাধান্যরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় বহুব্রীহিশব্দ উক্তপ্রকার সমাসের প্রাতিস্বিকসংজ্ঞা হইয়াছে।

† সমাসাধীনলাক্ষণিকবিশেষ্যবাচকপদকমধ্যবর্ত্তিবিভক্তিশূন্যনামসমুদায়ত্বং বহুব্রীহিত্বম্‌। (সমাসবাদ)।

প্রয়োগরত্নমালায় বহুব্রীহিসমাস লইয়া শ্লোকাকারে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি দৃষ্ট হয়।

" 'সমানার্থানেকপদং বহিরর্থে সমস্যতে।
নিত্যং যৎ স বহুব্রীহি' 'র্বিদিগর্থে তথা দিশৌ॥'
'অসমানাধিকরণঃ প্রথমার্থশ্চ কুত্রচিৎ।'
'সংখ্যাশব্দৈঃ সমস্যন্তে দূরাসন্নাধিকাব্যয়াঃ॥'
'সুজর্থবার্থয়োঃ সংখ্যাঃ সংখ্যার্থে' 'ৰ্ডচ্‌ ততঃ স্মৃতঃ।'
'সপ্তম্যন্তং গৃহীত্বেতি তুল্যরূপং সমস্যতে॥'
'তৃতীয়ান্তং প্রহৃত্যেতি যুদ্ধাদৌ ব্যতিহারিণি।'
'ইজব্যয়ং ব্যতিহারে', 'ইচি পূর্ব্বপদান্ত আ॥'
'দীর্ঘশ্চ বা' 'দ্বিদণ্ড্যাদ্যাঃ সাধবঃ স্যুঃ সমাসেষু।
প্রয়োগত' 'স্তৃতীয়ান্তৈঃ সহ' 'তত্র কর্ত্তব্যো বা॥
সহস্য সো'ঽদৃশ্যধিকয়ো' 'র্নাশিষ্যগোবৎসহলে পরে।'
'অকালার্থে পরে নিত্যমব্যয়ীভাবে সহস্য সঃ॥'
'মানদৃগ্‌দৃশদৃক্ষেষু জ্যোতির্জ্জনপদাদিষু।
মানলোপঃ সমানস্য' 'ধর্ম্মপক্ষাদিকে তু বা॥' " (সমাসবিভাস, ১০৩-১২১)।

"স্যাতাং যদি পদে দ্বে তু যদি বা স্যু র্বহূন্যপি।
তান্যন্যস্য পদস্যার্থে বহুব্রীহি (র্বিদিক্ তথা) ॥"

(চতুষ্টয়বৃত্তি, ২৬৭-২৬৮ সূত্র)।

চাঙ্গুদাসও বলিয়াছেন—"যত্রানেকং পরস্যার্থে বহুব্রীহিঃ স উচ্যতে।" (চাঙ্গুসূত্র)। অতিব্যাপ্তিহেতু এই লক্ষণ কিন্তু নির্দ্দোষ নহে। কারণ 'আয়তীগবম্', 'লোহিতগঙ্গম্' ইত্যাদি পদে অন্যপদপ্রধানরূপ বহুব্রীহির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়াও 'তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ' (পা০২।১।১৭) 'অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্' (পা০ ২।১।২১) ইত্যাদি সূত্রবলে তাহারা অব্যয়ীভাবসমাসের অন্তর্গত হইতেছে।

উক্ত দোষপরিহারের জন্য পাণিনি কিন্তু প্রথমে "শেষো বহুব্রীহিঃ" (২।২।২৩) বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই "অনেকমন্যপদার্থে" (২।২।২৪) এই সূত্র পাঠ করিয়াছেন। শেষ অর্থাৎ অনুক্ত অবশিষ্টাংশ *। শেষশব্দ লইয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"শেষ ইত্যুচ্যতে, কঃ শেষো নাম। যেষাং পদানামনুক্তঃ সমাসঃ স শেষঃ।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৪১৮, ১ম খণ্ড কীল্‌হর্ণ্)। এ সম্বন্ধে হরদত্ত আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—"যেষাং পদানাং যস্মিন্নর্থেঽব্যয়ীভাবাদিসংজ্ঞকঃ সমাসো ন বিহিতঃ স শেষ ইত্যর্থঃ।" অতএব বুঝা যাইতেছে যে, "শেষো বহুব্রীহিঃ" এই সূত্রদ্বারা অব্যয়ীভাবসমাসে বহুব্রীহির অতিপ্রসঙ্গ নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল অতিপ্রসঙ্গনিবারণই অধিকারসূত্রের তাৎপর্য্য নহে। সূত্রস্থ শেষশব্দদ্বারা সমস্যমানপদের প্রথমান্তত্বও কি লক্ষিত হয় নাই? কারণ 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত…' (পা০ ২।১।১৪), 'তৃতীয়া তৎকৃতার্থেন…' (পা০ ২।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা দ্বিতীয়াদি ছয়টী বিভক্তি লইয়া পূর্ব্বে নানাপ্রকার সমাস-বিষয়ক বিধান থাকিলেও প্রথমা বিভক্তি সম্বন্ধে সেইরূপ কোনও বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যস্য ত্রিকস্যানুক্তঃ সমাসঃ স শেষঃ। কস্য চানুক্তঃ। প্রথমায়াঃ।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৪১৯, ১ম খণ্ড কীল্‌হর্ণ্)। 'বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্' (পা০ ২।১।৫৭) এই সূত্রের তাৎপর্য্যানুসারে প্রথমা গৃহীত হইলেও দ্বিতীয়াদির ন্যায় বিশেষভাবে এ সূত্রে উহার উল্লেখ না থাকায় শেষশব্দের দ্বারা প্রথমান্তের গ্রহণ নির্দ্দোষ হইয়াছে।

* উক্তাদন্যঃ শেষঃ।

বহুব্রীহিসমাসসম্বন্ধে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"অনেকমন্যপদার্থে" (২।২।২৪)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'সমস্যমানপদাতিরিক্ত পদের অর্থ বুঝাইলে একাধিক প্রথমান্ত পদের বিকল্পে সমাস হয় এবং সেই সমাসকে বহুব্রীহিসমাস বলে।' উক্ত লক্ষণের ফলিতার্থ হইতেছে—অপ্রথমাবিভক্ত্যর্থে সমানাধিকরণ * পদের বহুব্রীহিসমাস হইবে। সেইজন্য 'পঞ্চভি র্ভুক্তমন্নং যস্য সঃ পঞ্চভুক্তঃ' এবং 'বৃষ্টে দেবে গতো যঃ স বৃষ্টদেবঃ' ইত্যাদিপ্রকার বহুব্রীহি-সমাসনিবৃত্তির জন্য "বহুব্রীহিঃ সমানাধিকরণানামিতি বক্তব্যম্" এবং "অপ্রথমা-বিভক্ত্যর্থে বহুব্রীহি র্বক্তব্যঃ" এই বার্ত্তিকদ্বয় যথাক্রমে সুষ্ঠু্ক্ত হইয়াছে। অপ্রথমাবিভক্ত্যর্থে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদিষড়্বিভক্ত্যর্থে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাহার ক্রমিক উদাহরণ হইতেছে,—প্রাপ্তমুদকং যং স প্রাপ্তোদকো গ্রামঃ (দ্বিতীয়ার্থ), ঊঢ়ো রথো যেন স ঊঢ়রথোঽনড্বান্ (তৃতীয়ার্থ), উপহৃতঃ পশু র্যস্মৈ স উপহৃতপশূ রুদ্রঃ (চতুর্থ্যর্থ), উদ্ধৃত ওদনো যস্যাঃ সা উদ্ধৃতৌদনা স্থালী (পঞ্চম্যর্থ), পীতম্ অম্বরং যস্য স পীতাম্বরো হরিঃ (ষষ্ঠ্যর্থ), বীরাঃ পুরুষা যস্মিন্ স বীরপুরুষকো † গ্রামঃ (সপ্তম্যর্থ)। বিগ্রহবাক্যে কর্ম্মকরণাদি থাকিলেও সমস্তপদে অভিহিতার্থে উহাদের প্রথমা হইয়াছে। উক্ত উদাহরণগুলির বিগ্রহার্থ এবং সমাসার্থ উভয়ের ভেদ এইরূপ— গ্রামকর্ম্মপ্রাপ্তিকর্তৃ উদকম্ (বিগ্রহার্থ), উদককর্তৃকপ্রাপ্তিকর্ম্মীভূতো গ্রামঃ (সমাসার্থ); অনডুৎকর্তৃকোদ্বাহনকর্ম্মীভূতো রথঃ, রথকর্ম্মকোদ্বহনকর্ত্তা অনড্বান্; রুদ্রসম্প্রদানকোপহরণকর্ম্মীভূতঃ পশুঃ, পশুকর্ম্মকোপহরণসংপ্রদানীভূতো রুদ্রঃ, স্থাল্যবধিকোদ্ধরণকর্ম্ম ওদনঃ, ওদনকর্ম্মকোদ্ধরণাবধিঃ স্থালী ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিগ্রহার্থে এবং সমাসার্থে বিশেষণবিশেষ্যভাবের ব্যত্যাস হইয়া থাকে। যেমন, বিগ্রহার্থে গ্রাম বিশেষণ এবং প্রাপ্তোদক বিশেষ্য, কিন্তু সমাসার্থে গ্রাম বিশেষ্য এবং প্রাপ্তোদক তাহার বিশেষণরূপে প্রতীত হইতেছে। একার্থীভাববাদিগণ এ সম্বন্ধে বলেন যে, সমাসের শক্তিবিশেষ দ্বারা এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ব্যপেক্ষাবাদিগণের মতে অবয়বে শক্তির সম্ভাবহেতু বাক্যার্থ হইতে লক্ষণাদ্বারাই সমাসার্থ প্রতীত হইয়া থাকে।

---

* একবিভক্ত্যন্তানামেকার্থনিষ্ঠত্বং সামানাধিকরণ্যম্।

† "শেষাদ্বিভাষা" (পা° ৫।৪।১৫৪) ইতি কপ্।

অতএব 'প্রাপ্তোদকো গ্রামঃ'এ সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন—প্রাপ্তমুদকং যমিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বকর্ম্মকপ্রাপ্তিকর্তৃগ্রামসম্বন্ধিত্বেন বৃক্ষং বহুব্রীহি র্বোধয়তি। সেইজন্য জগদীশ তর্কালঙ্কার বহুব্রীহির লক্ষণসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বহুব্রীহিঃ স্বগর্ভার্থসম্বন্ধিত্বেন বোধকঃ।
নিরূঢ়য়া লক্ষণয়া স্বাংশজ্ঞাপকশব্দবান্॥" (শব্দশক্তিপ্র০)।

অর্থাৎ 'যে সমাসে তৎসংক্রান্ত অর্থের অংশবিশেষকে নিরূঢ়লক্ষণাদ্বারা বুঝাইবার যোগ্য শব্দ থাকে এবং স্বান্তর্গত কোনও পদার্থের সম্বন্ধিত্বপ্রকারে একটি বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হয়, সেই সমাসকে তাদৃশপদার্থের সম্বন্ধিত্ববোধোপযোগী বহুব্রীহি বলে।' এই প্রসঙ্গে আরূঢ়বানরশব্দের শাব্দবোধ লইয়া লিখিত আছে—"আরূঢ়-বানরো বৃক্ষ ইত্যাদৌ রুহধাতুনা স্বকর্ম্মকারোহণস্য, ক্তেন কর্ত্তু র্বানরপদেন চ বানরসম্বন্ধিন উপস্থাপনাদমীষামাকাঙ্ক্ষাদিধীসাচিব্যাদেব স্বকর্ম্মকারোহণকর্ত্রভিন্ন-বানরসম্বন্ধিত্বাদিনা বৃক্ষাদে র্বোধঃ।" নৈয়ায়িকদের ন্যায় মীমাংসকেরা কিন্তু লক্ষণা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—'শ্লোকাদিপাঠে যেমন অন্বয়বাক্যের জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে সমাসের অর্থবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বিগ্রহবাক্যে সন্দেহ আসিলে সমাসের অর্থবোধেও স্বতঃ সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইজন্য 'রামেশ্বর'পদ লইয়া উক্ত হইয়াছে—

"রামস্তৎপুরুষং প্রাহ বহুব্রীহিং মহেশ্বরঃ।
রামেশ্বরপদে ব্রহ্মা কর্ম্মধারয়মব্রবীৎ *॥"

বহুব্রীহিসমাসের বিগ্রহবাক্য লইয়া জগদীশ বলিয়াছেন—

"অন্যৈকং প্রথমান্তং সৎ সুবন্তৈরিতরৈঃ সহ।
যদা ভেদসুবন্তেন সাকাঙ্ক্ষং নাম বিগ্রহঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'বহুব্রীহিসমাসের বিগ্রহবাক্যে একটী নাম প্রথমান্ত হওয়া আবশ্যক, আর সমস্যমানপদসাপেক্ষ এবং ভেদার্থবোধক সুবন্ত যচ্ছব্দ সমাসঘটকপদভিন্ন বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত অন্বিত হইবে।' অতএব 'আরূঢ়ো বানরো যস্য বৃক্ষম্'—এই বিগ্রহ হইতে 'আরূঢ়বানরঃ'পদ পাওয়া যায় না, কারণ ভেদার্থবোধক 'যস্য'পদ 'বৃক্ষ'পদের সহিত অন্বিত থাকিলেও সমস্যমান 'আরূঢ়ঃ' বা 'বানরঃ'পদের সহিত উহার অন্বয় নাই। এইরূপ 'আরূঢ়ো বানরো যং"

* 'অন্যে তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে কর্ম্মধারয়মূচিরে' ইত্যুত্তরার্দ্ধস্য পাঠান্তরম্।

ইত্যাদি বিগ্রহও সাধু নয়, কারণ এখানে যচ্ছব্দ সমাসঘটকপদের সহিত অন্বিত হইলেও সামানাধিকরণ্যহেতু ভেদার্থবোধক নহে। "বহুব্রীহিঃ সমানাধি-করণানামিতি বক্তব্যম্" এই বার্ত্তিক দেখিয়াও জগদীশ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি লক্ষ্য করিয়াই সমস্যমান পদের মধ্যে একটী পদে প্রথমাবিভক্তির বিধান করিয়াছেন। জগদীশ এইরূপে বহুব্রীহির লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ নিবারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাতে আবার অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়াছে। কারণ বহুব্রীহি-বাক্যের উক্ত নিয়ম স্বীকার করিলে "পতিতস্য ধনং যস্য" ইত্যাদি অনিষ্ট বিগ্রহবাক্য হইতেও সমাস দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। সেই জন্য জগদীশকে স্বীকার করিতে হইয়াছে—"দণ্ডাদ্ ঘটো যস্মাদিত্যাদিকস্তু সমানার্থকসুব্‌দ্বয়ীমন্তর্ভাব্য ন বহুব্রীহিবিগ্রহঃ সম্প্রদায়বিরোধাৎ; এবং ঘটেন পটো যত্রেত্যাদিকঃ সহাদ্যর্থমন্তর্ভাব্যাপি।" কেহ কেহ 'কৃষ্ণং শ্রিতো যঃ স কৃষ্ণশ্রিতঃ" এইরূপ বাক্য স্বীকার করেন। ইহা কিন্তু অপাণিনীয়। কারণ যচ্ছব্দে প্রথমাবিভক্তি থাকায় অপ্রথমাবিভক্ত্যর্থে সমাসের বাধা হইতেছে। অনেকে আবার শ্রিধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া 'কৃষ্ণঃ শ্রিতঃ যেন স কৃষ্ণশ্রিতঃ' এইরূপ বাক্য করেন।

ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ 'কৃষ্ণং শ্রিতঃ কৃষ্ণশ্রিতঃ' ("দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতঃ……" পা০ ২।১।২৪) এইরূপ দ্বিতীয়াতৎপুরুষসমাসের দ্বারা যখন 'কৃষ্ণকর্ম্মকশ্রয়ণকর্ত্তা' এইপ্রকার সমাসার্থ লাভ করা যায় তখন উক্ত অর্থে আবার বহুব্রীহির কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। সেইজন্য শাব্দিকগণ তৎপুরুষদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইলে বহুব্রীহির সাহায্য গ্রহণ করেন না। তৎপুরুষ অপেক্ষা বহুব্রীহিতে কল্পনাগৌরব লক্ষিত হয় বলিয়া উক্তিও আছে—"তৎপুরুষাদ্ বহুব্রীহের্জঘন্যত্বম্"।

এ বিষয়ে পাণিনিসম্প্রদায় বলেন—"দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত……" ইত্যাদি সূত্র না থাকিলে 'কৃষ্ণশ্রিতঃ'পদই সিদ্ধ হইত না। কারণ বহুব্রীহি করিলে "নিষ্ঠা" (পা০ ২।২।৩৬) এই সূত্রানুসারে নিষ্ঠান্ত শ্রিতশব্দের পূর্ব্বনিপাতহেতু "শ্রিতকৃষ্ণঃ"পদ হইয়া পড়িত।

"অনেকমন্যপদার্থে" (পা০ ২।২।২৪) এই সূত্রের তাৎপর্য্য আশ্রয়পূর্ব্বক কেহ কেহ দ্বিপদ-বহুপদ-ভেদে বহুব্রীহিসমাসকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিপদবহু-ব্রীহি, যেমন—চিত্রা গৌ র্যস্য স চিত্রগুঃ। বহুপদ বহুব্রীহি, যেমন—জরতী চিত্রা

গৌ র্যস্য স জরতীচিত্রগুঃ। "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কাদ্ * অনূঙ্ সমানাধিকরণে স্ত্রিয়ামপূরণীপ্রিয়াদিষু" (৬।৩।৩৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের পুংবদ্ভাব হইয়াছে। বহুপদবহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদ ও তাহার পুংবদ্ভাবসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের বিভিন্ন মত ভট্টোজি উক্ত সূত্রের বৃত্তিতে আলোচনা করিয়াছেন। সেইজন্য এখানে ঐ সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্......" (পা০ ৬।৩।৩৪) ইত্যাদি সূত্রে প্রিয়াদিশব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্বপদে পুংবদ্ভাবের নিষেধ হইয়াছে। ভক্তিশব্দ প্রিয়াদিগণে পঠিত। কিন্তু ভাষাতে দৃঢ়াভক্তি-স্থানে দৃঢ়ভক্তিশব্দের বহুল শিষ্টপ্রয়োগ † দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকরণেরা "সামান্যে নপুংসকম্" এই বার্ত্তিকবলে 'দৃঢ়ং ভক্তি র্যস্য স দৃঢ়ভক্তিঃ' এইরূপ বিগ্রহদ্বারা উক্ত পদের সাধুত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মল্লিনাথও রঘুবংশের দ্বাদশ-সর্গস্থিত ১৯ শ্লোকের সঞ্জীবনীতে এ বিষয়ে বৈয়াকরণদের বিভিন্নমত দেখাইবার জন্য লিখিয়াছেন—'দৃঢ়ভক্তিরিত্যত্র দৃঢ়শব্দস্য 'স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্......' ইত্যাদিনা পুংবদ্ভাবো দুর্ঘটঃ। 'অপ্রিয়াদিষু' ইতি নিষেধাৎ। ভক্তিশব্দস্য প্রিয়াদিষু পাঠাৎ। অতো দৃঢ়ং ভক্তিরস্যেতি নপুংসকপূর্ব্বপদো বহুব্রীহিরিতি গণব্যাখ্যানে দৃঢ়ভক্তিরিত্যেবমাদিষু পূর্ব্বপদস্য নপুংসকস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সিদ্ধমিতি সমাধেয়ম্। বৃত্তিকারশ্চ দীর্ঘনিবৃত্তিমাত্রপরো দৃঢ়ভক্তিশব্দো লিঙ্গবিশেষস্যানুপকারকত্বাৎ স্ত্রীত্ব-মবিবক্ষিতমেব, তস্মাদস্ত্রীলিঙ্গত্বাদ্দৃঢ়ভক্তিশব্দস্যায়ং প্রয়োগ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন্যাস-কারোঽপ্যেবম্। ভোজরাজস্তু—কর্ম্মসাধনস্যৈব ভক্তিশব্দস্য প্রিয়াদিপাঠাদ্ ভবানীভক্তিরিত্যাদৌ কর্ম্মসাধনত্বাৎ পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ, দৃঢ়ভক্তিরিত্যাদৌ ভাব-সাধনত্বাৎ পুংবদ্ভাবসিদ্ধিঃ পূর্ব্বপদস্যেত্যাহ॥'

জগদীশের মতে বহুব্রীহিসমাস দ্বিপদত্রিপদচতুষ্পদাদিভেদে বহুবিধ হইতে পারে। সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

---

* "যদ্ বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ত্ততে।
ভবেন্নপুংসকে বৃত্তিরুক্তপুংস্কং তদুচ্যতে॥"

† "দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখঃ।
মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ॥" (রঘু-১২।১৯)।
"নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তি র্ভবান্যা।" (মেঘদূত—পূর্ব্বমেঘ ৩৬)।

"স্বাস্তর্নিবিষ্টদ্বিত্র্যাদিনামত্তি বিগ্রহাৎ পুনঃ।
বহুব্রীহি র্বহুবিধো দ্বিপদত্রিপদাদিকঃ॥"

দৃষ্টিভেদে বহুব্রীহি আবার দ্বিবিধ হইতে পারে, যেমন—তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান এবং অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান। চাঙ্গুসূত্রে উক্ত বিভাগ লইয়া এই কারিকাটী দৃষ্ট হয়—

"তদ্‌গুণোঽতদ্‌গুণশ্চেতি বহুব্রীহি র্দ্বিধা মতঃ।
প্রথমো লম্বকর্ণঃ স্যাদ্ দ্বিতীয়ো দৃষ্টসাগরঃ॥"

প্রাচীনদের এইরূপ বিভাগ উল্লেখপূর্ব্বক জগদীশও লিখিয়াছেন—

"যঃ স্বার্থঘটকার্থস্য স্বার্থান্বয়িনি বোধনে।
অনুকূলো বহুব্রীহিঃ স তয়োরথবাদিমঃ॥" (শব্দশক্তি প্র০)।

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যে বহুব্রীহিসমাসের শাব্দবোধে সম্বন্ধিত্বপ্রকারে সমস্যমান পদার্থেরও উপস্থিতি হয় তাহাকে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলে, যেমন—'হারগ্রীবং পশ্য' 'দীর্ঘবিষাণমানয়' ইত্যাদি। আর যে বহুব্রীহিতে সম্বন্ধিত্বরূপে সমস্যমানপদাতিরিক্ত পদার্থের উপস্থিতি হয়, তাহাকে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বলে, যেমন—'দৃষ্টসমুদ্রমানয়', 'চিত্রগু র্গচ্ছতি' ইত্যাদি।

সমানাধিকরণ-ব্যধিকরণভেদে বহুব্রীহি দ্বিবিধ। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি অর্থাৎ যে বহুব্রীহিতে সমস্যমানপদের অভিধেয় একটীমাত্র পদার্থ হয় এবং যেখানে পদগুলি পরস্পর বোধ্যবোধকভাবে বা আশ্রয়াশ্রয়িভাবে সম্বদ্ধ থাকে, যেমন—পীতম্ অম্বরং যস্য স পীতাম্বরঃ। এখানে পীতত্ব এবং অম্বরত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে একটীমাত্র আধারে পরস্পর আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে বলিয়া ইহারা সমানাধিকরণ হইয়াছে। ব্যধিকরণবহুব্রীহিতে কিন্তু সমস্যমানপদের অভিধেয় বস্তু এক নহে, যেমন—শূলং পাণৌ যস্য স শূলপাণিঃ। এখানে শূলত্ব এবং পাণিত্ব বিভিন্ন আধারকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ব্যধিকরণ হইয়াছে।

ব্যধিকরণবহুব্রীহিসম্বন্ধে পাণিনি কোনও বিশেষ উপদেশ দেন নাই। "বহুব্রীহিঃ সমানাধিকরণানামিতি বক্তব্যম্" এই বার্ত্তিক দেখিয়া মনে হয় যে, ব্যধিকরণবহুব্রীহি সমাস বৃত্তিকারেরও অভিপ্রেত নহে। অথচ ভাষাতে "তমাত্মজন্মানমজং চকার" "সচ্ছাস্ত্রজন্মা হি বিবেকলাভঃ" ইত্যাদি শিষ্টপ্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুগতি এইরূপ দেখিয়া বামনাচার্য্য সূত্র করিলেন—"অবর্জ্যো বহুব্রীহি র্ব্যধিকরণো জন্মাদ্যুত্তরপদঃ" (কাব্যালঙ্কার সূত্র—৫।২।১৯)। 'কণ্ঠেকাল' শব্দের পূর্ব্বপদে সপ্তমী দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু উহা ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

নহে। কারণ ভাষ্যকারাদি বৈয়াকরণগণ "কণ্ঠেস্থঃ * কালো যস্য স কণ্ঠেকালঃ" এইরূপ বিগ্রহ স্বীকারপূর্ব্বক সমস্যমান উভয় পদের সামানাধিকরণ্য দেখাইয়াছেন। এই সকল স্থলে উত্তরপদলোপের জন্য বার্ত্তিক আছে—"সপ্তম্যুপমানপূর্ব্বপদস্যোত্তরপদলোপশ্চ বক্তব্যঃ"। পরবর্ত্তিবৈয়াকরণগণ ব্যধিকরণবহুব্রীহির অপাণিনীয়ত্ব নিবারণ করিবার জন্য "সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ" (পা° ২।২।৩৫) এই সূত্রে জ্ঞাপকত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—প্রথমান্ত কণ্ঠেস্থশব্দ সামানাধিকরণ্যহেতু কালশব্দের বিশেষণ হওয়ায় সূত্রস্থ বিশেষণ শব্দদ্বারাই উহার পূর্ব্বনিপাত হইতে পারে। সুতরাং সূত্রস্থ কেবল বিশেষণশব্দদ্বারা যখন কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে তখন 'সপ্তমী' এই অতিরিক্ত শব্দ ব্যধিকরণ বহুব্রীহির জ্ঞাপক ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে? ভট্টোজিও বলিয়াছেন—"অতএব জ্ঞাপকাদ্ ব্যধিকরণপদো বহুব্রীহিঃ।"

যাঁহারা বহুব্রীহিকে ষড়্‌বিধ বলেন তাঁহারা তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান এবং অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান উভয়ের সহিত সূত্রবিশেষবিহিত চারিপ্রকার অবান্তর বিভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন—সংখ্যোত্তরপদ, অন্তরালাভিধেয়ক, সরূপোপলক্ষিত এবং সহপূর্ব্বপদ। সংখ্যোত্তরপদ যেমন—দশানাং সমীপে যে সন্তি ত উপদশাঃ, বিংশতেরাসন্না আসন্নবিংশাঃ, দ্বৌ বা ত্রয়ো বা দ্বিত্রাঃ † ইত্যাদি ("সংখ্যয়াঽব্যয়াসন্নাদূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে" পা° ২।২।২৫)। অন্তরালাভিধেয়ক যেমন—দক্ষিণস্যাঃ পূর্ব্বস্যাশ্চ দিশঃ অন্তরালং দক্ষিণপূর্ব্বা (South-east) দিক্, পূর্ব্বোত্তরা ইত্যাদি ("দিঙ্‌নামান্যন্তরালে" পা° ২।২।২৬)। সরূপোপলক্ষিত যেমন—কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং কেশাকেশি, মুষ্টীমুষ্টি ‡ ইত্যাদি ("তত্র তেনেদমিতি সরূপে" পা° ২।২।২৭)। সহপূর্ব্বপদ

* কণ্ঠে তিষ্ঠতীতি কণ্ঠেস্থঃ। উপপদসমাসঃ। "সুপি স্থঃ" ইতি কঃ। "অমূর্ধমস্তকাৎ স্বাঙ্গাদকামে" (পা° ৬।৩।১২) ইতি সপ্তম্যা অলুক্।

† 'বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগণাৎ' (পা°৫।৪।৭৩) ইতি ডচ্ সমাসান্তঃ।

‡ 'ইচ্ কর্ম্মব্যতিহারে' (পা° ৫।৪।১২৭) ইতি সমাসান্তঃ। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (পা° ৬।৩।১৩৭) ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতিষু 'ইচ্ কর্ম্মব্যতিহারে' ইতি পাঠাদব্যয়ত্বাৎ সুব্লুক্। ইতিকরণাদ্ বিবক্ষার্থাদ্ যুদ্ধক্রিয়ায়ামেব সমাসঃ। ত্রিমুনিব্যাকরণের পর নবীন-সম্প্রদায়ে 'মুষ্টামুষ্টি' 'বাহাবাহবি' ইত্যাদি পদের সাধুত্বও অভ্যুপগত হইয়াছে। মুগ্ধবোধ—৩৪৯ সূত্র)।

যেমন—সহ পুত্রেণাগতঃ সপুত্রঃ, সচ্ছাত্রঃ * ইত্যাদি ("তেন সহেতি তুল্যযোগে" পা০ ২।২।২৮)। কেহ কেহ সপুত্রাদি শব্দের "সহ পুত্রো যেন' এইরূপ বিগ্রহ স্বীকার করেন। কারণ, কেবল 'পুত্রেণ সহ' বলিলে পদান্তরের বোধ উৎপন্ন হয় না বলিয়া বহুব্রীহির অন্যপদার্থপ্রাধান্যরূপ লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে।

তৎপুরুষ †। দ্বিতীয়াদিবিভক্ত্যন্ত পদের সহিত অন্য সুবন্তপদের যে সমাস হয় তাহাকে তৎপুরুষ সমাস ‡ বলে। সেইজন্য চান্দ্রদাস লিখিয়াছেন—

"সমস্যন্তে দ্বিতীয়াদ্যা নামাপরপদেন যৎ।
স তৎপুরুষ ইত্যুক্তো যৎপরং তৎপরং বহু॥" (চান্দ্রসূত্র)।

বিগ্রহে দ্বিতীয়াদ্যন্ত পদ পূর্ব্বে এবং অন্য সুবন্ত পদ পরে যেমন প্রযুক্ত হয়, সমস্ত-পদেও সেইরূপ পদের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহাই উক্ত কারিকার "যৎপরং তৎপরং বহু" এই অংশের তাৎপর্য্য। অর্দ্ধপিপ্পল্যাদি স্থলে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বলিয়া মূলে 'বহু' (অর্থাৎ প্রায়েণ) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যও প্রায় এইরূপ লক্ষণই স্বীকার করিয়াছেন। কাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমস্যন্তে সমাসো হি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ॥"

তৎপুরুষের লক্ষণ লইয়া প্রাচীনেরা বলিতেন—"উত্তরপদপ্রধানস্তৎপুরুষঃ"। ইহা নির্দ্দোষ নহে। কারণ এরূপ লক্ষণে 'পূর্ব্বকায়ঃ' ইত্যাদি পদে পূর্ব্বপদের প্রাধান্য লক্ষিত হওয়ায় অব্যাপ্তি এবং 'সূপপ্রতি' ইত্যাদি পদে উত্তরপদের প্রাধান্যহেতু

---

* 'বোপসর্জ্জনস্য' (পা০ ৬।৩।৮২) ইতি সভাবঃ।

† "তস্য পুরুষস্তৎপুরুষঃ। তৎপুরুষশব্দের অর্থ—'তাহার পুরুষ'। তৎপুরুষজাতীয় সমাসের মধ্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষের সাতিশয় সংখ্যাধিক্য সর্ব্ববিদিত। সেইজন্যই ষষ্ঠীতৎপুরুষের উদাহরণভূত তৎপুরুষশব্দটী তৎপুরুষজাতীয় সমাসের সাধারণ নাম হইল।" (সুরভারতী—পৃঃ ১২৮, বৈশাখ সংখ্যা ১৩৪৬)।

‡ "তৎপুরুষত্বং সমাসাধীন-লাক্ষণিক-বিশেষণপদক-মধ্যবর্ত্তিবিভক্তিশূন্যনামসমুদায়ত্বম্।" (সমাসবাদ)।

অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। এইজাতীয় দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার তৎপুরুষসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"যদীয়েন সুবর্থেন যুতযদ্বোধনক্ষমঃ।
যঃ সমাসস্তস্য তত্র স তৎপুরুষ উচ্যতে॥" (শব্দশক্তি প্র০)।

ইহার বৃত্তিতে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"যদর্থগতেন সুবর্থেন বিশিষ্টস্য যদর্থস্যান্বয়-বোধং প্রতি যঃ সমাসঃ স্বরূপযোগ্যঃ স তদর্থস্য তদর্থে তৎপুরুষঃ, ন তু যন্নামোত্তরং যন্নাম যদর্থগতসুবর্থাবচ্ছিন্নস্য যৎস্বার্থস্য বোধকং তদুত্তরং তন্নামৈব তদর্থয়োস্তৎ-পুরুষঃ, পূর্ব্বকায়োঽর্দ্ধপিপ্পলীত্যাদাবব্যাপ্তেঃ।" এইরূপে জগদীশ পদের পৌর্ব্বা-পর্য্য ও প্রাধান্যের উল্লেখ না করিয়া লক্ষণে অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণ করিয়াছেন।

জগদীশের মতে তৎপুরুষ ছয় প্রকার। দ্বিতীয়াদি ছয়টি বিভক্তি লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য এইরূপ বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"দ্বিতীয়াদিসুবর্থস্য ভেদাদেব চ ষড়্‌বিধঃ।
ক্রিয়ান্বয়ী দ্বিতীয়াদেরর্থঃ প্রায়োঽত্র যোজিতঃ॥"(শব্দশক্তি প্র০)।

অভিপ্রায় এইরূপ—'পীঠং পরিতঃ, পুণ্যেন সুখং, শমায় বিদ্যা, দণ্ডাদ্ ঘটঃ, গবাং কৃষ্ণা সম্পন্নক্ষীরা, তিলেষু তৈলম্ ইত্যাদি বিগ্রহে তৎপুরুষসমাস হয় না বলিয়া 'দ্বিতীয়াদির অর্থ প্রায়ই ক্রিয়ান্বয়ী হইয়া থাকে'। ক্রিয়ান্বয়িত্বেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, যথা—বর্ষসুখী, লোষ্টকাণঃ, কুণ্ডলহিরণ্যম্, ঘটান্যঃ, কুবেরবলিঃ, কর্ম্মকুশলঃ ইত্যাদি। কালিদাসাদি মহাকবির প্রয়োগ দেখিয়া জগদীশ ক্রিয়া-বিশেষণের সহিতও তৎপুরুষসমাস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা ক্রিয়াবিশেষণের সহিত সমাস স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতবাদ নিরাস-পূর্ব্বক শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"স্তোকং পক্ত্বেত্যাদৌ অমস্তাদাখ্যা-বাচিত্বে তু তৎপুরুষঃ সম্ভবত্যেব। 'ক্রিয়াবিশেষণৈঃ সমাস এবাব্যুৎপন্ন' ইতি তু ন দেশ্যম্, 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যামি'ত্যাদেঃ কালিদাসাদ্যৈঃ প্রযুক্তত্বাৎ।"

কেহ কেহ উক্ত ষড়্‌বিধ বিভাগের সহিত প্রথমা তৎপুরুষকে এবং নঞ্-তৎপুরুষকে যোগ করিয়া তৎপুরুষসমাসের অষ্টবিধ * ভেদ স্বীকার করেন। এ সম্প্রদায় কর্ম্মধারয়কে প্রথমাতৎপুরুষ বলেন না। সেইজন্য ক্রমদীশ্বর

* "তত্রাষ্টধা তৎপুরুষঃ" ইত্যাদি (বাররুচসংগ্রহ)।

দ্বিতীয়াদির ন্যায় প্রথমার উল্লেখপূর্ব্বক সূত্র করিয়াছেন—"অংশিষষ্ঠ্যা পূর্ব্বাদেঃ প্রথমায়াঃ।" (সংক্ষিপ্তসার—সমাসপাদ ৪)। এ সম্প্রদায় বলেন—যে তৎপুরুষসমাসে বিগ্রহস্থ প্রথমান্তপদের সমস্তাবস্থায় পূর্ব্বনিপাত হয় তাহাকে প্রথমাতৎপুরুষ বলে। যেমন—কায়স্য পূর্ব্বম্ পূর্ব্বকায়ঃ ("পূর্ব্বাপরাধরোত্তরমেক-দেশিনৈকাধিকরণে" পা০ ২।২।১), পিপ্পল্যা অর্দ্ধম্ অর্দ্ধপিপ্পলী ("অর্দ্ধং নপুংসকম্" পা০ ২।২।২) ইত্যাদি। দ্বিতীয়ভিক্ষা, প্রাপ্তজীবিকঃ, মাসজাতঃ ইত্যাদি পদও এই সমাসের উদাহরণ। "প্রথমানির্দ্দিষ্টং সমাস উপসর্জনম্" (পা০ ১।২।৪৩) এই সূত্রানুসারে উক্ত পূর্ব্বাদি পদ সূত্রে প্রথমান্ত থাকায় উহাদের উপসর্জ্জন-সংজ্ঞা হইয়াছে এবং "উপসর্জনং পূর্ব্বম্" (পা০ ২।২।৩৯) এই সূত্রদ্বারা সমাসে উহাদের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নঞ্‌তৎপুরুষসমাস পরে আলোচিত হইবে।

কোন কোন বৈয়াকরণ তৎপুরুষকে একাদশবিধ বলিয়া থাকেন। একাদশ প্রকার, যেমন—(১) দ্বিতীয়াতৎ, (২) তৃতীয়াতৎ, (৩) চতুর্থাতৎ, (৪) পঞ্চমীতৎ, (৫) ষষ্ঠীতৎ, (৬) সপ্তমীতৎ (৭) একদেশিতৎ, (৮) নঞ্‌তৎ, (৯) উপপদতৎ, (১০) প্রাদিতৎ, (১১) গতিতৎ। এই সকল বিভাগ যথাক্রমে আলোচিত হইবে।

(১) দ্বিতীয়াতৎপুরুষ। দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত সুবন্তপদের সমাস হয়। সেইজন্য পাণিনি বলিয়াছেন—"দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ" (২।১।২৪)। ইহার উদাহরণ, যেমন—কৃষ্ণং শ্রিতঃ, কৃষ্ণশ্রিতঃ, দুঃখমতীতো দুঃখাতীতঃ ইত্যাদি। খট্বারূঢ়শব্দে* দ্বিতীয়াতৎপুরুষ হইলেও ইহাকে নিত্যসমাস বলিতে হইবে। কারণ 'খট্বাম্ আরূঢ়ঃ' এইরূপ বাক্য হইতে নিষিদ্ধানুষ্ঠানপর ব্যক্তির জ্ঞান হয় না। 'জীবিকাং প্রাপ্তঃ' এই অর্থে "প্রাপ্তাপন্নে চ দ্বিতীয়য়া" (পা০ ২।২।৪) সূত্রানুসারে 'প্রাপ্তজীবিকঃ' এবং 'জীবিকাপ্রাপ্তঃ' এই দুই প্রকার পদই হইতে পারে। অষ্টসমাসবাদীর মতে কিন্তু প্রথমটী প্রথমাতৎপুরুষ এবং দ্বিতীয়টী দ্বিতীয়াতৎপুরুষ হইবে।

পাণিনি দ্বিতীয়াতৎপুরুষাদিসমাসবিধায়ক সূত্র পুংলিঙ্গের দ্বারা নির্দ্দেশ

---

* "জাল্মোঽসমীক্ষ্যকারী স্যাৎ" ইত্যমরঃ। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"অধীত্য স্নাত্বা গুরুভিরনুজ্ঞাতেন খট্বারোঢ়ব্যা। য ইদানীমতোঽন্যথা করোতি স উচ্যতে খট্বারূঢ়োঽয়ং জাল্মঃ।"

করিয়াছেন সত্য, কিন্তু "প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্" এই পরিভাষানুসারে ভিন্নলিঙ্গেরও বিহিতার্থে সমাস হয়—এইরূপ বুঝিতে হইবে। সেইজন্য ভট্টোজি "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত……" ইত্যাদি সূত্রের বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—'দ্বিতীয়ান্তং শ্রিতাদিপ্রকৃতিকৈঃ……" ইত্যাদি।

কেহ কেহ মনে করেন—'কৃষ্ণশ্রিতঃ' ইত্যাদি পদ যখন বহুব্রীহিসমাসদ্বারা পাওয়া যাইতে পারে তখন পাণিনির "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত…" ইত্যাদি সূত্র নিরর্থক। এ মত সমীচীন নহে। কারণ এ স্থলে বহুব্রীহির শরণ লইলে নিষ্ঠান্ত শ্রিতশব্দের "নিষ্ঠা" (পা০ ২।২।৩৬) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বনিপাতপ্রসঙ্গ ও সমস্তপদে "শেষাদ্বিভাষা" (৫।৪।১৫৪) এই সূত্রানুসারে সমাসান্ত কপ্ প্রত্যয়-প্রসঙ্গ দুর্নিবার হইয়া পড়িবে।

পাণিনি শ্রিতপ্রভৃতি সাতটী শব্দের সহিত দ্বিতীয়াতৎপুরুষ সমাস করিবার বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কালের প্রগতিহেতু ভাষার পরিবর্ত্তন হওয়ায় কাত্যায়নকে "শ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামুপসংখ্যানম্" এই বার্ত্তিক করিতে হইয়াছে। উক্ত বার্ত্তিকস্থ 'উপসংখ্যানম্'পদ হইতে গাম্যাদির আকৃতিগণত্ব উপপন্ন হয়। কালের সহিত সকল বস্তুর পরিবর্ত্তন হয়—ইহা একটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ভাষাও এ নিয়মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, ইতিহাস, পুরাণ ও কথাকাব্যনাটকাদিসাহিত্যই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। 'সুখেপ্সু,' 'বেদবিদ্বান্' ইত্যাদি শব্দ পাণিনির সূত্রদ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বার্ত্তিককার কিন্তু 'উপসংখ্যানম্' ইত্যাদি পদের দ্বারা ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। সেইজন্য পরবর্ত্তিকালে বামনাচার্য্য সূত্র করিলেন—"মধুপিপাসু-প্রভৃতীনাং সমাসো গমিগাম্যাদিষু পাঠাৎ।" (কাব্যালঙ্কারসূত্র ৫।২।১৩)। ভাষ্যকারও কালের ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চবৃত্তির মধ্যে প্রথম তিনটী বৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ"।

নবীন পাণিনীয়দের মধ্যে কেহ কেহ "বেদবিদ্বেষে" "দ্বিষদ্বীর্য্যনিরাকরিষ্ণুঃ" প্রভৃতি পদের অপাণিনীয়ত্ব-নিরাকরণের জন্য "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীত……" (পা০ ২।১।২৪) ইত্যাদি সূত্রে যোগবিভাগ স্বীকার করেন। কারণ ইহা তাঁহাদের সম্প্রদায়বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু যোগবিভাগকে অপাণিনীয় বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করেন। আমরা বলি, যোগবিভাগ অপাণিনীয় নহে। কারণ কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও তৎপরবর্ত্তী প্রথিতনামা বৈয়া-

করণিকগণ বহু স্থলে যোগবিভাগ আশ্রয় করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাদয় উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (পা০ ১।৪।৫৮) এই সূত্রের বার্ত্তিকে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"প্রাদয় ইতি যোগবিভাগঃ" (১)। পতঞ্জলিও "সহ সুপা" (পা০ ২।১।৪) সূত্রে যোগবিভাগ আশ্রয় করিয়াছেন। আর অপাণিনীয় শব্দসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ত্রিমুনিব্যাকরণের বহির্ভূত বিষয়কে আমরা এক্ষণে অপাণিনীয় বলিয়া বুঝি। কারণ সূত্রকারের হৃদ্গত আশয়ই বার্ত্তিককার এবং ভাষ্যকার কর্ত্তৃক প্রকটিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং ভাষ্যকারকে বা বার্ত্তিককারকে অতিক্রম করিয়া সূত্রকারের প্রবৃত্তি বিচার করিতে যাওয়া উচিত নহে। অতএব যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা যোগবিভাগের অপাণিনীয়ত্ব অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে।

(২) তৃতীয়াতৎপুরুষ। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"তৃতীয়া তৎকৃতার্থেন গুণবচনেন (২।১।৩০)।" সূত্রটী সুগম নহে বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সূত্রস্থ 'তৎকৃত'শব্দে তৃতীয়াবিভক্তির লোপ হইয়াছে। উহা গুণবচনশব্দের বিশেষণ। অতএব সূত্রের অর্থ হইবে—তৃতীয়ান্তং তৃতীয়ান্তার্থকৃতো যো গুণস্তদ্বাচিনা সমস্যতেঽর্থশব্দেন চ। অর্থাৎ তৃতীয়ান্তপদের তৎকৃতগুণবাচক উত্তরপদের সহিত ও অর্থশব্দের সহিত তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হয়। সূত্রে 'তৎকৃত'পদ গুণশব্দদ্বারা সমস্ত 'গুণবচন'শব্দের সহিত অন্বিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ 'তৎকৃত'শব্দ কেবল গুণশব্দেরই বিশেষণ। অতএব এখানে 'তৎকৃত'শব্দ-সাপেক্ষ গুণশব্দ বচনের সহিত সমাসযুক্ত হওয়ায় ঐরূপ সমাসকে সৌত্র বলা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সূত্রে বচনশব্দের অর্থ বাচক। "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" (পা০ ৩।৩।১১৩) সূত্রানুসারে ভূতার্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্‌প্রত্যয় হইয়াছে। এরূপ অর্থে উক্ত প্রত্যয় স্বীকার না করিলে 'বচন'শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে, কারণ 'গুণেন' বলিলেই "গুণবচনেন" এই অর্থ প্রকাশিত হয়। 'গুণবচন' শব্দের 'গুণমুক্ত্বা যা দ্রব্যমুক্তবান্ স গুণবচনঃ' এইরূপ অর্থ স্বীকারপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গুণোপসর্জন-দ্রব্যবাচিত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। সেইজন্য 'ঘৃতেন পাটবম্' এস্থলে গুণ-মাত্রনিষ্ঠ শব্দের সহিত তৃতীয়ান্তের সমাস সম্ভবপর নহে। তবে 'শঙ্কুলয়া খণ্ডঃ শঙ্কুলাখণ্ডঃ' (দেবদত্তঃ)—এখানে সমাসের বাধা হয় না। 'খণ্ড'*শব্দের নির্ব্বচন

* 'খডি ভেদনে' ভাবে ঘঞ্।

—খণ্ডনমস্তি অস্যেতি খণ্ডঃ (মত্বর্থীয়ঃ অর্শ আদ্যচ)। শঙ্কুলাশব্দে করণে তৃতীয়া। অতএব উক্ত সমস্তপদের অর্থ হইবে—'শঙ্কুলাকৃতখণ্ডনক্রিয়াবান্'। সূত্রে 'গুণ'শব্দের দ্বারা ধর্ম্মমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। বালমনোরমায় লিখিত আছে—"অত্র গুণশব্দেন ধর্ম্মমাত্রং বিবক্ষিতম্। এবঞ্চ খণ্ডশব্দস্য ক্রিয়াবচনত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ।" সূত্রে অর্থশব্দ ধনবাচক। ধান্যেনার্থো ধান্যার্থঃ অর্থাৎ ধান্যের দ্বারা অর্জ্জিত ধন। প্রাগুক্তসূত্রস্থ 'তৎকৃত'শব্দদ্বারা জানা যায় যে, তৃতীয়ান্তপদ হেত্বর্থক বা করণার্থক না হইলে সমাস হইবে না। তৎকৃতশব্দের অর্থ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"তৎকৃতার্থেনেতি কিমর্থম্। দধ্না পটুঃ। ঘৃতেন পটুঃ। নৈতদস্তি। অসামর্থ্যাদত্র ন ভবিষ্যতি। কথমসামর্থ্যম্। সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীতি। ন হি দধ্নঃ পটুনা সামর্থ্যম্। কেন তর্হি। ভুজিনা। দধ্না ভুঙ্‌ক্তে পটুরিতি। ইহাপি তর্হি ন প্রাপ্নোতি। শঙ্কুলাখণ্ডঃ কিরি*কাণ ইতি। অত্রাপি ন শঙ্কুলায়াঃ খণ্ডেন সামর্থ্যম্। কেন তর্হি। করোতিনা। শঙ্কুলয়া কৃতঃ খণ্ড ইতি। বচনাত্তু ভবিষ্যতি।" (২।১।৩০)। অতএব 'অক্ষ্ণা কাণঃ' † এ স্থলে সমাস অভিপ্রেত নহে। কারণ রোগই অন্ধত্বের হেতু, চক্ষু নহে। এইরূপে 'নখৈ র্ভিন্নো নখভিন্নঃ' ("কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলম্" পা০ ২।১।৩২) ইত্যাদি সমাস হইবে। 'কৃদ্‌গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণম্' এই পরিভাষানুসারে সোপসর্গ কৃদন্তের সহিতও সমাস হইয়া থাকে, যথা—নখনির্ভিন্নঃ ইত্যাদি। তৃতীয়াসমাসের বিশেষ বিশেষ বিধি আকরে দ্রষ্টব্য।

(৩) চতুর্থীতৎপুরুষ। চতুর্থ্যন্ত পদের সহিত সুবন্তপদের যে সমাস হয় তাহাকে চতুর্থীসমাস বলে। সকল চতুর্থ্যন্ত পদের কিন্তু সমাস হয় না। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ" (২।১।৩৬)। অর্থাৎ চতুর্থ্যন্তপদের সহিত তদর্থবাচী এবং অর্থ, বলি, হিত ইত্যাদি শব্দের সমাস হইবে। তদর্থশব্দের অর্থ—

---

* কিরিঃ শূকরো রোগবিশেষো বা। 'গিরিকাণ'পাঠও অসঙ্গত নহে। গিরিশ্চ অক্ষিরোগ-বিশেষেণ কাণ একনয়নহীনো গিরিকাণঃ। 'কৃগৄপৄকুটিভিদিচ্ছিদিভ্য উণ্' (৪।১৪১)।

† ভাগবৃত্তিমতে কিন্তু "অক্ষিকাণ"শব্দ সুসাধু। এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তসারের সমাসপাদের ১৫ সূত্রীয় রসবতী বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

'তস্মৈ ইদং তদর্থম্'। তাদর্থ্যে চতুর্থীসমাসের উদাহরণ—কুণ্ডলায় হিরণ্যং কুণ্ডলহিরণ্যম্ অর্থাৎ কুণ্ডলনির্ম্মাণের জন্য স্বর্ণ। চতুর্থীসমাসের অন্যান্য উদাহরণ যেমন—ব্রাহ্মণার্থং পয়ঃ, কুবেরবলিঃ, গোহিতম্, গোসুখম্, গোরক্ষিতম্ ইত্যাদি। উক্ত পাণিনিসূত্রে ত্রুটি দেখাইয়া কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"চতুর্থী তদর্থমাত্রেণ চেৎ সর্ব্বপ্রসঙ্গোঽবিশেষাৎ" (১), "বলিরক্ষিতাভ্যাং চানর্থকং বচনম্" (২), "বিকৃতিঃ প্রকৃত্যেতি চেদশ্বঘাসাদীনামুপসংখ্যানম্" (৩)। (মহাভাষ্য, পৃঃ ৩৮৮, কীল্হর্ণ্)। উক্ত তিনটী দূষণবার্ত্তিকের তাৎপর্য্য এইরূপ —"তদর্থমাত্রশব্দের সহিত যদি চতুর্থীসমাস হয় তাহা হইলে 'রন্ধনায় স্থালী' 'অবহননায় উলূখলম্' এইরূপ বাক্য হইতে 'রন্ধনস্থালী' 'অবহননোলূখলম্' ইত্যাদি অনিষ্ট চতুর্থ্যন্ত সমস্তপদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। এতদ্ভিন্ন বলি ও রক্ষিত শব্দও তদর্থক বলিয়া সূত্রে উহাদের পৃথক্ উল্লেখ অনর্থক হইতেছে। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য যদি বলা হয়—সূত্রোক্ত তদর্থের দ্বারা প্রকৃতিবিকৃতিভাব লক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইলেও সূত্র নির্দ্দোষ হয় না। কারণ অশ্বঘাসাদি শব্দে প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অভাব সত্ত্বেও চতুর্থীসমাস দৃষ্ট হয় বলিয়া উহাদেরও আবার পৃথক্ পরিগণন আবশ্যক হইয়া পড়ে।" বার্ত্তিককার এইরূপে যথাশ্রুত সূত্রার্থে অনুপপত্তি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু ভাষ্যকার উক্ত বার্ত্তিকগুলির অনাদর করিয়া সূত্রকারকেই সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যত্তাবদুচ্যতে বিকৃতিঃ প্রকৃত্যেতি বক্তব্যমিতি। ন বক্তব্যম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তি র্জ্ঞাপয়তি বিকৃতিশ্চতুর্থ্যন্তা প্রকৃত্যা সহ সমস্যত ইতি যদয়ং বলিরক্ষিতগ্রহণং করোতি।......যদি চ বিকৃতিশ্চতুর্থ্যন্তা প্রকৃত্যা সহ সমস্যতে ন তদর্থমাত্রেণ ততো বলিরক্ষিতগ্রহণমর্থবদ্ভবতি। যদপ্যুচ্যতেঽশ্বঘাসাদীনামুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যমিতি। ন কর্ত্তব্যম্। অশ্বঘাসাদয়ঃ ষষ্ঠীসমাসা ভবিষ্যন্তি। যদ্ধি যদর্থং ভবত্যয়মপি তত্রাভিসম্বন্ধো ভবত্যস্যেদমিতি। তদ্যথা গুরোরিদং গুর্ব্বর্থম্ ইতি।......চতুর্থীসমাসে সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন ভবিতব্যং ষষ্ঠীসমাসে পুনরন্তোদাত্তত্বেন। নাস্তি ভেদঃ। চতুর্থীসমাসেঽপি সত্যন্তোদাত্তত্বেনৈব ভবিতব্যম্।" (মহাভাষ্য-পৃঃ ৩৮৯, কীল্হর্ণ্)। ইহার তাৎপর্য্য স্থূলতঃ এইরূপ —"সূত্রে যখন তদর্থবাচক বলিরক্ষিত-শব্দের গ্রহণ হইয়াছে তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তদর্থশব্দদ্বারা প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণেই আচার্য্যের প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যানে বলিরক্ষিত-শব্দের অর্থবত্ত্ব উপপন্ন হয়। আর অশ্বঘাসাদিরও পৃথগ্

গ্রহণের উপযোগিতা নাই, কারণ অশ্বঘাসাদি-শব্দে ষষ্ঠীসমাস হইবে। চতুর্থী-সমাসে ও ষষ্ঠীসমাসে স্বরবিষয়ক কোনও ভেদ নাই বলিয়া সমাসান্তর-কল্পনায় কোনও অসুবিধা হইবে না।' এইরূপে পতঞ্জলি সূত্রে জ্ঞাপকত্ব স্বীকারপূর্ব্বক সূত্রস্থ প্রত্যেক পদের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শবরস্বামী মীমাংসাভাষ্যের প্রথমেই লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"। শবরস্বামী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। ভাষ্যকারের সময় কিন্তু দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উভয়ের ব্যবধান অধিক নহে বলিয়া বোধ হয় শবরস্বামী প্রাচীনতর বার্ত্তিককারের মতাবলম্বন-পূর্ব্বক "ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা" এইরূপ চতুর্থীসমাসের বাক্য দেখাইয়াছেন। কুমারিলভট্টের সময়ে ভাষ্যকার কিন্তু অনেকটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সেইজন্য কুমারিল "যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্" এই সম্প্রদায়প্রসিদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। শবরস্বামীর উক্ত চতুর্থ্যন্ত বাক্যসম্বন্ধে কুমারিল বলিয়াছেন 'ষষ্ঠীসমাসলব্ধ তাদর্থ্যরূপ অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার জন্যই বাক্যে চতুর্থীবিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, সমাস-বিগ্রহ দেখাইবার জন্য নহে'। কারণ 'ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। সা হি তস্য জ্ঞাতুমিচ্ছা'—এই বাক্যস্থ 'তস্য' পদের দ্বারা শবরস্বামী ষষ্ঠী-সমাসই বুঝাইয়া দিয়াছেন'। এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক শ্লোকবার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে—

"প্রকৃত্যা বিকৃতি র্যস্মাচ্চতুর্থ্যন্তা সমস্যতে।
তাদর্থ্যে যূপদার্বাদৌ তেনাস্মিন্ন সমাসতা॥
সা হি তস্যেত্যনেনোক্তো ধর্ম্মস্যেত্যেষ বিগ্রহঃ।
ধর্ম্মায়েতি তু তাদর্থ্যে ষষ্ঠী বৃত্তেতি কথ্যতে॥
প্রাপ্নোত্যত্র চতুর্থ্যেব বিশেষশ্চেদ্‌বিবক্ষিতঃ।
সামান্যস্য বিবক্ষায়াং তাদৃশং কথ্যতে কথম্॥
সম্বন্ধমাত্র এবৈষা ষষ্ঠ্যুৎপন্না তথাপি তু।
বিশেষনিষ্ঠতা তস্যা ভাষ্যকারেণ বর্ণ্যতে॥"

(প্রতিজ্ঞাসূত্রম্, ১১৮-১২১)।

তবে কুমারিল যে শবরস্বামিপ্রযুক্ত সমাসবাক্যে ভাষ্যকারোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

নবীন বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু প্রকৃতিবিকৃতিভাব লইয়া সূত্রকারের প্রবৃত্তিসম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। 'বেদান্তকল্পতরু'নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বোপদেবের গুরু বৈদান্তিকশিরোমণি অমলানন্দ-সরস্বতী লিখিয়াছেন—"পাণিনিঃ কিল 'চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈরিতি' তাদর্থ্যসমাসং সস্মার। চতুর্থ্যন্তঃ শব্দস্তদর্থবচনাদিভিঃ শব্দৈঃ সমস্যতে। চতুর্থ্যন্তশব্দার্থস্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। তস্মৈ ইদং তদর্থম্। যথা কুণ্ডলায় হিরণ্যমিত্যত্র কুণ্ডলং চতুর্থ্যন্তশব্দার্থস্তচ্ছেষো হিরণ্যং, তত্র কুণ্ডলশব্দচতুর্থ্যন্তঃ, কুণ্ডলশেষবাচিনা হিরণ্যশব্দেন সমস্যতে, কুণ্ডলহিরণ্যমিতি। তথাঽর্থশব্দাদিনাপি ব্রাহ্মণার্থং পয়ঃ ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্। কাত্যায়নেন ত্বয়ং সমাসঃ প্রকৃতিবিকৃত্যো র্নিয়মতঃ, চতুর্থী তদর্থমাত্রেণেতি চেত্তর্হি সর্ব্বত্র প্রসঙ্গোঽবিশেষাৎ, প্রকৃতিবিকৃত্যোরিতি চেদশ্বঘাসাদীনামুপসংখ্যানম্ ইতি।" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১)। পাণিনিতন্ত্রবাদনক্ষত্রমালাপ্রণেতা বৈয়াকরণবেদান্তী অপ্পয়দীক্ষিত কল্পতরুপরিমলে এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"…অতস্তৎসংগ্রহার্থমুপসংখ্যানং যত্নান্তরং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। এবমশ্বঘাসাদিষু চতুর্থীসমাস ইতি বার্ত্তিককারমতম্। এতদবলম্বনেনৈব 'ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা ধর্ম্মজিজ্ঞাসে'তি শবরস্বামিভিশ্চতুর্থীসমাসঃ সমাশ্রিতঃ।……ভাষ্যকারঃ খলু তত্র বার্ত্তিকমুল্লঙ্ঘ্য যথাশ্রুতসূত্রং সমর্থয়ামাস।……প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণায় যত্নস্তাবন্ন কর্ত্তব্যঃ, সূত্রে বলিরক্ষিতগ্রহণেন জ্ঞাপকেন তদর্থসিদ্ধেঃ।…… তথাঽশ্বঘাসাদ্যুপসংখ্যানযত্নোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ, তেষু ষষ্ঠীচতুর্থীসমাসয়োঃ স্বরবৈষম্যাভাবেন ষষ্ঠীসমাসোপপত্তেঃ………এবং সূত্রানুসারিভাষ্যকারমতপ্রাবল্যাদ্ বার্ত্তিককারমনাদৃত্য চতুর্থীসমাসাসম্ভব উক্তঃ। ইদমেব ভাষ্যকারমতমনুসৃত্য ভট্টপাদৈঃ 'ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসে'তি শবরস্বামিবচনং ষষ্ঠীসমাসলব্ধার্থিকার্থপ্রদর্শনপরম্, ন তু বিগ্রহপ্রদর্শনপরং, তস্য জ্ঞাতুমিচ্ছেতি নিগমনবাক্যেন ষষ্ঠীসমাসবিভাবনাদিতি ব্যাখ্যাতম্।" পূর্ব্বোক্ত নবীন সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন, পাণিনি প্রকৃতিবিকৃতিভাবকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা—সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে, তবে ভাষ্যকারাদি বৈয়াকরণিকগণ পাণিনিতে ঐরূপ প্রবৃত্তির সদ্ভাব আরোপপূর্ব্বক ষষ্ঠীসমাসের বিধানদ্বারা সূত্রস্থ অতিরিক্তশব্দগুলির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাদর্থ্যসম্বন্ধে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও পতঞ্জলি স্বয়ং মহাভাষ্যের পস্পশায় 'ধর্ম্মনিয়ম', 'বৃত্তিসমবায়' প্রভৃতি পদসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"কিমিদং ধর্ম্মনিয়ম ইতি। ধর্ম্মায় নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ। ধর্ম্মার্থো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ।

ধর্ম্মপ্রয়োজনো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ"।......"কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি। বৃত্তয়ে সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্তি-প্রয়োজনো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ।" (পৃঃ ৮ এবং ১৩, কীল্‌হর্ণ্)। প্রদীপকার কৈয়ট কিন্তু এস্থলে কুমারিলের ন্যায় চতুর্থ্যন্ত বিগ্রহকে ষষ্ঠীবিভক্ত্যর্থ-প্রদর্শনপর বাক্য বলিয়া ভাষ্যকারকে সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া নবীন শাব্দিকগণ বলেন—'চতুর্থীর অর্থ স্বীকারপূর্ব্বক ষষ্ঠীসমাস করিব'—এইরূপ শিরোবেষ্টনদ্বারা নাসিকাপ্রদর্শন করা অপেক্ষা "বলিরক্ষিতগ্রহণং প্রপঞ্চার্থম্" বলিলেই ভাল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—তাদর্থ্যে চতুর্থীসমাস বিধেয়, তবে যে সূত্রে 'বলি' ও 'রক্ষিত' শব্দ আছে তাহা দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর 'রন্ধনায় স্থালী', 'অবহননায় উলূখলম্' 'যশসে কাব্যম্' ইত্যাদি স্থলে শিষ্টপ্রয়োগাভাবে যে চতুর্থীসমাস হয় না তাহা 'অনভিধানাৎ' বলিলেই চলিবে। কারণ ভাষ্যকার স্বয়ং লিখিয়াছেন—'অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ' (৩।৩।১৯ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ভাষ্যকারের হৃদগত আশয় আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য বোপদেব লিখিয়াছেন—

"কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।
লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানপূর্ব্বকম্॥"

এইরূপ দৃষ্টি সহকারে ক্রমদীশ্বরও সূত্র করিয়াছেন—"ক্বচিৎ প্রকৃতিবিকৃত্য-বিবক্ষায়াঞ্চ" (সংক্ষিপ্তসার—সমাসপাদ, ২১)। সূত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অবিবক্ষায় প্রামাণিক প্রয়োগবলে কোনও কোন স্থলে তাদর্থ্যমাত্রে চতুর্থীসমাসও হইয়া থাকে, যেমন—"অশ্বায় ঘাসঃ অশ্বঘাসঃ, কেলয়ে গৃহং কেলিগৃহম্।" ক্রমদীশ্বর পূর্ব্বসূত্রে ভাষ্যাদি অনুসরণপূর্ব্বক রন্ধনস্থালী অশ্বঘাস প্রভৃতি শব্দে ষষ্ঠীসমাসের প্রাপ্তি দেখাইয়া "ক্বচিৎ প্রকৃতি......" ইত্যাদি সূত্রে অশ্বঘাসাদির (সমাসপাদ, ২১) প্রকারান্তরে চতুর্থী সমাসের বিধান করিয়াছেন।

কৌমারসম্প্রদায়ে তাদর্থ্যমাত্রে চতুর্থীসমাস স্বীকৃত হইয়াছে, যেমন—নাট্যশালা, ক্রীড়াতড়াগঃ, শয়নপর্য্যঙ্কঃ, ধর্ম্মপত্নী, তপোবনম্, হোমধেনুঃ ইত্যাদি। সেইজন্য ব্যাখ্যাতৃগণ তাদর্থ্যে চতুর্থীসমাসের বিধান করিয়া পাণিনীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকে মতান্তররূপে উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"হিতাদিভিস্তাদর্থ্য এব চতুর্থী। পরস্ত্বাহ বিকৃতিঃ প্রকৃত্যা সমস্যত—ইতি যূপায়েতি ব্যপদেশান্তর"

যোগেন যূপস্য বিকৃতিত্বম্। রন্ধনং ন বিকারঃ স্থাল্যা ইতি রন্ধনায় স্থালীতি বাক্যমেব।" (সমাস—২৬৬ সূত্রীয় টীকা)।

পূর্ব্বোক্ত নবীন বৈয়াকরণিকদের যুক্তি দেখিয়াও আমরা কিন্তু ভাষ্যকারকে উপেক্ষাপূর্ব্বক সূত্রকারের প্রবৃত্তি অনুসন্ধান করিতে পারি না। কারণ কেবল যুক্তিবলে ঋষিবাক্য লঙ্ঘন করা সঙ্গত নহে। একজন ঋষি পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষির মতবাদ লঙ্ঘন করিতে পারেন, আমরা কিন্তু 'যথোত্তরং মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্' এই ন্যায় কিরূপে লঙ্ঘন করিব? সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট কলিতে পারাশরী স্মৃতির ন্যায় ভাষ্যস্মৃতি সর্ব্বদা অভ্যুপগত হইয়া থাকে।

(৪) পঞ্চমী তৎপুরুষ। পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত অপেতমুক্তাদি সুবন্ত-পদের যে সমাস হয় তাহাকে পঞ্চমীতৎপুরুষ বলে। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন "পঞ্চমী ভয়েন" (২।১।৩৭)। "ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বক্তব্যম্ *" এই বার্ত্তিক দেখিলে উপপন্ন হয় যে, সূত্রস্থ 'ভয়'শব্দে স্বরূপগ্রহণ লক্ষিত হইয়াছে, অর্থগ্রহণ নহে। পঞ্চমীসমাসের উদাহরণ যেমন—বৃকভয়ম্, বৃকভীতঃ, বৃকভীতিঃ, বৃকভীঃ ইত্যাদি। 'বৃকাৎ ত্রাসঃ' এইরূপ বাক্য হইতে পঞ্চমীসমাস হইবে না, কারণ সূত্রে এবং বার্ত্তিকে ত্রাসশব্দের গ্রহণ নাই। প্রদীপে কৈয়ট বলিয়াছেন—"ব্যাখ্যানাদর্থগ্রহণে বৃকেভ্য স্ত্রাস ইত্যাদাবপি প্রসঙ্গঃ।" 'পঞ্চমী ভয়েন' এই পাণিনীয় সূত্র লইয়া কবিরাজে সুষেণবিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"ভয়েতি ধাতু-বিশেষনির্দ্দেশাদ্ বৃকাৎ ত্রস্ত ইত্যাদৌ ন সমাস ইতি বিবক্ষিতম্" (কাতন্ত্র-সমাসপাদ, ২৬৬ সূত্রীয় ব্যাখ্যা)। কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহ "অধর্ম্মজুগুপ্সুঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়া পাণিনিসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"ভয়ভীতভীতিভীভির্নির্গতেন চাপেতাপোঢ়মুক্তপতিতাপত্রস্তৈরল্পশ † ইতি নাদ্রিয়তে, অধর্ম্মাজ্জুগুপ্সুরিত্যাদিদর্শনাৎ" (সমাসপাদ, ২৬৬ সূত্রীয় টীকা)। এ সকল কথা ভাষ্যবার্ত্তিকের অনুস্মরণমাত্র। কারণ ভাষ্যকার "ভয়ভীতভীতি…" ইত্যাদি বার্ত্তিকের পরেই বলিয়াছেন—"অপর আহ—'ভয়নির্গতজুগুপ্সুভিরিতি

---

* মহাভাষ্যের কীলহর্ণ সংস্করণ দেখিলে ইহাকে ভাষ্যেষ্টি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কৈয়টাদি ব্যাখ্যাতৃগণ যখন ইহাকে বার্ত্তিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তখন এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। কিন্তু 'ভয়নির্গতজুগুপ্সুভিরিতি বক্তব্যম্' এই বার্ত্তিকটী কাত্যায়নপ্রণীত নহে। ইহা ব্যাঘ্রপদীয় বার্ত্তিক কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

† 'অপেতাপোঢ়মুক্তপতিতাপত্রস্তৈরল্পশঃ' ইহা পাণিনির সূত্র। (২।১।৩৮)।

বক্তব্যম্'। বৃকভয়ম্, গ্রামনির্গতঃ, অধর্ম্মজুগুপ্সুরিতি।" (২।১।৩৭ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। "ভয়ভীতভীতি......" ইত্যাদি বার্ত্তিকপাঠে 'নির্গত'শব্দ গৃহীত হয় নাই। দুর্গসিংহ 'ভয়নির্গত জুগুপ্সুভিরিতি বক্তব্যম্' এই দ্বিতীয় বার্ত্তিকপাঠ হইতেই 'নির্গত'শব্দ যখন উল্লেখ করিলেন, তখন 'জুগুপ্সু'শব্দ কি অপরাধে উপেক্ষিত হইল?

পাণিনিসম্প্রদায়ে 'চোরত্রস্তঃ' ভোগোপরতঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ পঞ্চমী-সমাসনিষ্পন্ন পদ নহে। 'সুপ্‌সুপা' বা 'ময়ূরব্যংসকাদি'র সাহায্যে উহাদের সাধুত্ব অভ্যুপগত হয়। মুগ্ধবোধে বা সংক্ষিপ্তসারাদি ব্যাকরণে মুক্তাদি পঞ্চমীসমাস-ঘটক শব্দগুলিকে আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। সেইজন্য রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—

"মুক্তো ভীতিরপত্রস্তো জুগুপ্সা-ভীত-নির্গতাঃ।
ইতরঃ পতিতোঽপেতো ভয়াপোঢ়ৌ মতাবিহ॥

অস্যাকৃতিগণত্বাদ্ বৃকভীঃ অধর্ম্মজুগুপ্সুঃ তদন্যঃ বৃক্ষচ্যুতঃ ভাস্বদ্‌গ্রাবোদ্‌গতঃ বেদবহিষ্কৃত ইত্যাদি।" অনভিধানহেতু বা সাপেক্ষতা প্রযুক্ত 'মহা-প্রাসাদাৎ পতিতঃ' 'মহাভোজনাদপত্রস্তঃ' ইত্যাদি স্থলে সমাস হয় না বলিয়া পাণিনি ২।১।৩৮-সূত্রে 'অল্পশঃ'পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

(৫) ষষ্ঠীতৎপুরুষ। ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত সুবন্তপদের যে সমাস হয় তাহাকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বলে। ('ষষ্ঠী' পা০ ২।২।৮)। যেমন—রাজ্ঞঃ পুরুষো রাজপুরুষঃ। সকল ষষ্ঠ্যন্ত সুবন্তপদের কিন্তু সমাস হয় না। সেইজন্য 'ন নির্ধারণে' (পা০ ২।২।১০), 'কর্ম্মণি চ' (পা০ ২।২।১৪), 'তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি' (পা০ ২।২।১৫) ইত্যাদি সমাসনিষেধসূত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। সম্বন্ধবিশেষে বিহিত ষষ্ঠীর সাধারণতঃ সমাস হয় না। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—'প্রতিপদবিধানা চ ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি বক্তব্যম্।' ইহার উদাহরণ যেমন—'সর্পিষো জ্ঞানম্'। কিন্তু প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠীর অন্তর্গত হইয়াও "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" (পা০ ২।৩।৬৫) এই সূত্রবিহিত কৃদ্যোগা ষষ্ঠীর সমাস হইয়া থাকে, যেমন—'ইধ্মপ্রব্রশ্চনঃ, পলাশশাতনঃ' ইত্যাদি। সেইজন্য বার্ত্তিককারকে ইহার প্রতিপ্রসব করিতে হইয়াছে—"কৃদ্যোগা চ ষষ্ঠী সমস্যত ইতি বক্তব্যম্।" প্রতিপদবিধানা ও কৃদ্যোগা ষষ্ঠী লইয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন —"কা পুনঃ ষষ্ঠী প্রতিপদবিধানা কা কৃদ্যোগা। সর্ব্বা ষষ্ঠী প্রতিপদবিধানা

শেষলক্ষণাং বর্জয়িত্বা। 'কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' (পা০ ২।৩।৬৫) ইতি যা ষষ্ঠী সা কৃদ্যোগা।" (২।২।৮ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

পাণিনি 'পূরণগুণসুহিতার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন' (২।২।১১) এই সূত্রদ্বারা স্থলবিশেষে ষষ্ঠীসমাসের নিষেধ করিয়াছেন। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন, পূরণে—সতাং ষষ্ঠঃ, গুণে—কাকস্য কার্ষ্ণ্যম্, ব্রাহ্মণস্য শুক্লাঃ, সুহিতার্থে (তৃপ্ত্যর্থে)—ফলানাং সুহিতঃ, সৎ—দ্বিজস্য কুর্ব্বন্ কুর্ব্বাণো বা, অব্যয়ে * —ব্রাহ্মণস্য কৃত্বা (কার্য্যমিত্যর্থঃ), তব্যে—ব্রাহ্মণস্য কর্ত্তব্যম্, সমানাধিকরণে—পাণিনেঃ সূত্রকারস্য। উক্তসূত্রস্থ গুণবাচক-শব্দের সহিত সমাসনিষেধ লইয়া বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাত্যায়ন গুণবাচকশব্দসম্বন্ধে বার্ত্তিক করিয়াছেন—"তৎস্থৈশ্চ গুণৈঃ" এবং "ন তু তদ্বিশেষণৈঃ" (মহাভাষ্য, পৃঃ ৪১৩ কীল্‌হর্ণ্)। ইহাদের তাৎপর্য্য এইরূপ—তৎস্থ (অর্থাৎ কেবলগুণস্থ) গুণবচন-শব্দের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত সুবন্তের সমাস হইবে, কিন্তু গুণবাচক-শব্দ যদি বিশেষণ হয় তাহা হইলে আর সমাস হইবে না। 'ব্রাহ্মণবর্ণঃ, চন্দনগন্ধঃ, পটহশব্দঃ, নদীঘোষঃ' ইত্যাদি স্থলে বর্ণাদি-শব্দ কেবলগুণস্থ বলিয়া সমাস হইয়াছে, কিন্তু 'ঘৃতস্য তীব্রো গন্ধঃ, চন্দনস্য মৃদু গন্ধঃ' প্রভৃতি উদাহরণে তীব্রাদি-শব্দ গুণবাচক বিশেষণপদ বলিয়া ঘৃতাদির সহিত উহাদের সমাস হইল না। উক্ত বার্ত্তিকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"গুণেনেতি প্রতিষেধং বক্ষ্যতি তস্যায়ং পুরস্তাদপকর্ষঃ। কিং কারণং গুণেন নেত্যুচ্যতে ন পুন র্গুণবচনেন নেত্যুচ্যতে। নৈবং শক্যম্। ইহ হি ন স্যাৎ। কাকস্য কার্ষ্ণ্যম্। কণ্টকস্য তৈক্ষ্ণ্যম্। বলাকায়াঃ শৌক্ল্যমিতি।...... গুণেন নেত্যুচ্যমানে তৎস্থৈশ্চ গুণৈরিতি বক্তব্যম্। তৎস্থৈশ্চ গুণৈরিত্যুচ্যমানে ন তু তদ্বিশেষণৈরিতি বক্তব্যম্।" (২।২।৮ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। উক্ত বার্ত্তিকদ্বয়ের তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া ত্রিলোচন কাতন্ত্রপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন—"গুণবচনৈ স্তৎস্থৈঃ কেবলগুণস্থৈঃ ষষ্ঠী সমস্যতে। যথা চন্দনগন্ধঃ। গন্ধাদয়ো হি কেবলগুণ এব বর্ত্তন্তে ন কদাচিদ্ গুণিনি।" (কাতন্ত্রসমাসপাদ, ২৬৬ সূত্রীয় পঞ্জী)। মীমাংসাবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন—

---

* এ সম্বন্ধে ভট্টোজি কিন্তু বলিয়াছেন—"পূর্ব্বোত্তরসাহচর্য্যাৎ কৃদব্যয়মেব গৃহ্যতে। তেন তদুপরীত্যাদি সিদ্ধমিতি রক্ষিতঃ।" (রক্ষিত অর্থাৎ মৈত্রেয় রক্ষিত)।

"ন কদাচিৎ প্রয়োগোঽস্তি চন্দনং গন্ধ ইত্যয়ম্।
চন্দনস্যৈব গন্ধো হি স্বপ্রধানং প্রতীয়তে।
এবং রূপাদয়স্তস্মাৎ সমাসো ন বিহন্যতে॥"

ঐ সূত্রের টীকায় দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—"তস্মান্নির্দ্ধারণপূরণগুণসুহিতার্থেত্যাদীনাং সূত্রাণামিহ নৈবাদর ইতি। তথা চ পটশৌক্ল্যাদীনাং ভাবপ্রত্যয়ান্তানাং প্রয়োগো ভট্টেনাপি নিশ্চিত ইতি।" ইহার প্রপঞ্চাভিপ্রায়ে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"অতঃ শৌক্ল্যাদিশব্দোঽপি ভাবপ্রত্যয়ান্তঃ কেবলগুণবৃত্তিরেবেতি সমাসো ন বিহন্যতে। তথা চ ভট্টেনৈবোক্তম্—

'যদা গন্ধাদিভিস্তুল্যা তেষামপি গুণস্থতা।
পটশৌক্ল্যাদিবত্তেন সমাসোঽপি তদেষ্যতে॥'

তদ্বিশেষণৈস্তু গুণগুণিস্থৈঃ সমাসো ন ভবতি। যথা পটস্য শুক্লো গুণ ইতি। শুক্লাদয়ো হি গুণযোগাদ্ গুণিনি বর্ত্তন্তে কদাচিদ্ গুণেঽপি। যদাহ জয়াদিত্যঃ—

'কাদাচিৎকঃ প্রয়োগোঽস্তি গোঃ শুক্লো গুণ ইত্যয়ম্।
তেনৈবমাদিশব্দেষু সমাসোঽপি নিষিধ্যতে॥'*

ন তু পটশৌক্ল্যাদিম্বিতি স্থিতম্।" (২৬৬ সূত্রীয় কাতন্ত্রপঞ্জী)। ভাষ্যোক্ত 'তৎস্থৈশ্চ গুণৈ র্ন তু তদ্বিশেষণৈঃ' ইহার ব্যাখ্যায় কালাপকগণের মধ্যে বাররুচসম্প্রদায় যাহা বলিয়াছেন তাহার নিষ্কর্ষ এইরূপ—"ইহ গুণবাচকশব্দানাং দ্বয়ী রীতিঃ। কেচিদ্ গুণরূপেণৈব তিষ্ঠন্তি, অন্যে চ (অভেদোপচারাদ্ গুণিসামানাধিকরণ্যাচ্চ) গুণিরূপেণ তিষ্ঠন্তি। তেষাং মধ্যে যে শব্দা গুণরূপেণ তিষ্ঠন্তি তত্র সমাসঃ। যে তু গুণিসমানাধিকরণা অপি, তেষু পূরণগুণেত্যাদিনা সমাসনিষেধো বক্ষ্যতে।"

---

* 'কদাচিৎ কঃ প্রয়োগোঽস্তি' ইত্যাদি পাঠও দৃষ্ট হয়। কোনও কোন মূলগ্রন্থে সমস্ত শ্লোকটীর আর এক প্রকার পাঠ আছে—

"কদাচিন্ন প্রয়োগোঽস্তি গোঃ শুক্লো গুণ ইত্যয়ম্।
তেনৈবমাদিষু প্রাপ্তঃ সমাসোঽয়ং নিষিধ্যতে॥"

জয়াদিত্যোক্ত শ্লোকের এরূপ পাঠ হইলে কিন্তু ত্রিলোচনের সহিত বিরোধ হইবে।

গুণবাচকশব্দের সহিত ষষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ, কিন্তু বৈশেষিকোক্ত রূপরসাদি শব্দ সম্বন্ধে একটী কারিকা আছে—

"বৈশেষিকগুণা নেহ সংখ্যাদুঃখসুখাদয়ঃ।
গৃহীতা গোশতং সীতাদুঃখমিত্যাদিদর্শনাৎ॥"

কাতন্ত্রস্থ সমাসপাদের ২৬৬ সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"বৈশেষিকাণাং দর্শনে তু নৈতে গুণা ইতি সমাসো ন বিহন্যতে। বাক্যপদীয়ে চ স্বভাবার্থা এবৈতে যোগাঃ খলু নিশ্চিতা ইতি সংক্ষেপার্থঃ।" এইভাবে গোশতং মৎসুখম্ ইত্যাদি পদের সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। ক্রমদীশ্বর সূত্র করিয়াছেন —"অগন্ধাদে গুর্ণঃ" (সংক্ষিপ্তসার, সমাসপাদ—৩১ সূত্র)। অর্থাৎ গুণবাচকশব্দের সহিত ষষ্ঠীসমাস হয় না, কিন্তু গন্ধাদিশব্দের সমাস হইয়া থাকে। প্রয়োগরত্নমালাকৃৎ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন—"গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণিলিঙ্গাস্তু তদ্বতীত্যনুশাসনাচ্ছুক্লাদিশব্দা গুণিভাষণযোগ্যাস্তৈ গুণবাচিভিঃ ষষ্ঠী ন সমস্যতে। পটস্য শুক্লঃ।.....গুণমাত্রবাচকৈস্তু চন্দনসারঃ। ন ভবত্যপি। কাকস্য কার্ষ্ণ্যম্।" এমন কি কালাপক শ্রীপতিদত্ত বলিয়াছেন—"ভাষ্যে তু ভাবপ্রত্যয়ান্তেনাপি শৌক্ল্যাদিনা প্রতিষেধ এব প্রমাণম্।" (কাতন্ত্রপরিশিষ্ট, সমাসপ্রকরণ, ৮৭ সূত্রীয় বৃত্তি)। ভট্টোজি কিন্তু "তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ" (পা০ ১।২।৫৩) এই পাণিনিসূত্রস্থিত সংজ্ঞাপ্রমাণত্বশব্দের 'সংজ্ঞায়াঃ প্রমাণত্বং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বং তস্মাৎ' এইরূপ বিগ্রহ স্বীকারপূর্ব্বক উক্ত শব্দকে গুণবাচকশব্দের সহিত সমাসনিষেধের অনিত্যত্বজ্ঞাপক বলিবার জন্য লিখিয়াছেন —"অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ। 'তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ' ইত্যাদি নির্দ্দেশাৎ তেনার্থগৌরবং বুদ্ধিমান্দ্যম্ ইত্যাদি সিদ্ধম্" (৭০৫ সূ—সি০ কৌ০)। বস্তুতঃ কিন্তু ভাষ্যকার কোথাও এরূপ গুণের সহিত সমাসনিষেধকে অনিত্য বলেন নাই। সেইজন্য নাগেশভট্ট গুণনিষেধকে অনিত্য না বলিয়া প্রকারান্তরে ভাববচনশব্দের সহিত সমাসের সাধুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"অর্থগৌরবমিত্যাদৌ তু অর্থগতং গৌরবমিতি মধ্যমপদলোপিসমাসো বোধ্যঃ।" (শব্দেন্দুশেখর)।

ভাগুরিমুনি গন্ধাদির ন্যায় শৌক্ল্যাদি শব্দেরও কেবলগুণবৃত্তিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত উহাদের সমাস বিধান করিয়াছেন। তাঁহার নামে এই কারিকাটীও প্রচলিত আছে—

"যথা গন্ধাদয়ঃ শব্দা গুণমাত্রব্যবস্থিতাঃ।
তথা শৌক্ল্যাদয়স্তেন পটশৌক্ল্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

ভাগুরির মতবাদ অনুসরণপূর্ব্বক ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"পূরণগুণসুহি-তার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন" (পা০ ২।২।১১) ইতি প্রতিষেধো নাদ্রিয়তে। যদপি বলাকায়াঃ শৌক্ল্যং কাকস্য কার্ষ্ণ্যমিতি গুণেনোদাহৃতং তদপ্যনুচিতম্। ইহ বলাকাশৌক্ল্যমিত্যপি ভবত্যেব।" এইরূপে পঞ্জীকার যে কেবল সূত্রকার পাণিনির মত উপেক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি "যদপি বলাকায়াঃ......" ইত্যাদি অংশে পতঞ্জলির মতও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন—"নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতব ইতি মুনিত্রয়মতেনাদ্যত্বে সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ (শব্দানাম্)" (মহাভাষ্যপ্রদীপ)। ইহা ব্যতীত ভাগুরি পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী। ভাগুরি ভাগুরীর ভ্রাতা। মহাভাষ্যে ভাগুরীর নাম দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—"বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য, ...বর্ত্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য" (৭।৩।৪৫)। অতএব "যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্" এই ন্যায়ানুসারেও ভাগুরিমুনির কথায় ভাষ্যস্মৃতি খণ্ডিত হইতে পারে না। পঞ্জীকার "তৎস্থৈশ্চ গুণৈঃ" এই বার্ত্তিকের অর্থ স্থূলতঃ গ্রহণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"তথা চ কাত্যায়নঃ। তৎস্থৈ গুণৈঃ ষষ্ঠী সমস্যতে.........। অতঃ শৌক্ল্যাদিশব্দোঽপি ভাবপ্রত্যয়ান্তঃ কেবলগুণবৃত্তিরেবেতি সমাসো ন বিহন্যতে।"

উক্ত বার্ত্তিকের অর্থ ও তদুপরি ভাষ্যাদির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অবলম্বন করিতে হইবে। সম্প্রদায়বিৎ কৈয়ট এস্থলে বার্ত্তিক ও ভাষ্যের মধ্যে একপ্রকার সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাহা দেখিলে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। তিনি লিখিয়াছেন—"তচ্ছব্দেন সন্নিধানাদ্ গুণ এব পরামৃশ্যতে। তেনায়মর্থঃ—স্বাত্মনি যে গুণা অবস্থিতাস্তৈঃ সহ সমাসঃ। ন চ স্বাত্মন্যবস্থানং গুণানাং সম্ভবতি, ভেদনিবন্ধনত্বান্মুখ্যস্যাধারাধেয়ভাবস্য। সর্ব্বস্য চ গুণস্য দ্রব্যাশ্রয়ত্বাৎ। তস্মাদভিধানব্যাপারাপেক্ষয়া তৎস্থত্বমুচ্যতে। ইহ কেচিদ্ গুণাঃ শব্দেন দ্রব্যান্নিষ্কৃষ্টা এব প্রত্যায্যন্তে, ন তু দ্রব্যস্যো-পরঞ্জকত্বেন। যথা চন্দনস্য গন্ধ ইতি সর্ব্বদা বৈয়ধিকরণ্যমেব গুণগুণিনো র্ন কদাচিচ্চন্দনং গন্ধ ইতি সামানাধিকরণ্যং ভবতি। শুক্লাদয়স্তু গুণাঃ কদাচিন্নিষ্কৃষ্টরূপাঃ শব্দৈরুচ্যন্তে পটস্য শুক্ল ইতি। কদাচিদ্ দ্রব্যেণৈকত্বমাপন্নাঃ

শুক্লঃ পট ইতি। তস্মাদ্ দ্বিবিধগুণসদ্ভাবাৎ তৎস্থৈরিতি বিশেষণং রূপাদিগুণ-পরিগ্রহার্থম্ উপাত্তমিতি ব্রাহ্মণবর্ণাদয় উদাহরণম্। অথ বলাকায়াঃ শৌক্ল্যমিতি সমাসঃ কস্মান্ন ভবতি। তৎস্থং হি শৌক্ল্যম্। সর্ব্বদা বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধাৎ। নৈষ দোষঃ। শৌক্ল্যশব্দেন শুক্লো গুণোঽভিধীয়তে শুক্লশব্দস্য দ্রব্যে বর্ত্তমানস্য তস্মিন্নেব প্রবৃত্তিনিমিত্তে ভাবপ্রত্যয়বিধানাৎ। ন চাসৌ তৎস্থঃ। অভেদাধ্যবসায়েন দ্রব্যং প্রত্যনুরঞ্জকত্বদর্শনাচ্ছুক্লঃ পট ইতি। অর্থস্য চ তৎস্থত্বমাশ্রীয়ত ইতি শব্দভেদেঽপ্যর্থস্যাভেদান্নাস্তি শুক্লস্য গুণস্য তৎস্থত্বম্। রূপবান্ পট ইত্যাদৌ তু নাস্তি গুণগুণিনোরভেদাধ্যবসায়ঃ। ভেদাশ্রয়েণৈব মত্বর্থীয়প্রয়োগাদিতি রূপস্য তৎস্থত্বমব্যাবৃত্তমিতি পটরূপমিতি সমাসো ভবত্যেব।" (২।২।৮ সূত্রীয় প্রদীপ)। কৈয়টের ব্যাখ্যান দেখিলে মনে হয় যে, ভাবপ্রত্যয়ান্ত এবং কেবলগুণস্থ শব্দের মধ্যে উক্তরূপ ভেদ স্বীকার করায় ভাষ্যকার ভাবপ্রত্যয়ান্তশব্দের সহিত ষষ্ঠীসমাস নিষেধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও ভাবপ্রত্যয়ান্তশব্দ দ্রব্যাত্ম*গুণের অবস্থাবিশেষমাত্র। ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা দ্রব্যাত্মগুণের আকারভেদ হইলেও মূলে কিন্তু উহা ভিন্নপ্রকৃতিক হয় না। লৌকিক উক্তিও আছে—"ছিন্নেঽপি পুচ্ছে শ্বা শ্বৈব ন চাশ্বো ন চ গর্দ্দভঃ"। ভাবপ্রত্যয়ান্তশব্দ গন্ধাদির ন্যায় কেবলগুণস্থ নহে বলিয়া উহার ষষ্ঠী সমাস হইবে না—ইহাই ভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

(৬) **সপ্তমীতৎপুরুষ**। সপ্তম্যন্তের সহিত সুবন্তপদের যে সমাস হয় তাহাকে সপ্তমীতৎপুরুষ বলে, যেমন—অক্ষেষু শৌণ্ডঃ অক্ষশৌণ্ডঃ। সকল সপ্তম্যন্তপদের সমাস হয় না। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ" (২।১।৪০)। শৌণ্ড ভিন্ন অন্য শব্দেরও সপ্তমী সমাস হয় বলিয়া কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিলেন—"শৌণ্ডাদিভিরিতি বক্তব্যম্।" ভাষ্যকার কিন্তু এস্থলে উক্ত বার্ত্তিকের আনর্থক্য প্রতিপাদনপূর্ব্বক সূত্রকারকেই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"………ন বক্তব্যম্। বহুবচননির্দ্দেশা-চ্ছৌণ্ডাদিভিরিতি বিজ্ঞাস্যতে।" (মহাভাষ্য, পৃঃ ৩৯১ কীল্‌হর্ণ্)।

কালের প্রগতিহেতু ভাষার পরিবর্ত্তন হওয়ায় শৌণ্ডাদিগণব্যতিরিক্ত শব্দেরও সপ্তমীসমাস দৃষ্ট হয়। ইহা দেখিয়া কালাপকগণ লিখিয়াছেন—

---

* 'যে গুণা গুণে গুণিনি চ বর্ত্তন্তে তে দ্রব্যাত্মগুণাঃ। যথা পটস্য শুক্লঃ জলস্য শীতমিত্যাদি।'

"শৌণ্ডাদিভিরন্যৈশ্চ সমাসেন ভাব্যম্। এবং পরেষাং গণপাঠোঽনর্থক:" (সমাসপাদ—২৬৬ সূত্রীয় টীকা), "শৌণ্ডাদিভিরন্যৈশ্চ শিষ্টপ্রযুক্তঃ সমাসো দৃশ্যত ইতি 'সপ্তমী শৌণ্ডাদিভিঃ' (পা০ ২।১।৪০) ইত্যনর্থকম্। তথেতি 'সিদ্ধশুষ্ক-পক্কবন্ধৈশ্চ' (পা০ ২।১।৪১) ইত্যপি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ" (সমাসপাদ—২৬৬ সূত্রীয়পঞ্জী)। মৌগ্ধবোধগণ কিন্তু কালাপকদের ন্যায় কেবল কটাক্ষ না করিয়া ন্যূনতাপূরণেরই চেষ্টা করিয়াছেন। শৌণ্ডাদির আকৃতিগণত্ব দেখিয়া রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—

"শৌণ্ডাদি র্যথা—

শৌণ্ড-কিতব-সংবীত-প্রবীণ-ব্যাড়-পণ্ডিতাঃ।
সিদ্ধঃ সাহসিকো দক্ষশ্চতুরো নিপুণঃ পটুঃ।
কুশলশ্চপলো ধূর্ত্তঃ শুষ্কপক্কাবধীত্যপি।
মধ্যার্থান্তস্তথা বন্ধঃ পরে শিষ্টপ্রয়োগতঃ॥"

"ধ্বাঙ্ক্ষেণ ক্ষেপে" (২।১।৪২) এই পাণিনীয়সূত্রের কেবল শব্দগত অর্থ লক্ষ্য করিয়া পঞ্জীকার লিখিয়াছেন—"তথা 'ধ্বাঙ্ক্ষেণ ক্ষেপ' (পা০ ২।১।৪২) ইত্যপি ন বক্তব্যম্। ধ্বাঙ্ক্ষপর্য্যায়েণাপি ক্ষেপে সমাসোঽভিধানাৎ।" (সমাসপাদ—২৬৬ সূত্রীয় পঞ্জী)। বস্তুতঃ সূত্রস্থ ধ্বাঙ্ক্ষশব্দের অর্থগ্রহণেই আচার্য্যপ্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে, কারণ বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"ধ্বাঙ্ক্ষেণেত্যর্থ-গ্রহণম্"। পাণিনিসম্প্রদায়ে এইরূপে তীর্থকাকঃ নগরবায়সঃ ইত্যাদি পদের সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। তীর্থকাকশব্দের অর্থ লইয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তীর্থকাক ইতি। ক্ষেপ ইত্যুচ্যতে ক ইহ ক্ষেপো নাম। যথা তীর্থে কাকা ন চিরং স্থাতারো ভবন্তি, এবং যো গুরুকুলানি গত্বা ন চিরং তিষ্ঠতি স উচ্যতে তীর্থকাক ইতি।" (মহাভাষ্য—পৃঃ ৩৯১, কীল্‌হর্ণ্)। তাৎপর্য্যতঃ এস্থলে অনবস্থিতি (অস্থিরতা) নিন্দাসূচক। নিন্দা বুঝাইলে পাত্রেসমিতাদি শব্দে সপ্তমীসমাস হয়। সমস্যমান পদ হইতে নিন্দার জ্ঞান হয় না বলিয়া ইহারা নিত্যসমাস। নিত্যসমাসের স্বপদবিগ্রহ হয় না। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"স বাক্যো যঃ সমাসঃ স্যাৎ স বিকল্পঃ সুসম্মতঃ।
বাক্যাভাবে তু নিত্যং স্যাদিতি শব্দবিদো বিদুঃ॥"

পাত্রেসমিতাদি*শব্দ আকৃতিগণ। সেইজন্য মৌগ্ধবোধেরা বলেন—

"পাত্রেসমিতা আখনিকবকো মাতরিপুরুষ উড়ুম্বরমশকাঃ।
পিণ্ডীশূরো গেহেবিজিতী গেহেনর্দ্দী গেহেনর্ত্তী॥ †

*   *   *   *   *   *   *

কর্ণেচুরচুরাশ্চৈব কূপমণ্ডূক ইত্যপি।
কর্ণেটিরিটিরা গেহেপ্রগল্‌ভোঽন্যে প্রয়োগতঃ॥"

শাকটায়নব্যাকরণে কিন্তু কর্ণেটিরিটিরা কর্ণেচুরচুরা—এই দুইটি শব্দের ভিন্ন-পাঠ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য গণরত্নমহোদধিতে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"শাকটায়নস্তু‡ কর্ণেটিরিটিরিঃ কর্ণেচুরুচুরুরিত্যাহ। অনয়োশ্চ ব্যাখ্যা। কর্ণে কিমপি জল্পিত্বা জীবতি। নাস্য বিক্রম ইতি ক্ষেপঃ। টিরিটিরি চুরুচুরিত্যনুকরণশব্দৌ তদাকারিণি ব্যবস্থিয়েতে।" (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১০৪ কারিকার ব্যাখ্যা)।

(৭) একদেশিতৎপুরুষ। অবয়বীর সহিত পূর্ব্বাদি শব্দের যে সমাস হয় তাহাকে একদেশী সমাস বলে, যেমন—পূর্ব্বং কায়স্য পূর্ব্বকায়ঃ ইত্যাদি। এ বিষয়ে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"পূর্ব্বাপরাধরোত্তরমেকদেশিনৈকাধিকরণে" (২।২।১)। একদেশিসমাস ষষ্ঠীসমাসের অপবাদ। কারণ সূত্রস্থ প্রথমান্ত

---

* "পাত্রেসমিতাদয়শ্চ" (পাঃ ২।১।৪৮)।

† এ সকল শব্দের অর্থ প্রচলিত নহে বলিয়া উদাহরণস্বরূপ কতকগুলির অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পাত্রে ভোজনব্যাপারে সমিতাঃ সঙ্গতা ন পুনঃ ক্বচিৎ কার্য্যে পাত্রেসমিতাঃ। আখনিকে খাতে বক ইব আখনিকবকঃ, বকো যথা খাতগতমেব ভক্ষয়তি তদ্বদ্ যো গৃহগতমেব ভক্ষয়তি নান্যত্র গচ্ছতি সঃ। মাতরিপুরুষঃ প্রতিষিদ্ধসেবীতি কেচিৎ। তন্ন। অস্মন্মতে তু মাতৃসন্নিধাবেব যঃ পৌরুষং প্রকাশয়তি নান্যত্র স মাতরিপুরুষঃ কাপুরুষ ইত্যর্থঃ। উড়ুম্বরে মশকা ইব একস্থা উড়ুম্বরমশকাঃ, যথা উড়ুম্বরমধ্যে মশকা একস্থা এব নান্যৎ পশ্যন্তি তথা যে অদৃষ্টদেশান্তরা স্ত ইত্যর্থঃ। পিণ্ড্যাম্ ভোজনব্যাপারে শূরঃ পিণ্ডীশূরঃ, অন্যকার্য্যাক্ষমঃ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি।

‡ এখানে শাকটায়নশব্দদ্বারা অভিনবশাকটায়নই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

পূর্ব্বাদি শব্দ উপসর্জ্জন বলিয়া একদেশিসমাসে সমস্যমান ষষ্ঠ্যন্ত পদের পর-নিপাত হইয়া থাকে। "পূর্ব্বাপর…"(পা০ ২৷২৷১) ইত্যাদি সূত্র না থাকিলে "কায়পূর্ব্বঃ" এইরূপ অনিষ্টপদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িত।

কেহ কেহ বলেন—"পূর্ব্বশ্চাসৌ কায়শ্চেতি পূর্ব্বকায়ঃ" এইরূপ কর্ম্মধারয়ের দ্বারা পূর্ব্বকায়শব্দ যখন সিদ্ধ হইতে পারে তখন একদেশী সমাসকে ষষ্ঠীসমাসের অপবাদ বলা নিষ্প্রয়োজন, আর 'সমুদায়ে হি বৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষ্বপি প্রবর্ত্তন্তে' এই ন্যায়ানুসারে কায়শব্দের কায়াবয়ববাচিত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বাদিশব্দের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য অনুপপন্ন হয় না। ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ সূত্রে যখন একদেশী অর্থাৎ অবয়বীর সহিত সমাসের নির্দ্দেশ আছে, তখন পূর্ব্বাদি শব্দকে একদেশ-বাচক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সম্বন্ধিশব্দদ্বারা নিয়তই প্রতিযোগিপদের জ্ঞান হয়। অতএব এস্থলে যখন অবয়বাবয়বিসম্বন্ধ দ্যোতিত হইতেছে তখন অবয়বিশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই হইবে। ষষ্ঠী বিভক্তি হইলে "ষষ্ঠী" (পা০ ২৷২৷৮) এই সূত্র দ্বারা সমাসের প্রাপ্তি থাকায় একদেশিসমাসকে ষষ্ঠী সমাসের অপবাদ বলা নির্দ্দোষ হইয়াছে। একদেশীর অন্যান্য উদাহরণ যেমন—মধ্যাহ্নঃ, সায়াহ্নঃ, মধ্যরাত্রঃ, অর্ধপিপ্পলী, দ্বিতীয়ভিক্ষা, মাসজাতঃ ইত্যাদি।

(৮) নঞ্‌তৎপুরুষ। সুবন্তপদের সহিত নঞ্‌অব্যয়ের যে সমাস হয় তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ বলে, যথা—ন ব্রাহ্মণঃ অব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ। ভাষ্যকার ইহাকে উত্তরপদপ্রধান সমাস বলিয়াছেন। পাণিনি-সম্প্রদায় বলেন যে, নঞ্‌দ্বারা আরোপিতত্বই দ্যোতিত হয়। অতএব অব্রাহ্মণ-শব্দের দ্বারা 'আরোপিতব্রাহ্মণত্ববান্' এইরূপ জ্ঞান হইবে। ফলে অবশ্য উহা 'ব্রাহ্মণভিন্ন' এই প্রকার অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

নঞের অর্থ দ্বিবিধ—পর্য্যুদাস এবং প্রসজ্যপ্রতিষেধ। কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিকে ইহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"প্রধানত্বং বিধে র্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥
অপ্রাধান্যং বিধে র্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যেস্থলে বিধির প্রাধান্য এবং প্রতিষেধের অপ্রাধান্য আছে, তথায় পর্য্যুদাস নঞ্ বুঝিতে হইবে। এই জাতীয় নঞ্এর অন্বয় উত্তরপদের সহিত হইয়া থাকে। পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া পর্য্যুদাস নঞ্এর সহিত পরপদের সমাস হয়। "গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য০" (পা০৮।২।৮৬) এই সূত্রস্থ 'অনৃতঃ' পদটী পর্য্যুদস্ত। ন ঋতঃ অনৃতঃ (অর্থাৎ ঋভিন্ন)। উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ—ঋকার ভিন্ন অনন্ত্য গুরুস্বরের প্লুত হয়। ঋকারের প্লুত হয় না—এইরূপ অর্থ নহে। অতএব এখানে বিধির প্রাধান্য ও প্রতিষেধের অপ্রাধান্য সূচিত হওয়ায় পর্য্যুদাস নঞ্ হইয়াছে। এইরূপে 'চাদয়োঽসত্ত্বে' (পা০ ১।৪।৫৭) এই সূত্রস্থ অসত্ত্বশব্দে পর্য্যুদাস নঞ্ হইতে পারে। সেইজন্য ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"কিং পুনরয়ং পর্য্যুদাসঃ। যদন্যৎ সত্ত্বচনাদিতি।" (মহাভাষ্য—প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৪১, কীল্‌হর্ণ্)। আর যে স্থলে বিধির অপ্রাধান্য ও প্রতিষেধের প্রাধান্য প্রতীত হয় তথায় প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞ্ বুঝিতে হইবে। এই প্রকার নঞ্এর অন্বয় ক্রিয়ার সহিত হইয়া থাকে। "ন নির্ধারণে" (পা০ ১।২।১০) এই সূত্রের নঞ্ প্রসজ্যপ্রতিষেধ। ইহার অর্থ—নির্ধারণে যা ষষ্ঠী সা ন সমস্যতে। নির্ধারণে যে ষষ্ঠী হয় তাহাতে সমাসের প্রাপ্তি থাকায় উক্তসূত্রদ্বারা তাহার নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব এখানে বিধেয়ের অপ্রাধান্য এবং প্রতিষেধেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে বলিয়া প্রসজ্যপ্রতিষেধ বুঝিতে হইবে। সূত্রস্থ নঞ্ অনুক্ত 'সমস্যতে' এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত, নির্ধারণশব্দের সহিত নহে। পরস্পর সাপেক্ষ নহে বলিয়া নির্ধারণ শব্দের সহিত নঞের সমাস হয় নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়ায় অগমকত্বহেতু প্রসজ্যপ্রতিষেধে সমাস হয় না। এইরূপে 'কিঞ্চিদপি ন কুর্ব্বাণঃ' 'একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত' ইত্যাদি স্থলে প্রসজ্যপ্রতিষেধের নঞ্সমাস হয় নাই। ভাল, ক্রিয়ার সহিত অন্বয়হেতু যদি সমাস না হয়, তাহা হইলে কিরূপে 'ন পশ্যতি ইত্যর্থে অসূর্য্যম্পশ্যানি মুখানি, পুন র্ন গীয়ন্তে অপুনর্গেয়াঃ শ্লোকাঃ, শ্রাদ্ধং ন ভুঙ্‌ক্তে অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি পদের সাধুত্ব সিদ্ধ হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধই সমাস-নিষেধের কারণ নহে, অগমকত্বই সাধারণতঃ সমাসের বাধক হয়। অতএব 'অসূর্য্যম্পশ্যানি' ইত্যাদি পদে বিধিবলে সমাস হইতেছে বলিয়া গমকত্ব আছে এবং 'কিঞ্চিন্ন কুর্ব্বাণঃ' ইত্যাদি স্থলে সমাস ইষ্ট নহে বলিয়া গমকত্ব নাই—

এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ আবার উক্ত উদাহরণগুলিতে পর্য্যুদাস নঞ্ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে উক্ত পদগুলির অর্থ হইবে এইরূপ—অসূর্য্যম্পশ্যানি মুখ্যানি সূর্য্যবিষয়কদর্শনবদ্ভিন্নানি মুখানি, মৈত্রকর্তৃকপুনর্গেয়-ভিন্নাঃ শ্লোকাঃ, শ্রাদ্ধকর্ম্মকভোজনবদ্ভিন্নো ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।

প্রাচীনেরা নঞের ষড়্বিধ অর্থ স্বীকার করিতেন, যথা—

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন—অব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণসদৃশ), অপাপম্ (পাপের অভাব), অঘটঃ পটঃ (ঘট হইতে অন্য অর্থাৎ পট), অনুদরী কন্যা (অল্পোদরী), অকেশী বেশ্যা (অপ্রশস্তকেশী), অসুরঃ (সুরবিরোধী) ইত্যাদি।

"ন লোপো নঞঃ" (পা০৬৷৩৷৭৩) এই সূত্রানুসারে উত্তরপদ পরে থাকিলে নঞের নকারের লোপ হয় এবং কেবল অকার অবশিষ্ট থাকে, যেমন—ন ব্রাহ্মণো অব্রাহ্মণঃ। কিন্তু উত্তরপদ স্বরবর্ণ হইলে উক্ত অকারের পর 'তস্মান্নুডচি" (পা০৬৷৩৷৭৪) এই সূত্রানুসারে নুডাগম হয়, যেমন—অনশ্বঃ। কতকগুলি শব্দে আবার নঞের প্রকৃতিভাবও দৃষ্ট হয়। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"নভ্রাণ্নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু প্রকৃত্যা" (পা০ ৬৷৩৷৭৫)। এই সকল শব্দ লইয়া একটী কারিকাও আছে—

"নখ-নক্ষত্র-নাসত্যা-নবেদা-নমুচিন্ন´পাৎ।
নভ্রাণ্নমেরুর্ন্ন´কুলনাকনক্রনপুংসকম্॥"

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"নাকো নবেদা নকুলশ্চ নক্রো নাসত্যা নক্ষত্রং নপাদো নভ্রাট্।
নপুংসকং বৈ নমুচি র্ন´খং চ নাদেশমেতেষু বদন্তি ধীরাঃ॥"

(৯) উপপদতৎপুরুষ। অতিঙন্ত সমর্থ পদের সহিত সুবন্ত উপপদের *

* পাণিনিব্যাকরণে উপপদশব্দটী পারিভাষিক। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্" (৩৷১৷৯২) অর্থাৎ প্রত্যয়বিধায়ক সূত্রে সপ্তম্যন্তপদবাচ্য পদের উপপদসংজ্ঞা হয়। "কর্ম্মণ্যণ্" (পা০ ৩৷২৷১)—ইহা অণ্বিধায়ক সূত্র। সূত্রে 'কর্ম্মণি'পদ সপ্তম্যন্ত। এই সপ্তম্যন্তপদবাচ্য কর্ম্মবাচক যে কুম্ভাদিপদ তাহার উপপদ সংজ্ঞা হইবে।

যে সমাস হয় তাহাকে উপপদসমাস বলে ("উপপদমতিঙ্" পা০ ২।২।১৯), যেমন—কুম্ভং করোতীতি কুম্ভকারঃ। ইহা সমাসের বিগ্রহ নহে, ব্যাখ্যানমাত্র। কুম্ভকার-পদের অলৌকিক প্রক্রিয়াবাক্য এইরূপ হইবে—কুম্ভ অস্ কার। কুম্ভশব্দে কৃদ্যোগা ষষ্ঠী হইয়াছে বলিয়া সমাসে কোনও বাধা নাই *। 'কার' এই নামের উত্তর সুপ্‌প্রাপ্তির পূর্ব্বেই 'কুম্ভ' এই উপপদের সহিত সমাস হইবে —ইহা জানাইবার জন্যই সূত্রকার "উপপদমতিঙ্" (২।২।১৯) সূত্রে 'অতিঙ্'পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা "সহ সুপা" (পা০২।১।৪) এই সূত্র হইতে কেবল 'সুপা'পদের অনুবৃত্তি নিবৃত্ত হয় নাই, "গতিকারকোপপদানাং কৃদ্ভিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক্ সুবুৎপত্তেঃ" (২।২।১৯ মহাভাষ্য) এই প্রাচীন পরিভাষাটীও সিদ্ধ হইয়াছে। এই পরিভাষার দ্বারা ব্যাঘ্রী, অশ্বক্রীতী, কচ্ছপীপ্রভৃতি পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'কচ্ছপী'পদে উপপদ সমাস হইয়াছে। কচ্ছপীপদে উক্ত পরিভাষার প্রবৃত্তিসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কচ্ছ অর্থাৎ তীর। তস্মিন্ পিবতীতি কচ্ছপী। "সুপি স্থঃ" এই সূত্র হইতে 'সুপি'পদকে যোগবিভাগ করিলে পাধাতুর উত্তরও কপ্রত্যয় হইতে পারে। অতএব প্রত্যয়যোগ করিলে পদ হইবে পিবতীতি পঃ। এই 'প'শব্দের উত্তর সুপ্ যোগ করিবার পূর্ব্বেই 'কচ্ছ' শব্দের সহিত সমাস করিতে হইবে। সমাসের পূর্ব্বে সুপ্‌প্রাপ্তি ঘটিলে তৎপূর্ব্বে লিঙ্গজ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। কারণ স্বার্থ দ্রব্য লিঙ্গ সংখ্যা কারক—ইহাদের ক্রমিক জ্ঞানই যুক্তিসিদ্ধ। 'প'শব্দে লিঙ্গসংযোগ করিতে হইলে অদন্তত্ব-হেতু উহার উত্তর টাপ্ করিতে হয়, ঙীষ্ নহে। কারণ জাতিলক্ষণ না থাকিলে ঙীষ্ হয় না এবং কেবল "প"শব্দ জাতিবাচক নহে। ফলে "কচ্ছপা" এই টাবন্ত অনিষ্ট পদ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। কিন্তু উক্ত পরি-ভাষানুসারে সমাস করিলে সুবুৎপত্তির পূর্ব্বেই 'কচ্ছপ' শব্দ পাওয়া যায় এবং "কচ্ছপ"শব্দ জাতিবাচী বলিয়া তদুত্তর জাতিলক্ষণ ঙীষ্‌প্রত্যয়ের কোনও বাধা হয় না। 'কচ্ছপী'প্রভৃতি শব্দের সাধুত্ব এইরূপে পাণিনি-সম্প্রদায়ে অভ্যুপগত হইয়াছে।

'কুম্ভস্য কারঃ' ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠীসমাস ও উপপদসমাস উভয়ের

---

* "কৃদ্যোগা চ ষষ্ঠী সমস্যত ইতি বক্তব্যম্" (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড পৃঃ ৪১২, কীলহর্ণ্)।

প্রাপ্তি হইতেছে, কারণ উভয়ই তুল্যবল। সেইজন্য এখানে "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্" (পা০ ১।৪।২) এই পরিভাষাসূত্রের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বার্ত্তিকও হইয়াছে—"ষষ্ঠীসমাসাদুপপদসমাসো বিপ্রতিষেধেন।" ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ষষ্ঠীসমাসস্যাবকাশঃ। রাজ্ঞঃ পুরুষো রাজপুরুষঃ। উপপদসমাসস্যাবকাশঃ। স্তম্বেরমঃ, কর্ণেজপঃ। ইহোভয়ং প্রাপ্নোতি। কুম্ভকারঃ নগরকারঃ। উপপদসমাসো ভবতি বিপ্রতিষেধেন।" (মহাভাষ্য—প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪১৮, কীল্‌হর্ণ্)।

(১০-১১) প্রাদি ও গতিতৎপুরুষ। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (২।২।১৮) অর্থাৎ সমর্থপদের সহিত কু-এই অব্যয়, গতিসংজ্ঞক শব্দ ও প্রাদি অব্যয়ের নিত্য তৎপুরুষ সমাস হইবে। ক্রিয়াযোগে প্রাদির গতিসংজ্ঞা হয়, কিন্তু ক্রিয়াযোগের অভাবেও প্রাদির সমাস হইয়া থাকে বলিয়া সূত্রে গতি হইতে প্রাদির পৃথগ্‌গ্রহণ হইয়াছে। সেই জন্য ভট্টোজিও বলিয়াছেন—"প্রাদিগ্রহণমগত্যর্থম্"। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অক্রিয়াযুক্ত প্রাদির সহিত যে সমাস হয় তাহাকে প্রাদিতৎপুরুষ বলে। প্রাদিসমাস লইয়া কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'প্রাদয়ো গতাদ্যর্থে প্রথময়া।' যেমন, প্রগতঃ আচার্য্য প্রাচার্য্যঃ ('the late professor')। অস্বপদবিগ্রহ বলিয়া ইহারা নিত্যসমাস। আচার্য্যশব্দ ক্রিয়াপদ নহে, সুতরাং এস্থলে প্রাদির গতিত্ব হইতে পারে না। এইজন্য সূত্রকার প্রাদির পৃথগ্ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাদিতৎপুরুষের অন্যান্য উদাহরণ, যেমন—"অতিক্রান্তো মালামতিমালঃ, অবক্রুষ্টঃ কোকিলয়া অবকোকিলঃ" ইত্যাদি। কর্ম্মপ্রবচনীয়ের কিন্তু প্রাদি সমাস হয় না। সেইজন্য বার্ত্তিক হইয়াছে—"কর্ম্মপ্রবচনীয়ানাং প্রতিষেধঃ"।

"প্রাদয় উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (১।৪।৫৮-৫৯), "গতিশ্চ" (১।৪।৬০) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পাণিনি প্রাদির উপসর্গসংজ্ঞা ও গতিসংজ্ঞা বিধান করিয়াছেন। পাণিনীয়েরা "উপপদমতিঙ্" (২।২।১৯) এই সূত্র হইতে 'অতিঙ্'পদ অপকর্ষণ করিয়া "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (২।২।১৮) এই পূর্ব্বসূত্রস্থ গতির সহিত উহার যোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞা বিহিত হইলেও তিঙন্তের সহিত গতির সমাস হইবে না। সেইজন্য প্রকরোতি, উরীকরোতি, খাট্‌করোতি—ইত্যাদি

স্থলে পরপদ তিঙন্ত হওয়ায় ইহাদিগকে অসমস্ত পদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। গতিতৎপুরুষের উদাহরণ যেমন—উরীকৃত্য, শুক্লীকৃত্য, পটপটাকৃত্য। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"ঊর্য্যাদিচ্বিডাচশ্চ" (১।৪।৬১) অর্থাৎ ক্রিয়াযোগে ঊর্য্যাদিশব্দের এবং চ্বি বা ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের গতিসংজ্ঞা হয়। গতিসম্বন্ধে অন্যান্য বিধি আকরে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা উপপন্ন হয় যে, যেস্থলে গতিসংজ্ঞার বিধান নাই এবং যেস্থলে প্রাদি তিঙন্তের সহিত যুক্ত, তাহাদের কেবল উপসর্গসংজ্ঞা হইবে। যেমন—প্রভবতি, অপকর্ষতি ইত্যাদি। এখানে প্র এবং অপ উপসর্গ। উপসর্গের সহিত সমাসের বিধান নাই বলিয়া এ স্থলে সমাস হয় নাই—এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'প্রণমতি, পরিণমতি' ইত্যাদি স্থলে যে সমাস হয় নাই তাহা আমরা "উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য" (৮।৪।১৪) এই পাণিনীয় সূত্র হইতেই জানিতে পারি। উক্ত সূত্রের অর্থ এইরূপ—উপসর্গস্থ নিমিত্তের পর ণোপদেশ ধাতুর নকারস্থানে অসমাসেও ণকারাদেশ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রগতা নায়কা অস্মাদ্ দেশাৎ—এই বাক্য হইতে 'প্রনায়কো দেশঃ' (প্রাদিতৎ) এইরূপ পদ হইবে। কারণ এস্থলে প্রাদির উপসর্গত্ব নাই বলিয়া উক্ত সূত্রদ্বারা ণকারাদেশ হইল না।

ক্রিয়াযোগে গত্যুপসর্গসংজ্ঞার প্রয়োজন লইয়া কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"প্রয়োজনং ঘঞ্ ষত্বণত্বে" (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪২, কীল্‌হর্ণ্)। ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ঘঞ্। প্রবৃদ্ধো ভাবঃ প্রভাবঃ। '......অনুপসর্গে' (পা° ৩।৩।২৪) ইতি প্রতিষেধো মা ভূৎ। ষত্বম্। বিগতাঃ সেচকা অস্মাদ্ গ্রামাদ্বিসেচকো গ্রামঃ। 'উপসর্গাৎ......' (পা° ৮।৩।৬৫) ইতি ষত্বং মা ভূৎ। ণত্বম্। প্রগতা নায়কা অস্মাদ্ গ্রামাৎ প্রনায়কো গ্রামঃ। 'উপসর্গাৎ...—' (পা° ৮।৪।১৪) ইতি ণত্বং মা ভূৎ।" (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪২, কীল্‌হর্ণ্)। অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে—উপসর্গনিমিত্তক যে সকল বিধিনিষেধ অষ্টাধ্যায়ীতে উপনিবদ্ধ হইয়াছে, স্থলবিশেষে তাহাদের প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্যই সূত্রকার এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 'প্রভাব' শব্দের 'প্র' উপসর্গ নহে, কারণ উপসর্গের লক্ষণসম্বন্ধে সূত্রকার বলিয়াছেন—"উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (পা° ১।৪।৫৯)। 'ভাব'শব্দ ক্রিয়াবাচক পদ নহে বলিয়া 'প্র'শব্দের উপসর্গত্ব সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য এখানে

প্রাদি সমাস হইয়াছে। ণত্বষত্ব লইয়া ভাষ্যকার যে সকল উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মধারয় *। তৎপুরুষসমাসে সমস্যমান পদদ্বয় সমানাধিকরণ (Collocative) হইলে সেই তৎপুরুষসমাসকে কর্ম্মধারয় † বলে। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্ম্মধারয়ঃ" (১।২।৪২)। রামশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি রামেশ্বরঃ—এখানে রামত্ব ও ঈশ্বরত্ব একটীমাত্র আধারকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া কর্ম্মধারয় হইয়াছে। অধিক্রিয়েতে গুণকর্ম্মণী অস্মিন্নিত্যধিকরণং দ্রব্যম্ অর্থাৎ গুণ বা কর্ম্মের আশ্রয়ভূত পদার্থকে অধিকরণ বলে। সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একার্থতা। এ সম্বন্ধে ধারাধিপতি ভোজদেব প্রণীত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ‡ নামক ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ বৃত্তিকার নারায়ণ দণ্ডনাথ লিখিয়াছেন—"ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্য শব্দস্যৈকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্" (৩।২।৭৫ সূত্রীয় বৃত্তি)। সামানাধিকরণ্য লক্ষ্য করিয়া কাতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"পদে তুল্যাধিকরণে বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মধারয়ঃ" (২৬৩ সূত্র, সমাসপাদ)। সামানাধিকরণ্য প্রায়শঃ বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন পদের মধ্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া চন্দ্রদাস লিখিয়াছেন—

"বিশেষণং বিশেষ্যেণাঽপ্যেকার্থং যদি তদ্দ্বয়ম্।
স কর্ম্মধারয়স্তস্মিন্ প্রায়ঃ পূর্ব্বং বিশেষণম্॥" (চান্দ্রসূত্র)।

* "সমাসনিয়তলক্ষণশূন্যসংজ্ঞান্যসংখ্যাবাচকপূর্ব্বপদকান্যমধ্যবর্ত্তিবিভক্তিশূন্যতুল্যাধিকরণনামসমুদায়ত্বং কর্ম্মধারয়ত্বম্" (সমাসবাদ)।

† "আপাতদৃষ্টিতে 'কর্ম্মধারয়শব্দটীর কোন অর্থ নাই' বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহার বেশ অর্থের প্রতীতি হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে কর্ত্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে মন্প্রত্যয় হইত। কর্ত্তৃবাচ্যে মন্প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি পুংলিঙ্গ ও অন্তোদাত্ত হইত ও ভাববাচ্যে মন্প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ ও আদ্যুদাত্ত হইত। কৃধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে মন্প্রত্যয় করিয়া হইল—কর্ম্মন্ অর্থাৎ যে করে। ধারি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শ প্রত্যয় করিয়া হইল—ধারয় অর্থাৎ যে ধারণ করে। কর্ম্মা চাসৌ ধারয়শ্চ—এইভাবে কর্ম্মধারয় নিষ্পন্ন হইল, অর্থ—যে করে ও ধারণ করে। ইহা এই জাতীয় সমাসের সুন্দর উদাহরণ। ফলে শব্দটী সাধারণীকৃত হইয়া এই জাতীয় সমাসের পরিচায়করূপে পরিণত হইল।" (সুরভারতী—পৃঃ ১২৮, বৈশাখসংখ্যা ১৩৪৬)।

‡ Bhojadeva's work on Grammar (Trivandrum Sanskrit Series.)

'ইভপোটা'প্রভৃতি শব্দ লক্ষ্য করিয়া কারিকাতে 'প্রায়ঃ পূর্ব্বং বিশেষণম্' বলা হইয়াছে। 'ইভী চাসৌ পোটা * চেতি'—এইরূপ বাক্য করিলে "বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্" (পা০ ২।১।৫৭) এই সূত্রানুসারে 'পোটা' এই বিশেষণপদের পূর্ব্বনিপাত প্রাপ্তি থাকিলেও "পোটাযুবতিস্তোক-কতিপয়গৃষ্টি........." (পা০ ২।১।৬৫) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা উপসর্জ্জনভূত 'ইভী'—এই জাতিবাচকশব্দের পূর্ব্বনিপাত এবং "পুংবৎ কর্ম্মধারয়......" (পা০ ৬।৩।৪২) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'ইভী'শব্দের পুংবদ্ভাব বুঝিতে হইবে।

ভেদ্যভেদকভাবাপন্ন সমানাধিকরণ পদের সমাস সম্বন্ধে পাণিনি একটী বিশেষ সূত্র করিয়াছেন—"বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্" (২।১।৫৭)। সূত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—'সমানাধিকরণ বিশেষ্যপদের সহিত বিশেষণপদের সমাস হইবে'। বিশেষ্যবিশেষণের লক্ষণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"যদনেকপ্রকারং বস্তু সামান্যাকারেণ প্রবৃত্তং প্রকারান্তরেভ্যো ব্যাবৃত্ত্য কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি ব্যবস্থাপয়তি তদ্ভেদকং বিশেষণম্। যদ্ ব্যবস্থাপ্যতে তদ্ভেদ্যং বিশেষ্যম্।" নীলোৎপল ইত্যাদি স্থলে নীলশব্দ ভেদক এবং উৎপলশব্দ ভেদ্য, কারণ পীতরক্তাদি বিভিন্নবর্ণের উৎপল হইতে নীলশব্দই নীলত্ববিশিষ্ট উৎপলের পৃথগ্ জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। দৃষ্টিভেদে আবার উক্ত বাক্যে ভেদ্যভেদকসম্বন্ধের ব্যত্যাসও কল্পনা করা যায়। যেমন 'উৎপলাশ্রিত নীলত্ব' এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হইলে নীলাদির ন্যায় উৎপলাদিরও ভেদকত্ব অর্থাৎ ইতরব্যাবর্ত্তকত্ব উপপন্ন হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"কৃষ্ণতিলা ইতি। কৃষ্ণশব্দোঽয়ং তিলশব্দেনাভিসম্বধ্যমানো বিশেষণবচনঃ সংপদ্যতে। তথা তিলশব্দঃ কৃষ্ণশব্দেনাভিসংবধ্যমানো বিশেষণবচনঃ সম্পদ্যতে। তদুভয়ং বিশেষণং ভবত্যুভয়ং চ বিশেষ্যম্।......যদাস্য তিলাঃ প্রাধান্যেন বিবক্ষিতা ভবন্তি কৃষ্ণো বিশেষণত্বেন তদা তিলাঃ প্রধানং কৃষ্ণো বিশেষণম্।" (মহাভাষ্য —১ম খণ্ড ৩৯৯ পৃ, কীল্‌হর্ণ্)। নীলোৎপল ইত্যাদি স্থলে গুণবাচক নীলশব্দের আশ্রয়ভূত দ্রব্যবাচক উৎপল প্রধান বলিয়া উহাকে বিশেষ্য এবং উৎপলাশ্রিত নীলাদি অপ্রধান বলিয়া উহাকে বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন। ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে—"যত্র হ্যন্যতরদ্দ্রব্যমন্যতরো গুণস্তত্র যদ্দ্রব্যং তৎপ্রধানম্।"

* "পোটা স্ত্রীপুংসলক্ষণা"।

(মহাভাষ্য—প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৯৯, কীল্‌হর্ণ্)। উৎপল প্রধান ও নীল অপ্রধান বলিয়া নীলশব্দ প্রধানেরই লিঙ্গবচনাদি গ্রহণ করে। উক্তিও আছে—

"বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং বিভক্তিবচনে চ যে।
তানি সর্ব্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেষ্বপি॥"

কোনও কোন স্থলে দুইটী বিশেষণ পদের মধ্যেও কর্ম্মধারয় সমাস দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—কুব্জখঞ্জঃ, খঞ্জকুব্জঃ, বিস্পষ্টপটুঃ, পটুবিস্পষ্টঃ ইত্যাদি। এ সকল স্থলে উভয় বিশেষণের মধ্যে একটী বিশেষ্য ও অপরটী বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া সমাস করা হয়। "বিশেষণং……" (পা ২।১।৫৭) ইত্যাদি সূত্রে "বহুল"শব্দ * গৃহীত হইয়াছে, কারণ কর্ম্মধারয় সমাস কোথাও নিত্য কোথাও বিকল্প এবং স্থলবিশেষে কোথাও আবার অনিত্য (অর্থাৎ সমাসাভাব) হইয়া থাকে। অস্বপদ-বিগ্রহ বলিয়া নিত্য যেমন—কৃষ্ণসর্পঃ, লোহিতশালিঃ ইত্যাদি। বিকল্প যেমন—নীলোৎপলম্, নীলম্ উৎপলম্ ইত্যাদি। সমাসাভাব যেমন—অর্জ্জুনঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ, রামো জামদগ্ন্যঃ ইত্যাদি। সমাস না হওয়ার কারণ দেখাইবার জন্য কেহ কেহ বলেন—বিশেষণের যেস্থলে ইতরব্যাবর্ত্তকত্ব থাকে না সেস্থলে সমাস ইষ্ট নহে, যেমন—বৃক্ষঃ শিংশপা, শঙ্খঃ পাণ্ডরঃ, লোহিতঃ তক্ষকঃ ইত্যাদি। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"কথং তর্হীমৌ দ্বৌ প্রধানশব্দাবেকস্মিন্নর্থে যুগপদবরুধ্যেতে বৃক্ষঃ শিংশপেতি। নৈতয়োরাবশ্যকঃ সমাবেশঃ। ন হ্যবৃক্ষঃ শিংশপাস্তি।" (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড পৃঃ ৩৯৯, কীল্‌হর্ণ্)। কেহ কেহ বলেন—বৃক্ষাদিশব্দে বিশেষ বৃত্তির পরিত্যাগ হেতু যদি উহাদের ধাতুপ্রত্যয়গত সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে কিন্তু উক্ত আপত্তির আর কোনও অবকাশ থাকে না অর্থাৎ সে স্থলে সমাস হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের বিবৃতিপূর্ব্বক নৈয়াসিক জিনেন্দ্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন—"যত্র পূর্ব্বোত্তরপদে প্রত্যেকং বিশেষণবিশেষ্যভূতে ভবতস্তত্রৈব সমাসো ভবতীতি জ্ঞাপনার্থমুভয়োরুপাদানম্। যথা নীলোৎপলমিতি। অত্র নীলার্থো ভ্রমরাদিভ্যো ব্যাবর্ত্ত্যোৎপলার্থেনোৎপলে ব্যবস্থাপ্যতে। উৎপলার্থোঽপি রক্তোৎপলাদিভ্যো ব্যাবর্ত্ত্য নীলার্থেন নীলে ব্যবস্থাপ্যত ইত্যস্তি প্রত্যেকং বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ। স যত্র নাস্তি তত্র তু ন সমাসঃ। যথা বৃক্ষঃ শিংশপেতি। বৃক্ষো হি শিংশপাত্বং ব্যভি-

* বহুলশব্দের লক্ষণ-সম্বন্ধে অভিযুক্তেরা বলেন—

"ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্ বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চতুর্ব্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥"

চরতি। শিংশপা তু ন বৃক্ষত্বম্। অতস্তৎপ্রকারান্তরেভ্যঃ পলাশাদি-ভ্যস্তং ব্যবচ্ছিনত্তীতি শিংশপা তস্য বিশেষণং ভবতি, ন তু বিশেষ্যম্। বৃক্ষস্তু বিশেষ্যঃ। শিংশপার্থস্তু বৃক্ষত্বং ন ব্যভিচরতীতি ন তস্যাসৌ বিশেষণং ভবতি। অথ কিং ন ভবিতব্যমেব শিংশপাবৃক্ষ আম্রবৃক্ষ ইতি? বিশেষণ-সমাসেন ভবিতব্যং যদা শিংশপাদিশব্দানাং বিশেষে বৃত্তি র্নাবধার্য্যতে। তথা হি শিংশপাদিশব্দাঃ ফলস্য বৃক্ষস্য মূলস্য চ বাচকাঃ সামান্যশব্দা ইতি তদর্থানাং বৃক্ষত্ব-ব্যভিচারাদ্বিশেষ্যভাবো বৃক্ষশ্চ বিশেষণং ভবতি। যদা তু কুতশ্চিৎ প্রকরণাদর্থাদ্বা বৃক্ষাত্মর্থা এবাবসিতবৃত্তয়ো ভবন্তি তদা ন ভবিতব্যম্।" (২।১।৫৭ সূত্রীয় ন্যাস)। যদিও হরদত্তাদি বৈয়াকরণেরা এইরূপ মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন, তথাপি বহু শিষ্টপ্রয়োগে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার * দৃষ্ট হওয়ায় উহাকে অনিত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে শিষ্ট-প্রয়োগই একমাত্র শরণ। তাই ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রয়োগা-দেতদ্ গন্তব্যম্।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ" (৩।৩।১৯ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ভোজরাজ তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-নামক ব্যাকরণগ্রন্থে এই ভাষ্যোক্তিকে সূত্ররূপে সন্নিবেশ করিয়াছেন। (সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণম্,—১।৩।১৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

বিধেয়বিশেষণের কর্ম্মধারয়সমাস হয় না, যেমন—রামং দশরথং বিদ্ধি ইত্যাদি। সেইজন্য প্রয়োগরত্নমালায় সূত্রিত হইয়াছে—"ন বিধেয়ৈঃ" (সমাসবিন্যাস ৫)।

প্রকারভেদে কর্ম্মধারয় ছয়ভাগে বিভক্ত যেমন—(১) সাধারণ কর্ম্মধারয়, (২) রূপক-কর্ম্মধারয়, (৩) উপমান-কর্ম্মধারয়, (৪) উপমিত-কর্ম্মধারয়, (৫) মধ্যপদলোপী বা শাকপার্থিবাদি কর্ম্মধারয়, (৬) ময়ূরব্যংসকাদি কর্ম্মধারয়। সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(১) সাধারণকর্ম্মধারয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিশিষ্ট পদের সাধারণতঃ কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া থাকে। তাদাত্ম্য অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য। ইহার লক্ষণসম্বন্ধে জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন—

---

* "কৈলাসাদ্রিঃ, মন্দরাদ্রিঃ, তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণশাস্ত্রম্, ভোজরাজঃ ইত্যাদি।"

ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেঽন্যার্থবোধকম্।
তাদাত্ম্যেন ভবেদেষ সমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ ॥” (শব্দশক্তি)।

ইহার উদাহরণ যেমন—নীলমুৎপলং নীলোৎপলম্ ইত্যাদি।

(২) রূপক-কর্ম্মধারয়। সমস্যমান সমানাধিকরণ পদদ্বয়কে অভেদরূপে কল্পনা করিলে রূপক-কর্ম্মধারয় হইয়া থাকে। এইরূপ সমাসের ব্যাসবাক্যে উভয় পদের মধ্যে 'এব'শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যেমন—বিদ্যা এব ধনম্ বিদ্যাধনম্ (অর্থাৎ বিদ্যাই ধন)।

(৩) উপমান-কর্ম্মধারয়। সাধারণধর্ম্মবাচক পদের সহিত উপমানের যে সমাস হয় তাহাকে উপমান-কর্ম্মধারয় বলে। যথা—শস্ত্রীব শ্যামা শস্ত্রীশ্যামা দেবদত্তা, ঘন ইব শ্যামঃ ঘনশ্যামঃ ইত্যাদি। এ বিষয়ে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—“উপমানানি সামান্যবচনৈঃ” (২।১।৫৫)। সূত্রে প্রথমান্ত বলিয়া উপসর্জ্জনভূত উপমানবাচকপদের পূর্ব্বনিপাত হইবে। এইরূপে “মৃগীব চপলা মৃগচপলা” * ইত্যাদি স্থলে মৃগী প্রভৃতি উপমান পদের পূর্ব্বনিপাত হইয়া থাকে।

(৪) উপমিত-কর্ম্মধারয়। এ সম্বন্ধে পাণিনি লিখিয়াছেন—“উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে” (২।১।৫৬)। অর্থাৎ সাধারণধর্ম্মবোধক পদের প্রয়োগ না থাকিলে ব্যাঘ্রাদি উপমানপদের সহিত উপমেয়ের সমাস হইয়া থাকে। উপমিত অর্থাৎ উপমেয়ের পূর্ব্বনিপাত বিধান করিবার জন্য সূত্রকার এই সূত্রটী রচনা করিয়াছেন। পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব পুরুষব্যাঘ্রঃ ইত্যাদি। ব্যাঘ্রাদি আকৃতিগণ †। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

“স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ।
সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ ॥” (অমর)।

ইহার অর্থ এইরূপ—ব্যাঘ্রাদি শব্দ উত্তরপদ হইলে শ্রেষ্ঠার্থ-বাচক হইয়া থাকে

---

* 'চপলা'শব্দ প্রিয়াদিগণে পঠিত হইলেও “পুংবৎকর্ম্মধারয়জাতীয়দেশীয়েষু” (পা০ ৬।৩।৪২) এই সূত্রানুসারে 'মৃগী'শব্দের পুংবদ্ভাব হইতে কোন বাধা নাই।

† ব্যাঘ্রপুঙ্গবশার্দ্দূলসিংহকণ্ঠীরবর্ষভাঃ।
বরাহমহিষাকর্ষপদ্মকুঞ্জরহস্তিনঃ ॥
কমলং পল্লবং নাগঃ কেশরী বৃষভো হরিঃ।
বৃষশ্চন্দ্রঃ কিশলয়ং কড়ারোঽন্তে প্রয়োগতঃ ॥ (রামতর্কবাগীশধৃত কারিকা)।

এবং তখন ইহাদের কেবল পুংলিঙ্গেই প্রয়োগ হয়। কারিকাতে আদিশব্দের দ্বারা ইন্দু, চন্দ্র, বৃন্দারক ইত্যাদি শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে।

সামান্য অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মের প্রয়োগে সমাস হয় না, যেমন—পুরুষো ব্যাঘ্র ইব শূরঃ। সূত্রকার যদিও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন তথাপি মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়টাচার্য্য উক্ত নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"ভাষ্যাব্ধিঃ ক্বাতিগম্ভীরঃ"। সামান্যের প্রয়োগহেতু এস্থলে সমাস ইষ্ট নহে। সেইজন্য কেহ কেহ উক্ত প্রয়োগকে অপাণিনীয় বলিয়াছেন। কিন্তু প্রৌঢ়মনোরমাদি গ্রন্থে ইহার সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। তথায় ভট্টোজি বলিয়াছেন—"ইহ গাম্ভীর্য্যেণ সাদৃশ্যং ন বিবক্ষিতং, কিন্তু বিততত্বরবগাহত্বাদিনা। তস্য হি বিততত্বাদে-রপ্রয়োগোঽস্ত্যেবেতি নির্ব্বাধঃ সমাসঃ।" কেহ কেহ কৈয়টের ঐ প্রয়োগকে ময়ূরব্যংসকাদির অন্তর্গত বলিয়া থাকেন। কিন্তু 'ভাষ্যমেবাব্ধিঃ'—এই প্রকার রূপককর্ম্মধারয়কে উক্ত সমস্যার আরও সরল সমাধান বলিয়া মনে হয়। সামান্যের প্রয়োগ থাকিলেও বৃন্দারকাদিশব্দের সহিত উপমিত সমাস হয়। তাই পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"বৃন্দারকনাগকুঞ্জরৈঃ পূজ্যমানম্" (২।১।৬২)। ইহার উদাহরণ যেমন—গোকুঞ্জরঃ স্থূলঃ।

(৫) মধ্যপদলোপী বা শাকপার্থিবাদি কর্ম্মধারয়। এ সম্বন্ধে পাণিনি কোনও সূত্র করেন নাই। সেইজন্য কাত্যায়নকে বার্ত্তিক করিতে হইয়াছে—"সমানাধিকরণাধিকারে শাকপার্থিবাদীনামুপসংখ্যানমুত্তরপদলোপশ্চ" * (মহা-ভাষ্য—১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬ কীল্‌হর্ণ্)। ইহার উদাহরণ যেমন—শাকভোজী পার্থিবঃ শাকপার্থিবঃ †, যষ্টিপ্রধানো মৌদ্গল্যো যষ্টিমৌদ্গল্যঃ ইত্যাদি। নাগেশের মতে এ সকল স্থলে লোপের বিধান নিত্য বলিয়া 'শাকভোজি-ব্রাহ্মণঃ' এইরূপ মধ্যপদযুক্ত সমস্তপদের প্রয়োগ হইবে না।

(৬) ময়ূরব্যংসকাদি কর্ম্মধারয়। এ সকল সমাস নিপাতনে সিদ্ধ হয়, কারণ ইহাদের কোনও লক্ষণ বিহিত হয় নাই। সেইজন্য পাণিনিও সূত্র করিয়াছেন—"ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ" (২।১।৭২)। ময়ূরশ্চাসৌ ব্যংসকশ্চেতি

---

* সিদ্ধান্তকৌমুদীতে কিন্তু এই বার্ত্তিকের ভিন্নরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। তথায় পঠিত হইয়াছে—"শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয় উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্"।

† মনে হয়, শাকঃ (শক্তিঃ) তৎপ্রধানঃ পার্থিবঃ শাকপার্থিবঃ—এরূপ বলিলেও অসঙ্গত হয় না। বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ বলেন শকবংশীয় রাজা শাকপার্থিব।

ময়ূরব্যংসকঃ। 'ময়ূরব্যংসক'শব্দসম্বন্ধে চান্দ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ বলেন—"ময়ূর ইব ব্যংসকঃ ময়ূরব্যংসকঃ ময়ূরস্যেব বিগতাবংসাবস্যেতি বা বিগ্রহঃ" (চ ২৬৩)। গণরত্নমহোদধিতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"বিগতা অংসা যস্য ব্যংসকঃ। রমণীয়াকারদেহনেপথ্যোপেতত্বাদ্ ময়ূরবম্ময়ূরঃ পুমান্। স চাসৌ ব্যংসকশ্চ। বাহুসাধ্যব্যাপারপুরুষকারবিকলঃ কশ্চিদেবং প্রতিক্ষিপ্যতে। যদ্বা ব্যংসয়তি চ্ছলয়তীতি ব্যংসকঃ। স চাসৌ স চ। যো লুব্ধকানাং ময়ূরো গৃহীতশিক্ষোঽন্যান্ময়ূরাংশ্ছলয়তি বঞ্চয়তি স বিপ্রলম্ভক উচ্যতে।" উভয়পদপ্রধান এবং অন্যপদার্থপ্রধান কতকগুলি পদও এই জাতীয় সমাসের মধ্যে বিধিবলে গৃহীত হয়, যথা—উদক্ চাবাক্ চ উচ্চাবচম্। নাস্তি কিঞ্চন যস্য সঃ অকিঞ্চনঃ ইত্যাদি। অশ্নীতপিবতা, চিন্মাত্রম্, অকুতোভয়ম্, এহিপচম্, জহিজোড়ঃ ইত্যাদি শব্দও ময়ূরব্যংসকাদির মধ্যে পরিগণিত।

বাররুচসংগ্রহে ছয় প্রকার কর্ম্মধারয় উল্লিখিত হইয়াছে—(১) সামান্য, (২) বিশেষ, (৩) কুৎসিতপূর্ব্বপদ, (৪) উপমানপূর্ব্বপদ, (৫) উপমিত-পূর্ব্বপদ, (৬) বর্ণোভয়পদ। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন—নীলোৎপলম্, স্নাতানুলিপ্তঃ, বৈয়াকরণখসূচিঃ, কুমুদশ্যেনী, পুরুষসিংহঃ, কৃষ্ণশবলঃ ইত্যাদি।

বহুব্রীহির দ্বারা অর্থ সিদ্ধ হইলে কর্ম্মধারয়সমাসের উত্তর আর মত্বর্থীয় কোনও প্রত্যয় হয় না *। সেইজন্য সরস্বতীকণ্ঠাভরণনামক ব্যাকরণগ্রন্থে ভোজদেব সূত্র করিয়াছেন—"মত্বর্থীয়ার্থকর্ম্মধারয়াদ্ বহুব্রীহিঃ" (৩।৩।৫৪)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—'বহবো ব্রাহ্মণা অস্মিন্ দেশে সন্তি' এই প্রকার অর্থে সমস্ত পদ হইবে "বহুব্রাহ্মণকো দেশঃ", কিন্তু "বহুব্রাহ্মণবান্ দেশঃ" এরূপ পদ হইবে না।

দ্বিগু †। যে তৎপুরুষসমাসে সমস্যমান সমানাধিকরণ পদের মধ্যে পূর্ব্ব-পদ সংখ্যাবাচক হয়, তাহাকে দ্বিগুসমাস বলে। এই জাতীয় সমাসের নাম কেন দ্বিগু হইল, তাহা দ্বিগুশব্দের অর্থ হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। দ্বিগু অর্থাৎ দুইটী গোরুর দ্বারা ক্রীত। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে আছে বলিয়া এই জাতীয় সমাসের সাধারণ নাম হইল দ্বিগু। ইহা একটী পূর্ব্বাচার্য্যসংজ্ঞা।

* "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহেশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ"।

† 'সমাসাধীনলক্ষণাশূন্যমধ্যবর্ত্তিবিভক্তিশূন্যাসংজ্ঞাস্থসংখ্যাবাচকপূর্ব্বপদকতুল্যাধিকরণনাম-সমুদায়ত্বং দ্বিগুত্বম্' (সমাসবাদ)।

দ্বিগুসমাস কর্ম্মধারয়ের অন্তর্গত। সেইজন্য দীক্ষিত লিখিয়াছেন—"তৎপুরুষ-বিশেষঃ কর্ম্মধারয়স্তদ্বিশেষো দ্বিগুঃ" (সি° কৌ°)। শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকারও এবিষয়ে ভিন্নমত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এবং দ্বিগোঃ কর্ম্মধারয়ান্তর্গতত্বে-ঽপি ন ক্ষতিরিতি তু বিভাবনীয়ম্"। দ্বিগুর লক্ষণ ও বিভাগ * লইয়া শব্দশক্তি-প্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

"সংখ্যাশব্দযুতং নাম তদলক্ষ্যার্থবোধকম্।
অভেদেনৈব যৎ স্বার্থে স দ্বিগুস্ত্রিবিধো মতঃ॥"

দ্বিগু তিন প্রকার—তদ্ধিতার্থ, সমাহার এবং উত্তরপদ। কাতন্ত্রের "সংখ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুরিতি জ্ঞেয়ঃ" (সমাস-২৬৪) এই সূত্রের বৃত্তিভাগে দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারেষু সংজ্ঞেয়ম্', কারণ অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ" (২।১।৫১)। তদ্ধিতার্থে —ষণ্ণাং মাতৄণামপত্যং ষাণ্মাতুরঃ †, দ্বাভ্যাং গোভ্যাং ক্রীতঃ দ্বিগুঃ; সমাহারে —পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ পঞ্চগবম্ ("দ্বিগুরেকবচনম্"—পা° ২।৪।১); উত্তরপদপরে—পঞ্চ গাবো ধনং যস্য পঞ্চগবধনঃ। উত্তরপদ পরে থাকিলে পূর্ব্ব এবং মধ্য পদের নিত্য তৎপুরুষসমাস হইবে। সেইজন্য বার্ত্তিক হইয়াছে —"দ্বন্দ্ব-তৎপুরুষয়োরুত্তরপদে নিত্যসমাসবচনম্"। নচেৎ মহাবিভাষাহেতু উক্ত ত্রিপদবহুব্রীহির অন্তর্গত অবান্তর তৎপুরুষাভাবপক্ষে গোশব্দের উত্তর "গোর-তদ্ধিতলুকি" (৫।৫।৯২) এই সূত্রবিহিত টচ্‌প্রত্যয় না হওয়ায় 'পঞ্চগোধনঃ' এইরূপ অনিষ্টপদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িত।

কেহ কেহ একবদ্ এবং অনেকবদ্ভেদে দ্বিগুসমাসকে দ্বিবিধ বলেন। একবদ্ভাবে যথা—"পঞ্চ পূলাঃ সমাহৃতাঃ পঞ্চপূলী" ("অকারান্তোত্তরপদো দ্বিগুঃ স্ত্রিয়ামিষ্টঃ"—বার্ত্তিক)। অনেকবদ্ভাবে যথা—পঞ্চকপালঃ, পঞ্চকপালৌ, পঞ্চকপালাঃ ইত্যাদি। দ্বিগুসমাসসম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিধি আকরে দ্রষ্টব্য।

---

* "তদ্ধিতার্থে সমাহারে স্যাদুত্তরপদে পরে।
স সমাসো দ্বিগুর্যত্র সংখ্যা সংখ্যেয়বাচিভিঃ॥" (চান্দ্রসূত্র)।

† "মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ" (পা° ৪।১।১১৫) ইত্যুৎ। "উরণ্‌রপরঃ" (পা° ১।৫।১) ইতি তস্য রপরত্বম্।

সমাসের পর এখন আমরা সাধারণভাবে সুবাদি বিভক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' (পা০ ১।৪।১৪)—এই সূত্রস্থিত 'পদ'শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নাম বা প্রাতিপদিকের প্রকৃতি পূর্ব্বে আলোচিত হইলেও উহার প্রত্যয়সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 'সু'প্রভৃতি বিভক্তি প্রত্যয়-বিশেষ। বিভক্তির অর্থসম্বন্ধে কৌমার সম্প্রদায় বলেন—"অর্থস্য বিভঞ্জনাদ্ বিভক্তিঃ"। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় এ বিষয়ে জগদীশ লিখিয়াছেন—

"প্রকৃত্যর্থস্য যঃ স্বার্থে বিধেয়ত্বেন বোধনে।
সমর্থঃ সোঽথবা শব্দো বিভক্তিত্বেন গীয়তে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যে শব্দ স্বকীয় অর্থে প্রকৃতির অর্থবিধেয়ক শাব্দবোধে সমর্থ হয় তাহাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি সাত প্রকার—প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি। এই সকল বিভক্তি বহুবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমার অর্থ পঞ্চবিধ—প্রাতিপদিকার্থ, লিঙ্গ, পরিমাণ, বচন এবং সম্বোধন। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা" (২।৩।৪৬)। প্রাতিপদিকের অর্থ এই স্তবকের প্রারম্ভে আলোচিত হইয়াছে। সেইজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্ম, অনীপ্সিত, অন্তরা ও বহির্যোগ-ভেদে দ্বিতীয়ার অর্থ চতুর্ব্বিধ। কর্তৃ-করণ-হেতু-অপ্রধান-সহার্থ-সম্বন্ধাবয়ব-ভেদে তৃতীয়ার অর্থ সপ্তবিধ বলা যাইতে পারে। চতুর্থীর অর্থ দ্বিবিধ—সম্প্রদান ও তাদর্থ্য *। পঞ্চমীর অর্থও দুইপ্রকার—অপাদান ও হেতু। স্বস্বামি-কার্য্যকারণ-জাতিব্যক্তি-গুণগুণি-সামান্যবিশেষ-গম্যগমকাদি সম্বন্ধভেদে ষষ্ঠীর

---

* তস্মৈ কার্য্যায়েদং তদর্থং তস্য ভাবস্তাদর্থ্যম্ (ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্)। তাদর্থ্যে চতুর্থী বিভক্তি হয়। সেইজন্য কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"চতুর্থীবিধানে তাদর্থ্য উপসংখ্যানম্" (২।৩।১৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ইহার উদাহরণ যেমন—যূপায় দারু, কুণ্ডলায় হিরণ্যম্ ইত্যাদি। অধিকাংশ বৈয়াকরণ তদর্থবাচী শব্দের চতুর্থীসমাসেই কেবল প্রকৃতিবিকৃতিভাবের বিধান করিয়াছেন। অতএব "অশ্বায় ঘাসঃ", "মুক্তয়ে হরিং ভজতি" ইত্যাদি স্থলেও তাদর্থ্যে চতুর্থী বিভক্তি হইতে পারে।

বহু প্রকার অর্থ হইতে পারে*। সপ্তমীর অর্থ চারি প্রকার—অধিকরণ, ভাব, হেতু † এবং নির্দ্ধার। সুবাদি সপ্তবিভক্তির এই সকল বিশেষ বিশেষ অর্থ পূর্ব্বাচার্য্যগণকর্ত্তৃক যথাযথ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে অন্যান্য বিবরণ

---

* ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় ভরতমল্লিক কারকোল্লাসে বিভিন্নপ্রকার সম্বন্ধের সোদাহরণ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বিশিষ্টবুদ্ধিহেতুঃ স্যাদুপশ্লেষো য উচ্যতে।
স সম্বন্ধঃ স চানেকবিধঃ স্বস্বামিকাদিকঃ॥
নৃপস্য ধনমিত্যাদৌ স্বস্বামিক উদাহৃতঃ।
হরে র্বদনমিত্যত্রাবয়বাবয়বী মতঃ॥
অধ্যাপকস্য ব্যাখ্যানমিত্যত্র বাচ্যবাচকঃ।
গঙ্গায়া জলমিত্যাদাবাধারাধেয়সংজ্ঞকঃ॥
পিতুস্তনয় ইত্যাদৌ যোনিসম্বন্ধ উচ্যতে।
ভট্টস্য শিষ্য ইত্যাদৌ বিদ্যাসম্বন্ধ ঈরিতঃ॥
অশ্বস্য ঘাস ইত্যাদৌ ভক্ষ্যভক্ষক উচ্যতে।
বস্ত্রস্য তন্তুরিত্যাদৌ কার্য্যকারণমুচ্যতে॥
এবমন্যেঽপি সম্বন্ধা ইষ্টা ব্যাহৃতিকোবিদৈঃ।
সংযোগঃ সমবায়শ্চ সম্বন্ধো দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ॥
যথা রাজ্ঞো ধনং গন্ধঃ পুষ্পাণামিতি কেচন।
ভেদ্যভেদকয়োঃ শ্লেষঃ সম্বন্ধঃ স চতুর্ব্বিধঃ॥
স্বস্বামী জন্যজনকোঽবয়বাবয়বী তথা।
স্থান্যাদেশ ইতি প্রোক্তঃ সম্বন্ধশ্চোপচারতঃ।
বিপ্রস্য কম্বলঃ পুত্রো মমেত্যাদীতি কেচন॥
কর্ম্মাদিবিষয়েঽপি স্যাৎ কর্ম্মাদাববিবক্ষিতে।
সম্বন্ধস্য বিবক্ষায়াং ষষ্ঠীত্যাহু র্মনীষিণঃ।
উদাহৃতং হি মাষাণামশ্নীয়াদিতি কোবিদৈঃ॥"

† হেত্বর্থে সপ্তমী বিভক্তিও হইয়া থাকে। সেইজন্য বার্ত্তিক হইয়াছে—"নিমিত্তাৎ কর্ম্মযোগে" (২।৩।৩৬ সূত্রীয় মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখানে নিমিত্তের অর্থ ফল। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রবর্ত্তক বলিয়া ফলেরও হেতুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। সেইজন্য সংক্ষিপ্তসারে স্পষ্টতঃ সূত্রিত হইয়াছে—"ক্রিয়াহেতোঃ কর্ম্মযুক্তাৎ"। কর্ম্মের সহিত যে যোগ উক্ত হইয়াছে তাহা এখানে

আকরে দ্রষ্টব্য। উক্ত সপ্তবিভক্তি একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন ভেদে প্রত্যেকটী আবার ত্রিবিধ হইতে পারে। এইরূপে একবিংশতিসংখ্যক * সুবাদি বিভক্তি

দ্বিবিধ হইতে পারে—সমবায় এবং সংযোগ। উক্ত দুই প্রকার যোগের উদাহরণ দেখাইবার জন্য ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

"চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।
কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্ক(ষ্য)লকো হতঃ॥" (২।৩।৩৬ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

"পুষ্কলকো হতঃ" অর্থাৎ "শঙ্কু র্নিখাতঃ"। এইরূপ অর্থ করিলে ইহা সংযোগসম্বন্ধের উদাহরণ হইতে পারে। সমবায়পক্ষে—সীম্নি বৃষণে। পুষ্কলকো গন্ধমৃগঃ।

নিমিত্তার্থে সপ্তমী তৃতীয়ার বাধক। সেইজন্য গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দ্বীপ্যাদিবধায় চর্ম্মাদয়ো হেতব স্তে চ দ্বীপ্যাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ সংযুক্তাঃ। হেতৌ তৃতীয়ায়াং প্রাপ্তায়াং সপ্তমী-বিধানম্।" (সংক্ষিপ্তসার—কারকপাদ, ২০৩ সূত্রীয় টীকা দ্রষ্টব্য)। ভাগুরিমুনি কিন্তু ইহাকে চতুর্থীর বাধক বলিয়াছেন। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরির দীপিকায় উক্ত হইয়াছে—

"হন্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তুমর্থে তু সপ্তমীম্।
চতুর্থীবাধিকামাহু শ্চূর্ণি-ভাগুরি-বাগ্‌ভটাঃ॥"

উক্ত মতানুসারে 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি' ইহার অর্থ হইবে—'চর্ম্ম প্রাপ্তুং দ্বীপিনং হন্তি'। "বিত্তায় বিপ্রং হন্তি"—ইত্যাদি স্থলে কিন্তু সপ্তমী হইবে না। কারণ বিত্তশব্দ বিপ্রাদি কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইলেও ঐ সংযোগ উপষ্টম্ভরূপে গৃহীত হয় না। কারণ দন্তকেশত্বগাদির সহিতই প্রাণীর উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগ হইয়া থাকে। বৈয়াকরণদের এইরূপ নিয়মসত্ত্বেও শিষ্টপ্রয়োগে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, যেমন—

"মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়
সিংহং নিহন্তি ভুজবিক্রমসূচনায়।
কা নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর
শাখামৃগে জয়তি যত্তব বাণমোক্ষঃ॥"

এ বিষয়ে ভাগুরি সম্প্রদায় হয় ত তর্কের খাতিরে বলিবেন যে, মুক্তাফল উপষ্টম্ভ হইলেও এখানে "প্রাপ্তুম্"—এইরূপ অর্থ বিদ্যমান নাই; কিন্তু "আহর্ত্তুম্" এইরূপ অর্থ এস্থলে বুঝিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে চতুর্থীর প্রয়োগ নির্বাধ হইতে পারে।

* "স্বৌজসমৌট্ছষ্টাভ্যাম্ভিস্-ঙেভ্যাম্ভ্যস্-ঙসিভ্যাম্ভ্যস্ঙসোসাম্ঙ্যোস্সুপ্" (পা০ ৪।১।২)।

নিষ্পন্ন হয়। উক্ত বিভক্তির রূপ লিঙ্গভেদে পরিবর্ত্তিত হয় না। গারুড়-পুরাণে সুবন্তপ্রত্যয়সম্বন্ধে স্মৃত হইয়াছে—

"স্বৌজসঃ প্রথমা প্রোক্তা সা প্রাতিপদিকাত্মকে॥
সম্বোধনে * চ লিঙ্গাদাবুক্তে কর্ম্মণি কর্ত্তরি †।
অর্থবৎ প্রাতিপদিকং ধাতুপ্রত্যয়বর্জ্জিতম্॥
অমৌশসো দ্বিতীয়া স্যাৎ তৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে চ যৎ।
দ্বিতীয়া কর্ম্মণি প্রোক্তান্তরান্তরেণ সংযুতে॥
টাভ্যাংভিসস্তৃতীয়া স্যাৎ করণে কর্ত্তরীরিতা।
করণং ক্রিয়তে যেন কর্ত্তা যশ্চ করোতি সঃ॥
ঙেভ্যাংভ্যসশ্চতুর্থী স্যাৎ সম্প্রদানে চ কারকে।
যস্মৈ দিৎসা ধারয়তে রোচতে সম্প্রদানকম্॥
পঞ্চমী স্যান্ ঙসিভ্যাংভ্যো হ্যপাদানে চ কারকে।
যতোঽপৈতি সমাদত্তে অপাদত্তে ভয়ং যতঃ॥
ঙসোসামশ্চ ষষ্ঠী স্যাৎ স্বস্বামিসম্বন্ধমুখ্যকে।
ঙ্যোঃ সুপশ্চ সপ্তমী স্যাৎ সা চাধিকরণে ভবেৎ॥
সামীপ্যকো বৈষয়িক আভিব্যাপক ‡ এব চ।
ঔপশ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ §

---

* সম্বোধনং সম্বুদ্ধিঃ। রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—'চেতনাচেতনয়োঃ স্থিতয়োরাভি-মুখ্যেঽভিধানম্'। অচেতনস্থলে উপচার বা লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—অভিমুখীকরণং সম্বোধনম্। বোধনায় সম্মুখীভাব ইতি ব্যুৎপত্তেঃ।' ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন—

"সিদ্ধস্যাভিমুখীভাবমাত্রং সম্বোধনং বিদুঃ।
প্রাপ্তাভিমুখ্যো হ্যর্থাঽত্মা ক্রিয়ায়াং বিনিযুজ্যতে॥
সম্বোধনং ন বাক্যার্থ ইতি বৃদ্ধেভ্য আগমঃ।" (বাক্য প৹—২৯৪ পৃ৹)

এ বিষয়ে নানা সম্প্রদায়ের মতামত গদাধর ভট্টাচার্য্যের ব্যুৎপত্তিবাদে আলোচিত হইয়াছে।

† কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ষট্কারকের লক্ষণ পরে আলোচিত হইবে।

‡ 'অভিব্যাপকে ভবমাভিব্যাপকম্' (সংক্ষিপ্তসারের কারকপাদীয় ৩৬ সূত্রের রসবতী বৃত্তি)।

§ পাণিনিসম্প্রদায়ে আধারের ত্রৈবিধ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঔপশ্লেষিক বৈষয়িক এবং অভিব্যাপক। (২।৩।৩৬ সি৹ কৌ৹)। উক্তিও আছে—

আধারশ্চাধিকরণে রক্ষার্থানাং প্রয়োগতঃ।
ঈপ্সিতং চানীপ্সিতং যৎ তদপাদানকং স্মৃতম্॥
পঞ্চমী পর্য্যপাঙ্‌যোগ ইতরর্ত্তেঽন্যদিঙ্‌মুখে।
এনযোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ কর্ম্মপ্রবচনীয়কৈঃ॥*

"ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকশ্চাভিব্যাপক এব চ।
আধার স্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কটাকাশতিলাদিষু॥"

ঔপশ্লেষিক ত্রিবিধ—একদেশবৃত্তি, অভিব্যাপ্যবৃত্তি এবং ব্যঙ্গ্যবৃত্তি। কিন্তু সারস্বতমতে আধার ছয় প্রকার। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় 'আধারে সপ্তমী' সূত্রের বৃত্তিভাগে উক্ত হইয়াছে—"ঔপশ্লেষিকঃ সামীপিকোঽভিব্যাপকো বৈষয়িকো নৈমিত্তিক ঔপচারিকশ্চেতি ষোঢ়া সঃ।

কটে শেতে কুমারোঽসৌ বটে গাবঃ সুশেরতে।
তিলেষু বিদ্যতে তৈলং হৃদি ব্রহ্মামৃতং পরম্॥
যুদ্ধে সংনহ্যতে ধীরোঽঙ্গুল্যগ্রে করিণাং শতম্॥" (২৪৮ পৃ০)।

ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—"কেচিত্তু ত্রৈবিধ্যং মন্যন্তে আধারস্য। আধারত্রিতয়পক্ষে সামীপিকনৈমিত্তিকৌপচারিকানামৌপশ্লেষিকেঽন্তর্গতিঃ। তদুক্তম্—

কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥
আধার স্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কটাকাশতিলেষু চ।
নিমিত্তাদিপ্রভেদাচ্চ ষড়্‌বিধঃ কৈশ্চিদিষ্যতে॥

অত্র 'কৈশ্চিদিষ্যতে' ইতি বচনাৎ ষড়্‌বিধপক্ষস্যাপি নাপ্রামাণ্যম্।" আধারসম্বন্ধে কৌমারগণের মধ্যে বাররুচসম্প্রদায় কল্পনাগৌরবের পক্ষপাতী, কারণ গরুড়পুরাণের 'সামীপ্যক'শব্দে লক্ষণাহেতু আধারের কল্পনাগৌরবই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু দৌর্গসম্প্রদায় পাণিনীয়দের ন্যায় আধারের ত্রিবিধত্ব সমর্থন করেন বলিয়াই উপপন্ন হইয়া থাকে।

*কর্ম্মপ্রবচনীয় লইয়া বাক্যপদীয়ে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ॥" (২।২০৬)।

'কর্ম্মপ্রবচনীয়'শব্দের যোগার্থ—কর্ম্ম (অর্থাৎ) ক্রিয়াং প্রোক্তবন্তো যে তে কর্ম্মপ্রবচনীয়াঃ। অতীত কালে কর্ত্তৃবাচ্যে 'অনীয়র্‌'প্রত্যয় হইয়াছে। কর্ম্মপ্রবচনীয়ের উদাহরণ যেমন—"জপমনু প্রাবর্ষৎ"। এখানে 'অনু'দ্বারা ক্রিয়াবিশেষ দ্যোতিত হয় নাই। কারণ উপসর্গই ক্রিয়ার দ্যোতক হয়। যেমন—অনুভূয়তে সুখম্। কর্ম্মপ্রবচনীয় উপসর্গ নহে। উক্ত 'অনু'শব্দ কোনও সম্বন্ধবিশেষের বাচক নহে। কারণ সম্বন্ধ ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারাই প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয়াবিভক্তির দ্বারা নহে। উক্ত 'অনু'র দ্বারা আবার ক্রিয়াপদের আক্ষেপও সম্ভবপর নহে। যেমন 'প্রাদেশ

বীপ্সেত্থম্ভাবচিহ্নেঽভির্ভাগে চৈব পরিপ্রতী।
অনুরেষু সহার্থে চ হীনেঽনূপশ্চ কথ্যতে।
দ্বিতীয়া চ চতুর্থী স্যাচ্চেষ্টায়াং গতিকর্ম্মণি।
অপ্রাণে হি বিভক্তী দ্বে মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে॥
নমঃ-স্বস্তি-স্বধা-স্বাহাঽলং-বষড্-যোগ ঈরিতা।
চতুর্থী চৈব তাদর্থ্যে তুমর্থাদ্ ভাববাচিনঃ॥
তৃতীয়া সহযোগে স্যাৎ কুৎসিতেঽঙ্গে বিশেষণে।
কালে ভাবে সপ্তমী স্যাদেতৈ র্যোগেঽপি ষষ্ঠ্যপি॥
স্বামীশ্বরাধিপতিভিঃ সাক্ষাদ্ দায়াদসূতকৈঃ।
নির্ধারণে দ্বে বিভক্তী ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগকে॥

বিপরিলিখতি' অর্থাৎ বিমায় পরিলিখতি—এস্থলে 'বি'শব্দের দ্বারা মানক্রিয়া আক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া 'প্রাদেশম্'পদে কারকবিভক্তিরই প্রাপ্তি রহিয়াছে, কর্ম্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়ার নহে। সেইরূপে 'জপমনু...'ইত্যাদি বাক্যের 'জপমনুনিশম্য প্রাবর্ষৎ'—এইপ্রকার অর্থ করিলে কর্ম্মে দ্বিতীয়ার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িবে, কর্ম্মপ্রবচনীয়ের নহে। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"যেন ক্রিয়াপদাক্ষেপঃ স কারক-বিভক্তিভিঃ।
যুজ্যতে বির্যথা তস্য লিখাবনুপসর্গতা॥" (বাক্যপদীয় ২।২০২)।

অতএব এখানে বলিতে হইবে—'জপমনুপ্রাবর্ষৎ' এই বাক্যে 'জপসম্বন্ধি বর্ষণম্' এইপ্রকার লক্ষ্য-লক্ষণভাবরূপ সম্বন্ধবিশেষ 'অনু'র দ্বারা দ্যোতিত হইতেছে। ইহাই কর্ম্মপ্রচনীয়ের অর্থ।

কোন্ অর্থে কোন্ শব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয় হয় তৎসম্বন্ধে পরবর্ত্তী শ্লোকের ন্যায় একটী শ্লোক আছে—

"লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভূতেষ্বভির্ভাগে পরিপ্রতী।
অনুরেষু সহার্থে চ হীন উপশ্চ কথ্যতে॥"

শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—'লক্ষণ বীপ্সা ও ইত্থম্ভাব অর্থ বুঝাইলে অভিশব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয় হয়। পরি এবং প্রতি—এই দুইটী শব্দ ঐ তিনটী অর্থে ও ভাগার্থে কর্ম্মপ্রবচনীয় হয়। ঐ তিনটী অর্থে, সহার্থে এবং হীনার্থে অনুশব্দ কর্ম্মপ্রবচনীয়। আর উপশব্দ কেবল হীনার্থেই কর্ম্মপ্রবচনীয়। ইহাদের উদাহরণ যেমন—বৃক্ষমভি বিদ্যোততে বিদ্যুৎ, বৃক্ষং বৃক্ষমভি তিষ্ঠতি, সাধু র্দেবদত্তো মাতরমভি, যদত্র মাং পরি স্যাৎ, যদত্র মাং প্রতি স্যাৎ, পর্ব্বতমনু বসিতা সেনা, অন্বর্জ্জুনং যোদ্ধারঃ, উপার্জ্জুনং যোদ্ধারঃ। 'অবসিতা'পদস্থিত অকারের লোপ ভাগুরিমতে বিহিত হইয়াছে। (কাতন্ত্রস্থ 'কর্ম্মপ্রবচনীয়ৈশ্চ' সূত্রের বৃত্তিটীকাদি দ্রষ্টব্য)।

স্মৃত্যর্থকর্ম্মণি তথা করোতেঃ প্রতিযত্নকে।
হিংসার্থানাং প্রযোগে চ কৃতি কর্ম্মণি কর্ত্তরি॥
ন কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ ষষ্ঠী নিষ্ঠয়োঃ প্রতিপাদিতা।"

(পূর্ব্বখণ্ড-অধ্যায় ১০৯)।

কারক। হরিনামামৃতব্যাকরণে ভগবদ্‌ভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"যঃ কর্ত্তা কর্ম্ম করণং সম্প্রদানমশেষতঃ।
অপাদানাধিকরণে তৎসম্বন্ধো ভবেদিহ॥"

অর্থাৎ যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃকর্ম্মাদিশব্দের বাচ্য তাঁহারই নানাবিধ সম্পর্ক এই জগতে ষট্‌কারকরূপে বিদ্যমান আছে। ইহা ভক্তিপক্ষীয় ব্যাখ্যা। ব্যাকরণপক্ষে বলিতে হইবে—যে কারকশব্দ নানা সূত্র দ্বারা কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান ও অধিকরণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় তাহারই সম্বন্ধ ষট্‌কারকত্বরূপে এস্থলে অভিব্যক্ত হইবে। কাতন্ত্রপরিশিষ্টস্থিত কারকপ্রকরণের প্রারম্ভেই গোপীনাথ তর্কাচার্য্য লিখিয়াছেন—"কারকং ক্রিয়ানিমিত্তমিতি পর্য্যায়ঃ। তৎ পুন র্দ্রব্যগুণক্রিয়া-জাতিস্বরূপভেদাৎ পঞ্চবিধম্। যথা—দণ্ডঃ, শুক্লঃ, পাকঃ, বৃক্ষঃ, মৈত্র ইতি।" ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—'দ্রব্যং গুণাধিকরণং যথা দণ্ডিনো দণ্ডঃ, গুণঃ সহজো ধর্ম্মঃ যথা পটস্য শুক্লং রূপম্, ক্রিয়া ধাত্বর্থো যথা গন্তুর্গতিঃ, জাতিঃ সামান্যং যথা গবাং গোত্বম্, স্বরূপং জাত্যাত্মকমসাধারণরূপং যথা ডিত্থস্য ডিত্থত্বম্।' সুতরাং বলা যায়, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ তাহাই কারক। ক্রিয়ানিষ্পাদক বলিয়া কারকমাত্রেরই নিজব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও ব্যাপারভেদে তাহাদের করণাদিসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেইজন্য কালাপক সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—

"ব্যাপারমাত্রে কর্ত্তৃত্বং সর্ব্বত্রৈবাস্তি কারকে।
ব্যাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিসম্ভবঃ॥"

সাংক্ষিপ্তসারকেরা 'ব্যাপারমাত্রে' না বলিয়া 'নিষ্পত্তিমাত্রে' বলেন। (কারক ১, গোয়ীচন্দ্রের টীকা)। লঘুমঞ্জূষায় নাগেশভট্ট বলিয়াছেন—"সর্ব্বকারকাণাং ধাত্বর্থেঽন্বয়ঃ'। গোয়ীচন্দ্র বলেন—"ধাত্বর্থো দ্বিবিধো ভবতি। কোঽপি পরিস্পন্দনসাধনসাধ্যো যথা গমনাদিঃ, কোঽপ্যপরিস্পন্দনসাধনসাধ্যো যথা-ঽবস্থানাদিঃ। ধাতুলক্ষণং তূদ্দিষ্টমেব ভ্বাদিদশগণা ইত্যাদি।" (সংক্ষিপ্তসার—

কারক ১)। বৈয়াকরণদের মতে কৃধাতু সকল ধাতুর অর্থসংগ্রাহক। সেইজন্য গোয়ীচন্দ্র ঐ সূত্রের টীকায় লিখিয়াছেন—"করোতেরর্থঃ সর্ব্বধাত্বর্থানুগতঃ।...... অতএব কিং করোতীতি প্রশ্নে পচতি গচ্ছতীত্যাদ্যুত্তরং ক্রিয়তে, ন হ্যন্যার্থপ্রশ্নে অন্যদুত্তরং সম্ভবতি। যদ্যেবং কথমস্তীত্যাদীনাং ক্রিয়াত্বং ন হি কিং করোতীতি প্রশ্নে অস্তীত্যুত্তরং সম্ভবতি? অত্রোচ্যতে। প্রশ্নকর্ত্তুরাশয়ানুরূপমেবোত্তরং সম্ভবতি। যদা অস্তিত্বসন্দেহ এব কিং করোতীতি প্রশ্ন স্তদোত্তরমেব তাদৃশমপি ভবত্যস্তি তাবদিতি।" গোয়ীচন্দ্র যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন তাহা তদীয় উক্তির শেষাংশে সম্যগ্‌রূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। বরং চ কৌমারসম্প্রদায়স্থিত সুষেণ বিদ্যাভূষণের কথায় তাঁহার হৃদ্‌গত আশয় প্রতিফলিত হইয়াছে। কাতন্ত্রস্থ 'যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম' (কারক ২১৯) এই সূত্রের কবিরাজে তিনি বলিয়াছেন—"সর্ব্বো হি ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেনাভিব্যাপ্ত ইত্যনেন ধাত্বর্থসন্নিবিষ্টঃ করোত্যর্থো নোচ্যতে, যেন ধাতোঃ সকর্ম্মকতা স্যাৎ, কিন্তু সাধনপ্রত্যায়কপ্রত্যয়প্রতীয়মানঃ করোত্যর্থ স্তেন প্রত্যয়ার্থতাৎপর্য্যপরিপ্রাপ্তকরোত্যর্থব্যাপ্য এব ধাত্বর্থঃ। স্তোকং স্বাপয়তি ছাত্রমিত্যাদৌ স্বপনরূপো যঃ প্রকৃত্যর্থঃ স ইণর্থ প্রেষণক্রিয়াব্যাপ্যঃ। এতেন স্বপধাতোরকর্ম্মকত্বাদেব ছাত্রমিত্যস্য কর্ম্মত্বং সিদ্ধম্।"

কারকের সহিত ক্রিয়ার এইরূপ সম্বন্ধহেতু প্রথমতঃ ক্রিয়ার স্বরূপ লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বৈয়াকরণেরা বলেন, কারক ব্যতীত ক্রিয়ার কোনওরূপ কল্পনা সম্ভবপর নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারক দ্বারাই ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ১।১।৯ নিরুক্তবৃত্তিতে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অমূর্ত্তা হি ক্রিয়া নিরুপাখ্যা। সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা কারক-শরীরে বসন্তী শক্যতে নির্দ্দেষ্টুম্।" ক্রিয়াসম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ধাত্বর্থঃ ক্রিয়া। ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ।......ক্রিয়া নামেয়মত্যন্তাপরিদৃষ্টা।......সাসাবনুমান-গম্যা।" (১।৩।১ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ফলানুবন্ধী যত্নই ভাবনা বা ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়। কুসুমাঞ্জলিতে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"যত্ন এব কৃতিঃ পূর্ব্বা, পরস্মিন্ সৈব ভাবনা।" কৌমারসম্প্রদায়ে একথা আরও বিশদভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা ক্রিয়া সৈব নিগদ্যতে॥"

বৈয়াকরণেরা সেইহেতু যত্নপূর্ব্বক ফলানুবন্ধী ব্যাপারকেই ক্রিয়া বলিয়া থাকেন।

টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"ক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া, সা চ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বৈব" (কলাপ—আখ্যাত ৯)। ক্রিয়ার সাধন বহুপ্রকার হইতে পারে। পচনক্রিয়ার সাধন যথা—পাত্র, কাষ্ঠ, অগ্নি ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল সাধনকে ক্রিয়া বলা হয় না। ক্রিয়ার স্বরূপনির্ণয়াবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ইহ সর্ব্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কদাচিৎ পচতীত্যেতদ্ভবতি সা নূনং ক্রিয়া।" (১।৩।১ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। সুতরাং বহু ব্যাপার বা অবয়বের সমষ্টিই ক্রিয়া, যেমন 'পচতি' ক্রিয়ার অবয়ব—অগ্ন্যুৎপাদন, চুল্লীতে কাষ্ঠনিক্ষেপ, অগ্নিতে রন্ধনপাত্রসংস্থাপন ইত্যাদি। সেইজন্য ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ সা ক্রিয়েত্যভিধীয়তে॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ড)।

কারকের লক্ষণ লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈয়াকরণেরা বলেন—"ক্রিয়ানিমিত্তত্বং কারকত্বম্" *। নৈয়ায়িকমতে কিন্তু ইহা কারকের নির্দ্দোষ লক্ষণ নহে। তাঁহারা বলেন, 'মৈত্রস্য তণ্ডুলং পচতি' ইত্যাদিস্থলে মৈত্রশব্দ সম্বন্ধিপদ হইলেও উহাতে তণ্ডুলসম্পাদনদ্বারা (অর্থাৎ ক্রয়াদি দ্বারা মৈত্রতে তণ্ডুলের সংগ্রহকর্ত্তৃত্বহেতু) পাকক্রিয়ার নিমিত্তত্ব অর্থাৎ জনকত্ব আরোপিত হইতে পারে। কিন্তু সম্বন্ধী পদ কখনও কারক হয় না বলিয়া উক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষও কল্পনা করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায় বলেন—'নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ। অতএব নিমিত্তের ক্রিয়াপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু 'ঘটং করোতি' এই স্থলে 'ঘটম্' এই নির্বর্ত্ত্যকর্ম্মের অস্তিত্ব ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়ায় উহার কর্ম্মকারকত্ব উক্তলক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।' ইহাকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া কবিরাজে সুষেণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"ঘটং করোতীত্যত্র নির্বর্ত্ত্যকর্ম্মণঃ কথং ক্রিয়ানিমিত্তত্বম্? ক্রিয়াসিদ্ধৌ ঘটস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বাভাবাৎ। সত্যম্। ক্রিয়াসিদ্ধৌ ঘটজ্ঞানস্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব-

* "ক্রিয়ানিমিত্তং কারকং লোকতঃ সিদ্ধম্" (কলাপ-কারকপাদের ২২১ সূত্রীয় বৃত্তি)। ইহার ব্যাখ্যায় পঞ্জীকার বলিয়াছেন—"কারকশব্দোঽয়মব্যুৎপন্নো নিমিত্তপর্য্যায়ঃ স্বভাবান্নপুংসকলিঙ্গঃ। যৎ ক্রিয়ানিমিত্তমাত্রং প্রধানমপ্রধানং বা তৎ কারকমুচ্যতে॥"

সিদ্ধত্বাদ্ ঘটস্যাপি পূর্ব্ববর্ত্তিত্বমুপচর্য্যত ইত্যদোষঃ।" (কলাপস্থ কারকের ২২১ সূত্রীয় ব্যাখ্যা)। 'ক্রিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বম্' *—এইরূপ কারক-লক্ষণ বৈয়াকরণসম্মত হইলেও নৈয়ায়িকেরা উহাতে দোষারোপ করেন। এমন কি, ক্রিয়াবিশেষণের ক্রিয়ান্বয়িত্বসত্ত্বেও তাঁহারা উহার কারকত্ব স্বীকার করেন না। সেইজন্য কারকের লক্ষণসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—"বিভক্ত্যর্থদ্বারা ক্রিয়ান্বয়িত্বং মুখ্যভাক্তসাধারণং কারকত্বম্" (কারকচক্র)।

সম্বন্ধ কারক নহে। কারণ 'চৈত্রস্য পচতি' ইত্যাদি স্থলে 'চৈত্র' এই সম্বন্ধী পদের সহিত পাকক্রিয়ার অন্বয় সম্ভবপর নহে †। অতএব উক্ত স্থলে 'তণ্ডুলম্' এইপ্রকার পদের অধ্যাহারপূর্ব্বক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। ষষ্ঠীবিভক্তির অন্বয় নামের সহিতই হইয়া থাকে, ক্রিয়ার সহিত নহে। সেইজন্য মথুরানাথ তর্কবাগীশের শিষ্য ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ কারকচক্রে লিখিয়াছেন—"ষষ্ঠ্যা নামার্থ-সাকাঙ্ক্ষতয়া ক্রিয়ায়া অপি কর্ম্মাদিসাকাঙ্ক্ষতয়া পরস্পরাকাঙ্ক্ষাবিরহাৎ"। কিন্তু কর্ত্তৃকারকে এবং কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তিও দৃষ্ট হয়, যেমন—'চৈত্রস্য পাকঃ, ওদনস্য ভোক্তা' ইত্যাদি। এই সকল স্থলে ষষ্ঠীবিভক্তির অর্থ বিধিবলে যথাক্রমে কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব হইয়াছে। সুতরাং অবস্থাবিশেষে ইহাদিগকে কারকবিভক্তি বলিতে কোনও ক্ষতি নাই। কারণ বৈয়াকরণগণই বিধান করিয়াছেন—"কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" (পা° ২।৩।৬৫)। সেইজন্য শাব্দিকগণ কেবল সম্বন্ধেই ষষ্ঠীর কারকত্ব স্বীকার করেন না †। 'গুরুবিপ্রতপস্বিদুর্গতানাং প্রতিকুর্ব্বীত ভিষক্ স্বভেষজৈঃ' ইত্যাদি স্থলে রোগাদি শব্দ অধ্যাহারপূর্ব্বক অন্বয় বোধ হইয়া থাকে। সারমঞ্জরীতে সুবোধিনীকার জয়কৃষ্ণও লিখিয়াছেন—' 'গুরুবিপ্রতপস্বি…' ইত্যাদৌ তু নামাধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যোঽতো নাতিব্যাপ্তিঃ।' যাঁহারা উক্ত উদাহরণে 'প্রতিকুর্ব্বীত' এই ক্রিয়াপদস্থ প্রপূর্ব্বক কৃধাতুর মধ্যেই 'রোগশান্তি'-অর্থ নিহিত আছে বলিয়া নামাধ্যাহারকে নিষ্প্রয়োজন মনে করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া কারকচক্রে এই লক্ষণটী পঠিত হইয়াছে—"কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বাদিষট্কান্যতমদ্বারা ক্রিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বমিতি তত্ত্বম্"। এই প্রসঙ্গে শাব্দিকগণের উক্তিও আছে—

---

* 'ক্রিয়ানিষ্পাদকত্বং কারকত্বম্' (মঞ্জুষা)।

† "সম্বন্ধস্য কারকত্বং নাস্তি ক্রিয়াযোগাভাবাদিতি শাব্দিকাঃ" (কারকচক্র)।

"ক্রিয়াপ্রকারীভূতোঽর্থঃ কারকং তচ্চ ষড়্বিধম্।
কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদেন শেষঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে ॥"

যে সকল ষষ্ঠ্যন্তপদে ক্রিয়ার সহিত যোগ লক্ষিত হয়, তাহাদের বিষয়ে "ষষ্ঠী শেষে" (পা০ ২।৩।৫০) এই সূত্রের বৃত্তিতে ভট্টোজি বলিয়াছেন— 'কর্ম্মাদীনামপি সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠ্যেব'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্রিয়ার সহিত যোগমাত্র বিবক্ষিত হইলে কর্ম্মাদিরও দ্বিতীয়াদি বিভক্তি-স্থলে ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়া থাকে। ঈপ্সিততমত্বাদিরূপ সম্বন্ধবিশেষ বিবক্ষিত হয় না বলিয়া ইহাদের কর্ম্মাদিসংজ্ঞা বাধিত হইয়াছে। তবে ক্রিয়ান্বয়িত্ব থাকায় উক্তপ্রকার ষষ্ঠীকে পাণিনিসম্প্রদায় কারকশেষ বলেন। 'সতাং গতম্' ইহার অর্থবোধ হইবে—'সৎপুরুষসম্বন্ধি গমনম্'। ইহা একটী কর্ত্তৃশেষের উদাহরণ। কিন্তু কর্ত্তৃত্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বিবক্ষিত হইলে 'সন্তো গচ্ছন্তি' এইপ্রকার প্রয়োগ হইবে। কর্ম্মশেষের উদাহরণ যেমন—মাতুঃ স্মরতি, করণ-শেষের উদাহরণ যেমন—সর্পিষো জানীতে, ফলানাং তৃপ্তঃ ইত্যাদি। সম্বন্ধ যে কারক নহে তৎসম্বন্ধে বৈয়াকণরদের মধ্যে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। জগদীশ তর্কালঙ্কারও শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় 'ধাত্বর্থাংশে প্রকারো যঃ সুবর্থঃ সোঽত্র কারকম্' এইরূপে কারকের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্বন্ধবিষয়ে লিখিয়াছেন—"ষষ্ঠ্যর্থস্তু সম্বন্ধো ন ধাত্বর্থে প্রকারীভূয় ভাসতে, তণ্ডুলস্য পচতীত্যাদ্যপ্রয়োগাদতঃ সম্বন্ধো ন কারকম্, ন বা তদর্থিকাপি ষষ্ঠ্যাদিঃ কারকবিভক্তিঃ।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্থলবিশেষে সম্বন্ধেরও ক্রিয়া-নিমিত্তত্ব বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য কালাপক সুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন— "সম্বন্ধস্য ক্রিয়ানিমিত্তত্বেঽপি ষট্সু কারকশব্দস্য রূঢ়ত্বান্ন কারকত্বমিতি সংক্ষেপঃ।" (কারকপাদের ২২৩ সূত্রীয় কবিরাজ)। রূঢ়ত্বের কারণ এই যে, সম্বন্ধেরও স্থলবিশেষে ক্রিয়ার সহিত যোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কারকের ন্যায় কর্ত্তৃকর্ম্মাদিরূপে নহে। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"সম্বন্ধঃ কারকেভ্যোঽন্যঃ ক্রিয়াকারকপূর্ব্বকঃ।
শ্রুতায়ামশ্রুতায়াং বা ক্রিয়ায়াং সোঽভিধীয়তে ॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয়কাণ্ড)।

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন—'কারকেভ্যোঽন্যঃ কর্ম্মাদিবিশেষলক্ষণেভ্যঃ ষড়্ভ্যোঽন্যোঽয়ং সম্বন্ধঃ স শেষ ইত্যুপযুক্তে ভিন্নবচনশেষশব্দাশ্রয়েণ

কারকাণামবিবক্ষা শেষ ইতি ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্। ক্রিয়াকারকপূর্ব্ব ইত্যনেন কারকত্বং ব্যাচষ্টে শেষস্য।' (প্রকীর্ণপ্রকাশ)। কারকের কেবল ক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে পাছে অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গ আসে, সেইজন্য বোধ হয় অষ্টাধ্যায়ীতে কারকের কোনও লক্ষণ না বলিয়া 'কারকে' (১।৪।২৩) এই সূত্রটী কেবল অধিকারসূত্ররূপে পাঠ করা হইয়াছে। পতঞ্জলি উক্তসূত্রকে সংজ্ঞানির্দ্দেশরূপে গ্রহণ করিয়া কারকশব্দসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কিমিদিং কারক ইতি? সংজ্ঞানির্দ্দেশঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ? ন হি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে? ইহ হি ব্যাকরণে যে বৈতে লোকে প্রতীতপদার্থকাঃ শব্দাস্তৈর্নির্দেশাঃ ক্রিয়ন্তে।" (১।৪।২৩ মহাভাষ্য)। 'কারকে'সূত্রদ্বারা সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞী উভয়েরই নির্দ্দেশ বলিবার জন্য কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"কারক ইতি সংজ্ঞানির্দ্দেশশ্চেৎ সংজ্ঞিনোঽপি নির্দ্দেশঃ।" উক্ত বার্ত্তিকানুসারে কারকশব্দের অর্থ দেখাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সাধকং নির্ব্বর্ত্তকং কারকসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্।" সংজ্ঞার দ্বারা সংজ্ঞীর নির্দ্দেশ না হইলে অ-কারকেরও কারকসংজ্ঞা হইতে পারে। সেইজন্য কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"ইতরথা হ্যনিষ্টপ্রসঙ্গো গ্রামস্য সমীপাদাগচ্ছতীত্যকারকস্য।" পতঞ্জলি কারককে কেবল সংজ্ঞা বলিয়া তৃপ্ত হন নাই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহাকে মহাসংজ্ঞা বলিয়াছেন। উক্ত সূত্রের মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"কারক ইতি মহতী সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ। কুত এতৎ? লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্। তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণ এতৎ প্রয়োজনমন্বর্থসংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়েত। করোতীতি কারকমিতি।" (১।৪।২৩।৫)। 'করোতীতি কারকম্'—এইরূপ বলিলে কর্ত্তাতেই কেবল কারকের লক্ষণ চরিতার্থ হয় * এবং অন্যান্য কারক কর্ত্তার রূপভেদমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সেইজন্য বাক্যপদীয়ের তৃতীয়কাণ্ডে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"নিমিত্তভেদাদেকৈব ভিন্না শক্তিঃ প্রতীয়তে।
ষোঢ়া কর্ত্তৃত্বমেবাহুস্তৎপ্রবৃত্তে নিবন্ধনম্॥"

* "করোতীতি কারক ইতি বুণ্প্রত্যয়ান্তঃ কারকশব্দঃ কর্ত্তৃপর্য্যায়ঃ স বাচ্যলিঙ্গঃ।" (কলাপ—কারকপাদের ২২১ সূত্রীয় পঞ্জী)।

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন—'কর্তৃত্বমেবাবান্তরব্যাপারবিবক্ষয়া করণাদিব্যপদেশরূপতাং ভজতে।' (প্রকীর্ণপ্রকাশ)।

ভর্তৃহরিপ্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ক্রিয়ানির্ব্বৃত্তিবিষয়ে দ্রব্যের শক্তিকেই কারক বলিয়াছেন। বাক্যপদীয়গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'ক্রিয়াণামভিনিষ্পত্তৌ সামর্থ্যং সাধনং বিদুঃ।' এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—'গুণঃ সাধনম্'। আধারকে আশ্রয় করিয়া শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া ভাষ্যে এই শক্তি গুণশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। মূলতঃ শক্তি অভিন্ন হইলে দ্রব্যভেদে ইহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় *। নিমিত্তভেদে শক্তির ষড়্‌বিধত্ব স্বীকারপূর্ব্বক বাক্যপদীয়ে উক্ত হইয়াছে—

"দ্রব্যাকারাদিভেদেন তাশ্চাপরিমিতা ইব।
দৃশ্যন্তে তত্ত্বমাসাং তু ষট্ শক্তী ন াতিবর্ত্ততে॥" (তৃতীয়কাণ্ড)।

কাতন্ত্রপরিশিষ্টের প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপীনাথ তর্কাচার্য্য শক্তি এবং কারকের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন—"শক্তিঃ কারকম্। ভিন্নাশ্চ ভবন্তি শক্তয়ঃ। ভিন্নানাং শক্তীনামাধারো দ্রব্যাদয়ঃ।" স্থানান্তরে তিনি আবার বলিয়াছেন—

"যেন যেন স্বরূপেণ যা যা শক্তি র্বিবক্ষ্যতে।
তেন তেন স্বরূপেণ সৈব শক্তিস্তু কারকম্॥"

কারক ষড়্‌বিধ। চাঙ্গুদাসের চাঙ্গুসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে—

"কর্ত্তা কর্ম্ম চ করণং সম্প্রদানং ততঃপরম্।
অপাদানাধিকরণে কারকাণি ভবন্তি ষট্॥" †

ইহাদের স্বরূপসম্বন্ধে মঞ্জুষায় লিখিত আছে—'কর্ত্তুঃ কারকান্তরপ্রবর্ত্তন-ব্যাপারঃ, ক্রিয়াফলেনোদ্দেশ্যত্বরূপব্যাপারশ্চ কর্ম্মণঃ, করণস্য ক্রিয়াজনকাব্যবহিত-

---

* "পরমার্থে তু নৈকত্বং পৃথক্ত্বাদ্ভিন্নলক্ষণম্।
পৃথক্ত্বৈকত্বরূপেণ তত্ত্বমেব প্রকাশতে॥" (বাক্যপদীয়—তৃতীয়কাণ্ড)।

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ বলিয়াছেন—"অবিদ্যাব্যবহারদশায়াং পৃথক্ত্বেন প্রকাশতে, অবিদ্যাবিলয়ে ত্বেকত্বেন প্রকাশত ইতি বোদ্ধব্যম্।

† কেহ কেহ বলেন—

"অপাদানং সম্প্রদানং তথাধিকরণং স্মৃতম্।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি কারকাণি বদন্তি ষট্॥"

ব্যাপারঃ, প্রেরণানুমত্যাদিব্যাপারঃ সম্প্রদানস্য, অবধিভাবোপগমব্যাপারোঽপাদানস্য, কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারোঽধিকরণস্য।' অর্থাৎ কারকান্তরের প্রবর্ত্তনব্যাপারই কর্ত্তার কর্তৃত্বসাধক, ক্রিয়াফলবিশিষ্ট উদ্দেশ্যত্বরূপব্যাপারই কর্ম্মের কর্ম্মত্বসাধক, ক্রিয়াজনক অব্যবহিত ব্যাপারই করণের করণত্বসাধক, প্রেরণ অনুমতি প্রভৃতি ব্যাপারই সম্প্রদানের সম্প্রদানত্বসাধক, অবধিভাবের উপগমক ব্যাপারই অপাদানের অপাদানত্বসাধক এবং কর্তৃকর্ম্মব্যবহিত ক্রিয়াধারণরূপ ব্যাপারই অধিকরণের অধিকরণত্বসাধক। এই ষড়্‌বিধ কারক এবং সম্বন্ধ উক্ত বা অনুক্ত ভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধ হইতে পারে। সেইজন্য ষট্‌কারককারিকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'ষট্ কারকাণি সম্বন্ধ উক্তানুক্ততয়া দ্বিধা।' এই সকল বিভাগের উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত কর্ত্তা—জ্বলতি হুতাশনঃ, এধতে বিধুঃ ইত্যাদি; অনুক্ত কর্ত্তা—জ্বল্যতে হুতাশনেন, এধ্যতে বিধুনা। উক্ত কর্ম্ম—ওদনঃ পচ্যতে; অনুক্ত কর্ম্ম—ওদনং পচতি। উক্ত করণ—স্নানীয়ং চূর্ণম্ (স্নায়তেঽনেন চূর্ণেনেতি); অনুক্ত করণ—স্নাতি চূর্ণেন। উক্ত সম্প্রদান—দানীয়ো ব্রাহ্মণঃ (দীয়তে যস্মৈ স দানীয়ঃ); অনুক্ত সম্প্রদান—দদাতি ব্রাহ্মণায়। উক্ত অপাদান—ভীমো রাক্ষসঃ (বিভেত্যস্মাদিতি ভীমঃ); অনুক্ত অপাদান—বিভেতি রাক্ষসাৎ। উক্ত অধিকরণ—আসনং পীঠম্ (আস্যতে যস্মিন্ পীঠে তদাসনং পীঠম্); অনুক্ত অধিকরণ—আস্তে পীঠে। উক্ত সম্বন্ধ—গোমান্ দেবদত্তঃ (গাবো বিদ্যন্তে অস্যেতি গোমান্); অনুক্ত সম্বন্ধ—গাবো বিদ্যন্তে দেবদত্তস্য। এই সকল কারকের বলাবল লইয়া সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—

"অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্তুশ্চান্যোঽন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্ততে॥"

শ্লোকটী কাহারও স্বকীয় নহে, কিন্তু স্বকীয়-পরকীয় কারণ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্তুশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ত্ততে॥"

(শব্দশক্তিপ্র০—কারকপ্র০ ৮২ কারিকার বৃত্তি দ্রষ্টব্য)।

কর্ত্তা। কর্ত্তার লক্ষণসম্বন্ধে বৈয়াকরণেরা বলেন—'ক্রিয়াশ্রয়ত্বং কর্তৃত্বম্'। অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম্মই কর্তৃত্ব। নৈয়ায়িকগণ উক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ আরোপ করেন। কারকচক্রে

মথুরানাথের শিষ্য ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ লিখিয়াছেন—"অচেতনেঽভিযুক্তানাং স্বরসতঃ কর্তৃপদাপ্রয়োগাৎ"। অভিপ্রায় এইরূপ—'উক্তলক্ষণদ্বারা সচেতন ও অচেতন উভয়বিধ পদার্থই মুখ্যভাবে কর্তৃলক্ষণের লক্ষ্য হইতেছে, কিন্তু শিষ্টগণ কখনও অচেতন বস্তুতে লক্ষণাব্যতিরেকে কর্তৃপদ প্রয়োগ করেন না।' কর্তৃলক্ষণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন—"ক্রিয়ানুকূলকৃতিমত্ত্বং কর্তৃত্বম্, কর্তৃপদস্য যত্নার্থকতৃজন্তকৃধাতুব্যুৎপন্নত্বাৎ। অতোঽন্যত্র অচেতনাদৌ কর্তৃত্বং ভাক্তমিতি" (সারমঞ্জরী)। অভিপ্রায় এইরূপ—'যত্নপর কৃধাতুনিষ্পন্ন কর্তৃশব্দে তৃচ্ প্রত্যয়ের অর্থ—আশ্রয়ত্ব। অতএব প্রত্যয়ার্থের দ্বারা কর্তৃশব্দ যত্নের আশ্রয়কেই বুঝাইতেছে। এইরূপ হইলে ক্রিয়ার অনুকূল কৃতিমত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপারবত্তারূপ কর্তৃলক্ষণ কেবল সচেতন বস্তুতেই মুখ্যভাবে চরিতার্থ হয়। সুতরাং 'রথো গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে গমনানুকূলকৃতিমত্ত্বের অভাবহেতু অচেতন রথাদিতে কর্তৃত্ব প্রসক্ত হয় না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শিষ্টগণ অচেতন বস্তুতে যে কর্তৃপদের প্রয়োগ করেন তাহা ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ বা লাক্ষণিক বুঝিতে হইবে।' বৈয়াকরণেরা কিন্তু এরূপ কোনও লক্ষণা স্বীকার করেন না। 'ক্রিয়াশ্রয়িত্বং কর্তৃত্বম্' এইরূপ লক্ষণস্বীকারে ভিন্নপ্রকারের দোষও আসিয়া পড়ে। 'ঘটো ভবতি' ইত্যাদি স্থলে কর্তৃত্ব-ব্যাপার কাল-বিষয়ে প্রসক্ত হইতে পারে *। কারণ কাল সকল বস্তুর আশ্রয় এবং তাহাতে ক্রিয়ার চরম অবস্থিতি অযৌক্তিক নহে। কালের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব লইয়া উক্তিও আছে—"কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে"। উক্ত দোষনিবারণের জন্য কালাপক সুষেণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃলক্ষণসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"প্রাধান্যেন ধাতুবাচ্যব্যাপারবত্ত্বং কর্তৃত্বম্" †। অধিকরণের ক্রিয়াশ্রয়ত্ব থাকিলেও উহা কর্তার ন্যায় সাক্ষাদ্ভাবে দৃষ্ট না হওয়ায় উক্ত 'প্রাধান্য'শব্দদ্বারা কর্তৃলক্ষণটী নির্দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

---

* "ঘটো ভবতীত্যত্র কালস্যাপি কর্তৃত্বং স্যাৎ। কালস্য সর্ব্বাশ্রয়ত্বেন ক্রিয়ায়া অপ্যাশ্রয়ত্বাৎ"। (কলাপ—কারকপাদের ২২০ সূত্রীয় কবিরাজ)।

† c. f. "The agent is the main substratum of action as is denoted by a root." (*Philosophy of Sanskrit Grammar*).

"ধাতুনোক্তক্রিয়ে নিত্যং কারকে কর্তৃতেষ্যতে।
ব্যাপারে চ প্রধানত্বাৎ স্বতন্ত্র ইতি চোচ্যতে॥"

প্রাচীনেরা বলেন—'ধাতূপাত্তব্যাপারাশ্রয়ঃ কর্ত্তা'। স্থূলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ধাতুর দ্বারা যে ক্রিয়া বা ব্যাপার * উপস্থাপিত হয়, সেই ক্রিয়া বা ব্যাপারের আশ্রয় তিঙ্‌বিভক্তিদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে এবং সেই আশ্রয়ই উক্ত ধাত্বর্থের প্রতি কর্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

"তিঙা বিকরণাক্তস্য ধাতোরর্থস্য যাদৃশঃ।
স্বার্থে যাদৃশি বোধ্যস্তৎ কর্তৃত্বং তদিহোচ্যতে॥"

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" (১।৪।৫৪)। স্বাতন্ত্র্যই কর্ত্তার বৈশিষ্ট্য। স্বতন্ত্র (স্ব আত্মা প্রধানমস্য) অর্থাৎ স্বপ্রধান। পতঞ্জলি তন্ত্রশব্দের অর্থ করিয়াছেন—"যঃ প্রাধান্যে বর্ত্ততে তন্ত্রশব্দস্তস্যেদং গ্রহণম্" (১।৪।৫৪ সূত্রীয়ভাষ্য)। সারস্বতসম্প্রদায়ে কথিত হইয়াছে—"প্রধানীভূতধাত্বর্থাশ্রয়ত্বং স্বাতন্ত্র্যম্। স্থাল্যাদীনাং বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেঽপি বিবক্ষাতঃ স্থালী পচতি কাষ্ঠানি পচন্তীতি প্রয়োগঃ সাধুরেব। তথোক্তং ভট্টোজিনা—ক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষিতোঽর্থঃ কর্ত্তা স্যাদিতি তস্য বীজম্।" (সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, পৃঃ ২৪২)। স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে সুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"কারকচক্রব্যাপারপ্রতিবন্ধকীভূতব্যাপারাভাববত্ত্বং স্বতন্ত্রত্বম্" (কলাপ—কারকপাদ, ২২০ সূত্রীয় কবিরাজ)। অন্যান্য কারক অপেক্ষা কর্ত্তাই প্রধান। সেইজন্য ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"কিং পুনঃ প্রধানম্? কর্ত্তা। কথং পুন র্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি? যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি"। (১।৪।২৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। 'কর্ত্তা' নাম হইয়াছে কেন তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, কৃধাতুর অর্থ সমস্তধাত্বর্থনিষ্ঠ বলিয়া 'যঃ করোতি স কর্ত্তা' এইরূপ অনাদিপরম্পরা বাক্যহেতু নিখিল ক্রিয়াব্যাপক প্রধান কারকের নাম কর্ত্তা হইয়াছে। ভর্তৃহরি ভাষ্যাদির তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়া কর্তৃসম্বন্ধীয় প্রাধান্যের হেতুকলাপ একত্র সন্নিবেশপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

---

* 'ক্রিয়াসত্ত্বাদিলক্ষণো ধাত্বর্থঃ' (হরিনামামৃতব্যাকরণ)।

"প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভান্যগ্‌ভাবাপাদনাদপি।
তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রবৃত্তানাং নিবর্ত্তনাৎ॥
অদৃষ্টত্বাৎ প্রতিনিধেঃ প্রবিবেকে * চ দর্শনাৎ।
আরাদপ্যুপকারিত্বে স্বাতন্ত্র্যং কর্ত্তুরুচ্যতে॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয়কাণ্ড)।

এ বিষয়ে সৌপদ্মসম্প্রদায়ে নিম্নলিখিত কারিকাটীর প্রচলন আছে—

"প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ † চ কারকাণাং য ঈশ্বরঃ।
অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা স কর্ত্তা নাম কারকম্‌॥"

যতদূর দেখা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, কর্ত্তা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র এবং করণাদি অন্যান্য কারকসমূহ পরতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্নের অধীন। এই পারতন্ত্র্যহেতুই কর্ম্মকরণাদি কারক কর্ত্তৃসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। এ নিয়ম সাধারণ হইলেও স্থলবিশেষে কর্ম্মকরণাদিও বিবক্ষাবশে কর্ত্তৃভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকরণগণ বলিয়া থাকেন— 'বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি।' এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, বিশেষণবিশেষ্যভাব যেমন নিয়ত নহে অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বাদি ষট্‌কারকত্বও বস্তুবিশেষে বৈবক্ষিক হইয়া থাকে। সেই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্রৈবাত্র স্বাতন্ত্র্যং পারতন্ত্র্যং চ বিবক্ষিতম্‌।...তদ্‌যথা বলাহকাদ্‌ বিদ্যোততে, বলাহকে বিদ্যোততে। বলাহকো বিদ্যোতত ইতি।" (১।৪।২৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। উক্ত ভাষ্যাংশের প্রদীপে কৈয়টাচার্য্য উদাহরণত্রয়ের বিবক্ষিত অর্থভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"নিঃসরণাঙ্গে বিদ্যোতনে দ্যুতি র্বর্ত্ততে পৃথগ্‌ভাবশ্চ বিবক্ষিত ইত্যপাদানত্বম্‌। বলাহক ইতি। স্থিত্যঙ্গে দ্যোতনেঽত্র দ্যুতি র্বর্ত্ততে। বলাহকে স্থিত্বা জ্যোতীরূপা বিদ্যুদ্‌ বিদ্যোততে ইত্যর্থঃ। বলাহক ইতি। বিদ্যুতো বলাহকস্য চাভেদবিবক্ষায়াময়ং ‡ প্রয়োগঃ।"

* "প্রবিবেকে" ইত্যত্র 'ব্যতিরেকে' ইতি পাঠান্তরম্‌।

† "কর্ত্তুর্ব্যাপারাভিনিবেশঃ প্রবৃত্তিঃ, ততোঽপবর্ত্তনং নিবৃত্তিঃ"।

‡ ইহার উদ্দ্যোতে নাগেশভট্ট লিখিয়াছেন—"অভেদবিবক্ষায়ামিতি। ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সংঘাতস্য মেঘপদার্থত্ববিবক্ষায়ামিতি।" নাগেশভট্টের এরূপ ব্যাখ্যার আকর বোধ হয় মেঘদূত। তথায় কবিসম্রাট্‌ কালিদাস লিখিয়াছেন—"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ।"

স্থানান্তরে আবার ভাষ্যকার করণ এবং অধিকরণের বিবক্ষিত কর্তৃত্বের উদাহরণ দেখাইয়া স্থালীপুলাকন্যায়ের উল্লেখপূর্ব্বক অন্যান্য কারক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"স্থালী পচতীতি······অধিকরণস্য কর্তৃত্বম্।······ কাষ্ঠানি পচন্তীতি······করণস্য কর্তৃত্বম্।······পর্য্যাপ্তং করণাধিকরণয়োঃ কর্তৃত্বং নিদর্শিতমপাদানাদীনাং কর্ত্তৃত্বনিদর্শনায়। পর্য্যাপ্তো হ্যেকঃ পুলাকঃ স্থাল্যা নিদর্শনায়।" (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪-২৫, কীল্‌হর্ণ্)। কেবল কর্তৃত্বের নহে, অন্য কারকেরও বিবক্ষা হইতে পারে। অধিকরণের করণত্ব-বিবক্ষা দেখাইয়া ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"বস্তুত স্তদনির্দ্দেশ্যং ন হি বস্তু ব্যবস্থিতম্।
স্থাল্যা পচ্যত ইত্যেষা বিবক্ষা দৃশ্যতে যতঃ॥"

বস্তুতঃ ধাতূপাত্ত ব্যাপার বহুবিধ *। এই সকল ব্যাপার যে যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সেই বস্তু তাহাদের নিজ নিজ ব্যাপারে কর্তৃত্ব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কারকসংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপে 'করোতীতি কারকম্'—এই অন্বর্থসংজ্ঞার সার্থকতা বুঝিতে হইবে। 'দেবদত্তঃ কাষ্ঠৈঃ স্থাল্যাং তণ্ডুলং পচতি' এই বাক্যস্থ পাকক্রিয়া অনেকগুলি অবান্তর ব্যাপারের সমষ্টি। ঐ সকল অবান্তর ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃত্বও দৃষ্ট হয়। যেমন—অধিশ্রয়ণ †, তণ্ডুলাবপন, এধোঽপকর্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারের আশ্রয়ভূত দেবদত্ত কর্ত্তা, তণ্ডুলবিক্লিত্তিপর্য্যন্ত জ্বলনব্যাপারের কর্ত্তা কাষ্ঠ, তণ্ডুলধারণাদি ব্যাপারে স্থালী কর্ত্রী এবং অবয়বাবয়বিভাবাদিপরত্বে তণ্ডুল কর্ত্তা ‡। অতএব দেবদত্ত, কাষ্ঠ, স্থালী এবং তণ্ডুল—ইহাদের সকলেরই সাধ্যরূপে পাকক্রিয়া সাধারণ এবং সকলেরই পাকক্রিয়ায় কারকরূপে কর্তৃত্ব রহিয়াছে। এখন এই পাকক্রিয়ার অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে

* প্রধান ক্রিয়া অনেকগুলি পূর্ব্বাপর অবান্তর ক্রিয়ার সমষ্টি। সেইজন্য যাস্ক লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতিপচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্য্যন্তম্" (নিরুক্ত-১।১০)।

† "অধিশ্রয়ণং চুল্ল্যা উপরি তণ্ডুলযুক্তস্থাল্যাঃ স্থাপনম্" (বালমনোরমা)।

‡ এইজন্য আবার কেহ কেহ বলেন—

"স্বব্যাপারে হি কর্তৃত্বং সর্ব্বত্রৈবাস্তি কারকে।
ব্যাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিসম্ভবঃ॥"

যেরূপ যেরূপ বিবক্ষা হইবে, তাহাদের আশ্রয়ভূত বস্তুরও সেইরূপ সেইরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভিন্ন ভিন্ন কারকত্ব ঘটিবে। আখ্যাতবৃত্তির নবম সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধেঽপি মতে যথোক্তং 'সাধনব্যবহারশ্চ বুদ্ধ্যবস্থানিবন্ধন' ইতি।" বিষয়টী কৈয়টাচার্য্য একটি উপমার দ্বারা বুঝাইয়াছেন—"যথা মাতাপিত্রোরপত্যোৎপাদনে কর্ত্তৃত্বং ভেদবিবক্ষায়াং ত্বয়মস্যামিয়মস্মাজ্জনয়তীত্যধিকরণত্বমপাদানত্বং চ ব্যবতিষ্ঠতে।" (১।৪।২৩ সূত্রীয় প্রদীপ)। অবান্তরব্যাপারে করণাদি কারকের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও তাহারা স্বস্বকার্য্যসম্পাদনদ্বারা উক্ত পাকরূপ সাধারণ ক্রিয়ার স্বার্থসাধন করে*, আর কর্ত্তা এই সাধারণ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া অন্যান্য কারক অপেক্ষা তাহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।" (১।৪।২৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাকাদিক্রিয়াসিদ্ধির উপযোগী কাষ্ঠ স্থালী প্রভৃতি সামগ্রী উপস্থিত থাকিলেও তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপারে কর্ত্তাই নিয়োগ করে†। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থালীসম্বন্ধীয় গ্রহণধারণাদি ক্রিয়া যখন বিবক্ষিত হয় তখন স্থালী স্বতন্ত্র‡, কিন্তু কর্ত্তৃসম্বন্ধীয় অধিশ্রয়ণতণ্ডুলাবপনাদি ক্রিয়া বিবক্ষিত হইলে স্থালী তদবস্থায় গ্রহণধারণাদি কর্ম্ম করিলেও পরতন্ত্র হইয়া থাকে। যেমন রাজার সম্মুখে অমাত্যগণের পারতন্ত্র্য কিন্তু অন্তরালে স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কর্ম্মকরণাদিরও কর্ত্তৃসমবায়ে পারতন্ত্র্য এবং তদ্ব্যবায়ে স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয়ের বিবৃতি-পূর্ব্বক ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"স্থালীস্থে যত্নে কথ্যমানে স্থালী স্বতন্ত্রা কর্ত্তৃস্থে যত্নে কথ্যমানে পরতন্ত্রা। নমু চ ভোঃ কর্ত্তৃস্থেঽপি বৈ যত্নে কথ্যমানে স্থালী সংভবনক্রিয়াং ধারণক্রিয়াং চ করোতি। তত্রাসৌ স্বতন্ত্রা। ক্বেদানীং পরতন্ত্রা। এবং তর্হি

* "সর্ব্বেষাং চ কারকাণাং স্বস্বাবান্তরক্রিয়াদ্বারা প্রধানক্রিয়ানিষ্পাদকত্বং বোধ্যম্" (লঘুশব্দেন্দুশেখর)।

† "করণাদীনাং তু কর্ত্তৃবিনিয়োগাদেব স্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যম্" (বাক্যপদীয়-তৃতীয়কাণ্ডে ৯৯ কারিকার হেলারাজকৃত প্রকীর্ণপ্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

‡ এরূপ বিবক্ষার কারণনির্দ্দেশপূর্ব্বক ভট্টোজি বলিয়াছেন—"যদা সৌকর্য্যাতিশয়ং দ্যোতয়িতুং কর্ত্তৃব্যাপারো ন বিবক্ষ্যতে তদা কারকান্তরাণ্যপি কর্ত্তৃসংজ্ঞাং লভন্তে, স্বব্যাপারে স্বতন্ত্রত্বাৎ।" (সি° কৌ°—কর্ম্মকর্ত্তৃপ্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য)।

প্রধানেন সমবায়ে স্থালী পরতন্ত্রা ব্যবায়ে স্বতন্ত্রা। তদ্‌যথা—অমাত্যাদীনাং রাজ্ঞা সহ সমবায়ে পারতন্ত্র্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্র্যম্।" (১।৪।২৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে যদিও করণ সাক্ষাদ্ভাবে এবং কর্ত্তা পরম্পরাক্রমে উপকারক, তথাপি কর্ত্তার প্রাধান্যই স্বীকৃত হয় *। কারণ কর্ত্তার অভাবে করণাদির অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৈয়ট বলিয়াছেন—"করণাদ্যভাবেঽপি অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ত্তুঃ প্রাধান্যম্।" কর্ত্তৃপ্রাধান্যের কেবল ইহাই কারণ নহে, "প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভান্যগ্‌ভাবাপাদনাদপি" ইত্যাদি হরিকারিকায় উহার অন্যান্য কারণও উল্লিখিত হইয়াছে।

সাধারণভাবে কেহ কেহ বলেন—

"কর্ত্তা চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কারকাণাং প্রবর্ত্তকঃ।
কেবলো হেতুকর্ত্তা চ কর্ম্মকর্ত্তা তথাঽপরঃ॥"

কেবল অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্ত্তা। আমাদের মতে কিন্তু কর্ত্তা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র কর্ত্তা এবং হেতুকর্ত্তা। পাণিনি বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" (১।৪।৫৪)। অর্থাৎ 'ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রাধান্যেন বিবক্ষিতঃ কারকবিশেষঃ কর্ত্তৃসংজ্ঞো ভবতি।' ইহার দ্বারা বলা হইতেছে—'কর্ত্রা হি নিযুজ্যমানানি করণাদীনি প্রবর্ত্তন্তে, ন তু তৈঃ করণাদিভিঃ কর্ত্তা ক্রিয়ায়ামাযোজ্যতে।' তারপর তিনি বলিয়াছেন—"তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ" (১।৪।৫৫)। অভিপ্রায় এইরূপ—'তং চ কর্ত্তারং প্রেষণাদিনা যঃ প্রযুঙ্‌ক্তে স প্রযোজকপদার্থো হেতুসংজ্ঞকঃ কর্ত্তা ভবতি।' এই দুইটী সূত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক হরিনামামৃত ব্যাকরণে সূত্রিত হইয়াছে—"স্বতন্ত্রং তৎপ্রযোজকং চ কর্তৃ" (১৩)। ইহার বৃত্তিভাগে গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যস্যৈব ব্যাপারতয়া ক্রিয়া বিবক্ষ্যতে তৎ স্বতন্ত্রম্, যচ্চ তস্যাপি প্রেরকতয়া তৎপ্রযোজকম্। তচ্চ কারকং কর্ত্তৃসংজ্ঞং স্যাৎ। অর্থবিশেষণত্বে তু কর্ত্তেতি পুংলিঙ্গত্বম্। যঃ করোতি স কর্ত্তা, কারয়তি যঃ স হেতুশ্চেতি কালাপাঃ, কৃঞর্থস্য ধাতুমাত্রমনুগতত্বাৎ।" যাহা প্রধানভাবে ক্রিয়ার

* "প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভাৎ……" ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যায় হেলারাজ বলিয়াছেন—"এতেন হেতুকলাপেন কর্তুঃ করণাপেক্ষয়া ক্রিয়াসিদ্ধৌ বিপ্রকৃষ্টোপকারকত্বেঽপি স্বাতন্ত্র্যং প্রাধান্যনিবন্ধনমুচ্যত ইতি তস্যৈব কর্ত্তৃসংজ্ঞা ন তু করণাদেঃ স্বব্যাপারে স্বতন্ত্রস্যাপীত্যর্থঃ"।
(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ডস্থ ৯৯-১০০ শ্লোকের প্রকীর্ণপ্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

আশ্রয় তাহার নাম স্বতন্ত্র অর্থাৎ মুখ্য কর্তা, আর সেই কর্তাকে যে প্রেরণ করে তাহার নাম হেতুকর্তা বা প্রযোজক। এই দুইপ্রকার কর্তা লক্ষ্য করিয়া সংক্ষিপ্তসারেও সূত্রিত হইয়াছে—"ক্রিয়ামুখ্যপ্রযোজকৌ কর্তা"। ইহার বৃত্তিভাগে লিখিত আছে—'ক্রিয়ায়াং সাধ্যায়াং কারকেষু যো মুখ্যস্তদায়োজনার্হঃ স কর্তৃসংজ্ঞো ভবতি।' (কারক ১)। হেতুকর্তা লইয়া ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"প্রেষণাধ্যেষণে * কুর্বংস্তৎসমর্থানি বাচরন্।
কর্ত্তৈব বিহিতাং শাস্ত্রে হেতুসংজ্ঞাং প্রপদ্যতে॥"

(বাক্যপদীয়—তৃতীয় কাণ্ড)।

স্বতন্ত্রকর্তা আবার ত্রিবিধ হইতে পারে—অভিহিত, অনভিহিত এবং কর্ম্মকর্তা। অভিহিত বা উক্ত কর্তার উদাহরণ যেমন—দেবদত্তঃ পচতি। অনভিহিত বা অনুক্ত কর্তার উদাহরণ যেমন—দেবদত্তেন পচ্যতে; অথবা যেমন—

"ভিন্নঃ শরেণ রামেণ রাবণো লোকরাবণঃ।
করাগ্রেণ বিদীর্ণোঽপি বানরৈর্যুধ্যতে পুনঃ॥" †

সারস্বতেরা বলেন—"যৎকর্ম্মগুণসংযোগাৎ কর্তৃত্বেন বিবক্ষ্যতে স কর্ম্মকর্তা।" 'কর্ম্ম চাসৌ কর্তা চেতি'—এই কর্ম্মধারয় সমাসে কর্ম্মকর্তৃশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ হইতেছে—কর্ম্মই যখন কর্তা বলিয়া বিবক্ষিত হয় তখন উহাকে কর্ম্মকর্তা বলে। কর্ম্মকর্তার সম্বন্ধে একটী কারিকা প্রথমতঃ কৌমারসম্প্রদায়ে প্রচলিত হয়—

"ক্রিয়মাণং তু যৎ কর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ কর্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"

(কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহধৃত প্রমাণবচন—আ০ ৭৫)।

---

* 'ভৃত্যাদেরাজ্ঞাপূর্ব্বকো ব্যাপারঃ প্রেষণম্, গুর্ব্বাদেঃ সৎকারপূর্ব্বকো ব্যাপারোঽধ্যেষণম্। নিকৃষ্টবিষয়ো নিয়োগঃ প্রেষণম্, অভ্যর্হিতবিষয়োঽধ্যেষণমিত্যনয়ো র্ভেদঃ।' 'প্রেরণাধ্যেষণে' ইতি পাঠান্তরম্।

† শ্লোকটীর ব্যাখ্যা এইরূপ—রামেণ রাবণো ভিন্নঃ। রামেণেতি কর্তরি তৃতীয়া। শরেণেতি সাধনে তৃতীয়া। কথংভূতো রাবণঃ? লোকান্ রাবয়তি ক্রন্দয়তীতি লোকরাবণঃ। উদাহরণান্তরমাহ—তথা রাবণো বানরৈ র্বিদীর্ণোঽপি বিদারিতোঽপি পুনঃ পুন র্যুধ্যতে। অত্র বানরৈরিতি কর্তৃপদম্। করাগ্রেণেতি সাধনপদং জাতাবেকবচনং চ।

ইহার অর্থ এইরূপ—'যৎ কর্ম্ম ক্রিয়মাণং সৎ সম্পদ্যমানং সৎ কর্ত্তুঃ ক্রিয়াকর্ত্তুঃ সুকরৈঃ সুখেনানুষ্ঠীয়মানৈঃ স্বৈঃ স্বকীয়ৈ গুণৈঃ কর্ম্মভি র্ব্যাপারৈঃ স্বয়মেবাত্মনৈব প্রসিধ্যতি সম্পন্নং ভবতি তৎ কর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তেতি বিদ্বু মন্যন্তে।' অর্থাৎ কর্ত্তা যে কর্ম্ম করে তাহা যদি নিজের গুণে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলে। কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় আত্মনেপদাদি এবং কর্ম্মে প্রথমা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার উদাহরণ যেমন—পচ্যতে ভক্তং স্বয়মেব, ভিদ্যতে কুসুলঃ স্বয়মেব। এ প্রসঙ্গে কৌমারসম্প্রদায়ের উমাপতি বলিয়াছেন—

"কর্ম্মস্থঃ পচতে র্ভাবঃ কর্ম্মস্থা চ ভিদেঃ ক্রিয়া।
অস্ত্যাদিভাবঃ কর্ত্তৃস্থঃ কর্ত্তৃস্থা চ গমেঃ ক্রিয়া॥"
(আখ্যাতব্যাখ্যাসার ৭৫)।

শ্লোকটী উমাপতির স্বকীয় নহে, কিন্তু স্বকীয়পরকীয়। কারণ "কর্ম্মবৎ কর্ম্মণা তুল্যক্রিয়ঃ" (৩।১।৮৭) সূত্রের কাশিকায় জয়াদিত্য বলিয়াছেন—

"কর্ম্মস্থঃ পচতে র্ভাবঃ কর্ম্মস্থা চ ভিদেঃ ক্রিয়া।
মাসাসিভাবঃ কর্ত্তৃস্থঃ কর্ত্তৃস্থা চ গমেঃ ক্রিয়া॥"

শ্লোকস্থ 'মাসাসি'শব্দ লইয়া নৈয়াসিক জিনেন্দ্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন—"আসে র্ধাতো র্ভাব আসিভাবঃ। আসনং হি ভাবঃ।......মাসসহচরিত আসিভাবঃ। শাক-পার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। মাসাসিভাবঃ। কদা স মাসসহচরিত আসিভাবো ভবতি? যদা মাসমাস্ত ইতি প্রযুজ্যতে। মাসমিতি কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। কর্ম্মসংজ্ঞা তু কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্ম্মসংজ্ঞা হ্যকর্ম্মণামিতি বচনাৎ। মাসাসিভাবঃ কর্ত্তৃস্থো ভবতি। আসিতরি সমবায়াৎ। তেনাস্যতে মাসঃ স্বয়মেবেতি ন ভবতি।" অতএব ক্রিয়া কর্ম্মমাত্রস্থা না হইয়া কেবল কর্ত্তৃস্থা হইলে কর্ম্মকর্ত্তৃব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং 'দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি' এস্থলে পাদবিহরণাত্মক গমনক্রিয়ার আশ্রয় কেবল দেবদত্ত, কারণ গ্রামের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য 'আস্যতে মাসঃ স্বয়মেব' বা 'গম্যতে গ্রামঃ স্বয়মেব'—এইরূপ প্রয়োগ কখনই হইতে পারে না।

চেতনাচেতনবিষয়ভেদে হেতুকর্ত্তা দ্বিবিধ। চেতনবিষয়ক যেমন—পাচয়ত্যোদনং দেবদত্তেন; অচেতনবিষয়ক যেমন—ভিক্ষা বাসয়তি। কেহ কেহ আবার চেতনাচেতনভেদে স্বতন্ত্র কর্ত্তারও দ্বিবিধ বিভাগ স্বীকার করেন—চেতনকর্ত্তা—দেবদত্তঃ পচতি। অচেতনকর্ত্তা—অসিশ্ছিনত্তি। এস্থলে উপচার-

বশতঃ অসির কর্ত্তৃত্ব হইয়াছে। অতএব কর্ত্তার প্রবর্ত্তয়িতৃত্বাদিরূপ ধর্ম্ম কেবল শব্দবিষয়কই বুঝিতে হইবে, নচেৎ অচেতনে মুখ্য কর্ত্তৃত্বের প্রাপ্তি হয় না। সেইজন্য বাক্যপদীয়ের তৃতীয় কাণ্ডে ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"ধর্ম্মৈরভ্যুদিতৈঃ শব্দে নিয়মো ন তু বস্তুনি।
কর্ত্তুর্ধর্ম্মবিবক্ষায়াং শব্দাৎ কর্ত্তা প্রতীয়তে॥"

এ সম্প্রদায় হেতুকর্ত্তার ত্রৈবিধ্য ঘোষণা করেন—প্রেষক, অধ্যেষক এবং আনুকূল্যভাগী। প্রেষক—যজ্ঞদত্ত ওদনং পাচয়তি; অধ্যেষক—দেবদত্তো গুরুং ভোজয়তি; আনুকূল্যভাগী—সুপুত্রো জনকং হর্ষয়তি (অত্র হি সুপুত্রো জনকস্য হর্ষোদয়ানুকূল্যমাত্রং ভজন্নেব তং নিযুঙ্‌ক্তে)। অচেতন বস্তুও প্রযোজক হইয়া আনুকূল্যভাগী হইতে পারে, যেমন—'কারীষোঽধ্যাপয়তি মাণবকম্'*। শেষোক্ত উদাহরণের অর্থসম্বন্ধে রভসনন্দী লিখিয়াছেন—"কারীষো হি নির্ব্বাত-প্রজ্বলিতো বহ্নিঃ শীতাদিকমপনয়ন্ অধ্যয়নানুকূল্যং ভজন্নেব তং নিযুঙ্‌ক্তে" (ষট্কারককারিকাটীকা)।

কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বেদান্তিগণ বলেন—'উৎপত্তিরাপ্তিঃ সংস্কৃতি বিকৃতিশ্চেতি চতুর্ব্বিধং ক্রিয়াফলং প্রাহুরার্য্যাঃ' (বেদান্ত-পরিভাষা)। এই সকল কর্ম্মের উদাহরণার্থ সারস্বতে লিখিত আছে—

"কটং করোতি কারুকো রূপং পশ্যতি চাক্ষুষঃ।
রাজ্যং প্রাপ্নোতি ধর্ম্মিষ্ঠঃ সোমং সুনোতি সোমপাঃ॥"

কিন্তু কর্ম্ম কি? হরিনামামৃত ব্যাকরণে সূত্রিত হইয়াছে—"ক্রিয়া যৎসাধিকা তৎকর্ম্ম" (১৭)। ইহার বৃত্তিভাগে লিখিত আছে—'ক্রিয়া যস্য সাধনার্থং প্রবর্ত্ততে তৎ কারকং কর্ম্মোচ্যতে।' সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন—"তৎসমুদ্দিষ্টং কর্ম্ম" (কা০ ২)। অর্থাৎ 'তেন কর্ত্রা সম্যক্ ক্রিয়াভাগিতয়া গত্যাদৌ তৎফল-ভাগিতয়া চোদ্দিষ্টং কর্ম্মসংজ্ঞং স্যাৎ' (রসবতীবৃত্তি)। কাতন্ত্রে সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য বলিয়াছেন—"যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম" (চ ২১৯)। এই কৃধাতুর অর্থ 'করা' নহে,

---

* মনো নিন্দিতাপত্যং মাণবঃ। শ্লোকবার্ত্তিকে ব্যাঘ্রভূতি বলিয়াছেন—

"অপত্যে কুৎসিতে মূঢ়ে মনোরৌৎসর্গিকঃ স্মৃতঃ।
নকারস্য চ মূর্দ্ধন্য স্তেন সিধ্যতি মাণবঃ॥"

(৪।১।১৬১ সূত্রীয় কাশিকা এবং ভাষাবৃত্তি দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষিদ্ধসেবনাৎ কুৎসিতত্বম্, অনধীতবেদত্বান্ মূঢ়ত্বম্। মাণব এব মাণবকঃ (স্বার্থে কন্)।

ইহা সামান্য ক্রিয়া। 'ক্রিয়তে'পদস্থিত কর্ম্মবাচ্যবিহিত 'তে'বিভক্তির অর্থ ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্ব। সুতরাং সূত্রের অর্থ হইতেছে—'ক্রিয়াজন্যফল-শালিত্বং কর্ম্মত্বম্' অর্থাৎ কর্ত্তার কার্য্যে যে ফল জন্মে তাহার আশ্রয়কে কর্ম্ম বলে। কর্ম্মকারকসম্বন্ধে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"কর্ত্তুরীপ্সিত-তমং কর্ম্ম" (১।৪।৪৯)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—কর্ত্তা স্বনিষ্ঠব্যাপারের প্রযোজ্যফলরূপে যাহাকে লাভ করিতে অতিশয় ইচ্ছা করেন, তাহার অর্থাৎ সেই কারকের কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে; যেমন—তণ্ডুলান্ পচতি। পচ্‌ধাতুর অর্থ বিক্লিত্ত্যনুকূলব্যাপার। অতএব অধিশ্রয়ণাদিরূপ কর্ত্তৃব্যাপারপ্রযোজ্য বিক্লিত্তি*রূপ ফলের আশ্রয় বলিয়া তণ্ডুল কর্ম্ম হইয়াছে। সূত্রকার কর্ম্মকে ঈপ্সিততম বলিয়াছেন, কারণ 'পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদি স্থলে ভোজন-ক্রিয়ার সহিত পয়ঃ এবং ওদন উভয়ই সম্বদ্ধ হইলেও ওদনই ভোজন-ব্যাপারে প্রধান এবং পয়ঃ তাহার সংস্কারকমাত্র। সেইজন্য এখানে ওদনেই কর্ম্মত্ব হইয়াছে। 'ঈপ্সিততম'শব্দগ্রহণের আরও অন্য কারণ আছে। 'অগ্নে র্মাণবকং বারয়তি' ইত্যাদি স্থলে "বারণার্থানামীপ্সিতঃ" (পা° ১।৪।২৭) এই সূত্রদ্বারা মাণবকে অর্থাৎ বালকে অপাদানত্বপ্রাপ্তি থাকায় তন্নিবৃত্তিতেও উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। সেইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তমগ্রহণং কিমর্থম্? কর্ত্তুরীপ্সিতং কর্ম্মেতীয়ত্যুচ্যমান ইহাগ্নে র্মাণবকং বারয়তীতি মাণবকেঽপাদানসংজ্ঞা প্রসজ্যেত" (১।৪।৪৯ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। এই ঈপ্সিততমত্ব যে কর্ত্তৃসম্বন্ধীয় তাহা বুঝাইবার জন্যই সূত্রে 'কর্ত্তুঃ'পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ 'মাষেষশ্বং বধ্নাতি' ইত্যাদি স্থলে আমরা দেখিতে পাই—মাষ কর্ম্ম হয় নাই, যেহেতু বন্ধনকর্ম্মীভূত অশ্বেরই ঈপ্সিত মাষ, বন্ধনকর্ত্তার নহে। ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও অনেক স্থলে অনীপ্সিতও কর্ম্মরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য পাণিনিকে আবার সূত্র করিতে হইয়াছে—"তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতম্" (১।৪।৫০)। সূত্রে তথাশব্দ সাদৃশ্যবাচক। অতএব তাৎপর্য্যতঃ ইহার অর্থ এইরূপ—ঈপ্সিততমের ন্যায় ক্রিয়া-জন্য ফলযুক্ত অনীপ্সিত কারকও কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এখানে 'অনীপ্সিত'

---

* 'তপ্তোদকপ্রস্বেদনকৃতপ্রশিথিলাবয়বকত্বাত্মকং মৃদুবিশদত্বং বিক্লিত্তিঃ।' সুতরাং বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার অর্থাৎ পাকরূপ ক্রিয়া।

শব্দ দ্বারা দ্বেষ্য ও উদাসীন উভয়েরই গ্রহণ হইবে। কারণ উক্তশব্দে পর্য্যুদস্ত নঞ্ হইয়াছে। অতএব অনীপ্সিত শব্দের প্রকৃত অর্থ—ঈপ্সিতভিন্ন। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"অনীপ্সিতমিতি নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধ ঈপ্সিতং নেতি। কিং তর্হি? পর্য্যুদাসোঽয়ং যদন্যদীপ্সিতাৎ তদনীপ্সিতমিতি। অন্যচ্চৈতদীপ্সিতাদ্যন্নে-বেপ্সিতং নাপ্যনীপ্সিতমিতি" (১।৪।৫০ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। উক্ত ভাষ্যের উত্তরাংশ দেখিলে মনে হয় যে, পতঞ্জলি অনীপ্সিতশব্দকে কেবল 'উদাসীন'-অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন *। সমাধান এরূপ করিলেও ভাষ্যকার তৎপূর্ব্বে দ্বেষ্যের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন—"যত্তর্হ্যন্যৎ করিষ্যামীত্যন্যৎ করোতি তদুদাহরণম্। কিং পুনস্তৎ? গ্রামান্তরময়ং গচ্ছংশ্চোরান্ পশ্যতি অহিং লঙ্ঘয়তি কণ্টকান্ মৃদ্নাতি" (১।৪।৫০ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। তবে 'বিষং ভক্ষয়তি' এই বাক্যের ব্যাখ্যাবসরে তিনি বলিয়াছেন—"বিষং ভক্ষয়তীতি। নৈতদস্তি। পূর্ব্বেণাপ্যেতৎ সিধ্যতি। ন সিধ্যতি। 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম' (১।৪।৪৯) ইত্যুচ্যতে কস্য চ নাম বিষভক্ষণমীপ্সিতং স্যাৎ? বিষভক্ষণমপি কস্যচিদীপ্সিতং ভবতি। কথম্? ইহ য এষ মনুষ্যো দুঃখার্ত্তো ভবতি সোঽন্যানি দুঃখান্যনুনিশম্য বিষভক্ষণমেব জ্যায়ো মন্যতে।" (১।৪।৫০ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। সমাধানভাষ্যে বিষয়টী আলোচিত না হওয়ায় মনে হয়, ভাষ্যকার উক্ত যুক্তিই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ কিন্তু 'বিষং ভক্ষয়তি' এই উদাহরণটীর দ্বেষ্যপক্ষেও যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন—যে স্থলে বলবদ্-বৈরিকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া কেহ বিষপাণ করিতে বাধ্য হয়, সে স্থলে ত বিষ দ্বেষ্য হইয়াও কর্ম্ম হয়। এখানে অবশ্য নিগ্রহ অপেক্ষা বিষপাণ শ্রেয়ঃ—এইরূপ জ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও শত্রুকর্ত্তৃক বলপ্রয়োগপূর্ব্বক বিষপাণ বুঝাইতেছে। অনীপ্সিতের উদাহরণ দেখাইবার জন্য ভট্টোজি লিখিয়াছেন—ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্ক্তে (সি° কৌ°)। এই উদাহরণটী যে দ্বেষবিষয়ক তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তত্ত্ববোধিনীতে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী লিখিয়াছেন—"অত্র বিষং হেয়মপ্যোদনবদ্ভুজিনা সম্বন্ধাৎ কর্ম্ম। ননু য এব পুরুষো ব্যাঘ্রাদিনা

---

* ইহার প্রদীপে কৈয়ট লিখিয়াছেন—"নায়ং প্রতিষেধ ইতি। যথাঽধর্ম্মা-নৃতাদিভিরুত্তরপদার্থপ্রতিপক্ষভূতং বস্তু তৎপ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিপাদ্যতে তথানীপ্সিতশব্দেনাপি দ্বেষ্যং বস্তু যদভিধীয়তে তদেব ন গৃহ্যতে, কিং তু সর্ব্বমীপ্সিতাদন্যদিত্যর্থঃ"।

পীড্যমানো মরণমেব শ্রেয়ো মন্যতে তস্য বিষমপীপ্সিতমেব। যোঽপি ভ্রান্ত্যা ভুঙ্‌ক্তে তস্যাপি গুড়াদিবদ্‌বুদ্ধ্যা ব্যবসীয়মানং বিষমীপ্সিতমেব। কথমন্যথা প্রবর্ত্তেত। তস্মাদিদমুদাহরণমযুক্তমেবেতি চেৎ। অত্রাহুঃ। যদা কশ্চিন্মরণ-কাতরোঽপি বৈরিণা নিগৃহ্যমাণো বিষং ভুঙ্‌ক্তে তদেদমুদাহরণমিতি।" ঈপ্সা ও দ্বেষের অভাবই ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা। ইহার উদাহরণ যেমন—গ্রামং গচ্ছং-স্তৃণং স্পৃশতি। স্পৃশ্‌ ধাতুর অর্থ সংযোগানুকূলব্যাপার। এখানে স্পৃশ্যমান তৃণ ঈপ্সিততম না হইয়াও ক্রিয়াজন্য সংযোগাত্মক ফলাশ্রয় হইতেছে বলিয়া উহা কর্ম্ম হইয়াছে। এই ঔদাসীন্য বুদ্ধিবিষয়ক নহে, কারণ 'নদী কূলং কষতি'—ইহাও ঔদাসীন্যের একটী উদাহরণ।

ত্রিমুনিব্যাকরণে কর্ম্মের লক্ষণ লইয়া যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল বিষয় স্থূলতঃ আলোচিত হইল। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণেরা কর্ম্মকারকের যে যে লক্ষণ স্থির করিয়াছেন, তৎসমুদায় এক্ষণে কলাপকেশরী সুষেণবিদ্যাভূষণের দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম" (চ—২১৯) অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়াদ্বারা যাহা সম্বদ্ধ বা ব্যাপ্ত, তাহা কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় *। এই প্রকার লক্ষণ স্বীকার করিলে কর্ত্তা নিজে স্বক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া তাহারও কর্ম্মসংজ্ঞা হইতে পারে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে, 'ক্রিয়তে'পদস্থিত কৃধাতুর দ্বারা ক্রিয়ামাত্র সূচিত হইতেছে †। আর উক্তপদে কর্ম্মবাচ্য-বিহিত আত্মনেপদ থাকায় ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্ব উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 'ওদনং পচতি' ইত্যাদি স্থলে পচিধাতুবাচ্য-অধিশ্রয়ণাদিজন্য বিক্লিত্তিরূপ ক্রিয়াফলভাগিত্বহেতু ওদনেরই কর্ম্মত্ব সিদ্ধ হয়। 'ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্ম্মত্বম্‌' —এই প্রকার লক্ষণ কিন্তু একেবারে নির্দ্দোষ নহে। কারণ 'গ্রামং গচ্ছতি দেবদত্তঃ'—এখানে গতিক্রিয়াজন্য সংযোগরূপ ফলশালিত্বহেতু গ্রামের যেমন কর্ম্মত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ দেবদত্তেও উক্ত কারণবশতঃ কর্ম্মত্বপ্রসঙ্গ আসিতে পারে। যেহেতু সংযোগরূপ ফল এখানে গ্রাম এবং দেবদত্ত উভয়নিষ্ঠ

---

* ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া যৎ ক্রিয়তে যদ্ব্যাপ্যতে তৎ কর্ম্ম" (চ—২১৯ বৃত্তীয় পঞ্জী)। হৈমশব্দানুশাসনে হেমচন্দ্রও বলিয়াছেন—"কর্ত্তুর্ব্যাপ্যং কর্ম্ম" (২।২।৩)।

† "কৃভ্‌ত্বয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবচনাঃ"।

হইতেছে। এই প্রকার দোষ পরিহারের জন্য কর্ম্মলক্ষণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন—'পরসমবেতক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্ম্মত্বম্' (কারকচক্র)। এখানে 'পর'শব্দদ্বারা 'স্বভিন্ন' অর্থাৎ 'কর্ম্মভিন্ন'—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অতএব সংযোগফলবিষয়ে দেবদত্ত আত্মসমবেতক্রিয়াজন্যফলভাগী হইতেছে বলিয়া তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইতে পারে না। কিন্তু এখানে 'পর'শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কর্ম্মের লক্ষণনির্ণয়াবসরে 'কর্ম্মভিন্ন' এইরূপ বলা উচিত নহে, কারণ প্রতিপাদ্য বস্তুকে তদ্‌ভিন্নত্বাভাব বলিলে কি তাহা কখনও প্রতিপাদিত হয়? তবে 'পর'শব্দের যদি "ফলাশ্রয়ভিন্নত্বং পরত্বম্" এইরূপ অর্থ বলা যায়, তাহা হইলেও 'দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি'—এস্থলে ফলাশ্রয়ভিন্নত্বাভাবহেতু অর্থাৎ ফলাশ্রয় হইয়াও দেবদত্তে যে জন্য কর্ম্মত্ব আসে না সেই কারণ বশতঃ গ্রামেতেও কর্ম্মপ্রসঙ্গ আসিবে না। কারণ দেবদত্ত ও গ্রাম উভয়ই গমনক্রিয়াজন্যসংযোগরূপফলশালী। শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলের উক্তি আছে—

"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে॥"

উক্ত দোষনিবারণকল্পে অনেকে বলেন—"তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি তৎক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্ম্মত্বম্"। ইহার অর্থ এইরূপ—ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়া ক্রিয়াজন্যফলশালিত্ব যাহাতে থাকে তাহারই কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। এরূপ লক্ষণে দেবদত্ত ক্রিয়াজন্যফলশালী হইলেও ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া উহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইবে না। ভাল, এই প্রকারে কর্ত্তৃকারকে কর্ম্মত্বপ্রসঙ্গ নিরস্ত হইলেও কারকান্তরে উহা নিবারিত নহে, কারণ 'পর্ব্বতাদবরোহতি'—এ স্থলে পর্ব্বত স্পন্দনক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও উক্ত ক্রিয়াজন্যবিভাগরূপ ফলের আশ্রয় হইতেছে বলিয়া উহাতে কর্ম্মত্বের বাধা হয় না। অপাদানে কর্ম্মত্বের এই প্রকার অতিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি ধাত্বর্থাবচ্ছেদকীভূততৎক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বং কর্ম্মত্বম্"। উক্ত লক্ষণস্থিত 'ধাত্বর্থাবচ্ছেদকীভূত'-শব্দ ফলের বিশেষণ হইয়াছে। যাহার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয় তাহাই অবচ্ছেদক*। এরূপ দৃষ্টিতে অবরোহণক্রিয়া

* "যদুদ্দিশ্য ক্রিয়া প্রবর্ত্ততে তদবচ্ছেদকম্"।

উত্তরদেশসংযোগরূপ ফলের জ্ঞান দিতেছে। প্রকৃত ধাত্বর্থ এখানে বিভাগ নহে এবং সেই জন্যই পর্ব্বত অপাদান হইয়াছে, নচেৎ কর্ম্ম হইত *। এইরূপে কারকান্তরে কর্ম্মত্বপ্রসঙ্গ বাধিত হইল বটে, কিন্তু 'ভূমৌ পর্ণং পততি', 'নদীতীরে প্লবো বর্দ্ধতে' ইত্যাদি স্থলে ভূমি ও তীর উভয়ই ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও ক্রিয়াজন্যসংযোগরূপফলভাগী হওয়ায় উক্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় না। সেইজন্য সুষেণবিদ্যাভূষণ 'ধাতুবাচ্য'শব্দ ক্রিয়াজন্যফলের বিশেষণ-রূপে যোগ করিয়া লক্ষণকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্ম্মের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ এইরূপ—"তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি ধাত্বর্থাবচ্ছেদকীভূততৎক্রিয়াজন্যধাতু-বাচ্যফলভাগিত্বং কর্ম্মত্বম্"। উক্ত উদাহরণদ্বয়স্থিত পতন এবং বৃদ্ধি এই দুইটী ক্রিয়ার ধাতুবাচ্যফল উত্তরদেশসংযোগ বলিয়া প্রতীত হয় না, কারণ ধাতুবাচ্য-রূপে উহা এস্থলে বিবক্ষিত নহে। ফলের বিবক্ষাবিষয়ে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ক্রিয়াবচ্ছেদকং যত্র ফলং কর্ত্রা বিবক্ষিতম্।
তদেব কর্ম্মধাতুস্তু ফলানুক্তাবকর্ম্মকঃ॥"†

এই প্রমাণানুসারে অন্যান্য বৈয়াকরণসম্প্রদায়েও উক্ত হইয়াছে—'ধাতোঃ ফলাবচ্ছিন্নব্যাপারবোধকত্বেনৈব সকর্ম্মকত্বম্, তদবোধকত্বে চাকর্ম্মকত্বম্'। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপারবোধকত্ববিষয়ে সমানার্থক হইলেও ফলাবচ্ছিন্ন-ব্যাপার এবং কেবলব্যাপার উভয়ের ভেদবশতঃ ধাতুসমূহ দ্বিবিধ হইতে পারে—সকর্ম্মক এবং অকর্ম্মক। ভট্টোজির উক্তিও আছে—

"ফলব্যাপারয়োরেকনিষ্ঠতায়ামকর্ম্মকঃ।
ধাতুস্তয়োর্ধর্ম্মিভেদে সকর্ম্মক উদাহৃতঃ॥" (ভূষণকারিকা)।

---

* এ বিষয়ে মঞ্জুষায় নাগেশ বলিয়াছেন—"ননু বৃক্ষং ত্যজতি খগ ইত্যত্র বৃক্ষস্য বিভাগরূপফলাশ্রয়ত্বেনাপাদানত্বমস্তিতি চেন্ন। অত্র হি বিভাগঃ প্রকৃতধাত্বর্থঃ। যত্র চ বিভাগো ন প্রকৃতধাত্বর্থস্তদ্বিভাগাশ্রয়স্যৈবাপাদানত্বং যথা বৃক্ষাৎ পততীত্যাদৌ, যত্র চ প্রকৃতধাত্বর্থো বিভাগস্তত্রোভয়প্রাপ্তৌ অপাদানমুত্তরাণি কারকাণি বাধন্ত ইতি ভাষ্যযুক্তেঃ কর্ম্মত্বম্।"

† কাতন্ত্রে চতুষ্টয়ের ২১৯ সূত্রীয় কবিরাজে 'তদুক্তং ভট্টচরণৈঃ' বলিয়া ঈষৎ পাঠান্তরের সহিত কারিকাটী উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তথায় 'ভর্ত্তৃচরণৈঃ' পাঠ করাই শ্রেয়ঃ। প্রমাণটী কুমারিলের বার্ত্তিকে বা ভর্ত্তৃহরির মুদ্রিত বাক্যপদীয়ে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু বিশ্বকোষে ক্রিয়াশব্দ এবং অন্যান্য গ্রন্থ দেখিলে আমাদের মতবাদ সমর্থিত হইয়া থাকে।

এ সকল কথার তাৎপর্য্য এইরূপ—'ধাতুর অর্থই ক্রিয়া। কর্ত্তার যে ব্যাপার তাহাই ক্রিয়াপদবাচ্য, যেমন—অধিশ্রয়ণ (চুল্লীতে স্থালী অর্থাৎ হাঁড়ি সংস্থাপন), উদকাসেচন (হাঁড়িতে জলপ্রদান); তণ্ডুলাবপন (হাঁড়িতে তণ্ডুল নিক্ষেপ), এধোঽপকর্ষণ (স্বসমুত্থিত ইন্ধনের অধঃকরণ) ইত্যাদি হইতে স্থাল্যপকর্ষণ (হাঁড়ি নামান) পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার কর্ত্তা সম্পাদন করেন, তাহাকে পাকক্রিয়া বলে। বৈয়াকরণদের মতে ক্রিয়া আবার দুই প্রকার—সাধ্য ও সিদ্ধ। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরির উক্তি আছে—"ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীর্ত্তিতা। সিদ্ধতাং দ্রব্যমিচ্ছন্তি তত্রৈবেচ্ছন্তি ঘঞ্‌ বিধিম্"। তিবাদিনিষ্পন্ন ক্রিয়াকে সাধ্য এবং ঘঞাদিনিষ্পন্ন ক্রিয়াকে সিদ্ধ বলে, যেমন—'পচতি' এবং 'পাকঃ'। বাক্যপদীয়ে আবার লিখিত আছে—

"জাতিমন্যে ক্রিয়ামাহুরনেকব্যক্তিবর্ত্তিনীম্।
অসাধ্যাং ব্যক্তিরূপেণ সা সাধ্যেত্যভিধীয়তে ॥"

উক্ত কারিকার তাৎপর্য্যানুসারে ভট্টোজি বলিয়াছেন—

"সাধ্যত্বেন ক্রিয়া তত্র ধাতুরূপনিবন্ধনা।
সিদ্ধভাবস্তু যস্তস্যাঃ স ঘঞাদিনিবন্ধনঃ ॥" (ভূষণকারিকা)।

যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে তাহাকে সকর্ম্মক এবং যাহার কর্ম্ম নাই তাহাকে অকর্ম্মক বলে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী ফল এবং ব্যাপার আছে। যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় তাহাকে ফল বলে এবং যাহা সেই ফলের জনক তাহাকে ব্যাপার বলে। যে স্থলে ফল ও ব্যাপার কর্ত্তাতেই থাকে, সেই ক্রিয়াকে অকর্ম্মক বলা হয়, যেমন—অসৌ হসতি। এ স্থলে হসনক্রিয়া অকর্ম্মক, কারণ উহার ফল ও ব্যাপার কর্ত্তাতেই বিদ্যমান আছে। যে স্থলে কর্ত্তৃভিন্ন অন্য কোনও পদার্থে ফল থাকে সেস্থলে ক্রিয়ার সকর্ম্মকত্ব হইবে, যেমন—'রাম ওদনং পচতি'। এস্থলে অধিশ্রয়ণ হইতে স্থাল্যপকর্ষণ পর্য্যন্ত পাকক্রিয়ার ব্যাপার এবং পদার্থের শিথিলতা (বিক্লিত্তি) তাহার ফল। এই শিথিলতা বা বিক্লিত্তি কর্ত্তৃভিন্ন অন্য পদার্থে অর্থাৎ ওদনে আছে বলিয়া পাকক্রিয়া সকর্ম্মক।'

পূর্ব্বোক্ত 'ক্রিয়াবচ্ছেদকং যত্র ফলং কর্ত্রা বিবক্ষিতম্' ইত্যাদি হরিকারিকা হইতে উপপন্ন হইতেছে যে, বক্তা যখন ফলবিবক্ষা করেন তখন ক্রিয়া সকর্ম্মক হয় এবং যখন তিনি উহা করেন না তখন অকর্ম্মক হয়। অতএব একই ক্রিয়া বক্তার

ইচ্ছানুসারে সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক হইতে পারে, যেমন—'রামো বনং গচ্ছতি' এবং 'রামো বনে গচ্ছতি'। প্রথম উদাহরণে ক্রিয়া সকর্ম্মক, কারণ তৎসংক্রান্ত ফলের বিবক্ষা আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ফলের বিবক্ষা নাই বলিয়া গতিক্রিয়া অকর্ম্মক। পাণিনি-ব্যাকরণে "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" (১।৪।৪৯) এই সূত্রে তমব্‌গ্রহণের দ্বারা কর্ত্তার ধাতুবাচ্য ফলবিবক্ষাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

যে সকল সকর্ম্মক ধাতু দুইটী কর্ম্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক বলা হয়। অতএব দ্বিকর্ম্মক লইয়া ধাতু ত্রিবিধ। সেইজন্য কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

"ধাতব স্ত্রিবিধা ধীরৈরুক্তাঃ কেচিদকর্ম্মকাঃ।
সকর্ম্মকাশ্চ কতিচিৎ কতিচিচ্চ দ্বিকর্ম্মকাঃ॥"

অর্থাৎ ধাতু ত্রিবিধ—অকর্ম্মক, সকর্ম্মক এবং দ্বিকর্ম্মক। কিন্তু আমাদের মতে ধাতু চতুর্ব্বিধ—অকর্ম্মক, সকর্ম্মক, দ্বিকর্ম্মক এবং ত্রিকর্ম্মক। ধাতু ও ধাত্বর্থ বহুবিধ বলিয়া সারস্বতসম্প্রদায়ে সামান্য কিছু ধাতুবিষয়ক পরিচয় দিবার পর উক্ত হইয়াছে—

"ধাতূনামপ্যনন্তত্বান্নানার্থত্বাচ্চ সর্ব্বথা।
অভিধাতুমশক্যত্বাদাখ্যাতখ্যাপনৈরলম্॥"

অতএব আমরাও ধাতুসম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু বলিয়া 'লোকাচ্ছেষস্য সিদ্ধিঃ' এই ন্যায়ানুসারে উহার প্রসঙ্গ শেষ করিব। অকর্ম্মক ধাতুসম্বন্ধে বৈয়াকরণেরা বলেন—"যে ধাতবঃ কর্ম্মবাঞ্ছারহিতাং ক্রিয়াং কথয়ন্তি তেঽকর্ম্মকাঃ"। অকর্ম্মক ধাতুর লক্ষণ লইয়া কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

"ন সাধয়িতুমীশা যে বস্তুন্তরমকর্ম্মকাঃ।
সত্তামাত্রাদ্যর্থকাস্তে ভূবাদয় উদীরিতাঃ॥"

অস্ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্মক ধাতু লক্ষ্য করিয়া একটী শ্লোক শুনা যায়—

"সত্তালজ্জাস্থিতিজাগরণং বৃদ্ধিক্ষয়ভয়জীবিতমরণম্।
শয়নক্রীড়ারুচিদীপ্ত্যর্থা নৈতে কর্ম্মণি ধাতব উক্তাঃ॥"

কেহ কেহ বলেন—"সত্তাজীবনদর্পভীতিশয়নক্রীড়ানিবাসক্ষয়া-
ব্যক্তধ্বাননভোগতিস্থিতিজরালজ্জাপ্রমাদোদয়ে।
উন্মাদে চ পলায়নভ্রমণয়োঃ খ্যাতৌ ক্ষরে খোটনে
মোহে ধাবনবুদ্ধিশুদ্ধিমদনে শান্তৌ প্লুতৌ মজ্জনে॥

দীপ্তৌ জাগরণে চ বক্রগমনোৎসাহে মৃতৌ সংশয়ে
গ্লানৌ মন্দগতৌ চ নৃত্যপতনে চেষ্টাক্রুধো রোদনে।
বৃদ্ধৌ হাবকৃতৌ চ সিদ্ধিবিরতৌ হর্ষাদরে সেবনে
কম্পোদ্বেগনিমেষশঙ্কযতনে খেদে ধবেঽকর্ম্মকাঃ ॥"

কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন—

"সত্ত্ববৃদ্ধিশুদ্ধিসিদ্ধিযত্নবাসরোদনে
স্থানভীতিনৃত্তমৃত্যুভাসদীপজীবনে।
স্বপ্নদাহশোষরোষহর্ষযুদ্ধকম্পনে
জাগরাবিলাসদর্পশান্তিশক্তিখোটনে ॥
এবমাদিকার্থবাচিধাতবোঽপ্যকর্ম্মকা
নৈব কর্ম্ম চাপ্নুবন্তি ভাবমাত্রবাচকাঃ।"

স্থলবিশেষে সকর্ম্মক ধাতু অকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইজন্যই ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে র্ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্ম্মণোঽকর্ম্মিকা ক্রিয়া" ॥ (বাক্যপদীয়)।

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—(১) ধাতু অর্থান্তরে প্রযুক্ত হইলে অকর্ম্মক হইতে পারে। সুতরাং বহ্ ধাতু স্যন্দনার্থে অকর্ম্মক কিন্তু বহনার্থে দ্বিকর্ম্মক, যেমন—'নদী বহতি' (স্যন্দতে) এবং 'ভৃত্যো গ্রামং বহতি ভারম্'। (২) ধাত্বর্থে কর্ম্ম অন্তর্নিহিত থাকিলে ধাতু অকর্ম্মক হইতে পারে, যেমন —'নৈকোঽপি ম্রিয়তে নরঃ' (প্রাণান্ ত্যজতীত্যর্থঃ); (৩) কোনও কোন স্থলে কর্ম্ম এরূপ প্রসিদ্ধ যে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক, যেমন—মেঘো বর্ষতি। মেঘের 'বারি' বর্ষণ সকলের জানা আছে বলিয়া বর্ষণক্রিয়া এখানে অকর্ম্মক। কর্ম্ম অপ্রসিদ্ধ হইলে কিন্তু এরূপ হইবে না, যেমন—লাজান্ বর্ষতি ইত্যাদি। (৪) কর্ম্মত্বের অবিবক্ষাহেতু কতকগুলি সকর্ম্মক ধাতুও অকর্ম্মকরূপে প্রযুক্ত হয়, যেমন—'দীক্ষিতো ন দদাতি' ইত্যাদি। সেইজন্য লোকেও বলে—'সকর্ম্মকাশ্চ কর্ম্মাবিবক্ষায়ামকর্ম্মকা ভবন্তি'। এ বিষয়ে ভরতমল্লিক বলিয়াছেন—

"কর্ম্মাবিবক্ষয়া যোজ্যা বিনা কর্ম্ম সকর্ম্মকাঃ।
হরির্গচ্ছতি হর্ষেণেত্যাদয়োঽপি প্রযুক্তয়ঃ ॥"

কর্ম্মসম্বন্ধে শাব্দিকগণ প্রকারান্তরে বলেন—'যৎ ক্রিয়তে কর্ত্রা স্বক্রিয়য়া নিষ্পাদ্যতে তৎকার্য্যং কর্ম্ম (ভবতি)'। তাঁহাদের মতে ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—'করোতে নিখিলক্রিয়াবাচকত্বাৎ কর্ত্তুর্ব্যাপারৈ র্যৎ সাধ্যতে তৎ কর্ম্ম ভবতি'। এইজন্য চান্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে—"ক্রিয়াপ্যে দ্বিতীয়া" (২।১।৪৩)। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—'কর্ত্তুর্ব্যাপ্যং কর্ম্ম' (২।১।৩)। সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—'ক্রিয়াব্যাপ্যং কর্ম্ম' (২।১।৩) এবং প্রয়োগরত্নমালায় পুরুষোত্তম বলিয়াছেন —'যৎ কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যং তৎ কর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্'।

কর্ম্মের উপর পাণিনির সূত্র আছে—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" (১।৪।৪৯), "তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্" (১।৪।৫০), "অকথিতং চ" (১।৪।৫১) ইত্যাদি। প্রথম সূত্রটীর অর্থ হইতেছে—'কর্ত্তুরীপ্সিততমং ক্রিয়য়া ব্যাপ্তুমিষ্টতমং কারকং কর্ম্মসংজ্ঞং ভবতি'। অর্থাৎ কর্ত্তা যাহাকে ক্রিয়ার দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে একান্ত ইচ্ছা করেন তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। সূত্রস্থ ঈপ্সিতশব্দ ক্রিয়াপর বুঝিতে হইবে, অভিপ্রেতপর নহে। সেইজন্য ভাষ্যাদির তাৎপর্য্য অনুসরণপূর্ব্বক 'ঈপ্সিততম' শব্দের অর্থসম্বন্ধে লঘুশব্দেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন—"ঈপ্সিততমত্বঞ্চ প্রকৃতধাত্বর্থপ্রধানীভূতব্যাপারপ্রয়োজ্যপ্রকৃতধাত্বর্থফলাশ্রয়ত্বেনোদ্দেশ্যত্বম্।" দ্বিতীয়টীর অর্থ হইতেছে—'ঈপ্সিততমবৎ ক্রিয়য়া যুক্তমনীপ্সিতমপি কারকং কর্ম্মসংজ্ঞং ভবতি'। অর্থাৎ ঈপ্সিততম বস্তুর ন্যায় অনীপ্সিত অর্থাৎ অনুদ্দেশ্য বস্তু যদি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে উহারও কর্ম্মসংজ্ঞা হইবে। তৃতীয়টীর অর্থ হইতেছে—'অপাদানাদিত্বেন পূর্ব্বোক্তকর্ম্মদ্বয়েন চাবিবক্ষিতম্, তাৎপর্য্যাত ঈপ্সিতমিতি যাবৎ'। অর্থাৎ অপাদানাদি বিশেষবচনে এবং পূর্ব্বোক্ত ঈপ্সিততম ও অনীপ্সিত এই কর্ম্মদ্বয়ে যে কারক বিবক্ষিত হয় নাই তাহাকেই অকথিত অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ ঈপ্সিত কর্ম্ম বলিতে হইবে। এই সকল সূত্র লক্ষ্য করিয়া হরিনামামৃতে গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম পুন স্ত্রিবিধম্। কর্ত্তুরীপ্সিততমমনীপ্সিতমীপ্সিতং চ। যথাহ ভগবান্ পাণিনিঃ—'কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম' 'তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্' 'অকথিতং চে'তি। প্রথমং দর্শিতম্। মধ্যমং তু দ্বেষ্যমনপেক্ষ্যং চ।......তথেপ্সিতং যদীপ্সিততমোপযোগি। অকথিতত্বমপাদানাদিত্বেন পূর্ব্বোক্তকর্ম্মদ্বয়েন চাবিবক্ষিতকারকত্বম্।" (১ম খণ্ড, পৃ০ ৮০২-৮০৩)। অতএব গোস্বামিপাদের মতে ঈপ্সিততম-অনীপ্সিত-ঈপ্সিত ভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ। তন্মধ্যে

ঈপ্‌সিততম কর্ম্ম আবার ত্রিবিধ—নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য ও প্রাপ্য। অনীপ্‌সিত কর্ম্ম দ্বিবিধ—দ্বেষ্য ও অনপেক্ষ্য অর্থাৎ তটস্থ বা ঔদাসীন্যপ্রাপ্ত। আর অকথিত বা ঈপ্‌সিত কর্ম্ম অর্থাৎ দ্বিকর্ম্মকধাতুর গৌণকর্ম্ম, যেমন—গোপালো গাঃ পয়ো দোগ্ধি। এখানে 'গাঃ'পদ অকথিত অর্থাৎ কর্ত্তার ঈপ্সিত কর্ম্ম। আবার যেমন "স্তোকং পচতি" এস্থলে "স্তোকম্"পদ ক্রিয়াবিশেষণ হইলেও তাহার কর্ম্মত্ব "অকথিতঞ্চ" সূত্রের দ্বারা অভ্যুপগত হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"অকথিতঞ্চ সূত্রেণ স্তোকং ভীতঃ স্তোকং স্থিতঃ।
ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম্ম তন্নপুংসকমব্যয়ম্॥"

অনীপ্‌সিত কর্ম্ম সম্বন্ধে ভোজসম্প্রদায়ের নারায়ণ দণ্ডনাথ লিখিয়াছেন—'ঈপ্‌সিতাদন্যদনীপ্‌সিতং দ্বেষ্যমুদাসীনং প্রাপ্যং চ। বিষং ভক্ষয়তি। চোরান্ পশ্যতি। গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলান্যুপসর্পতি' (হৃদয়হারিণী ১।১।৩৯)। ইহা কিন্তু ভাষ্যবিরুদ্ধ। কারণ ভাষ্যে দ্বিতীয় উদাহরণটী দ্বেষ্য মধ্যে এবং শেষটী ঔদাসীন্য-প্রাপ্তের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

গোস্বামিপাদের বিভাগ সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে। পাণিনীয়মতে কর্ম্ম প্রথমতঃ দ্বিবিধ—'কর্ত্তুরীপ্‌সিততমং কর্ম্ম' এই সূত্রলক্ষিত কর্ম্ম এবং সূত্রান্তরলক্ষিত কর্ম্ম। তন্মধ্যে ঈপ্‌সিততম কর্ম্ম ত্রিবিধ—নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য এবং প্রাপ্য। নির্ব্বর্ত্ত্য কর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া যস্যোৎপাদঃ প্রকাশো বা তন্নির্বর্ত্ত্যম্'। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—'যদসদুৎপদ্যতে সদেবাভিব্যজ্যতে তন্নির্বর্ত্ত্যম্। বৈশেষিকাদিমতে ঘটোঽসন্নেবোৎপাদ্যতে, সাংখ্যাদিমতে তু ঘটঃ সন্নেবাভি-ব্যজ্যতে।' অসৎকার্য্যবাদী এবং সৎকার্য্যবাদী উভয়ের দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বিকার্য্যকর্ম্ম সম্বন্ধে উক্তি আছে—'যল্লব্ধসত্তাকমেবাব-স্থান্তরমাপদ্যতে তদ্বিকার্য্যম্'। ইহা দ্বিবিধ—প্রকৃতির বিনাশসম্ভূত এবং প্রকৃতির কথংচিদ্ গুণপরিবর্ত্তনজনিত। প্রথমটীর উদাহরণ যেমন—কাষ্ঠং ভস্ম করোতি, আর শেষটীর উদাহরণ যেমন—সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি। প্রাপ্য কর্ম্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'যত্র প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ক্রিয়াকৃতো বিশেষো ন দৃশ্যতে তৎপ্রাপ্যম্, যথা আদিত্যং পশ্যতীতি। ন হ্যত্রাদিত্যে দর্শনক্রিয়য়া কশ্চিদ্ বিশেষঃ ক্রিয়তে। যদ্যপি বিষয়তারূপঃ ক্রিয়াকৃতো বিশেষো ভবত্যেব অন্যথা কর্ম্মত্বানুপপত্তে স্তথাপি প্রতিপত্তৃব্যতিরিক্তপুরুষাপেক্ষয়া বিশেষো ন গম্যত ইতি বোধ্যম্।'

সূত্রান্তরলক্ষিত কর্ম্ম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) 'তথাযুক্তং চানীপ্‌সিতম্' এই সূত্রলক্ষিত তটস্থ বা ঔদাসীন্যপ্রাপ্ত কর্ম্ম, (২) ঐ সূত্রলক্ষিত দ্বেষ্য কর্ম্ম, (৩) 'অকথিতং চ' সূত্র-লক্ষিত দ্বিকর্ম্মক ধাতুর অপ্রধান কর্ম্ম যাহা সংজ্ঞান্তর-দ্বারা অনাখ্যাত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং (৪) 'দিবঃ কর্ম্ম চ' প্রভৃতি সূত্রলক্ষিত কর্ম্ম যাহা অন্যপূর্ব্বক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তটস্থ বা ঔদাসীন্যপ্রাপ্ত যেমন—গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতি। সুপদ্মে ইহা ইতরকর্ম্ম বলিয়া কথিত। হরিনামামৃতে গোস্বামিপাদ ইহাকে অনপেক্ষ্য কর্ম্ম বলিয়াছেন (পৃঃ ৮০২)। দ্বেষ্য যেমন—পাপং ত্যজতি, (সংক্ষিপ্তসার এবং মুগ্ধবোধে দুর্গাদাস), গ্রামং গচ্ছন্ চোরান্ পশ্যতি, অহিং লঙ্ঘয়তি ইত্যাদি *। সংজ্ঞান্তরদ্বারা অনাখ্যাত যেমন—গাং দোগ্ধি পয়ো

---

* 'বিষং ভক্ষয়তি' এস্থলে বিষ ঈপ্‌সিত কি অনীপ্‌সিত? পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"বিষভক্ষণমপি কস্যচিদীপ্‌সিতং ভবতি। কথম্? ইহ য এষ মনুষ্যো দুঃখার্ত্তো ভবতি সোঽস্যানি দুঃখান্যনুনিশম্য বিষভক্ষণমেব জ্যায়ো মন্যতে।" (১।৪।৫০)।

আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি সাময়িক ক্ষিপ্ততা বা মূঢ়তাবশতঃ বিষকে ঈপ্‌সিত মনে করে করুক, কিন্তু বস্তুর স্বভাবসিদ্ধধর্ম্মবশতঃ পুরুষের চিত্তসংস্কারে বিষ সকল সময়েই দ্বেষ্য বা অনীপ্‌সিত হইয়া থাকে। কারণ জীবের অভিনিবেশ বা প্রাণধারণের বলবান্ আগ্রহ কখনই উন্মূলিত হয় না। পুরুষের চিত্তসংস্কারে অভিনিবেশের বলবত্তা দেখিয়া যোগশাস্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢোঽভিনিবেশঃ" (২।৯)। ইহার ব্যাসভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"সর্ব্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশী নিত্যা ভবতি মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি"। এস্থলে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"ইয়মাত্মাশীরাত্মনি প্রার্থনা মা ন ভূবং ভূয়াসং জীব্যাসমিতি।" অনিত্যে নিত্যতার জ্ঞানহেতু এই অভিনিবেশ অবিদ্যাপক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে উপায়ে অবিদ্যার উচ্ছেদদ্বারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহাই আত্মার একান্ত অভিমত হয় সত্য, কিন্তু বিষের দ্বারা আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত পুরুষে সে উপায়ের বিদ্যমানতা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং চিত্তের সংস্কার হইতে যদি অভিনিবেশের অত্যন্ত বিলোপ না হয় তাহা হইলে বিষ কখনও স্বরসতঃ কাহারও এষ্য বা ঈপ্‌সিত হইতে পারে না।

বেদান্তিগণ আবার অভিনিবেশকে অবিদ্যাপক্ষেও নিক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, সচ্চিদানন্দ আত্মার পরমপ্রীতিহেতু জীবে ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংস্কাররূপে চিরবদ্ধ আছে। এইজন্য পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে—

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥" (তত্ত্ব বি॰ ৮)।

গোপালঃ, আর অন্যপূর্ব্বক যেমন—ক্রূরমভিক্রুধ্যতি (১।৪।৩৮), অক্ষান্ দীব্যতি (১।৪।৪৩), গ্রামমধিশেতে (১।৪।৪৬) ইত্যাদি। এই সকল কথার তাৎপর্য্য একত্র করিয়া ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"নির্ব্বর্ত্ত্যং চ বিকার্য্যং চ প্রাপ্যং চ ত্রিবিধং মতম্।
তত্রেপ্সিততমং কর্ম্ম চতুর্দ্ধাঽন্যত্তু কল্পিতম্॥
ঔদাসীন্যেন যৎ প্রাপ্তং যচ্চ কর্ত্তুরনীপ্সিতম্।
সংজ্ঞান্তরৈরনাখ্যাতং যদ্ যদ্বাপ্যন্যপূর্ব্বকম্॥
সতী বা বিদ্যমানা বা প্রকৃতিঃ পরিণামিনী।
যস্য নাশ্রীয়তে তস্য নির্ব্বর্ত্ত্যত্বং প্রচক্ষতে॥
প্রকৃতেস্তু বিবক্ষায়াং বিকার্য্যং কৈশ্চিদন্যথা।
নির্ব্বর্ত্ত্যঞ্চ বিকার্য্যঞ্চ কর্ম্ম শাস্ত্রে প্রদর্শিতম্॥

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যদিও উৎকট দুঃখভোগ দ্বারা দ্বেষবশতঃ কখনও কখন কাহারও আত্মায় ধিক্কার উপস্থিত হয়, তথাপি আত্মা পরমপ্রীতির আস্পদ নহে—এ কথা বলা যায় না। কারণ আত্মাতেই পরমা প্রীতির জন্য জীবে চিরজীবী হইবার তীব্র অভিনিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বেদান্তীর মতেও বিষ এস্থ বা ঈপ্সিত হইতে পারে না।

পাণ্ডুরোগে সকল বস্তুই পাণ্ডুবর্ণ দেখা যায়। কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ না হইলেও দ্রষ্টার দর্শনহেতু দৃশ্যবস্তুর কর্ম্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপে বিষ স্বভাবতঃ দ্বেষ্য বা অনীপ্সিত হইলেও বিষভোজীর তাৎকালিক বিচারভ্রংশ বা মতিভ্রংশহেতু উহার ঈপ্সিতকর্ম্মত্ব লাভে কোনও বাধা আসিতে পারে না। এইজন্য পতঞ্জলির কথাই নির্দ্দোষ হইয়াছে।

নবীন বৈয়াকরণেরা বলেন যে, বলবদ্‌বৈরীর দ্বারা নিগৃহীত হইয়া যখন কোনও মরণকাতর ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করে তখন উহা অনীপ্সিত কর্ম্ম। আমরা বলি, সকল স্থলে নহে। শত্রুর নির্য্যাতনভয়ে যদি কেহ স্বয়ং বিষ ভক্ষণ করে তাহা হইলে আত্মহত্যায় বিষগ্রহণ হইতে উহার কোনও পার্থক্য থাকে না। কারণ কেহ বা শত্রুর নির্য্যাতন ভাবিয়া, আর কেহ বা দুঃখের পরিণাম বুঝিয়া বিষ ভক্ষণ করিতেছে। এ সকল স্থলে বিষ ঈপ্সিত কর্ম্ম। তবে কিরূপ স্থলে বিষ অনীপ্সিত কর্ম্ম হইতে পারে? যদি কাহাকেও বলপূর্ব্বক বিষ খাওয়ান হয় তাহা হইলে উহা অনীপ্সিত কর্ম্ম হইবে। এই কথা ভাবিয়াই পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্। কিমুদাহরণম্? বিষং ভক্ষয়তীতি।" ইহাই সমাধান ভাষ্য। যাহা সমাধানের বাধক তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

যদসজ্জায়তে সদ্বা জন্মনা যৎ প্রকাশ্যতে।*
তন্নির্ব্বর্ত্ত্যং বিকার্য্যঞ্চ কর্ম্ম দ্বেধা ব্যবস্থিতম্॥
প্রকৃত্যুচ্ছেদসম্ভূতং কিঞ্চিৎ কাষ্ঠাদিভস্মবৎ।
কিঞ্চিদ্ গুণান্তরোৎপত্ত্যা সুবর্ণাদিবিকারবৎ॥
ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধি র্যত্র ন গম্যতে।
দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎ প্রাপ্যমিতি কথ্যতে॥" (বাক্যপ° ৩ কাণ্ড)।

মীমাংসকদের মতে প্রাগুক্ত ত্রিবিধ ঈপ্সিততম কর্ম্ম এবং সূত্রান্তরলক্ষিত চতুর্ব্বিধ অনীপ্সিতাদি কর্ম্ম ব্যতীত সংস্কার্য্য-নামক আরও একপ্রকার কর্ম্ম

---

* প্রকীর্ণপ্রকাশে হেলারাজ যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন তাহাই এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। মূলে সৎ এবং অসৎ—এই দুইটী বিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ আছে। ন্যায়বৈশেষিক অসৎকার্য্যবাদের পক্ষপাতী। অসৎকার্য্যবাদিগণ বলেন, প্রস্তরখণ্ড হইতে প্রতিমূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রতিমূর্ত্তির অস্তিত্ব ছিল না। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদের পক্ষপাতী। সৎকার্য্যবাদিগণের মতে প্রস্তরখণ্ড হইতে যে প্রতিমূর্ত্তি উৎপন্ন হয় তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রস্তরখণ্ডের অবস্থাবিশেষে লুক্কায়িত থাকে। অতএব প্রস্তরখণ্ড হইতে প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া প্রতিমূর্ত্তিসংজ্ঞা লাভ করিলেও তৎপূর্ব্বে উহা স্বকারণেই বিদ্যমান ছিল। এ সম্প্রদায় বলেন—'নাসদুৎপদ্যতে ন চ সদ্ বিনশ্যতি'। এই সকল কথা মনে রাখিয়া সদসদের উল্লেখপূর্ব্বক হেলারাজ ঐরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাতন্ত্রস্থ "যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম" (চ ২১৯) এই সূত্রের টীকায় পঠিত হইয়াছে—"যদসজ্জায়তে পূর্ব্বং জন্মনা যৎ প্রকাশতে।" এস্থলে কালাপকগণও সদসৎকার্য্যবাদ উপেক্ষা করেন নাই। সুতরাং 'জন্মনা যৎ প্রকাশতে' এই বাক্যাংশ দ্বারা সৎ-কার্য্যবাদই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে ভর্ত্তৃহরি ঠিক কি লিখিয়াছিলেন তাহা এখন জানা যায় না।

শ্রুতি বলিয়াছেন—'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্......' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।১), "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।১) এবং "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" (যজুঃ ২।২।৯)। এস্থলে বেদান্তীদের মতে 'অসৎ'-শব্দের দ্বারা জন্মাদিরহিত কারণব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছে। কারণব্রহ্ম যদি অজ হন, তবে অজের জন্ম কিরূপে সম্ভবপর হইবে? অসম্ভব নহে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র মেধসমুনি বলিয়াছেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥" (সপ্তশতী)।

এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিলে আর কোনও বিরোধাভাস উপস্থিত হইবে না।

হইতে পারে। কারণ 'দর্পণং বিমলীকরোতি' এস্থলে দর্পণকে নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য প্রাপ্য বা অনীপ্সিতাদি কর্ম্মসমূহের একতম বলা যায় না। পাণিনীয়গণ কিন্তু মীমাংসকদের কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সংস্কার্য্য বিকার্য্যেরই রূপান্তর। সেইজন্য বালমনোরমায় বাসুদেব দীক্ষিত লিখিয়াছেন—"সংস্কার্য্যবিকার্য্যয়োর্ভেদো ন বাস্তবঃ"। সারস্বতদের মধ্যে রামাশ্রম সম্প্রদায়ও বলিয়াছেন—"অনেকবৈমত্যাৎ সংস্কার্য্যস্য ন বাস্তবো ভেদ ইতি গুরবঃ" (সিং চঃ)। ইহাতে মীমাংসকগণ বলেন—বিমলীকৃত দর্পণে কাষ্ঠভস্মাদির ন্যায় প্রকৃতির উচ্ছেদসম্ভূত কোনও বিকৃতি বা সুবর্ণকুণ্ডলাদির ন্যায় প্রকৃতির কিঞ্চিদ্‌গুণান্তরোৎপত্তিজনিত কোনও বিকৃতি উপলব্ধ না হওয়ায় বিকার্য্য কর্ম্মের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ইহা শুনিয়া কালাপকগণ আবার সংস্কার্য্যকর্ম্মকে প্রাপ্যকর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া স্থির করেন। প্রাপ্যের লক্ষণসম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—যাহাতে নির্ব্বর্ত্ত্য বা বিকার্য্য কর্ম্মের লক্ষণ প্রবেশ করে না তাহাই প্রাপ্যকর্ম্ম। কারণ প্রাপ্যকর্ম্মের লক্ষণ হইতেছে—"নির্ব্বর্ত্ত্যবিকার্য্যভিন্নত্বে সতি ক্রিয়াজন্যফলশালিত্বং প্রাপ্যত্বম্"। মীমাংসকদের মতে ইহা কপটবচন। তাঁহারা বলেন, সত্যের অপহ্নব করিবার জন্যই ব্যতিরেকমুখে প্রাপ্যকর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া কোনও কোন কালাপক আবার অন্বয়মুখে প্রাপ্যকর্ম্মের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন—"ক্রিয়াকৃতসাধারণধর্ম্মপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়তানাশ্রয়ত্বে সতি ক্রিয়া-জন্যফলবত্ত্বং প্রাপ্যত্বম্"। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা বাক্যপদীয়-মতবাদের প্রতিবিম্বমাত্র। বাক্যপদীয়ে লিখিত আছে—

> "ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধি র্যত্র ন গম্যতে।
> দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎ প্রাপ্যমিতি কথ্যতে॥"

ইহার উত্তরে মীমাংসকেরা বলেন যে, বিমলীকৃত দর্পণে ক্রিয়াকৃত বিশেষের সিদ্ধি অর্থাৎ এস্থলে বিমলীকরণ প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় বলিয়া উহাতে প্রাপ্যকর্ম্মের লক্ষণ প্রবেশ করিতে পারে না। দর্পণের সংস্কার অর্থাৎ কার্য্যান্তরোপযোগী শক্তিবিশেষের সম্পাদন কেবল প্রতিপত্তৃকর্ত্তৃক নহে, কিন্তু প্রতিপত্তৃব্যতিরিক্ত পুরুষকর্ত্তৃকও দৃষ্ট হওয়ায় উহাকে একটী স্বতন্ত্র কর্ম্ম বলিতে হইবে—ইহাই মীমাংসকদিগের চরম সিদ্ধান্ত। মীমাংসাদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সারস্বতদের মধ্যে

অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের সম্প্রদায় সংস্কার্য্যনামক কর্ম্মবিশেষ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—কর্ম্মকারকং চতুর্ব্বিধমুৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যং চেতি। যন্নবীনং ক্রিয়তে তদুৎপাদ্যম্। যদাপ্যতে সিদ্ধং প্রাপ্যতে তদাপ্যম্। বিকারো নাম পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগেনাবস্থান্তরপ্রাপ্তিঃ। সংস্কারো নাম কশ্চিদতিশয়স্তদর্হং সংস্কার্য্যম্। সংস্কারো দ্বিবিধঃ—গুণাধানং মলাপকর্ষশ্চেতি। গুণাধান-মলাপকর্ষয়োরুদাহরণম্—বস্ত্রং রঞ্জয়তি দেবদত্তঃ, বস্ত্রং ক্ষালয়তি রজক ইতি। পূর্ব্বজন্মকৃতঃ শুভোঽশুভো বা সংস্কার ইত্যুক্তেঃ 'রাজ্যং প্রাপ্নোতি ধর্ম্মিষ্ঠঃ' ইত্যত্র রাজ্যং চ সংস্কার্য্যম্।

সকর্ম্মকধাতু লইয়া কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

"বস্ত্বন্তরং সাধয়িতুং সমর্থা যে সকর্ম্মকাঃ।
উৎপাদনাদ্যর্থকাস্তে বিজ্ঞাতব্যাঃ কৃঞাদয়ঃ॥"

আবার যে সকল ধাতু অকর্ম্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহারাও স্থলবিশেষে কর্ম্ম লইয়া থাকে, যেমন—কুরূন্ স্বপিতি, মাসমাস্তে, গোদোহমাস্তে, ক্রোশমাস্তে ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে ভর্তৃহরির ভাষ্যানুগামিনী উক্তি আছে—

"কালভাবাধ্বদেশানামন্তর্ভূতক্রিয়ান্তরৈঃ।
সর্ব্বৈরকর্ম্মকৈ র্যোগে কর্ম্মত্বমুপজায়তে॥" (বাক্যপদীয়)।

অভিধানলক্ষণবিৎ প্রযোক্তৃগণও বলেন—"অকর্ম্মকা অপি ধাতবোঽন্তর্ভূত-ক্রিয়ান্তরাঃ সন্তঃ সকর্ম্মকা এব ভবন্তি"। অনাদি লৌকিকপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া কাত্যায়নও বার্ত্তিক করিয়াছেন—"অকর্ম্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্ম্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্" * (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬, কীলহর্ণ্)।

কেবল ইহাও নহে। উপসর্গযোগে আবার অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক হইতে পারে। সেইজন্য বৈয়াকরণনিকায়ে নানাবিধ বচন শুনা যায়, যেমন—'অকর্ম্মকা অপি হি ধাতবঃ সোপসর্গাঃ সকর্ম্মকা ভবন্তি' (ভাষ্য), 'উপসর্গবশাৎ সকর্ম্মত্বম্' ইত্যাদি। সোপসর্গ অকর্ম্মকধাতু স্থলবিশেষে অর্থান্তরত্ব প্রাপ্ত হয়

* সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজি দীক্ষিত বার্ত্তিকটীর এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। মহাভাষ্যে কিন্তু "কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্ম্মসংজ্ঞা হ্যকর্ম্মণাম্"—এই অংশ বার্ত্তিকরূপে এবং "দেশশ্চাকর্ম্মণাং কর্ম্মসংজ্ঞো ভবতীতি বক্তব্যম্"—এই অংশ ভাষ্যেষ্টিরূপে পঠিত হইয়াছে।

বলিয়া উক্ত হইয়াছে—'উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে'। ইহার উদাহরণ যেমন—সুখমনুভূয়তে স্বামিনা।

ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্ব লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দশাস্ত্রে কর্ম্মের ক্রিয়াব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় বৈয়াকরণেরা ক্রিয়াবিশেষণকে কর্ম্ম * বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। অতএব 'মধুরং ভাষতে' ইত্যাদি স্থলে তাঁহারা বলিবেন —'যন্মধুরং তদ্‌ভাষণক্রিয়য়া ব্যাপ্যতে তেন মধুরমিতি কর্ম্ম।' এস্থলে সামান্যে নপুংসকলিঙ্গ হইয়াছে। ক্রিয়াবিশেষণের একবচনত্ব লইয়া সংক্ষিপ্তসারের প্রসিদ্ধ টীকাকার গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পুরুষাঃ পচন্তি, ওদনানি পচ্যন্ত ইত্যাদাবপি কর্ত্তৃণাং কর্ম্মণাঞ্চ বহুত্বং সামান্যবৎ ক্রিয়া পুনরেকরূপৈবেতি বৈয়াকরণাঃ। অত আহ ক্রিয়ায়া একত্বাদেকবচনমিতি তদ্বিশেষণস্যেতি শেষঃ। সাধু পচতীতি ক্রিয়য়া সহ সামানাধিকরণ্যাত্তদ্বিশেষণত্বং সাধু যথা ভবতি তথা পচতীত্যর্থঃ।" লঘুশব্দেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন—"ফলস্যাপি ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ফলসম্বন্ধিত্বাৎ কর্ম্মত্বম্। অতএব তৎসমানাধিকরণে 'স্তোকং পচতি' ইত্যাদৌ কর্ম্মত্বসিদ্ধিঃ।" এই সকল বিষয়ের বিবৃতিপূর্ব্বক মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাসও লিখিয়াছেন—"ক্রিয়া ধাত্বর্থ স্তস্য চ শব্দত্বাভাবাদ্ লিঙ্গসংখ্যাভাবে পুংলিঙ্গাদিকার্য্যং সংখ্যা চ ন সম্ভবত্যেব। ততশ্চ তদ্বিশেষণস্য লিঙ্গস্যাপি লিঙ্গসংখ্যয়ো র্নিয়মাভাবে সামান্যত্বান্নপুংসকত্বম্, প্রথমোপস্থিত-পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাচ্চৈকবচনান্তত্বম্। তেন কবয়ঃ শ্লোকং সাধু পঠন্তি, কবিনা শ্লোকাঃ সাধু পঠ্যন্ত ইত্যাদৌ কর্ত্তুঃ কর্ম্মণো বা বহুত্বেঽপি ক্রিয়াবিশেষণ-স্যৈকত্বমেব। কিঞ্চ পৃথগ্‌রূপক্রিয়ায়া বিশেষণস্য কর্ম্মত্বাদিকং ন স্যাদিতি ক্রমদীশ্বরঃ। তেন সাধুঃ পাকঃ সাধু পাকৌ সাধবঃ পাকাঃ। কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি ন্যায়েন দ্রব্যত্বাতিদেশাৎ পাকস্য পৃথগ্‌রূপত্ব-

---

* "ক্রিয়াবিশেষণাৎ" (হৈমশব্দানুশাসন—২।২।৪১), "ক্রিয়াবিশেষণকালভাবগন্তব্যাধ্ব-দেশাশ্চ" (ভোজদেবকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণনামক ব্যাকরণ—১।৪।৪১), "অপৃথগ্‌রূপক্রিয়ায়া বিশেষণস্য কর্ম্মত্বং ক্লীবত্বঞ্চ" (সংক্ষিপ্তসার—কারকপাদ ৫৮ সূত্র) ইত্যাদি। কারকোল্লাসে ভরতমল্লিকও বলিয়াছেন—

"ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম্ম তদমন্তং নপুংসকম্।
সানন্দং সেবতে সাধু মুরারিচরণাম্বুজম্॥"

মিতি গোয়ীচন্দ্রঃ। ক্রিয়াবিশেষণস্য কর্ম্মত্বেঽপ্যকর্ম্মকধাতূনামকর্ম্মকত্বমেব।" অষ্টাধ্যায়ীতে ক্রিয়াবিশেষণ লইয়া স্পষ্ট কোনও সূত্র না থাকিলেও পাণিনীয় সম্প্রদায়ে একটী বচন আছে—"ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্ম্মত্বং নপুংসকলিঙ্গতা চ বক্তব্যম্"। সারদাবিনোদে ইহা বার্ত্তিক বলিয়া গৃহীত (কারকপ্রকরণ—পৃঃ ৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মুদ্রিত মহাভাষ্যে বা সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এরূপ কোনও বার্ত্তিক পাওয়া যায় না। তবে কাতন্ত্রস্থ 'যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম' (কারক—২১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার ও পঞ্জীকার যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা সারদাবিনোদের উক্তি সমর্থিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পাণিনীয়গণের মধ্যে একটী কারিকাও প্রচলিত আছে—

"অকথিতং চ সূত্রেণ স্তোকং ভীতঃ স্তোকং স্থিতঃ।
ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম্ম তন্নপুংসকমব্যয়ম্॥"

কালাপকগণ বলেন—"সর্ব্ব এব ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেন ব্যাপ্তঃ" (চ ২১৯ সূত্রীয় টীকা)। অভিপ্রায় এই যে, সকল ধাতুর অর্থই 'করোতি'র অর্থদ্বারা অভিব্যাপ্ত, যেমন—'গচ্ছতি' অর্থাৎ 'গমনং করোতি'। শীঘ্রং করোতি, স্তোকং করোতি ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে—কৃতিং করণং বা উৎপাদয়তি। অতএব 'গচ্ছতি'পদে 'করোতি'ক্রিয়ার ব্যাপ্যত্বহেতু যে 'গমনার্থ' রহিয়াছে তাহার কর্ম্মত্বে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। সুতরাং 'শীঘ্রং গচ্ছতি' বলিলে 'শীঘ্রম্'পদটীও 'গচ্ছতি'পদের অন্তর্ভূত 'গমনম্'পদের বিশেষণীভূত হইয়া বিশেষ্যের লিঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠিবে—ক্রিয়া ত অমূর্ত্ত, তাহা আবার লিঙ্গ ও সংখ্যার সহিত কিরূপে সংযুক্ত হয়? ইহার উত্তরে কালাপকগণ বলিয়াছেন—ক্রিয়া অমূর্ত্ত বলিয়াই তাহার নপুংসকত্ব ও একবচনত্ব সামান্যভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। আর সেইজন্যই বিশেষণপদটীর উক্ত লিঙ্গ ও বচন গ্রহণ করিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। এই সকল যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পঞ্জীকার লিখিয়াছেন—"সর্ব্বো হি ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থেনাভিব্যাপ্তঃ স্তোকং পচনং করোতীত্যর্থঃ। ক্রিয়ায়াশ্চামূর্ত্তত্বাদ্ লিঙ্গসংখ্যাভ্যামযোগাৎ তদ্বিশেষণস্য কথং লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোগ ইত্যুৎসর্গসিদ্ধং নপুংসকত্বমেকত্বঞ্চ ন্যায়াদ্ ভবতি।" পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্ত কারকপ্রকরণের "দ্বিতীয়া কারকবিধাবেকাধিকরণং ধাতোঃ" (১৭) সূত্রে ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ক্রিয়াবিশেষণের কারকত্ববিষয়ে বৈয়াকরণেরা একমত হইলেও নৈয়ায়িকগণ উহার কারকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"স্তোকং পচতীত্যাদৌ ক্রিয়ায়াং প্রকারীভূতোঽপি স্তোকাদি ন কারকং সুপামুপস্থাপনাৎ, দ্বিতীয়া তু তত্র ক্লীবলিঙ্গত্ববদানুশাসিক্যেব।" কারকচক্রে কর্ম্মের লক্ষণনির্ণয়াবসরে ক্রিয়াবিশেষণের কর্ম্মত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক মথুরানাথের শিষ্য ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশও লিখিয়াছেন—"ক্রিয়াবিশেষণেঽতিব্যাপ্তিবারণায় বিভক্ত্যর্থদ্বারেতি।" স্থানান্তরে তিনি আবার বলিয়াছেন—"স্তোকং পচতীত্যাদৌ ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিশেষণবিভক্তিবৎ প্রয়োগসাধুত্বার্থম্।" (কারকচক্র)। এ সম্প্রদায়ের মতে ক্রিয়াবিশেষণে বিভক্ত্যর্থ নাই বলিয়া 'স্তোকং গতঃ' ইত্যাদিস্থলে কোনও সমাস হইতে পারে না। বৈয়াকরণেরা কিন্তু ঐরূপ স্থলে তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করিয়া থাকেন। জুমরনন্দী সংক্ষিপ্তসারের কারকপাদস্থ ৫৮ সূত্রের বৃত্তিতে 'স্তোকং গতঃ স্তোকগতঃ' এইরূপ সমাস দেখাইয়াছেন এবং উহার টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"স্তোকং গতঃ স্তোকগত ইত্যাদৌ দ্বিতীয়ায়া গতাদ্যৈরিতি সমাসঃ।" শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও লিখিয়াছেন—"বিশেষণৈঃ কর্ম্মধারয় এব…স্তোকং পক্তেত্যাদৌ অমস্তাদাত্ম্যবাচিত্বে তু তৎপুরুষঃ সম্ভবত্যেব, ক্রিয়াবিশেষণৈঃ সমাস এবাব্যুৎপন্ন ইতি তু ন দেশ্যং 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যামি'ত্যাদেঃ কালিদাসাদ্যৈঃ প্রযুক্তত্বাৎ।" (সমাসপ্রকরণ—৯ কারিকার বৃত্তি)। 'স্তোকঃ পাকঃ' এবং 'স্তোকং পাকঃ' * এই দুই প্রকার প্রয়োগই দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাৎপর্য্যতঃ ইহারা ভিন্ন। স্তোকঃ পাকঃ—এস্থলে স্তোকশব্দ ভাববিহিত ঘঞ্ প্রত্যয়ার্থের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় পুংলিঙ্গ হইয়াছে †। স্তোকং পাকঃ—এস্থলে কিন্তু স্তোকশব্দ ধাত্বর্থের বিশেষণ বলিয়া উহা

---

* এই প্রয়োগদ্বয় দেখিলে ইংরাজির Verbal noun এবং Gerund এর কথা মনে পড়ে, যেমন—I am engaged in the careful reading of a book (Verbal noun) এবং I am engaged in carefully reading a book (Gerund). প্রথম উদাহরণে Readingশব্দ কেবল বিশেষ্য (cf. "কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে"—মহাভাষ্য) এবং সেইজন্য carefulশব্দটী বিশেষণরূপে বসিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে Readingশব্দটী ধাত্বংশে বিশেষিত হওয়ায় carefully এই ক্রিয়াবিশেষণ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

† "কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবদিতি দ্রব্যত্বাতিদেশাৎ পাকস্য ক্রিয়ায়াঃ পৃথগ্‌রূপতৈব। অতএব দ্বিবচনবহুবচনে ভবতঃ" (গোয়ীচন্দ্র)।

কর্ম্মত্ব এবং নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য জগদীশ লিখিয়াছেন—"স্তোকাদীনাং ধাত্বর্থবিশেষণত্বে নিয়মতো দ্বিতীয়াপত্তেঃ, অতএব 'সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতম্' * ইত্যাদিকং কাব্যম্, 'আগমো নিষ্ফলস্তত্র ভুক্তিঃ স্তোকাপি যত্র নো' ইত্যাদি স্মৃতিশ্চ সংগচ্ছতঃ।" (শব্দশক্তি প্র০)।

বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহ কেহ সম্বোধনপদের ক্রিয়াবিশেষণত্ব স্বীকার করেন। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ উল্লেখপূর্ব্বক ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"সম্বোধনপদং যচ্চ তৎ ক্রিয়ায়া বিশেষণম্।
ব্রজানি দেবদত্তেতি নিঘাতোঽত্র তথা সতি॥" (বাক্যপদীয়)।

এই কারিকার তাৎপর্য্য হইতে উপপন্ন হয় যে, ক্রিয়াবিশেষণ সমানাধিকরণ-ব্যধিকরণভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে। শোভনং করোতি—ইত্যাদি স্থলে শোভনাদি বিশেষণ 'করোতি'ক্রিয়ার সহিত সামানাধিকরণ্যভাবে সম্বদ্ধ। কারণ উক্ত বাক্যের অর্থবোধ হইবে—শোভনং করণমুৎপাদয়তি। কিন্তু দেবদত্ত ব্রজানি—ইত্যাদি স্থলে ব্রজন-ক্রিয়ার সহিত দেবদত্তের সামানাধিকরণ্য নাই। সেইজন্য এস্থলে বৈয়ধিকরণ্যভাবেই দেবদত্ত 'ব্রজানি'ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে। উক্ত বাক্যের শাব্দবোধ হইবে—'দেবদত্তামন্ত্রণবিশেষিতা ব্রজনক্রিয়া'। এইরূপে 'দেব মাং পাহি' এই বাক্যেরও অর্থ বুঝিতে হইবে—'দেবসম্বন্ধিসম্বোধন-বিষয়কমৎকর্ম্মকং রক্ষণম্'। এ সকল কথার নিষ্কর্ষ এই যে, সম্বোধনপদ স্বয়ং প্রকৃতিগত বিশেষ্য হইলেও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে উহার বিশেষণত্বই যুক্তিসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে বৈয়াকরণদের উক্তিও আছে—"সম্বোধনং প্রকৃত্যর্থং প্রতি বিশেষ্যম্, ক্রিয়াং প্রতি বিশেষণমিতি সিদ্ধান্তঃ" (সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, পৃঃ ২৩৪)।

শাব্দিকদের মতে ক্রিয়াবিশেষণ দুই প্রকার—ভেদবিশেষণ এবং অভেদ-বিশেষণ। কর্ত্তৃকর্ম্মকরণাদি সকল কারকই ভেদবিশেষণ, যেমন—'ধান্যং লুনাতি' এস্থলে 'ধান্যম্'পদ ক্রিয়ার ভেদবিশেষণ। 'শীঘ্রং গচ্ছতি' এস্থলে

---

* সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ—

"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতং
হাস্যঞ্চাধরপল্লবাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিতম্।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি মহামানোঽপি মৌনাবধিঃ
সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্ণঃ পরং কেবলম্॥"

কিন্তু 'শীঘ্রম্'পদ ক্রিয়ার অভেদবিশেষণ। কথা অসঙ্গত নহে, কারণ পাণিনিসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—"বিশেষ্যতেঽনেনেতি বিশেষণমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বিশেষণপদং ভেদাভেদান্যতরসম্বন্ধেনান্বয়িবিশেষণপরম্। তথা চাখ্যাতং সকারক-বিশেষণমিতি মহাভাষ্যেণ চৈত্রাভ্যাং সুপ্যতে দেবদত্ত জানীহীত্যাদৌ কারকাদীনাং চৈত্রদেবদত্তাদীনাং ভেদসম্বন্ধেন ক্রিয়াবিশেষণত্বম্। স্তোকং পচতী-ত্যাদৌ তু বিক্লিত্তিরূপে ধাত্বর্থফলে দ্রুতং গচ্ছতীত্যাদৌ ধাত্বর্থব্যাপারেঽভেদেন স্তোকদ্রুতাদীনাং বিশেষণত্বমিতি জ্ঞেয়ম্।"

যে সকল ধাতু দুইটী কর্ম্ম গ্রহণ করে তাহারা দ্বিকর্ম্মক। দুইটী কর্ম্মের মধ্যে একটী উপযোগ-কর্ম্ম অর্থাৎ মুখ্য বা প্রধান কর্ম্ম, আর অন্যটী তন্নিমিত্তক কর্ম্ম অর্থাৎ গৌণ বা অপ্রধান কর্ম্ম। দ্বিকর্ম্মক ধাতুসম্বন্ধে কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

"স্বকীয়ার্থবিশেষাভ্যাং কর্ম্মণা সাধয়ন্তি যে।
দ্বিকর্ম্মকা অমী তে চ বিজ্ঞাতব্যা দুহাদয়ঃ॥"

অপাদানাদি কারকের যখন অপাদানতাদি বিবক্ষিত হয় না তখন তাহাদের কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। 'অকথিতঞ্চ'(১।৪।৫১)সূত্রে পাণিনি ইহাদের অকথিত কর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহারা দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ বা অপ্রধান কর্ম্ম। সকর্ম্মক ধাতুমাত্রই কিন্তু দ্বিকর্ম্মক নহে। সেইজন্য দ্বিকর্ম্মক ধাতু-বিষয়ে অল্পবিস্তর উপদেশ সকল ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয়। সুপদ্মে পদ্মনাভ লিখিয়াছেন—

"দুহিযাচিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষচিঞো
ব্রুবিশাসিজিদণ্ডিবুমস্থিবদঃ।
ইতি চোভয়কর্ম্ম দুহাদি বিদুঃ
কৃষিনীবহিহৃপ্রভৃতীতি পরম্॥"*

---

* কারিকাটী পড়িলে ব্যাঘ্রভূতিপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকের একটী শ্লোক মনে পড়ে শ্লোকবার্ত্তিকের শ্লোকটী মহাভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দুহিযাচিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষিচিঞামুপযোগনিমিত্তমপূর্ব্ববিধৌ।
ব্রুবিশাসিগুণেন চ যৎ সচতে তদকীর্ত্তিতমাচরিতং কবিনা॥"

(১।৪।৫১ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

এই সকল ধাতুর দ্বিবিধ বৃত্তি দেখাইবার জন্য হরিনামামৃতব্যাকরণে লিখিত আছে—"দুহেরাকর্ষণবিশেষো নিষ্কাসনম্। যাচেঃ স্বস্মৈ দানে প্রেরণং যাচ্ঞা। রুধে র্বেষ্টনমন্তঃস্থাপনম্। পৃচ্ছেঃ স্বোপদেশে প্রেরণং জিজ্ঞাসা। ভিক্ষে র্যাচিবৎ। চিঞোঽবশেষণমাদানম্। ব্রূঞঃ শ্রাবণং প্রতিপাদনম্। শাসেশ্চ। জয়তিক্রমো বশীকরণম্। দণ্ডে র্নিগ্রহো গ্রহণম্। বৃঞো যাচিবৎ। মন্থেঃ সঙ্কালনমুত্থাপনম্। বদো ব্রূঞ্বৎ। নীঞঃ সংযোজনং প্রেরণম্। বহঃ সংযোজনং ধারণম্। হৃঞঃ সংযোজনমাকর্ষণম্। কৃষশ্চ।" (১ম খণ্ড, পৃ০ ৮০৭-৮)। ইহাদের উদাহরণ যেমন—গাং দোগ্ধি পয়ঃ (পয়ো নিষ্কাসয়ন্নঙ্গুলিদ্বয়েন স্তনযুগমাকর্ষয়তীত্যর্থঃ), বলিং যাচতে বসুধাম্ (বসুধাং বাঞ্ছন্ বলিং স্বস্মৈ তদ্দানে প্রেরয়তীত্যর্থঃ), গোষ্ঠং গা অন্ববরুণদ্ধি (গা অন্তঃস্থাপয়ন্ পশ্চাদ্ গোষ্ঠমপাবৃণোতি বেষ্টয়তীত্যর্থঃ), মাণবকং পন্থানং পৃচ্ছতি (পন্থানং জিজ্ঞাসমানো মাণবকং স্বোপদেশে প্রেরয়তীত্যর্থঃ), মাতরং নবনীতং ভিক্ষতে (নবনীতং বাঞ্ছন্ মাতরং স্বস্মৈ তদ্দানে প্রেরয়তীত্যর্থঃ), বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি (ফলান্যাদদানো বৃক্ষমবশেষয়তীত্যর্থঃ) *, মাণবকং ধর্ম্মং ব্রূতে শাস্তি বা (ধর্ম্মং প্রতিপাদয়ন্ মাণবকং শ্রাবয়তীত্যর্থঃ), দৈত্যান্ যুদ্ধং জয়তি (যুদ্ধং বশীকুর্ব্বন্ দৈত্যানতিক্রাময়তীত্যর্থঃ), দৈত্যান্ প্রাণান্ দণ্ডয়তি (প্রাণান্ গৃহ্ণন্ দৈত্যান্ নিগৃহ্ণাতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ), দেবতাং বরং বৃণুতে (বরং বাঞ্ছন্ দেবতাং স্বস্মৈ তদ্দানে প্রেরয়তীত্যর্থঃ), দধি নবনীতং মথ্নাতি (নবনীতমুত্থাপয়ন্ দধি সঙ্কালয়তীত্যর্থঃ), গ্রামমজাং কর্ষতি হরতি বা (অজামাকর্ষন্ গ্রামং সংযোজয়তীত্যর্থঃ), গ্রামমজাং নয়তি (অজাং প্রেরয়ন্ গ্রামং সংযোজয়তীত্যর্থঃ), গ্রামমজাং বহতি (অজাং স্কন্ধে ধারয়ন্ গ্রামং সংযোজয়তীত্যর্থঃ)। উক্ত

ভাষ্যোদ্ধৃত ব্যাঘ্রভূতিপ্রণীত শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে পাণিনিসম্প্রদায়ে এই কারিকাটী দৃষ্ট হয়—

"দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড্রুধিপ্রচ্ছিচিব্রূশাসুজিমথ্মুষাম্।
কর্ম্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্॥"

* এ প্রসঙ্গে কাতন্ত্রপরিশিষ্টকার শ্রীপতি বলিয়াছেন—'বৃক্ষং সংঘট্টয়ন্ ফলান্যাদত্ত ইত্যর্থঃ'। বৃত্তির ব্যত্যাসপূর্ব্বক এরূপ বলা যায়, কিন্তু অস্মৎপ্রদর্শিত উদাহরণমধ্যে ইহার সন্নিবেশ করিলে ক্রমভঙ্গ হইবে। 'ভণনং পরিপাট্যা যৎ ক্রমঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ'।

দ্বিকর্ম্মক ধাতুগুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা হয়— দুহাদি এবং ণ্যাদি। এরূপ বিভাগের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মবাচ্যপ্রয়োগে * দুহাদির অপ্রধান † বা গৌণ কর্ম্ম এবং ণ্যাদির প্রধান বা মুখ্য কর্ম্ম অভিহিত হইয়া থাকে, যেমন—গৌর্দুগ্ধং দুহ্যতে, অশ্বো গ্রামং নীয়তে। সেইজন্য সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—

"উক্তং তিঙাদিনির্দ্দিষ্টং মুখ্যং কর্ম্ম দ্বিকর্ম্মণাম্।
অপ্রধানং দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্ত্তা চ কর্ম্ম যৎ॥" ‡

অর্থাৎ 'তিঙাদিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রথমা হয়। আর দ্বিকর্ম্মক ধাতুর মুখ্য কর্ম্মে, দুহাদি ধাতুর অপ্রধান কর্ম্মে এবং ণিচ্ প্রত্যয় করিলে যে কর্ত্তা কর্ম্মভূত হয় সেই কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। প্রথম উদাহরণে দুহ্ ধাতুর যোগে অপ্রধান কর্ম্ম গোশব্দ এবং দ্বিতীয় উদাহরণে নী ধাতুর যোগে প্রধান কর্ম্ম অশ্বশব্দ উক্ত হইয়াছে। অণিজন্ত কালের কর্ত্তা ণিজন্তাবস্থায় কর্ম্ম হইয়া থাকে। সেইজন্য

---

* কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্ম উক্ত হইয়া থাকে এবং ধাতু কর্ম্মবাচ্যবিহিত যগ্-আত্মনেপদাদি কার্য্য প্রাপ্ত হয়, যেমন—দেবদত্তেন ওদনঃ পচ্যতে। পুরুষোত্তম-বিমলমতিপ্রভৃতি বৈয়াকরণদের মতে ধাত্বর্থ কর্ত্তৃস্থ হইলে সকর্ম্মকধাতুর উত্তরও ভাববাচ্যবিহিত প্রত্যয়াদি হইতে পারে এবং তদবস্থায় কর্ম্মাপেক্ষা বিবক্ষিত হইলে কর্ম্মসম্বন্ধও দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কর্ম্ম অনুক্তই থাকিয়া যায়, যেমন—"গম্যতে ময়া গ্রামম্"। এইরূপে 'কাং দিশং গন্তব্যম্' ইত্যাদি প্রয়োগও হইয়া থাকে। এবিষয়ে হরিনামামৃতব্যাকরণে গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভাবেঽপি প্রত্যয়ে সকর্ম্মকধাতোঃ কর্ম্মাপেক্ষা চেৎ কর্ম্মসম্বন্ধো ভবত্যেব, যথা—গম্যতে ময়া গ্রামমিতি ভাষাবৃত্তি ভাগবৃত্তিশ্চ।" কর্ত্তৃস্থ ক্রিয়ার আরও একটী বিশেষত্ব আছে। কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে ধাত্বর্থ কর্ত্তৃস্থ হইলে কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মবদ্ভাব বিহিত হয় নাই (পৃ০ ২৬৭ দ্রষ্টব্য) বটে, কিন্তু উক্তবাচ্যেই উহা কর্ত্তৃবদ্ভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় কোনও বাধা নাই, যেমন—"গ্রামো গচ্ছতি স্বয়মেব ন তু গম্যতে" সেইজন্য সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—"কর্ত্তৃস্থে ধাত্বর্থে কর্ত্তৃবৎ কর্ম্মকর্ত্তা" (তিঙন্তপাদ ৫১৬ সূ)।

† কৌমার সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—

"অপাদানাদিকং কর্ত্তুং শক্যতে যস্য কর্ম্মণঃ।
দুহাদেঃ কর্ম্মণাং মধ্যে তস্যাপ্রাধান্যমুচ্যতে॥"

‡ শ্লোকটী পড়িলে কাত্যায়নের বার্ত্তিক মনে পড়ে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"প্রধানকর্ম্মণ্যাখ্যেয়ে লাদীনাহু র্দ্বিকর্ম্মণাম্।
অপ্রধানে দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্ত্তুশ্চ কর্ম্মণঃ॥" (১।৪।৫১ সূত্রীয় মহাভাষ্য)

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা স ণৌ" (১৪।৫২)। এই সকল বিষয়ের নিষ্কর্ষ নিম্নলিখিত কারিকাগুলিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে—

"গৌণে কর্ম্মণি দুহ্যাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষ্‌বহাম্।
বুদ্ধিভক্ষার্থয়োঃ শব্দকর্ম্মণাং চ নিজেচ্ছয়া॥
প্রযোজ্যকর্ম্মণ্যন্যেষাং ণ্যন্তানাং লাদয়ো মতাঃ।
হৃক্রোর্নিজেচ্ছয়া কিংবা প্রযোজ্যে বহুদর্শিভিঃ।
লক্ষ্যং দৃষ্ট্বা প্রয়োগস্তু কর্ত্তব্যো ভাষ্যপারগৈঃ॥"

কেহ কেহ আবার ত্রিকর্ম্মকধাতুরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যেমন—'শাখাং কর্ষতি গ্রামং ভূমিম্' (চ ২১৯ সূত্রীয় সঞ্জীবনী)। অর্থাৎ শাখামাকর্ষন্ গ্রামং ভূমিং সংযোজয়তি। এখানেও কৃষ্‌ধাতুর বৃত্তি দুইপ্রকারই আছে; তবে বিশেষত্ব এই যে, উদাহরণস্থলে সংযোজনবৃত্তি কেবল দ্বিষ্ঠ হইয়াছে। ত্রিকর্ম্মকধাতুর প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল। কর্ম্মের প্রসঙ্গে স্থূলতঃ কতকগুলি বিষয় উপন্যস্ত হইল, ইহাদের বিশেষ বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য।

করণ। ক্রিয়ানিষ্পত্তিবিষয়ক কারণকূটের মধ্যে কারণান্তরের ব্যবধানাভাবে (অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভাবে) যাহা ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণরূপে বিবক্ষিত হয় তাহারই নাম করণকারক। করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে, যেমন—দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি, মনসা মেরুং গচ্ছতি ইত্যাদি। প্রথম উদাহরণে ধান্য ছেদনক্রিয়ার নিষ্পাদক হইলেও দাত্রসংযোগের অব্যবহিত পরেই উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদিত হওয়ায় দাত্র করণ হইয়াছে। সারস্বতেরা বলেন—"ক্রিয়া সাধ্যতেঽনেনেতি সাধনং ক্রিয়াসিদ্ধ্যুপকারকং করণমিত্যর্থঃ। তত্র তৃতীয়ায়া ব্যাপার আশ্রয়শ্চ পৃথগ্ বাচ্যৌ। তত্র সর্ব্বত্র প্রকৃত্যর্থ আশ্রয়েঽভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্। ব্যাপারস্তু ভাবনায়াং বিশেষণং ভবতি।" ভাবনা-সম্বন্ধে মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে —"ভাবনা নাম ভবিতুর্ভবনানুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ"। শাব্দিকেরা কিন্তু ধাতুবাচ্য ব্যাপারকেই ভাবনা বলেন। সেইজন্য ভট্টোজি দীক্ষিত লিখিয়াছেন—

"ব্যাপারো ভাবনা সৈবোৎপাদনা সৈব চ ক্রিয়া"। (ভূষণকারিকা)। ইহার ব্যাখ্যায় কোণ্ডভট্ট বলিয়াছেন—"পচতি 'পাকমুৎপাদয়তি', 'পাকানুকূলা ভাবনা', 'তাদৃশ্যুৎপাদনা' ইত্যাদি বিবরণাদ্ বিব্রিয়মাণস্যাপি তদ্বাচকতেতি

ভাবঃ। ব্যাপারপদং ফুৎকারাদীনামযত্নানামপি ফুৎকারত্বাদিরূপেণ বাচ্যতাং ধ্বনয়িতুমুক্তম্। অতএব 'পচতি' ইত্যত্রাধঃসন্তাপনত্ব-ফুৎকারত্ব-চুল্ল্যপরিধারণত্ব যত্নত্বাদিভিঃ বোধঃ সর্ব্বসিদ্ধঃ।"

সরস্বতীকণ্ঠাভরণের ১৷১৷৫৫ সূত্রের বৃত্তিভাগে নারায়ণ দণ্ডনাথ লিখিয়াছেন—"ক্রিয়াসিদ্ধৌ যৎ প্রকৃষ্টোপকারকত্বেনাব্যবধানেন বিবক্ষিতং তৎ কারকং করণসংজ্ঞং ভবতি।" অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারকরূপে বিবক্ষিত হয়, তাহারই করণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। যে কারকব্যাপারের অব্যবহিত পরেই ফলনিষ্পত্তি হয় তাহাই এস্থলে 'প্রকৃষ্ট'শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তি * র্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদা স্মৃতম্॥" †
"স্বাতন্ত্র্যেঽপি প্রযোক্তারমারাদেবোপকুর্ব্বতে।
করণেন হি সর্ব্বেষাং ব্যাপারো ব্যবধীয়তে॥"
(বাক্যপদীয়—৩য় কাণ্ড)।

প্রথম কারিকায় বিবক্ষাশব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, অন্য কারকেও করণত্ব বিবক্ষিত হইতে পারে। ভর্ত্তৃহরি সেইজন্য আবার বলিয়াছেন—

"বস্তুতস্তদনির্দ্দেশ্যং ন হি বস্তু ব্যবস্থিতম্।
স্থাল্যা পচ্যত ইত্যেষা বিবক্ষা দৃশ্যতে যতঃ॥" (বাক্য প০)।

বৈয়াকরণেরাও বলিয়া থাকেন—"বিবক্ষাতো হি কারকাণি ভবন্তি। কর্ত্তৃব্যাপারবিষয়ক কারকের মধ্যে করণই ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট সাধক। এমন কি ক্রিয়ানিষ্পাদনবিষয়ে কর্ত্তাও করণদ্বারা ব্যবহিত হয়। সেজন্য কি কর্ত্তৃপ্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ করণের প্রেরকরূপে কর্ত্তা সর্ব্বদাই প্রধান বৈয়াকরণনিকায়ে উক্তিও আছে—

---

* তত্ত্ববোধিনীতে এবং বালমনোরমায় 'পরিনিষ্পত্তিঃ'স্থলে 'ফলনিষ্পত্তিঃ' পঠিত হইয়াছে।

† কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহকর্ত্তৃক এই জাতীয় অন্য একটী কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে—

"কারকাব্যবধানেন ক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণম্।
যদ্বৈ বিবক্ষিতন্তেষু করণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥" (চ—২১৮)।

"করণং খলু সর্ব্বত্র কর্ত্তৃব্যাপারগোচরঃ।
তিরোদধাতি কর্ত্তারং প্রাধান্যং তন্নিবন্ধনম্॥" *

(কবিরাজ ধৃত এবং বিভক্তিতত্ত্বার্থবাদধৃত প্রমাণ)।

কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"যেন ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম"। কিন্তু চান্দ্রাদি ব্যাকরণে কাতন্ত্রের ন্যায় করণের স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"সাধকতমং করণম্" (১।৪।৪২)। ব্যাখ্যাতৃগণ এই সূত্রে তমপ্ প্রত্যয়ের জ্ঞাপকত্ব স্বীকার করেন। ভট্টোজিও উক্ত জ্ঞাপকের তাৎপর্য্য বিবৃতি করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"তমব্ গ্রহণং কিম্? গঙ্গায়াং ঘোষঃ।" (সি° কৌ°)। অভিপ্রায় এই যে, কারকমাত্রই ক্রিয়ার সাধক †। ভাল, 'সাধকং করণম্' বলিলেই বা দোষ কি? বিশেষতঃ কারকাধিকার হইতেই যখন করণের কারকত্ব (সাধকত্ব) সিদ্ধ হইতেছে, তখন সূত্রে কেবল 'সাধক'শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই প্রকৃষ্ট সাধকের প্রতীতি হইত। ইহা ব্যতীত লৌকিক প্রয়োগেও রূপবান্ পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে 'অভিরূপায় কন্যা দেয়া' এরূপ বলিলে অভিরূপতমেরই বোধ হইয়া থাকে ‡। এই প্রকার যুক্তির দ্বারা তমপ্ প্রত্যয় না করিয়াও করণে ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে আবার আধারাদি কারকান্তরে অনিষ্টপ্রসঙ্গ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। কারণ 'আধারোঽধিকরণম্' (পাঃ ১।৪।৪৫) এই সূত্রে অন্বর্থমহা-সংজ্ঞাবলে আধারের প্রাপ্তি থাকায় পুনর্ব্বার সূত্রে 'আধার'শব্দের গ্রহণহেতু সর্ব্বাবয়বব্যাপী প্রকৃষ্ট আধারেরই অধিকরণসংজ্ঞা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলে, 'তিলেষু তৈলম্, দধ্নি সর্পিঃ' ইত্যাদি মুখ্যাধারেই উক্ত সংজ্ঞা চরিতার্থ হয়; 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ, কূপে গর্গকুলম্' ইত্যাদি গৌণাধারে উহার প্রবৃত্তি আর

---

* এ বিষয়ে ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন—"আরাদপ্যুপকারিত্বে স্বাতন্ত্র্যং কর্ত্তুরুচ্যতে" (বাক্যপদীয়—তৃতীয়কাণ্ড)। ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন—"এতেন হেতুকলাপেন কর্ত্তুঃ করণাপেক্ষয়া ক্রিয়াসিদ্ধৌ বিপ্রকৃষ্টোপকারকত্বেঽপি স্বাতন্ত্র্যং প্রাধান্য-নিবন্ধনমুচ্যত ইতি তস্যৈব কর্ত্তৃসংজ্ঞা ন তু করণাদেঃ স্বব্যাপারে স্বতন্ত্রস্যাপীত্যর্থঃ।"

† "সর্ব্বাণি হি কারকাণি সাধকানি" (১।৪।৪২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

‡ "লোকেঽভিরূপায়োদকমানেয়মভিরূপায় কন্যা দেয়েতি ন চানভিরূপে প্রবৃত্তিরস্তি তত্রাভিরূপতমায়েতি গম্যতে" (১।৪।৪২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

আসে না। এইরূপে 'সাঙ্কাশ্যকেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা অভিরূপতরাঃ' ইত্যাদি স্থলে বুদ্ধিকৃত অপায়েরও অপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তমপ্ প্রত্যয়টী এখানে অতিরিক্ত হইলেও অন্যত্র ইহার সার্থকতা আছে। 'তমপ্' গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, কারকপ্রকরণে প্রকারার্থবোধক পদ ব্যতিরেকে শব্দসামর্থ্যগম্য প্রকর্ষ গৃহীত হইবে না *। অর্থাৎ কারকপ্রকরণে 'গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয়ঃ' এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি নাই—ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে। অতএব 'আধারোঽধিকরণম্' সূত্রে যখন প্রকারার্থবোধক তমপ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয় নাই, তখন সর্ব্বপ্রকার আধারেরই অধিকরণতা আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

'সাধকতমং করণম্'—এই পাণিনীয় সূত্রের তাৎপর্য্য লইয়া সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন—"ক্রিয়াতিসাধনং করণম্" (কারকপাদ, ১৬)। ইহার রসবতীতে উক্ত হইয়াছে—"যদ্ব্যাপারানন্তরং কর্ত্রা ক্রিয়োৎপাদ্যতে তৎ ক্রিয়াতি-সাধনং করণসংজ্ঞং ভবতি।" এস্থলে অতিশব্দের অর্থ অতিশয় বা প্রকর্ষ। পাণিনীয়সূত্রে তমব্ গ্রহণের উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ভাল, 'অশ্বেন পথা গচ্ছতি' বা 'সূপেন সর্পিষা লবণেন পাণিনা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদি স্থলে কোন্ করণের প্রকর্ষ হইয়াছে? প্রকর্ষ বিজাতীয় কারকের তুলনায় বুঝিতে হইবে, স্বজাতীয়কারকের তুলনায় নহে। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"স্বকক্ষ্যাসু প্রকর্ষশ্চ করণানাং ন বিদ্যতে।
আশ্রিতাতিশয়ত্বং তু পরতন্ত্রত্র লক্ষণম্॥" †

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ লিখিয়াছেন—"স্বস্যাং কক্ষ্যায়াং করণভাবাবস্থায়াং সজাতীয়াপেক্ষঃ প্রকর্ষোঽত্র তমপ্ প্রত্যয়বাচ্যো নাশ্রীয়তে, অপি তু সাধনসামান্যস্যানুগতস্য কারকান্তরাপেক্ষ এব প্রকর্ষস্তমপ্ প্রত্যয়বাচ্যঃ কারণত্বমাবেদয়তে।"

করণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকেরা বলেন—"ব্যাপারবৎ কারণং করণম্" (কারক-চক্র)। অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। এরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে

---

* "যৎ তমগ্রহণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ কারকসংজ্ঞায়াং তরতমযোগো ন ভবতীতি।" (১।৪।৪২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

† কর্ম্মসম্বন্ধেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। সেইজন্য বাক্যপদীয়ে উক্ত হইয়াছে—

"করণস্য স্বকক্ষ্যায়াং ন প্রকর্ষাশ্রয়ো যথা।
কর্ম্মণোঽপি স্বকক্ষ্যায়াং ন স্যাদতিশয়স্তথা॥"

করণকে সর্ব্বতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সেইহেতু গদাধর ভট্টাচার্য্য করণের কর্ত্তৃপারতন্ত্র্য বুঝাইবার অভিপ্রায়ে 'ব্যাপারবৎ'পদের পূর্ব্বে 'কর্ত্তৃব্যাপারাধীন'শব্দ যোগ করিয়াছেন। সাধন-বিনিযোগ কর্ত্তার ব্যাপার এবং এই বিনিযোগ-হেতুই সকল কারক কর্ত্তার অধীন। এইরূপ দৃষ্টিতে অবশ্য 'সাধকতম'-বিশেষণটী কর্ত্তৃপক্ষে আরও সুষ্ঠুতর প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য হেলারাজ বলিয়াছেন—"কর্ত্তৃবিনিয়োগোত্তরকালে সাধনানাং প্রবৃত্তেস্তদপেক্ষয়া কর্ত্তুরেব সাধকতমত্বং ন্যায্যমিতি"। অতএব কর্ত্তৃভিন্ন কারকের মধ্যেই করণ প্রকৃষ্ট সাধক—এইরূপ বুঝিতে হইবে। হেলারাজও লিখিয়াছেন—"ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে সাধনান্তরেভ্যোঽতিশয়ঃ করণস্য বিবক্ষিতঃ। ……… কর্ত্তৃবিনিযোগে ত্বপেক্ষিতে কর্ত্তরি স্যগ্‌ভবতি।……এবং চ কৃত্বা কর্ত্তরি পরাধীনস্যাপি করণস্য সাধনত্বাতিশয়ঃ কারকান্তরাপেক্ষো যুজ্যতে ভিন্নবিষয়ত্বাদিতি কথমস্বাধীনং প্রকর্ষবৎ সাধনং স্যাদিতি ন চোদনীয়ম্।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নৈয়ায়িকেরা কারণকে করণ বলিয়াছেন। কারণ কিন্তু হেতুর পর্য্যায়বাচক শব্দ। এতদ্ভিন্ন হেতু ও করণ—উভয়েরই ফলসাধনযোগ্যতা দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় পাছে হেতু এবং করণ অভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয় সেইজন্য বৈয়াকরণেরা ইহাদের ভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—"দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্বম্। করণত্বং ক্রিয়ামাত্র-বিষয়ং ব্যাপারনিয়তং চ" (সি° কৌ°)। দ্রব্যাদিশব্দস্থ আদিশব্দের দ্বারা দ্রব্যের সহিত গুণ এবং ক্রিয়ার গ্রহণ হইবে। অতএব দ্রব্যগুণক্রিয়ার দ্বারা হেতু নিরূপিত হয়, কিন্তু করণ কেবল ক্রিয়ারই সাধনযোগ্য হইয়া থাকে। নির্ব্যাপার-সব্যাপারভেদে হেতু আবার উভয়বৃত্তিক হইতে পারে, করণ কিন্তু কেবল সব্যাপার হইবে। দণ্ডেন ঘটঃ (দণ্ডহেতুকো ঘটঃ) *—ইহা দ্রব্যবিষয়ে হেতুর উদাহরণ। দণ্ড এখানে সব্যাপার হইলেও সাক্ষাদ্ভাবে ক্রিয়াম্বয়িত্বের

* জগদীশ তর্কালঙ্কার অবশ্য করণ এবং হেতুর কোনও ভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"দণ্ডেন ঘট ইত্যত্রাপি তৃতীয়ার্থঃ করণত্বম্, পরন্তু তন্ন কারকং ক্রিয়া-নন্বয়িত্বাৎ"। কারকচক্রে কিন্তু মথুরানাথের শিষ্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ লিখিয়াছেন—"ধনেন কুলং বিদ্যয়া যশ ইত্যাদৌ তৃতীয়া হেতুত্বে, "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" (পা° ২।৩।১৮) ইত্যত্র ক্রিয়াসাকাঙ্ক্ষতয়া নিরুক্তকরণত্বে তৃতীয়া, অত্র তু নামার্থেনাপি সাকাঙ্ক্ষতয়া হেতু-সামান্যে 'হেতৌ' (পা° ২।৩।২৩) ইতি সূত্রেণ তৃতীয়া বিহিতেতি ভেদঃ।"

অভাবহেতু উহা করণ নহে। গুণবিষয়ে হেতু যেমন—পুণ্যেন ব্রহ্মবর্চসম্। পুণ্য অর্থাৎ অপূর্ব্ব। ক্রিয়াজনকত্ব এবং সব্যাপারত্ব—করণের এই উভয়বিধ লক্ষণের কোনও লক্ষণই এখানে বর্ত্তমান নাই বলিয়া 'পুণ্য' করণ নহে। ক্রিয়া-বিষয়ে হেতু যেমন—পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ। হরিদর্শনরূপ ক্রিয়ার জনক হইয়াও 'পুণ্য' এখানে নির্ব্যাপার বলিয়া উহাতেও করণত্বের অভাব বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে অপূর্ব্ব উদ্দিষ্ট না হইয়া পুণ্যশব্দদ্বারা যাগাদিকর্ম্ম বিবক্ষিত হয়, সেস্থলে পুণ্য সব্যাপার হওয়ায় তাহার করণত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং তথায় "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" (পা০ ২।৩।১৮) এই সূত্রদ্বারা তৃতীয়ার প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। পাণিনিকে অনুসরণপূর্ব্বক চান্দ্রের "হেতৌ" (২।১।৬৪) এই সূত্রের বৃত্তিতে চন্দ্রগোমীও বলিয়াছেন—"তৎক্রিয়াযোগ্যে তৃতীয়া স্যাৎ। অন্নেন বসতি। বিদ্যয়া যশঃ।" বস্তুগতি এইরূপ দেখিয়া শাব্দিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলেন—"যদধীনা কর্ত্তুঃ প্রবৃত্তিঃ স হেতুঃ, কর্ত্রধীনং করণমিতি হেতুকরণয়ো র্ভেদঃ"। এ বিষয়ে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"অনাশ্রিতে তু ব্যাপারে নিমিত্তং হেতুরিষ্যতে।
আশ্রিতাবধিভাবং তু লক্ষণে লক্ষণং বিদুঃ॥
দ্রব্যাদিবিষয়ো হেতুঃ কারকং নিয়তক্রিয়ম্।"

'অলং শ্রমেণ' ইত্যাদিস্থলে কোনও ক্রিয়াপদ দৃষ্ট না হইলেও শ্রমকে হেতু বলা যায় না, কারণ উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ—'শ্রমেণ সাধ্যং নাস্তি'। অতএব সাধনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে শ্রমের করণত্বই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য বৈয়াকরণেরা বলেন—'ন কেবলং শ্রূয়মাণৈব ক্রিয়া নিমিত্তং কারকভাবস্য, অপি তু গম্যমানাপি'। 'জটাভিস্তাপসঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে লক্ষ্যলক্ষণাদি ভাবই বিবক্ষিত হয়, হেতুত্ব নহে। সেইজন্য অষ্টাধ্যায়ীতে "ইত্থংভূতলক্ষণে" (২।৩।২১) ইত্যাদি, চান্দ্রব্যাকরণে "লক্ষণে" (২।১।৬৬) ইত্যাদি এবং কাতন্ত্রে "বিশেষণে" (চ ২৩৮) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি সূত্র প্রণীত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য।

করণের লক্ষণ ও বিভাগ লইয়া কারকোল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

"ক্রিয়তে সাধ্যতে কর্ত্রা যদাশ্রিত্য বদন্তি তৎ।
করণং তদ্দ্বিধা বাহ্যমাভ্যন্তরমপি স্মৃতম্॥

শরীরাবয়বাদন্যদ্ যত্তদ্বাহ্যমিতি স্মৃতম্।
শরীরসমবেতং যৎ তদাভ্যন্তরমুচ্যতে ॥"

অতএব ভরতমল্লিকের মতে করণ দ্বিবিধ—বাহ্য এবং আভ্যন্তর। যাহা শরীরাবয়ব নহে তাহা বাহ্য, যেমন—দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি। আর যাহা শরীরাবয়ব তাহা আভ্যন্তর, যেমন—মনসা মেরুং গচ্ছতি। কাতন্ত্রের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ-কর্তৃক বাহ্যাভ্যন্তরভেদে করণের এই দুই প্রকার উদাহরণও দর্শিত হইয়াছে। সেইজন্য পঞ্জীতে লিখিত আছে—'তচ্চ দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চেতি। ক্রমেণ দর্শয়তি দাত্রেণেত্যাদি।' এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে—'হস্তেন ফলং গৃহ্লাতি' এস্থলে 'হস্তেন' পদটী বাহ্য করণ, না আভ্যন্তর করণ? দৌর্গমতে উহা কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে রভসনন্দি-ভরতমল্লিকাদির মতে উহাকে আভ্যন্তর করণই বলিতে হইবে, কারণ হস্ত শরীরের অবয়ববিশেষ। হস্তকে কিন্তু আভ্যন্তর-করণ বলিলে অপ্রসিদ্ধতা দোষ দুর্নিবার হইয়া পড়ে। কারণ স্মৃতিশাস্ত্রে কেবল মনঃপ্রভৃতিকেই আভ্যন্তর করণ এবং চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থকে বাহ্য করণ বলা হয়। সেইজন্য সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর-কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়াছেন—

"অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্ ॥"

ইহার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—'অন্তঃকরণং ত্রিবিধং বুদ্ধিরহঙ্কারো মন ইতি শরীরাভ্যন্তরবৃত্তিত্বাদন্তঃকরণম্। দশধা বাহ্যমিন্দ্রিয়ং ত্রয়স্যান্তঃকরণস্য বিষয়াখ্যম্······।' সাংখ্যদর্শনের 'করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ' (২।৩৮) সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুও লিখিয়াছেন—'বাহ্যাভ্যন্তরৈর্মিলিত্বা কিয়ন্তি কর-ণানীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অন্তঃকরণত্রয়ং দশ বাহ্যকরণানি মিলিত্বা ত্রয়োদশ···।' বেদান্তের মতে অবশ্য সাংখ্যোক্ত করণত্রয় এবং চিত্ত—এই চারিটি আভ্যন্তর করণ। সেইজন্য পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে শঙ্করাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া অমী ॥"

ভাল, দর্শনশাস্ত্রে করণশব্দ ইন্দ্রিয়ার্থে রূঢ়, সুতরাং ব্যাকরণের করণপ্রসঙ্গে উহার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? সার্থকতা আছে। দর্শনশাস্ত্রে করণশব্দ ইন্দ্রিয়ার্থে রূঢ় হওয়ার কারণ এই যে, বিষয়োপলব্ধির প্রতি মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণই সাধকতম হইয়া থাকে। 'কর্ত্রা যেন ক্রিয়তে পুরুষার্থঃ সাধ্যতে তৎ করণম্'—এইরূপ যৌগিক অর্থ লইয়া করণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব কর্তা যেমন দাত্রাদিদ্বারা ছেদনাদিরূপ পুরুষার্থ সাধন করেন, সেইরূপে তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারাও উপলব্ধিরূপ পুরুষার্থ সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রোক্ত করণ ব্যাকরণোক্ত করণেরই অন্তর্গত হইতেছে। দর্শনোক্ত করণসমূহ কর্তার শরীরাশ্রিত হইলেও তাহারা বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ—চক্ষুরাদি এবং মনঃ প্রভৃতি। রভসনন্দী বা ভরতমল্লিক কিন্তু কর্তার শরীরাশ্রিত সমস্ত করণকেই আভ্যন্তর বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহ ঐ সকল করণেরই অন্তর্গত হইতেছে। ইন্দ্রিয় ব্যতীত যে সকল কর্তৃশরীরাবয়বসংশ্লিষ্ট করণ ব্যাকরণের বিষয়ীভূত হইতে পারে তাহারাও তাৎপর্য্যাংশে ইন্দ্রিয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে। কর্তার শরীরাবয়বাশ্রিত করণসমূহ যদি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়াবচ্ছেদক হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়তত্ত্ববিৎ প্রাচীন মুনি ও মুনিকল্পপুরুষদের স্মৃতিসঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত প্রবিভাগই গ্রহণ করা কর্তব্য। অতএব ভরতোক্ত বাহ্যাভ্যন্তরভেদে করণবিভাগের নামকরণ (nomenclature) নির্দ্দোষ নহে। কারণ ইহাতে মনঃপ্রভৃতি আন্তরেন্দ্রিয়ের সহিত হস্তাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোনও পার্থক্য থাকে না। কালাপকদের মধ্যে বাররুচসম্প্রদায় কিন্তু স্বকরণ এবং অন্যকরণ ভেদে করণের দ্বৈবিধ্য বলিয়াছেন। সেইজন্য বাররুচসংগ্রহের "করণং দ্বিবিধং চৈব......" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার নারায়ণভট্ট লিখিয়াছেন—'অত্র কেচিদ্ বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধত্বমাচক্ষতে। যচ্ছরীরাবয়বাদন্যৎ তদ্ বাহ্যম্, দাত্রেণ লুনাতি পরশুনা ছিনত্তীতি। আভ্যন্তরং মনঃপ্রভৃতি, মনসা পাটলিপুত্রং গচ্ছতি, শিরসা দেবং নমস্কুরুত ইতি। বয়ং তু স্বকরণান্যকরণভেদেনৈতদুক্তমিতি মন্যামহে। তত্র কর্তুরন্যদ্ দাত্রাদ্যন্যকরণমিত্যুচ্যতে। যদা পুনঃ করণান্তরাভাবপ্রতিপাদনায় কর্তুরেব বিবক্ষাপ্রাপিতরূপভেদায়ত্তঃ করণভাবস্তদা তৎ স্বকরণমিত্যুচ্যতে, তৈক্ষ্ণ্যমাত্মনা ছিনত্তীত্যাদি।' স্বকরণের 'তৈক্ষ্ণ্যমাত্মনা ছিনত্তি' এই উদাহরণ দেখিলে ভর্তৃহরির একটী কারিকা মনে পড়ে—

"অস্যাদীনাং তু কর্তৃত্বে তৈক্ষ্ণ্যাদি করণং বিদুঃ।
তৈক্ষ্ণ্যাদীনাং স্বতন্ত্রত্বে দ্বেধাত্মা ব্যবতিষ্ঠতে॥"

নারায়ণ ভট্টের কথা সুব্যক্ত নহে। কিন্তু আমাদের মতেও করণ দ্বিবিধ—স্বকরণ এবং অন্যকরণ। স্বকরণ অর্থাৎ কর্তৃশরীরাদিসম্বন্ধীয় করণ যেমন—হস্তাদি, আর অন্যকরণ অর্থাৎ কর্তৃশরীরাদিসম্বন্ধব্যতিরিক্ত করণ যেমন—দাত্রাদি। স্বকরণ কিন্তু বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে। বাহ্য স্বকরণ যেমন—হস্তেন পুষ্পং গৃহ্লাতি, আর আভ্যন্তর স্বকরণ যেমন—মনসা মেরুং গচ্ছতি। তবে যাঁহাদের মতে বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে করণমাত্রই দ্বিবিধ তাঁহারা যদি সেই বাহ্যকরণকে আবার দুই ভাগে বিভাগ করেন, তাহা হইলে আর বলিবার কিছুই থাকে না। বাহ্যকরণের দুই ভাগ অর্থাৎ কর্তৃশরীরসম্বন্ধীয় হস্তাদি বাহ্যকরণ, আর কর্তৃশরীরসম্বন্ধব্যতিরিক্ত দাত্রাদি বাহ্যবাহ্যকরণ। 'তৈক্ষ্ণ্যমাত্মনা ছিনত্তি'—এরূপস্থলে উপচার স্বীকার করিতে হইবে। ভাল, 'শিরসা দেবং নমস্কুরুতে' এস্থলে শিরঃশব্দ সাংখ্যোক্ত কোনও করণ নহে, সুতরাং ইহাকে কোন্ করণ বলা হইবে? শিরশ্চালনা যদি ঐ নমস্কারের অঙ্গ হয় তাহা হইলে শিরঃশব্দ বাহ্য স্বকরণ। অতএব 'উরসা গচ্ছতি, অঙ্গুল্যা স্পৃশতি, নখেন ছিন্তে, পক্ষাভ্যামুড্ডীয়তে'—ইত্যাদি স্থলে উরঃপ্রভৃতি বাহ্য স্বকরণেরই অন্তর্গত হইবে। ভাল, ছেদনক্রিয়ায় উদ্যমননিপাতনাত্মক আঘাতের মুখ্য কারণতা থাকিলেও ব্যাকরণে প্রকৃষ্ট সাধনতারূপ গুণযোগবশতঃ কুঠারাদিরই করণত্ব বলা হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়স্থলে ঐরূপ সাদৃশ্য কোথায়? সাদৃশ্য আছে। কপিলমুনিই বলিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ' (সাংখ্যদর্শন ২।৩৯)। অভিপ্রায় এই যে, ছেদনক্রিয়ায় উদ্যমননিপাতনাত্মক আঘাতের মুখ্য কারণত্বসত্ত্বেও প্রকৃষ্টসাধনতারূপগুণযোগবশতঃ কুঠারেরই যেমন করণত্ব হয়, সেইরূপে বুদ্ধির মুখ্যকারণতা থাকিলেও ব্যাপারবত্তাহেতু অর্থাৎ সাধকতমত্বগুণযোগহেতু ইন্দ্রিয়েরও করণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্তিও আছে—'করণং খলু সর্ব্বত্র কর্তৃব্যাপারগোচরঃ'।

সম্প্রদান। দানক্রিয়ার কর্ম্মদ্বারা যাহাকে স্বত্বভাগিত্বরূপে উদ্দেশ্য করা হয়, তাহারই সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়, যেমন—বিপ্রায় গাং দদাতি। সম্প্রদানের লক্ষণ লইয়া বৈয়াকরণেরা বলেন—'ক্রিয়াজন্যকর্ম্মনিষ্ঠস্বত্বফলভাগিত্বং সম্প্রদানত্বম্'। ব্যুৎপত্তিবাদে গদাধরভট্টাচার্য্য

এইরূপ দৃষ্টিতেই 'বিপ্রায় গাং দদাতি' এই উদাহরণের অন্বয়বোধসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ত্যাগরূপক্রিয়াজন্যগোনিষ্ঠস্বত্বভাগিতয়া দাতুমিচ্ছাবিষয়ো ব্রাহ্মণঃ'। সম্যক্ প্রদীয়তেঽস্মৈ তৎ সম্প্রদানম্—এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখিলে সম্প্রদানের অন্বর্থসংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ হয়। বৈয়াকরণেরা বলেন—সম্যগর্থক 'সম্'-উপসর্গদ্বারা স্বস্বত্বধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বাপাদনরূপ দাধাতুর অর্থ এবং প্রকর্ষার্থক 'প্র'শব্দের দ্বারা পূজাদিপুরঃসরতা জ্ঞাপিত হইতেছে। পূজাদিপুরঃসরতা বলিবার কারণ এই যে, লোকে পূজা অনুগ্রহ বা কোনও কিছু ফলকামনার জন্যই দানকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বৈয়াকরণনিকায়ে উক্তিও আছে—

"পূজানুগ্রহকাম্যাভিঃ স্বদ্রব্যস্য পরার্পণম্।
দানং তস্যার্পণস্থানং সম্প্রদানং প্রকীর্ত্তিতম্॥"
(মুগ্ধবোধ—২৯৪ সূত্রীয় প্রমোদজননী)।

এ বিষয়ে চাঙ্গুদাসও বলিয়াছেন—

"সম্প্রদানং তদেব স্যাৎ পূজানুগ্রহকাম্যয়া *।
দীয়মানেন সংত্যাগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদি॥" †

---

* কারিকাটী চাঙ্গুদাসের স্বকীয় নহে। কারণ তাঁহার বহুপূর্ব্বে টীকাকার দুর্গসিংহ ২১৬ সূত্রের টীকায় উহা উদ্ধার করিয়াছেন। উহাতে কেবল 'তদেব' স্থলে 'তদৈব' এবং 'সংত্যাগাৎ' স্থলে 'সংযোগাৎ' আছে।

† পূজা অনুগ্রহ ও কাম্যের লক্ষণ লইয়া উক্ত হইয়াছে—

"গুরুদেবদ্বিজাতীনাং ভাবশুদ্ধ্যা কৃতং হি যৎ।
ধ্যানাবনতিদানৈশ্চ পূজা মাননমুচ্যতে॥
বিরূপোন্মত্তনিঃস্বানামকুৎসাপূর্ব্বকং হি যৎ।
পূরণং দানমানাভ্যামনুগ্রহ উদাহৃতঃ॥
যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যেতি প্রকীর্ত্তিতম্॥"

কৌমারসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—'গৌরবিতপ্রীতিহেতুক্রিয়া পূজা' অর্থাৎ যে ক্রিয়ায় গৌরবান্বিত ব্যক্তির প্রীতি জন্মায় তাহাকে পূজা বলে, যেমন—'গুরবে দক্ষিণাং দদাতি; 'পরদুঃখাপহরণেচ্ছা অনুগ্রহঃ', যেমন—ভৃত্যায় বস্ত্রং দদাতি; 'স্বগতত্বেন ফলসঙ্কল্পঃ কাম্যা'। ফলসঙ্কল্প দ্বিবিধ হইতে পারে—ঐহিক এবং পারলৌকিক। ঐহিক যেমন—দাস্যৈ মালাং যচ্ছতি, পারলৌকিক যেমন—মুক্তয়ে হরিং ভজতি।

এইরূপ দৃষ্টিতে 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' ইত্যাদিস্থলে 'দা'ধাতুর অর্থ ভাক্ত অর্থাৎ কেবল অর্পণার্থক বুঝিতে হইবে, কারণ এখানে স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্তির জ্ঞান বিবক্ষিত নহে। দান এবং সম্প্রদান লইয়া সারস্বতে উক্ত হইয়াছে—

"দদাতি দণ্ডং পুরুষো মহীপতে র্ন চাত্র ভক্তি র্ন চ দানকামনা।
যদ্দীয়তে বাসনয়া সুপাত্রে তৎ সম্প্রদানং কথিতং মুনীন্দ্রৈঃ ॥"*

(সারস্বতে চন্দ্রকীর্ত্তিধৃত বচন)।

ভাল, দানকালে দাতা যদি উদাসীন থাকেন, তাহা হইলেও কি সম্প্রদান হয়? কারণ শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"স্বস্বত্বে বিদ্যমানে তু পরস্বত্বং ন বিদ্যতে।
পরিত্যজ্য চ স্বস্বত্বমৌদাসীন্যান্ন সিধ্যতি ॥"

ইহার সমাধানে সুষেণ বলিয়াছেন—"দানং হি সঙ্কল্পবিশেষো নেদং মমেত্যেবং-স্বরূপঃ। স এব সঙ্কল্পঃ স্বস্বত্বধ্বংসদ্বারা পরস্বত্বমাপাদয়তীতি। স্বস্বত্বধ্বংস-দশায়াং দাতুরুদাসীনত্বেঽপি কৃতেন ত্যাগেন সঙ্কল্পরূপেণ পরস্বত্বাপাদনে বাধকাভাবাৎ। যথা কালান্তরে যজ্ঞকর্ত্তুরুদাসীনত্বেঽপি প্রাক্তনকর্ম্মণা স্বর্গাদ্যুপভোগো জন্যত ইতি সর্ব্বমুপপন্নম্" (কাতন্ত্র—২১৬ সূত্রীয় কবিরাজ)। দানের অর্থ-সম্বন্ধে কৌমারসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—'স্বস্বত্বধ্বংসদ্বারা পরস্বত্বজনকীভূতঃ সঙ্কল্পবিশেষো দানম্' (সূত্রীয় কবিরাজ ২১৬)। সেইজন্য সুষেণ বিদ্যাভূষণ সম্প্রদানের লক্ষণসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ত্যাগজন্যস্বত্বফলভাগিত্বং সম্প্রদানত্বম্'। বাস্তবিক স্বত্ব ব্যতীত যদি সম্প্রদান না হয়, তবে 'প্রদীয়তাং দাশরথায়

---

* দানের পাত্রতা ও ফল লইয়া উক্ত হইয়াছে—

"ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

বৃত্তসম্বন্ধে উক্তি আছে—

"গুরুপূজা ঘৃণা শৌচং সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
প্রবর্ত্তনং হিতানাঞ্চ তৎ সর্ব্বং বৃত্তমুচ্যতে ॥"

দানের ফলসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ॥"

মৈথিলী' এইরূপ প্রয়োগ আবহমানকাল চলিয়া আসে কেন? কবিরাজে উক্ত হইয়াছে—'রাবণস্য মৈথিল্যাং স্বত্বাভাবেঽপি স্বত্ববিবক্ষয়া প্রয়োগস্য সাধুত্বমিতি। বস্তুতস্তত্রাপি পূজাপুরঃসরমেব মৈথিলী দীয়তামিতি প্রযোক্তুস্তাৎপর্য্যম্'। স্বত্ববিবক্ষাপূর্ব্বক পূজাসহকৃত প্রত্যর্পণে চতুর্থী চিরপ্রচলিত। রামায়ণেও দেখা যায়, বিভীষণ রাবণকে—

"ত্যজাশু কোপং সুখধর্ম্মনাশনং
ভজস্ব ধর্ম্মং রতিকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম সপুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥" (লঙ্কাকাণ্ড—৯ম সর্গ)।

ইত্যাদি বলিবার পর শেষে বলিয়াছেন—

"ধনানি রত্নানি সুভূষণানি
বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।
সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং
বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ॥" * (লঙ্কাকাণ্ড—১৫ সর্গ)।

এইরূপে উক্ত প্রয়োগের সাধুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক স্বত্ব না থাকায় উহাকে কি মুখ্য সম্প্রদান বলা উচিত? অনুচিত নহে, কারণ অপহরণক্রিয়াদ্বারা অপহৃতপদার্থে অপহর্ত্তারও স্বত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। ভাল, তবে কেন ধর্ম্মশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—'দ্রব্যমস্বামিবিক্রীতং পূর্ব্বস্বামিনমাপ্নুয়াৎ'? ইহা দ্বারা আমাদের উপপত্তি বাধিত হয় না। কারণ এখানে নঞের অর্থ তদন্যত্ব নহে, কিন্তু অপ্রাশস্ত্য। অতএব 'অস্বামি'পদ এস্থলে নিন্দার্থক। এইরূপ অর্থ না করিলে 'পূর্ব্বস্বামী'পদস্থিত পূর্ব্বশব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ভাল, বিবাহের পর কন্যার সহিত দাতার আত্মীয়তা একেবারে পরিত্যক্ত হয় না, তথাপি কেন বলা হয়—'কন্যাসম্প্রদানম্' বা 'বরায় কন্যাং দদাতি'?

* মহানাটকের ষষ্ঠাঙ্কে কবিবর হনুমান্ বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—

"ত্যজ স্বকোপং কুলকীর্ত্তিনাশনং ভজস্ব ধর্ম্মং কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম সবান্ধবা বয়ং প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥"
"প্রগৃহ্য রত্নানি বিভূষণানি বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ মুখ্যান্।
সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং বসেম লঙ্কামপযাতু শঙ্কা॥"

ইহার উত্তরে সারস্বতের তত্ত্বদীপিকায় লোকেশাচার্য্য লিখিয়াছেন—'কন্যাং দদাতীত্যত্র স্বাত্মতাঽঽত্মীয়তয়োরত্যাগেঽপি পরগোত্রত্বেন জ্ঞাতিত্বস্যৈব ত্যাগাদিতি বৃদ্ধাঃ'। আর হেলারাজ এ বিষয়ে বলিয়াছেন—'কন্যাং দদাতীতি জন্যজনকভাবাব্যাপকত্বাদপি স্বস্বামিসম্বন্ধস্য নিবৃত্তে মুখ্য এব দদাত্যর্থঃ'।

সম্প্রদানবিষয়ে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্" (১।৪।৩২)। অভিপ্রায় এই যে, করণভূত কর্ম্মকারকের দ্বারা কর্ত্তার সহিত উদ্দেশ্যরূপে যাহা সম্বদ্ধ তাহারই সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। ভাল, করণভূত কর্ম্মকারক বলা হইল কেন? বস্তুতঃ ইহা কি স্বতোবিরুদ্ধ পদ নহে? না, কারণ দানক্রিয়ার প্রতি যাহা কর্ম্ম, অভিপ্রায়ক্রিয়ার প্রতি তাহার করণত্বে কোন দোষ থাকিতে পারে না। উক্ত পাণিনীয় সূত্রের অর্থ লইয়া নৈয়ায়িকেরাও বলিয়াছেন—"তৎক্রিয়াকারণীভূতেন তৎক্রিয়াকর্ম্মণা যং সম্বন্ধীকর্ত্তুমভিপ্রৈতি কর্ত্তা স সম্প্রদানম্" (কারকচক্র)। ইহাতে সম্প্রদানের লক্ষণ এইরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে—"তৎক্রিয়াকারণীভূতকর্ম্মজন্যফলভাগিত্বেনোদ্দেশ্যত্বং সম্প্রদানত্বম্"। অতএব 'চৈত্রো গ্রামং গচ্ছতি'—ইত্যাদি স্থলে গমনক্রিয়ার প্রতি গ্রামের কারণত্ব নাই বলিয়া কর্ম্মজন্যসুখাদিরূপফলভাগিরূপে উদ্দেশ্য হইয়াও চৈত্রে সম্প্রদানত্ব প্রসক্ত হইল না। দানাদিক্রিয়াতে অবশ্য স্বত্বজ্ঞানদ্বারা দেয়বস্তুর দানেচ্ছাবিষয়ে প্রযোজকত্ব অর্থাৎ কারণত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'বিপ্রায় গাং দদাতি' এস্থলে দাধাতুর অর্থ—স্বস্বত্বধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যবচ্ছিন্ন ত্যাগ। অতএব নৈয়ায়িকদৃষ্টিতে উক্ত বাক্যের শাব্দবোধ হইবে—'বিপ্রবিষয়কগোজন্যফলপ্রকারকেচ্ছাপূর্ব্বকগোবৃত্তিস্বস্বত্বধ্বংসপূর্ব্বকপরস্বত্বোৎপত্ত্যবচ্ছিন্নত্যাগানুকূলকৃতিমান্'। দানক্রিয়ায় স্বস্বত্বের নিবৃত্তি এবং পরস্বত্বের বিকাশ হয় বলিয়া পুনর্গ্রহণের কথা উঠিতে পারে না। এইজন্য 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' ইত্যাদি স্থলে চতুর্থী বিভক্তি হয় না। 'রজকস্য'পদে সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী বুঝিতে হইবে।

সম্প্রদানের অন্বর্থসংজ্ঞা বৃত্তিকারের অভিপ্রেত হইলেও ভাষ্যকার কিন্তু উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সেইজন্য 'খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তস্মৈ চপেটাং দদাতি' এই প্রকার প্রয়োগ ১।১।১ সূত্রীয় ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি ......' ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে ভাষ্যকার অন্বর্থসংজ্ঞা অস্বীকার করিয়াছেন। অতএব ভাষ্যমতে দানক্রিয়ার স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপাদনরূপ লক্ষণের

কোনও উপযোগিতা নাই। এরূপ অবস্থায় 'রজকায় বস্ত্রং দদাতি' ইত্যাদি প্রয়োগে আর কোনও বাধা থাকিতে পারে না। এই সকল বিষয়ে প্রণিধানপূর্ব্বক মঞ্জূষায় নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন—"যত্তু বৃত্তিকারাঃ—সম্যক্ প্রদীয়তে যস্মৈ তৎ সম্প্রদানমিত্যন্বর্থসংজ্ঞেয়ম্, তথা চ গোনিষ্ঠস্বস্বত্বনিবৃত্তিসমানাধিকরণপরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকূলব্যাপাররূপক্রিয়োদ্দেশ্যস্য ব্রাহ্মণাদেরেব সম্প্রদানত্বম্, পুনর্গ্রহণায় রজকস্য বস্ত্রদানে রজকস্য বস্ত্রং দদাতীতি সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠ্যেবেত্যাহুঃ। তন্ন, খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটাং দদাতীতি ভাষ্যবিরোধাৎ, কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতীতি সূত্রব্যাখ্যাবসরে ভাষ্যকৃতাঽন্বর্থসংজ্ঞায়া অস্বীকারাচ্চ। অতএব 'তদাচক্ষ্ব সুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ' ইতি সপ্তশতীশ্লোকঃ সঙ্গচ্ছতে। তস্মাদ্রজকায় বস্ত্রং দদাতীত্যাদি ভবত্যেব। অত্রাধীনীকরণেঽর্থে দদাতিঃ। চপেটাং দদাতীত্যত্র ন্যসনেঽর্থ ইতি"। ভর্ত্তৃহরি কিন্তু এ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত একমত নহেন। কারণ বাক্যপদীয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

"অনিরাকরণাৎ কর্ত্তুস্ত্যাগাঙ্গং কর্ম্মণেপ্সিতম্।
প্রেরণানুমতিভ্যাং বা লভতে সম্প্রদানতাম্॥"

ইহার ব্যাখ্যায় হেলারাজ বলিয়াছেন—"অন্বর্থত্বাৎ সম্প্রদানশব্দস্য ত্যাগাঙ্গমিতি লক্ষণলাভঃ। ত্যাগো দানং দীয়মানস্য স্বত্বনিবৃত্ত্যা পরস্বত্বাপাদনম্। তত্র চাঙ্গং নিমিত্তকারণমিত্যর্থঃ। * * * * কন্যাং দদাতীতি জন্যজনকভাবাব্যাপকত্বাদপি স্বস্বামিসম্বন্ধস্য নিবৃত্তে মুখ্য এব দদাত্যর্থঃ। খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তস্মৈ চপেটাং দদাতীত্যাদৌ বস্তুতোঽসত্যপি চপেটাদিস্বাম্যে তদুপকারিতয়া দাতুঃ স্বামিত্বাভিসন্ধিরস্ত্যেব। যদ্যপি প্রতিকূলরূপত্বাচ্চপেটায়াস্তদানীমুপযোগো নাস্তি তথাপি ফলদ্বারেণাস্ত্যেব পরোপযোগিত্বম্। চপেটাসহত্বং শাস্ত্রাভ্যাসযোগত্বাৎ ফলাব্যাপ্তেঃ"।

কাত্যায়ন ক্রিয়ার কৃত্রিমকর্ম্মত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া কেবল ক্রিয়ার দ্বারা অভিপ্রেয়মাণ বস্তুর সম্প্রদানসংজ্ঞা বিধান করিবার জন্য বার্ত্তিক করিয়াছেন —"ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যম্"। অর্থাৎ অকর্ম্মক ক্রিয়ার দ্বারা যাহা উদ্দিষ্ট তাহারও সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা 'পত্যে শেতে, শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে, যুদ্ধায় সংনহ্যতে' ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব অসিদ্ধ হয় না। অতএব 'অকর্ম্মকক্রিয়োদ্দেশ্যত্বং সম্প্রদানত্বম্'—ইহাকেও স্থলবিশেষে সম্প্রদানের লক্ষণান্তর বলা যাইতে

পারে। ভাষ্যে কিন্তু উক্ত বার্ত্তিক সমর্থিত হয় নাই। তথায় কর্ম্মশব্দের দ্বারা ক্রিয়াও গৃহীত হইয়াছে। কারণ ভাষ্যকার ক্রিয়াকে কৃত্রিমকর্ম্ম বলিয়াছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ ক্রিয়াশব্দার্থে কর্ম্মশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয় কৃত্রিমশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, ভাষ্যমতে ১।৪।৩২ সূত্রস্থ 'কর্ম্মণা'পদের দ্বারাই যখন ক্রিয়াগ্রহণ হইতে পারে তখন 'বচনাৎ প্রবৃত্তি র্বচনাদ্ নিবৃত্তিঃ' এই ন্যায়ানুসারে উক্ত বার্ত্তিকের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"তত্তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। কথম্? ক্রিয়াং হি লোকে কর্ম্মেত্যুপচরন্তি। কাং ক্রিয়াং করিষ্যসি? কিং কর্ম্ম করিষ্যসীতি। এবমপি কর্ত্তব্যম্। কৃত্রিমাকৃত্রিমযোঃ কৃত্রিমে সংপ্রত্যয়ো ভবতি। ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম্ম। ন সিধ্যতি। 'কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম' ইত্যুচ্যতে কথং চ নাম ক্রিয়য়া ক্রিয়েপ্সিততমা স্যাৎ? ক্রিয়াপি ক্রিয়য়েপ্সিততমা ভবতি। কয়া ক্রিয়য়া? সন্দর্শনক্রিয়য়া বা প্রার্থয়তিক্রিয়য়া বাধ্যবস্যতিক্রিয়য়া বা। ইহ য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স বুদ্ধ্যা তাবৎ কিঞ্চিদর্থং সংপশ্যতি সন্দৃষ্টে প্রার্থনা প্রার্থনায়ামধ্যবসায়োঽধ্যবসায় আরম্ভ আরম্ভে নির্বৃত্তি র্নির্বৃত্তৌ ফলাবাপ্তিঃ। এবং ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম্ম।" (১।৪।৩২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

কালাপকগণ কিন্তু 'পত্যে শেতে' 'শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে' ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী না বলিয়া 'যস্মৈ দিৎসা রোচতে ধারয়তে বা সম্প্রদানম্' (চ ১৬) এই সূত্রস্থ 'দিৎসা'গ্রহণের সামর্থ্যে উক্ত প্রয়োগসমূহের সাধুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সেইজন্য সুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"যস্মৈ দিৎসেতি যস্মৈ দাতুং সংকল্পয়িতুং ধাতূনামনেকার্থত্বাদ্বোধয়িতুমিতি যাবদিচ্ছা মতি র্ভবতি তৎ সম্প্রদানম্। ইদন্তু দিৎসাগ্রহণং গৌণসম্প্রদানার্থম্। মুখ্যসম্প্রদানস্বন্বর্থবলাদগ্রত এব ব্যাখ্যাতমন্যথা সম্প্রদানমিতি গুরুসংজ্ঞাবৈয়র্থ্যমেব স্যাদিতি সংক্ষেপঃ।" (চ ২১৬ সূত্রীয় কবিরাজ)।

চান্দ্রব্যাকরণে "তাদর্থ্যে" (২।১।৭৯) এই একটীমাত্র সূত্রদ্বারা 'যূপায় দারু, পত্যে শেতে, এধেভ্যো ব্রজতি, পাকায় ব্রজতি, মূত্রায় সম্পদ্যতে, বাতায় কপিলা বিদ্যুৎ' *—ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। "চতুর্থী

* "বাতায় কপিলা বিদ্যুদাতপায়াতিলোহিনী।
পীতা ভবতি সস্যায় দুর্ভিক্ষায় সিতা ভবেৎ॥" (২।৩।১৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

সম্প্রদানে" (২।৩।১৩) এই পাণিনীয়সূত্রোপরি কাত্যায়নের (১) চতুর্থীবিধানে তাদর্থ্য উপসংখ্যানম্, (২) কৢপি সম্পদ্যমানে, (৩) উৎপাতেন জ্ঞাপ্যমানে— এই বার্ত্তিকত্রয়ের স্থানে চন্দ্রগোমী একটীমাত্র সূত্র করিয়াছেন, কারণ উক্ত সকল স্থলেই সাধারণভাবে তাদর্থ্যনিষ্ঠ অর্থ স্বীকৃত হইতে পারে। এমন কি, 'ফলেভ্যো যাতি' * ইত্যাদিপ্রয়োগও চান্দ্রসম্প্রদায়ে তাদর্থ্যদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধে তাদর্থ্য-শব্দ লইয়া দুর্গাদাস লিখিয়াছেন—"স চাসাবর্থঃ প্রয়োজনং চেতি তদর্থস্তস্য ভাবস্তাদর্থ্যম্, এবং তস্যার্থো নিবৃত্তিস্তদর্থ-স্তদর্থ এব তাদর্থ্যং স্বার্থে ষ্ণ্যঃ। ততস্তাদর্থ্যং চ তাদর্থ্যং চেতি একশেষে সূত্রত্বাদেকত্বে তাদর্থ্যং তস্মিন্। যৎ প্রয়োজনং তস্মাচ্চতুর্থী, যস্য নিবৃত্তি-স্তস্মাদপি চতুর্থীত্যর্থঃ। যথা জ্ঞানায় পঠতি, পাঠস্য জ্ঞানং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। মশকায় ধূমো মশকস্য নিবৃত্তয় ইত্যর্থঃ। অতএব 'নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সম্পূজ্য দেবতাঃ' ইত্যত্র নরকায় নরকনিবৃত্তয় ইত্যর্থ ইতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যব্যাখ্যা" (২৯৪)। সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—'তদর্থাৎ' (কা০৯২)। ইহার ব্যাখ্যায় গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন—"তদিত্যনেন কিঞ্চিদ্ বস্তু পরামৃশ্যতে। অর্থশব্দঃ প্রয়োজনবাচী। তদর্থস্তৎপ্রয়োজনং তস্মাৎ……। যূপায় দারু্বিতি দারুণো যূপঃ প্রয়োজনম্। ননু কথমশ্বায় ঘাস ইতি নাত্র ঘাসস্য প্রয়োজনমশ্বঃ কিন্তু অশ্ব-তৃপ্তিঃ। অত্রোচ্যতে। অশ্বতৃপ্তিরেবাশ্বশব্দেনোপচারাদভিধীয়তে।…… কুণ্ডলস্য হিরণ্যমিত্যত্র সম্বন্ধমাত্রং প্রতীয়তে,ন তু নিয়মেন তদর্থতা কুণ্ডলস্য কার্য্যস্য কারণ-মেতদ্ধিরণ্যম্। যদা তু তদর্থতা প্রতীয়তে তদা কুণ্ডলায় হিরণ্যমিত্যেব ভবতি।" হৈমব্যাকরণের 'তাদর্থ্যে' (২।২।৪৫) সূত্রের ব্যাখ্যায় বিনয়বিজয়গণি লিখিয়াছেন— 'কিঞ্চিদ্ বস্তু সম্পাদয়িতুং যৎ প্রবৃত্তং তত্তদর্থম্। তস্য ভাবে তাদর্থ্যে সম্বন্ধবিশেষে দ্যোত্যে গৌণান্নাম্নঃ ষষ্ঠ্যপবাদশ্চতুর্থী স্যাৎ'। কাতন্ত্রের "তাদর্থ্যে" (চ-২৩৩) সূত্রটী শর্ব্ববর্ম্মকর্ত্তৃক কথিত নহে। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ শার্ব্ববর্ম্মিক সূত্রে নির্ভর না করিয়া চান্দ্র হইতে উক্তসূত্র উদ্ধারপূর্ব্বক কলাপের সূত্রপাঠে সন্নিবেশ করিয়াছেন। সেইজন্য পঞ্জীকার ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"তাদর্থ্যমিতি কথমিদ-মুচ্যতে ন খল্বেতচ্ছর্ব্ববর্ম্মকৃতসূত্রমস্তীতি। সত্যম্, সম্প্রদান এবেয়ং চতুর্থী। তথাহি যস্মৈ দিৎসেতি দাতুং সঙ্কল্পয়িতুমিচ্ছা মতি র্ভবতি তৎ সম্প্রদান-

---

* "ক্রিয়ার্থোপপদস্য কর্ম্মণি স্থানিনঃ" (পা০ ২।৩।১৪)।

মিতি। অত্র তু বৃত্তিকৃতা মতান্তরমাদর্শিতম্। ইহ হি প্রস্তাবে চন্দ্রগোমিনা প্রণীতমিদমিতি" (চ-২৩৩ সূত্রীয় পঞ্জী)।

শাস্ত্রীয়লৌকিকভেদে কেহ কেহ সম্প্রদানের দ্বৈবিধ্য কল্পনা করেন। 'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ' (১।৪।৩৩), 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' (১।৪।৩৬) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সূত্রদ্বারা কর্ম্মাদিকারকান্তরপ্রাপ্তি বাধিত হইলে তত্তৎস্থানে যে সম্প্রদান বিহিত হয় তাহা শাস্ত্রীয় সম্প্রদান, আর "কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্" (১।৪।৩২) এই সামান্য সূত্র দ্বারা অন্বর্থসংজ্ঞাবলে যে স্থলে চতুর্থীর প্রাপ্তি হয় তাহা লৌকিক সম্প্রদান। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন—'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি' এবং 'বিপ্রায় গাং দদাতি'। কোন্ দৃষ্টিতে এরূপ বিভাগ কল্পিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—"যদ্যপি সর্ব্বা সম্প্রদানসংজ্ঞা শাস্ত্রৈণৈবোচ্যতে, তথাপি হরিপ্রভৃতিভিঃ সংপ্রদীয়তে যস্মৈ স সম্প্রদানসংজ্ঞ ইত্যন্বর্থসংজ্ঞাঙ্গীকরণাল্লৌকিক এব সম্প্রদানার্থঃ 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি……' ইতি সূত্রেণোক্তঃ"(বাররুচসংগ্রহ-টীকা)।

দানের পাত্রভেদে আবার সম্প্রদান ত্রিবিধ হইতে পারে—অনুমন্তৃ, অনিরাকর্তৃ এবং প্রেরক। সেইজন্য চান্দ্রসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে—

> "অনুমন্ত্রনিরাকর্তৃ প্রেরকং ত্যাগকারণম্।
> ব্যাপ্যেনাপ্তং তদা তত্তু সম্প্রদানং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

কারিকাটী চান্দ্রদাসের স্বকীয় নহে, কারণ তাঁহার বহু পূর্ব্বে কাতন্ত্রস্থ কারকপাদের ২১৬ সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহকর্তৃক উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুমন্তৃ—গুরবে গাং দদাতি (যদ্দদানীত্যুক্তে এবং কুরুষ্বেত্যনুমন্যতে তদনুমন্তৃ), প্রেরক—বটবে গাং দদাতি (যদ্দেহীতি ভণিত্বা দাতারং লোভাৎ প্রেরয়তি তৎ প্রেরকম্), অনিরাকর্তৃ—আদিত্যায় অর্ঘ্যং দদাতি (যন্নানুমন্যতে, নাপি প্রেরয়তি, কিন্তু ন নিরাকরোতি তূষ্ণীমাস্তে তদনিরাকর্তৃ)। নিরাকৃত হইলে দান সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—"অনিরাকরণে—উপাধ্যায়ায় গাং দদাতীতি। স হ্যুপাধ্যায়স্তদ্‌গবাদ্যভিসম্বধ্যমানং ন নিরাকরোতি। যদি ক্রুদ্ধো নিরাকুর্য্যাৎ, দানমেব ন সম্পদ্যেত। পরস্বত্বাপাদনপর্য্যন্তং হি তৎ।" সম্প্রদানের বিভাগ লইয়া প্রাচীনদের উক্তিও আছে—

> "দানপাত্রং সম্প্রদানং ত্রিধা তচ্চ নিরূপিতম্।
> দেহীতি প্রেরণাৎ কিঞ্চিৎ প্রেরকং যাচকো যথা॥

মহত্ত্বাদ্ যাচতে নৈব ভক্ত্যা দত্তন্তু মন্যতে।
অনুমন্তৃকমেতৎ স্যাদ্ গুণবানতিথির্যথা॥
ন স্বীকরোতি মাহাত্ম্যান্ন নিরাকুরুতে তথা।
অনিরাকর্ত্তৃকং তৎ স্যাদ্যথা চৈত্যঃ কৃপানিধিঃ॥"

অপাদান *। অপাদানসম্বন্ধে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" (১।৪।২৪)। অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ। দুইটী সংযুক্ত পদার্থের মধ্য হইতে একটীর চলনহেতু উভয়ের ভিতর যে বিভাগ উপস্থিত হয় তাহাই বিশ্লেষ †। উক্ত চলনের অনাশ্রয়ভূত যে পদার্থ তাহাই ধ্রুব অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ অবধিভূত ‡।

* "অপাদানম্—অপপূর্ব্বক আঙ্পূর্ব্বক দাধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া অপাদান হইয়াছে। দাধাতুর অর্থ দান করা। আঙ্পূর্ব্বক দাধাতুর অর্থ গ্রহণ করা বা ধারণ করা। অপপূর্ব্বক আঙ্পূর্ব্বক দাধাতুর অর্থ কোন কিছু হইতে গ্রহণ করা। ইহা সম্প্রদানের বিপরীতার্থবোধক। যাহাতে কোন কিছু হইতে কোন কিছুর গ্রহণ হয়, যাহাতে কোন কিছু হইতে কোন কিছুর বিশ্লেষ (ছাড়াছাড়ি) হয়, তাহার নাম অপাদান।" (সুরভারতী—শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৪৬)।

† চান্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে—"অবধেঃ পঞ্চমী" (২।১।৮১)। জৈনেন্দ্রে—"ধ্যপায়ে ধ্রুবমপাদানম্" (১।২।১২৪)। অভিনবশাকটায়নে—"অপায়েঽবধৌ" (১।৩।১৫৬)। সারস্বতে—"বিশ্লেষাবধৌ পঞ্চমী"। শ্লেষ বা শ্লেষণ বলিলে সংযোগ বুঝায়। বিভাগ সংযোগের প্রতিযোগী বলিয়া বিশ্লেষশব্দের অর্থ হইতেছে—সংযোগের নাশ অর্থাৎ বিভাগ। সেইজন্য চন্দ্রকীর্ত্তি বলিয়াছেন—'বিশ্লেষো বিভাগো বিরহঃ পৃথগ্ভাবো বুদ্ধ্যা স্বরূপেণ বৈকাশ্রয়াৎ পৃথগ্ভবনমিত্যর্থঃ'। অপগম ব্যতীত বিভাগ সম্ভবপর নহে বলিয়া অপায় বিশ্লেষের নামান্তর। কুলচন্দ্র লিখিয়াছেন—"সম্বন্ধবিগমোঽপায়ঃ"। কাতন্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—"যতশ্চ সংযোগো নিবর্ত্ততে সোঽয়মেকস্য সংযোগিনঃ সংযোগান্তরাদ্ ব্যপগমোঽপায়ঃ। তথা হি প্রথমং চলতি দ্রব্যং তদনন্তরমিতরশ্চাপায়ঃ সোঽয়ং ভবতি বিভাগঃ"।

‡ আধার এবং আধেয়—এই দুইটীর মধ্যে যাহা আধার তাহাকে আশ্রয় বলে। আধার হইতে আধেয় অপগত হইলেও আধার অপগমন-ক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত হয় না বলিয়া আধেয়ের তুলনায় আধার ধ্রুব। অবধি ধ্রুবের নামান্তর, কারণ শাব্দিকগণ বলেন—'অবধীয়তে হ একরূপতয়া জ্ঞায়তে সোঽবধিঃ'। সেইজন্য ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন—"বিশ্লেষে যোঽবধিরাশ্রয়ো যস্মাদ্ বিভাগো জায়তে স চলতয়া অশ্বকরভাদিভাবেন, অচলতয়া পর্ব্বতশিখরাদিভাবেন বিবক্ষিতঃ ..

ধ্রুব শব্দ * কূটস্থ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে বুঝাইলেও "ধ্রুবমপায়ে…" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রে যে উক্তরূপ অর্থ অভিপ্রেত হয় নাই তাহা বুঝাইবার জন্য বাক্যপদীয়ে ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"দ্রব্যস্বভাবো ন ধ্রৌব্যমিতি সূত্রে প্রতীয়তে।
অপায়বিষয়ং ধ্রৌব্যং যত্তু তাবদ্বিবক্ষিতম্॥
সরণে দেবদত্তস্য ধ্রৌব্যং পাতে তু বাজিনঃ।
আবিষ্টং যদপায়েন তস্যাধ্রৌব্যং প্রচক্ষতে॥" (৩ কাণ্ড)।

প্রথম কারিকাটীর তাৎপর্য্য উদ্ঘাটনপূর্ব্বক হেলারাজ বলিয়াছেন—"ধ্রুবং কূটস্থং নিষ্ক্রিয়মিতি দ্রব্যস্বভাবো ধ্রৌব্যং সূত্রে ন প্রত্যেতব্যমপি ত্বসংসৃষ্টবচনোঽত্র ধ্রুবশব্দঃ। তথা হ্যপায়ে সাধ্যে যদ্ ধ্রুবং তেনাপায়েনাসংসৃষ্টমিত্যেষোঽর্থঃ।" দ্বিতীয় কারিকার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"সরণেঽশ্বসমবায়িন্যাং বেগিতায়াং গতৌ যথা দেবদত্তস্য ধ্রৌব্যং তস্য সরণেন অনাবেশাৎ তথা দেবদত্তসমবেতে পাতে পতনক্রিয়ায়াং বাজিনোঽশ্বস্য তয়াঽনাবেশাদ্ ধ্রৌব্যমিতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবেন ইদমুদাহরণম্।" এই সকল দেখিয়া পাণিনিসম্প্রদায়ে ধ্রুবের লক্ষণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতধাত্বর্থানাশ্রয়ত্বে সতি তজ্জন্যবিভাগাশ্রয়ো ধ্রুবম্"। অবধিত্ব লইয়া সুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"অবধিত্বং পুনর্বিভাগজনকীভূতস্পন্দনাদিক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি বিভাগাশ্রয়ত্বম্" (চ ২১৪ সূত্রীয় কবিরাজ)। এইরূপ দৃষ্টিতেই ভবানন্দবিদ্যাবাগীশ "ধ্রুবমপায়ে…" ইত্যাদি

---

* ধ্রুবশব্দের অর্থ স্থির। শ্রুতিও এইরূপ অর্থে বলিয়াছেন—"ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ" (ঋগ্বেদ—ম০ ১০।১৭৩ সূক্ত)। আমরা কিন্তু ব্যবহারনিষ্পাদনের জন্য ধ্রুবশব্দে আপেক্ষিক স্থিরত্বই বুঝিয়া থাকি। যেমন অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা যে নক্ষত্র আমাদের নিকট স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাকেই আমরা ধ্রুবতারা বলি। কিন্তু বস্তুতঃ সে নক্ষত্র স্থির নহে, কারণ তাহারও প্রচণ্ড গতি আছে। পৃথিবীর অক্ষের সহিত সমরেখায় সংস্থিত বলিয়া এবং পৃথিবী হইতে অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া উহা ঐরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেইজন্য অধ্রুবে ধ্রুবত্ব উপচারপূর্ব্বক ভাষায় অনেক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহমন্ত্রে বলা হয়—"ধ্রুবমসি ধ্রুবাঽহং পতিকুলে ভূয়াসম্।" শ্রুতিতেও এইরূপ উপচার দৃষ্ট হয়—

"ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ ধ্রুবো রাজা বিশামযম্॥" (ঋগ্বেদ—ম ১০।১৭৩ সূক্ত)।

পাণিনীয়সূত্রের অর্থসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“অপায়ে বিভাগে, ধ্রুবং নিশ্চলং তদ্বিভাগজনকক্রিয়াশূন্যমিতি তদর্থঃ।” তাৎপর্য্যতঃ ইহার অর্থ এই যে, বিশ্লেষ বুঝাইলে ধ্রুব অর্থাৎ অবধিভূতরূপে বিবক্ষিত কারকের অপাদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকরণেরা বলেন—

“সংযুক্তস্য হি বিশ্লিষ্টিক্রিয়ারম্ভো ভবেদ্ যতঃ।
তদেবাবধিভাবেন হ্যপাদানমিতি স্মৃতম্॥”

(কাতন্ত্র—চ ২১৪ সূত্রীয় টীকা)।

অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, যেমন—‘বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি।’ এখানে অধঃসংযোগাবচ্ছিন্ন ক্রিয়াই পত্‌ধাতুর অর্থ। উক্ত বিভাগজনক পতনক্রিয়ার আশ্রয় পর্ণ, বৃক্ষ নহে। সেইজন্য এখানে অবধিভূত বৃক্ষ অপাদান হইল। ভাল, ইহাই যদি অপাদানের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ‘বৃক্ষং ত্যজতি খগঃ’ ইত্যাদি স্থলে বৃক্ষ অপাদান হয় না কেন? ইহার উত্তরে বৈয়াকরণেরা বলেন যে, প্রকৃতধাত্বর্থ যদি বিভাগ না হয়, তবেই বিভাগাশ্রয়ের অপাদানত্ব সিদ্ধ হইবে। উক্ত উদাহরণে কিন্তু ত্যজ্‌ধাতুর অর্থ বিভাগাবচ্ছিন্ন ক্রিয়া। আর বৃক্ষশব্দে ধাতুবাচ্য বিভাগরূপ ফলভাগিত্ব থাকায় উহার কর্ম্মত্ব হইতে পারে এবং বিভাগজনকীভূত ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও বিভাগাশ্রয়ত্ব রহিয়াছে বলিয়া উহার অপাদানত্বও হইতে পারে—এই উভয় কারকের প্রাপ্তি সম্ভাবনায় ‘অপাদানমুত্তরাণি কারকাণি বাধন্তে’ এই ন্যায়ানুসারে অপাদানই কর্ম্মদ্বারা বাধিত হইয়াছে।

নিশ্চল বৃক্ষাদিবিষয়ে অপাদানের উক্তরূপ লক্ষণ নির্দ্দোষ হইলেও “ধাবতোঽশ্বাৎ পততি” ইত্যাদি স্থলে গতিযুক্ত অশ্বাদিতে ধ্রুবত্ব-কল্পনা কি সম্ভবপর? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ কল্পনা করিয়াই বার্ত্তিককার লিখিয়াছেন—“অধ্রৌব্যস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ”, অর্থাৎ ধ্রুবত্বের বিবক্ষা করিলেই চলিবে। ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“অধ্রৌব্যস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ। নাত্রাধ্রৌব্যং বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি? ধ্রৌব্যম্। ইহ তাবদশ্বাত্ত্রস্তাৎ পতিত ইতি যত্তদশ্বেঽশ্বত্বমাশুগামিত্বং তদ্ ধ্রুবং তচ্চ বিবক্ষিতম্” (১।৪।২৪ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। পাছে বিরোধাভাস বলিয়া সাধারণের বোধগম্য না হয়, সেইজন্য ভাষ্যকার আবার লৌকিক উপায়ে উহা পরিস্ফুট করিবার জন্য লিখিয়াছেন—“কথং পুনঃ সতো নামাবিবক্ষা স্যাৎ? সতোঽপ্যবিবক্ষা ভবতি। তদ্‌যথা। অলোমি-

কৈড়কা। অনুদরা কন্যেতি। অসতশ্চ বিবক্ষা ভবতি। সমুদ্রঃ কুণ্ডিকা। বিন্ধ্যো বর্ধিতকমিতি"*। পূর্ব্বোক্ত বিরোধাভাসে Theory of Relativism অর্থাৎ সাপেক্ষতাবাদের যে বীজ আমরা দেখিতে পাই, পরবর্ত্তী ব্যাকরণে তাহাই ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণেরা বলেন, অশ্ব ধাবনক্রিয়াবিশিষ্ট হইলেও প্রকৃতধাতুবাচ্য পতনক্রিয়ার দ্বারা অনাবিষ্ট বলিয়া সেই ক্রিয়ার অপেক্ষায় অশ্বকে ধ্রুব বলিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। নৈয়ায়িকেরা ইহার বিশ্লেষণপূর্ব্বক বলেন— "বিভাগজনকত্বং যৎ ক্রিয়ায়ামন্বীয়তে তৎ-ক্রিয়াশূন্যত্বং ধ্রুবত্বম্"। অর্থাৎ বিভাগজনকত্বরূপ অর্থ যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে সেই ক্রিয়ার অভাবই এখানে ধ্রুবশব্দের অর্থ। এস্থলে পঞ্চমীর অর্থ যে বিভাগজনকত্ব তাহা পতন-ক্রিয়ার সহিতই অন্বিত, অশ্বগত ধাবনক্রিয়ার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব অশ্ব যখন উক্ত পতনক্রিয়ার আশ্রয় নহে, তখন সেই ক্রিয়ার প্রতি উহার ধ্রুবত্ব অনুপপন্ন হয় না। আর 'দেবদত্তঃ পর্ব্বতাৎ পততোঽশ্বাৎ পততি' ইত্যাদিস্থলে পূর্ব্বাপরক্রমে দুইটী ক্রিয়ার বোধ হওয়ায় উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবধি বিবক্ষিত হইতে পারে। অতএব উক্ত উদাহরণের অন্বয়বোধ হইবে এইরূপ—"পর্ব্বতাবধিকপতনাশ্রয়ো যোঽশ্বস্তদবধিকং দেবদত্তাদিনিষ্ঠং পতনমর্থঃ।" 'পরস্পরস্মান্মেষাবপসরতঃ' বা 'অপসরতো মেষাদপসরতি মেষঃ' ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, দুইটী ভিন্নকর্ত্তৃক অপসরণক্রিয়া বিবক্ষিত হইতেছে। সুতরাং একটী মেষের অপসরণক্রিয়ার প্রতি অপরটীর অবধিভাব বিরুদ্ধ নহে। মেষদ্বয় যদি ভিন্নগতিতে একদিকে ধাবিত হয় তাহা হইলেও মন্দগামীর সহিত সম্বন্ধে দ্রুতগামীর অপাদানত্ব সিদ্ধ হইতে পারে †। এই সকল যুক্তির সমাবেশ আমরা প্রথমে ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয়তেই দেখিতে পাই। তথায় লিখিত আছে—

---

* অলোমিকা (অপ্রশস্তলোমযুক্তা) এড়কা (মেষী বা বন্যছাগী)। কুণ্ডিকা অর্থাৎ কমণ্ডলু। বর্ধিতকসম্বন্ধে নাগেশ বলিয়াছেন—'অগ্রে সূক্ষ্মো মূলে স্থূল ওদনপিণ্ডো বর্ধিতকম্' (উদ্দ্যোত)।

† গতিশীল পদার্থের অপাদানত্ব লইয়া প্রয়োগতত্ত্ববিৎ নবীন বৈয়াকরণেরা বলেন— "পাণিনি যেমন কর্ম্মকারকের সময় 'কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম' এই সূত্র করিয়া পরে বলিয়াছেন 'তথা যুক্তঞ্চানীপ্সিতম্', এস্থলেও সেইরূপ 'তথা যুক্তঞ্চাধ্রুবম্' বুঝিতে হইবে। অপাদানকারকের শতকরা নিরানব্বইটী উদাহরণে আমরা দেখিতে পাই স্থির বা ধ্রুব হইতে কোন কিছুর বিশ্লেষ

"অপায়ে যদুদাসীনং চলং বা যদি বাহচলম্।
ধ্রুবমেবাতদাবেশাত্তদপাদানমুচ্যতে ॥ *
পততো ধ্রুব এবাশ্বো যস্মাদশ্বাৎ পতত্যসৌ।
তস্যাপ্যশ্বস্য পতনে কুড্যাদি ধ্রুবমিষ্যতে ॥"†
"উভাবপ্যধ্রুবৌ মেষৌ যদ্যপ্যুভয়কর্ম্মকে।
বিভাগে প্রবিভক্তে তু ক্রিয়ে তত্র ব্যবস্থিতে ॥
মেষান্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্।
মেষয়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্ত্তৃত্বং চ পৃথক্ পৃথক্ ॥"

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাগেশ ভট্ট মঞ্জুষায় অপাদানের লক্ষণসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তত্তৎকর্ত্তৃসমবেততত্তৎক্রিয়াজন্যপ্রকৃতধাত্বর্থবাচ্যবিভাগাশ্রয়ত্বমপাদানত্বম্" ‡।

ধ্রুবশব্দ নিশ্চলার্থে প্রসিদ্ধ হইলেও এ স্থলে যে উহার ঐরূপ অর্থ উদ্দিষ্ট নহে তাহা বুঝাইবার জন্য কারিকায় চল ও অচল—এই দুইটী বিরুদ্ধার্থক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। আর ধ্রুবকে উদাসীন বলা হইয়াছে, কারণ উহাতে অপায়-হেতুভূত স্পন্দনাদিক্রিয়ার সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। অপাদান সাক্ষাদ্ভাবে ক্রিয়ার উপকারক না হইলেও অপায়ের আধাররূপে স্পন্দনাদি ক্রিয়ার প্রতি উহার নিমিত্তত্ব আছে। যেহেতু পর্ণের সহিত বৃক্ষের পতন হইলে অপায়ই সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"ধ্রুবং ন কারকং মন্যে নোপকারী ভবেদ্ যতঃ।
অপায়াধারভূতোহসৌ ক্রিয়তে ন চ কথ্যতে ॥"

হইতেছে, উহা দেখিয়াই পাণিনি সূত্র করিলেন—'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।' যে কয়টী স্থলে চলন্ত বস্তু হইতে বিশ্লেষ দেখা যায় সেই কয়টী স্থলে analogy স্বীকার করিলেই চলিবে।" (সুরভারতী—শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৪৬)।

* 'অতদাবেশাৎ' অর্থাৎ 'অপ্রবেশাৎ'। কেহ কেহ আবার অপাদানের ক্রিয়া-নিমিত্তত্ব স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য ঈষৎপ্রবেশার্থে 'আতদাবেশাৎ'—এইরূপ পাঠও স্বীকার করেন।

† এই দুইটী কারিকা এখনকার মুদ্রিত বাক্যপদীয়তে দৃষ্ট নহে। কিন্তু কোণ্ডভট্ট-নাগেশাদি বৈয়াকরণগণ ইহাদিগকে বাক্যপদীয়স্থ কারিকা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

‡ নৈয়ায়িকগণও এইরূপ দৃষ্টিতেই বলিয়াছেন—"পরকীয়ক্রিয়াজন্যধাত্বর্থতানবচ্ছেদক-বিভাগাশ্রয়ত্বমপাদানত্বম্" (কারকচক্র)।

পাণিনি ও কাত্যায়ন অপাদানবিষয়ে যে সকল বিশেষ বিশেষ সূত্র ও বার্ত্তিক করিয়াছেন তৎসমুদায় দৃষ্টিবিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক ভাষ্যকারকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" (পা০ ১।৪।২৫) এই পাণিনীয়-সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"অয়ং যোগঃ শক্যোঽবক্তুম্। কথং বৃকেভ্যো বিভেতি দস্যুভ্যো বিভেতি চৌরেভ্যস্ত্রায়তে দস্যুভ্যস্ত্রায়ত ইতি। ইহ তাবদ্‌বৃকেভ্যো বিভেতি দস্যুভ্যো বিভেতীতি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী * ভবতি স পশ্যতি যদি মাং বৃকাঃ পশ্যন্তি ধ্রুবো মে মৃত্যুরিতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্ততে। তত্র 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্'(১।৪।২৪) ইত্যেব সিদ্ধম্। ইহ চৌরেভ্যস্ত্রায়ত ইতি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী সুহৃদ্ ভবতি স পশ্যতি যদীমং চৌরাঃ পশ্যন্তি ধ্রুবমস্য বধ-বন্ধনপরিক্লেশা ইতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্তয়তি। তত্র 'ধ্রুবমপায়েঽপাদান-মি'ত্যেব সিদ্ধম্।" এইপ্রকার গৌণ অর্থাৎ বুদ্ধিকল্পিত অপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভাষ্যে সাতটী পাণিনীয় সূত্র † এবং তদন্তর্গত বার্ত্তিকগুলি ‡ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন—'সূত্রকার বা বার্ত্তিককার সংযোগপূর্ব্বক বিশ্লেষকেই অপায় বলিয়াছেন এবং বুদ্ধিকৃত অপায়কে গৌণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন সূত্র এবং বার্ত্তিকের প্রয়োজনবোধ হইয়াছিল'। কিন্তু সূত্রকারের অভিপ্রায় কি ছিল তাহা এখন অনুমানসাপেক্ষ, কারণ অষ্টাধ্যায়ীতে সকল প্রকার গৌণ অপাদানের নিয়ম দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা বলেন—অতিরিক্ত সূত্রগুলি বা তৎসংক্রান্ত বার্ত্তিকরাশি শিষ্যধী বৃদ্ধি করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের মতবাদও নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" ইত্যাদি সূত্র লইয়া নৈয়াসিক জিনেন্দ্রবুদ্ধি এইরূপ দৃষ্টিতেই বলিয়াছেন—"তস্মাৎ পূর্ব্বস্যৈব

* 'প্রেক্ষৈব পূর্ব্বং যস্মিন্ তৎ প্রেক্ষাপূর্ব্বম্, প্রেক্ষাপূর্ব্বং কর্ত্তুং শীলং যস্য স প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী।' প্রেক্ষা চ—

"যস্যামুৎপন্নমাত্রায়ামবিদ্যা নাশমর্হতি।
বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে॥"

† "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" (১।৪।২৫), "পরাজেরসোঢ়ঃ" (১।৪।২৬), "বারণার্থা-নামীপ্সিতঃ" (১।৪।২৭), "অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি" (১।৪।২৮), "আখ্যাতোপযোগে" (১।৪।২৯) "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (১।৪।৩০), "ভুবঃ প্রভবঃ" (১।৪।৩১)।

‡ যেমন—"জুগুপ্সাবিরাম..." ইত্যাদি।

প্রপঞ্চার্থম্। ন চ প্রপঞ্চে গুরুলাঘবং চিন্ত্যতে। এবমুত্তরেঽপি যোগাঃ পূর্ব্বস্যৈব প্রপঞ্চা বেদিতব্যাঃ, তদুদাহরণানামধ্যয়নাৎ পরাজয়ত ইত্যেবমাদীনাং পূর্ব্বেণৈব সিদ্ধত্বাৎ। তথা চ তেষাং সিদ্ধত্বং ভাষ্য এব প্রতিপাদিতম্। তস্মাৎ তত্রাপি গুরুলাঘবং ন চিন্তনীয়ম্।" (কাশিকান্যাস)। জিনেন্দ্রবুদ্ধির সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও এইরূপ মতভেদহেতু চান্দ্রে জৈনেন্দ্রে হৈমে ও সুপদ্মে পতঞ্জলি অনুসৃত হইলেও কাশিকায় জয়াদিত্য, সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ভোজদেব, সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর, মুগ্ধবোধে বোপদেব, সারস্বতে অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য এবং হরিনামামৃতে শ্রীজীব গোস্বামী ভাষ্যোক্তিসত্ত্বেও পাণিনিকাত্যায়নকে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে কাতন্ত্রে এবং জৈনশব্দানুশাসনে তাৎপর্য্যতঃ পতঞ্জলি অনুসৃত হইলেও পাণিনি একেবারে পরিত্যক্ত হন নাই, কারণ শিষ্যধী বৃদ্ধি করিবার জন্য শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য এবং জৈনশাকটায়ন স্থলবিশেষে মুখ্য অপায়ের ঈষৎ প্রপঞ্চ করিয়াছেন।

শর্ব্ববর্ম্মা বলিয়াছেন—"যতোঽপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্" (চ ২১৪) বুদ্ধিকৃত অপায় স্বীকার করিলে 'ভয়মাদত্তে বা' এই অংশটী অষ্টাধ্যায়ীর 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ' (১।৪।২৫) সূত্রের ন্যায় অতিরিক্ত হইয়াছে। সেইজন্য কবিরাজে সুষেণও বাধ্য হইয়া লিখিয়াছেন—'নন্থ, অধর্ম্মাজ্জুগুপ্সত ইত্যাদিবদ্ বুদ্ধিকৃতাপায়স্য বিদ্যমানত্বাৎ কিং ভয়গ্রহণেন আদত্ত ইত্যনেন চ? সত্যং যতোঽপৈতীত্যস্য প্রপঞ্চার্থমিদমুচ্যতে'। কেবল ইহাও নহে, শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য আবার বলিয়াছেন—'ঈপ্সিতং চ রক্ষার্থানাম্' (কা০ ২১৫)। ইহাতে বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—'ঈপ্সিতে কর্ম্মসংজ্ঞাং বাধতে'। অষ্টাধ্যায়ীতেও সূত্রিত হইয়াছে—'বারণার্থানামীপ্সিতঃ' (১।৪।২৭)। ইহাতে কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—'বারণার্থেষু কর্ম্মগ্রহণানর্থক্যং কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্মেতি বচনাৎ'। ভাষ্যে সূত্র এবং বার্ত্তিক উভয়ই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—'অয়মপি যোগঃ শক্যোঽবক্তুম্। কথং মাষেভ্যো গা বারয়তীতি। পশ্যত্যয়ং যদীমা গাবস্তত্র গচ্ছন্তি ধ্রুবং সস্যবিনাশঃ সস্যবিনাশেঽধর্ম্মশ্চৈব রাজভয়ং চ। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্তয়তি। তত্র ধ্রুবমপায়েঽপাদানমিত্যেব সিদ্ধম্।' অতএব বলা যায় যে, এস্থলে শর্ব্ববর্ম্মা পতঞ্জলিকে অনুসরণ না করিয়া পাণিনিকাত্যায়নের সরণি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা অন্যায্য নহে, কারণ যে উদ্দেশ্যে ব্যাকরণরচনায় সূত্রকারের প্রবৃত্তি ছিল, তদনুসারে সূত্র উপযোগীই হইয়াছে। কালাপকগণ কিন্তু অধিকাংশস্থলে ভাষ্যকারের যুক্তি অনুসরণপূর্ব্বক সম্প্রদায়সিদ্ধির জন্য প্রথমোক্ত

সূত্র হইতে প্রায় সকল প্রকার অপাদানেরই কল্পনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন—'যস্মাদ্ভয়ম্' এইরূপ বলিলেই অর্থতঃ ভয়হেতুর জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু 'অরণ্যে বিভেতি'—এইপ্রকার প্রয়োগস্থলে অরণ্যস্থিত ব্যাঘ্রাদিই ভয়ের কারণরূপে বিবক্ষিত বলিয়া অরণ্যের অধিকরণত্ব বুঝিতে হইবে; তবে যে স্থলে অরণ্যই ভয়ের হেতুরূপে বিবক্ষিত হয় তথায় 'অরণ্যাদ্বিভেতি' এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সূত্রস্থ 'যতঃ'পদ অবধিমাত্রার্থক। ইহার দ্বারা চলাচল সকল প্রকার অবধিরই গ্রহণ হইতে পারে। অতএব 'যতোঽপৈতি' অর্থাৎ 'যস্মাদপগচ্ছতি, যস্মাদ্বিশ্লিষ্যতি'। আখ্যাত ক্রিয়াপ্রধান বলিয়া উক্তস্থলে সাধ্যরূপে অপগমন অর্থাৎ অপায়ের জ্ঞান। কাতন্ত্রব্যাখ্যায় এইরূপে শার্ব্ববর্ম্মিক সূত্রটী পাণিনীয় "ধ্রুবমপায়ে……" ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাষ্যকারকে অনুসরণপূর্ব্বক কালাপকগণ বুদ্ধিকল্পিত অপায়ও স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য টীকায় লিখিত আছে—"ন হি কায়-প্রাপ্তাবেবাপায়ঃ। কিং তর্হি? চিত্তপ্রাপ্তাবপি"। উক্ত সম্প্রদায়ে বুদ্ধিকল্পিত অপায়ের দ্বারা 'অধর্ম্মাজ্জুগুপ্সতে' 'ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি' 'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে' 'উপাধ্যায়াদন্তর্ধত্তে' 'শৃঙ্গাচ্ছরো জায়তে' 'হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কালাপকগণ ভাষ্যানুগামিনী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—"অধর্ম্মা-জ্জুগুপ্সতেঽধর্ম্মাদ্বিরমতীতি। য এব প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী দুঃখহেতুরয়মধর্ম্ম স্ততো নৈনং সন্তঃ কর্ত্তুমর্হন্তীতি বিচারয়ন্নধর্ম্মং বুদ্ধ্যা প্রাপ্নোতি প্রাপ্য চ ততো নিবর্ত্ততে নিবর্ত্তমানস্যাধর্ম্মোঽবধিরেবেতি। ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতীত্যত্রাপি নাস্তিকো বদতি ন খলু ধর্ম্মাৎ কিঞ্চিদিষ্টং ফলং সমাসাদ্যতে, কেবলং দুঃখমেব তদনুষ্ঠানেন ভবতীতি বিচারয়ংস্তং বুদ্ধ্যা প্রাপ্নোতি প্রাপ্য চ ততো নিবর্ত্তত ইতি তত্রাপ্যবধিরস্ত্যেবেতি অপাদানসংজ্ঞা ন্যায়াৎ সিদ্ধৈব। * * * * অধ্যয়নাৎ পরাজয়ত ইত্যধয়ন-সকাশাদ্ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তং সোঢ়ুং ন শক্নোতি অভিভবিতুং ন পারয়তীতি যাবৎ, অত্রাপ্যবধিরস্ত্যেবেতি * * * * * * * " (চ ২১৪সূত্রীয়পঞ্জী) *।

* এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"ন ক্কেবাম্। ইহ তাবদধর্ম্মাজ্জুগুপ্সতেঽধর্ম্মাদ্বীভৎসত ইতি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স পশ্যতি দুঃখোঽধর্ম্মো নানেন কৃত্যমস্তীতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্ততে। তত্র

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"আখ্যাতোপযোগে" (১।৪।২৯)। ইহার কাশিকায় লিখিত আছে—'আখ্যাতা প্রতিপাদয়িতা, উপযোগো নিয়মপূর্ব্বকং বিদ্যায়া গ্রহণম্। উপযোগে সাধ্যে য আখ্যাতা তৎকারকমপাদানসংজ্ঞং ভবতি। উপাধ্যায়াদধীতে, উপাধ্যায়াদাগময়তি। উপযোগ ইতি কিম্? নটস্য শৃণোতি।' নিয়ম অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত শিষ্যপ্রবৃত্তি। কাশিকানুসারে 'যতোঽপৈতি

ধ্রুবমপায়েঽপাদানমিত্যেব সিদ্ধম্। ইহ চ ধর্ম্মাদ্বিরমতি ধর্ম্মান্নিবর্ত্তত ইতি ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি ধর্ম্মান্মুহ্যতীতি য এব মনুষ্যঃ সংভিন্নবুদ্ধি র্ভবতি স পশ্যতি নেদং কিঞ্চিদ্ধর্ম্মো নাম নৈনং করিষ্যামীতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্ততে তত্র ধ্রুবমপায়েঽপাদানমিত্যেব সিদ্ধম্। * * * * * অয়মপি যোগঃ শক্যোঽবক্তুম্। কথম্? অধ্যয়নাৎ পরাজয়ত ইতি। য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স পশ্যতি দুঃখমধ্যয়নং দুর্ধরং চ গুরবশ্চ দুরুপচারা ইতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্ততে। তত্র ধ্রুবমপায়েঽপাদানমিত্যেব সিদ্ধম্।" (১।৪।২৪ এবং ১।৪।২৬ সূত্রীয় মহাভাষ্য)।

ভাষ্যোক্ত বৌদ্ধ অপায়ের তাৎপর্য্য বিবৃতিপূর্ব্বক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রিমহোদয় লিখিয়াছেন—"অধর্ম্মাৎ জুগুপ্সতে * * *। যে ব্যক্তি বিমৃশ্যকারী, যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, যে যথার্থই a being looking before and after সে দেখে, অধর্ম্মের ফল দুঃখ, অধর্ম্মের সঙ্গে দুঃখ ওতপ্রোত রহিয়াছে, আজ হউক, দু দশদিন পরে হউক, আপনাতে হউক, পুত্রে হউক, পৌত্রে হউক অধর্ম্ম বড় বিষম ফল প্রসব করে, এই দেখিয়া সে স্থির করে অধর্ম্মে কাজ নাই। সে মনে মনে অধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সুতরাং 'গ্রামাৎ নিবর্ত্ততে' এস্থলে যেমন "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" এই সূত্র অনুসারে অপাদানসংজ্ঞা হয়, 'অধর্ম্মাৎ জুগুপ্সতে' 'অধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি' প্রভৃতি স্থলেও ঠিক সেইরূপই অপাদানসংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। তবে প্রথম স্থলে শারীরিক, দ্বিতীয়স্থলে বৌদ্ধ। * * * * ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি—যাহার শক্তি নাই, সহজ কথায় যে পাপপুণ্য মানে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে না, যে পুরাপুরি সুবিধাবাদী সে দেখিল ধর্ম্ম জিনিষটা অতি তুচ্ছ, ধর্ম্মের ফল পুণ্য অথবা স্বর্গ আমাদের প্রত্যক্ষের বহির্ভূত, সুতরাং আমাদের উচিত take the cash and let the credit go. বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ, বরং তৎকালোপনতা তিত্তিরি র্ন পুন র্দিবসান্তরিতা ময়ূরী—এই নীতির অনুসরণ করিয়া ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এইভাবে মনে মনে ধর্ম্মের কথা ভাবিয়া ধর্ম্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতেছে। "ধর্ম্মাদ্বিরমতি, ধর্ম্মান্নিবর্ত্ততে" স্থলে তাহার এই ভাবনা ও নিবৃত্তি sub-conscious. সুতরাং এই চারিটী স্থলেও 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' খাটিতেছে।" (সুরভারতী—শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৪৬)।

ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্' (কা° ২১৪) সূত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ বলিয়াছেন —'......যস্মাদাদত্তে বা তৎকারকমপাদানসংজ্ঞং ভবতি। ...উপাধ্যায়াদধীতে, উপাধ্যায়াদাগময়তি'। টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'আঙ্ পূর্ব্বস্য দাঞো গ্রহণার্থত্বাদ্ গ্রহণমুপযোগঃ সাধ্য উপধ্যায়াদধ্যয়নং গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ'। ত্রিলোচন বলিয়াছেন—'যস্মাদাদত্ত ইতি আঙ্ পূর্ব্বো দাঞ্ গ্রহণে বর্ত্ততে, উপাধ্যায়াদধীত ইতি—উপাধ্যায়সকাশাদধ্যয়নং গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। তেন 'আখ্যাতপযোগে' ইতি ন বক্তব্যম্...'। অভিপ্রায় এইরূপ—'আদত্তে—পদস্থিত আঙ্ পূর্ব্বক দাঞ্ ধাতুর অর্থ গ্রহণ। অতএব 'উপাধ্যায়াদধীতে' বলিলে উপাধ্যায়ের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণই বুঝাইবে। সুতরাং 'আখ্যাতোপযোগে' (১৷৪৷২৯) সূত্র নিষ্প্রয়োজন। তবে 'নটস্য গীতং শৃণোতি' ইত্যাদি স্থলে উপযোগের অভাবহেতু সম্বন্ধবিবক্ষার স্পষ্ট জ্ঞান হওয়ায় ষষ্ঠী হইয়াছে, কিন্তু গ্রহণ যদি সাধ্যরূপে বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে অপাদানই হইবে। সাধ্যতা-জ্ঞান সূত্রস্থ 'আদত্তে' এই ক্রিয়াপদে নিহিত আছে। কারণ শাব্দিকেরা বলেন—'ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতম্'। এই প্রাধান্য-শব্দের তাৎপর্য্য সাধ্যত্বে বা উদ্দেশ্যত্বেই বুঝিতে হইবে।' ভাষ্যাবলম্বনে এ সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐরূপ বিচারে অঙ্গুলীনির্দ্দেশদ্বারা শিষ্যের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য আচার্য্য যদি কোনও সূত্রে প্রপঞ্চ করেন তাহা হইলে বলিবার কি আছে? বোধ হয় সেইজন্য জৈনশব্দানু-শাসনে অভিনবশাকটায়নও 'অপায়েঽবধৌ' (১৷৩৷১৫৬) এই সূত্রে প্রায় সকল প্রকার অপাদান কল্পনাপূর্ব্বক পুনরায় সূত্র করিয়াছেন—'আখ্যাতর্য্যুপযোগে' (১৷৩৷১৫৭)।

'প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে' এবং 'আসনাৎ প্রেক্ষতে' এই জাতীয় প্রয়োগের জন্য কাত্যায়নকে "পঞ্চমীবিধানে ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণ্যুপসংখ্যানম্" এবং "অধিকরণে চ" (২৷৩৷২৮ সূত্রীয় মহাভাষ্য) এই বার্ত্তিকদ্বয় করিতে হইয়াছে। ভাষ্যে কিন্তু উভয়ই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তত্তর্হীদং বহু বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। 'অপাদানে' ইত্যেব সিদ্ধম্। ইহ তাবৎ প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে শয়নাৎ প্রেক্ষত ইত্যপক্রামতি তত্তস্মাদ্দর্শনম্। যদ্যপক্রামতি কিং নাত্যন্তায়াপক্রামতি। সন্ততত্বাৎ। অথবান্যান্যপ্রাদুর্ভাবাৎ। অন্যা চান্যা চ প্রাদুর্ভবতি।" উক্ত ভাষ্যাং-শের তাৎপর্য্য বিবৃতিপূর্ব্বক টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"দর্শনমিন্দ্রিয়ং নির্গত্য বিষয়ং পরিচ্ছিনত্তি যথা জলৌকসাং পূর্ব্বদেশাত্যাগেনাপরদেশাবষ্টম্ভ-

স্তথেন্দ্রিয়ানামপি ন নিরিন্দ্রিয়মধিষ্ঠানন্ততোঽপক্রমাচ্চ স্পষ্টোঽবধিভাব ইতি। যেষাম্ভ 'ক্ষণিকানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাপ্যকারীণি' চেতি দর্শনং তেষামপ্যেকস্মিন্নিন্দ্রিয়-ক্ষণে বিষয়দেশং গচ্ছতি অন্য ইন্দ্রিয়ক্ষণোঽধিষ্ঠানদেশে প্রাদুর্ভবতি। অন্যোন্যপ্রাদু-র্ভাবান্ন নিরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানদোষঃ, ততোঽপক্রমাচ্চাবধিত্বমিতি।" (চ ২১৪ সূত্রীয় টীকা)। পতঞ্জলির ভাষ্য এবং দুর্গসিংহের টীকা উভয়ের তাৎপর্য্য এইরূপ—'পঞ্চমীবিধানে……ইত্যাদি বার্ত্তিকের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ 'অপাদানে পঞ্চমী' (২।৩।২৮) সূত্রদ্বারাই 'প্রাসাদাৎ' ইত্যাদি প্রয়োগের অপাদানত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। বিষয়গ্রাহী নয়নরশ্মি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রাসাদদেশস্থ পুরুষের চক্ষুঃ হইতে নির্গত হইয়া বিষয়কে প্রাপ্ত হয়। জলৌকা যেমন শরীরপ্রসারণপূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানের সহিত সংযোগ ত্যাগ না করিয়াই একস্থান হইতে স্থানান্তর স্পর্শ করে, সেইরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ও চক্ষুঃ হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক উহার সংযোগ ত্যাগ না করিয়াই বিষয়কে স্পর্শ করিয়া থাকে, সুতরাং উহার ব্যাপ্যত্বহেতু চক্ষুঃ কখনই নিরিন্দ্রিয় অধিষ্ঠান হয় না। আর যে সকল বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলেন—'ক্ষণিকানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাপ্য-কারীণি'*, তাঁহাদের মতেও নির্গত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্থানে অন্য ইন্দ্রিয়ক্ষণের প্রাদুর্ভাবহেতু অধিষ্ঠানদেশ কখনও নিরিন্দ্রিয় থাকে না। যাহা হউক, উভয় মতেই চক্ষুঃ হইতে ইন্দ্রিয়ের নির্গমন কল্পিত হওয়ায় অবধিভাবের স্পষ্টই জ্ঞান হইতেছে।' যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রাসাদাদি অবধিরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেইজন্য দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—'যেষাং পুনরপ্রাপ্যকারীণি ইন্দ্রিয়াণি তেষামপি প্রেষণক্রিয়ায়াস্ততো ভাবাৎ প্রাসাদোঽবধিতয়া বিবক্ষিত এবমধিকরণস্যাপীতি'। ভাষায় বিবক্ষার কোনও নিয়ম নাই, তাই টীকাকার দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—'কো হি নাম লৌকিকীং বিবক্ষামতিবর্ত্ততে †'। এইরূপে 'প্রাসাদাৎ (প্রাসাদমারুহ্য) প্রেক্ষতে, আসনাৎ (আসনে উপবিশ্য) প্রেক্ষতে, কুশূলাৎ

---

* প্রাপ্যকারীণি বিষয়ং প্রাপ্য প্রত্যক্ষজনকানীত্যর্থঃ।

† ভাষাতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলেন—Human psychology, though it has no rule, plays an important part in the formation of a language.

(কুশূলাদাদায়) পচতি, ব্রাহ্মণাৎ (ব্রাহ্মণাদাদায়) শংসতি' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'যথোত্তরং মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্' এই ন্যায়ানুসারে ব্যাকরণের প্রগতি যেরূপ হয় হউক, আমরা কিন্তু এস্থলে ভাষ্যানুসারিণী টীকা সমর্থন করিতে পারি না। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের মতে ঐ সকল উক্তি যুক্তিসহ নহে। কারণ বিষয়ের প্রতিবিম্ব অক্ষিগোলকে পতিত হওয়ায় বিষয় যে উপলব্ধ হইয়া থাকে তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ণাদি হইতে কি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের নির্গমন হয় ? কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের আঘাতহেতু আমরা যেমন শুনিতে পাই, অক্ষিগোলকেও সেইরূপ বিষয়সংশ্লিষ্ট সূর্য্যাদিরশ্মির প্রতিফলনহেতু আমরা দেখিয়া থাকি। কিন্তু কাত্যায়ন যাহা বলিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে এরূপ পর্য্যনুযোগ করিবার কিছুই নাই। আমাদের মনে হয়, কাতন্ত্রে বার্ত্তিকজাতীয় সূত্রের অভাবহেতু অবধিবিবক্ষায় দুর্গসিংহ এইরূপ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কালাপক শ্রীপতিদত্ত কিন্তু 'বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়ঃ' এইরূপ বিচারসহকারে দৌর্গমত পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় পরিশিষ্টে সূত্র করিয়াছেন—"যপোঽধিকরণকর্ম্মণোরপ্রয়োগিণঃ"। কেবল সূত্র নহে, 'রথাদাস্তে' (রথমারুহ্যাস্তে) ইত্যাদি প্রত্যুদাহরণ দেখাইয়া তিনি কাত্যায়নকেই সমর্থন করিয়াছেন। চাঙ্গুদাস একজন কালাপক। তিনিও কাত্যায়নকে অনুসরণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—'ব্যাপ্যেঽধিকরণে যলোপে' (৮৬ কারিকা)।

বৈয়াকরণেরা ক্রিয়ারহিত বাক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ক্রিয়া শ্রুত না হইলে অর্থপ্রতিপত্তির জন্য কোনও ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিতে হয়। বামন বলিয়াছেন—"যত্রান্যৎ ক্রিয়াপদং ন শ্রূয়তে, তত্র অস্তি ভবতীত্যপরঃ প্রযোক্তব্যঃ"। ত্রিলোচন বলিয়াছেন—"ন হি ক্রিয়ারহিতং বাক্যমস্তি তস্য তৎপ্রধানত্বাৎ" (চ ২১৪ সূত্রীয় পঞ্জী)। এ সম্বন্ধে মতভেদও ছিল। সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ লিখিয়াছেন—"ক্রিয়ারহিতং ন বাক্যমস্তীত্যাদিকস্তু প্রাচাং প্রবাদো নির্যুক্তিকত্বাদশ্রদ্ধেয়ঃ"। বৈয়াকরণেরা অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না। সেই হেতু তাঁহাদের মতে 'কুতো ভবান্ পাটলিপুত্রাৎ' ইত্যাদি স্থলে কারকের ক্রিয়ানিমিত্তত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত বাক্যের অর্থবোধসম্বন্ধে পঞ্জীকার লিখিয়াছেন—"কুতো ভবান্ পাটলিপুত্রাদিতি কারকং হি ক্রিয়ানিমিত্তং ন চ কাচিদিহ ক্রিয়া শ্রূয়তে,

ততোঽপাদানং ন প্রাপ্নোতীতি পৃচ্ছ্যমানাখ্যায়মানয়োরপ্যপাদানসংজ্ঞা বক্তব্যেতি। তদযুক্তং গম্যমানক্রিয়াপদদ্বয়স্য কারকনিমিত্তত্বাৎ। তথা হি কুতো ভবানিত্যুক্তে আগচ্ছতীতি গম্যতে, তথা পাটলিপুত্রাদাগচ্ছামীতি"। অভিপ্রায় এই যে, অষ্টাধ্যায়ীস্থ 'অপাদানে পঞ্চমী' (২।৩।২৮) সূত্রের উপর 'প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ' এই বার্ত্তিকটী একেবারে নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবতঃ 'প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ' বার্ত্তিকটীর প্রাচীন পাঠান্তর ছিল—'পৃচ্ছ্যমানাখ্যায়মানয়োশ্চ'। যাহাই হউক, বার্ত্তিকটীর প্রয়োজনাপ্রয়োজন লইয়া কালাপকদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কারণ ত্রিলোচনের সামসময়িক চাঙ্গুদাস কালাপক হইয়াও বলিয়াছেন—'তথা প্রশ্নতশ্চ সা' (চাঙ্গুসূত্র ৮৬ কারিকা)। পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—'প্রশ্নাখ্যানয়োরপি পঞ্চমী বাচ্যেতি কেচিৎ' (২১৪ সূত্রীয় কাতন্ত্রপ্রদীপ)। আমরাও বলি, সুখপ্রতিপত্তির জন্য বার্ত্তিকটীর প্রয়োজন অনুপপন্ন নহে। সেইজন্য জৈনেন্দ্রব্যাকরণের মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দী 'কাঽপাদানে' (১।৪।৩৯) সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে লিখিয়াছেন—'প্রশ্নাখ্যানয়োশ্চ কা বক্তব্যা'। কা অর্থাৎ পঞ্চমী।

কেহ কেহ বলেন, 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ' (১।৪।২৫) হইতে 'ভুবঃ প্রভবঃ' (১।৪।৩১) পর্য্যন্ত সাতটী সূত্র ও তৎসংক্রান্ত বার্ত্তিকগুলি পতঞ্জলি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া অনেক সম্প্রদায়ে উহারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা বলি, ঐ সকল সূত্র বা বার্ত্তিকের বিষয় 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' সূত্র দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে—ইহাই তিনি শিষ্যগণকে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ নিবারণ করেন নাই। সূত্রপাঠ হইতে ঐ সকল সূত্রাদি যদি ব্যামৃষ্ট (expunged) হয় তাহা হইলেও শিষ্যধীবৃদ্ধির জন্য উহারা আচার্য্যমাত্রেরই উপদেশসাপেক্ষ হইবে। পতঞ্জলি স্বয়ং পাণিনি ও কাত্যায়নকে আচার্য্য বলিয়াছেন, সুতরাং মূল আচার্য্যরূপে তাঁহারাই যদি পূর্ব্ব বিষয়ের অল্প বিস্তর প্রপঞ্চ করেন তাহাতে দোষ দিবার কি থাকিতে পারে? আর প্রপঞ্চবাদ কেবল বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধির কথা নহে। কারণ ভোজদেবপ্রণীত সরস্বতী-কণ্ঠাভরণের "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" সূত্রের উপর সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বৃত্তিকার নারায়ণদণ্ডনাথ লিখিয়াছেন—'অপায়শ্চ কায়সংসর্গপূর্ব্বকো বুদ্ধিসংসর্গপূর্ব্বকো বা বিভাগ উচ্যতে।. তেনোত্তরমপাদানসংজ্ঞাবিধানং......পঞ্চমীবিধানং চ প্রপঞ্চার্থং ভবতি।' (১।১।৬৫)। কেবল দণ্ডনাথ কেন, পাণিনিসম্প্রদায়ে

সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ভট্টোজিদীক্ষিতও স্থলবিশেষে সূত্রের প্রপঞ্চার্থতা স্বীকার করিয়াছেন। "বিধিনিমন্ত্রণ......" (৩।৩।৬১) ইত্যাদি সূত্রের বৃত্তিভাগে তিনি লিখিয়াছেন—'প্রবর্ত্তনায়াং লিঙ্, ইত্যেব সুবচম্। চতুর্ণাং পৃথগুপাদানং প্রপঞ্চার্থম্।' (সি° কৌ°)।

কেহ কেহ বলিবেন, পতঞ্জলিদৃষ্ট গৌণাপায় অর্থাৎ বুদ্ধিকল্পিত অপায় পাণিনি-কাত্যায়নের বিদিত না থাকায় তাঁহারা মুখ্য অপায়ের পর আবার গৌণাপায়সম্বন্ধেও নানাবিধ সূত্রবার্ত্তিক করিয়াছেন। কিন্তু গৌণাপায় জানা ছিল না—একথা ঠিক নহে, কারণ গৌণাপায়সম্বন্ধীয় ঐ সকল সূত্রবার্ত্তিকই তাহার প্রমাণ। গোপীনাথ-কুলচন্দ্রাদি কালাপকদের মতে আবার পাণিনির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী জৈমিনিমুনিও বুদ্ধিকল্পিত অপায় জানিতেন, কারণ তিনি সূত্র করিয়াছেন—'ধ্যপায়েঽপাদানম্' (পরিশিষ্টস্থিত কারকপ্রকরণের দ্বিতীয় সূত্রীয় টীকা ও কাতন্ত্রস্থ কারকপাদের ২১৪ সূত্রীয় 'দুর্গবাক্যপ্রবোধক' নাম্নী ব্যাখ্যা)। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী জৈমিনির পক্ষে বুদ্ধিকল্পিত অপায় জানা অবশ্য কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, কিন্তু উক্ত কালাপকদের কথাও ঠিক নহে। কারণ কর্ম্মকাণ্ডে বা সঙ্কর্ষকাণ্ডে 'ধ্যপায়েঽপাদানম্' এইরূপ কোনও সূত্র দৃষ্ট হয় না বা ব্যাকরণের উপর জৈমিনির কোনও গ্রন্থই এ পর্য্যন্ত শ্রুত হয় নাই। অতএব আমাদের মতবাদ সমর্থন করিবার জন্য ঐরূপ যুক্তি অবলম্বন করা উচিত নহে। তবে গৌণমুখ্যন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই যে ঐ সকল সূত্রবার্ত্তিক রচিত হইয়াছে তাহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ ভাষ্যকার 'সাধকতমং করণম্' সূত্রে 'তমপ্'গ্রহণের সার্থকতা এবং 'আধারোঽধিকরণম্' সূত্রে গৌণাধারের প্রবেশ—এই দুইটী দেখাইবার জন্যই কারক-প্রকরণে ঐ ন্যায়ের অপ্রবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জৈনেন্দ্রব্যাকরণের কারকপ্রকরণে গৌণমুখ্যন্যায়ের প্রবৃত্তি না রাখিয়া * দেবনন্দী অপাদানমাত্রই বুদ্ধিকল্পিত এইরূপ বিচার সহকারে কেবল 'ধ্যপায়ে

* জৈনেন্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে—"সাধকতমং করণম্"। ইহার উপর মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দী লিখিয়াছেন—'ক্রিয়ায়ামতিশয়েন সাধকং সাধকতমং তৎকারকং করণসংজ্ঞং ভবতি।

দানেন ভোগং দয়য়া সুরূপং ধ্যানেন মোক্ষং তপসেষ্টসিদ্ধিম্।

সত্যেন বাক্যং প্রশমেন পূজ্যাং বৃত্তেন জন্মাগ্রমুপৈতি মর্ত্ত্যঃ॥

তমগ্রহণং কিমর্থম্? যথা রূপপ্রস্তাবেঽভিরূপায় কন্যা দেয়েত্যুক্তেঽভিরূপতমায়েতি গম্যতে, এবমিহাপি কারকাধিকারাদকারকে সংজ্ঞাবৃত্তি র্নাস্তীতি সাধকং করণমিত্যুক্তেঽপি সাধক-

ধ্রুবমপাদানম্' এই একটীমাত্র সূত্র প্রণয়নপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে মহাবৃত্তিকার বলিয়াছেন—'ধীর্বুদ্ধিঃ। প্রাপ্তিপূর্ব্বকো বিশ্লেষোঽপায়ঃ। ধিয়া কৃতোঽপায়ো ধ্যপায়ঃ। ধীপ্রাপ্তিপূর্ব্বকো বিভাগ ইত্যর্থঃ। ধীগ্রহণে হ্যসতি কায়প্রাপ্তিপূর্ব্বক এবাপায়ঃ প্রতীয়তে, ধীগ্রহণেন সর্ব্বঃ প্রতীয়তে।' ইহা দেখিয়া জৈনগণ বলেন, পাণিনি দেবনন্দীর ন্যায় উপায়োদ্ভাবন না করায় তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী দোষাশ্রিত হইয়াছে। সেইজন্য অনেকে ন্যাসোক্ত প্রপঞ্চবাদে তৃপ্ত না হইয়া জৈনেন্দ্রব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণিনির প্রতি কটাক্ষ করেন। দেবনন্দী অবশ্য মহাভাষ্যের সিদ্ধান্তানুসারেই মূলসূত্রের প্রপঞ্চ করেন নাই। পাণিনি মূলসূত্রের প্রপঞ্চ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু "উদ্দ্যো হি গ্রন্থঃ সমধিকফলমাচষ্টে" এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার ঐরূপ প্রপঞ্চে অবশ্যই কোনও না কোন অভিসন্ধি ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, ভবিষ্যতে শিষ্যোপদেশের জন্য উপদেষ্টৃগণ কি ভাবে মূলসূত্রের প্রপঞ্চ করিবেন তদ্বিষয়ক আচার্য্যকর্ত্তব্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ সকল অতিরিক্ত সূত্রবার্ত্তিক প্রণীত হইয়াছে। পাণিনি বা কাত্যায়ন কেবল আচার্য্য নহেন, তাঁহারা আচার্য্যেরও আচার্য্য অর্থাৎ প্রাচার্য্য। সুতরাং প্রপঞ্চ কেবল শিষ্যদের জন্য নহে, উহা আচার্য্যদের জন্যও উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার উপপত্তি না করিলে কেবল পাণিনিকাত্যায়নের নহে, পতঞ্জলির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। কারণ ভাষ্যারম্ভে "প্রমাণভূত আচার্য্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাবকাশে প্রাঙ্‌মুখ উপবিশ্য মহতা যত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ" (১।১।১।৭)—এই সকল কথা বলিবার পর তিনি অষ্টাধ্যায়ীর বহু সূত্র প্রত্যাখ্যান করিতেছেন এবং এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিবার পর পুনরায় তিনি বলিবেন—"সামর্থ্যযোগান্ন হি কিঞ্চিদস্মিন্ পশ্যামি শাস্ত্রে যদনর্থকং

তমমিতি গম্যতে, তদেতৎ তমগ্রহণং জ্ঞাপকমন্যত্র তমগ্রহণেন বিনা প্রকর্ষো ন লভ্যতে তেনাধারোঽধিকরণ ইত্যনেন মুখ্যামুখ্যয়োরধিকরণত্বং সিদ্ধম্।' তারপর জৈনেন্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে—"আধারোঽধিকরণঃ"। ইহাতে মহাবৃত্তিকার বলিয়াছেন—'আধ্রিয়তেঽস্মিন্ ক্রিয়েত্যাধারঃ।......যত্নেব কর্তৃকর্ম্মণোরধিকরণসংজ্ঞা প্রাপ্তা তদাশ্রিতত্বাৎ ক্রিয়ায়াঃ, এবং তর্হি কর্তৃকর্ম্মণোঃ ক্রিয়াশ্রয়য়োঃ ধারণাদাধারোঽভিপ্রেতঃ। পূর্ব্বং তমগ্রহণেন জ্ঞাপিতঃ গৌণস্যাপ্যাধারস্যাধিকরণত্বম্......।' এ সকল কথায় স্পষ্ট উপপন্ন হয় যে, পতঞ্জলির ন্যায় দেবনন্দীও গৌণমুখ্যন্যায়ের প্রবৃত্তি রাখেন নাই।

স্যাৎ" (৬।১।৭৭।২)। ইহা দেখিলে পার্থসারথির ন্যায় অনেকেই বলিতে পারেন—"পরস্পরবিরোধাচ্চ নাস্য প্রামাণ্যসম্ভবঃ"। আমরা কিন্তু যে উপপত্তি দেখাইয়াছি তদ্দ্বারা তিনজনেরই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

চলাচলভেদে অপাদান দ্বিবিধ যেমন—'ধাবতোঽশ্বাৎ পতিতঃ' এবং 'পর্ব্বতাদবরোহতি'। সেইজন্য ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন—

"অপাদানমিদং দ্বৈধমচলং চলমিত্যপি।
পর্ব্বতাদবতীর্ণোঽসৌ ধাবতোঽশ্বাৎ পপাত সঃ॥" (কারকোল্লাস)।

ভর্তৃহরিকৈয়টাদির মতে কিন্তু অপাদান ত্রিবিধ। বাক্যপদীয়ে উক্ত হইয়াছে—

"নির্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ং তথা।
অপেক্ষিতক্রিয়ঞ্চেতি ত্রিধাপাদানমুচ্যতে॥"

সরস্বতীকণ্ঠাভরণের বৃত্তিকার নারায়ণ দণ্ডনাথ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'যত্র ধাতুনাঽপায়লক্ষণো বিষয়ো নির্দ্দিষ্টস্তন্নির্দ্দিষ্টবিষয়ম্, যথা—পর্ব্বতাদবরোহতি। যত্র তু ধাতু র্ধাত্বন্তরার্থাঙ্গং স্বার্থমাহ তদুপাত্তবিষয়ম্, যথা—কুসূলাৎ পচতীতি। অত্রাদানাঙ্গে পাকে পচি র্বর্ত্ততে। যত্র ক্রিয়াবাচিপদং ন শ্রূয়তে, কেবলং ক্রিয়া প্রতীয়তে তদপেক্ষিতক্রিয়ম্, যথা—সাঙ্কাশ্যকেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা অভিরূপতরা ইতি' (১।১।৬৫)। স্থূলতঃ এ সকল কথার তাৎপর্য্য এইরূপ—যে স্থানে উল্লিখিত ধাতু দ্বারা অপায়লক্ষণের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা নির্দ্দিষ্টবিষয়ক অপাদান, যেমন —গ্রামাদাগচ্ছতি। যে স্থলে অপায়লক্ষণ ক্রিয়াতে ক্রিয়ান্তরের অর্থ গুণীভূতভাবে বা প্রধানভাবে অন্তর্নিহিত থাকে তাহা উপাত্তবিষয়ক অপাদান, যেমন—বলাহকাদ্ বিদ্যোততে। ইহার অর্থসম্বন্ধে বাররুচসংগ্রহের টীকাকার নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—'অত্র হি নিঃসরণাঙ্গে বিদ্যোতনে বিদ্যোতনাঙ্গে নিঃসরণে বা দ্যুতি র্বর্ত্ততে। বলাহকান্নিঃসৃত্য জ্যোতির্বিদ্যোততে, বলাহকাদ্বা বিদ্যোতমানং নিঃসরতীত্যর্থঃ।' আর যে স্থলে অর্থসংগতির জন্য অশ্রুত ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হয় এবং সেই অধ্যাহৃত ক্রিয়ার অপেক্ষায় যাহা অপাদানকারক হয় তাহাকে অপেক্ষিতক্রিয় বলে, যেমন—'কুতো ভবান্? পাটলিপুত্রাৎ।' উপাত্তবিষয় এবং অপেক্ষিতক্রিয় এই দ্বিবিধ অপাদানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপাত্তবিষয়ে ক্রিয়ান্তরের অর্থ অন্তর্ভূত হওয়ায় শ্রূয়মাণ ধাতুর দ্বারাই অপায়

স্বীকৃত হয়, আর অপেক্ষিতক্রিয়তে অনুক্ত ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিভাগের লক্ষণ লইয়া বৈয়াকরণদের উক্তিও আছে—

"শ্রুতসাধ্যক্রিয়ং যৎ স্যান্নির্দ্দিষ্টবিষয়ন্তু তৎ।
উহ্যসাধ্যক্রিয়ং যৎ স্যাদুপাত্তবিষয়ন্তু তৎ॥
অপেক্ষিতক্রিয়ং তৎ স্যাদ্ যৎ ক্রিয়াশূন্যমেব হি॥"

অধিকরণ *। জৈনেন্দ্রব্যাকরণে সূত্রিত হইয়াছে—'আধারোঽধিকরণং' (১।২।১৪০)। ইহার উপর শব্দার্ণবচন্দ্রিকায় সোমদেব সূরি বলিয়াছেন—'অধিকরণকারকমাধারসংজ্ঞং ভবতি'। আধারত্ব লইয়া কৌমারসম্প্রদায়ের একটী কারিকা আছে—

"ক্রিয়াশ্রয়ো হি কর্ত্তা বা কর্ম্ম চেতি ব্যবস্থিতঃ।
তয়োরন্যতরদ্বারা ক্রিয়াধারস্য সংজ্ঞিতা॥" (কবিরাজধৃত বচন)।

পাণিনি বলিয়াছেন—"আধারোঽধিকরণম্" (১।৪।৪৫)। অর্থাৎ ক্রিয়ার আধারই অধিকরণ। আধারশব্দের অর্থ—আধ্রিয়ন্তে অবতিষ্ঠন্তে পরম্পরয়া ক্রিয়া যস্মিন্। কারকমাত্রেরই ক্রিয়ান্বয়িত্ব আছে। অতএব কারকাধিকার হইতেই যখন অধিকরণের কারকত্ব সিদ্ধ হইতেছে তখন তাহার ক্রিয়াজনকত্বও অবশ্য থাকিবে। ক্রিয়া কিন্তু দ্বিবিধ—কর্ত্তৃস্থ ও কর্ম্মস্থ। কর্ত্তৃস্থ ক্রিয়া যেমন—দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি। এস্থলে গম্‌ধাতুর অর্থ যে পাদবিহরণাত্মিকা ক্রিয়া তাহার সদ্ভাব কর্ত্তাতেই দৃষ্ট হয়। কর্ম্মস্থ ক্রিয়া যেমন—ওদনং পচতি। এখানে পচ্‌ধাতুর অর্থ যে বিক্লিত্তি তাহার আশ্রয় ওদন। ভাল, ক্রিয়ার মুখ্য আধার যদি কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধিকরণের আধারত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈয়াকরণেরা বলেন যে, অধিকরণ সাক্ষাদ্ভাবে ক্রিয়ার আশ্রয় না হইলেও কর্ত্তৃকর্ম্মদ্বারা পরম্পরাভাবে উহার ক্রিয়োপকারত্ব স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

এই সকল দেখিয়া নাগেশভট্ট মঞ্জূষায় অধিকরণের লক্ষণসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কর্ত্তৃকর্ম্মদ্বারকফলব্যাপারাধারত্বমধিকরণত্বম্।" কালাপক সুষেণ বিদ্যাভূষণ

* অধিক্রিয়তে আধারতয়া তদধিকরণম্।

লিখিয়াছেন—"ক্রিয়াধারভূতকর্তৃকর্ম্মদ্বারা আধারত্বমধিকরণত্বম্।" অতএব 'চৈত্রঃ স্থাল্যামোদনং গৃহে পচতি' ইত্যাদি স্থলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মদ্বারক বিক্লিত্তিরূপফলের আধারত্ব স্থালীতে এবং কর্তৃদ্বারক ব্যাপারের আধারত্ব গৃহে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধার বলিয়া চৈত্রে এবং ওদনে অধিকরণত্বের প্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও গৃহে ও স্থালীতে পরম্পরাভাবে অধিকরণত্ব কল্পনা করা কি যুক্তিসঙ্গত? ইহার উত্তরে বৈয়াকরণেরা বলেন যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধার সত্য, কিন্তু পরত্বহেতু কর্তৃকর্ম্মসংজ্ঞাদ্বারা অধিকরণসংজ্ঞা বাধিত হওয়ায় গৃহে এবং স্থালীতে উক্ত সংজ্ঞা পরম্পরাভাবে চরিতার্থ হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। অতএব উক্ত উদাহরণের শাব্দবোধ হইবে—স্থাল্যধিকরণিকা যা ওদননিষ্ঠা বিক্লিত্তিস্তদনুকূলো গৃহাধিকরণকশ্চৈত্রকর্ত্তৃকো ব্যাপারঃ। ভাল, অধিকরণের ক্রিয়াধারত্ব যদি পরম্পরাভাবে সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে 'গলে বদ্ধা গৌ র্নীয়তে' ইত্যাদি স্থলে অধিকরণের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধারত্ব দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে সুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—'অবয়বেঽপ্যবয়বী বিদ্যত ইতি যন্মতং তন্মতে গলেঽপি বন্ধনক্রিয়াধারো গৌর্বিদ্যত ইতি ন দোষঃ'। এরূপ উত্তরে সুষেণ নিজেই তৃপ্ত না হইয়া আবার বলিয়াছেন—'যদ্বা যদেব ক্রিয়াধারভূতত্বেন বিবক্ষ্যতে তদেবাধিকরণম্। পরম্পরয়া ক্রিয়াধারত্বমধিকরণত্বমিতি যদুক্তং পঞ্জিকায়াং তদুপলক্ষণং বেদিতব্যম্। তেন কর্তৃকর্ম্মান্যতরদ্বারা সাক্ষাদ্বা ক্রিয়াধারত্বমধিকরণত্বম্।' অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে, যেমন—তিলেষু তৈলম্।

আধারের বিভাগ লইয়া বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারণ কেহ ত্রিবিধ, কেহ চতুর্বিধ, কেহ পঞ্চবিধ, কেহ বা আবার ষড়্‌বিধ আধার স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনীয় সম্প্রদায়ে আধারের ত্রৈবিধ্য কল্পিত হইয়া থাকে। কারণ ভাষ্যকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"অধিকরণং নাম ত্রিপ্রকারং ব্যাপকমৌপশ্লেষিকং বৈষয়িকমিতি" (৬।১।৭২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। উক্তিও আছে—

"ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকশ্চাভিব্যাপক এব চ।
আধারস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ কটাকাশতিলাদিষু॥"

সমবায় * সম্বন্ধযুক্ত সকলাবয়বব্যাপী আধারকে ব্যাপক বা অভিব্যাপক বলে, যেমন—ঘটে রূপম্, শরীরে চেষ্টা, তিলেষু তৈলম্ † ইত্যাদি। অভিব্যাপকের লক্ষণসম্বন্ধে টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'আধারাধেয়য়োস্তুল্যজন্মাঃ-পৃথগ্‌দেশভাগানভিব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যভিব্যাপকঃ সমবায়লক্ষণ ইতি।' তিলের সহিত তৈলের সম্বন্ধ সংযোগাত্মক হইলেও তাহাদের দেশবিভাগ সম্ভবপর নহে বলিয়া উক্ত আধারের ব্যাপকত্ব লোকব্যবহারসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কায় রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—'যদ্যপি তিলতৈলয়োঃ সংযোগাদৌপশ্লেষিকত্বেনৈব সিদ্ধিস্তথাপি দেশবিভাগাভাবাৎ সংযোগব্যবহারো নাস্তীতি পৃথগুপাদানমিতি'। অভিব্যাপক আধার মুখ্য অধিকরণ। পাণিনীয়দের মতে কারকপ্রকরণে গৌণ-মুখ্যন্যায়ের প্রবৃত্তি নাই বলিয়া গৌণ আধারের অধিকরণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টিতে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দীও লিখিয়াছেন—'পূর্ব্বং (সাধকতমং করণমিত্যত্র) তমগ্রহণেন জ্ঞাপিতং গৌণস্যাপ্যাধারস্যাধিকরণত্বম্' (১।২।১৪০)। ভাষ্যকার এ বিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"তথাধারমাচার্য্যঃ কিং ন্যায্যং মন্যতে যত্র কৃৎস্ন আধারাত্মা ব্যাপ্তো ভবতি। তেনেহৈব স্যাৎ তিলেষু তৈলং দধ্নি সর্পিরিতি। গঙ্গায়াং গাবঃ কূপে গর্গকুলমিত্যত্র ন স্যাৎ। কারকসংজ্ঞায়াং তরতমযোগো ন ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি" (১।৪।৪২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। অন্যত্র তিনি আবার বলিয়াছেন—"তথাধিকরণমাচার্য্যঃ কিং ন্যায্যং মন্যতে যত্র কৃৎস্ন আধারাত্মা * * * * * কূপে গর্গকুলমিত্যত্র ন স্যাৎ। স্বরিতেনাধিকং কার্য্যং ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি" (১।৩।১১ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

---

* "ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ—১১)।

† যাঁহারা বলেন—"অদৃষ্টাত্তৈলাঃ পরমাণবস্তিলভূতাস্তিলেষু প্রবিশন্তি", তাঁহাদের মতে তিলের সহিত তৈলপরমাণুর অন্যত্রসিদ্ধিহেতু সংযোগসম্বন্ধ উপপন্ন হওয়ায় 'তিলেষু তৈলম্' এস্থলে ঔপশ্লেষিক আধারই যুক্তিসঙ্গত। কবিরাজে সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"তিলেষু তৈলমিতি চৌপশ্লেষিকমেব। নন্বত্রাধারাধেয়য়োরন্যত্রসিদ্ধত্বেনানুপলম্ভাৎ কথমুপশ্লেষঃ সত্যমন্যত্রসিদ্ধয়োরিতি- যদুক্তং তদুপলক্ষণং নতু বিশেষণং কিন্তু গুণরূপসম্বন্ধবিশেষ উপশ্লেষ ইতি উপশ্লেষলক্ষণম্"।

"নম্বত্র মুখ্যে ভবতি গৌণে কার্য্যং কথং ভবেৎ।
নৈবমস্মিন্ প্রকরণে হ্যয়ং ন্যায়ো ন বিদ্যতে॥
সাধকগ্রহণাৎ সিদ্ধে যৎ তমগ্রহণং কৃতম্।
স্বরিতেনেতি সূত্রেণাপ্যধিকং কার্য্যমাদৃতম্॥" (দীপপ্রভা)।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণের হৃদয়হারিণীব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে—'একদেশমাত্রসংযোগ উপশ্লেষস্তত্র ভবমৌপশ্লেষিকম্।' অভিপ্রায় এই যে, সংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট একদেশাবচ্ছিন্ন আধারকে ঔপশ্লেষিক বলে, যেমন—কটে আস্তে, স্থাল্যাং পচতি ইত্যাদি। প্রথম উদাহরণে কর্ত্তৃগত আসনক্রিয়ার সহিত কটের সংযোগসম্বন্ধ থাকায় কর্ত্তৃদ্বারক অধিকরণ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টীতে কর্ম্মগত পাকক্রিয়ার সহিত সংযোগসম্বন্ধ থাকায় উহা কর্ম্মদ্বারক হইয়াছে। ঔপশ্লেষিকের লক্ষণ লইয়া কলাপের টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"আধারাধেয়য়োরন্যত্রসিদ্ধয়োরুপশ্লেষঃ সংযোগলক্ষণ ইতি ঔপশ্লেষিকঃ *"। নাগেশভট্টপ্রভৃতি নবীন বৈয়াকরণগণ কিন্তু 'কটে আস্তে' ইত্যাদি স্থলে ঔপশ্লেষিক অধিকরণ স্বীকার করেন না। ঔপশ্লেষিকের অর্থসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—'উপ সমীপে শ্লেষঃ সম্বন্ধ উপশ্লেষস্তৎকৃতমৌপশ্লেষিকম্'। ঔপশ্লেষিকের মধ্যে যে 'সামীপ্য'-অর্থ আছে তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"শব্দস্য চ শব্দেন কোঽন্যোঽভিসম্বন্ধো ভবিতুমর্হত্যন্যদত উপশ্লেষাৎ। 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) অচ্যুপশ্লিষ্টস্যেতি" (৬।১।৭২ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। "তত্র চ দীয়তে কার্য্যং ভববৎ" (৫।১।৯৬) এবং "তদস্মিন্নধিকমিতি দশান্তাড্ডঃ" (৫।২।৪৫)—এই সূত্রদ্বয়ের ভাষ্যেও তিনি ঐ প্রকারই বলিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া নাগেশ মঞ্জুষায় লিখিয়াছেন—"যত্তু কটে আস্তে ইত্যৌপশ্লেষিকোদাহরণমুক্তং কৈয়টেন তদযুক্তম্, উক্তভাষ্যবিরোধাৎ"। নাগেশের মতে 'কটে আস্তে, জলে সন্তি মৎস্যাঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে বৈষয়িক অধিকরণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সংযোগ-সমবায়-ভিন্ন স্বরূপাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ বোধ্যা-

* পাত্রে তৈলম্, ভূতলে ঘটম্ ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সংযোগসম্বন্ধাত্মক পদার্থদ্বয়ের মধ্যে আধারাধেয় ভাব থাকিতে পারে না। কারণ সংযোগের দ্বিষ্ঠহেতু উভয় উভয়ের আধার বা আধেয়রূপে কল্পিত হইতে পারে। বৈয়াকরণগণ কিন্তু ক্রিয়ারহিত বাক্য স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহারা এই সকলস্থলে ক্রিয়ার অধ্যাহারপূর্ব্বক তাহার সহিত সম্বন্ধে বিবক্ষিত আধারাধেয়ভাব স্থির করিয়া থাকেন।

শ্রয়ণীয়াদি অনন্যত্রভাববিশিষ্ট যে আধার তাহাকে বৈষয়িক বলা হয়, যেমন —মোক্ষে ইচ্ছাস্তি। 'দিবি দেবাঃ, ধর্ম্মে বেদাঃ প্রমাণম্, খে শকুনয়ঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে একদেশাবচ্ছিন্ন আধারের জ্ঞান হওয়ায় উহাদের ঔপশ্লেষিকত্বই কি যুক্তিযুক্ত নহে? ইহার উত্তরে বৈয়াকরণেরা বলেন যে, অবচ্ছিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থকেই আমরা মূর্ত্ত বলি এবং সেই মূর্ত্তেই সংযোগব্যবহার নিষ্পন্ন হয়; উক্ত গুণদ্বয়রহিত বলিয়া আকাশ অমূর্ত্ত এবং সেই হেতু উহাতে সংযোগ-ব্যবহার লোকপ্রসিদ্ধ নহে। আকাশের সহিত সংযোগসম্বন্ধ সম্ভবপর না হইলে উহা ঔপশ্লেষিক আধার কিরূপে হইবে? সেইজন্য সুষেণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—'নম্বাকাশাদন্যত্রাপি দেবানাং সম্ভবাৎ কথং দিবি দেবা ইতি বিষয়স্যোদাহরণং যতো দ্রব্যদ্বয়স্য সম্বন্ধাদুপশ্লেষ এবাবগম্যতে। যথা কটে আস্ত ইত্যাদি। সত্যং বস্তুতো নেদমুদাহরণং কিন্তু দেবানামাকাশ এব স্থিতিঃ প্রসিদ্ধা। আকাশস্যামূর্ত্তত্বেন সংযোগস্যাপ্রতীয়মানত্বান্নোদাহরণম্। তস্মাদ্বিষয়োঽনন্যত্রভাবোঽস্যায়মর্থো ন বিদ্যতে আধারাধেয়াভ্যামন্যত্র সমবায়ে সংযোগে চ ভাবো যস্য স তথা।' (চ ২১৭ সূত্রীয় কবিরাজ)। বৈষয়িকের লক্ষণসম্বন্ধে টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"বিষয়ো হ্যনন্যত্রভাবো যথা চক্ষুরাদীনাং রূপাদয়ো বিষয়া ইতি বৈষয়িকো ভিদ্যতে *।" 'ভূতলে ঘটাভাবঃ' ইহা একটী বৈষয়িক আধারের মুখ্য উদাহরণ। কারণ সংযোগসম্বন্ধ দুইটী দ্রব্যের মধ্যে এবং সমবায়সম্বন্ধ দ্রব্য ও গুণ এই দুইটীর মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্রব্যত্ব এবং গুণত্ব—উভয়ই অভাবে সম্ভবপর নহে বলিয়া ভূতল-ঘটাভাবরূপ আধারাধেয়ের মধ্যে উক্ত সম্বন্ধদ্বয়ের কাহারও সদ্ভাব থাকিতে পারে না। কালাপকগণ এবং সাংক্ষিপ্তসারকগণ আধারের ত্রিতয়পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন সেইজন্য চতুষ্টয়বাদী বাররুচসম্প্রদায়কে কটাক্ষ করিয়া সুষেণ লিখিয়াছেন—"আধারস্ত্রিবিধো জ্ঞেয় ইতি সর্ব্বতান্ত্রিকত্বাদ্বররুচিমতমপাস্তম্"। হরিনামামৃত ব্যাকরণে শ্রীজীব গোস্বামী এবং জৈনেন্দ্রব্যাকরণের মহাবৃত্তিকার অভয়নন্দী

---

* বৈষয়িক আধার লইয়া রাম তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—"বিষয়ো হ্যনন্যত্রভাব-বোধ্যশ্রয়ণীয়োপস্থানীয়াদিঃ। তেন ভব একো বৈষয়িক আধারঃ। যথা আকাশে শব্দো জায়তে, ধর্মে বেদাঃ প্রমাণম্, তীর্থে বসতি, গুরৌ বসতি ইত্যাদি। আকাশশব্দয়োরবিনাভাবসম্বন্ধঃ। এ ধর্ম্মবেদয়োর্ব্বোধ্যবোধকভাবসম্বন্ধঃ। তীর্থবাসয়োরাশ্রয়াশ্রয়িভাবসম্বন্ধঃ। গুরুশিষ্যয়োরুপাস্যোপাসকভাবসম্বন্ধ ইতি সর্ব্বত্রাস্য বিষয়তা।"

পতঞ্জলির ন্যায় ত্রিবিধ আধারই স্বীকার করিয়াছেন। জৈনসম্প্রদায়ে কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ সোমদেবসূরির শব্দার্ণবচন্দ্রিকায় আধারের ষড়্‌বিধত্ব কল্পিত হইয়াছে।

চান্দ্র-বাররুচ-সৌপদ্ম-মৌগ্ধবোধাদি সম্প্রদায় আধারের চাতুর্বিধ্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—

"সামীপ্যকো বৈষয়িক আভিব্যাপক এব চ।
ঔপশ্লেষিক ইত্যেবং স্যাদাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ॥" (গরুড়পুরাণ)।

সমীপঃ সান্নিধ্যং তত্র ভবঃ সামীপিকঃ। এ বিষয়ে কলাপের টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"গঙ্গাদীনাং সংযোগসমবায়লক্ষণো ন ঘোষাদিরিতি সামীপিকো ভিদ্যতে"। সামীপিকের আধারত্ব অবশ্য লক্ষণার দ্বারা সিদ্ধ হয়, যেমন—নদ্যাং ঘোষঃ প্রতিবসতি। প্রমোদজননীতে রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—"নদ্যাং ঘোষঃ প্রতিবসতীত্যত্র জলে ঘোষস্য বাসানুপপত্ত্যা নদীশব্দেন তৎসমীপং তীরমুপ-লক্ষ্যতে। * * * * সামীপিকস্য ঔপশ্লেষিকত্বেনৈব সিদ্ধে পৃথগুপাদানং লক্ষণয়া জ্ঞেয়পদার্থস্যাপ্যাধারত্বজ্ঞাপনার্থম্, তেন অঙ্গুল্যগ্রে করিশতমিত্যত্র অঙ্গুল্যগ্র-নির্দ্দিষ্টস্যাপ্যাধারত্বমিতি।"

চাঙ্গুদাসের মতে আধার পঞ্চবিধ। সেইজন্য চাঙ্গুসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে—

"তথাধিকরণং পঞ্চধাভিব্যাপকমীর্য্যতে।
ঔপশ্লেষিকং বৈষয়িকং সামীপ্যঞ্চৌপচারিকম্॥"

অবিদ্যমানস্যারোপণমুপচারঃ। উপচারে ভবমৌপচারিকম্। ইহার উদাহরণ যেমন—করশাখাশিখরে করেণুশতমাস্তে।

সারস্বতসম্প্রদায়ে এবং ভোজদেবের সম্প্রদায়ে আধারের ষড়্‌বিধত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—"ষড়্‌বিধমধিকরণম্। ঔপশ্লেষিকং সামীপ্যকমভি-ব্যাপকং বৈষয়িকং নৈমিত্তিকমৌপচারিকং চেতি। নিমিত্তং হেতুস্তত্র ভবং নৈমিত্তিকং যথা—যুদ্ধে সন্নহ্যতে ধীরঃ।" উক্ত ষড়্‌বিধ আধারের উদাহরণ নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে একত্র দৃষ্ট হয়—

"কটে শেতে কুমারোঽসৌ বটে গাবঃ সুশেরতে।
তিলেষু বিদ্যতে তৈলং হৃদি ব্রহ্মামৃতং পরম্॥
যুদ্ধে সন্নহ্যতে ধীরোঽঙ্গুল্যগ্রে করিণাং শতম্॥"

এই সকল অবান্তর বিভাগ গোবলীবর্দ্দন্যায়ে কল্পিত হইয়াছে। আধারত্রিতয়পক্ষে সামীপিক, নৈমিত্তিক এবং ঔপচারিক * আধার ঔপশ্লেষিকেরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে †।

কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ষট্‌কারকের বিষয় সামান্যতঃ বলা হইল, কিন্তু তাহাদের বলাবলসম্বন্ধে এখনও কিছু বক্তব্য আছে। কালাপকদের মতানুসারে চান্দ্রদাস লিখিয়াছেন—

"অপাদানং সম্প্রদানং ততোঽধিকরণং স্মৃতম্।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তা চ বিধিরেষাং পরো বলঃ॥"

(কারক প্রং চান্দ্রসূত্র)

শ্লোকে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট কারকসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর কারকেরই বলবত্তা বুঝিতে হইবে। অতএব যেস্থলে অপাদান এবং সম্প্রদান উভয়ের প্রাপ্তি থাকে তথা অপাদান হইতে সম্প্রদান বলবত্তর, যেমন—শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে, শ্রাদ্ধার্থ কুৎসয়তি শ্রাদ্ধং নিন্দয়তীত্যর্থঃ। অপাদান অপেক্ষা অধিকরণ বলবত্তর, যেমন —বলাহকে বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। অপাদান এবং করণের মধ্যে করণই বলবত্তর যেমন—ধনুষা শরান্ ক্ষিপতি। অপাদান ও কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মই বলবত্তর যেমন—বৃক্ষং ত্যজতি বানরঃ। অপাদান অপেক্ষা কর্ত্তা বলবত্তর, যেমন—বলাহকো বিদ্যোততে। সম্প্রদান অপেক্ষা অধিকরণ বলবত্তর, যেমন—পত্যৌ শেতে। এস্থলে পতিশব্দ বিবক্ষাবশতঃ অধিকরণ হইলেও অর্থ বুঝিতে হইবে—পত্যে শেতে। 'পত্যে শেতে' এই বাক্যের অর্থসম্বন্ধে দৌর্গটীকায় লিখিত আছে—"পত্যর্থং কস্যাশ্চিদ্ দেবতায়াঃ পুরঃ (পুরতঃ) শেতে"। কবিরাজ সুষেণ বলিয়াছেন—'শীঙ্ধাতুশ্চাত্রোপসর্পণপূর্ব্বকশয়নে বর্ত্ততে, তেন পতিমুপগৃহ্য শেতে ইত্যপি পাণিনিমতানুসারিণঃ' (কারকের ২৩৪ সূত্রীয় ব্যাখ্যা) সম্প্রদান অপেক্ষা করণ বলবত্তর, যেমন—যুদ্ধেন সংনহ্যতে। সম্প্রদান অপেক্ষা কর্ম্ম বলবত্তর, যেমন—শ্রাদ্ধং নিগর্হতে। এস্থলে কর্ম্মত্ববিবক্ষায় দ্বিতীয়া হইয়াছে। সম্প্রদান অপেক্ষা কর্ত্তা বলবত্তর, যেমন—পতিঃ শেতে। বৃত্তিকার

* ঔপচারিক যে ঔপশ্লেষিকের অন্তর্গত তৎসম্বন্ধে পঞ্জীকার বলিয়াছেন—"অঙ্গুল্যগ্রে করিশতমিতি ঔপচারিকোঽপ্যাধারঃ কৈশ্চিদিষ্যতে। তদযুক্তম্, ঔপশ্লেষিক এবায়মপি সন্নিবেশতে, উপচরিতস্য করিশতস্য অঙ্গুল্যগ্রবিষয়ত্বাদিতি।"

† উপোদ্ঘাতের ২৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এ সকল কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

বলিয়াছেন—"অন্তর্ভাবিতণ্যর্থত্বাৎ শায়য়তীত্যর্থঃ। বিবক্ষয়া প্রথমা।" অধিকরণ অপেক্ষা করণ বলবত্তর, যেমন—স্থাল্যা পচতি। অধিকরণ অপেক্ষা কর্ম্ম বলবত্তর, যেমন—গেহং প্রবিশতি। অধিকরণ অপেক্ষা কর্ত্তা বলবত্তর, যেমন—স্থালী পচতি। করণ অপেক্ষা কর্ম্ম বলবত্তর, যেমন—তণ্ডুলান্ পচতি। করণ অপেক্ষা কর্ত্তা বলবত্তর, যেমন—অসি শ্ছিন্তে। কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ত্তা বলবত্তর, যেমন—চৈত্রো গচ্ছতি।

কারকের বলাবলসম্বন্ধে কালাপকদিগের এইরূপ ক্রম পাণিনিসম্প্রদায়ে অভ্যুপগত নহে। তাঁহারা বলেন—

"অপাদানং সম্প্রদানং করণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তুশ্চোভয়সংপ্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ত্ততে॥" *(বাক্যপদীয়)।

উক্ত ক্রম ভর্ত্তৃহরির ইচ্ছাকৃত নহে। কারণ "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" (১।৪।২৪), "কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্" (১।৪।৩২), "সাধকতমং করণম্" (১।৪।৪২), "আধারোঽধিকরণম্" (১।৪।৪৫), "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" (১।৪।৪৯) এবং "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" (১।৪।৫৪)—এই সকল সূত্র কারকের বলবত্তানুসারে ক্রমশঃ স্মৃত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্বে দেবনন্দীর জৈনেন্দ্রব্যাকরণেও পাণিনিকে সমর্থনপূর্ব্বক সূত্রিত হইয়াছে—"ধ্যপায়ে ধ্রুবমপাদানম্" (১।২।১২৪), "কর্ম্মণোপেয়ঃ সম্প্রদানম্" (১।২।১২৬), "সাধকতমং করণম্" (১।২।১৩৮), "আধারোঽধিকরণম্" (১।২।১৪০), "কর্ত্রাপ্যম্" (১।২।১৪৫) এবং "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" (১।২।১৫৪)। যাহাই হউক, কালাপকদের মতে অধিকরণ অপেক্ষা করণ বলবত্তর। সুতরাং যে স্থলে কালাপকগণ বলিবেন—স্থাল্যা পচতি, সে স্থলে পাণিনীয়গণের মতে হইবে—স্থাল্যাং পচতি। ভাল, শাব্দিকদের এরূপ মতভেদে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? চান্দ্রসূত্রের বৃত্তিকারমহোদয় বলেন—"কারিকায়াং কারকক্রমনির্দ্দেশঃ কলাপব্যাকরণানুসারেণ, পরন্তু এতাদৃশক্রমে ন কিমপি দৃঢ়তরং মূলম্। অতঃ পাণিনিমহাভাষ্যকারাদিদর্শিতক্রম এবাঙ্গীকার্য্যঃ।" ক্রমদীশ্বর অবশ্য পাণিনীয় ক্রম সমর্থন করিয়াছেন। কারণ সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—

* শ্লোকটী মুদ্রিত বাক্যপদীয়ে দৃষ্ট নহে, কিন্তু শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় কারকপ্রকরণীয় ৭২ সংখ্যক কারিকার বৃত্তিভাগে জগদীশ ইহাকে ভর্ত্তৃহরির বচন বলিয়াছেন।

"অপাদান-সম্প্রদান-করণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তু্শ্চান্যোঽন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্ততে॥" (কারক ২৭)।

রামতর্কবাগীশাদি মৌগ্ধবোধগণ কর্ত্তৃকও ইহা সমর্থিত। তদ্‌ব্যতীত ৩১৬ সূত্রীয় টীকায় দুর্গাদাস আরও একটী এই জাতীয় কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"কর্ত্তৃকর্ম্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকম্।
অপাদানং চ সন্দেহে পরং পূর্ব্বেণ বাধ্যতে॥"

তথাপি কলাপের ক্রমে কোনও দৃঢ়তর মূল নাই—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ পাণিনির ক্রম দেখিয়াও কারকের ক্রমান্তর দেখাইবার জন্য সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য বলিয়াছেন—"যতোঽপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্" (চ ২১৪), "যস্মৈ দিৎসা রোচতে ধারয়তে বা তৎ সম্প্রদানম্" (চ ২১৬), "য আধারস্তদধিকরণম্" (চ ২১৭), "যেন ক্রিয়তে তৎ করণম্" (চ ২১৮), "যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম" (চ ২১৯), "যঃ করোতি স কর্ত্তা" (চ ২২০)। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীন কৌমার সম্প্রদায়ের মতানুসারে সর্ব্ববর্ম্মা ঐরূপ ক্রম দেখাইয়াছেন। 'স্থাল্যাং পচতি' এবং 'স্থাল্যা পচতি'—এই দুইটী বাক্যে কারকের ভেদ থাকিলেও কার্য্যফলে কোনও ভেদ নাই। তবে কেন উভয় সম্প্রদায়ে মতভেদ কল্পিত হইয়াছে? আমরা বলি—বুদ্ধি র্হি ভগবতী স্বজীবপরিপাকবশাদুপজায়মানা সত্যপ্যভেদে বিবক্ষাভেদং জনয়তি, যথা—স্থাল্যা পচতি, স্থাল্যাং পচতীতি। সুতরাং কার্য্যফল এক হইলেও কারকের ভেদকল্পনা বুদ্ধিধর্ম্মের বৈকল্পিক পরিণাম মাত্র—ইহাই আমাদের বক্তব্য। কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহও বলিয়াছেন—

"বুদ্ধ্যৈক্যং ভিদ্যতে ভিন্নমেকত্বং চোপগচ্ছতি।
বুদ্ধ্যবস্থা বিভজ্যেত সা হ্যর্থস্য বিধায়িকা॥"

সমাস-কারকাদির বিবরণে সুবন্তপদের স্বরূপ কতকটা বলা হইল, কিন্তু তিঙন্ত পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সম্বন্ধে আরও কিছু না বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। পদই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। কারণ পদ হইতেই বাক্য এবং বাক্যরাশি হইতেই মহাবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব পদজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। সেইজন্য ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন—"একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি" (৬।১।৮৪ মহাভাষ্য)।

যাহা তিঙন্ত পদের প্রকৃতি তাহাই ধাতু। ধাতু ক্রিয়ার বাচক। ক্রিয়া-সম্বন্ধে শৌনকাদি প্রাচীন ঋষিরা বলিতেন—

"ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতং লিঙ্গতো ন বিশিষ্যতে।
ত্রীনত্র পুরুষান্ বিদ্যাৎ কালতস্তু বিশিষ্যতে॥"

ধাতু দুই প্রকার—সকর্ম্মক এবং অকর্ম্মক। ইহার মধ্যে ফলবিশিষ্ট ব্যাপার-বোধক ধাতু সকর্ম্মক। আর ফলের দ্বারা অবিশেষিত কেবলব্যাপারবোধক ধাতুই অকর্ম্মক। উপোদ্ঘাতের ২৭৩—২৭৬ পৃষ্ঠায় এ সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জগদীশ ধাতুর ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

"মূলধাতুর্গণোক্তোঽসৌ সৌত্রঃ সূত্রৈকদর্শিতঃ।
যোগলভ্যার্থকো ধাতুঃ প্রত্যয়ান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

যোগলভ্যার্থক ধাতু নানাবিধ হইতে পারে, যেমন—ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত, কাম্যাদ্যন্ত। ণিচ্ সন্ এবং যঙ্—এ তিনটি প্রত্যয় ধাতুর উত্তর হয়। আর কাম্যাদি অর্থাৎ কাম্য ক্যচ্ ক্যঙ্ এ তিনটী প্রত্যয় নামের পর যুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ উভয়জাতীয় প্রত্যয়ই ধাত্বংশ বা ধাত্বয়বনামে প্রসিদ্ধ। কারণ ধাতুর পর ণিচ্প্রভৃতি যোগ করিলে সম্পূর্ণ নূতন ধাতু হয়, আর নামের পর কাম্যাদি যোগ করিলে নামধাতু বলিয়া এক জাতীয় নূতন ধাতু হইয়া থাকে। পাচি পিপক্ষ্ প্রভৃতি ধাতু যোগলভ্যার্থক। স্কন্ভ্ জু প্রভৃতিধাতু সূত্র হইতে প্রাপ্ত, সুতরাং তাহারা সৌত্র ধাতু বলিয়া খ্যাত। আর ভূপ্রভৃতি ধাতু গণোক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গণ অর্থাৎ 'ভ্বাদি' প্রভৃতি দশটীগণ। বোপদেব বলেন—হিন্দোল আন্দোল প্রভৃতি আরও কতকগুলি শিষ্টসম্মত লৌকিক ধাতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

[illegible] ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানাদি কালে ক্রিয়াবিশেষাভিধায়ক দশলকারের প্রয়োগ হয়—লট্, লিট্, লুট্, ৯ৃট্, লেট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, লুঙ্, ৯ৃঙ্। ব্যাপারের বাহুল্যহেতু ক্রিয়ার স্বরূপসম্বন্ধে প্রাচীন শাব্দিক মুনিদের নানাবিধ উপপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় বলেন—'অনিত্যা ক্রিয়া, সা যথা ব্যক্ত্যা আকৃতি র্ব্যজ্যতে, এবমধিশ্রয়ণোদকাসেচনতণ্ডুলাবপনাদিভি

---

* এ বিষয়ে উপোদ্ঘাতের ১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিভজ্যতে। তদায়ত্তব্যক্তিত্বাচ্চ তদ্রূপৈব প্রতীয়তে। ব্যক্তা সতী ফলমোদনাদি সাধয়তি।' দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন—'উৎপাদ্যতে ন ব্যজ্যতে। ফলোৎপত্ত্যা চাসাবনুমীয়ত উৎপন্নেতি, ন স্বয়ং প্রত্যক্ষগ্রাহ্যা।' তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন—'তণ্ডুলবিঘটনলক্ষণক্রিয়াবয়বাদনন্তরমেবৌদনাদেঃ ফলনির্বৃত্তিদর্শনাৎ ফলস্য নিষ্পাদিকা সা ক্রিয়া।' চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন—'অবয়বা যে তণ্ডুলানামীষন্মৃদুভাবাদয়ো যে চাধিশ্রয়ণাদয়স্তে সর্ব্বে তদর্থাঃ, তাদর্থ্যাচ্চ যথা—'ইন্দ্রঃ স্থূণা' ইতি স্থূণায়ামিন্দ্ররূপমধ্যস্যতে, এবং তেষু ক্রিয়ারূপম্।' পঞ্চম সম্প্রদায় বলেন—'অধিশ্রয়ণাদীনামবয়বক্রিয়াণাং বুদ্ধ্যা পরিকল্পিতঃ সমুদায়ঃ পচিক্রিয়া।'

লট্ লিট্ প্রভৃতি শব্দ পারিভাষিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। পাণিনির পূর্ব্বেও ইহাদের প্রচলন ছিল। 'নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্' এই ন্যায়ানুসারে সত্যভামাকে যেমন 'ভামা' বলা হয়, সেইরূপে 'কাল'শব্দের লকার লইয়া এই সকল শব্দ রচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের আদিবর্ণ কালশব্দের অভিধায়ক। লেট্ * বেদে প্রযুক্ত হইত। ইহা ভাষায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব নয়টী লকারের পাণিনীয় ক্রম এবং কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ ও হরিনামামৃতে তাহাদের তুল্যার্থক শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অষ্টকে	কাতন্ত্রে	মুগ্ধবোধে	হরিনামামৃতে।
১। লট্	বর্ত্তমানা	কী	অচ্যুত তিবাদি।
২। লিট্	পরোক্ষা	ঠী	অধোক্ষজ ণলাদি।
৩। লুট্	শ্বস্তনী	ডী	বালকল্কি তাদি।
৪। লৃট্	ভবিষ্যন্তী	তী	কল্কি স্যত্যাদি।
৫। লোট্	পঞ্চমী	গী	বিধাতৃ তুবাদি।
৬। লঙ্	হ্যস্তনী	ঘী	ভূতেশ্বর দিবাদি।
৭। লিঙ্	সপ্তমী	খী	বিধি যাদাদি।
	আশীঃ	চী	কামপাল যাদাদি।
৮। লুঙ্	অদ্যতনী	টী	ভূতেশ দিবাদি।
৯। লৃঙ্	ক্রিয়াতিপত্তি	থী	অজিত স্যদাদি।

* 'লিঙর্থে লেট্' (পা ৩।৪।৭)।

† 'আশিষি লিঙ্ লোটৌ' (পা০ ৩।৩।১৭৩)। 'লিঙাশিষি' (পা ৩।৪।১১৬)। কামপাল যাদাদি = আশীর্লিঙ্।

সাধারণতঃ অবশ্য বর্ত্তমানার্থে লট্, অতীতার্থে লিট্ লঙ্ লুঙ্, অনুজ্ঞায় লোট্, আশীর্ব্বাদে আশীর্লিঙ্, ভবিষ্যদর্থে লুট্ ও লৃট্, বিধ্যর্থে * বিধিলিঙ্, ক্রিয়াতিপত্তি অর্থে লৃঙ্ ব্যবহৃত হয়, তবে ইহাদের বিশেষ বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র বলেন, "কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে"। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"নম্বু, কালো হি সর্ব্বগতো নিত্য একো নিরবয়বো নিষ্ক্রিয় ইত্যাদিভিরাকারৈরাকাশমিব প্রতীয়তে, কথং তর্হি বর্ত্তমানাদিভি র্ব্যপদিশ্যত ইতি"? ইহার উত্তরে কাতন্ত্রের টীকাকার লিখিয়াছেন—'সত্যম্, তস্য যে বর্ত্তমানাদয়ো ব্যপদেশাস্তে ক্রিয়াদ্বারকা এব ক্রিয়াসু বর্ত্তমানাদিকালা উপচর্য্যন্তে, তস্মাদ্ বর্ত্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎক্রিয়াসম্বন্ধাৎ তদ্বতি পদার্থে বর্ত্তমানাদয়ঃ কালশব্দাঃ সিদ্ধাঃ।' (আখ্যাত-১০সূত্রীয়টীকা)। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"আদিত্যগ্রহনক্ষত্রপরিস্পন্দমথাপরে।
ভিন্নমাবৃত্তিভেদেন কালং কালবিদো বিদুঃ॥
ক্রিয়ান্তরপরিচ্ছেদপ্রবৃত্তা যা ক্রিয়াং প্রতি।
নির্জ্ঞাতপরিমাণা সা কাল ইত্যভিধীয়তে॥"
(বাক্যপদীয়-প্রকীর্ণকাণ্ড ৩৭১-৭২ পৃ০)।

"গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে॥"(প্রকীর্ণ ৩০৬ পৃ০)।

"যথা তুলায়াং হস্তে বা নানা দ্রব্যং ব্যবস্থিতম্।
গুরুত্বং পরিমীয়েত কালাদেবং ক্রিয়াগতিঃ॥"

"ক্রিয়াভেদাদ্ যথৈকস্মিংস্তক্ষাদ্যাখ্যা প্রবর্ত্ততে।
ক্রিয়াভেদাৎ তথৈকস্মিন্ ঋত্বাদ্যাখ্যোপজায়তে॥" (প্র০ ৩৫২-৩ পৃ০)।

পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠে স্মৃত হইয়াছে—"সন্তি চ কালবিভাগাঃ" (৩।২।১২৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। ইহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সন্তি খল্বপি কালবিভাগাঃ। তিষ্ঠন্তি পর্ব্বতাঃ।......অপর আহ—নাস্তি বর্ত্তমানঃ কাল ইতি। অপি চাত্র শ্লোকাবুদাহরন্তি—

'ন বর্ত্ততে চক্রমিষু র্ন পাত্যতে ন স্যন্দন্তে সরিতঃ সাগরায়।
কূটস্থোঽয়ং লোকো ন বিচেষ্টিতাস্তি যো হ্যেবং পশ্যতি সোঽপ্যনন্ধঃ॥

---

* "বিধিনিমন্ত্রণ ... ..." (পা০ ৩।৩।১৬১)।

মীমাংসকো মন্যমানো যুবা মেধাবিসংমতঃ।
কাকং স্নেহাদনুপৃচ্ছতি কিং তে পতিতলক্ষণম্ ॥
অনাগতে ন পতসি অতিক্রান্তে চ কাক ন।
যদি সংপ্রতি পতসি সর্ব্বো লোকঃ পতত্যয়ম্ ॥
হিমবানপি গচ্ছতি।
অনাগতমতিক্রান্তং বর্ত্তমানমিতি ত্রয়ম্।
সর্ব্বত্র চ গতির্নাস্তি গচ্ছতীতি কিমুচ্যতে ॥
ক্রিয়াপ্রবৃত্তৌ যো হেতুস্তদর্থং যদ্বিচেষ্টিতম্।
তৎ সমীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত গচ্ছতীত্যবিচারয়ন্ ॥'

অপর আহ। অস্তি বর্ত্তমানঃ কাল ইতি। আদিত্যগতিবন্নোপলভ্যতে। অপি চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি—

'বিসস্য বালা ইব দহ্যমানা ন লক্ষ্যতে বিকৃতিঃ সন্নিপাতে।
অস্তীতি তাং বেদয়ন্তে ত্রিভাবাঃ সূক্ষ্মো হি ভাবোঽনুমিতেন গম্যঃ ॥'

ইতি।" (৩।২।১২৩ সূত্রীয় মহাভাষ্য।—কীল্‌হর্ণ)।

কাতন্ত্রের টীকায় দুর্গসিংহও বলিয়াছেন—"বেদান্তবাদী ত্বাহ—

'অনাগতমতিক্রান্তং সাম্প্রতঞ্চেতি তত্ত্রয়ম্।
সর্ব্বত্র চ গতির্নাস্তি গচ্ছতীতি কিমুচ্যতে ॥'

ব্যবহারবাদী পুনরাহ—

'ক্রিয়াপ্রবৃত্তৌ যো হেতুস্তদর্থং যদ্বিচেষ্টিতম্।
তদপেক্ষ্য প্রযুঞ্জীত গচ্ছতীতি বিচারয়ন্ ॥
দগ্ধা চ দহনীয়া চ দহ্যমানা চ দৃশ্যতে।
বর্ত্তিরেকাগ্নিসংযোগাদ্বর্ত্তমানো ন তেঽস্তি কিম্ ॥' (আখ্যাত ১৬)।

অতো ব্যবহারনিবন্ধনাশ্চ শব্দা ইতি ন দোষঃ।"

বর্ত্তমানে লট্ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানের লক্ষণ কি? শাব্দিক আচার্য্যগণ বলেন—

"প্রারম্ভাদাসমাপ্তেস্তু যাবন্নো নশ্যতি ক্রিয়া।
তাবদ্ বর্ত্তত ইত্যস্মাদ্ বর্ত্তমান উদাহৃতঃ ॥"

আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই বর্ত্তমান। বর্ত্তমান

চারি প্রকার—প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত এবং সামীপ্য। উক্তিও আছে—

"প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ।
নিত্যপ্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্ত্তমানশ্চতুর্বিধঃ॥"

প্রবৃত্তোপরত যেমন—মাংসং ন খাদতি। বৃত্তাবিরত যেমন—বালকা ইহ ক্রীড়ন্তি। নিত্যপ্রবৃত্ত যেমন—পর্ব্বতা স্তিষ্ঠন্তি। সামীপ্য দুই প্রকার—অতীত-সামীপ্য এবং ভবিষ্যৎ-সামীপ্য। অতীত-সামীপ্য যেমন—কদা আগতোঽসি? এষ আগচ্ছামি। ভবিষ্যৎ-সামীপ্য যেমন—কদা গমিষ্যসি? এষ গচ্ছামি।

লিট্‌প্রত্যয়ের অর্থ বক্তৃপরোক্ষত্ব এবং অতীতত্ব। পরোক্ষ দুই প্রকার—কার্য্যাদিব্যাসঙ্গজনিত অদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, আর বস্তুস্বভাবপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের অযোগ্য। পরোক্ষসম্বন্ধে পতঞ্জলি ৩।২।১১৫ সূত্রের ভাষ্যে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় আকরে দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন, পরোক্ষ-শব্দ দ্বারা কেবল দর্শনের অভাব এবং অত্যন্ত অপহ্নব সূচিত হইয়া থাকে। আবার কাহারও মতে পরোক্ষ তিন প্রকার—কৃতকার্য্যের অস্মরণ, অত্যন্তাপহ্নব এবং প্রত্যক্ষাভাব। কৃতকার্য্যের অস্মরণ যেমন—'সুপ্তোঽহং কিং বিললাপ? মত্তোঽহং কিং বিচচার?' অত্যন্তাপহ্নব যেমন—'কপিত্থ্যাং দৃষ্টোঽসি ময়া' একথার উত্তরে কেহ বলিল 'নাহং কপিত্থীং জগাম'। প্রত্যক্ষাভাব যেমন—'জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ'।

দৃষ্টিবিশেষে আবার অতীতকাল দ্বিবিধ—অদ্যতন এবং অনদ্যতন। অদ্যতনসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে 'পূর্ব্বরাত্রির শেষ চারিদণ্ড, পররাত্রির প্রথম দেড়প্রহর এবং মধ্যবর্ত্তী সম্পূর্ণ দিন'—এই কালের নাম অদ্যতন। কেহ কেহ বলেন, গতরাত্রির শেষার্দ্ধ ও আগামী রাত্রির প্রথমার্দ্ধ-সহ মধ্যবর্ত্তী দিনই অদ্যতন। ভর্ত্তৃহরি, দুর্গসিংহ ও সাংক্ষিপ্তসারকাদির মতে পূর্ব্বরাত্রির শেষ প্রহর, আগামিরাত্রির প্রথমপ্রহর এবং মধ্যবর্ত্তিদিনের প্রহর-চতুষ্টয় এই ষট্‌প্রহরাত্মক কালই অদ্যতন। এ সম্বন্ধে একটী কারিকা আছে—

'শেষো গতায়াঃ প্রহরো নিশায়া
আগামিনী যা প্রহরশ্চ তস্যাঃ।
দিনস্য চত্বার ইমে চ যামাঃ
কালং বুধা হ্যদ্যতনং বদন্তি॥'

অদ্যতনসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তদ্‌ব্যতীত অতীতকালই অনদ্যতন। "লট্ স্মে" (পা০ ৩।২।১১৮) এই সূত্রবলে অনদ্যতন অতীতার্থে স্ম-যোগে লট্ হইয়া থাকে।

লুটের অর্থ ভবিষ্যদনদ্যতনকাল এবং ল্‌টের অর্থ সাধারণ ভবিষ্যৎকাল, যেমন—'শ্বঃ কর্ত্তা' এবং 'অদ্য শ্বো বা গমিষ্যতি'। সারমঞ্জরীকার বলিয়াছেন—'বর্ত্তমানে যাহার প্রাগভাব আছে অর্থাৎ যে জন্য-বস্তু এখনও জন্মে নাই কিন্তু পরে জন্মিবে, সেই বস্তুর কালই ভবিষ্যৎকাল'। অভিজ্ঞাবচনেও ল্‌ট্ হয়, যেমন—'স্মরসি কৃষ্ণ গোকুলে বৎস্যামঃ'।

অষ্টাধ্যায়ীতে লেট্ নামে একটী লকার আছে। উহা কেবল বেদে দৃষ্ট হয়, যেমন—"প্রিয়ঃ সূর্য্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাতি"। "লিঙর্থে লেট্" (৩।৪।৭) এই সূত্রের উপর সিদ্ধান্তকৌমুদীকার বলিয়াছেন—'বৈদিক প্রয়োগে বিধ্যর্থে এবং কার্য্যকারণভাবাদির অর্থে ধাতুর উত্তর লেট্ হয়'।

লোটের অর্থ—আশীর্ব্বাদ এবং প্রেরণা, যেমন—'জীবতু ভবান্' এবং 'কুরু কটম্'। প্রাচীনেরা বলেন—'যে তিঙ্ বিধেয়রূপে বক্তার অনুমতি প্রতিপাদন করে তাহাকে লোট্ বলে'।

লঙ্ এবং লুঙের অর্থ অতীতত্ব। অনদ্যতনে লঙ্, আর অদ্যতনে বা সাধারণ অতীতকালে লুঙ্ হইয়া থাকে, যেমন—'রামো রাবণমহন্' এবং 'অদ্য হ্যো বা অভুক্ষ্মহি'। মাস্ম যোগে লঙ্ এবং লুঙ্ হয়। কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"মাস্মযোগে হ্যস্তনী চ" (আখ্যাত প্র০ ২৩)। এখন কথা হইতেছে, 'মাস্ম'শব্দ কি অকৃতদ্বন্দ্ব, না কৃতদ্বন্দ্ব? অর্থাৎ উহা কি একটী শব্দ, অথবা মা এবং স্ম এই দুইটী পৃথক্ অব্যয় একত্র করিয়া মাস্ম শব্দ হইয়াছে? পাণিনি বলিয়াছেন—'মাঙি লুঙ্' এবং 'স্মোত্তরে লঙ্ চ' (৩।৩।১৭৫-৬)। ইহা হইতে মা এবং স্ম এ দুইটী ভিন্নভিন্ন শব্দ বুঝিয়া 'কামক্রোধৌ স্মমা পুষঃ' ইত্যাদি প্রয়োগও আরব্ধ হইয়াছে। তাহাতে বররুচি কিন্তু বলিয়াছেন—'ন হি মাস্মশব্দবৎ স্মমা-শব্দোঽপ্যস্তি'। বররুচির এরূপ মতবাদ সর্ব্ববর্ম্মার অভিপ্রেত এবং পাণিনীয়-গণেরও অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু বররুচির পর বৌদ্ধকবি কুমারদাস তাঁহার জানকীহরণকাব্যে লিখিয়াছেন—

'জুগুপ্সত স্মৈনমদুষ্টভাবং মৈবং ভবানক্ষতসাধুবৃত্তম্।
ইতীব বাচো নিগৃহীতকণ্ঠৈঃ প্রাণৈররুধ্যন্ত মহর্ষিসূনোঃ॥' (১।৮৪)।

ইহা দেখিয়া বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'ব্যস্তেঽপীচ্ছন্তি কেচিৎ—স্ম করোম্মা'। সংক্ষিপ্তসারে দৌর্গবৃত্তি অনুসৃত হওয়ায় গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন—'ব্যস্তয়ো র্দুরন্ত্যয়োরপ্যনয়ো র্যোগে বিধিরয়মিতিসূচনার্থং জানকীহরণপ্রয়োগ-দর্শনম্'। অতএব শর্ব্ববর্ম্মার পর অনেক নবীন বৈয়াকরণ মাস্মশব্দে মা এবং স্ম এই দুইটী পৃথক্ অব্যয় কল্পনা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, মাস্ম বলিয়া একটী অব্যয়ও আছে। মাঙ্-যোগে তিনকালেই নিত্যই লুঙ্ হইবে।

বিধিলিঙের অর্থ বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, যাচ্ঞা ইত্যাদি, যেমন—কটং কুর্য্যাৎ, ইহ ভুঞ্জীত, যথেচ্ছং ক্রিয়তাম্, লভেয় ভিক্ষাম্ ইত্যাদি। ভাট্টদীপিকায় খণ্ডদেব বলিয়াছেন—"লিঙাদ্যর্থো বিধিবাক্যে প্রবর্ত্তনাপ্রেষণাবিধ্যপরপর্য্যায়ঃ; নিষেধবাক্যে চ নিবর্ত্তনানিবারণানিষেধপ্রতিষেধাপরপর্য্যায়ঃ"। ইহাতে টীকাকার বলিয়াছেন—"লিঙাদ্যর্থপ্রবর্ত্তনা হ্যুৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্টং প্রতি, সাজ্ঞা প্রেষণেতি চোচ্যতে। নিকৃষ্টস্যোৎকৃষ্টং প্রতি সাঽধ্যেষণা। সমস্যাসমং প্রত্যুৎকর্ষাপকর্ষৌদাসীন্যেন সাঽনুজ্ঞাঽনুমতিরিতি চ ব্যবহ্রিয়তে।" বিধি-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির প্রযোজক আপ্তবচনই বিধি। কেহ বলেন—প্রবর্ত্তকরূপ আপ্তবচনব্যাপারই বিধি। কাহারও মতে কর্ত্তব্যতার উপদেশই বিধি। কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ বলেন—ইষ্টসাধনতাবোধক প্রত্যয়ঘটিত বাক্যই বিধি। কুমারিলের মতে যে বাক্য অত্যন্ত অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রাপক তাহাই বিধি। বোপদেবও প্রায় ঐরূপই বলিয়াছেন। ভগবান্ গৌতম বলিয়াছেন—বিধায়ক বাক্যই বিধি। পতঞ্জলিমুনির মতে নিয়োগ বা অনুজ্ঞাই বিধি। উপাধ্যায়গণ বলেন, বিধি কখনও বা বর্ণোৎপত্তিস্বরূপ এবং কখনও বা অভাবস্বরূপ হইয়া থাকে। বিধিলিঙের আরও অর্থ আছে, যেমন—কৃতিসাধ্যতা, ইষ্টসাধনতা এবং বলবদনিষ্টানমুবন্ধিত্ব। আশীর্লিঙ্ অর্থাৎ লিঙ্। ইহা আশংসনে এবং ভবিষ্যৎকালে প্রযুক্ত হয়, যেমন—'শতায়ুর্ভূয়াঃ'।

লৃঙের অর্থ—অতীতত্ব এবং ক্রিয়াতিক্রম। কোনও কারণবশতঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তি না হওয়াই ক্রিয়াতিক্রম। অতএব অতীতে কিংবা ভবিষ্যৎকালা-বচ্ছেদে ক্রিয়ার অনিষ্পত্তিবোধক যে তিঙ্ তাহাকেই লৃঙ্ বলিতে হইবে। ইহাদের উদাহরণ যেমন—'অমঙ্ক্ষ্যদ্বসুধা তোয়ে যদি ত্বং নাধরিষ্যথাঃ' (ভূতে

ক্রিয়াতিপত্তি), এবং 'যদি বর্ষসহস্রমজীবিষ্যং তদা পুত্রপৌত্রাদীনদ্রক্ষ্যম্' (ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াতিপত্তি)।

বোপদেবের মতে উক্ত দশলকারের প্রত্যেকটীতে আঠারটী বিভক্তি হইয়া থাকে। পাণিনি কিন্তু তিপ্‌ তস্‌ ঝি, সিপ্‌ থস্‌ থ, মিপ্‌ বস্‌ মস্‌, ত আতাম্‌ ঝ, থাস্‌ আথাম্‌ ধ্বম্‌, ইট্‌ বহিঙ্‌ মহিঙ্‌—এই আঠারটী বিভক্তি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের স্থলে ক্রমশঃ ১৮০টী বিভক্তির আদেশ বিধান করিয়াছেন। যাহাই হউক, দশলকারের প্রত্যেক প্রথম নয়টী বিভক্তি পরস্মৈপদীয়, আর শেষের নয়টী আত্মনেপদীয়। উক্ত প্রত্যেক নয়টীর মধ্যে প্রথম তিনটী প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয় তিনটী মধ্যমপুরুষ এবং তৃতীয় তিনটী উত্তমপুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত তিনটী পুরুষের মধ্যে উত্তমপুরুষ অস্মদর্থে, মধ্যমপুরুষ যুষ্মদর্থে এবং প্রথমপুরুষ অস্মদ্‌যুস্মদ্‌ব্যতিরিক্ত বিষয়ে নিয়মিত। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একবচন দ্বিবচন এবং বহুবচনরূপ ভেদ আছে। তিঙন্তপদ সকল লিঙ্গেই সমান। এই সকল কারণবশতঃ স্মৃত হইয়াছে—

"ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতং লিঙ্গতো ন বিশিষ্যতে।
ত্রীনত্র পুরুষান্‌ বিদ্যাৎ কালতস্তু বিশিষ্যতে॥" (নিরুক্তবৃত্তি ১।১।৯)।

আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়াপদ বা তিঙন্তপদ। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"এতচ্চতুষ্প্রভেদমাখ্যাতং ভবতি—কর্ত্তরি, ভাবে, কর্ম্মণি, কর্ম্মকর্ত্তরি চেতি। পচতীতি কর্ত্তরি। ভূয়তে পচ্যত ইতি ভাবকর্ম্মণোঃ। পচ্যতে স্বয়মেবেতি কর্ম্মকর্ত্তরি"। তিঙন্তপদসম্বন্ধে অন্যান্য বিধি আকরে দ্রষ্টব্য।

পদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—"প্রকৃতিবিভক্তিসাধিতত্বং পদত্বম্‌"। আমরাও পদের প্রকৃতিপ্রত্যয় বলিয়াছি। এক্ষণে পদের স্বরূপ লইয়া কিছু বলা আবশ্যক। পদ পাঁচ প্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়। যাহা দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার বোধ হয় তাহাকে বিশেষ্য বলে। যেমন, ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য—হরিঃ; বস্তুবাচক বিশেষ্য—ঘটঃ, পটঃ; জাতিবাচক বিশেষ্য—মনুষ্যঃ, কীটঃ; গুণবাচক বিশেষ্য—দর্শনম্‌। উক্তিও আছে—"গুণাদিভিস্তু যদ্‌ ভেদ্যং তদ্‌ বিশেষ্যমুদাহৃতম্‌"। যদ্দারা ধর্ম্মীর ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশেষ্যের গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাহাই বিশেষণ। বিশেষণ তিন প্রকার। বিশেষ্য-বিশেষণ যেমন—'নূতনং বস্ত্রম্‌', বিশেষণ-বিশেষণ যেমন—'স্তোকং পক্ক ওদনঃ', ক্রিয়াবিশেষণ যেমন—'শীঘ্রং

গচ্ছ'। বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে যাহা প্রযুক্ত হয় তাহাই সর্ব্বনাম। গণপাঠে ৩৫টীশব্দ সর্ব্বনাম বলিয়া কথিত। কিন্তু বেদে আরও অধিক সর্ব্বনাম দৃষ্ট হয়। সর্ব্বনাম পাঁচভাগে বিভক্ত—সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, যদাদি এবং ইদমাদি। সর্ব্বাদি অর্থাৎ সর্ব্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, এক এবং একতর। অন্যাদি অর্থাৎ অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, কতম এবং একতম। পূর্ব্বাদি অর্থাৎ পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর এবং স্ব। যদাদি অর্থাৎ যদ্, তদ্, এতদ্, ত্যদ্ এবং কিম্। ইদমাদি অর্থাৎ ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্ এবং অস্মদ্। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সর্ব্বনামশব্দ বিশেষ্যবিশেষণেরই অন্তর্গত। ক্রিয়াপদ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

অব্যয়ের পদত্বসিদ্ধির জন্য তাহাতে বিভক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেইহেতু কাতন্ত্রের 'অব্যয়াচ্চ' (চ-২১০) সূত্রের বৃত্তিভাগে দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'অব্যয়াচ্চ বিভক্তীনাং লুগ্ ভবতি।...পদসংজ্ঞার্থমিদম্।' অব্যয়ের লক্ষণ লইয়া শুনা যায়—

"সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥" (গোপথ ব্রাহ্মণ)।

বস্তুতঃ ইহা একটী আথর্ব্বণী প্রণববিদ্যাবিষয়ক শ্রুতি। ইহা দ্বারা ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়াও যাহা স্বত্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত বা ক্ষরিত হয় না তাহাই অব্যয় অর্থাৎ ব্রহ্ম। গীতায় স্মৃত হইয়াছে—"যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ" (১৬।১৭)। পতঞ্জলি ব্যাকরণসম্বন্ধীয় অব্যয়শব্দের লক্ষণে এই মন্ত্রটীর প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব্বেও অব্যয়ের লিঙ্গসংখ্যাকারকাভাবপরত্ব লোকে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাভাষ্যে অনুস্মৃত হইয়াছে—"ন ব্যেতীত্যব্যয়মিতি। ক্ব পুন র্ন ব্যেতি? স্ত্রীপুংনপুংসকানি সত্ত্বগুণা একত্বদ্বিত্ব-বহুত্বানি চ। এতানর্থান্ কেচিদ্ বিযন্তি কেচিন্ন বিযন্তি। যে ন বিযন্তি তদব্যয়ম্। সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু। বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥" (১।১।৩৮ সূত্রীয়ভাষ্য)। 'ন ব্যেতি' অর্থাৎ বিশেষরূপং ন যাতি। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের "ব্যয়বাংশ্চান্তঃ" (২।২৬) সূত্রের ভাষ্যে উবটাচার্য্য বলিয়াছেন—"অন্তঃশব্দো দ্বিবিধো ব্যয়বানব্যয়বাংশ্চ। যস্য বিভক্ত্যাদিভি র্বিকারো ন ক্রিয়তে সোঽব্যয়বান্। তথা চোক্তম্—সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু ইত্যাদি। যস্য পুন র্বিভক্ত্যাদিভি র্বিকারঃ ক্রিয়তে স

ব্যয়বান্।” এখনকার ব্যাকরণে অব্যয়ের বিপরীতার্থক 'ব্যয়বান্'শব্দের প্রচলন নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ইহার প্রচলন ছিল। ভগবান্ শৌনক লিখিয়াছেন—

“ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশোপজাতঃ কৃদন্তশব্দাভিহিতো যদা স্যাৎ।
সংখ্যাবিভক্তিব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাব স্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যঃ॥”

অতএব ব্যাকরণে যে সকল পদ রূপান্তরিত হয় না তাহারা অব্যয়। কলাপের “অব্যয়াচ্চ” (চ ২১০) সূত্রের বৃত্তিভাগে লিখিত আছে—“অব্যয়মসংখ্যম্”। পঞ্জীকার বলেন—

“ইয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাতানাং ন বিদ্যতে।
প্রয়োজনবশাদেতে নিপাত্যন্তে পদে পদে॥”

অভিপ্রায় এই যে, লোকোপচার হইতেই অব্যয় নির্ণীত হইয়া থাকে। এই কারিকাটী আরও অনেকেই উদ্ধার করিয়াছেন।

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—“স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্” (১।১।৩৭), অর্থাৎ স্বর্-প্রভৃতি শব্দ এবং নিপাতসমূহ অব্যয়সংজ্ঞক। স্বর্-প্রভৃতি শব্দ অর্থাৎ স্বর্ (heaven), অন্তর্ (midst) ইত্যাদি *। নিপাতশব্দ দ্বারা

---

* প্রাতর্, পুনর্, সনুতর্ (in concealment), উচ্চৈস্ (high), নীচৈস্ (low), শনৈস্ (slowly), ঋধক্ (rightly), ঋতে (except), যুগপৎ, আরাৎ, পৃথক্, হ্যস্, শ্বস্, দিবা (by day), রাত্রৌ (by night), সায়ম্ (at eve), চিরম্ (long), মনাক্ (a little), ঈষৎ (slightly), জোষম্ (gladly), তূষ্ণীম্ (silently), বহিস্ এবং অবস্ (outside), সময়া এবং নিকষা (near), স্বয়ম্, বৃথা, নক্তম্ (at night), নঞ্, হেতৌ (by reason of), ইদ্ধা (really, truly), অদ্ধা (evidently, truly), সামি (half), বং (enclitic), সনা এবং সনৎ এবং সনাৎ (perpetually), উপধা, তিরস্ (awry), অন্তরা, অন্তরেণ (except or without), জ্যোক্ (at present etc.), কম্, শম্, সহসা, বিনা, নানা, স্বস্তি, স্বধা (oblations to manes), অলম্, বষট্ শ্রৌষট্ এবং বৌষট্ (oblations to Gods), অন্যৎ, অস্তি, উপাংশু, ক্ষমা (patiently), বিহায়সা, দোষা (at night), মৃষা, মিথ্যা, মুধা, পুরা, মিথো এবং মিথস্ (secretly or mutually), প্রায়স্, মুহুস্, প্রবাহুকম্ এবং প্রবাহিকা (at the same time), আর্যহলম্ (violently), অভীক্ষ্ণম্ (repeatedly), সাকম্, সার্দ্ধম্, নমস্, হিরুক্ (without), ধিক্ (fie), অম্ (quickly), আম্ (indeed), প্রতাম্ (with fatigue), মা এবং মাঙ্ (don't)। স্বরাদি আকৃতিগণ বলিয়া আরও

দ্রব্যভিন্নার্থক চ-প্রভৃতি শব্দ লক্ষিত হইয়াছে। দ্রব্যভিন্নার্থক বলা হইল, কারণ নিপাতাধিকরণে সূত্রিত হইয়াছে—'চাদয়োঽসত্ত্বে' (১।৪।৫৭)। চ-প্রভৃতি শব্দ অর্থাৎ চ, বা, হ ইত্যাদি *। পাণিনীয়গণ বলেন—"ইহ স্বরাদয়ো বাচকাশ্চাদয়ো দ্যোতকা ইত্যনয়ো র্গণয়ো র্ভেদঃ"। সুপদ্মমকরন্দেও উক্ত হইয়াছে—"উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ। তত্র

কেঽপ্যেষাং দ্যোতকাঃ কেঽপি বাচকাঃ কেঽপ্যনর্থকাঃ।

আগমা ইব কেঽপি স্যুঃ সংভূয়ার্থস্য বাচকাঃ॥

বাচকাঃ শশ্বদাদয়ঃ। অনর্থকা হুঁফড়াদয়ঃ। দ্রব্যেতরবাচি চকারাদ্যব্যয়ানাং নিপাতসংজ্ঞা চ।" (১।১।২৫)। স্বরাদিনিপাত আকৃতিগণ বলিয়া গণকার বলিয়াছেন—"উপসর্গবিভক্তিস্বরপ্রতিরূপকাশ্চ"। পতঞ্জলিও "ক্রিয়াসমভিহারে ......(৩।৪।২)" সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"বিভক্তিস্বরপ্রতিরূপকাশ্চ নিপাতা ভবন্তীতি নিপাতসংজ্ঞা নিপাতোঽব্যয়মিত্যব্যয়সংজ্ঞা"। উপসর্গপ্রতিরূপক নিপাত যেমন—দুর্নীতম্। অবদত্তম্ (given away) একটী অব্যয়। কিন্তু এখানে 'অব' উপসর্গ নহে, কারণ উপসর্গ হইলে 'অচ উপসর্গাত্তঃ' (৭।৪।৪৭) সূত্রানুসারে 'অবত্তম্' হইত। এ সম্বন্ধে "চাদয়োঽসত্ত্বে" (১।৪।৫৭) সূত্রের কাশিকায় লিখিত আছে—"উপসর্গবিভক্তিস্বরপ্রতিরূপকাশ্চ নিপাতাঃ। উপসর্গ প্রতিরূপকাঃ।

অবদত্তং বিদত্তং চ প্রদত্তং চাদিকর্ম্মণি।

সুদত্তমনুদত্তং চ নিদত্তমিতি চেষ্যতে॥

কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, যেমন—কামম্, প্রকামম্, ভূয়ঃ, সাম্প্রতম্, পরম্, সাক্ষাৎ, সাচি (obliquely), মঙ্‌ক্ষু (quickly), আশু, সংবৎ, অবশ্যম্, উষা (at dawn), ওম্ (amen), ভূঃ, ভুবঃ, ঝটিতি এবং ঝগিতি (at once), তরসা, সুষ্ঠু, দুষ্ঠু, শু, কু, অঞ্জসা, মিথু (wrongly), অস্তম্, স্থানে, বরম্, শুদি (during the light half of a lunar month), বদি (during the dark half of a lunar month)।

* অহ, এব, এবম্, নূনম্, শশ্বৎ, ভূয়স্, যুগপৎ, কূপৎ, কুবিৎ, নেৎ, চেৎ, চণ্, কচ্চিৎ, যত্র, নহ, হন্ত, মাকিঃ, মাকিম্, নকিঃ, মাঙ্, নঞ্, যাবৎ, তাবৎ, ত্বৈ, দ্বৈ, রৈ, রৈ (রৈ শব্দের পাঠান্তর), শ্রৌষট্, বৌষট্, স্বাহা, স্বধা, বষট্, তুম্ (thouing, যেমন—'গুরুং তুংকৃত্য হুংকৃত্য বা শিষ্যাধমা উপসর্পন্তি'), তথাহি, খলু, কিল, অথো, অথ, সুষ্ঠু, স্ম, আদহ। চাদিও আকৃতিগণ।

............নিপাতপ্রদেশাঃ 'স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্' (১।১।৩৭) ইত্যেবমাদয়ঃ।" বিভক্তিপ্রতিরূপক নিপাত দ্বিবিধ: (১) সুবন্তপ্রতিরূপক যেমন—অহংযুঃ, বাম্ ইত্যাদি। 'অহংযুঃ' (egoistic) এস্থলে অহংকারবিষয়ে অহংপদ বা 'গেয়ে কেন বিনীতৌ বাম্' এস্থলে 'যুবাম্' অর্থে 'বাম্'পদ সুবন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। (২) তিঙন্তপ্রতিরূপক যেমন—অস্তিক্ষীরা, অস্মি ইত্যাদি। অস্তিক্ষীরা (a cow or the like in which there is milk) এস্থলে অস্তিপদ বা 'ত্বামস্মি বচ্মি' এস্থলে অহমর্থে 'অস্মি'পদ তিঙন্তপ্রতিরূপক অব্যয়। স্বরপ্রতিরূপক নিপাত যেমন, সম্বোধনাদি অর্থে—অ, বাক্য এবং স্মরণে—আ, সম্বোধন জুগুপ্সা এবং বিস্ময়ে—ই, সম্বোধনে—ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ (vocative particles)। নিপাতান্তর্গত চাদি আকৃতিগণ বলিয়া আরও কতকগুলি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। যেমন: সম্যগর্থে—পশু (well), শৈঘ্র্যে—শুকম্ (quickly), অনাদরে—যথাকথাচ, সম্বোধনে—পাট্ অঙ্গ হৈ হে ভোঃ অয়ে, প্রাতিলোম্যে—দ্য, নানার্থে—বিষু (on all sides), অকস্মাদর্থে—একপদে, কুৎসার্থে—যুত্, অতএব—আতঃ (hence)। পাণিনীয় গণপাঠে আরও কতকগুলি শব্দ পঠিত হইয়া থাকে, যেমন—যত্তৎ (হেত্বর্থে), আহোস্বিৎ (বিকল্পে), সীম (সর্ব্বতোভাবে), শুকম্ (অতিশয়ে), অম্নুকম্ (বিতর্কে), শম্বট্ (আভিমুখ্যে), ব (পাদপূরণে), দিষ্ট্যা (আনন্দে), চটু বা চাটু (প্রিয়বাক্যে), হুম্ (ভর্ৎসনে), ইব (সাদৃশ্যে), অদ্যত্বে (এখনকার দিনে), ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন—"ইয়ন্ত ইতি সংখ্যানং নিপাতানাং ন বিদ্যতে। প্রয়োজনবশাদেতে নিপাত্যন্তে পদে পদে॥" এ কথা কিন্তু চিন্তনীয়, কারণ ইচ্ছানুসারে কেহ নিপাতের সৃষ্টি করিতে পারেন না। তবে যে দুর্গসিংহ অব্যয়কে অসংখ্য বলিয়াছেন, তাহা কেবল বেদে এবং ভাষায় অব্যয় শব্দের অধিক বিপ্রকীর্ণতা হেতু বুঝিতে হইবে।

পাণিনি পুনরায় বলিয়াছেন—"তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিঃ" (১।১।৩৮), অর্থাৎ যে তদ্ধিতপ্রত্যয় (Secondary suffix) নিষ্পন্ন শব্দে সকল বচনাত্মক বিভক্তির প্রাপ্তি হয় না তাহাও অব্যয়, যেমন—যতঃ, যদা, সদা, সর্ব্বদা ইত্যাদি। পাণিনি আবার বলিয়াছেন—"কৃন্মেজন্তঃ" (১।১।৩৯), অর্থাৎ মকারান্ত বা এজন্ত (এ ঐ ও ঔকারান্ত) কৃৎপ্রত্যয় (Primary suffix) নিষ্পন্ন শব্দও অব্যয়। মকারান্ত যেমন—গন্তুম্, স্মারং স্মারম্। এজন্ত

প্রত্যয় ছান্দস, যেমন—জীবসে (to live)। তারপর সূত্রিত হইয়াছে—"ক্ত্বা-তোসুন্-কসুনঃ" (১।১।৪০) অর্থাৎ ক্ত্বা-প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং তুমর্থে তোসুন্ বা কসুন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দও অব্যয়। ক্ত্বাপ্রত্যয়ান্ত শব্দ যেমন—কৃত্বা, গত্বা। তোসুন্‌প্রত্যয় ছান্দস, যেমন—উদেতোঃ (to rise)। কসুন্‌প্রত্যয়ও ছান্দস, যেমন—বিসৃপঃ (to spread)। "সমাসেঽনঞ্‌পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্" (৭।১।৩৭) এই সূত্র দ্বারা ক্ত্বাস্থলে বিহিত ল্যপ্‌ও অব্যয়।

শেষে সূত্রিত হইয়াছে—"অব্যয়ীভাবশ্চ" (১।১।৪১), অর্থাৎ অব্যয়ী-ভাবনামক সমস্তপদও অব্যয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—'অনব্যয়মব্যয়ং ভবতী-ত্যব্যয়ীভাবঃ।' অব্যয়ীভাব (adverbial or indeclinable compounds)। যেমন—অধিহরি (upon Hari), উপকূলম্, উপাগ্নি, প্রত্যগ্নি।

উক্ত পাঁচটী সূত্রে পাণিনির অব্যয়প্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। অব্যয়প্রকরণে যে সকল শব্দ দেখা হইল তন্মধ্যে কতকগুলি নিপাতনামে অভিহিত। যাস্ক বলিয়াছেন—'উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ' (১।৪।২)। পাণিনিকে অনুসরণপূর্ব্বক সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—"নিপাতাশ্চাদয়োঽসত্ত্বে" (১।১।২৬)। স্থলবিশেষে কতকগুলি নিপাতের উপসর্গসংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেইজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (১।৪।৫৯), অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে প্রাদিগণের উপসর্গসংজ্ঞা হয়। সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—'প্রাদ্যুপসর্গঃ প্রাগ্ধাতোঃ' (১।১।২৭)। সুতরাং ক্রিয়াযোগ না থাকিলে প্রাদিগণের নিপাত সংজ্ঞাই থাকিবে ; যেমন—'প্রণয়তি' পদস্থ 'প্র' একটী উপসর্গ, আর 'প্রতনু' শব্দস্থ 'প্র' একটী নিপাত।

পাণিনির বহুপূর্ব্বে ঋক্‌তন্ত্রের পঞ্চম প্রপাঠকস্থ পঞ্চম দশকে 'উপসর্গঃ' (৩) সূত্রের বিবৃতিভাগে মহর্ষি শাকটায়ন ২০টী উপসর্গ দেখাইয়াছেন—'প্র উপ অপ অব আ পরা বি নি সু উৎ অভি প্রতি পরি অপি অতি অধি অনু নিঃ দুঃ সমিতি'। এই সকল উপসর্গ লইয়া একটী অনতিপ্রাচীন কারিকা হইয়াছে—

> "প্রপরাঽপসমন্ববনির্দুরভিব্যধিসূদতিনিপ্রতিপর্য্যপয়ঃ।
> উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা॥"

(পঞ্জী চ ২১০ এবং সুপদ্ম)। বোপদেবও বলিয়াছেন—"প্রপরাপসংন্ববানুনির্দুর্ব্যধি-সূৎপরিপ্রত্যভ্যত্যপ্যুপাঙ্ গিঃ"। মুগ্ধবোধে এই সকল উপসর্গের গিসংজ্ঞা

হইয়াছে। পাণিনির গণপাঠে নির্ নিস্ দুর্ দুস্ এই চারিটী উপসর্গের পৃথক্ সন্নিবেশ আছে। ইহাদের পার্থক্য স্বীকার না করিলে পাণিনিনয়ে সামঞ্জস্য রাখা যায় না। সেইজন্য "গতিশ্চ" (১।৪।৬০) সূত্রের তত্ত্ববোধিনীতে উক্ত হইয়াছে—"নির্ নিস্ দুর্ দুস্ ইতি। 'উপসর্গস্যায়তৌ' (৮।২।১৯) ইতি নির্দুরো লত্বম্—নিলয়তে দুলয়তে। নিসো দুসশ্চ রুত্বস্যাসিদ্ধত্বাদ্ লত্বাভাবঃ—নিরয়তে দুরয়তে।" অর্থাৎ "উপসর্গস্যায়তৌ" সূত্রানুসারে নির্পূর্ব্বক এবং দুর্পূর্ব্বক অয়্ধাতু নিলয়তে এবং দুলয়তে হইবে, কিন্তু নিরয়তে এবং দুরয়তে হইবে না। আর রুত্বের অসিদ্ধতাহেতু নিস্পূর্ব্বক এবং দুস্পূর্ব্বক অয়ধাতু নিরয়তে এবং দুরয়তে হইবে, কিন্তু নিলয়তে এবং দুলয়তে হইবে না। অন্যান্য সম্প্রদায়ে কিন্তু "ডলয়ো রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলম্" (সুপদ্ম ১৪৭) এই জাতীয় সূত্রের সাহায্যে উভয়বিধ পদ সাধিত হইয়া থাকে।

উপসর্গের বৃত্তি তিনপ্রকার। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"ক্বচিদ্ ভিনত্তি ধাত্বর্থং ক্বচিত্তমনুবর্ত্ততে।
বিশিনষ্টি তমেবার্থমুপসর্গগতি স্ত্রিধা॥"

অনুবর্ত্ততে—অর্থবোধসহায়বান্ ভবতি। ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ যেমন—আদত্তে প্রসূতে এবং প্রণমতি। এই শ্লোকের কেবল তৃতীয় চরণটী লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন—"ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতমুপসর্গো বিশেষকৃৎ"। কলাপের অষ্টমমঙ্গলায় লিখিত আছে—"তথাচোক্তং বিস্তরবৃত্তৌ—

'ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিত্তমনুবর্ত্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্যোঽনর্থকোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে॥'

ইত্যুপসর্গা শ্চতুর্ধা ভবন্তীতি।" ধাত্বর্থং বাধতে ধাতোরর্থন্তরং প্রতিপাদয়তি অনর্থক যেমন—'পরিসমাপ্ত'পদস্থিত 'পরি' শব্দ। আবার যেমন—

"প্রপ্রপূজ্য মহাদেবং সংসংযম্য মনঃ সদা।
উপোপহায় সংসর্গমুদুদ্গতঃ স তাপসঃ॥" (আ০ ৮২ দুর্গটীকা)

এস্থলে প্র সম্ উপ এবং উৎ এই চারটী প্রথম উপসর্গ পাদপূরক হইলেও নিরর্থক। বিস্তরবৃত্তি অর্থাৎ বর্দ্ধমানের কাতন্ত্রবিস্তর। কেহ কেহ বলেন—'অনর্থকঃ অর্থাসম্বন্ধী ভবন্ কেবলং পদসাধুতায়াং প্রযুজ্যতে, যথা—আকাঙ্ক্ষতি সতী পতিম্' (মনোরমা ৬৭২ ধাতু)।

উপসর্গের অর্থবত্তা লইয়া প্রাচীনদের মধ্যে মতভেদ ছিল। পাণিনির বহুপূর্ব্বে শাকটায়নমুনি বলিতেন—"ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুঃ" (নিরুক্ত ১।৩।৩)। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে, পদ হইতে বিচ্ছিন্ন বর্ণের ন্যায় নামাখ্যাতবিচ্ছিন্ন উপসর্গের কোনও অভিধানশক্তি থাকে না। অতএব শাকটায়নের মতে প্রাদি উপসর্গের বাচকতা নাই, কিন্তু দ্যোতকতা আছে। এ সম্প্রদায় বলেন—"নামাখ্যাতয়োস্তু কর্ম্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি" (১।৩।৪), অর্থাৎ 'নামাখ্যাতয়োরেব যোঽর্থঃ কর্ম্ম তত্রৈব বিশেষং কঞ্চিদুপ-সংযুজ্য দ্যোতয়ন্তি। স এষ নামাখ্যাতয়োরেবার্থবিশেষ উপসর্গসংযোগে সতি ব্যজ্যতে।' অভিপ্রায় এই যে, প্রদীপ যেমন দ্রব্যের নানাবিধ গুণ প্রকাশ করে, উপসর্গও সেইরূপে নামাখ্যাতের নানাবিধ অর্থ অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। পদের মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ নাম ও ধাতু পাছে শক্তিহীন কল্পিত হয়, সেইজন্য শাকটায়নের এইরূপ প্রচেষ্টা। গার্গ্য কিন্তু এস্থলে শাকটায়নের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন—"উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তি" (নিরুক্ত ১।৩।৫), অর্থাৎ নাম বা আখ্যাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও উপসর্গসমূহ নানাবিধ অর্থের বাচক হইয়া থাকে। প্রদীপোদাহরণের উত্তরে এ সম্প্রদায় বলেন—'আলোকপ্রতিফলিত পদার্থসমূহ প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ যেমন নিজেকেও প্রকাশ করে, উপসর্গ সেইরূপে নামাখ্যাতের অর্থ প্রকাশপূর্ব্বক নিজের অর্থও প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব প্রদীপের দৃষ্টান্তে উপসর্গ নিরর্থক হয় না।' নামাদিবিচ্ছিন্ন উপসর্গের অর্থ দেখাইবার জন্য মহর্ষি গার্গ্যের মতানুসারে যাস্ক বলিয়াছেন—

(১) "আ ইত্যর্ব্বাগর্থে", যেমন—আ পর্ব্বতাৎ। এস্থলে 'আ' এই উপসর্গদ্বারা সন্নিকৃষ্টতা অর্থাৎ সামীপ্য প্রকাশিত হইতেছে। পাণিন্যাদি পরবর্ত্তী বৈয়াকরণদের মতে 'আ'শব্দ এস্থলে কর্ম্মপ্রব-চনীয়। এ বিষয়ে পাণিনীয় ১।৪।৮৩-৯৭ সূত্র দ্রষ্টব্য। নিরুক্তকারের মতে কিন্তু ইহারা সকল অবস্থাতেই উপসর্গ।

(২) "প্রপরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্", যেমন—প্রগতঃ, পরাগতঃ।

(৩) "অভীত্যাভিমুখ্যম্", যেমন—অভিগতঃ।

(৪) "প্রতীত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্", যেমন—প্রতিগতঃ।

(৫) "অতি-সু-ইত্যভিপূজিতার্থে", যেমন—অতিধনঃ, সুব্রাহ্মণঃ।

(৬) "নির্দ্দুরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্", যেমন—নির্ধনঃ, দুর্ব্রাহ্মণঃ।

(৭) "ন্যবেতি বিনিগ্রহার্থায়ৌ", যেমন—নিগৃহ্লাতি, অবগৃহ্লাতি। বিনিগ্রহ অর্থাৎ নিরোধ।

(৮) "উদিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্", যেমন—উদ্‌গৃহ্লাতি। দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"উদিত্যয়মেক এবৈতয়োর্দ্বয়োঃ প্রাতিলোম্যমাহ"। অর্থাৎ 'উৎ' শব্দ 'নি' এবং 'অব' এই দুইটী উপসর্গের বিপরীতার্থ-বোধক।

(৯) "সমিত্যেকীভাবম্", যেমন—সংগৃহ্লাতি।

(১০) "ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্", যেমন—বিগৃহ্লাতি, অপগৃহ্লাতি।

(১১) "অম্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবম্", যেমন—অনুরূপম্, অনুগচ্ছতি।

(১২) "অপীতি সংসর্গম্", যেমন—সর্পিষোঽপি স্যাৎ। পাণিনীমতে ইহা কর্ম্মপ্রবচনীয় (পা০ ১।৪।৯৬)।

(১৩) "উপেত্যুপজনম্", যেমন—উপজায়তে। 'উপজনমাধিক্যম্'।

(১৪) "পরীতি সর্ব্বতোভাবম্", যেমন—পরিধাবতি।

(১৫) "অধীত্যুপরিভাবমৈশ্বর্য্যং বা", যেমন—অধিতিষ্ঠতি, অধিপতিঃ।

ইহাই গার্গ্যমুনির সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"আহ—'নামাখ্যাতয়োস্তু কর্ম্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তী'ত্যুক্তম্। অত্র নাম্নঃ কর্ম্মোপ-সংযোগদ্যোতকা ভবন্তীত্যেবং ন গৃহ্যতে। 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' (পা০ ১।৪।৫৯) ইতি প্রসিদ্ধো হ্যুপসর্গাণাং ক্রিয়াপদেন যোগো ন নাম্না। উপসর্গা হি ক্রিয়াঙ্গ-ত্বেনৈব নামান্যাস্কন্দন্তীতি।" 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' এই পাণিনীয় সূত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই দুর্গাচার্য্যের এরূপ প্রচেষ্টা। যাস্কের লেখা হইতে কিন্তু উপপন্ন হয় যে, প্রাচীন কালে প্র প্রভৃতি শব্দ নাম বা আখ্যাত যে কোনটীর সহিত যুক্ত হইলেই উপসর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। এ বিষয়ে শাকটায়ন-গার্গ্যাদি ঋষিদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। উপসর্গের অর্থবত্ত্ববিষয়ে যাস্কমুনি গার্গ্যের সহিত একমত। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছেন—"এবমুচ্চাবচানর্থান্ প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ" (নিরুক্ত ১।৩।২২)। 'উপেক্ষিতব্যাঃ' অর্থাৎ উপগম্য ঈক্ষিতব্যাঃ। দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—'উপেক্ষিতব্যাঃ কঃ কস্মিন্নর্থে বর্ত্তত ইত্যেবং দ্রষ্টব্যাঃ পরীক্ষ্যাঃ' (১।১।১৩)। যাহাই হউক, উপসর্গের অর্থবত্ত্ব লইয়া পাণিনি কিন্তু কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তবে বৈয়াকরণদের

মধ্যে অনেকেই গুণোপসংহারন্যায়ে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াযোগেই প্রাদিগণের দ্যোতকত্ব এবং উপসর্গত্ব হইয়া থাকে, নচেৎ তাহারা নিপাত বলিয়াই অভিহিত হয়, যেমন—'প্রভবতি' এবং 'প্রভাবঃ'। উক্তিও আছে—

"নিপাতাশ্চাদয়ো জ্ঞেয়া উপসর্গাশ্চ প্রাদয়ঃ।
দ্যোতকত্বাৎ ক্রিয়াযোগে লোকাদবগতা ইমে॥"

অতএব ক্রিয়ার দ্যোতক হইলেই প্রাদিগণ উপসর্গ, আর ক্রিয়ার সহিত যোগ না থাকিলে তাহারা নিপাত—ইহাই শ্লোকের নিষ্কর্ষ। তত্ত্বচিন্তামণির শব্দখণ্ডে গঙ্গেশ বলিয়াছেন—"উপসর্গাস্তু দ্যোতকা ন বাচকাঃ। দ্যোতকত্বং চ ধাতোরর্থ-বিশেষে তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বম্।" (৮৫৪ পৃ০)। রমানাথের মনোরমায় লিখিত আছে—"উপসর্গমধিকৃত্যোক্তম্—'শক্ত্যাধানায় ধাতো র্ব্বা সহকারী প্রযুজ্যত' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ—একাকিনো ধাতোরর্থাভিধানেঽসামর্থ্যাৎ, উপসর্গঃ সহকারী প্রযুজ্যতে, যথা অভিবাদয়তে ইত্যাদি" (৬২৮ ধাতু)। রামতর্কবাগীশও লিখিয়া-ছেন—"দ্যোতকত্বং হি সামান্যশব্দানাং বিশেষতাৎপর্য্যগ্রাহকত্বম্। 'প্রতিষ্ঠতে' ইত্যত্রাপি বিরোধিলক্ষণয়া ধোঃ (ধাতুমাত্রস্য) গমনোপস্থিতিতাৎপর্য্যগ্রাহকত্ব-মিতি। তথা চোক্তং কামধেনৌ—

'ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ।
প্রয়োগতোঽন্যে মন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ॥' ইতি।" (মু০ ১০)।

পূর্ব্বে সৌনাগসম্প্রদায় এবং তারপর চান্দ্রগণ যাহা বলিতেন, ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি। (ক্ষীরতরঙ্গিণী—চু ৩৯২ধাতু এবং চান্দ্রধাতুপাঠ দ্রষ্টব্য)। বৈয়াকরণভূষণসারেও উক্ত হইয়াছে—"উপসর্গস্তাৎপর্য্যগ্রাহকঃ···। তথা চ তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বমেব দ্যোতকত্বম্"। তবে কি কোনও মতেই উপসর্গের বাচকত্ব হয় না? তর্কপ্রকাশে শ্রীকণ্ঠাচার্য্য লিখিয়াছেন—"উপসর্গাণাং মধ্যে যত্র যস্যোপ-সর্গস্য কিঞ্চিদর্থে শক্তি র্ন প্রামাণিকী তস্য তত্র দ্যোতকত্বমেব, যথা প্রসূত ইত্যাদৌ। যস্য চ শক্তিঃ প্রামাণিকী তস্য বাচকত্বমেব, যথা উপকুম্ভমিত্যাদৌ। অন্যথা তত্রাব্যয়ীভাবসমাসানুপপত্তেঃ। তস্য নিরর্থকত্বেন নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। 'পূর্ব্বং বাচ্যং ভবেদ্যস্য সোঽব্যয়ীভাব ইষ্যত' ইত্যনুশাসনাৎ। অন্যে তু প্রাদেশ্চ নিরর্থকত্বেঽপি স্বাদ্যন্তমিহ নামেষ্টমিত্যনুশাসনেন স্বাদ্যন্তত্বেন তস্যাপি নামত্বাদ্ নাম্নামেব সমাসবিধানাৎ প্রাদেঃ সমাস উপপদ্যতে।" বৈয়াকরণেরা ধাতুযোগে

উপসর্গের দ্যোতকত্ব কেন বলেন তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়া মুগ্ধবোধের টীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন—"কেবলধাতোরনেকার্থত্বে অবশ্যবক্তব্যে উপসর্গপূর্ব্বকত্বে-নান্যার্থোঽপি ধাতোরেব কল্প্যতে লাঘবাৎ। ধাতূনামনেকার্থত্বম্ উপসর্গাণামপ্য-নেকার্থত্বমিতি বিধিদ্বয়কল্পনে গৌরবং স্যাদিতি। এবং 'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যত' ইতি জৈমিনিসূত্রাৎ*।"

কৌমারদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বলেন—

"ধাত্বর্থস্য বিরুদ্ধার্থঃ প্রাদিভ্যো যত্র লভ্যতে।
তত্রামী দ্যোতকা জ্ঞেয়া বুধৈরন্যত্র বাচকাঃ॥" (আখ্যাতমঞ্জরী)।

এ কথার মূল দৃঢ় নহে। কারণ 'প্রসূতে' 'প্রণমতি' প্রভৃতি স্থলে 'প্র'শব্দ ধাত্বর্থের বিরুদ্ধ নহে বলিয়া উহা কি বাচক হইয়াছে? এরূপ কল্পনা কিন্তু কোনও সম্প্রদায়ে সমর্থিত নহে। ধাতূপসর্গের সম্বন্ধ লইয়া কৌমারগণের মধ্যে অনেকই বলেন—

"ধাতুঃ সম্বন্ধমায়াতি পূর্ব্বং কর্ত্রাদিকারকৈঃ।
উপসর্গাদিভিঃ পশ্চাদিতি কৈশ্চিন্নিগদ্যতে॥"

কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বং নিপাতোপপদোপসর্গৈঃ সম্বন্ধমাসাদয়তীহ ধাতুঃ।
পশ্চাত্তু কর্ত্রাদিভিরেব কারকৈর্বদন্তি কেচিত্ত্বপরে বিপশ্চিতঃ॥"

শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মতবাদ সুচিন্তিত নহে। কারণ "ধাতোস্তোঽন্তঃপানুবন্ধে" সূত্রের বৃত্তিভাগস্থ 'সাধনায়ত্তত্বাৎ ক্রিয়ায়াঃ' এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বং ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে পশ্চাদুপসর্গেণেতি ন্যায্যঃ পক্ষঃ"। ইহার প্রপঞ্চপূর্ব্বক পঞ্জীকার বলিয়াছেন—"ক্রিয়াভাবো হি ধাতুঃ। ক্রিয়া চ সাধ্যরূপা। যচ্চ সাধ্যং তৎ সাধনায়ত্তং ভবতীত্যতঃ ক্রিয়াভিধায়ী

---

* দুর্গাদাসের যুক্তি হৃদয়গ্রাহিণী, কিন্তু 'সম্ভবত্যেবাক্যত্বে…' ইত্যাদি বচনটী জৈমিনির সূত্র নহে, উহা কুমারিলের বার্ত্তিক। জৈমিনির সূত্র হইতেছে—"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ" (২।১।৪৬)। খণ্ডদেবের মতে 'অর্থৈকত্ব' শব্দের তাৎপর্য্য—'বিভিন্ন প্রতীতির হেতুস্বরূপ একাধিক মুখ্যবিশেষ্যের অভাব'। পার্থসারথি মিশ্র বলেন, কুমারিলের পূর্ব্বে ভবদাস আচার্য্য জৈমিনির "সৎসংপ্রয়োগে…" (১।১।৪) সূত্রটীকে বিভাগ করিলে কুমারিলভট্ট একবাক্যতান্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে'। একবাক্যতান্যায়সম্বন্ধে বেদান্তের 'তদধীনত্বাদর্থবৎ' সূত্রীয় শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ধাতুঃ পূর্ব্বং সাধনেনৈব (কর্ত্রাদিনা) সংবধ্যতে পশ্চাদুপসর্গেণ, যস্মাদুপসর্গা হি বিশেষকা ভবন্তীতি। তে চ সাধনতো লব্ধাত্মভাবাৎ ক্রিয়াং বিশেষ্টুমর্হন্তি নান্যথা। ন হি স্বয়মনিষ্পন্নস্য বিশেষাকাঙ্ক্ষা ভবতীতি পশ্চাদুপসর্গেণ সম্বন্ধঃ।" (কাতন্ত্রকৃৎ ৩০)।

নিপাত আবার দ্যোতকাদিভেদে নানাবিধ হইতে পারে। সেইজন্য বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয়কাণ্ডে ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"নিপাতা দ্যোতকাঃ কেচিৎ পৃথগর্থাভিধায়িনঃ।
আগমা ইব কেঽপি স্যুঃ সংভূয়ার্থস্য বাচকাঃ॥" (১৯৪)।

সুপদ্মমকরন্দে বিষ্ণুমিশ্রও একটী প্রাচীন কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"কেঽপ্যেষাং দ্যোতকাঃ কেঽপি বাচকাঃ কেঽপ্যনর্থকাঃ।
আগমা ইব কেঽপি স্যুঃ সংভূয়ার্থস্য বাচকাঃ॥" (সংজ্ঞা ২৬)।

'বাচক'শব্দসম্বন্ধে উক্তি আছে—'সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং বস্তু যোঽভিধত্তে স বাচকঃ'

স্থলবিশেষে প্র প্রভৃতি নিপাতের গতিসংজ্ঞা হয়। ষত্বণত্ববিষয়ে গতি এবং উপসর্গের ভেদ আছে। গতিসংজ্ঞক নিপাতে স্বরভেদ থাকিলেও ষত্বণত্বের ফল নাই। অষ্টাধ্যায়ীতে ১।৪।৫৪সূত্র হইতে ১।৪।৯৭ সূত্রের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নিপাতপ্রকরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাতে উদ্দেশ নির্দ্দেশ বা প্রতিনির্দ্দেশ দ্বারা অব্যয়ের নানাবিধ নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইলেও স্থলবিশেষে উহাতে কার্য্যান্তর দৃষ্ট হয়, যেমন—অপিধানম্ পিধানম্, অবগাহ্য বগাহ্য। উক্তিও আছে—

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপং চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা॥"

ভাগুরির নামগ্রহণ পূজার্থ, কারণ তাঁহার পূর্ব্বেও এসকল শব্দের প্রচলন ছিল। 'গিরা'প্রভৃতি শব্দ দেখিলে উপপন্ন হয় যে, শ্লোকে 'বাচা'দি শব্দ নিদর্শনার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার দেখা যায়, "উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং ক্বিব্-ঘঞাদৌ ক্বচিদ্ ভবেৎ" এই নিয়মানুসারে 'প্রতীহারী' 'পরীবাদ' ইত্যাদি স্থলেও অব্যয়ের কার্য্যান্তর হইয়া থাকে। পদত্বসিদ্ধির জন্য অব্যয়েরও বিভক্তি আছে। তবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভক্তিপ্রতিরূপক, যেমন—চিরেণ ; কতকগুলি প্রত্যক্ষবিভক্তিক যেমন—অধিকৃষ্ণম্ ; আর কতকগুলির পরোক্ষবিভক্তিক যেমন—স্বর্। পাণিনি বলিয়াছেন—"অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ" (২।৪।৮২), অর্থাৎ অব্যয়ের উত্তর 'আপ্' এবং 'সুপ্' প্রত্যয়ের লোপ হয়, যেমন—তত্র

শালায়াম্ (in that hall)। 'আপ্' না বলিলেও চলে, কারণ শ্রুতির ঘোষণা আছে—'সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু'। সেইজন্য বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—'অব্যয়াদাপো লুগ্ বচনানর্থক্যং লিঙ্গাভাবাৎ'। তবে অব্যয়ের পদত্বসিদ্ধির নিমিত্তই সূত্রটীর সার্থকতা বুঝিতে হইবে। এই সূত্রের জ্ঞাপকত্বসামর্থ্যে জানা যায় যে, কোনও অব্যয়ই বিভক্তিহীন নহে। সুতরাং অব্যয়মাত্রই পদ। অব্যয় লইয়া সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—"স্বরাদিচাদিবদাদিতদ্ধিতক্ত্বা-মান্তকৃদব্যয়ম্" (১।১।২৫), অর্থাৎ স্বরাদিগণোক্ত শব্দ, চাদিগণোক্ত শব্দ, বতিপ্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দ, ক্ত্বাপ্রত্যয়ান্ত শব্দ, মকারান্তকৃন্নিষ্পন্ন শব্দ—ইহারা সকলেই অব্যয়। পাণিনীয় মতে অব্যয় বলিলে বুঝিতে হইবে—স্বরাদিগণোক্ত শব্দ, নিপাত (অর্থাৎ চাদিগণোক্ত শব্দ, নিপাতাভিধেয় প্রাদিগণ, গত্যুপসর্গাভিধেয় প্রাদিগণ এবং উপসর্গবিভক্তিস্বরপ্রতিরূপক অব্যয়শব্দ), অসর্ব্ববিভক্তিক তদ্ধিতান্ত-শব্দ (যেমন—ততঃ, মিত্রবৎ), মকারান্ত'কৃৎ'নিষ্পন্ন শব্দ (যেমন—গন্তুম্), ক্ত্বাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দ (যেমন—কৃত্বা, প্রকৃত্য) এবং অব্যয়ীভাবসমাসনিষ্পন্ন শব্দ (যেমন অধিহরি)। অষ্টাধ্যায়ীতে অব্যয়ের এইরূপ ভাগবিভাগ দৃষ্ট হইলেও মহর্ষি যাস্কের নিরুক্তে লিখিত আছে—"চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাঃ"। বৃত্তিকার বলেন, গোবলীবর্দ্দন্যায়ে উপসর্গের পৃথগ্ উল্লেখ হইয়াছে। বলীবর্দ্দও গোবিশেষ, কিন্তু সামান্যবিশেষরূপ বোধের নিমিত্ত গোবলীবর্দ্দ বলা হয়। এস্থলে নিপাত সামান্য, আর উপসর্গই বিশেষ। সুতরাং ক্রমভঙ্গ হইতেছে। তবে বলা যায়—"ক্রমাক্রময়োরকিঞ্চিৎকরত্বম্"। কিন্তু উপসর্গের পৃথগুল্লেখ যাস্কের অনবধানতামূলক নহে, কারণ প্রাচীন পদ্ধতি দেখিয়াই তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন। এখনও দেখা যায় যে, ঋক্তন্ত্রের 'উপসর্গঃ' সূত্রীয় বিবৃতিতে 'প্র'প্রভৃতি ২০টী উপসর্গ পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করিবার পর শাকটায়ন লিখিয়াছেন—"চিৎ স্বিৎ ছিৎ ইৎ বাক্ হ হে হি হুম্ এবমাদয়ো নিপাতাঃ" (৫।৫।৩)। যাহাই হউক, যাস্কের কথায় উপপন্ন হয় যে, তাঁহার উপসর্গ এবং নিপাত অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। বোধ হয়, পাণিনির পূর্ব্বে অব্যয়শব্দ উহাদের প্রতিবাক্য ছিল। এরূপ কল্পনা না করিলে নবীন এবং প্রাচীন মতবাদের সংগতি রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রক্রিয়া-ব্যবস্থানুসারে অব্যয়ের নানাবিধ ভাগবিভাগ এবং নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়াছে—এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

কেহ কেহ নিপাতার্থে 'নিপাতন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা কি সঙ্গত ? কারণ নিপাতসম্বন্ধে নৈরুক্তগণ বলেন—"উচ্চাবচেষ্বনেকপ্রকারেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ" (নিরুক্তবৃত্তি ১।৪।২)। বৈয়াকরণেরাও বলেন—"নানাবিধার্থেষু বৃত্ত্যা অর্থবোধকতয়া পতনশীলা নিপাতাঃ"। আর নিপাতনসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—"যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎ সর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্*"। অর্থাৎ যে সকল পদ ব্যাকরণের লক্ষণদ্বারা সিদ্ধ হয় না তাহারাই নিপাতনসিদ্ধ। নবীন বৈয়াকরণেরাও বলেন—"অন্যথা প্রাপ্তস্যান্যথোচ্চারণং নিপাতনম্"। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

"অপ্রাপ্তেঃ প্রাপণং চাপি প্রাপ্তে বারণমেব বা।
অধিকার্থবিবক্ষা চ ত্রয়মেতন্নিপাতনাৎ॥"

প্রভৃতি শব্দ নিপাত হইলেও নিপাতন নহে। সুতরাং নিপাতনার্থে নিপাত না বলিয়া নিপাতের রূঢ়ার্থ বা পারিভাষিকার্থ গ্রহণ করাই সমীচীন।

ব্যাকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধ এবং বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা হইল, এক্ষণে অধিকারীর কথা বলা আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রে প্রবৃত্তির উপযোগী অনুবন্ধচতুষ্টয় নির্দ্দেশ করিবার প্রথা বহুসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধ এবং বিষয়ের পূর্ব্বাভাস জানিবার পর যদি কোনও পুরুষে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান-মূলক প্রবৃত্তির উদয়হেতু কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তবে তাঁহাকেই ইহার অধিকারী বলিতে হইবে। 'অধিকার'শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'অধিকারী' শব্দ হইয়াছে। অধিকার দুইপ্রকার হইতে পারে—জিঘৃক্ষামুখ্য কিংবা জিহাসামুখ্য। তন্মধ্যে প্রথমটীর ফল—ভোগ, আর দ্বিতীয়টীর—অপবর্গ।

---

* মুগ্ধবোধের ব্যাখ্যায় রামতর্কবাগীশ লিখিয়াছেন—"তথা চ ভাষ্যে—'যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎ সর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্' ইতি" (স০ ৩৪)। ইহা কিন্তু ভাষ্যে পাওয়া যায় না। তবে কাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"যদিহ লক্ষণেনানুপপন্নং তৎ সর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্" (৫।১।৫৯)।

চতুর্থ স্তবক

বৈয়াকরণনিকায়ে সম্প্রদায়নিষ্পত্তির জন্য সূত্রপাঠ গণপাঠ ধাতুপাঠ এবং লিঙ্গানুশাসন প্রণয়ন করিবার একটী প্রথা দৃষ্ট হয়। আপাততঃ পাণিনি মুনিই এ প্রথার প্রবর্ত্তক। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—

"ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ।
সূত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তথৈব চ।
লিঙ্গসূত্রং তথা কৃত্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্॥"

সূত্রসম্বন্ধে কুমারিলভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিয়াছেন—

"সূত্রেষ্বেব হি তৎ সর্ব্বং যদ্‌বৃত্তৌ যচ্চ বার্ত্তিকে।
সূত্রং যোনিরিহার্থানাং সর্ব্বং সূত্রে প্রতিষ্ঠিতম্॥" (২।৩)।

ভাল, সূত্র কি? অর্থান্ সূতে সূচয়তি বেতি সূত্রম্। যাহা অর্থ প্রকাশ করে বা সূচনা করে তাহাই সূত্র। সূত্র গদ্যাত্মক বা পদ্যাত্মক হইতে পারে। গদ্যাত্মক সূত্র যেমন—

(১) অষ্টকে—"ভবতেরঃ" (৭।৪।৭৩);
(২) কাতন্ত্রে—"লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ" (সন্ধি ২৩);
(৩) চান্দ্রে—"শিলায়া ঢশ্চ" (৪।৩।৭৯);
(৪) জৈনেন্দ্রে—"বস্তে র্ ঞ্" (৪।১।২০৭);
(৫) অভিনব শাকটায়নের শব্দানুশাসনে—"উতা স্বঃ" (১।১।২);
(৬) ভোজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণে—"ভূবাদিঃ ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ"(১।১।২);
(৭) সংক্ষিপ্তসারে—"বৃদ্ধিরাদৈজারালৈচোঽঙঃ" (সন্ধিপাদ ১);
(৮) হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসনে—"সিদ্ধিঃ স্যাদ্ বাদাৎ" (১।১।২);
(৯) সারস্বতে—"চার্থে দ্বন্দ্বঃ" (সমাস প্র০ ২৬);
(১০) মুগ্ধবোধে—"ইৎ কৃতে" (সন্ধ্যধ্যায় ৪);
(১১) সুপদ্মে—"যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ" (সন্ধি ৪০);
(১২) হরিনামামৃতে—"আগমো বিষ্ণুঃ" (৪);
(১৩) প্রয়োগরত্নমালায়—"সিচো যঙি" (যঙ, ১০৪)।

পদ্যাত্মক সূত্র, যেমন কৌমারে—

"বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমস্যন্তে সমাসো হি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ॥" (চ ২৬৬ সূ);

যেমন সুপদ্মে—

"উক্তং তিঙাদিনির্দ্দিষ্টং মুখ্যং কর্ম্ম দ্বিকর্ম্মণাম্।
অপ্রধানং দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্ত্তা চ কর্ম্ম যৎ॥" (কারক ২৫-২৮);

অথবা যেমন প্রয়োগরত্নমালায়—

"কর্ম্মধারয় আদ্যঃ স্যাদ্ দ্বিগুস্তৎপুরুষোঽপরঃ।
বহুব্রীহিরথ দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ ষডীরিতাঃ॥" (সমাসবিন্যাস ৮)।

কোনও কোন সূত্র অর্দ্ধশ্লোকে রচিত, যেমন কৌমারে—"পূর্ব্বং বাচ্যং ভবেদ্ যস্য সোঽব্যয়ীভাব ইষ্যতে (সমাস ২৭২), কিংবা প্রয়োগরত্নমালায়—"স্বার্থে তুল্যাধিকরণসমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ" (সমাসবিন্যাস ৩০)। কোনও কোন সূত্র আবার পদ্যপাদরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—

(১) অষ্টকে—"স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্" (১।১।৩৫);
(২) কাতন্ত্রে—"নস্য তৎপুরুষে লোপ্যঃ" (সমাস।২৮০);
(৩) চান্দ্রে—"ভঞ্জিভাসমিদো ঘুরচ্" (১।২।১০৭);
(৪) জৈনেন্দ্রে—"যুতিজ্ঞ্‌তিসাতিহেতিকীর্ত্তয়ঃ" (২।৩।৭৮);
(৫) শাকটায়নের শব্দানুশাসনে—"শরদঃ কর্ম্মণি শ্রাদ্ধে" (৩।১।৬৭);
(৬) সরস্বতীকণ্ঠাভরণে—"ন শ্রদ্ধা তপসাদিষু" (৩।৩।৭৬);
(৭) সংক্ষিপ্তসারে—"হলাদৌ কারনাম্নি চ" (সমাস ১৬৪);
(৮) হৈমব্যাকরণে—"কুমারঃ শ্রমণাদিনা" (৩।১।১১৫);
(৯) সারস্বতে—"হরতে র্গতিতাচ্ছীল্যে" (সিদ্ধান্ত চ০—আখ্যাত ১৮।৯);
(১০) মুগ্ধবোধে—"বাচ্চাপোঽনুক্তপুংস্কস্য" (২৫৬);
(১১) সুপদ্মে—"নিমিত্তাৎ কর্ম্মসংযোগে" (২।২।৫৬);
(১২) হরিনামামৃতে—"স্বাদয়ঃ পঞ্চপাণ্ডবাঃ" (১৯২);
(১৩) প্রয়োগরত্নমালায়—"বিশেষণং বিশেষ্যেণ" (সমাসবিন্যাস ৩২)।

কেবল অনুষ্টুপ্‌ছন্দের চরণই যে দৃষ্ট হয় তাহা নহে। পাণিনিতে সূত্রিত হইয়াছে—"হরতে র্দৃতিনাথয়োঃ পশৌ" (৩।২।২৫)। ইহা বৈতালীয়চ্ছন্দের

একটী চরণ। প্রাগুক্ত জৈনেন্দ্রসূত্রটী শ্যেনীচ্ছন্দে রচিত। কখনও কখন একাধিক সূত্রের মিলনে শ্লোকের একটী পাদ হইয়া থাকে, যেমন—"বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ"* (অষ্টাধ্যায়ী ১।১।১-২)। এই সকল সূত্রে শ্লোক বা শ্লোকাংশ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু সূত্রকার কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ রচনা করিয়াছেন? আমাদের মনে হয়, কখনও কখন ইচ্ছাসহকারেই সূত্রকার ঐরূপ করিয়াছেন। "স্তম্বকর্ণয়োরমিজপোঃ" (পা০ ৩।২।১৩) "নাসিকাস্তনয়ো র্ধ্মাধেটোঃ" (পা০ ৩।২।২৯) ইত্যাদি সূত্রে উপপদ বলিবার পর ধাতুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু "হরতে র্দৃতিনাথয়োঃ পশৌ" (৩।২।২৫) এ সূত্রটীতে ধাতুর পর উপপদের সন্নিবেশ কেন? আমরা বলিব —ছন্দোঽনুরোধে পাণিনি এ স্থলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কেবল ইহাও নহে। অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"দিবো দ্যাবা দিবসশ্চ পৃথিব্যাম্" (৬।৩।২৯-৩০)। ইহা একটী বৈদিক ছন্দঃ। "দিবসশ্চ পৃথিব্যাম্" (৬।৩।৩০) এই সূত্রে পাণিনি 'দিবস্' না বলিয়া 'দিবস' বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—"অকারোচ্চারণং সকারস্য বিকারাভাবপ্রতিপত্ত্যর্থম্"। কিন্তু 'দিবস্' বলিলেও ক্ষতি ছিল না। সেইজন্য চান্দ্রে সূত্রিত হইয়াছে—"দিবস্ পৃথিব্যাং বা" (৫।২।২৭) এবং ইহার বৃত্তিতে চন্দ্রগোমী লিখিয়াছেন—"সকারনির্দ্দেশো রুত্বাভাবার্থঃ"। ফল যদি সমান হয়, তবে পাণিনিতে শব্দলাঘবের চিন্তা নাই কেন? আমরা বলি—ছন্দের অনুরোধে তিনি 'দিবস্'স্থলে 'দিবস' লিখিয়াছেন। ছন্দে সূত্র করিবার প্রথা পাণিনির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, কারণ প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় অনেক ছন্দোবদ্ধ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'কেশাকেশি' প্রভৃতি পদ সাধিবার জন্য 'তত্র তেনেদমিতি সরূপে' (২।২।২৭) এবং 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (৬।৩।১৩৭) এই পাণিনি সূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য পুরাকালে শাকটায়নের ঋক্তন্ত্রে কবিতায় সূত্রিত হইয়াছিল —'সাঙ্গেন চ সমাগমে' (৫।১।১০)। আবার যেমন—'সমানঃ সবর্ণে দীর্ঘীভবতি পরশ্চ লোপম্' (২৪) এবং 'অবর্ণ ইবর্ণে এ' (২৫) এই শার্ব্ববর্ম্মিক সন্ধিসূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে অনুষ্টুপ্ ছন্দে সূত্রিত হইয়াছে—

---

* মাঙ্গল্যের জন্য "বৃদ্ধিরাদৈচ্" এই সূত্রে বিধেয়াবিমর্শদোষ উপেক্ষিত হইয়াছে, আর বিধেয়াবিমর্শদোষ পরিত্যাগের জন্য শব্দলাঘবের নিয়ম উপেক্ষাপূর্ব্বক পাণিনি "গুণোঽদেঙ্" না বলিয়া "অদেঙ্ গুণঃ" বলিয়াছেন। যাহাই হউক, এস্থলে যে দুইটী সূত্রে একটী চরণ হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

"সমানাক্ষরে সস্থানে দীর্ঘমেকমুভে স্বরম্ ।
ইকারোদয় একারম্ অকারঃ সোদয়স্তথা ॥" (২।৬)।

এমন কি তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেও ছন্দোবদ্ধ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার নিদর্শন যেমন—

"নাতিব্যক্তং ন চাব্যক্তমেবং বর্ণান্নুদিঙ্গয়েৎ।
পয়ঃপূর্ণমিবামত্রং হরন্ ধীরো যথামতি ॥"

ইত্যাত্রেয় আত্রেয়ঃ।" (১৭।৮)। অমত্র—পাত্র। উপলেখগ্রন্থেও দেখা যায়—

"পূর্ব্বোত্তরকৃতং রূপং প্রত্যাদানাবসানয়োঃ ।
ন ব্রূয়াৎ, সর্ব্বমেবান্যদ্ যথাসংহিতমাচরেৎ ॥" (৬)।

সূত্রের লক্ষণ লইয়া চান্দ্রগণ বলেন—

"মধুরাল্পাক্ষরযুতং সারবদ্ গূঢ়কর্ম্মকম্।
হেতুমৎ তথ্যবচ্চিত্রং ষড়্‌বিধং সূত্রলক্ষণম্ ॥"

বররুচি বলেন—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ গূঢ়নির্ণয়ম্।
নির্দ্দোষং হেতুমৎ তুল্যং সূত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥"

মীমাংসকগণ বলেন—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ ॥"

এই শ্লোকটী ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের ভামতীটীকায় বাচস্পতিমিশ্রকর্ত্তৃক সূত্রের লক্ষণবিবক্ষায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এবং পরাশরোপপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥"

ছন্দোবদ্ধ সূত্রে কখনও কখন ছন্দোঽনুরোধে সূত্রলক্ষণের নিয়ম রক্ষিত হয় না, যেমন কলাপে—"সমাসান্তগতানাং বা রাজাদীনামদন্ততা" (চ ৩৬০), অথবা যেমন প্রয়োগরত্নমালার আখ্যাতবিন্যাসে—

"ক্বচিদর্থে প্রাদিযোগে হ্যকর্ম্মাণোঽপি ধাতবঃ।
সকর্ম্মাণঃ প্রজায়ন্তে সতাং সঙ্গাজ্জনা ইব ॥"

উক্ত উদাহরণদ্বয়ে অনুষ্টুপ্ পূরণের জন্য শব্দলাঘবের নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে। তবে এরূপ প্রসঙ্গে শর্ব্ববর্ম্মার ছন্দোবদ্ধ সূত্র লইয়া টীকাকার দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—"অনুষ্টুব্‌বন্ধেন সমাসতদ্ধিতশ্চ . বিরচিত ইহ বালাববোধার্থঃ। শব্দলাঘবং ন চিন্তনীয়মিতি।" (চ ২৬৪)।

সূত্রে পদব্যবস্থার নানাবিধ নিয়ম কল্পিত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে কতকগুলি কারিকার প্রচলন আছে—

"কার্য্যী কার্য্যং নিমিত্তঞ্চ ত্রিভিঃ সূত্রমুদাহৃতম্।
কদাচিৎ কার্য্যিকার্য্যাভ্যাং ক্বচিৎ কার্য্যনিমিত্ততঃ॥
যস্য নির্দ্দিশ্যতে কার্য্যং স কার্য্যী গদিতো বুধৈঃ।
ক্রিয়তে যত্তু তৎ কার্য্যমাদেশপ্রত্যয়াগমৈঃ॥
যস্মাৎ পরং পরে যস্মিংস্তন্নিমিত্তং দ্বিধা মতম্।
আকাঙ্ক্ষায়ান্তু সর্ব্বেষামনুবৃত্তিঃ পরে ভবেৎ॥
কার্য্যিণা হন্যতে কার্য্যী কার্য্যং কার্য্যেণ হন্যতে।
নিমিত্তং চ নিমিত্তেন তচ্ছেষমনুবর্ত্ততে॥" ইত্যাদি।

যাহার স্থানে কার্য্য হয় তাহাকে কার্য্যী বলে। নিমিত্ত দুইপ্রকার হইতে পারে—প্রাঙ্‌নিমিত্ত ও পরনিমিত্ত। ইহাদের উদাহরণ যেমন—"ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্‌নিত্যম্" (পা০ ৮।৩।৩২) এই সূত্রানুসারে 'কুর্ব্বন্ আস্তে' (কুর্ব্বন্নাস্তে) এস্থলে নকার কার্য্যী, নকারের দ্বিত্বপ্রাপ্তি কার্য্য, নকারের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের হ্রস্বতা প্রাঙ্‌নিমিত্ত এবং নকারের পরবর্ত্তী স্বর পরনিমিত্ত। সূত্রে কার্য্যী বা কার্য্য বা নিমিত্ত থাকিলে পূর্ব্ব সূত্র হইতে উহার আর অনুবৃত্তি হয় না। সুতরাং যেটী বাধিত হয় না, তাহারই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

"কার্য্যী নিমিত্তং কার্য্যমিত্যেষ নির্দ্দেশক্রমঃ" (কাতন্ত্র—নাম ২৪ টীকা) এই ন্যায়ানুসারে সাধারণতঃ সূত্রে কার্য্যী নিমিত্ত ও কার্য্য ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেমন—"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" (পা০ ৬।১।১০১)। কারিকায় সম্ভবতঃ ছন্দোঽনুরোধে কার্য্যের পর নিমিত্ত বলা হইয়াছে। কখন কখন কিন্তু কোনও অভিপ্রায়বিশেষ সূচনা করিবার জন্য উক্ত ক্রমের নিয়ম উপেক্ষিত হইয়া থাকে, যেমন কাতন্ত্র-পরিশিষ্টে শ্রীপতি সূত্র করিয়াছেন—"বৃদ্ধিরাদেশস্য" (সন্ধি ১)। এস্থলে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হওয়ায় সূত্রকার স্বয়ং বলিয়াছেন—'প্রাগ্‌বৃদ্ধিগ্রহণং মঙ্গলার্থম্'। ইহার ব্যাখ্যায় গোপীনাথ তর্কাচার্য্য লিখিয়াছেন—'কার্য্যিত্বাদাদেশস্য প্রাঙ্-

নির্দ্দেশো যুক্ত ইত্যাহ—প্রাগিতি'। দোষক্ষালনের জন্য কালাপকগণও
বলেন—

"আদেশো নন্থ বক্তুমাত্ব উচিতঃ শেষে কথং নির্ম্মিত
ঐদৌতাবিতি নির্ম্মিতেঽপ্যভিমতে ব্যাপ্ত্যৈব বা কিং ফলম্।
সত্যং মঙ্গলহেতবে নিজকৃতে নির্ব্বিঘ্নসিদ্ধীপ্সুনা
গ্রন্থারব্ধিবধূপরিগ্রহবিধৌ বৃদ্ধিঃ কৃতাদাবিয়ম্॥"

কিন্তু সকল স্থলেই যে কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ক্রমের উল্লঙ্ঘন করা হয় তাহাও নহে, যেমন—"ইকো যণচি" (পা০ ৬।১।৭৭)। সুতরাং 'ক্রমাক্রময়োরকিঞ্চিৎকরত্বম্' এই ন্যায়ানুসারে প্রাগুক্ত ক্রমবিষয়ক নিয়মের অনিত্যতাই বুঝিতে হইবে। সেইজন্য হরিনামামৃত ব্যাকরণের বিষ্ণুপদপ্রকরণে গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রাঙ্‌নিমিত্তং তথা কার্য্যী কার্য্যং পরনিমিত্তকম্।
অত্র ক্রমেণ বক্তব্যং প্রায়ঃ সূত্রেষু সর্ব্বতঃ॥
ক্রমাচ্চ পঞ্চমী ষষ্ঠী প্রথমা সপ্তমী তথা।
ক্বচিৎ পরনিমিত্তস্য স্থানে বিষয়সপ্তমী॥
কার্য্যপূর্ব্বে পঞ্চমী স্যাৎ কার্য্যস্থানে তু ষষ্ঠিকা।
কার্য্যে তু প্রথমা বাচ্যা সপ্তমী বিষয়ে পরে॥
বিনাযোগে নিষেধার্থং দ্বিতীয়া ক্বচিদিষ্যতে।
সর্ব্বাঙ্গাসম্ভবো যত্র স্বল্লান্যঙ্গানি তত্র তু॥"

ক্রমভঙ্গ ব্যতীত সূত্রে আরও নানাবিধ দোষ দেখা যায়। কিন্তু সে সকল দোষ কোনও না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সূত্রকারগণের ইচ্ছাকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার নিদর্শন, অষ্টাধ্যায়ীতে যেমন—(১) "জ্যোৎস্নাতমিস্রাশৃঙ্গিণোর্জস্বিন্নূর্জস্বলগোমিন্মলিনমলীমসাঃ" (৫।২।১১৪) সূত্রে অসমস্ততাদোষ, কিন্তু উহা ভ্রমনিবারণের জন্য স্বীকৃত হয়; (২) কাতন্ত্রে যেমন "এ অয়্" (সন্ধি ৩৫) প্রভৃতি সূত্রে আচার্য্যবর্য্য দণ্ডীর মতে বিসন্ধিদোষ, কিন্তু বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—"এতেষু বিসন্ধিঃ পৃথগ্‌যোগশ্চ স্পষ্টার্থঃ" (৩৮); (৩) আবার যেমন—"তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ" (সন্ধি ২) সূত্রে পুনরুক্ততাদোষ। কারণ স্বরশব্দের 'স্বয়ং রাজন্তে ইতি স্বরাঃ' এইরূপ নিরুক্তিহেতু অন্বর্থ বলেই ১৪টী স্বরের জ্ঞান হইতেছে। উক্তিও আছে—

"ব্যঞ্জনান্যনুযায়ীনি স্বরা নৈবং যতো মতাঃ।
অর্থঃ খলু নির্ব্বাচনং স্বয়ং রাজন্ত ইতি স্বরাঃ॥"

সম্ভবতঃ শিষ্যধীর অনুরোধে এরূপ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে সুষেণবিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"ননু চতুর্দ্দশগ্রহণং কিমর্থম্, অন্বর্থবলাচ্চতুর্দ্দশানামেব ভবিষ্যতি। ......সত্যমনুবাদার্থমিদম্" (স০ ২)। সূত্রে নানাবিধ দোষ দেখিয়া বররুচিও বলিয়াছেন—

"বিশ্লিষ্টসন্ধিভিন্নার্থৌ গুরুর্ব্যাহত এব চ।
পুনরুক্তপদার্থশ্চ পঞ্চ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

গুরু অর্থাৎ প্রতিপত্তিগৌরব। অব্যাপ্তিদোষাদির দ্বারা সূত্র ব্যাহত হয়।

ব্যাকরণে সূত্রদ্বারা যে নিয়ম উপদিষ্ট হয়, স্থলবিশেষে কিন্তু সূত্রেই সে নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য "বৃদ্ধিরাদৈচ্" (১।১।১) এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে পদান্ত চকারের কুত্বাভাব লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি"। ইহার অনুবাদপূর্ব্বক মৌগ্ধবোধ সম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—

"ছন্দোবৎ স্যুর্হি সূত্রাণি তদ্ বিভক্তিলুগাদিকম্।
'সুপাং সুলুক্' প্রভৃতিভি র্বেদসূত্রৈ র্ভবেৎ ক্বচিৎ॥"

সূত্রস্থ বিভক্তির অর্থনির্ণয় করিবার জন্য 'ষষ্ঠী স্থানেযোগা' (১।১।৪৯), 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' (১।১।৬৭), 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' (১।১।৬৬)—এই তিনটী পরিভাষাসূত্রের সহিত 'গম্যে চ' ও 'উপপদে চ' এই দুইটী বচন লইয়া একটী প্রাচীন পরিভাষা-শ্লোক আছে—

"ষষ্ঠী সূত্রে ততঃ স্থানে পঞ্চমী চ তদুত্তরে।
সপ্তমী চ পরে বাচ্যে গম্যে চোপপদে ক্বচিৎ॥"

সংক্ষিপ্তসারস্থিত কারকপাদের "বিশেষণবিশেষ্যভাবাৎ......" (২০৭) সূত্রের টীকায় উক্ত শ্লোকসম্বন্ধে গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অয়ং শ্লোকঃ শাস্ত্রব্যবহারার্থং সূত্রে ষষ্ঠ্যাদীনামর্থান্তরেঽপি বৃত্তিরিতি বিভাবনায় পাণিনিব্যাকরণস্য শ্লোকবার্ত্তিকঃ সূত্রকৃতা (ক্রমদীশ্বরেণ) নিবদ্ধঃ"। ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিক হইতে উক্ত পরিভাষাশ্লোকটী প্রচলিত হইয়াছে। ত্রিমুনিকল্পতরুকার বেঙ্কটাচলের মতে ব্যাঘ্রভূতি পাণিনির শিষ্য। সূত্রে চকারদ্বারা যাহা সূচিত হয় তৎসম্বন্ধে জৈনদের পরিভাষা আছে—"চকারো যস্মাৎ পরস্তৎসজাতীয়মেব সমুচ্চিনোতি"। ইহার প্রসার লইয়াও পরিভাষিত হইয়াছে—"চানুকৃষ্টং নানুবর্ত্ততে" এবং

"চানুকৃষ্টেন ন যথাসঙ্খ্যম্" (হেমহংসের ন্যায়সংগ্রহ ২।৬২-৬৩)। চকারাদির অনুবৃত্তি দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি না হইলে বুঝিতে হইবে—"লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ"। সেইজন্য বররুচি বলিয়াছেন—

"বা-শব্দৈ শ্চাপিশব্দৈ র্বা সূত্রাণাং চালকৈস্তথা।
এভি র্যেঽত্র ন সিধ্যন্তি তে সাধ্যা লোকসম্মতৈঃ॥"

(কাতন্ত্র-সন্ধি ৩ সূত্রীয় কবিরাজ)।

বৈয়াকরণেরা বলেন—'ষষ্ঠীবিভক্তিনির্দ্দিষ্টং বিকারাগমযুক্তং ভবতি', 'পঞ্চমী বিভক্তি-নির্দ্দিষ্টাচ্চ প্রত্যয়ো বিধীয়তে', 'ন হ্যনিষ্টার্থা শাস্ত্রে প্রকৢপ্তিঃ', 'সূত্রেষ্বদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদনুবর্ত্তনীয়ম্' ইত্যাদি। সূত্রে কালাদিপ্রয়োগ ভাক্ত বলিয়া গৃহীত হয়; সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"সূত্রে লিঙ্গং সংখ্যা কালশ্চাতন্ত্রাণি"। কার্য্যের পুনরুল্লেখ লইয়া অভিযুক্তগণ বলেন—

"পূর্ব্বসিদ্ধং তু যৎ কার্য্যং পুনরারভ্যতে বিধৌ।
পূর্ব্বকার্য্যব্যুদাসায় বিশেষার্থঞ্চ তদ্ভবেৎ॥"

(কাতন্ত্র—আ০ ৩৪৯ টীকা)।

এই লৌকিক ন্যায়ের উপর কৌমারগণের একটী পরিভাষাও আছে—'সিদ্ধে সত্যারম্ভে বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকায় বিকল্পায় বা'।

সূত্রসমূহ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যম্। যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্। কিং পুনস্তৎ? উৎসর্গাপবাদৌ। ......সামান্যে-নোৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ। তদ্‌যথা—'কর্ম্মণ্যণ্'। তস্য বিশেষেণাপবাদঃ। তদ্‌যথা—'আতোঽনুপসর্গে কঃ'।" (পস্পশা)। সামান্যবিশেষ লইয়া কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

"অবশ্যমেব সামান্যং বিশেষং প্রতি গচ্ছতি।
গতমাত্রং চ তত্তেন বিশেষে স্থাপ্যতে ধ্রুবম্॥"

এইরূপ সামান্যবিশেষলক্ষণান্বিত সূত্রসমূহদ্বারা বিপুলশব্দরাশি আয়ত্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৃদ্ধোক্তি শুনা যায়—

"ঋষয়োঽপ্যপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥"

(শাবরভাষ্য—২।১।৭)।

ঠিক কথা। সামান্যবিশেষাত্মক সূত্র ব্যতীত প্রাচীন প্রথানুসারে প্রতিপদপাঠের দ্বারা বিপুল শব্দরাশি এখন আয়ত্ত করা কোনও মতেই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"যঃ সর্ব্বথা চিরং জীবতি বর্ষশতং জীবতি। চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈ র্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি—আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি। তত্র চাস্যাগমকালেনৈবায়ুঃ কৃৎস্নং পর্য্যুপযুক্তং স্যাৎ। তস্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।" (পস্পশা)।

ব্যাকরণের সূত্রসমূহ সামান্যতঃ প্রাগুক্তলক্ষণাক্রান্ত হইলেও তাহারা আবার প্রকারান্তরে বহুধা বিভক্ত—

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধি র্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্॥" (গোয়ীচন্দ্র ১)।

এস্থলে সংজ্ঞাদির বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে।

সংজ্ঞা। সংজ্ঞাসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"সংজ্ঞা খলু নামমাত্রকথনম্"। সংজ্ঞাসূত্র লইয়া বৈয়াকরণেরা বলেন—'সাক্ষাচ্ছক্তিগ্রাহকত্বং সংজ্ঞাসূত্রত্বম্', যথা—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (পা০ ১।১।১)। এই সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"লোকে তাবন্মাতাপিতরৌ পুত্রস্য জাতস্য সংবৃতেঽবকাশে নাম কুর্ব্বাতে দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি। তয়োরুপচারাদন্যেঽপি জানন্তীয়মস্য সংজ্ঞেতি।...... এবমিহাপি। ইহৈব তাবৎ কেচিদ্ব্যাচক্ষাণা আহুঃ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞাদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি...তেন মন্যামহে যয়া প্রত্যায্যন্তে সা সংজ্ঞা যে প্রতীয়ন্তে তে সংজ্ঞিন ইতি।" (১।১।১ সূত্রীয় মহাভাষ্য)। সৌপদ্ম-মৌগ্ধবোধ-সাংক্ষিপ্তসারকাদিগণ বলেন—"ব্যবহারার্থং শাস্ত্রে কৃতঃ সঙ্কেতঃ সংজ্ঞা"। অর্থাৎ ব্যবহারনিষ্পত্তির জন্য শাস্ত্রে যে সঙ্কেত করা হয় তাহার নাম সংজ্ঞা, যেমন—অণ্, এঙ্, এচ্ ইত্যাদি। এ সকল সংজ্ঞা গ্রন্থসংক্ষেপের জন্য পাণিন্যাদি ব্যাকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যাকরণসমূহের মধ্যে অষ্টাধ্যায়ী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু উহার পূর্ব্বেও সংজ্ঞাকরণের প্রথা বিদ্যমান ছিল। কারণ শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে দেখা যায় যে, 'নামী' 'গুরু' 'লঘু' ইত্যাদিশব্দ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শৌনকের পূর্ব্বেও মহর্ষি শাকটায়ন আবার তদীয় ঋক্তন্ত্র ব্যাকরণে শব্দলাঘবের জন্য বহুবিধ সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—'সমাস'স্থলে 'মাস', 'স্বর'স্থলে 'র', 'দীর্ঘ'স্থলে 'ঘ', 'কণ্ঠ্য'স্থলে 'ঠ্য', 'করণ'স্থলে 'রণ', 'অক্ষর'

স্থলে'ক্ষ' ইত্যাদি। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় পূজ্যপাদ দেবনন্দীর জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে 'সমাস' স্থলে 'স', 'দীর্ঘ' স্থলে 'দী' ইত্যাকার সংজ্ঞা এবং বোপদেবের মুগ্ধবোধে 'সমাস' স্থলে 'স', 'দীর্ঘ' স্থলে 'ঘ' ইত্যাদিরূপ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বোপদেব দেবনন্দীকে অনুসরণ করিলেও দেবনন্দী কিন্তু মহর্ষি শাকটায়নকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। দেবনন্দীকে লক্ষ্য করিয়া কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"বৃক্ষশব্দস্য 'বৃ'সঙ্কেতং 'ক্ষ'সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো লোকে কিং নাম বৈদগ্ধ্যমস্তি ?" (সন্ধি ১৫)। পঞ্জীকারও বলিয়াছেন—"দ্বিবিধং হি শব্দলাঘবং ভবতি শব্দকৃতমর্থকৃতং চ। তত্রার্থকৃতমেব লাঘবমভীষ্টম্। ন হি বৃক্ষশব্দস্য 'বৃ'সঙ্কেতং 'ক্ষ'সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো বৈদগ্ধী কাচিদস্তি।" (স০ ১৫)। কথা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সংজ্ঞাকরণের এরূপ প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয় ইহা মানবচিত্তের সংস্কারগত ধর্ম্মবিশেষ। স্মার্ত্তগণ আষাঢ়ী-কার্ত্তিকী-মাঘী-বৈশাখী এই চারিটী পূর্ণিমাস্থলে বলেন—'আ-কা-মা-বৈ'। দর্শনশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ 'দর্শনশাস্ত্র'স্থলে বলেন—'দর্শন'। লোকেও সত্যভামাকে বলে—'সত্যা' বা 'ভামা'। শব্দকৃতলাঘব অপেক্ষা অর্থকৃতলাঘব যে আদরণীয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধগণ বলিতেন—'অর্থসাম্যেঽক্ষরাধিক্যস্য ফলবিরহেঽক্ষরাধিক্যমপি গৌরবমেব'। ভাল, তবে কেন পাণিনিসম্প্রদায়ে পরিভাষিত হইয়াছে—"পর্য্যায়শব্দানাং লাঘবগৌরবচর্চ্চা নাদ্রিয়তে" ? ইহা একটী জ্ঞাপকসিদ্ধ পরিভাষা। জ্ঞাপকসিদ্ধ পরিভাষার প্রতিপ্রসবও আছে—"জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্ব্বত্র"।

যদ্দ্বারা বস্তুজ্ঞান হয় তাহাই সংজ্ঞা। এরূপ হইলে সংজ্ঞাকে বহুধা বিভাগ করা যায়। কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকায় গোপীনাথ লিখিয়াছেন—"সংজ্ঞা চ ত্রিবিধা —পারিভাষিকী, ঔপলাক্ষণিকী, ঔপাধিকী চ; শৃঙ্গগ্রাহিতয়া প্রযুক্তা সংজ্ঞা পারিভাষিকী দেবদত্তাদিঃ, উপলক্ষণীভূতপচনাদিক্রিয়য়া প্রযুক্তা সংজ্ঞা ঔপলাক্ষণিকী পাচকাদিঃ, বিদ্যমানোপাধিঘটত্বাদিনা প্রযুক্তা ঔপাধিকী ঘটাদিঃ" (কাতন্ত্রপরিশিষ্ট—নামপ্র০ ৪)। দৃষ্টিবিশেষে আবার ইহা অন্য প্রকারেও বিভক্ত হইতে পারে, যেমন—পারিভাষিকী, নৈমিত্তিকী, ঔপাধিকী। ইহাদের লক্ষণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"আধুনিকসংকেতশালিনী অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যা সংজ্ঞা পারিভাষিকী, যথা চৈত্রমৈত্রাদিঃ আকাশাদিশ্চ। অনাদিসংকেতশালিনী অনুগতপ্রবৃত্তিনিমিত্তিকা সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, যথা পৃথিবীজলাদিঃ পশুভূতাদিশ্চ।

যৌগিকী সংজ্ঞা ঔপাধিকী*, যথা পাচকপাঠকাদিঃ।" এ সকল বিভাগের মধ্যে ব্যাকরণের সংজ্ঞাসমূহ একবৃত্তিত্বহেতু সাধারণতঃ পারিভাষিকসংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতেছে।

পরিভাষা। পরিভাষাসূত্রসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের উক্তি আছে—'সাক্ষাদ্ বিধিশাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রাহকশাস্ত্রত্বং পরিভাষাসূত্রত্বম্', যথা—"ষষ্ঠী স্থানেযোগা"। পরিভাষাশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—'পরিতঃ সর্ব্বতো ভাষ্যতেঽনয়েতি পরিভাষা'। এইরূপ ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন—'পরিতো ব্যাপৃতাং ভাষাং পরিভাষাং প্রচক্ষতে'। ভাবশর্ম্মা লিখিয়াছেন—'ভাষ্যন্তে পরিতো যস্মাং পরিভাষা স্ততঃ স্মৃতাঃ'। অভিযুক্তগণ বলেন—'অনিয়মে নিয়মকারিণী যা সা পরিভাষা'। পদ্মনাভদত্ত বলিয়াছেন—'সা চ পদার্থবিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্'। এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, পদার্থবিচারজ্ঞ শাস্ত্রচিন্তকদের যে সকল পরিষ্কৃত ভাষণ অবয়বার্থ অতিক্রমপূর্ব্বক গ্রন্থের অব্যক্ত অনুক্ত লেশোক্ত বা সন্দিগ্ধ অর্থ পরিস্ফুট করে তাহার নাম পরিভাষা। পরিভাষার উপযোগিতা লইয়া উক্ত হইয়াছে—

"দীপো যথা প্রভাদ্বারা সর্ব্বগেহপ্রকাশকঃ।
পরিভাষা তথা বুদ্ধ্যা সর্ব্বশাস্ত্রোপকারিকা॥"

শাস্ত্রের অনেক স্থলে অনেক বাক্য ব্যর্থ বলিয়া উপপন্ন হয়, কিন্তু পরিভাষা প্রয়োগ করিলে ঐ সকল বাক্য চরিতার্থ হইয়া থাকে। সেই জন্য বৈদ্যশাস্ত্রেও লিখিত আছে—

"অব্যক্তানুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥"

বর্ত্তমানকালে আমরা অর্ণবপোতস্থ দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্রের সহিত পরিভাষার তুলনা করিতে পারি। দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র ব্যতীত নাবিকগণ যেমন অগ্রসর হইতে পারেন না, পরিভাষা ব্যতীত শাস্ত্রবাখ্যাতৃগণের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রের অনেক সন্দেহস্থলে পণ্ডিতগণ পরিভাষার শরণাপন্ন হন এবং পরিভাষাও সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগের সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা পতঞ্জলির ভাষায় বলিতে পারি—"যথা লোকে কশ্চিৎ কশ্চিৎ পৃচ্ছতি

* উপাধি র্ভেদকো ধর্ম্মঃ।

গ্রামান্তরং গমিষ্যামি পন্থানং মে ভবান্নুপদিশত্বিতি, স তস্মা আচষ্টে—অমুষ্মিন্নব-কাশে হস্তদক্ষিণো গ্রহীতব্যঃ, অমুষ্মিন্নবকাশে হস্তবাম ইতি। যস্তত্র তির্য্যক্‌পথো ভবতি ন তস্মিন্ সন্দেহ ইতি কৃত্বা নাসাবুপদিশ্যতে।" (১।১।৪৯ মহাভাষ্য)। সুতরাং স্থলবিশেষেই পরিভাষার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেইজন্য জৈনগণ বলেন —'ন্যায়াঃ স্থবিরযষ্টিপ্রায়াঃ' (ন্যায়সংগ্রহ ৩।১৮)। ন্যায় অর্থাৎ পরিভাষা। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"ন্যায়ো হি স্থবিরদণ্ডবৎ ক্বচিদাশ্রিয়তে ক্বচিন্নাশ্রিয়তে"। কেবল ব্যাকরণে নহে, প্রাতিশাখ্যেও পরিভাষার প্রচলন ছিল; যেমন বাজসনেয়িশাখায় 'সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টয়োঃ সন্নিকৃষ্টস্য' (শু০ প্রা০ ১।১৪৪), 'পূর্ব্বোত্তরয়োরুত্তরস্য' (শু০ প্রা০ ১।১৪৫), 'বিপ্রতিষেধ উত্তরং বলবদলোপে' (শু০প্রা০ ১।১৫৯) ইত্যাদি।

পরিভাষেন্দুশেখরের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে—"প্রাচীনবৈয়াকরণতন্ত্রে বাচনিকানি * অত্র পাণিনীয়তন্ত্রে জ্ঞাপকন্যায়সিদ্ধানি ‡ ভাষ্যবার্ত্তিকয়োরুপ-নিবদ্ধানি যানি পরিভাষারূপাণি তানি ব্যাখ্যায়ন্তে"। এস্থলে বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড-মহোদয় তদীয় কাশিকায় লিখিয়াছেন—"জ্ঞাপকেত্যস্য প্রায়েণেত্যাদিঃ। তথা চ বাচনিকানামপি তৎসহচরিতানাং সংগ্রহঃ।...তত্রৈতচ্ছাস্ত্রীয়লিঙ্গং জ্ঞাপকম্। এতচ্ছাস্ত্রলোকতন্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধযুক্তি ন্যায়ঃ।" এই সকল কথা হইতে উপপন্ন হইতেছে যে, পরিভাষা তিন প্রকার—

(১) জ্ঞাপকসিদ্ধা, যেমন—'সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ';

(২) ন্যায়মূলা বা ন্যায়সিদ্ধা, যেমন—'একদেশবিকৃতমনন্যবৎ';

(৩) বাচনিকী, যেমন—'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্'।

জ্ঞাপকসিদ্ধ পরিভাষা দ্বিবিধ হইতে পারে—লিঙ্গবতী কিংবা বিধ্যঙ্গশেষ-ভূতা। উভয়বিধ পরিভাষাসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"একস্থঃ সবিতা দেবো যথা বিশ্বপ্রকাশকঃ।
তথা লিঙ্গবতী শাস্ত্রমেকস্থাঽপি প্রদীপয়েৎ॥
একাঽপি পুংশ্চলী পুংসাং যথৈকৈকং প্রযাতি হি।
বিধ্যঙ্গশেষভূতা সা বিধিং প্রত্যনুগচ্ছতি॥"

লিঙ্গবতী পরিভাষাসম্বন্ধে একটী উক্তি আছে—'যা একত্র গৃহীতসম্বন্ধা সতী

---

* বাচনিকানি সূত্রাদিরূপেণ পঠিতানি।

‡ "ন্যায়সিদ্ধাজ্ জ্ঞাপকসিদ্ধস্য প্রাবল্যেনাভ্যর্হিতত্বাজ্ জ্ঞাপকশব্দস্য দ্বন্দ্বে পূর্ব্ব-নিপাতঃ।"

প্রদীপবৎ সর্ব্বশাস্ত্রমভিজ্বলয়তি সা লিঙ্গবতী', যেমন—'উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি'। বিধ্যঙ্গশেষভূতা দুই প্রকার হইতে পারে—যাহা কোনও বিধির অঙ্গভূত, আর যাহা বিধিশেষভূত। এই সকল বিষয় বুঝাইবার জন্য 'ইকো গুণবৃদ্ধী'সূত্রের ব্যাখ্যায় পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—"পরি সর্ব্বশাস্ত্র উপযুক্তা বাণী ভাষা সা পরিভাষা। সা চ লিঙ্গবতী বিধ্যঙ্গশেষভূতা চ। যা লিঙ্গদ্বারা ভাবেনোপযুজ্যতে সা লিঙ্গবতী। যা সর্ব্বৈব বিধিবাক্য উপযুজ্যতে সাঽপরা। সাঽপি কাচিদ্ বিধেরঙ্গভূতা যাং বিনা বিধিবাক্যান্নৈব প্রবর্ত্ততে, যথা—'আদেঃ পরস্য' (১।১।৫৪) ইতি। ন হি তদ্‌বিনা 'ঈদাসঃ' (৭।২।৮৩) ইতি প্রবর্ত্ততে। কাচিদ্ বিধিশেষভূতা। 'বিপ্রতিষেধে পরম্...' (পা০ ১।৪।২) ইত্যবিরোধে বৃক্ষেম্বিত্যাদৌ 'ঝল্যেত্বম্' (পা০ ৭।৩।১০৩) অব্যাহতমেব। বিরোধবিষয়ে তু এত্বাৎ পরং কারয়তীতি।" (ভাষাবৃত্তি ১।১।৩)। কাতন্ত্রের "আগম উদনুবন্ধঃ স্বরাদন্ত্যাৎ পরঃ" (নাম ১৬) এই পরিভাষাসূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহও লিখিয়াছেন—"...পরিভাষা। যত্র যত্র লিঙ্গমস্তি তেন তেন সহৈকবাক্যতামাপদ্যমানা বিধ্যঙ্গশেষভূতোচ্যতে। অথবা নানাদেশাবস্থিতানি সর্ব্বাণ্যেব কার্য্যাণি লিঙ্গান্যুৎপাদ্যৈকদেশস্থৈব নিযময়তি; যথা—প্রদীপঃ সর্ব্বতোঽবস্থিতান্ ঘটাদীন্ প্রকাশয়তি তথোদ্দেশং সংজ্ঞাপরিভাষে ইত্যুভয়থাঽপি লিঙ্গদ্বারেণৈব প্রবর্ত্ততে লিঙ্গমাত্রাশ্রয়ত্বাদ্ লিঙ্গবতীয়মুচ্যতে। তৎপুনরস্যা লিঙ্গমুদনুবন্ধ আগমো ধুট্ স্বরাদ্ ঘুটি নুরিত্যেবমাদিষু।" অষ্টাধ্যায়ীর "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্" (১।৪।২) সূত্রের কাশিকায় বৃত্তিকার জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"তুল্যবলবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। যত্র দ্বৌ প্রসঙ্গাবন্যার্থাবেকস্মিন্ যুগপৎ প্রাপ্নুতঃ স তুল্যবলবিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। তস্মিন্ বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যং ভবতি।" পূর্ব্বমীমাংসায় এই সূত্রের ন্যায় একটী জৈমিনীয় সূত্র আছে—"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" (৬।৫।৫৪)। এ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন কারিকাও আছে—

"পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্।
অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ॥"

ন্যায়মালাবিস্তরে মাধবাচার্য্য উক্ত জৈমিনীয়সূত্রের মৌলিক তত্ত্ব দেখাইবার জন্য অধ্যাসভাষ্যের উপর ভামতীর তাৎপর্য্যানুসারে বলিয়াছেন—"উৎপদ্যমানং চোত্তরজ্ঞানং স্ববিরুদ্ধস্য পূর্ব্বজ্ঞানস্য বাধেনৈবোৎপদ্যতে। ননু নিরপেক্ষত্বস্য

সমানত্বাৎ পূর্ব্বজ্ঞানমেবোত্তরস্য বাধকমস্ত্বিতি চেৎ? ন। পূর্ব্বজ্ঞানোৎপত্তি-দশায়ামবিদ্যমানস্যোত্তরজ্ঞানস্য বাধ্যত্বাযোগাৎ। উত্তরকালে তু স্বয়ং বাধিতং পূর্ব্বজ্ঞানং কথমুত্তরস্য বাধকং ভবেৎ?" মনে হয়, 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ' এই লৌকিক ন্যায়ই ইহার মূল। সম্ভবতঃ উক্তন্যায়বশতঃ 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' এই বচনটীও প্রবৃত্ত হইয়াছে।

পাণিনিসম্প্রদায়ে নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি জ্ঞাপকসিদ্ধ—

উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি।
কৃদ্‌গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণম্।
সর্ব্বো দ্বন্দ্বো বিভাষৈকবদ্ ভবতি।
বিকরণেভ্যো নিয়মো বলীয়ান্।
অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে *।
অন্তরঙ্গানপি বিধীন্ বহিরঙ্গো লুগ্ বাধতে †।
বার্ণাদাঙ্গং বলীয়ো ভবতি।
অকৃতব্যূহাঃ পাণিনীয়াঃ।
প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্ ‡।
গতিকারকোপপদানাং কৃদ্ভিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক্ সুবুৎপত্তেঃ।
স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ।
হল্‌স্বরপ্রাপ্তৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ।

---

* স্থলবিশেষে লোকব্যবহারবশতঃ ইহা লোকন্যায়সিদ্ধও হইতে পারে। সেইজন্য সিদ্ধান্তকৌমুদীর টিপ্পনীকার লিখিয়াছেন—"মনুষ্যোঽয়ং প্রাতরুত্থায় পূর্ব্বং স্বশরীরকার্য্যাণি করোতি ততঃ সুহৃদাং ততঃ সম্বন্ধিনামিতি (মহাভাষ্য, কীল্‌হর্ণ্ প্রথমখণ্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) লোকন্যায়সিদ্ধেয়ং পরিভাষা শাস্ত্রেঽস্মিন্নপ্যাশ্রয়ণীয়েতি 'বাহ ঊঠ্' (পা০ ৬।৪।১৩২) ইত্যূঠ্-গ্রহণেন জ্ঞাপ্যতে"। অন্তরঙ্গবহিরঙ্গ কার্য্যের নির্ণয় লইয়া কাতন্ত্রের বলাবলসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতেঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং স্যাদন্তরঙ্গম্", "প্রকৃত্যাশ্রিতমন্তরঙ্গম্", "প্রত্যয়াশ্রিতং বহিরঙ্গম্", "অল্পাশ্রিতমন্তরঙ্গম্", "বহ্বাশ্রিতং বহিরঙ্গম্", "একাশ্রিতমন্তরঙ্গম্" এবং "উভয়াশ্রিতং বহিরঙ্গম্"।

† মতান্তরে ইহা সূত্রীয়বচননিষ্পন্ন। এ সম্প্রদায় বলেন—"ভাষ্যরীত্যা বাচনিক এবায়মর্থঃ"।

‡ কৌমারসম্প্রদায়ে প্রাতিপদিকার্থে 'লিঙ্গ'শব্দ প্রচলিত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরিভাষাটীর পাঠ হইয়াছে—"লিঙ্গগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্।"

নিরনুবন্ধকগ্রহণে ন সানুবন্ধকস্য।
সমাসান্তবিধিরনিত্যঃ।
প্রকৃতিগ্রহণে ণ্যধিকস্যাপি গ্রহণম্।
সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বম্।
ক্বচিদ্ বিকৃতিঃ প্রকৃতিং গৃহ্লাতি।
নানুবন্ধকৃতমনেকাল্ত্বম্। ইত্যাদি।

ন্যায়সিদ্ধা বা ন্যায়মূলা পরিভাষা ব্যাকরণে এবং শাস্ত্রান্তরেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদীস্থ "জরায়া জরসন্যতরস্যাম্" (৭।২।১০১) সূত্রের বৃত্তিভাগে উক্ত হইয়াছে—"একদেশবিকৃতস্যানন্যত্বাজ্ জরাশব্দস্য জরস্…" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য দেখাইবার জন্য বাসুদেব দীক্ষিত বলিয়াছেন—"ছিন্নেঽপি পুচ্ছে শ্বা শ্বৈব ন চাশ্বো ন চ গর্দ্দভ ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ।" "স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ" (১।১।৫৬) সূত্রের উপর কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"একদেশবিকৃতস্যানন্যত্বাৎ সিদ্ধম্"। ইহার ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"শ্বা কর্ণে বা পুচ্ছে বা ছিন্নে শ্বৈব ভবতি নাশ্বো ন গর্দ্দভঃ"। এই ভাষ্যোক্তি দেখিয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—'ন হি গো র্গড়ুনি জাতে বিষাণে বা ভগ্নে গোত্বং তিরোধীয়তে' (২।১।৩৪)। আবার ঐ গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'ন হি কেবলভোজী দেবদত্তোঽন্যৈঃ সহ পংক্ত্যাং ভুঞ্জানোঽন্যত্বং প্রপদ্যতে'। এই সকল দেখিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন —"ন হি পাণৌ বৃক্ণে জাতে বা স্তনাদৌ মহত্যবয়বে যুবতি র্জাতা মৃতা বা ভবতি" (১৮)। "একদেশবিকৃতমনন্যবৎ" এই প্রাচীন পরিভাষাটীই ঐ সকল উক্তির অবলম্বন।

ন্যায়সিদ্ধ পরিভাষা দ্বিবিধ—লোকন্যায়সিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ। লোকন্যায়সিদ্ধ পরিভাষা, যেমন—

কার্য্যমনুভবন্ হি কার্য্যী নিমিত্ততয়া নাশ্রীয়তে।
গৌণমুখ্যয়ো র্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয়ঃ *।
একযোগনির্দ্দিষ্টানাং সহ বা প্রবৃত্তিঃ সহ বা নিবৃত্তিঃ।

---

* 'গুণাদাগতো গৌণঃ। মুখমিব প্রাধান্যাদ্মুখ্যঃ' (দণ্ডনাথ)। গৌণমুখ্যসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রুতিমাত্রেণ যত্রাস্য তাদর্থ্যমবসীয়তে।
তং মুখ্যমর্থং মন্যন্তে গৌণং যত্নোপপাদিতম্॥"

একদেশবিকৃতমনন্যবৎ * ।

অন্তরঙ্গাদপ্যপবাদো বলীয়ান্ † ।

সূত্রে লিঙ্গবচনমতন্ত্রম্ ‡ ।

বহুব্রীহৌ তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানমপি ।

প্রধানাপ্রধানয়োঃ প্রধানে কার্য্যসংপ্রত্যয়ঃ ।

অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধি র্বলীয়সী ।

পর্জ্জন্যবল্লক্ষণপ্রবৃত্তিঃ § ।

নিষেধাশ্চ বলীয়াংসঃ । ইত্যাদি ।

ার যুক্তিসিদ্ধ পরিভাষা যেমন—

অনেকান্তা অনুবন্ধাঃ ।

অর্থবদ্‌গ্রহণে নানর্থকস্য ।

পূর্ব্বপরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ ** ।

পুরস্তাদপবাদা অনন্তরান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরান্ ।

মধ্যেঽপবাদাঃ পূর্ব্বান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরান্ ।

অপবাদো যদ্যন্যত্র চরিতার্থস্তর্হ্যন্তরঙ্গেণ বাধ্যতে ।

---

* মতান্তরে ইহা সূত্রনিষ্পন্ন বলিয়া গৃহীত হয় । ১।৪।২ সূত্রীয় ভাষ্যবার্ত্তিকাদি দ্রষ্টব্য ।

† 'অপোহ্যতে বাধ্যতেঽনেনেত্যপবাদঃ । যেন নাপ্রাপ্তে যো বিধিরারভ্যতে স
্যাপবাদঃ ।'

‡ কৌমারগণ বলেন—'সূত্রে লিঙ্গং সংখ্যা কালশ্চাতন্ত্রাণি' (কুলচন্দ্র—২২০ চ০ সূত্র) ।
সম্প্রদায় বলেন—'সূত্রে লিঙ্গবচনাদ্যপ্রামাণ্যমবিবক্ষাতঃ' (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ১।২।৬৪) ।

§ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"কৃতকারি খল্বপি শাস্ত্রং পর্জ্জন্যবৎ । তদ্ যথা—পর্জ্জন্যো
্দূনং পূর্ণং চ সমভিবর্ষতি··· ।" (১।২।৯ ভাষ্য) । আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ভগবান্
রাচার্য্য ২।৩।৪২ সূত্রের শারীরক ভাষ্যে ইহার প্রপঞ্চ করিয়াছেন । জৈনগণ বলেন—
ন্যবল্লক্ষণপ্রবৃত্তির্জলে স্থলে চ বর্ষতীতি ন্যায়াৎ' । কণ্ঠাভরণের হৃদয়হারিণীতে দণ্ডনাথ
খিয়াছেন—'যথা পর্জ্জন্যো জলপূর্ণং চাভিবর্ষতি, তথা লক্ষণমসিদ্ধে সিদ্ধে চ কার্য্যে কচিৎ
র্ত্তেতে ।' (১।২।১২৬) । ইংরাজীতে পর্জ্জন্যপ্রবাদটী ভঙ্গিমান্তরে ব্যক্ত হইয়াছে—'The rain
raineth on the righteous and the unrighteous'.

** এই পরিভাষাটির স্থলে কৌমার সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়াছে—'উৎসর্গাপবাদয়োরপ-
বিধি র্বলবান্, পূর্ব্বাপরয়োঃ পরবিধি র্বলবান্, পরান্নিত্যম্, নিত্যানিত্যয়ো র্নিত্যঃ' ইত্যাদি ।

উভয়নির্দ্দেশে পঞ্চমীনির্দ্দেশো বলীয়ান্।
প্রকৃতিগ্রহণে যঙ্লুগন্তস্যাপি গ্রহণম্ *।
বিধৌ পরিভাষোপতিষ্ঠতে নানুবাদে।
বিধিনিয়মসম্ভবে বিধিরেব জ্যায়ান্।
সামান্যাতিদেশে বিশেষানতিদেশঃ।
শ্রুতানুমিতয়োঃ শ্রুতসম্বন্ধো বলবান্ †।
লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈব গ্রহণম্।
অনির্দ্দিষ্টার্থাঃ প্রত্যয়াঃ স্বার্থে।
যোগবিভাগাদিষ্টসিদ্ধিঃ ‡।
পদগৌরবাদ্ যোগবিভাগো গরীয়ান্। ইত্যাদি।

বাচনিকী পরিভাষা অর্থাৎ 'বচনরূপেণ পঠিতা পরিভাষা', যেমন,—

যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ (১)।
বর্ণাশ্রয়ে নাস্তি প্রত্যয়লক্ষণম্ (২)।
সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে (৩)।

---

* কৌমারসম্প্রদায়ে 'যঙ্' অর্থে 'চেক্রীযিত'পদ প্রসিদ্ধ। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতিগ্রহণে চেক্রীযিতলুগন্তস্যাপি গ্রহণম্''। ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক ব্যাকরণে সূত্রিত হইয়াছে—'প্রকৃতিগ্রহণে যঙ্লুগন্তস্যাপি' (১৷২৷৭৭)।

† কৌমারসম্প্রদায়ের বলাবলসূত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছে—"শ্রুতানুমিতয়োঃ শ্রৌতসম্বন্ধো বলবান্"। "প্রত্যক্ষানুমিতয়োঃ প্রত্যক্ষবিধি র্বলবান্"—ইহাও বলাবলসূত্র। তাঁহাদের পরিভাষাসূত্রে পঠিত হইয়াছে—"আখ্যাতানাখ্যাতয়োরাখ্যাতং বলীয়ঃ" এবং "অনুশিষ্টানুশিষ্টয়োরনুশিষ্টং প্রমাণম্''। কৌমারদের বলাবলসূত্র পাণিনিসম্প্রদায়ে পরিভাষার অন্তর্গত।

‡ প্রতিপত্তিগৌরবাদি বর্জ্জন করিবার জন্য সূত্রে যোগবিভাগের প্রথা আছে। যোগবিভাগ শব্দের অর্থ সূত্রবিভাগ। শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যায়—'(একসূত্রস্থপদস্য) অন্বয়ং বিচ্ছিদ্য (অন্যসূত্রপদেন) অন্বয়ং কৃত্বা পৃথক্ সূত্রকরণং যোগবিভাগঃ'।

(১) "স্থানেঽন্তরতমঃ'' (১৷১৷৫০) সূত্রীয় ভাষ্যকাশিকাদি দ্রষ্টব্য।

(২) "প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্" (১৷১৷৬২) সূত্রীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩) "স্বতিযুক্তঃ......"(১৷৪৷৯) এবং "ব্যত্যয়ো বহুলম্" (৩৷১৷৮৫)—এই সূত্রদ্বয় ও তৎসংক্রান্ত ভাষ্য দ্রষ্টব্য। বৈদিক বিকল্পতা লইয়া ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—

"সুপ্তিঙুপগ্রহলিঙ্গনরাণাং কালহলচ্স্বরকর্ত্তৃযঙাং চ।
ব্যত্যয়মিচ্ছতি শাস্ত্রকৃদেষাং সোঽপি চ সিধ্যতি বাহুলকেন ॥" (৩৷১৷৮৫)।

একদেশবিকৃতমনন্যবৎ (৪)।

পুনঃপ্রসঙ্গবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধম্ (৫)।

সকৃদ্‌গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্‌বাধিতং তদ্‌বাধিতমেব (৬)।

অনিনস্মন্-গ্রহণান্যর্থবতা চানর্থকেন চ তদন্তবিধিং প্রযোজয়ন্তি (৭)।

প্রত্যয়গ্রহণে চাপঞ্চম্যাঃ (৮)।

স্ত্রীপ্রত্যয়ে চানুপসর্জ্জনে ন (৯)।

যস্মিন্‌বিধিস্তদাদাবল্‌গ্রহণে (১০)।

বিভক্তৌ লিঙ্গবিশিষ্টাগ্রহণম্ (১১)।

উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তি র্বলীয়সী (১২)।

প্রত্যয়াপ্রত্যয়য়োঃ প্রত্যয়স্য গ্রহণম্ (১৩)।

পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বিত্বে (অথবা) পূর্ব্বত্রাসিদ্ধীয়মদ্বির্বচনে (১৪)।

অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ(১৫)।

---

(৪) "স্থানিবদাদেশোঽনল্‌বিধৌ" (১।১।৫৬) সূত্রীয় দশম বার্ত্তিক ও ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য। মতান্তরে ইহা লোকন্যায়সিদ্ধ পরিভাষা। দৃষ্টিভেদে এইরূপ মতভেদ হইয়াছে।

(৫) "বিপ্রতিষেধে…" (১।৪।২) সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৬) "স্থানিবদাদেশো…" এবং "বিপ্রতিষেধে…" সূত্রীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৭) "যেন বিধিঃ …" (১।১।৭২) সূত্রীয় ২৮বার্ত্তিকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৮) "যেন বিধিঃ…" (১।১।৭২) সূত্রের ২৮ বার্ত্তিক দ্রষ্টব্য।

(৯) "ঘ্ঙঃ…" (৬।১।১৩) এই সূত্রীয়ভাষ্যে তৃতীয় বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা হইতে ইহা উদ্‌ভূত।

(১০) "যেন বিধিস্তদন্তস্য" (১।১।৭২) এই সূত্রের উপর ইহা ২৯ বার্ত্তিক।

(১১) "যুবোরনাকৌ" (৭।১।১) সূত্রের উপর ত্রয়োদশ বার্ত্তিক এবং ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১২) কৌমার সম্প্রদায়ে ইহার পাঠান্তর হইয়াছে—"উপপদসিদ্ধেঃ কারকসিদ্ধি র্বলীয়সী"। কালাপকদের মধ্যে একটী উক্তি আছে—

"নমোযোগে ক্রিয়াশূন্যে চতুর্থী সম্মতা বুধৈঃ।
করোত্যর্থবিবক্ষায়াং দ্বিতীয়া তত্র নিশ্চলা॥"

(১৩) "অঙ্গস্য" (৬।৪।১) সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১৪) "সর্ব্বস্য দ্বে" (৮।১।১) সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১৫) কীলহর্ণের মতে এই পরিভাষাটী তৃতীয় এবং চতুর্থ শিবসূত্রের ভাষ্য হইতে উপপন্ন হইয়া থাকে। লোকে কিন্তু ইহাকে ব্যাড়ীয় পরিভাষা বলে।

বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্ (১৬)। ইত্যাদি।

বাচনিকী পরিভাষা নানাবিধ হইতে পারে, যেমন—সূত্রনিষ্পন্ন, সূত্রেতর-বচননিষ্পন্ন, সূত্রেতরবচনাত্মক, সূত্ররূপে পঠিত ইত্যাদি। সূত্রনিষ্পন্ন পরিভাষা যেমন—"যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ"। সূত্রেতরবচননিষ্পন্ন পরিভাষা যেমন—"সকৃদ্‌গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্‌বাধিতং তদ্‌বাধিতমেব।" সূত্রে-তরবচনাত্মক পরিভাষা যেমন—"উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তি র্বলীয়সী"। সূত্ররূপে পঠিত পরিভাষা অর্থাৎ পরিভাষাসূত্র। ইহার নিদর্শন, কাতন্ত্রে যেমন—"আগম উদনুবন্ধঃ স্বরাদন্ত্যাৎ পরঃ" (নাম ১৬), "উণাদয়ো ভূতেঽপি" (কৃৎ ৩১২), "ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ" (কৃৎ ৩১৩)। পাণিনীয়তন্ত্রে ইহার নিদর্শন যেমন—"বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্" (১।৪।২), "ইকো গুণবৃদ্ধী" (১।১।৩), "আদ্যন্তৌ টকিতৌ" (১।১।৪৬), "অলোঽন্ত্যস্য" (১।১।৫২), "আদেঃ পরস্য" (১।১।৫৪), "ঙিচ্চ" (১।১।৫৩), "মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ" (১।১।৪৭), "ষষ্ঠী স্থানেযোগা" * (১।১।৪৯), "স্থানেঽন্তরতমঃ" (১।১।৫০), "তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য" (১।১।৬৬), "তস্মাদিত্যুত্তরস্য" (১।১।৬৭), "অনেকাল্‌শিৎ সর্ব্বস্য" (১।১।৫৫) "স্বরিতেনাধিকারঃ" (১।৩।১১) ইত্যাদি। এতন্মধ্যে কতকগুলি পরিভাষাসূত্র অষ্টাধ্যায়ীর উপযোগী করিবার জন্য স্বয়ং পাণিনিকর্ত্তৃক রচিত হয়, যেমন—"আদ্যন্তৌ টকিতৌ", আর কতকগুলি তিনি প্রাচীন বৈয়াকরণতন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন, যেমন—'ইকো গুণবৃদ্ধী'।

পূর্ব্বপ্রচলিত পরিভাষাসমূহের যোগবিভাগ করিয়া এবং পাণিনির কতক-গুলি পরিভাষাসূত্র লইয়া শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ে হেমচন্দ্রসূরি অনেক পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—

স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা (১)।

---

(১৬) ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-নামক ব্যাকরণের হৃদয়হারিণী বৃত্তিতে দণ্ড-লিখিয়াছেন—'বিপ্রতিপূর্ব্বাৎ সিধেঃ কর্ম্মব্যতীহারে ঘঞ্। অন্যোন্যপ্রতিষেধো বিপ্রতিষেধঃ স চ বিরোধিনো স্তুল্যয়ো র্যুগপদুপস্থানাদেকত্রানেকত্র বাসম্ভবে সতি ভবতি। তস্মিন্ বিপ্রতিষেধে যৎপরং শাস্ত্রং তৎ কর্ত্তব্যম্।' (১।২।১১৯)।

* বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যেও স্মৃত হইয়াছে—'ষষ্ঠী স্থানেযোগা' (১।১৩৬)।

(১) ইহা পাণিনির ১।১।৬৮ সূত্র।

আত্মন্তবদেকস্মিন্ (২)।
ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ (৩)।
সিদ্ধে সত্যারম্ভো নিয়মার্থঃ (৪)।
বার্ণাৎ প্রাকৃতম্ (৫)।
প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকয়োঃ প্রাকরণিকস্যৈব।
উপসর্গো ন ব্যবধায়ী।
পূর্ব্বং পূর্ব্বোত্তরপদয়োঃ কার্য্যং কার্য্যং পশ্চাৎ সন্ধিকার্য্যম্।
সংজ্ঞা ন সংজ্ঞান্তরবাধিকা।
অনিত্যো ণিচ্ চুরাদীনাম্।
ধাতবোঽনেকার্থাঃ (৬)।
গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ (৭)।

---

(২) ইহা পাণিনির ১।১।২১ সূত্র।

(৩) ইহা ৩।৩।১৩২ পাণিনীয় সূত্রের তাৎপর্য্য। উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ যেমন—'অস্য সূত্রস্য শাটকং বয়'। মহাভাষ্যে আছে—"কশ্চিৎ কঞ্চিৎ তন্তুবায়মাহ—'অস্য সূত্রস্য শাটকং বয়' ইতি। স পশ্যতি—'যদি শাটকো ন বাতব্যঃ, অথ বাতব্যো ন শাটকঃ শাটকো বাতব্যশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ভাবিনী খল্বস্য সংজ্ঞাভিপ্রেতা। স মন্যে বাতব্যো—যস্মিন্ উতে শাটক ইত্যেতদ্ ভবতি।' ইতি।" (১।১।৪৫)। আবার যেমন—'ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্' (উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃত প্রমাণ)। এ স্থলে বিবাহের পূর্ব্বেই পাত্রীকে ভার্য্যা বলা হইল। নগ্নিকাম্ অপ্রাপ্ত-বয়স্কাম্।

(৪) কাতন্ত্রসম্প্রদায়ে পরিভাষিত হইয়াছে—'সিদ্ধে সত্যারম্ভো বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকায় বিকল্পায় বা'। 'পূর্ব্বসিদ্ধং তু যৎ কার্য্যম্······' ইত্যাদি শ্লোক ৩৭১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

(৫) ইহার অনুরূপ পাণিনীয় পরিভাষা—'বার্ণাদাঙ্গং বলীয়ঃ'।

(৬) হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন—"ধাতুনামর্থনির্দ্দেশোঽয়ং নিদর্শনার্থমিতি সৌনাগাঃ। যদাহুঃ—ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোঽর্থো নিদর্শিতঃ।

প্রয়োগতোঽনুমাতব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ॥"

(ক্ষীরতরঙ্গিণী-চুরাদি ৩৯২ ধাতু)।

ক্ষীরস্বামীর পূর্ব্বে চান্দ্রধাতুপাঠের শেষে চন্দ্রগোমী লিখিয়াছেন—

'ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ।
প্রয়োগতোঽনুগন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ॥'

(৭) অন্যসম্প্রদায়ে উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বে গত্যর্থধাতবঃ প্রাপ্ত্যর্থা জ্ঞানার্থাশ্চ'।

নাম্নাং ব্যুৎপত্তিরব্যবস্থিতা।
সম্ভবে ব্যভিচারে চ বিশেষণমর্থবৎ (৮)।
দ্বৌ নঞৌ প্রকৃতমর্থং গময়তঃ (৯)।
ব্যাখ্যাতো বিশেষার্থপ্রতিপত্তিঃ (১০)।
ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রযোক্তব্যা (১১)।
যত্রান্যৎ ক্রিয়াপদং ন শ্রূয়তে তত্রাস্তির্ভবন্তীপরঃ প্রযুজ্যতে (১২)।
নামগ্রহণে প্রায়েণোপসর্গস্য ন গ্রহণম্।
বিচিত্রাঃ শব্দশক্তয়ঃ।
কিং হি বচনান্ন ভবতি (১৩)।
নানিষ্টার্থা শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ। (১৪)।
অন্তরঙ্গং বহিরঙ্গাৎ (১৫)।

---

(৮) পাণিনীয় সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে—সম্ভবব্যভিচারাভ্যাং স্যাদ্বিশেষণমর্থবৎ।

(৯) কেহ কেহ বলেন—'দ্বৌ নঞৌ প্রকৃতার্থং দ্যোতয়তঃ'। এ সম্বন্ধে বামন বলিয়াছেন —'সম্ভাব্যনিষেধনিবর্ত্তনে দ্বৌ প্রতিষেধৌ' (কাব্যালঙ্কার ৫।১।৯)।

(১০) পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি র্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্'। কেহ কেহ কিন্তু ইহাকে ব্যাড়ীয় পরিভাষা বলেন। ব্যাড়িবিরচিত পরিভাষাগ্রন্থেও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। (৫২ পরিভাষা)। দীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—'কেচিত্তু ব্যাখ্যানত ইত্যাদিপরিভাষা ব্যাড়িমুনিবিরচিতেত্যাহুঃ'। (গোল্ড্ষ্টুকার্প্রণীত 'পাণিনি'নামক গ্রন্থের ২১২ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

(১১) শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত'।

(১২) ইহার মূল মহাভাষ্যের বচন—'অস্তির্ভবন্তীপরঃ প্রথমপুরুষেঽপ্রযুজ্যমানেঽপ্যস্তি'। লটের পরিবর্ত্তে 'ভবন্তী' শব্দের প্রয়োগ থাকায় মনে হয় বচনটী পতঞ্জলিরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

(১৩) মীমাংসকেরা বলেন—'কিমিব বচনং ন কুর্য্যান্নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ'।

(১৪) শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—'ন হ্যনিষ্টার্থা শাস্ত্রে প্রক্লৃপ্তিঃ'। ভোজরাজপ্রণীত সরস্বতীকণ্ঠাভরণের হৃদয়হারিণীতে দণ্ডনাথ লিখিয়াছেন—'যঃ শব্দঃ শিষ্টানাং সাধুত্বেন নেষ্টঃ, তদর্থা শাস্ত্রপ্রবৃত্তি র্ন ভবতি (১।২।১২৩)।

(১৫) সীরদেবের পরিভাষাবৃত্তিতে লিখিত আছে—'অন্তরঙ্গবহিরঙ্গয়োরন্তরঙ্গং বলীয়ঃ'। নাগেশের গ্রন্থে ইহা ধৃত নহে। কারণ ভাগবৃত্তিকারাদির মতে 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে' এই পরিভাষার সাহায্যেই প্রয়োজনসিদ্ধি হইতে পারে। সম্বন্ধবার্ত্তিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য লিখিয়াছেন—

বিবক্ষাতঃ কারকাণি (১৬)।

কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিভাষা লইয়া এই সকল কারিকা বহুসম্প্রদায়ে শ্রুত হইয়া থাকে—

"বহিরঙ্গবিধিভ্যঃ স্যাদন্তরঙ্গবিধি র্বলী।
প্রত্যয়াশ্রিতকার্য্যং তু বহিরঙ্গমুদাহৃতম্॥
প্রকৃত্যাশ্রিতকার্য্যং স্যাদন্তরঙ্গমিতি ধ্রুবম্।
প্রকৃতেঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং স্যাদন্তরঙ্গতরং তথা॥
সাবকাশবিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী নিরবকাশকঃ।
কস্যচিদ্ ভিন্নকার্য্যস্য প্রথমে পরতস্তথা॥
সম্ভবেদ্ বিষয়ো যস্য স ভবেৎ সাবকাশকঃ।
আদৌ হি বিষয়ো যস্য পরতো ন হি সম্ভবেৎ॥
স পণ্ডিতগণৈরুক্তো বিধি র্নিরবকাশকঃ।
তথা সামান্যকার্য্যেভ্যো বিশেষকবিধি র্বলী॥
বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধি র্ভবেৎ।
অল্পঃ স্যাদ্ বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধি র্মতঃ॥
আগমাদেশয়ো র্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ।
প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্যাপি সম্বন্ধো যো ভবেদপি॥
তয়োরনুপঘাতী স্যাদাগমঃ স বুধৈ র্মতঃ।

'অন্তরঙ্গং হি বিজ্ঞানং প্রত্যঙ্‌মাত্রৈকসংশ্রয়াৎ।
বহিরঙ্গং তু কর্ম্ম স্যাদ্ বাহ্যদ্রব্যাশ্রয়ত্বতঃ॥'

আবার সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন—

'স্তনপত্রলতাং তস্যা বিভেদ পুলকোদ্গমঃ।
সত্যং যদন্তরঙ্গেণ বহিরঙ্গো নিরস্যতে।'

(১৬) ধারাধিপতি ভোজদেবের ব্যাকরণে এই পরিভাষাটী সূত্ররূপে পঠিত হইয়াছে। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ১।২।৬২)। উহার হৃদয়হারিণী বৃত্তিতে নারায়ণদণ্ডনাথ লিখিয়াছেন— 'প্রয়োক্তু র্বক্তু মিচ্ছয়া কর্ম্মাদীনি কারকাণি ভবন্তি। বিবক্ষা চ কুলবধূরিব ন লৌকিকীং প্রয়োগমর্য্যাদামতিক্রামতি।'

আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য বা* ॥
সকলেভ্যো বিধিভ্যঃ স্যাদ্ বলী লোপবিধিস্তথা।
লোপস্বরাদেশয়োস্তু স্বরাদেশো বিধির্বলী ॥"

ব্যাড়ির গ্রন্থে ৮৮টী পরিভাষা পাওয়া যায়। উহা মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু কলিকাতা রয়্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব্ বেঙ্গলে উহার হস্তলিখিত পুঁথি আছে। ৭ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বে পরিভাষার উপর কোনও বৃত্তি ছিল কি না তাহা বলা যায় না। ৯ খৃষ্টশতাব্দীতে দিগম্বরসম্প্রদায়ের অভিনব শাকটায়ন কতকগুলি শাস্ত্রসূচিত লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপক অব্যাপক জ্ঞাপকাদিযুক্ত এবং জ্ঞাপকাদিরহিত পরিভাষা সংগ্রহপূর্ব্বক 'পরিভাষাসূত্র'নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তারপর ৯-১০ খৃষ্টশতাব্দীতে কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ কতিপয় পরিভাষা লইয়া বৃত্তিসমেত একখানি পরিভাষাপাঠ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য, তবে কাতন্ত্রের প্রাচীনব্যাখ্যায় 'পরিভাষাবৃত্তি' বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ উপজীব্য করিয়া ভাবশর্ম্মকর্ত্তৃক 'কাতন্ত্রে পরিভাষাবৃত্তিঃ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইহার প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"ভাষ্যন্তে পরিতো যস্মাৎ পরিভাষাস্ততঃ স্মৃতাঃ।
তাসামর্থাঃ প্রয়োগাশ্চ লিখ্যন্তে ভাবশর্ম্মণা ॥"

একাদশ খৃষ্টশতাব্দীতে ভোজদেব তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণনামক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যাবতীয় পরিভাষা উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। হৃদয়হারিণীতে নারায়ণ দণ্ডনাথ ঐগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। ঐ অংশটী পৃথগ্‌ভাবে পরিভাষা বৃত্তিনামেও পরিচিত। Adyar গ্রন্থাগারের হস্তলিখিত পরিভাষাবৃত্তি ও মাদ্রাজের হস্তলিখিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ অবলম্বন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রিমহোদয় তাঁহার মঞ্জুষাপত্রিকায় পরিভাষাবৃত্তি প্রকাশ করেন। পরে ত্রিবাঙ্কুর

---

* আগমাদিসম্বন্ধে আপিশলীয় শ্লোক আছে—

"আগমোঽনুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দ্দনাৎ।
আদেশস্তু প্রসঙ্গেন লোপঃ সর্ব্বাপকর্ষণাৎ ॥"

প্রসঙ্গো নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ।

হইতে সরস্বতীকণ্ঠাভরণ মুদ্রিত হইয়াছে। ১২ খৃষ্টশতাব্দীতে শ্বেতাম্বর হেমচন্দ্র সূরি তাঁহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থে পূর্ব্বপ্রচলিত পরিভাষাসমূহের যোগবিভাগাদি দ্বারা ১৪৪টী পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে 'ন্যায়সংগ্রহ'নামক গ্রন্থে হেমহংসগণি ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ ও বৃহদ্‌বৃত্তি হইতে ১৪০টী পরিভাষা সংগ্রহপূর্ব্বক তদুপরি 'ন্যায়ার্থমঞ্জুষা' নামে টীকা করেন। গ্রন্থনির্ম্মাণের কালাদি-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীমদ্‌বিক্রমবৎসরে তিথিতিথৌ শুক্ল-দ্বিতীয়াতিথৌ পূর্ব্বাহ্নে মৃগলাঞ্ছনে মৃগশিরঃশৃঙ্গাগ্রশৃঙ্গারিণি। শুক্রস্যাহনি শুক্রমাসি নগরে শ্রীসাগরেঽহম্মদাবাদে নির্ম্মিতপূর্ত্তিরেষ জয়তাদ্ গ্রন্থঃ সুধীবল্লভঃ॥"

১২ খৃষ্টশতাব্দীতে বঙ্গদেশে পুরুষোত্তমদেবকর্ত্তৃক পাণিনীয় পরিভাষার উপর 'ললিতা' বা 'ললিতপরিভাষা' নামে একখানি বৃত্তি প্রণীত হয়। উহাতে ১১৫টী পরিভাষা আছে। পরে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে জৌমরসম্প্রদায়ের গোয়ীচন্দ্র ঔত্থাসনিক 'পরিভাষাসূত্র' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ১২৭টী পরিভাষা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে সীরদেব ১৩৩টী পাণিনীয় পরিভাষার উপর 'পরিভাষাবৃত্তি' প্রণয়ন করিয়াছেন। সীরদেবের এই গ্রন্থ চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দীয় মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। মানশর্ম্মা উহার উপর 'বিজয়া'নামে পরিভাষাটিপ্পনী লিখিয়াছেন। পতঞ্জলিচরিত-প্রণেতা রামভদ্রদীক্ষিত আবার 'পরিভাষাবৃত্তিব্যাখ্যা' নামে উহার একখানি বিবরণ করেন। ১৪ খৃষ্টশতাব্দীতে মিথিলায় পদ্মনাভদত্তের 'পরিভাষাবৃত্তি' প্রণীত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পর নীলকণ্ঠদীক্ষিত তাঁহার 'পরিভাষাবৃত্তি' প্রণয়ন করেন। উহাতে ১৪০টী পরিভাষা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে ভট্টোজিদীক্ষিতের পৌত্র এবং নাগেশভট্টের গুরু হরিদীক্ষিত পরিভাষাসম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন—'পরিভাষোপস্কার' এবং 'পরিভাষাটীকা'। তার পরেই নাগেশভট্ট পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অনুসরণ করিয়া 'পরিভাষেন্দুশেখর' প্রণয়ন করেন। ইহাতে ১৩২টী পরিভাষা আছে। পরিভাষেন্দুশেখরের উপর নানাবিধ টীকা টিপ্পনী * প্রণীত হইয়াছে।

---

* (১) নাগেশশিষ্য বৈদ্যনাথপায়গুণ্ডপ্রণীত গুরুলঘুক্রমে কাশিকা এবং গদা। (২) ভৈরবমিশ্রপ্রণীত ভৈরবীব্যাখ্যা। (৩) চিক্কপশর্ম্মপ্রণীত বিষমী (৪) পায়গুণ্ডশিষ্য মন্নু (মন্নু)-দেবপ্রণীত দোষোদ্ধার। (৫) পায়গুণ্ডপ্রশিষ্য রাঘবেন্দ্রাচার্য্যপ্রণীত ত্রিপথগা। (৬) তাত্যাশাস্ত্রি-

পূর্ব্বে চান্দ্রপরিভাষার উল্লেখ করিতে ত্রুটি হইয়াছে। ডাঃ বেল্‌ভেল্‌কর্ বলেন যে, চান্দ্রপরিভাষা পাওয়া যায় না। এ কথা ঠিক নহে। কারণ "Konkordanz Panini-Candra" নামক গ্রন্থে জার্ম্মণ্‌পণ্ডিত ডাঃ ব্রুণো লিবিক্ কর্তৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৮৬টীচান্দ্রপরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। তবে উহাদের উপর কোনও বৃত্তি পাওয়া যায় না।

বিধি। বৈয়াকরণেরা বলেন—'অত্যন্তাপ্রাপ্তার্থপ্রতিপাদকত্বে সতি সাক্ষাৎ সাধুত্ববিধায়কশাস্ত্রত্বং বিধিসূত্রত্বম্', যেমন—'ইকো যণচি'। গৌতম বলিয়াছেন—'বিধি র্বিধায়কঃ' (২।১।৬৩)। ইহাতে বলা হইল—'বিধানং বিধিরপ্রাপ্তে প্রাপকঃ'। বিধি লইয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ'। নির্ব্বচনটী মীমাংসাশাস্ত্রের সত্য, কিন্তু ব্যাকরণেও উহা প্রযোজ্য। বিধি দ্বিবিধ—বর্ণোৎপাদনরূপ এবং অভাবরূপ। আদেশ এবং আগম ভেদে বর্ণোৎপাদনরূপ বিধি আবার দ্বিবিধ হইতে পারে। আদেশবিধি যেমন—"জসঃ শী" (৭।১।১৭) এবং আগম বিধি যেমন—"আমি সর্ব্বনাম্নঃ সুট্" (পা০ ৭।১।৫২)। নাশ ও নিষেধ ভেদে অভাবরূপবিধিও দ্বিবিধ। নাশবিধি যেমন—"লোপঃ শাকল্যস্য" (পা০ ৮।৩।১৯) এবং নিষেধবিধি যেমন—"ন পদান্তাট্টোরনাম্" (পা০ ৮।৪।৪২)।

নিয়ম। বৈয়াকরণেরা বলেন—'সাক্ষাদিতরব্যাবর্ত্তকশাস্ত্রত্বং নিয়মসূত্রত্বম্', যথা—'পতিঃ সমাস এব' (১।৪।৮)। অভিযুক্তগণ বলেন—"সামান্যপ্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ" (রামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাস)। কলাপচন্দ্রে সুষেণবিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"বিধীনাং নিত্যপ্রবৃত্তৌ সত্যাং যেন নিয়ম্যতে স নিয়মঃ। তথাহি—

প্রণীত ভূতি। (৭) অম্বাকর্ত্রী-নাম্নী টীকা। (৮) ব্রহ্মানন্দসরস্বতীর চিৎপ্রভা। (৯) শিবদত্তশর্ম্মদাধিমথপ্রণীত বিভূতি। ইত্যাদি।

গদাসমেত পরিভাষেন্দুশেখর পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রম যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাত্যাশাস্ত্রীর মুদ্রিত 'ভূতি' পাওয়া যায়। সম্প্রতি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জয়দেবমিশ্রের 'বিজয়া' কাশীস্থ বিদ্যাবিলাস যন্ত্রালয় হইতে মূলসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

টেয়োডোর্ গোল্ড্‌ষ্টুকের্ (Theodor Goldstücker) কর্তৃক রচিত 'পাণিনি' নামক গ্রন্থের ১১০—১১১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এই তিনখানি গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় আছে—'পাণিনিমতানুগামিনী পরিভাষা', 'পরিভাষার্থ-সংগ্রহ-ব্যাখ্যাচন্দ্রিকা' এবং 'লঘুপরিভাষাবৃত্তি'। শুনা যায়, প্রথম গ্রন্থে ১২৩টী এবং তৃতীয় গ্রন্থে মাত্র ২৮টী পরিভাষা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

'পঞ্চাদৌ ঘুড়ি'ত্যনেন নিত্যং সর্ব্বস্মিন্নেব লিঙ্গে ঘুট্ত্বপ্রাপ্তৌ জস্‌শসাবিত্যনেন নিয়ম্যতে।" অতএব সামান্যবিধির প্রাপ্তি থাকিলেও যে বিশেষবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারই নাম নিয়ম। যেমন—"জস্‌শসৌ নপুংসকে" (কাতন্ত্র—চ ৪) ইহা একটী নিয়ম সূত্র। কারণ "পঞ্চাদৌ ঘুট্" (কাতন্ত্র—চ ৩) এই সূত্রবলে নপুংসকলিঙ্গে জসের ঘুট্ত্ব সিদ্ধ হইলেও "জস্‌শসৌ..." (চ ৪) ইত্যাদি বিধি নিয়মার্থ পঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরিভাষাও আছে—"সিদ্ধে সত্যারম্ভো বিধি নিয়মায় জ্ঞাপকায় বিকল্পায় বা" (মুগ্ধবোধ টীকা ১৮৭)। উক্ত নিয়মসূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, নপুংসকলিঙ্গে সি (সু), ঔ, অম্, ঔ—এই চারিটী বিভক্তির আর ঘুট্‌সংজ্ঞা হইবে না। কাতন্ত্রের ঘুট্‌কে পাণিনীয় সম্প্রদায়ে সর্ব্বনামস্থান বলে। নিয়মবিধি দ্বিবিধ হইতে পারে, যেমন—প্রকৃতিনিয়ম ও প্রত্যয়নিয়ম। 'এব'-শব্দের প্রয়োগ হইতে ইহা সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈয়াকরণগণও বলেন—"প্রত্যয়াৎ পরং শ্রূয়মাণ এবশব্দঃ প্রকৃতিনিয়মং গময়তি। প্রকৃতেঃ পরং শ্রূয়মাণ এবশব্দঃ প্রত্যয়নিয়মং গময়তি।"

মীমাংসাচার্য্য কুমারিলভট্ট বলেন—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তে নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তে পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায়—পাক্ষিকপ্রাপ্তিস্থলে যে বিধান তাহার নাম নিয়ম ও যুগপৎপ্রাপ্তিস্থলে যে বিধান তাহার নাম পরিসংখ্যা। ব্যাকরণে পাক্ষিকপ্রাপ্তি ও যুগপৎপ্রাপ্তিরূপ অবান্তরভেদ স্বীকৃত হয় না, ফলে শাস্ত্রান্তরসম্মত নিয়ম ও পরিসংখ্যা ব্যাকরণশাস্ত্রে নিয়ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণে নিয়ম বলিতে সাধারণতঃ মীমাংসার পরিসংখ্যা বুঝিতে হয়। মহর্ষি পাণিনি সূত্র করিলেন—'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' (১।২।৪৫)। এই সূত্রানুসারে সমাস ও বাক্য উভয়েরই প্রাতিপদিকসংজ্ঞার প্রাপ্তি হইল। তাহার পর তিনি সূত্র করিলেন—'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (১।২।৪৬)। ইহার দ্বারা যুগপৎ সমাস ও বাক্যে প্রসক্ত প্রাতিপদিকসংজ্ঞা সমাসে নিয়মিত হইল। এস্থলে প্রাতিপদিক-সংজ্ঞার বিকল্পে প্রাপ্তি হয় নাই বলিয়া মীমাংসার মতে ইহা নিয়ম নহে, পরিসংখ্যা। ব্যাকরণের মতে কিন্তু ইহা নিয়ম।

অতিদেশ। বৈয়াকরণেরা বলেন—'সাক্ষাৎসাদৃশ্যগ্রাহকশাস্ত্রমতিদেশ-সূত্রম্,' যেমন—'স্থানিবদাদেশোঽনল্‌বিধৌ' (১।১।৫৬), 'সখ্যুরসংবুদ্ধৌ'

(৭।১।৯২) ইত্যাদি। অভিযুক্তগণ বলেন—'অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপণমতিদেশঃ'। অধিকরণন্যায়মালার টীকায় উক্ত হইয়াছে—

'অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্ম্মসংহতেঃ।
অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে॥'
'প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মাৎ তৎ সমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মোপদেশো যেন স্যাদতিদেশঃ স উচ্যতে॥'
(জৈ° ন্যা° অ° ৭।১।১।১)।

অতএব একস্থানের নিমিত্ত প্রণীত ধর্ম্মের কার্য্যদ্বারা অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে তাহাকে অতিদেশ বলে, যেমন—'অক্ষয্যোদকদানং ত্বর্ঘ্যদানবদিষ্যতে' অর্থাৎ অর্ঘ্যদানের ন্যায় অক্ষয্যোদকদান অভিপ্রেত। সুতরাং এস্থলে অর্ঘ্যদানের ন্যায় অক্ষয্যোদকদানের পৃথক্ দানরূপ ধর্ম্মের অতিদেশ হইল। অতিদেশ প্রায়শঃ ইব-বৎ-প্রভৃতি শব্দদ্বারা নিরূপিত হয়। বৈদিক কর্ম্মের ন্যায় লৌকিককর্ম্মে এবং মীমাংসাশাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণশাস্ত্রেও অতিদেশের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণে চারিপ্রকার অতিদেশের প্রয়োগ দেখা যায়—(১) কার্য্যাতিদেশ, (২) নিমিত্তাতিদেশ, (৩) সংজ্ঞাতিদেশ, (৪) রূপাতিদেশ। পাণিনীয়তন্ত্রে 'কর্ম্মবৎ কর্ম্মণা তুল্যক্রিয়ঃ' (৩।১।৮৭), 'পুংবৎ কর্ম্মধারয়জাতীয়দেশীয়েষু' (৬।৩।৪২) প্রভৃতি সূত্র কার্য্যাতিদেশের উদাহরণস্থল। 'গোতো ণিৎ' (পা° ৭।১।৯০) এই সূত্রটী নিমিত্তাতিদেশ। যদিও উহাতে 'ইব' বা 'বৎ' শব্দ দৃষ্ট নহে, তথাপি উহা অতিদেশ। এ সম্বন্ধে মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন—'স তর্হি বতিনির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ, ন হ্যন্তরেণ বতিমতিদেশো গম্যতে। অন্তরেণাপি বতিমতিদেশো গম্যতে, তদ্‌যথা—এষ ব্রহ্মদত্তঃ। অব্রহ্মদত্তং ব্রহ্মদত্ত ইত্যাহ, তেন মন্যামহে ব্রহ্মদত্তবদয়ং ভবতীতি। এবমিহাপ্যণিতং ণিদিত্যাহ, ণিদ্বদিতি গম্যতে।' সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজি দীক্ষিতও তাৎপর্য্যতঃ পতঞ্জলির অনুসরণ করিয়াছেন। 'বহুগণবতুডতি সংখ্যা' (১।১।২৩) এই পাণিনীয় সূত্রটীকে সংজ্ঞাতিদেশের উদাহরণ বলা যাইতে পারে। 'ইণো গা লুঙি' (২।৪।৪৫) এই পাণিনীয় সূত্রের উপর 'ইণ্‌বদিকঃ' এই বার্ত্তিকটী রূপাতিদেশের উদাহরণ। 'স্ত্রিয়াং চ' (৭।১।৯৬) ইত্যাদি সূত্রের মহাভাষ্যে রূপাতিদেশ দৃষ্ট হইবে।

যে চারিটী অতিদেশ উদাহৃত হইল তৎসমুদায় মীমাংসাশাস্ত্রে ও ব্যাকরণশাস্ত্রে উভয়ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রে শাস্ত্রাতিদেশ নামক আরও

একপ্রকার অতিদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাকরণে কিন্তু উহা কার্য্যাতিদেশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য 'তৃজ্‌বৎ ক্রোষ্টুঃ' (৭।১।৯৫) এই পাণিনীয়-সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কৈয়ট বলিয়াছেন—"কার্য্যাতিদেশস্তু শাস্ত্রাতিদেশাদভিন্নত্বাৎ পৃথঙ্‌ নোপন্যস্তঃ"। লঘুশব্দেন্দুশেখরে নাগেশভট্ট কৈয়টকে অনুসরণপূর্ব্বক যুক্তি-দ্বারা তাঁহার মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন (অচ্‌সন্ধি পৃষ্ঠা ৮৯-৯০, কাশী-সংস্করণ)। কোনও কোন সম্প্রদায়ের মতে অতিদেশ ছয়প্রকার—শাস্ত্রাতিদেশ, কার্য্যাতিদেশ, নিমিত্তাতিদেশ, ব্যপদেশাতিদেশ, তাদাত্ম্যাতিদেশ, এবং রূপাতিদেশ। "স্থানিবদা-দেশোঽনল্‌বিধৌ" (পা০ ১।১।৫৬) সূত্রের শব্দকৌস্তুভে অতিদেশের বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পরিভাষা আছে—'আতিদেশিকমনিত্যম্‌' অর্থাৎ অতিদেশলব্ধ কার্য্য অনিত্য। সেইজন্য কোনও কোন শিষ্টপ্রয়োগে অতিদেশের বাধও দৃষ্ট হয়; যেমন—'ইণ্‌বদিকঃ' (২।৪।৪৫।১) এই বার্ত্তিকানুসারে ইক্‌ধাতুর কার্য্য সর্ব্বত্র ইণ্‌ধাতুর ন্যায় হওয়া উচিত, কিন্তু ভট্টিকাব্যে লিখিত আছে—

"সুতোঽপি গঙ্গাসলিলৈঃ পবিত্রা সহাশ্বমাত্মানমনল্পমন্যুঃ।
সসীতয়ো রাঘবয়োরধীয়ঞ্ছ্বসন্‌ কতুষ্ণং পুরমাবিবেশ॥" (৩।১৮)।

অধীয়ন্‌ সংস্মরন্‌। 'অধীয়ন্‌' এস্থলে 'আতিদেশিকমনিত্যম্‌' এই পরিভাষানুসারে শতৃপ্রত্যয় পরে থাকিলেও ইক্‌ধাতুস্থানে য আদেশ হয় নাই, কারণ য আদেশ হইলে 'অধিয়ন্‌' এইরূপ পদ হইত। অন্যত্র আবার শতৃ পরে ইণ্‌ধাতুস্থানে য দেখা যায়, যেমন—'উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশম্‌'।

'অতিদেশ'স্থলে কেহ কেহ 'প্রতিষেধ'শব্দ পাঠ করেন। প্রতিষেধ অর্থাৎ নিষেধ। নিষেধও বিধিবিশেষ। শূলপাণি বলিয়াছেন—"সামান্যশাস্ত্রপ্রাপ্ত্যুপ-জীবী স হি নিষেধবিধি র্বক্তব্যঃ। ইতরথাঽবিধানাদেব নিষেধপ্রাপ্তেরপ্রাপ্ত-প্রাপকত্বরূপং বিধিত্বঞ্চ ন স্যাৎ, তথা চোপজীব্যবাধাপত্তেরেব বিধানাসম্ভবঃ।" (শ্রাদ্ধবিবেক ৮২)। নিষেধকে বিধির অন্তর্গত করিলে অতিদেশ বলিবার অবকাশ থাকে। সেইজন্য শ্লোকে আমরা 'প্রতিষেধ'পাঠের পরিবর্ত্তে 'অতিদেশ'-পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। কোনও কোন সম্প্রদায়ে কিন্তু অতিদেশের স্থানে 'প্রতিষেধ' বলিয়া তাঁহারা আরও একটী কারিকা পাঠ করেন—

"অতিদেশোঽনুবাদশ্চ বিভাষা চ নিপাতনম্‌।
এতচ্চতুষ্টয়ং জ্ঞাত্বা দশধা সূত্রমুচ্যতে॥"

অধিকার। বৈয়াকরণেরা বলেন—'স্বদেশে লক্ষ্যসংস্কারকবাক্যার্থবোধাজনকত্বে সতি বিধিশাস্ত্রৈকবাক্যতাপন্নলক্ষ্যসংস্কারকবাক্যার্থবোধজনকত্বমধিকারসূত্রত্বম্'; যেমন—'অঙ্গস্য' (৬।৪।১), 'অলুগুত্তরপদে' (৬।৩।১) ইত্যাদি। অধিকারসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—"পূর্ব্বসূত্রোপাত্তপদাদেরুত্তরত্র সূত্রেষ্বনুবর্ত্তনমধিকারঃ"। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বসূত্রস্থপদাদেরন্যত্রোপস্থিতিরধিকারঃ"। কলাপের বিশ্বেশ্বরটীকায় উক্ত হইয়াছে—"বক্ষ্যমাণার্থসংক্ষেপায় কার্য্যিকার্য্যনিমিত্তানাং যদুদীরণং সোঽধিকারঃ। তথা চ—

কার্য্যিকার্য্যনিমিত্তানাং পদানাং যদুদীরণম্।
বক্ষ্যমাণার্থসংক্ষেপাদধিকারঃ স উচ্যতে ॥"

(কাতন্ত্র আখ্যাত—৩।১)।

মুগ্ধবোধের টীকায় উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বসূত্রস্থিতপদস্য পরসূত্রেষূপস্থিতিরধিকারঃ"। এ সকল কথার নিষ্কর্ষ এইরূপ—পরবর্ত্তিসূত্রে পূর্ব্বসূত্রস্থ পদের অনুবর্ত্তন হইলে অর্থবিবৃতির জন্য যে পূর্ব্বসূত্রের উল্লেখ করা হয় তাহাই অধিকার সূত্র, যেমন—'অব্যয়ীভাবঃ' (২।১।৫), 'তৎপুরুষঃ' (২।১।২২) ইত্যাদি।

অধিকার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কোনও অধিকার শাস্ত্রের যে কোনও স্থানে থাকিয়া গৃহস্থিত প্রদীপের ন্যায় সমস্ত শাস্ত্রে স্বার্থ বিস্তার করে, যেমন—'ষষ্ঠী স্থানেযোগা' (১।১।৪৯)। কোনও অধিকার শৃঙ্খলবদ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় প্রসঙ্গবিশেষকে আকর্ষণ করে, যেমন—'অভিনিবিশশ্চ' (১।৪।৪৭)। এই সূত্রের চকারলব্ধ অধিকার 'আধারোঽধিকরণম্' (১।৪।৪৫) সূত্রস্থিত আধারপদকে আকর্ষণ করিতেছে। কোনও অধিকার আবার অনির্দ্ধারিত সম্বন্ধবিশেষকে নিরূপণ করিয়া থাকে, যেমন—'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১)। সেইজন্য মহাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"অধিকারো নাম ত্রিপ্রকারঃ। কশ্চিদেকদেশস্থঃ সর্ব্বং শাস্ত্রমভিজ্বলয়তি যথা প্রদীপঃ সুপ্রজ্বলিতঃ সর্ব্বং বেশ্মাভিজ্বলয়তি। অপরোঽধিকারো যথা রজ্জ্বায়সা বা বদ্ধং কাষ্ঠমনুকৃষ্যতে তদ্বদনুকৃষ্যতে চকারেণ। অপরোঽধিকারঃ প্রতিযোগং তস্যানির্দ্দেশার্থ ইতি যোগে যোগ উপতিষ্ঠতে।" (১।১।৪৯ সূত্রীয় ভাষ্য)।

দৃষ্টিবিশেষে আবার অধিকার ত্রিবিধ—

"সিংহাবলোকিতং চৈব মণ্ডূকপ্লুতমেব চ।
গঙ্গাপ্রবাহবচ্চাপি হ্যধিকারস্ত্রিধা মতঃ ॥"

মুগ্ধবোধের টীকায় দুর্গাদাস একটী প্রাচীন কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোত ইতি খ্যাতো হ্যধিকারাস্ত্রয়ো মতাঃ॥" (সন্ধি ২১)।

কিন্তু কালাপকগণের মতে অধিকার চারিপ্রকার—

"গোযূথং সিংহদৃষ্টিশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোতঃপ্রবাহশ্চ হ্যধিকারশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"গোযূথবদধিকারাঃ। তদ্‌যথা—গোযূথমেকদণ্ডপ্রঘট্টিতং সর্ব্বং সমং ঘোষং গচ্ছতি। তদ্বদধিকারাঃ।" (৪।২।৭০ সূত্রীয় ভাষ্য)। অতএব গোযূথাধিকার ত্যাজ্য হইতে পারে না। "তদস্মিন্নস্তীতি দেশে তন্নাম্নি" (৪।২।৬৭), "তেন নির্বৃত্তম্" (৪।২।৬৮), "তস্য নিবাসঃ" (৪।২।৬৯), "অদূরভবশ্চ" (৪।২।৭০)—এই চারিটী পাণিনীয়সূত্রের সমাবেশে গোযূথাধিকার হইয়াছে। কালাপকগণও বলেন—'যথৈকস্য গোরনুমার্গেণ বহবো গচ্ছন্তি তথৈকস্যাধিকারস্যানুমার্গেণ যদা বহবোঽধিকারাঃ প্রবর্ত্তন্তে স গোযূথ উচ্যতে' (নাম ২০৫ টীকা)। অর্থাৎ একটী গরুর অনুমার্গে যেমন বহু গরু গমন করে, সেইরূপ একটী সূত্রের অনুমার্গে বহু সূত্র অনুবর্ত্তন করিলে তাহাকে গোযূথাধিকার বলে।

গোযূথাধিকারকে গড্ডালিকাপ্রবাহাধিকার বলা সঙ্গত নহে। কারণ গোযূথে অনিষ্টমার্গানুসরণের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু গড্ডালিকাপ্রবাহে উহা লব্ধ-প্রসারা। গড্ডারিকা গড্ডলিকা এবং গড্ডরিকা—গড্ডালিকার অর্থেই প্রযুক্ত হয়। ইহা লইয়া বাচস্পত্যে উক্ত হইয়াছে—"গড্ডালিকানামবীনাং সঙ্ঘাদেকা চেন্নদ্যাদৌ পততি তদা তৎসঙ্ঘান্তর্গতাঃ সর্ব্বা বার্য্যমাণা অপি তত্র পতন্তীতি লোকপ্রসিদ্ধ্যা যত্র বার্য্যমাণানামপি অনিষ্টমার্গে ধাবনং তত্রাস্য প্রবৃত্তিঃ"।

সিংহাবলোকনন্যায় লোকতঃ প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"সিংহো যথা কঞ্চিদ্ মৃগং হত্বাঽগ্রে গচ্ছন্নন্যোঽপি কশ্চিদ্ মৃগশ্চেৎ স্যাৎ তদা তমপি হন্যামিতি বুদ্ধ্যা পৃষ্ঠদেশাবলোকনং পুরোদেশাবলোকনং চ করোতি হন্তি চ দৃষ্টিপথমাগতং মৃগাদিকমিতি প্রসিদ্ধং তথৈকস্য শব্দস্য পুরতঃ পৃষ্ঠে চ যত্রো-ভয়োরন্বয়স্তত্রাস্য প্রবৃত্তিঃ।" এই লৌকিক ন্যায় হইতেই উক্ত অধিকারের সিংহাবলোকন নাম হইয়াছে।

'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (১।১।৭১) এই পাণিনীয়সূত্রের দ্বারা বিধান করা হইয়াছে যে, আদিবর্ণ ইৎসংজ্ঞক অন্ত্যবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া আদি ও মধ্যবর্ত্তী বর্ণসমূহের সংজ্ঞা নিরূপিত হইবে, যেমন—'অণ্'সংজ্ঞাদ্বারা অ ই উ এই তিনটী বর্ণেরই সংগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ত্য (হল্) বর্ণ যে ইৎসংজ্ঞক হইবে তাহা উক্ত ১।১।৭১ সূত্রের অনেক পরে 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) সূত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) সূত্রটী ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (১।১।৭১) এই সূত্রের সহিত এবং ইহার পরবর্ত্তী 'ইজাদেশ্চ……' (৩।১।৩৯), 'ঝলাং জশ্ ঝশি' (৮।৪।৫৩) প্রভৃতি সূত্রের সহিত সম্বন্ধ আছে। সুতরাং 'হলন্ত্যম্' (১।৩।৩) এই পাণিনীয় সূত্রটীকে সিংহাবলোকনাধিকারের উদাহরণস্থল বলিতে হইবে।

মণ্ডূক (ভেক) একস্থান হইতে অন্যস্থানে উল্লম্ফন করে—ইহা লোকে সুপ্রসিদ্ধ। মণ্ডূকের এইরূপ ধর্ম্ম বা গতি দেখিয়া পদার্থবিবেচক আচার্য্যগণ তৃতীয় অধিকারকে মণ্ডূকপ্লুতি বলিয়াছেন। মণ্ডূকপ্লুতি অর্থাৎ মণ্ডূক-প্লুতাধিকার বা মণ্ডূকোৎপ্লবনাধিকার। যদি কোনও সূত্রস্থপদ তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী একটি বা ততোঽধিক সূত্রকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য কোনও সূত্রে অনুবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ পদকে মণ্ডূকপ্লুতির উদাহরণস্থল বলিতে হইবে। 'ইকো যণচি' (৬।১।৭৭) সূত্রের 'অচি'পদ মণ্ডূকপ্লুতিন্যায়ে 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬।১।১২৩) সূত্রে এবং 'তাবতিথং গ্রহণমিতি লুগ্বা' (৫।২।৭৭) এই সূত্রের 'বা' শব্দ মণ্ডূকপ্লুতিন্যায়ানুসারে 'শ্রোত্রিয়ংশ্ছন্দোঽধীতে' (৫।২।৮৪) সূত্রে অনুবৃত্ত হইয়াছে। 'ইকো গুণবৃদ্ধি' (১।১।৩) এই সূত্রটীতেও মণ্ডূকগত অধিকার বুঝিতে হইবে। (১।১।১।৩।২ বার্ত্তিকভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

গঙ্গা যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ যদি কোন সূত্রের অধিকার অবিচ্ছিন্নভাবে অনুবৃত্ত হয় তাহা হইলে উহাকে গঙ্গাস্রোতঃ-প্রবাহাধিকার বলে। অষ্টাধ্যায়ীর দ্বিতীয়াধ্যায়স্থিত প্রথম পাদের 'অব্যয়ী-ভাবঃ' (২।১।৫) সূত্রের অধিকার অব্যয়ীভাবসমাসপ্রকরণের 'অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্' (২।১।২১) এই একবিংশতিতম সূত্র পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অনুবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ইহা গঙ্গাস্রোতঃপ্রবাহাধিকারের উদাহরণস্থল। আবার যেমন—উক্ত অধ্যায়ের ঐ পাদস্থিত 'তৎপুরুষঃ' এই ২২সংখ্যক সূত্রের অধিকার তৎপুরুষসমাসপ্রকরণের প্রারম্ভ হইতে 'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ'

এই ৭২সংখ্যক সূত্র পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অনুবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ইহাও গঙ্গাস্রোতঃপ্রবাহাধিকারের অন্যতম উদাহরণ।

কেহ কেহ বলেন, উদ্দেশাদি চারিটী উপায়েও সূত্রের প্রকারতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ উক্তি আছে—

"উদ্দেশোঽথ বিভাগশ্চ লক্ষণং চ ত্রিধা মতম্।
পরীক্ষা চ চতুর্দ্ধেতি ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রচক্ষতে॥"

তন্মধ্যে উদ্দেশ অর্থাৎ নিরূপণীয় পদার্থের নামতঃ উল্লেখ বা উপদেশ। বিভাগ অর্থাৎ উল্লিখিত বা উপদিষ্ট পদার্থের অবান্তরসংজ্ঞাদ্বারা বিভাগ। অসাধারণ ধর্ম্মই লক্ষণ। ইহা একটী পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ বুঝিবার উপযুক্ত ধর্ম্ম। পরীক্ষা বিচারবিশেষ। উক্ত হইয়াছে—"পরীক্ষা নাম সন্দিগ্ধে বস্তুনি প্রমাণেন তত্ত্বপরীক্ষায়াং তদনুকূলো বাক্যকদম্বঃ। এষ খলু বিচার ইতি কথ্যতে।" ইহা সংশয়কালে একপক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক অন্যপক্ষস্থাপনের উপায়বিশেষ বলিয়া কথিত। দুর্গবাক্যপ্রবোধে কুলচন্দ্র উক্ত শ্লোকটীর উপর নির্ভর করিয়া কলাপের 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' সূত্রটীকে উদ্দেশসূত্র বলিয়াছেন, কিন্তু সুষেণবিদ্যাভূষণ উহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, সূত্রের এরূপ বিভাগ অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ। আমাদের মতে শাস্ত্রপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে, উহা সূত্রের প্রকারতানির্দ্দেশক নহে। মুগ্ধবোধের প্রমোদজননীকার রামতর্কবাগীশও এই মতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন।

সূত্রসম্বন্ধে ভগবতী স্মৃতির ঘোষণা আছে—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥
উৎসর্গেণাপবাদেন দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
সূত্রেষ্বেব হি তৎ সর্ব্বং যদ্‌বৃত্তৌ সমুদাহৃতম্॥
সূত্রং ব্যাসশ্চ তথা তথোদাহরণং নৃপ।
প্রত্যুদাহরণং চৈব চতুরঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্॥
বাক্যং চৈবার্থবাক্যার্থঃ পদার্থঃ পদমেব চ।
চতুরঙ্গমিদং বেদ তথৈবান্যৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তমুপসংহার এব চ।
তথা নিগমনং চৈব পঞ্চাবয়বমিষ্যতে ॥"
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—৫।৩)।

সূত্রের উপর অনেক ব্যাখ্যানগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। ব্যাখ্যানের স্বরূপ লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ইহাতে উদাহরণ প্রত্যুদাহরণ এবং বাক্যাধ্যাহার* থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রান্তরে উহার লক্ষণ লইয়া উক্ত হইয়াছে—

"উপোদ্‌ঘাতঃ পদং চৈব পদার্থঃ পদবিগ্রহঃ।
চালনা প্রত্যবস্থা চ ব্যাখ্যা তন্ত্রস্য ষড়্‌বিধা ॥"

কলাপচন্দ্রে কবিরাজ বলেন, ব্যাখ্যানার্থ গুরুসমীপে উচ্চারণের নাম উপোদ্‌ঘাত। ভট্টপাদের তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিত আছে—

"চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং প্রচক্ষতে।
প্রসক্তানুপ্রসক্তাদি প্রস্তুতাদুপজায়তে ॥" (২।১।১)।

সুপ্রাচীন মাঠরাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্থানং নিমিত্তং বক্তা চ শ্রোতা শ্রোতৃপ্রয়োজনম্।
সম্বন্ধাত্বভিধানং চ হ্যুপোদ্‌ঘাতঃ স উচ্যতে ॥"
(সাংখ্যকারিকা—মাঠরবৃত্তি ১)।

শব্দের বিশ্লেষণদ্বারা প্রকৃতিবিভক্তিপ্রদর্শনকে পদার্থ বলে। ছায়ায় লিখিত আছে—'যোঽর্থোঽবিকৃতসূত্রপদে স পদার্থঃ'। সমস্তপদের বিভাগকথনই পদ-বিগ্রহ। প্রকৃতিপ্রত্যয়দ্বারা লব্ধপদের আদেশকে চালনা বলে। প্রয়োজন দেখাইয়া চালিতপদের স্থাপনাই প্রত্যবস্থা। এ সকল কথা ঊহন দ্বারা সমাধান করিতে হইবে। ব্যাখ্যানসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—

"উদাহৃতিঃ পদকৃতিঃ পদার্থানাং বিবেচনম্।
তন্ত্রাণাং ত্রিবিধা ব্যাখ্যা শিশূনাং শীঘ্রবোধনী ॥" (প্রয়োগরত্নমালা)।

ব্যাখ্যা অর্থাৎ ব্যাখ্যান। পরাশরোপপুরাণে ব্যাখ্যানের পাঁচভাগ কল্পনাপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি র্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" (১৮ অধ্যায়)।

* হরিনামামৃত ব্যাকরণে উক্ত হইয়াছে—'গম্যমানার্থস্য বাক্যস্যোপাদানং বাক্যাধ্যাহারঃ' (আ০ ৭৬২, ১ম খণ্ড ৫৮৭ পৃ০)।

াকটী শ্রীতত্ত্বনিধির ৩৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বাক্যযোজনাদ্বারা পদ-ছেদের কার্য্য হয় বলিয়া অনেকস্থলেই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। াক্যযোজনাচ্ছলে পদের অর্থ করা যায়, সেইজন্য অনেকেই আর পৃথগ্‌ভাবে াদের অর্থনির্দ্দেশ করেন নাই। স্থলবিশেষে আক্ষেপের সমাধান করিবার ান্য একাধিক কল্প নির্দ্দিষ্ট হইলেও শেষকল্পটীই সাধারণতঃ সমীচীন বলিয়া ৃহীত হয়।

সূত্রের ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে ভগবতী স্মৃতি বলিয়াছেন—

"আরম্ভোঽথাপি সম্বন্ধঃ সূত্রার্থস্তদ্‌বিশেষণম্।
চোদকং পরিহারশ্চ ব্যাখ্যা সূত্রস্য ষড়্‌বিধা॥
বিস্তরোক্তং মতিং হন্তি সমাসোক্তং ন গৃহ্যতে।
সমাসবিস্তরৌ হিত্বা বক্তব্যং যদ্‌বিবক্ষিতম্॥
অপার্থং ব্যাহতং চৈব পুনরুক্তং তথৈব চ।
তথা বিভিন্নসংস্থানং যুক্তিহীনং বিবর্জ্জয়েৎ॥
ক্রমভেদো বিভক্তশ্চ গুরুসূত্রং তথৈব চ।
অভিধানস্য চান্যত্বং নৈতানি স্যুরকারণাৎ॥
পূর্ব্বং কৃত্বা পদচ্ছেদং সমাসং তদনন্তরম্।
সমাসে তু কৃতে পশ্চাদর্থং ব্রূয়াদ্বিচক্ষণঃ॥
সূত্রার্থশ্চ পদার্থশ্চ হেতুশ্চ ক্রমশস্তথা।
নিরুক্তমথ বিন্যাসো ব্যাখ্যা যোগস্য ষড়্‌বিধা॥
উপোদ্ঘাতঃ প্রথমতঃ পদার্থঃ পদবিগ্রহৌ।
অবিমর্শঃ প্রত্যবস্থা ব্যাখ্যা তন্ত্রস্য ষড়্‌বিধা॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-৩।৫)।

সূত্র ও ব্যাখ্যান সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের যথাযথ জ্ঞান আবশ্যক। এই সকল শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক উদ্দ্যোতচ্ছায়ায় বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড লিখিয়াছেন—"তত্র যমর্থমধিকৃত্যোচ্যতে তদধিকরণম্। যেন বাক্যার্থো যুজ্যতে স যোগঃ। যোঽর্থোঽবিকৃতসূত্রপদে স পদার্থঃ। যদন্যদ্‌যুক্তিমদর্থস্য সাধনং স হেত্বর্থঃ। সমাসবচনমুদ্দেশঃ। বিস্তরবচনং নির্দ্দেশঃ। এবমেবেত্যুপদেশঃ। অনেন কারণেনেত্যপদেশঃ। প্রকৃতস্যানাগতেন সাধনং প্রদেশঃ। অতিক্রান্তেনা-তিদেশঃ। অভিপ্রায়ানুকর্ষণমপবর্গঃ। যেনার্থঃ পরিসমাপ্যতে পদেনাধ্যাহার্য্যেণ

স বাক্যশেষঃ। যদকীর্ত্তিতমর্থমাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। প্রকরণাভিহিতোঽর্থঃ কেনচিদুপোদ্‌ঘাতেন পুনরুচ্যমানঃ প্রসঙ্গঃ। সর্ব্বত্র যস্তথা স একান্তঃ। ক্বচিত্তথা ক্বচিদন্যথা সোঽনেকান্তঃ। প্রতিক্ষেপবচনং পূর্ব্বপক্ষঃ। অস্যোত্তরবচনং নির্ণয়ঃ। প্রকরণানুপূর্ব্ব্যং বিধানম্। তস্য প্রাতিলোম্যং বিপর্য্যয়ঃ। ইত্যুক্তমিত্যতিক্রান্তবীক্ষণম্। পরত্র বক্ষ্যামীত্যনাগতবীক্ষণম্। উভয়তো হেতুদর্শনং সংশয়ঃ। তত্রাতিশয়বর্ণনা ব্যাখ্যানম্। পরমতাপ্রতিষিদ্ধমনুমতম্। পরৈরসম্মতঃ শব্দঃ স্বসংজ্ঞা। লোকে প্রতীতমুদাহরণং নির্ব্বচনম্। তদ্ব্যক্তিনিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ। ইদমেবেতি নিয়োগঃ। ইদং বেদং বেতি বিকল্পঃ। ইদং চেদং চেতি সমুচ্চয়ঃ। যদনির্দ্দিষ্টং যুক্তিগম্যং তদূহ্যম্।"

ব্যাখ্যানমূলক গ্রন্থ বহুবিধ—ভাষ্য সংগ্রহ বার্ত্তিক বৃত্তি চূর্ণি ন্যাস পঞ্জিকা টীকা টিপ্পণী চুণ্ডিকা প্রকরণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীনদের মধ্যে সূত্রভাষ্যবার্ত্তিকেরই অধিক প্রচলন ছিল। সেইজন্য শ্রীতত্ত্বনিধির লক্ষ্মীনারায়ণসংবাদে স্মৃত হইয়াছে—"সূত্রং ভাষ্যং বার্ত্তিকং চ ত্রয়ং শাস্ত্রেষু বর্ণ্যতে" (৩৪৮ পৃষ্ঠা, বোম্বাই সংস্করণ)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, কালান্তরে ভাষ্যবার্ত্তিক দুর্গম হইলে মনীষিগণ বৃত্তি-সংগ্রহাদি প্রণয়ন করেন। রামায়ণে বৃত্তি ও সংগ্রহ উল্লিখিত হইয়াছে। হনূমান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সীতা বলিয়াছেন—"সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ"।

ভাষ্যের লক্ষণ লইয়া পরাশরোপপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥" (১৮ অধ্যায়)।

সুধীগণ বলেন—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে ভাষ্যের পরিবর্ত্তে মহাভাষ্যের প্রচলন হইয়াছে, যেমন—পাতঞ্জল মহাভাষ্য বা জৈনেন্দ্রমহাভাষ্য। মহাভাষ্যসম্বন্ধে পদমঞ্জরীর প্রারম্ভে হরদত্ত লিখিয়াছেন—"আক্ষেপসমাধানপরো গ্রন্থো ভাষ্যম্। তদিহ কাত্যায়নপ্রণীতানাং বাক্যানাং পতঞ্জলিপ্রণীতং বিবরণম্।" পতঞ্জলির অনেক পূর্ব্বে কাত্যায়নের গুরু মীমাংসাবৃত্তিকৃদ্ ভগবান্ উপবর্ষকে মহাভাষ্যকার বলা হইত।

কারণ মীমাংসার উপর তিনিও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে, তবে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শাবরভাষ্যে লিখিত আছে—"তেনোচ্যতে—'তৃতীয়ায়াঃ স্থানে দ্বিতীয়ে'তি" (২।১।৪)। ইহাতে কুমারিলভট্ট লিখিয়াছেন—"প্রাধান্যবিবক্ষৈব ন্যায্যা। ততশ্চ তৃতীয়ার্থসিদ্ধিরিতি মত্বা মহাভাষ্যকারেণোক্তম্—'তৃতীয়ায়াঃ স্থানে দ্বিতীয়ে'তি" (মীমাংসাবার্ত্তিক ২।১।৪)। এ মহাভাষ্যকার ভগবান্ উপবর্ষ, পতঞ্জলি নহেন। সোমেশ্বরের ন্যায়সুধা দেখিলে আমাদের কথা সমর্থিত হইবে। উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তথায় লিখিত আছে—'দেবতোদ্দেশদ্রব্যত্যাগপ্রক্ষেপাখ্যধাত্বর্থত্রয়সমুদায়রূপং জুহোত্যর্থং প্রতি দেবতায়া দ্রব্যস্য বা কর্ম্মত্বাযোগাজ্ জুহোতিযোগে কর্ম্মণি দ্বিতীয়াঽনুপপত্তে স্তৃতীয়ার্থবাচিতোপবর্ষেণোক্তা। ব্যাকরণে দ্বিতীয়ায়া স্তৃতীয়ার্থবাচিত্বানভিধানাত্তু পরীষ্টি র্নিমিত্তানাং কর্ত্তব্যেত্যুপপাদিতা সা মহাভাষ্যকারেণ ন কর্ত্তব্যেতি বর্ণিতেত্যুপবর্ষে মহাভাষ্যকারশব্দপ্রয়োগাচ্চৈবং ব্যাখ্যাতঃ।' (ন্যায়সুধা, পৃ০ ৬৩২, মুকুন্দশাস্ত্রিসংস্করণ)। পাণিনীয় মহাভাষ্যের অন্যান্য বিষয় মূলগ্রন্থের পাতঞ্জলপ্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

সংগ্রহ অর্থাৎ সঙ্কলন। সংগ্রহশ্লোক অর্থাৎ Summary verses এবং সংগ্রহকার অর্থাৎ Compiler. সংগ্রহগ্রন্থ বলিলে বুঝিতে হইবে—Compilation work. কাশিকাও সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ। জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—'বিপ্রকীর্ণস্য তন্ত্রস্য ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ'। ইহা স্বপ্রণীত বা পরপ্রণীত হইতে পারে। সেইজন্য ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন—'সঃ (সারসংগ্রহঃ) অত্র ক্বচিদন্যেন ক্বচিন্ময়া বা নিবধ্যত ইত্যর্থঃ'। সংগ্রহের লক্ষণ লইয়া প্রাচীনেরা বলিতেন—"বহ্বর্থকবাক্যানামেকত্র সংকলনং সংগ্রহঃ"। এ সম্বন্ধে একটী কারিকা আছে—

"বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ।
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদু র্বুধাঃ॥"

প্রাচীনকালের ব্যাড়ীয় সংগ্রহ বহুদিন পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে। 'ত্রিমুনিসংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (কাতন্ত্রচতুষ্টয় ২১৯ সূত্রীয় কবিরাজ), গ্রন্থ কিন্তু পাওয়া যায় না।

বার্ত্তিকসম্বন্ধে পারাশরে লিখিত আছে—

"উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহু র্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ॥"

সম্বন্ধবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—

> "উক্তানুক্তদুরুক্তাদিচিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
> তদ্বার্ত্তিকমিতি প্রাহু র্বার্ত্তিকজ্ঞা বিপশ্চিতঃ॥" (৭ পৃ০)।

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"উক্তানুক্তদুরুক্তানাং ব্যক্তিকারি তু বার্ত্তিকম্" *। আর নৈয়াসিকমতাবলম্বী হরদত্তকে অনুসরণ করিয়া নাগেশভট্ট বলিয়াছেন—"সূত্রেঽনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্"। এস্থলে পরাশরের মতই সমীচীন। হেমচন্দ্র পরাশরকে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে কি নাগেশের বার্ত্তিকলক্ষণে 'উক্ত'-শব্দের পরিহারহেতু অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়াছে? না, প্রকৃতের অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থসমূহ বার্ত্তিকে প্রায়শঃ প্রধানভাবে চিন্তিত হয় বলিয়া ঐ লক্ষণে তৎসহচরিত বস্তুও ছত্রিন্যায়ে গৃহীত হইয়া থাকে।

পাণিনিসম্প্রদায়ে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিক, কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ, এবং বৈয়াঘ্রপদ্যবার্ত্তিক খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। এ তিনখানি গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত, সুতরাং স্মৃতিপদবাচ্য। সেইজন্য মহাভাষ্যোদ্ধৃত বার্ত্তিকসমূহে সূত্রত্ব-ব্যবহার উপলব্ধ হইয়া থাকে। পস্পশাহ্নিকে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"পুরস্তাদিদমাচার্য্যেণ দৃষ্টম্—'ভাবে চ তদ্ধিতঃ' ইতি। তৎ পঠিতম্। তত উত্তরকালমিদং দৃষ্টম্ 'প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ' ইতি, তদপি পঠিতম্। ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয়ন্তি।" এই প্রসঙ্গে ছায়াকার লিখিয়াছেন—"আচার্য্যেণ বার্ত্তিককৃতা। ইদানীং দ্বিতীয়প্রণয়নকালে। অনেন বার্ত্তিকাদাবপি সূত্রত্বব্যবহারঃ সূচিতঃ।" (৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকা—নির্ণয়সাগর সং)। এখন ঐ সকল বার্ত্তিকের কতক কতক অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। কৌমারসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবার্ত্তিক একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থ। জগন্নাথতর্কপঞ্চাননশিষ্য রামচন্দ্রবিদ্যালঙ্কারের মুগ্ধবোধ-বার্ত্তিকমালা এবং কৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চাননের বৃহন্মুগ্ধবোধস্থিত বার্ত্তিকসূত্রসমূহ কাশীনাথ বিদ্যানিবাস রামতর্কবাগীশ এবং দুর্গাদাসাদির টীকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পাণিনিসম্প্রদায়ের বার্ত্তিকে সূত্রত্বব্যবহার দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু মুগ্ধবোধের যখন বার্ত্তিক নাই তখন আবার 'বার্ত্তিকসূত্র' বলা হয় কেন? ইহা অত্যন্ত দোষাবহ নহে, কারণ তর্কবাগীশাদির টীকায় বৃত্তিত্বের উপচার

---

* 'উক্তানুক্তদুরুক্তার্থচিন্তাকারি তু বার্ত্তিকম্' এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

স্বীকারপূর্ব্বক বলা যায়—বৃত্ত্যুক্তং যত্তদ্ বার্ত্তিকং তদ্‌যুক্তং সূত্রং বার্ত্তিকসূত্রম্। পাণিনিসম্প্রদায়ের—

"বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্।
পাণিনিং সূত্রকারং চ প্রণতোঽস্মি মুনিত্রয়ম্॥"

এই শ্লোকে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বাক্যকার বলিয়া কথিত। কারণ বার্ত্তিক-গুলির উল্লেখকালে পতঞ্জলি প্রায়শঃ 'বাচ্যম্' 'বক্তব্যম্' এইরূপ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া বার্ত্তিককারকে বাক্যকার বলা হয়। মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্ত্তৃহরিও বার্ত্তিককারকে বাক্যকার বলিয়াছেন। বার্ত্তিকসম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—

"প্রয়োজনং সংশয়নির্ণয়ৌ চ ব্যাখ্যাবিশেষো গুরুলাঘবং চ।
কৃতব্যুদাসোঽকৃতশাসনং চ স বার্ত্তিকো ধর্ম্মগুণোঽষ্টকশ্চ॥" (৩।৬)।

বৃত্তিসম্বন্ধে হরদত্ত বলেন—"সূত্রার্থপ্রধানো গ্রন্থো বৃত্তিঃ"। তৎপূর্ব্বে কালাপকগণ বলিয়াছেন—"সূত্রার্থে বিবরণং বৃত্তিঃ"। বৃত্তিপ্রণয়নের শৈলীসম্বন্ধে শবরস্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে কুমারিলভট্ট লিখিয়াছেন—

"প্রসিদ্ধহানিঃ শব্দানামপ্রসিদ্ধে চ কল্পনা।
ন কার্য্যা বৃত্তিকারেণ সতি সিদ্ধার্থসম্ভবে॥"

(শ্লোকবার্ত্তিক ১।১।১।৩৫)।

জার্ম্মান্‌পণ্ডিত ডাক্তার ব্রুণো লিবিশ্ বলেন—'কুণিবৃত্তি পাণিনির আছা বৃত্তি' (ক্ষীরতরঙ্গিণী ২২৩ পৃ০)। ইহা ভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। কৈয়টের উক্তিই ইহার প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন—"কুণিনা প্রাগ্‌গ্রহণমাচার্য্যনির্দ্দেশার্থং ব্যবস্থিত-বিভাষার্থং চেতি ব্যাখ্যাতম্।...ভাষ্যকারস্তু কুণিদর্শনমশিশ্রিয়ৎ" (১।১।৭৪ সূত্রীয় প্রদীপ)। এ কথা ডাক্তার লিবিশ্ মহোদয়ের অজ্ঞাত নহে। কারণ ক্ষীরতরঙ্গিণীর ২৩৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"dieser Kuṇi war nach Kaiyaṭa zu Bhāṣya 1-1-75 älter als Patañjali." পূর্ব্বে মহর্ষি কুণিকে বৃত্তিকার বলা হইত। সেইজন্য পতঞ্জলির 'ন খরপ্যবশ্যম্...' ইত্যাদি বাক্যপ্রসঙ্গে নাগেশভট্ট লিখিয়াছেন—"ভাষ্যে বৃত্তিকারোক্তং সূত্রার্থমাহ—ন খরপীতি" (১।১।২৮ সূত্রীয় প্রদীপোদ্দ্যোত, নির্ণয়সাগর)। সসূত্র কুণিবৃত্তি পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বৃত্তিসূত্রনামে প্রসিদ্ধ ছিল। মাধুরী বা মাথুরী বৃত্তি ইহার নামান্তর কি না তাহা অনুসন্ধেয় (৪।৩।১০১—মহাভাষ্য ও কাশিকা)। মহর্ষি কুণি কাত্যায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং এক

সময়ে উভয়ের মধ্যে কাহার বাক্যে অধিকতর প্রামাণ্য হইবে তাহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। ভাষ্য হইতেই ইহা বুঝা যায়, কারণ 'অনেকমন্যপদার্থে' সূত্রীয় ১৫ বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"কেচিত্তাবদাহুঃ—'যদ্‌বৃত্তিসূত্রে' ইতি। ……অপর আহুঃ—'যদ্‌বার্ত্তিকে' ইতি।" এরূপ অবস্থায় 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' এই ন্যায়ানুসারে বার্ত্তিকের প্রামাণ্যই অধিকতর বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং তদনুসারে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ন ক্রমো বৃত্তিসূত্রবচনপ্রামাণ্যাদিতি। কিং তর্হি? বার্ত্তিকবচনপ্রামাণ্যাদিতি" (২।১।১।২৩)। স্থলবিশেষে পতঞ্জলি নিজেও বৃত্তিকারীয় মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। "ন বহুব্রীহৌ" সূত্রের ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"অকচ্‌স্বরৌ তু কর্ত্তব্যৌ…" এবং ইহার ব্যাখ্যায় নাগেশ বলিয়াছেন—"তদেতদ্‌বৃত্তিকারোক্তং দূষয়তি—'অকচ্‌স্বরৌ ত্বিতি'" (১।১।২৮ সূত্রীয় প্রদীপোদ্দ্যোত)।

স্বীকার করি, পতঞ্জলির পূর্ব্বে কুণিবৃত্তি ব্যতীত আরও অন্য বৃত্তির প্রচলন ছিল। সেইজন্য ভাষ্যস্থিত 'ন চাপ্যেবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে…' ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কৈয়ট লিখিয়াছেন—"ন সর্ব্বা বিভক্তয় উৎপত্তৌ নিমিত্তমস্যেতি যেন বৃত্তিকারেণ ব্যাখ্যাতং তন্মতং দূষিতম্। ইদানীং বৃত্তিকারান্তরমতং বিশেষ-দর্শনেন সংক্রিয়তে—ন চাপ্যেবমিতি।" (১।১।৩৭ ভাষ্যপ্রদীপ)। কিন্তু মহর্ষি কুণি বিশেষ প্রামাণপুরুষ বলিয়া তাঁহারই বৃত্তিতে আমরা ঐ সকল কথার তাৎপর্য্য আরোপ করিয়াছি। যাহাই হউক, পতঞ্জলি যে কোনও বৃত্তিকেই বৃত্তিসূত্র বলুন না কেন, উহা কখনই ইট্‌সিংবর্ণিত * ৭ খৃষ্টশতাব্দীয় জয়াদিত্য প্রণীত হইতে পারে না। ইট্‌সিংএর কথায় মনে হয়, জয়াদিত্য নামে কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিত ঐ সময়ে প্রাচীন বৃত্তিসূত্রের কতক কতক লুপ্তাংশ উদ্ধার করিয়া শিষ্যোপদেশের জন্য তদুপরি অঙ্গপূরণচ্ছলে সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ীর উপর স্ফোটবাদের প্রপঞ্চ সহকারে

* ৭ খৃষ্টশতাব্দীর শেষভাগে "A Record of the Buddhist Religion as practised in India and Malaya Archipelago" নামক গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজক ইট্‌সিং মহোদয় লিখিয়াছেন—"The বৃত্তিসূত্র…· is a commentary on the foregoing sutra (Panini sutra)……It exposes the laws of the universe and the regulations of gods and men……The বৃত্তিসূত্র is the work of the learned Jayaditya……It is now 30 years since his death……Next there is a commentary on the বৃত্তিসূত্র entitled চূর্ণি……it is a work of the learned Patanjali……it illustrates the latter commentary (বৃত্তি). Next there is the ভর্তৃহরিশাস্ত্র. This is the commentary on the foregoing চূর্ণি."

একখানি বৃত্তি লিখিয়াছিলেন এবং পরে ঐ গ্রন্থের অনেকাংশ দ্বিতীয় জয়াদিত্য ও বামন কর্তৃক প্রণীত কাশিকায় প্রবিষ্ট হওয়ায় এখন প্রথম জয়াদিত্যের স্বতন্ত্রতা বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ কালক্রমে পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ দুইজন জয়াদিত্যের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল জয়াদিত্যনামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ফলে প্রথম ব্যক্তির নাম দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে অনেক প্রাচীন গ্রন্থে জয়াদিত্যের নামে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে যেগুলি কাশিকায় পাওয়া যায় না সেই সকল বচনের মূল প্রথম জয়াদিত্যের গ্রন্থে অনুমান করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক নহে। যেমন—কাতন্ত্রসন্ধির ৩৮ সূত্রীয় পঞ্জীতে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"তথা চাহ জয়াদিত্যঃ—'পদয়োঃ সন্ধির্বিবক্ষিতো ন সমাসান্তরঙ্গয়োরি'তি"। জয়াদিত্যের এই বচনটী কাতন্ত্র সন্ধির ২৭ সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহ কর্তৃকও উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার কাতন্ত্রচতুষ্টয়ের ২৬৬ সূত্রীয় পঞ্জীতে ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"যদাহ জয়াদিত্যঃ—

কদাচিৎ কঃ প্রয়োগোঽস্তি গোঃ শুক্লো গুণ ইত্যয়ম্।
তেনৈবমাদিশব্দেষু সমাসোঽপি নিষিধ্যতে ॥"

সম্ভবতঃ কোনও স্থানে জয়াদিত্য বলিয়াছেন—অদাদিগণীয় বিদধাতুর অর্থ 'মতি'। এই উক্তি দ্বারা বোপদেবকে সমর্থন করিবার জন্য রামতর্কবাগীশের প্রমোদজননীতে লিখিত আছে—"বিদলমতাবিতি জয়াদিত্যঃ"। এ সকল যখন কাশিকার বচন শ্লোক এবং উক্তি নহে, তখন প্রথম জয়াদিত্যের বৃত্তিকেই ইহাদের আকর বলা যায়। আবার "কৃঙিতি চ" (১।১।৫) সূত্রীয় কাশিকান্যাসে জিনেন্দ্র-বুদ্ধি লিখিয়াছেন—"তথা হি গ্লাজিস্থশ্চ ক্স্নুরিত্যত্র জয়াদিত্যবৃত্তৌ গ্রন্থঃ। ......'শ্র্যুকঃ' (৭।২।১১) কিতীত্যত্রাপি জয়াদিত্যবৃত্তৌ গ্রন্থঃ গকারোঽপ্যত্র চর্ত্ত্বভূতো নির্দ্দিশ্যতে ভূষ্ণুরিত্যত্র যথা স্যাদিতি।" কাশিকার সপ্তমাধ্যায় কাহারও মতেই জয়াদিত্যপ্রণীত নহে, সুতরাং সেই অধ্যায়স্থিত 'শ্র্যুকঃ' সূত্র লইয়া জিনেন্দ্রবুদ্ধি কেন এরূপ বলিতেছেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া শ্রীশচন্দ্রবর্ত্তি-মহোদয় লিখিয়াছেন—"But the observation by জিনেন্দ্রবুদ্ধি quoted above :—শ্র্যুকঃ কিতীত্যত্রাপি (7. 2. 19.) জয়াদিত্যবৃত্তৌ গ্রন্থঃ etc.···—throws some doubt on it. Did জয়াদিত্য write a complete commentary on the কাশিকা ? Besides, it is strange that I-tsing is totally silent about বামন।" (The কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা Introduction, p.16)।

অন্যত্র তিনি আবার বলিয়াছেন—"What does this statement—শ্রুকিত্তীত্যত্রাপি জয়াদিত্যবৃত্তৌ গ্রন্থঃ—indicate ? Has জয়াদিত্য in addition to his work with বামন *separately* written a complete commentary on the অষ্টাধ্যায়ী ? I could not verify the quotation গকারোঽপ্যত্র চর্ভূতো নির্দ্দিশ্যতে ভূষ্ণুরিত্যত্র যথা স্যাৎ। It is not found in the printed কাশিকা।" (১।১।৫ সূত্রীয় ন্যাস—৪৮ পৃ০, পাদটীকা)।

কাশিকাবৃত্তির প্রারম্ভেই 'কাশিকা' নাম দৃষ্ট হয়, কাশিকার কোনও স্থানে 'laws of the universe and the regulations of gods and men' অর্থাৎ জগৎপ্রক্রিয়াদিমূলক স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মের উল্লেখ নাই, কাশিকা কখনও 'বৃত্তি-সূত্র' নামে অভিহিত নহে, ভাষ্য ব্যতীত অন্যত্র আর বৃত্তিসূত্রের উল্লেখও পাওয়া যায় না, কাশিকাবৃত্তির প্রণেতা কেবল জয়াদিত্য নহেন, বৈদেশিকের মুখে 'কাশিকা'শব্দ যেমন সুখোচ্চার্য্য 'বৃত্তিসূত্র' শব্দ সেরূপ নহে, তথাপি আমরা ইট্‌সিংএর গ্রন্থে কাশিকা বা বামনের নাম পাই না কেন ? ৩-২ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় চূর্ণিকার পতঞ্জলি কখনও ৯০০ বৎসর পরে জয়াদিত্যপ্রণীত গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন না, তথাপি ইট্‌সিং চূর্ণিকে বৃত্তিসূত্রের ব্যাখ্যা বলেন কেন ? জয়াদিত্যের বৃত্তিসূত্র বলিলে যদি কাশিকাই লক্ষিত হয়, আর কাশিকাকার জয়াদিত্যের গ্রন্থান্তর যদি এ পর্য্যন্ত শ্রুত না হয়, তাহা হইলে প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজে ভাসমান জয়াদিত্যোক্ত বচনরাশির কতকগুলি কেন কাশিকায় দৃষ্ট হয় না ? ইট্‌সিংএর কথায় আমাদের অবিশ্বাস নাই এবং অবিশ্বাস নাই বলিয়াই আমরা মোক্ষমূলর-মতবাদ বা Oxford Universityর অধ্যাপক টকাকুসুর মতবাদ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক নানাবিধ অনুমানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পতঞ্জলির পর অষ্টাধ্যায়ীর উপর বহু বৃত্তি প্রণীত হইয়াছে, যেমন—চুল্লিভট্টিবৃত্তি, নর্ল্লুরবৃত্তি, কাশিকাবৃত্তি, ভাগবৃত্তি, কেশববৃত্তি, দুর্ঘটবৃত্তি, লঘু-বৃত্তি (ভাষাবৃত্তি), অন্নংভট্টের মিতাক্ষরা, ইত্যাদি। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানি এবং ভাগবৃত্তি ও কেশববৃত্তি এখন পাওয়া যায় না। কৌমারসম্প্রদায়স্থিত চর্করীতরহস্যের টীকা দেখিলে মনে হয়, ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় কবিকণ্ঠহারও নর্ল্লুরবৃত্তি এবং ভাগবৃত্তি দেখিয়াছেন। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে শ্রীজীবগোস্বামী চুল্লিভট্টিবৃত্তি এবং কেশববৃত্তি পড়িয়াছেন। (হরিনামামৃত ব্যা০—পৃ০ ১০২৭)।

জার্ম্মান্ পণ্ডিত ডাক্তার ব্রুণো লিবিশ্ বলেন—'দৌর্গবৃত্তি কাতন্ত্রের আশ্রা

বৃত্তি' (ক্ষীরতরঙ্গিণী ২৩৩ পৃষ্ঠা)। এ কথা ঠিক নহে। কারণ কাতন্ত্রে বররুচির বৃত্তি প্রথমে প্রণীত হয়। দৌর্গবৃত্তির প্রণামশ্লোক লইয়া পঞ্জীতে লিখিত আছে—'বৃত্তিকারঃ শ্লোকমেকং চকার' এবং তাহাতে সুষেণ বলিয়াছেন—'নন্নু বররুচেঃ শ্লোকোঽয়ং তৎ কথং চকারেত্যুক্তম্?' (নমস্কারপাদ)। ইহা ব্যতীত টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'আদ্যা বৃত্তিকারাশ্চৈবমেবোদাহৃতবন্তঃ' (কৃৎ ২০)। বাররুচিক বৃত্তির প্রায় ৩০০ বৎসর পরে দৌর্গবৃত্তি এবং কাশ্মীরে চিচ্ছুবৃত্তি রচিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের কাতন্ত্রবিস্তরবৃত্তি চিচ্ছুবৃত্তির পরবর্ত্তী।

চন্দ্রগোমীর বৃত্তি চান্দ্রের আদ্যা বৃত্তি। এখন ইহার অক্ষরান্তরীকৃত সংস্করণ (transliterated edition) পাওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রিত চান্দ্রবৃত্তির পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'শ্রীমদাচার্য্যধর্ম্মদাসস্য কৃতিরিয়ম্'। ইহাতে জার্ম্মান্ পণ্ডিত ডাক্তার্ ব্রুণো লিবিশ্ বলেন—'চন্দ্রগোমী যাহা বলিয়াছেন তাহা তদীয় শিষ্য ধর্ম্মদাসকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে' *। তাহা হইলে কিন্তু ধর্ম্মদাসের 'কৃতি'শব্দ প্রয়োগ করা উচিত হয় নাই। ডাঃ লিবিশ্ চান্দ্রবৃত্তি লইয়া বহু পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন সত্য†, তথাপি কেহ কেহ বলিতে পারেন—যে বৃত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা ধর্ম্মদাসের লঘুবৃত্তি, চন্দ্রগোমীর বৃত্তি এখনও পাওয়া যায় নাই। এ সম্প্রদায়ের অনুকূলে প্রমাণের অভাবও হয় না। কারণ প্রাচীনকালে কেহ কেহ ধর্ম্মদাসের নামে যে সকল কথা উদ্ধার করিয়াছেন তৎসমুদায় চন্দ্রগোমীর তথাকথিত বৃত্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—সংক্ষিপ্তসারের 'গুঙ্গাদ্ভারদ্বাজে' (তদ্ধিত ২০৪) সূত্রীয় টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণাৎ শুঙ্গাশব্দাদপি জয়াদিত্যধর্ম্মদাসৌ" এবং বর্ত্তমানে ৪।১।১১৭ সূত্রীয় কাশিকায় ও লিবিশ্ মুদ্রিত ২।৪।৪৭ সূত্রীয় চান্দ্রবৃত্তিতে এ কথা পাওয়া যাইতেছে। আবার 'কর্ষতিরুধোপপীড়ঃ' (কৃৎ ৪৪১) সূত্রের টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—'উপপূর্ব্বাণামেবৈষাং গ্রহণমিচ্ছন্তি জয়াদিত্যদুর্গসিংহধর্ম্মদাসাঃ' এবং বর্ত্তমান ৩।৪।৪৯ সূত্রীয় কাশিকায় ও লিবিশ্ মুদ্রিত ১।৩।১৪১ সূত্রীয় চান্দ্রবৃত্তিতে এ কথা সমর্থিত হইয়া থাকে। পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন—"সর্ব্বাদীনামেব দ্বন্দ্বোঽস্য বিষয় ইতি জয়াদিত্যধর্ম্মদাসাদ্যুপদর্শিতোদাহরণেন প্রতিভাতি"

* (Indian Historical Quarterly, Vol XIV. p. 257, 1938).

† (Zur Einführung pt iv—Analyse der candravrtti).

(সুবন্ত ৩০৭)। ইহাও বর্ত্তমান ১।১।৩১-৩২ সূত্রীয় কাশিকায় এবং লিবিশ্ মুদ্রিত ২।১।১২-১৩ সূত্রীয় চান্দ্রবৃত্তিতে দৃষ্ট হয়। এ সকল কথা যদি চন্দ্রগোমী বলিয়া থাকেন তবে ধর্ম্মদাসের নাম আসে কেন? চন্দ্রগোমী যেরূপ প্রমাণপুরুষ ধর্ম্মদাস তদ্রূপ নহেন। চন্দ্রগোমী স্বয়ং বলিলে গোয়ীচন্দ্র লিখিতেন—'চন্দ্রজয়াদিত্যা-দ্যুপদর্শিতোদাহরণেন'। কেবল অল্পাক্ষর বলিয়া নহে, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকত্ব-হেতু এবং অভ্যর্হিতত্বহেতু চন্দ্রের পর বৃত্তিকারদ্বয়ের নামগ্রহণই স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় উপপন্ন হয় যে, যাহাকে আজ চন্দ্রগোমীর বৃত্তি বলা হইতেছে তাহাকে ১২-১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় গোয়ীচন্দ্র ধর্ম্মদাসের বৃত্তি বলিয়াই জানিতেন। ধর্ম্মদাসের 'লঘুবৃত্তি' নামে একখানি বৃত্তির কথাও শুনা যায়। উহা চান্দ্রবৃত্তির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যাহা হউক, এ সকল কথা পরে আলোচিত হইবে।

অনেক সম্প্রদায়ে মহাবৃত্তি ও বৃহদ্‌বৃত্তি দেখা যায়, যেমন—পাণিনীয় ব্যাকরণের উপর জয়াদিত্য-বামনের 'কাশিকা'নাম্নী মহাবৃত্তি, জৈনেন্দ্রব্যাকরণের উপর অভয়নন্দীর মহাবৃত্তি এবং হৈমসূত্রের উপর সূত্রকারকৃত বৃহদ্‌বৃত্তি। 'কাশিকা' সদ্‌বৃত্তিনামেও প্রসিদ্ধ। অভয়নন্দীর 'মহাবৃত্তি' দিগম্বরীয় গ্রন্থ। জৈনেন্দ্র-ব্যাকরণের উপর সোমদেবের 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা' লঘুবৃত্তিনামে প্রসিদ্ধ। বৃহদ্‌বৃত্তির প্রণেতা হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। অমোঘবৃত্তি এবং মুষ্টিবৃত্তি—এতদুখানি গ্রন্থও দিগম্বরীয়। প্রথম গ্রন্থের প্রণেতা শব্দানুশাসনের সূত্রকার স্বয়ং অভিনব শাকটায়ন এবং শেষোক্ত গ্রন্থের প্রণেতা মুষ্টিসূত্রকার মলয়গিরি। জৈনগণ অমোঘবৃত্তিকে 'অতিমহদ্‌বৃত্তি' বলেন। ইহার সারাংশ লইয়া যক্ষবর্ম্মাচার্য্যের 'চিন্তামণি'বৃত্তি প্রণীত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তসারের 'রসবতী' বৃত্তি সূত্রকার ক্রমদীশ্বর প্রণয়ন করেন। ইহা মহারাজাধিরাজ জুমরনন্দিকর্ত্তৃক পরিশোধিত হওয়ায় জৌমরবৃত্তি নামে প্রসিদ্ধ হয়। মৌগ্ধবোধবৃত্তি, সৌপদ্মবৃত্তি, হরিনামামৃতবৃত্তি এবং রত্নমালাবৃত্তি যথাক্রমে সূত্রকার বোপদেব পদ্মনাভ শ্রীজীবগোস্বামী ও পুরুষোত্তমবিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। সারস্বতবৃত্তিকার অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য বা সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাকার রামাশ্রম সূত্রকার নহেন।

চূর্ণিসম্বন্ধে অভিযুক্তেরা বলেন—'চূর্ণয়তি শতশঃ খণ্ডয়তি বিপক্ষকাণ্ড তর্কজালমিতি চূর্ণিঃ'। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে মহাভাষ্যই চূর্ণি। কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকায় গোপীনাথতর্কাচার্য্য লিখিয়াছেন—'পাণিনেরাস্তা বৃত্তিশ্চূর্ণি

(সন্ধি ৯৪)। গোপীনাথের অনেক পূর্ব্বে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের বৃত্তিকার নারায়ণদণ্ডনাথ চূর্ণিকে ভাষ্য বলিয়াছেন (২।১।২০৬)। দণ্ডনাথ ভোজদেবের সামসময়িক ছিলেন। টীকাসর্ব্বস্বে সর্ব্বানন্দও লিখিয়াছেন—"অশেষপ্রতিপক্ষ-চূর্ণনাচ্চূর্ণি মহাভাষ্যম্" (নামলিঙ্গানুশাসন, তৃতীয় কাণ্ড, পৃ০১৭৪, ত্রিবাঙ্কুর-সং)। মূলগ্রন্থের পাতঞ্জলপ্রস্তাবে চূর্ণিসম্বন্ধীয় আলোচনা করা হইবে।

ন্যাসসম্বন্ধে শাব্দিকগণ বলেন—'ন্যস্যতে স্থাপ্যতে দৃঢ়ীক্রিয়তেঽনেনেতি ন্যাসঃ'। পঞ্চমখৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বে কি ন্যাস ছিল তাহা জানা যায় না। ৫ খৃষ্ট-শতাব্দীর শেষে বা ৬ খৃষ্টশতাব্দীর প্রথমে ক্ষপণকন্যাস প্রণীত হয়। ইহা জৈনেন্দ্র ব্যাকরণকৃৎ পূজ্যপাদ দেবনন্দিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাকে ক্ষপণক মহান্যাসও (সর্ব্বানন্দ ২।৩৭৯) বলিয়াছেন। The Structure of the Ashtadhyayi নামক গ্রন্থের ভূমিকায় I. S. Pawate মহোদয় লিখিয়াছেন—"Vṛttavilas (1160 A. D.) says that the great ascetic Pujyapada wrote Jainendra vyakarana and a commentary on the Paniniya". তিনি আরও বলেন—"Ponna, a great Kannada poet who wrote his Santipurana in 933 A. D., speaks of the 'revered Nyasakara' as a very lucid commentator" (p. XII—XIII). পূজ্যপাদ অর্থাৎ পূজ্যপাদ দেবনন্দী। কাশীনাথ বাপু পাঠক মহোদয়ের মতে তিনি ৫খৃষ্টশতাব্দীর শেষে দিগম্বরগণের অগ্রণী ছিলেন। এ সকল কথা পরে আলোচিত হইবে।

ক্ষপণকন্যাসের পর বিশ্রান্তবিদ্যাধরব্যাকরণবৃত্তির উপর বিশ্রান্তন্যাস প্রণীত হয় (The Indian Antiquary, June 1886, Vol XV, p. 181). প্রায় এই সময়ে কাশিকাবৃত্তির উপর জিনেন্দ্রবুদ্ধি কাশিকান্যাস প্রণয়ন করেন। বিবরণপঞ্জিকা বা পঞ্জিকা ইহার নামান্তর। দিঙ্‌নাগকৃত প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর 'বিশাল' এবং 'অমল' নামক টীকাদ্বয়ের সারসংগ্রহপূর্ব্বক 'বিশালামলবতী' নাম্নী টীকা লিখিয়া জিনেন্দ্রবুদ্ধি বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য্য হন। সেইজন্য কেহ কেহ কাশিকান্যাসকে 'বোধিন্যাস' বলেন। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"বোধিন্যাসেঽপি সাতিঃ সুখে বর্ত্ততে।...... জিনেন্দ্রহরদত্তৌ তু সাতি হেতুমণ্যন্ত ইতি" (ভ্বা ১২৩)। সম্ভবতঃ বিদ্যানন্দ-ব্যাকরণকৃদ্ বিদ্যানন্দের ভ্রাতা ধর্ম্মঘোষই বোধিন্যাসের প্রণেতা। কাশিকান্যাস নানাভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন—

'যৎ পঞ্জিকানাবমিমামাসাদ্য সুধিয়ঃ সুখম্।
তরন্তি কাশিকাম্ভোধিং স জিনেন্দ্রো জয়ত্যয়ম্॥'

কেহ আবার বলিযাছেন—

'উচ্চারিতং শেষমুখৈরশেষৈ র্ব্যাখ্যামৃতং শব্দমহার্ণবস্য।
ন্যাসীকৃতং যেন জিনেন্দ্রকেণ তস্মৈ নমঃ শাব্দিকবন্দিতায়॥'

কিন্তু বৈদিকপ্রক্রিয়ায় জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রমাণপুরুষ নহেন। এ প্রসঙ্গে ভট্টোজি ন্যাসকে বেদবাহ্য বলিয়াছেন (প্রৌঢ়মনোরমা ৪।১।৪৯)। কাশিকান্যাসের পর ক্ষেমেন্দ্রন্যাস এবং তদনন্তর বোধিন্যাস প্রণীত হয়। কৌমারসম্প্রদায়ে চিচ্ছুবৃত্তির উপর কাশ্মীরক উগ্রভূতি 'শিষ্যহিতন্যাস' প্রণয়ন করেন। দিগম্বরসম্প্রদায়ে অমোঘবৃত্তির উপর প্রভাচন্দ্রের ন্যাস আছে। ইহা শাকটায়ন-ন্যাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিদ্ধসূত্রীয় বৃহদ্‌বৃত্তির উপর শ্বেতাম্বর হেমচন্দ্র স্বয়ং বৃহন্ন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। 'শব্দমহার্ণব' ইহার নামান্তর। বৃহদ্‌বৃত্তির উপর চন্দ্রগচ্ছান্তর্গত উদয়চন্দ্রও একখানি ন্যাস করেন। ইহার সারসংগ্রহপূর্ব্বক কনকপ্রভ দেবেন্দ্র সুরি লঘুন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'শব্দার্ণব'নামে আরও একখানি ন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধ হয়, রামচন্দ্র ইহার প্রণেতা। ইহা বাচস্পতির শব্দার্ণব নহে। বাচস্পতির শব্দার্ণব একখানি সুপ্রাচীন কোশগ্রন্থ। ন্যাসেরও ব্যাখ্যা আছে, যেমন—ইন্দুমিত্রের অনুন্যাস, মৈত্রেয়রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপ, এবং মল্লিনাথের * ন্যাসোদ্দ্যোত। এ মল্লিনাথ ষট্‌কাব্যাদির টীকাকার নহেন।

বোধসৌকর্য্যের জন্য মূলের পদসমূহ বিশ্লেষণপূর্ব্বক অর্থনির্ণয় বা প্রপঞ্চ করার নাম পঞ্জিকা। গ্রন্থার্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়ের আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করার নাম টীকা। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"টীকা নিরন্তরা ব্যাখ্যা পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা"। কেবল পদভঞ্জন করাই কিন্তু পঞ্জিকার উদ্দেশ্য নহে। শব্দটীর ব্যুৎপত্তিই তাহার প্রমাণ। কাতন্ত্রের টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—'পঞ্জিকেতি পচি বিস্তারবচন ইত্যস্য চকারস্য জত্বং দৃশ্যতে।' কাশিকান্যাস সংক্ষেপে পঞ্চিকা বা পঞ্জিকা বলিয়াও অভিহিত হয়, কারণ কাশিকাবিবরণপঞ্চিকা বা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা উহার নামান্তর। সেইজন্য ক্ষীরতরঙ্গিণীতে ক্ষীরস্বামী জিনেন্দ্রন্যাসকে 'পঞ্চিকা' (১।১৮৭) এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে 'পঞ্জিকাকার'

---

* Aufrecht's Catalogus Catalogorum এবং নির্ণয়সাগরমুদ্রিত মহাভাষ্যভূমিকার ২৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলিয়াছেন (১৩৭১)। কৌমারসম্প্রদায়ে ত্রিলোচনের পঞ্জিকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। চান্দ্রব্যাকরণের উপর ভিক্ষুরত্নমতির পঞ্জিকা। রত্নমতি একজন বৌদ্ধ। সুপদ্মের পঞ্জিকা পদ্মনাভ স্বয়ং লিখিয়াছেন। সুপদ্মবিবরণপঞ্জিকা ইহার নামান্তর। প্রয়োগরত্নমালার উপর জীবেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পঞ্জিকা আছে। টীকার মধ্যে এই সকল গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ—পাণিনিসম্প্রদায়ে মহাভাষ্যের উপর ভাষ্যটীকা অর্থাৎ ভর্ত্তৃহরির দীপিকা * এবং কৈয়টের প্রদীপ; কৌমারসম্প্রদায়ে দৌর্গ টীকা এবং কাশ্মীরক জগদ্ধরভট্টের বালবোধিনী; চান্দ্রসম্প্রদায়ে আনন্দদত্তের টীকা বা পদ্ধতি; জৈনশাকটায়নসম্প্রদায়ে অজিত সেনাচার্য্যের মণিপ্রকাশিকা এবং মঙ্গরসের চিন্তামণিপ্রদীপ; জৌমরসম্প্রদায়ে গোয়ীচন্দ্র ঔত্থাসনিকের বিবরণী; সারস্বতে বাসুদেবের টীকা ও চন্দ্রকীর্ত্তির টীকা; মৌগ্ধবোধসম্প্রদায়ে রামতর্কবাগীশের প্রমোদজননী এবং দুর্গাদাসের টীকা; সৌপদ্মসম্প্রদায়ে বিষ্ণুমিশ্রের সুপদ্মবিবরণমকরন্দ; এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে হরেকৃষ্ণ আচার্য্যের বালতোষণী। টীকার ব্যাখ্যাও প্রণীত হইয়াছে, যেমন—নাগেশের প্রদীপোদ্দ্যোত, ত্রিলোচনের পঞ্জিকা, ইত্যাদি। ইহাদেরও আবার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, যেমন—উদ্দ্যোতের উপর পায়গুণ্ডপ্রণীত 'ছায়া', পঞ্জিকার উপর সুষেণপ্রণীত 'কবিরাজ' বা 'কলাপচন্দ্র'। ইংরাজীভাষায় টীকার ব্যাখ্যা Sub-commentary নামে প্রসিদ্ধ। সেইজন্য অনেকে টীকার ব্যাখ্যাকে উপটীকা বলেন। ইহা কিন্তু অসৎপ্রয়োগ।

টিপ্পনী † অর্থাৎ তাৎপর্য্যের সংক্ষিপ্তব্যাখ্যা। বক্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্য্য বলে। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"যৎপদেন বিনা যস্যানন্বুভাবকতা ভবেৎ।
সাকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

ইহার নিদর্শন যেমন—ছায়ার উপর দাধিমথটিপ্পনী বা জৈনচিন্তামণির উপর সমন্তভদ্রের টিপ্পনী।

যাহাতে সূত্রস্থ পদসমূহের সাধনক্রমাদি এবং সাধিতপদের প্রয়োগাদি দর্শিত হয় তাহার নাম চুণ্টিকা। বস্তুতঃ ইহাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ই আলোচিত হইয়া থাকে। হৈমবৃহদ্‌বৃত্তির উপর বৃহদ্‌বৃত্তিচুণ্টিকা নামে একখানি

* দীপিকার সামান্যাংশ বার্লিনে আছে। উহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ পাঞ্জাবে মুদ্রিত হইতেছে বলিয়া শুনা যায়।

† টিপ্পনী এবং টিপ্পণী—উভয়শব্দই একার্থক।

ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। জিনসাগর, নন্দসুন্দর, এবং উদয়সৌভাগ্য—এই তিনজনই ইহার কতক কতক অংশ প্রণয়ন করিয়াছেন। মেঘরত্নের সারস্বতব্যাকরণ-ঢুণ্ঢিকাও একখানি জৈনগ্রন্থ। কৌমারসম্প্রদায়ে দৌর্গবৃত্তির উপর একখানি ঢুণ্ঢিকা রচিত হয়। ইহার প্রণেতা কে তাহা জানা যায় না। গ্রন্থও এখন লুপ্তপ্রায়।

প্রকরণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"শাস্ত্রৈকদেশসংবদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥"

তন্মধ্যে শব্দার্থসম্বন্ধীয় প্রকরণের নাম বাক্যপদীয়। ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় একখানি প্রকরণগ্রন্থ। হরিকারিকা ইহার নামান্তর। জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—'শব্দার্থসম্বন্ধীয়ং প্রকরণং বাক্যপদীয়ম্' (৪।৩।৮৮ কাশিকা)। ব্যাকরণের বহুবিধগ্রন্থে শ্লোকোক্ত প্রকরণলক্ষণ সংক্রমিত হইয়া থাকে, যেমন—লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থসমূহ, চন্দ্রগোমীর উপসর্গবৃত্তি, বাররুচসংগ্রহ, বাক্যপদীয়ের পরিশিষ্টস্থানীয় প্রকীর্ণ, পাণিনীয়মতদর্পণ, দুর্গসিংহের ষট্‌কারককারিকা, হলায়ুধের কবিরহস্য, ভট্টমল্লের আখ্যাতচন্দ্রিকা, বোপদেবের কবিকল্পদ্রুম ও বিচারচিন্তামণি, মণিকণ্ঠের কারকখণ্ডন এবং কারকবিচার, দশবলপণ্ডিতের দশবলকারিকা, গোবিন্দভট্টের সমাসবাদ, রমানাথের শব্দসাধ্যপ্রয়োগ, দ্বিতীয় রমানাথের সারনির্ণয়, সারঙ্গধরোপাধ্যায়োৎসবকীর্ত্তির পদরোহণ, রামভদ্রের শব্দাবলী, রূপনারায়ণের সমাসসংগ্রহ, বিষ্ণুমিশ্রের কল্পলতিকা, রামতর্কবাগীশের পদার্থনিরূপণ, ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশের কারকচক্র ও লকারনির্ণয়, জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী, ভট্টোজির ভূষণকারিকা, স্পর্শকারিকা, প্রয়োগোম্মুখী, ফিট্‌প্রকরণ, শিবরামশর্ম্মার কৃষ্ণমঞ্জরী, জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, গদাধরভট্টাচার্য্যের শক্তিবাদ ও ব্যুৎপত্তিবাদ, নাগেশভট্টের মঞ্জুষা, তৃতীয় দুর্গসিংহের কারকরত্ন, পর্ব্বতীয় বিশ্বেশ্বরসূরির ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি, চাঙ্গুদাসের চাঙ্গুসূত্র, রমাকান্তের বিভক্তিতত্ত্বার্থবাদ, সংস্কারমঞ্জরী, গিরিধরশর্ম্মার বিভক্ত্যর্থনির্ণয়, ইত্যাদি। প্রক্রিয়াগ্রন্থ প্রকরণ নহে। অমরকোষোদ্ঘাটনে ক্ষীরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রারম্ভাৎ করণং প্রক্রিয়া" (২য় কাণ্ড, পৃ° ৭৭, ত্রিবাঙ্কুর স°)। প্রক্রিয়াগ্রন্থ যেমন—ধর্ম্মকীর্ত্তির রূপাবতার, কাশ্যপের বালাববোধ, বিমলসরস্বতীর রূপমালা, অভয়সূরির শাকটায়নপ্রক্রিয়া, আর্য্যক্রতকীর্ত্তির পঞ্চবস্তু, রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদী, ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদী, ইত্যাদি।

মনে হয়, ইৎসিং-কথিত ব্যাকরণসম্বন্ধীয় 'অষ্টধাতু-উঙ্ (wen-cha)-উণাদি' এই বিভাগত্রয়ান্বিত খিলপুস্তকেই পাণিনীয়প্রক্রিয়াগ্রন্থের বীজ নিহিত ছিল। শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তিতে অষ্টধাতুর নাম ও বচনাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন—"একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি" (নিরুক্ত এবং মহাভাষ্য)। শব্দজ্ঞান উপদেশসাপেক্ষ। উপদেশ শ্রৌতনির্দ্দেশবশতঃ শাস্ত্রানুসারে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈয়াকরণনিকায়ে 'উপদেশ'শব্দের অর্থ হইয়াছে—শাস্ত্রবাক্যাদি। "উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" (১।৩।২) এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে উপদেশশব্দের অর্থ লইয়া স্মৃত হইয়াছে—'উপদেশনং শাস্ত্রম্'। ঐ সূত্রের কাশিকায় জয়াদিত্যও লিখিয়াছেন—"উপদিশ্যতেঽনেনেত্যুপদেশঃ শাস্ত্রবাক্যানি, সূত্রপাঠঃ খিলপাঠশ্চ*।" নৈয়াসিকমতে

---

* ইহা সপ্তমখৃষ্টশতাব্দীয় চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-কথিত খিল হইতে স্বতন্ত্র। ইৎসিংএর খিল একখানি ব্যাকরণবিশেষ। তাঁহার মতে অকৃষ্টভূমির নাম খিল বলিয়া এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে—খিল অর্থাৎ যাহা শিষ্যকর্ত্তৃক অনধীত। ইহাতে তিনটী পাঠ বা প্রকরণ ছিল—অষ্টধাতু, উঙ্, এবং উণাদি। সত্য সত্যই অষ্টধাতু নামে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ ছিল। উহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে। দুর্ঘটবৃত্তিতে শরণদেব লিখিয়াছেন—"কথম্—'অন্ধশ্চ পঙ্গুশ্চ দ্বৌ তে বনং প্রবিষ্টৌ' ইত্যষ্টধাতুঃ ? উচ্যতে। 'তেবৃদেবৃ দেবনে, ল্যুটি চ তেবনং ক্রীড়াং প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ।" (১।৪।২১)। তিনি আবার বলিয়াছেন—"কথম্—অষ্টধাতৌ 'ভবদ্ভ্যাম্'প্রস্তাবে 'অনচি চ' (৮।৪।৪৭) ইতি দ্বিত্বে কৃতে একদকারলোপোঽনেনোক্তঃ···। লেখকপ্রমাদ এব সঃ।" (৮।৪।৬৫)।

ইৎসিং বলেন, গ্রন্থখানির এই ভাগে সুপ্ লকার এবং তিঙ্ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা শুনিলে তাহাতে অন্যান্য উপদেশও অনুমিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের 'অষ্টধাতু' নাম দেখিয়াই জৈনদের 'পঞ্চবস্তু' নাম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাঠের নাম উঙ্। ইৎসিং লিখিয়াছেন—'Wen-cha treats of the formation of words by means of combining.' ইহাতে Oxford Collegeএর অধ্যাপক টকাকুসু মহোদয় বলিয়াছেন—'Wen-cha perhaps represents Sanskrit Manda, Munda, Manta or such like.······Can it be মাণ্ডূকী শিক্ষা ?' এ সকল সূচনা হৃদ্য নহে। সেইজন্য মনে হয়, অষ্টধাতুতে ব্যাকরণের স্থূল স্থূল বিষয়সমূহ শিলবৎ সংগ্রহ করিবার পর এখন 'অভিধানলক্ষণাঃ কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ' এই ন্যায়ানুসারে প্রয়োগনিবদ্ধ হইতে কৃদন্তশব্দাদির চয়নহেতু গ্রন্থের নাম হইয়াছে—উঙ্। শাস্ত্রের উক্তিও আছে—'মঞ্জর্য্যাত্মকানেকধান্যোন্নয়নং শিল একৈকধান্যাদিগুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছঃ'। টীকাসর্ব্বস্বে ১২' খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

'খিলপাঠ'শব্দদ্বারা ধাতুপাঠ এবং চকারদ্বারা প্রাতিপদিকপাঠ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। মতান্তরে কিন্তু খিলপাঠ অর্থাৎ সূত্রপাঠের পরিশিষ্টস্থানীয় গণপাঠ। গণপাঠ দুইপ্রকার—ধাতুপাঠ এবং প্রাতিপদিকপাঠ। চকারদ্বারা লিঙ্গানুশাসনের সংগ্রহ বুঝিতে হইবে। উপদেশের এইরূপ অর্থ লইয়া একটী প্রাচীন কারিকা আছে—

"ধাতুসূত্রগণোণাদি-বাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কারিকাটী লইয়া প্রৌঢ়মনোরমায় ভট্টোজি বলিয়াছেন—"উণাদিলিঙ্গানুশাসনয়োরপি সূত্রত্বাৎ সিদ্ধে পৃথগুপাদানং গোবলীবর্দ্দন্যায়েন। এবং গণত্বাদেব সিদ্ধে ধাতোরপীত্যাদি।" (৬ পৃ০)। যাহাই হউক, আমরা কিন্তু পৌরাণিকমতাবলম্বনপূর্ব্বক ন্যাসাদি হইতে পৃথক্ হইয়াছি। ভবিষ্যপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ।
সূত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তথৈব চ।
লিঙ্গসূত্রং তথা কৃত্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্॥"

এইজন্য বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে সূত্রপাঠের সঙ্গে ধাতুপাঠ প্রাতিপদিকপাঠ এবং লিঙ্গানুশাসন উপদিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে যে সকল গ্রন্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় তাহাদের নামাদি নিম্নে উপনিবদ্ধ হইল।

ধাতুপাঠবিষয়ক গ্রন্থ। পাণিনিসম্প্রদায়ে—পাণিনীয় ধাতুপাঠ। ভীমাচার্য্যের প্রদীপকলিকা, ক্ষীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণী, মৈত্রেয়রক্ষিতের ধাতুপ্রদীপ, এবং সায়ণাচার্য্যের মাধবীয়ধাতুবৃত্তিপ্রভৃতি গ্রন্থ পাণিনীয় ধাতুপাঠের ব্যাখ্যাস্থানীয়। শব্দকৌস্তুভে ভট্টোজি লিখিয়াছেন—"ভূবাদয়ো ধাতবঃ। ভীমসেনাদয়ো হ্যর্থং নির্দ্দিদিশুরিতি স্মর্য্যতে পাণিনিস্তু ভ্বেধ ইত্যাদ্যপাঠীদিতি ভাষ্যবার্ত্তিকয়োঃ স্পষ্টম্। (১।৩।১)। ঠিক কথা। 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' (১।৩।১) সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—'পরিমাণগ্রহণং চ' এবং তাহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'পরিমাণগ্রহণং চ কর্ত্তব্যম্। ইয়ানবধি র্ধাতুসংজ্ঞো ভবতীতি বক্তব্যম্। কুতো হ্যেতদ্ ভূশব্দো ধাতুসংজ্ঞো ভবিষ্যতি ন পুন র্ভ্বে ধ্ শব্দ ইতি।' ইহা লইয়া

লিখিয়াছেন—'একৈকশঃ কপোতবৎ কণানাং গ্রহণমুঞ্ছঃ' (২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ০, ত্রিবাঙ্কুর স০) তৃতীয় পাঠের নাম উণাদি। অতএব জয়াদিত্যোক্ত খিলপাঠ ইৎসিং-দৃষ্ট খিলগ্রন্থ নহে মনে হয়, উহা রূপাবতার-নামক প্রথম পাণিনীয় প্রক্রিয়াগ্রন্থের বীজস্বরূপ।

কৈয়টের প্রদীপে লিখিত আছে—"ততশ্চ ভেধশব্দাল্লডাদিপ্রসঙ্গঃ। ন চার্থপাঠঃ পরিচ্ছেদকঃ। তস্যাপাণিনীয়ত্বাৎ।" সত্য সত্যই পাণিনির মূলধাতুপাঠে যদি 'ভূ সত্তায়াম্, এধ বৃদ্ধৌ...' ইত্যাকার লেখা থাকিত, তাহা হইলে আর ঐরূপ ভাষ্যবার্ত্তিকের অবকাশ হইত না।

কাহারও কাহার মতে ধাতুপাঠ পাণিনিপ্রণীত নহে। ধাতুপাঠে লিখিত আছে—টুভ্রাজ্ (৮২৩) এবং ভাস্ (৬২৪), কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"নাগ্লোপিশাস্বৃদিতাম্" এবং "ভ্রাজভাস......"(৭।৪।২-৩)। সেইজন্য কাশিকাকার বলিয়াছেন—"ভ্রাজভ্রাসোর্ঋদিৎকরণমপাণিনীয়ম্"(৭।৪।৩)। এ প্রসঙ্গে জিনেন্দ্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন—"যদি বিভাষয়া চ তয়ো র্হ্রস্বত্বং বিধীয়তে তদা ঋদিৎকরণস্য বৈয়র্থ্যমেবেত্যত আহ ভ্রাজভাসোরিত্যাদি। অপাণিনীয়মিতি। পাণিনেরিদং পাণিনীয়ম্। ন পাণিনীয়মপাণিনীয়মিতি। তেনানভ্যুপগমাৎ। ন তু তেনাকৃতত্বাৎ। অন্যথা হি বাধ্ বিলোড়ন ইত্যেবমাদীনামপি ঋদিৎকরণমপাণিনীয়ং স্যাৎ। প্রতিপাদিতং হি পূর্ব্বং গণকারঃ পাণিনি র্ন ভবতীতি। তথা চান্যো হি গণকারঃ, অন্যশ্চ সূত্রকারঃ।" আবার "নিজাং ত্রয়াণাম্......"(৭।৪।৭৫) সূত্রের ন্যাসে তিনি লিখিয়াছেন—"যত্তত্র ত্রিগ্রহণং ক্রিয়তে নিজাদীনামন্তে বৃৎকরণং কিমর্থম্? এতদ্ গণকারঃ প্রষ্টব্যো ন সূত্রকারঃ। অন্যো হি গণকারোঽন্যশ্চ সূত্রকার ইত্যুক্তং প্রাক্।"

ত্রিমুনিসংগ্রহকৃৎপণ্ডিতগণ কিন্তু জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যায় পাণিনীয় ধাতুপাঠের ভিন্নকর্ত্তৃকত্ব স্বীকার করেন না। সেইজন্য ভট্টোজি বলিয়াছেন—"পাণিনিস্তু ভেধ ইত্যাদ্যপাঠীদিতি ভাষ্যবার্ত্তিকয়োঃ স্পষ্টম্" (শব্দকৌ০ ১।৩।১)। কারণ কৈয়ট লিখিয়াছেন—"ন চার্থপাঠঃ পরিচ্ছেদকঃ, তস্যাপাণিনীয়ত্বাৎ" (প্রদীপ ১।৩।১)। ইহাতে বলা হইল যে, ধাতুর অর্থগুলিই অপাণিনীয়, ধাতুপাঠ নহে।

পাণিনিমুনি ধাতুর অর্থ বলেন নাই সত্য, কিন্তু ভীমসেনের পূর্ব্বে ধাত্বর্থ বলিবার পদ্ধতি ছিল না—এরূপ বলা যায় না। কারণ উৎপলিনীতে ব্যাড়ি লিখিয়াছেন—"অর্থান্ নিঘণ্টয়ত্যস্মাদ্ নিঘণ্টুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"। পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন—'শবতি র্গতিকর্ম্মা, দাতি র্লবনার্থে' (নিরুক্ত ২।২।৮)। যাস্কের পূর্ব্বে মহর্ষি আপিশলি বলিতেন—'স ভুবি' (১।৩।২ সূত্রীয় ভাষ্যদীপিকা ও জিনেন্দ্রন্যাস)। এ সম্বন্ধে কীলহর্ণ প্রকাশিত মহাভাষ্যের দ্বিতীয়খণ্ডস্থ ২০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ভুজিপাকে ভবেদ্ধাতু র্যস্মাৎ

পাচয়তে হুলৌ…' এবং 'ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তি প্রজাঃ……'
পুরাণে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

'জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শক্রনেজিতবান্ যতঃ।
এজৃঙ্ হি কম্পনে ধাতো র্জনমেজয় ইতি শ্রুতঃ॥'

(দেবীভাগবত ২।১১।৩৬ টীকা)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে অধ্যাহার্য্য হৃ এবং পা ধাতুর অর্থ দেখাইয়া স্মৃত হইয়াছে—

"ভরণাদ্ধি স্ত্রিয়ো ভর্ত্তা পাল্যাচ্চৈব তথা পতিঃ।
গুণস্যাস্য নিবৃত্তৌ তু ন ভর্ত্তা ন পুনঃ পতিঃ॥" (২৬৫,৩৭)।

নির্দ্দেশের জন্য প্রাচীন ঋষিরা ধাতুর একটী করিয়া অর্থ বলিলেও অনতিপ্রাচীন কালে নানার্থ বলিবার পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য 'সূত্রসপ্তশতী'র মস্করী বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—"ভূ সত্তায়ামিত্যাদিশব্দো ধাতুসংজ্ঞো ভবতি।

সত্তায়াং মঙ্গলে বৃদ্ধৌ নিবাসে ব্যাপ্তিসম্পদোঃ।
অভিব্যাপ্তৌ চ শক্তৌ চ প্রাদুর্ভাবে গতৌ চ ভূঃ॥"

তৎপূর্ব্বে ভট্টমল্লও আখ্যাতচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

"ভবতীত্যেষ সত্তায়াং প্রাপ্তিসম্পত্তিজন্মসু।
আপ্তোপলম্ভে পর্য্যাপ্তৌ সামর্থ্যে প্রভবত্যয়ম্॥"

এইরূপ নবীন পদ্ধতিহেতু সংক্ষিপ্তসারের টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"ধাতূনামনেকার্থত্বেন ইষ্টসিদ্ধিমভ্যুপগন্তং চন্দ্র এব পরং পরমপণ্ডিতঃ" (তিঙ্—৭৩০ সূ)। গোয়ীচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে কিন্তু ক্ষীরতরঙ্গিণীতে ক্ষীর স্বামী লিখিয়াছেন "ধাতূনামর্থনির্দ্দেশোঽয়ং নিদর্শনার্থমিতি সৌনাগাঃ, যদাহুঃ—

ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোঽর্থো নিদর্শিতঃ।
প্রয়োগতোঽনুমন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ॥"

(১০।৩৯২, পৃ০ ১৯৯—Liebich's ed). পতঞ্জলি অনেক সূত্রের ভাষ্যে সৌনাগদের নাম করিয়াছেন (১।২।১৮, ৩।২।৫৬, ৪।১।৭৪, ৪।১।৮৭, ৪।৩।১৫৫, ৬।১।৯৪, ৬।৩।৪৩, ইত্যাদি)। ক্ষীরস্বামীর কথায় উপপন্ন হয় যে, শ্লোকটী সৌনাগসম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল।

ধাতুপাঠের অন্তে চন্দ্রগোমী লিখিয়াছেন—

"ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুমেকৈকোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ।
প্রয়োগতোঽনুগন্তব্যা অনেকার্থা হি ধাতবঃ॥"

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন—'চন্দ্রগোমীর সময়পর্য্যন্ত এক একটী ধাতুর এক একটী অর্থ দিবার পদ্ধতি ছিল। ভীমসেনীয় ধাতুপাঠে কোনও কোন ধাতুর একাধিক অর্থ দৃষ্ট হয়, সুতরাং ভীমসেন চন্দ্রগোমীর পরবর্ত্তী।' আমরা কিন্তু একথা স্বীকার করিতে পারি না।

পণ্ডিতপ্রবর P. K Gode মহোদয় ভীমসেনকে ৬ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন*, কারণ ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় সিদ্ধসেনগণি লিখিয়াছেন—"চিতী সংজ্ঞান-বিশুদ্ধ্যো র্ধাতুরিত্যাদি। ভীমসেনাৎ পরতোঽন্যৈ র্বৈয়াকরণৈরর্থদ্বয়ে পঠিতো ধাতুঃ সংজ্ঞানে বিশুদ্ধৌ চ। ইহ বিশুদ্ধ্যর্থস্য সহ সংজ্ঞানেন গ্রহণম্। অথবাঽনেকার্থা ধাতব ইতি সংজ্ঞানে পঠিতো বিশুদ্ধাবপি বর্ত্ততে। ভাষ্যকৃতা চোপযুজ্যমানমেবার্থ-মভিসন্ধায় বিশুদ্ধিরপি পঠিতা তস্য চিত্তমিতি * রূপং ভবতি নিষ্ঠান্তমৌণাদিকং চ চেততীতি চিত্তং বিশুদ্ধয়তীত্যর্থঃ।" (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রীয় ভাষ্যটীকা)। 'ভাষ্য-কৃতা' অর্থাৎ 'প্রথমখৃষ্টশতাব্দীয়েন কুন্দকুন্দশিষ্যেণ তত্ত্বাধিগমসূত্রভাষ্যকারেণো-মাস্বাতিনা'। শুনা যায়, এই টীকাটী ৫২৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধসেনগণি অর্থাৎ বৃদ্ধিবাদিসূরির শিষ্য 'ন্যায়াবতার'কৃৎ ক্ষপণক সিদ্ধসেনগণিদিবাকর। জৈনগণ ইঁহাকে বাক্যকার বলেন (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—আর্হত দর্শন, ৫২ পৃ০)। বৌদ্ধগণ ইঁহাকে ক্ষপণক বলিয়াছেন (অবদানকল্পলতা)। কৃষ্ণলীলাশুকের পুরুষকারে ইহা সমর্থিত হইয়াছে (৩৩ পৃ০...)। কৌমারদের আখ্যাতমঞ্জরীতে ইনি দিবাকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কোনও কোন ঐতিহাসিকের মতে 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ'স্থিত 'ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু··' ইত্যাদি শ্লোকে এই সিদ্ধসেনকেই ক্ষপণক বলা হইয়াছে (Majumder's Hindu History, pp. 751-52)। সুতরাং ইনিও চন্দ্রগোমীর একজন যবীয়ান্ সামসময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইতে পারেন। যাহাই হউক, আমাদের মতে কিন্তু ভীমসেনাচার্য্য পতঞ্জলির পরে এবং প্রথম খৃষ্টশতাব্দীয় কুন্দকুন্দের শিষ্য উমাস্বাতির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

জৈন বাক্যকার সিদ্ধসেনের কথা হইতে উপপন্ন হয় যে, ভীমসেনাচার্য্য চিতী ধাতুর কেবল সংজ্ঞানার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং তারপর কোনও কোন পারায়ণিক 'ধাতূনামর্থনির্দ্দেশো নার্থান্তরনিবৃত্তিপরঃ' এইরূপ ন্যায়বশতঃ ভাষ্য-প্রয়োগের তাৎপর্য্যানুসারে উক্ত ধাতুর বিশুদ্ধ্যর্থও প্রদান করেন। তত্ত্বার্থাধিগম-

* New Indian Antiquary Vol. II. No 2, May 1939.

সূত্রের ভাষ্যে লিখিত আছে—'চিতী সংজ্ঞানবিশুদ্ধ্যো র্ধাতুঃ। তস্য চিত্তমিতি ভবতি নিষ্ঠান্তমৌণাদিকং চ।' প্রথমখৃষ্টশতাব্দীয় উমাস্বাতি স্বয়ং যখন চিতী ধাতুর দুইটী অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ভীমসেনাচার্য্য অবশ্যই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন। উমাস্বাতির পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও ভীমসেন ভাষ্যের পরবর্ত্তী। কারণ প্রদীপকলিকায় লিখিত আছে—

"সুপ্রপঞ্চং সুসংক্ষেপং প্রণীতং যেন লক্ষণম্।
দিব্যভাষ্যোপসংহারৈঃ স জয়ত্যেষ পাণিনিঃ॥

ইহ লোকে দ্বিবিধং পদং তিঙন্তং সুবন্তং চ। তত্র প্রাধান্যাৎ তিঙন্তং তাবদ্ ব্যপদিশ্যতে।...ভূবাদয়ো ধাতব ইতি ধাতুসংজ্ঞা। ধাতোরিত্যধিকৃত্য বর্ত্তমানে লডিতি বর্ত্তমানে কালে ধাতুত্বে বিবক্ষিতে লট্‌প্রত্যয়ো ভবতি। স চ পরশ্চেতি বচনাদ্ ধাতোঃ পরো ভবতি…"। প্রদীপকলিকা ভীমপ্রণীত, কারণ ইহার শেষে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানসন্তমসমুৎ পরিমৃষ্টদৃষ্টি-
রাখ্যাতভূরিতরসাধুপদপ্রয়োগা।
সেয়ং প্রদীপকলিকেব নিবদ্ধসূত্রা
ভৈমী কৃতি র্ভবতু বালবিবোধবৃদ্ধ্যৈ॥"

(Codex No 4361, ASB, V. MSS.)

এরূপ অবস্থায় ভীমসেনকে ১ম খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, তিনি মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামীর সামসময়িক ছিলেন।

সম্ভবতঃ সৌনাগদের অনুসরণ করিয়াই ভীমসেনাচার্য্য পাণিনীয় ধাতুপাঠের পরিমাণবিভাগ এবং অর্থনির্দ্দেশ করেন। এই গ্রন্থের উপর তিনি একখানি বৃত্তিও লিখিয়াছেন। শুনা যায়, ঐ বৃত্তির নাম প্রদীপ*। মনে হয় প্রদীপের সম্পূর্ণ নাম—প্রদীপকলিকা। ইহা ধাতুপারায়ণনামেও প্রসিদ্ধ। ইহার অনুকরণে শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কলাপধাতুসূত্র অর্থাৎ কাতন্ত্রধাতুপাঠ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থ এখনও তিব্বতদেশে তিব্বতাক্ষরে দৃষ্ট হয়। ডাক্তার লিবিশ্ বলেন—তিব্বতের শার্ব্ববর্ম্মিক ধাতুপাঠে ধাত্বর্থ দেওয়া আছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন—'কলাপধাতুসূত্র (containing roots in Sanskrit but meaning in Tibetan)

* New Indian Antiquary. Vol. II. No 2. May 1939, p. 108.

printed in Roman character has 214 roots in the ভ্বাদিগণ' (ক্ষীরতরঙ্গিণী—২৩৩ পৃ০)। ভীমসেনীয় ধাতুপাঠের অনুকরণে পূর্ণচন্দ্র চান্দ্রধাতুপাঠের উপর চান্দ্রপারায়ণ প্রণয়ন করেন। দুর্গপ্রতিসংস্কৃত কাতন্ত্রধাতুপাঠের ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দীয় মনোরমায় রমানাথ চক্রবর্ত্তী ভীমসেনের ধাতুপারায়ণ হইতে প্রমাণ দেখাইয়াছেন। 'গড়ি'ধাতুর ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"বদনৈকদেশস্য দ্রব্যত্বাদক্রিয়াত্বেঽপি গণ্ডস্বরূপাপত্তিরূপায়াঃ ক্রিয়ায়া অর্থত্বেন বিবক্ষিতত্বাদয়মপি ধাত্বর্থ ইতি ভীমসেনঃ"। ভীমসেনের এইরূপ উক্তিহেতু তাঁহাকে কটাক্ষ করিবার জন্য রমানাথ একটী কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন—

"নাম্নঃ সত্ত্বপ্রধানস্য ধাতুকারোঽজ্ঞ এব হি।
শব্দবক্ত্রৈকদেশাদে র্ধাত্বর্থত্বমবোচত ॥"

বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রতি এরূপ উক্তি সুশোভন নহে। ভাষ্যকার বলেন—'শব্দপ্রমাণকা বয়ম্। যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্' (২।১।১।৫)। কাতন্ত্রের টীকাকার দুর্গসিংহও লিখিয়াছেন—'শব্দপ্রমাণকা হি বৈয়াকরণাঃ' (চ ২৬৩)। সুতরাং লোকব্যবহারে ভীমসেন যাহা দেখিয়াছেন তাহাই তিনি লিখিয়াছেন। স্বীকার করি, সিংহলদেশীয় বৌদ্ধবৈয়াকরণ কাশ্যপ বলিয়াছেন—'অত্যাদয়ঃ পঞ্চৈতে ন তিঙ্‌বিষয়াঃ' (বালাববোধন)। 'অত্যাদয়ঃ' অর্থাৎ অতি অদি ইদি বিদি গডি। কিন্তু গণ্ডাদি শব্দের ধাতুযোনিত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য স্ফুনাগ-শাকটায়নাদি প্রাচীন ঋষিগণ যদি ঐ সকল ধাতুর উল্লেখ করেন তাহা হইলে জনব্যবহারানুসারে পাণিনির ধাতু বলা বা ভীমসেনের ধাত্বর্থ বলা ব্যতীত উপায়ান্তর কি? রমানাথ কলাপের পণ্ডিত। এস্থলে তাঁহার কলাপবৃত্তি স্মরণ করা উচিত ছিল। 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' (আ০৯) সূত্রের বৃত্তিতে দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"ক্রিয়ত ইতি ক্রিয়া সাধ্যমুচ্যতে, সা চ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বৈব। কথং তর্হি অস্তি, নশ্যতি, শ্বেততে প্রাসাদঃ, সংযুজ্যতে, সমবৈতি, সত্তা নিত্যতা, অভাবো নাশঃ; শ্বেতসংযোগাবপি গুণৌ, সমবায়োঽপ্যর্থান্তরম্? সত্যমিহ হি সাধনায়ত্তোদয়ং সর্ব্বমতস্তদধীনতয়া সিদ্ধমপি ক্রিয়াত্বেনাবভাসতে ক্রিয়াকারকব্যবহৃতে র্বক্তৃব্যবস্থানিবন্ধনাৎ। তথা গড়ি বদনৈকদেশে, বিদি অবয়বেঽপি।" ইহার টীকায় উক্ত হইয়াছে—"মহাবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বেঽপি ধাতবো ভুবোঽর্থমভিদধতীতি। তথা শ্বেতাদয়ঃ শ্বেতত ইত্যাদৌ, তথা বদনৈকদেশে দ্রব্যেঽপি গণ্ড ইতি। তথা বিন্দুরিতি।" পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলিয়াছেন—"সত্তাবতোঽর্থস্য ক্রিয়ায়াং পূর্ব্বাপরীভাবেণ ব্যাপারোপ-

লম্বনাৎ তদ্‌গতসত্তাঽপি পূর্ব্বাপরীভূতা বুদ্ধ্যা পরিকল্প্যতে, অতস্তন্নিবন্ধনস্তস্যামপি ক্রিয়াব্যবহার ইতি। তথা চোক্তম্—'সাধনব্যবহারশ্চ বুদ্ধ্যবস্থানিবন্ধন' ইতি।..... তথেতি। গড়ি বদনৈকদেশে দ্রব্যেঽপি বর্ত্তমানস্য গণ্ডেঃ পূর্ব্ববদ্‌ধাতুত্বমিত্যর্থঃ, তেন গণ্ড ইত্যপি সিদ্ধম্।" বিদ্যাসাগর টিপ্পনীতে এ মতবাদ সমর্থিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই টিপ্পনীর প্রণেতা সম্ভবতঃ নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ পরাবরতত্ত্বজ্ঞ ভগবৎ-কল্প স্বয়ং চৈতন্যদেব। ১৫১০খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে শব্দশাস্ত্রে এবং দর্শনশাস্ত্রে নিরতিশয় পাণ্ডিত্যহেতু তিনি 'বিদ্যাসাগর' এবং 'বাদিসিংহ' এই দুইটী উপাধি পাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল—'শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর বাদিসিংহ'। এ সম্বন্ধে ডাক্তার দীনেশচন্দ্রসেনপ্রণীত বৃহদ্‌বঙ্গের ৭০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিদ্যাসাগর টিপ্পনীর সামান্যাংশ দৃষ্ট হয়। 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ' সূত্রের উপর যাহা উহাতে লিখিত ছিল তাহা গুরুনাথবিদ্যানিধি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু কে যে ইহার প্রণেতা তাহা তিনি জানেন না। হয় ত, লোকে ইহাকে পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগরকৃত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমরা যে কেন ইহাকে নিমাই-কৃত বলিতেছি তাহা কলাপপ্রস্তাবে দর্শিত হইবে।

ভ্বাদিগণীয় বিদিধাতুর ব্যাখ্যায় রমানাথ পুনরায় ধাতুপারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই ভৈমী বৃত্তি। সেইজন্য দৈবের পুরুষকারে লিখিত আছে—"ভীমসেনেন কথাদিষ্বপঠিতোঽপ্যয়ং 'বহুলমেতন্নিদর্শনম্' ইত্যুদাহরণত্বেন ধাতুবৃত্তৌ পঠ্যতে" (২৫ পৃ০)। মৈত্রেয়রক্ষিতপ্রণীত ধাতুপ্রদীপের মঙ্গলাচরণে ভীমের নাম দৃষ্ট হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"মঞ্জুঘোষপ্রসাদেন ধাতূনাং বৃত্তিমারভে।
বহুশোঽমূন্ যথা ভীমঃ প্রোক্তবাংস্তদ্বদাগমাৎ॥"

কথাদিবৃত্তির শেষে এবং গ্রন্থান্তে পুনরায় ধাতুপারায়ণের নাম পাওয়া যায়। মৈত্রেয়রক্ষিতের প্রায় সামসময়িক ক্ষীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণীতে পারায়ণের উল্লেখ আছে (১০।৬, ১০৬, ২৪২,…)। ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া 'শ্রথি'ধাতুর ব্যাখ্যায় ক্ষীরস্বামী 'বৃত্তিকৃৎ'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার কাশিকার প্রারম্ভেও ধাতুপারায়ণ লক্ষিত হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—"বৃত্তৌ ভাষ্যে তথা ধাতুনামপারায়ণাদিষু"।

১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষীরস্বামীর ক্ষীরতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, ভীমসেনের পরে এবং তাঁহার পূর্ব্বে অনেক ধাতুপারায়ণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল,

যেমন—কৌশিক অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায়াদির ভাষ্যকার কৌশিক ভট্টভাস্কর মিশ্র (১৮, ৩২…), দ্রমিড়সম্প্রদায় * (১৪১, ১৫১…), ভল্লট অর্থাৎ ভল্লটশতকপ্রণেতা ভল্লট (১৫২৫…), পূর্ণচন্দ্র, কণ্ঠ সম্ভবতঃ শ্রীকণ্ঠ † (১৩৪৮…), শিবস্বামী অর্থাৎ 'কপ্‌ফিণাভ্যুদয়'প্রণেতা (৫১৯…), উপাধ্যায় অর্থাৎ 'উপাধ্যায়সর্ব্বস্ব'প্রণেতা সর্ব্বধর উপাধ্যায় (১২৪…), ভট্টমল্ল অর্থাৎ 'আখ্যাতচন্দ্রিকা'কার (১৩৩৯), শশাঙ্কধর ভট্ট (১১) ইত্যাদি। শশাঙ্কধর সম্ভবতঃ ক্ষীরস্বামীর গুরু বা বর্ষীয়ান্‌ সামসময়িক। আবার অনেক আচার্য্যের নাম পাওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা কেবল 'সভ্যাঃ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 'সভ্যাঃ' অর্থাৎ কাশ্মীরাধিপতি জয়সিংহের পিতা মহারাজ সুস্‌সলদেবের সভায় উপসন্ন সুধীসম্প্রদায়।

কৌমারসম্প্রদায়ে—দৌর্গসিংহীয় ধাতুপাঠ। প্রাচীন কাতন্ত্রধাতুপাঠ অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। তিব্বতদেশের শাক্যপণ্ডিতগণ ইহাকে 'শার্ব্ববর্ম্মিক-ধাতুপাঠ' এবং 'কলাপ-ধাতুসূত্র' ‡ বলিয়াছেন। ডাক্তার ক্রণো

---

* ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন—'দ্রমিড়াঃ'। পুরুষকারে কৃষ্ণলীলাশুক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। Belvalkar মহোদয় বলেন—"A Digambar Darsana Sastra of 853 A. D. mentions, as stated by Dr. Peterson, a pupil of a certain Pujyapada as being the founder of a Dravida-Sangha" (Systems of Sanskrit Grammar, p. 65). ইহা Peterson সাহেবের অনুমান নহে, কারণ 'দিগম্বর-দর্শনসার' নামক জৈনগ্রন্থের মতে পূজ্যপাদশিষ্য বজ্রনন্দী ৫২৬ সংবতে অর্থাৎ ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মথুরায় একটী দ্রাবিড়সঙ্ঘ স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দীয় মনোরমায় রমানাথ চক্রবর্ত্তী 'দ্রমিড়াঃ'-শব্দের পরিবর্ত্তে লিখিয়াছেন—'দাক্ষিণাত্যাঃ' (১৪৫)। ইহাতে মনে হয়, 'দ্রমিড়াঃ' শব্দের অর্থ 'দ্রাবিড়াঃ' অর্থাৎ তামিলগণ।

† পুরুষকারে কৃষ্ণলীলাশুক লিখিয়াছেন—"মুডি খণ্ডনপ্রমর্দ্দনয়োঃ ইতি কণ্ঠঃ"। ইহাতে গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন—"কণ্ঠঃ সরস্বতীকণ্ঠাভরণং তৎকর্ত্তা ভোজদেব ইতি যাবৎ" (১০ পৃষ্ঠা)। ইহা চিন্তনীয়।

‡ ডাক্তার লিবিশ্‌ বলেন—'পণ্ডিত বোধিশেখরপ্রমাণবাক্যতন্ত্রের সহায়তা লইয়া তিব্বতের ধর্ম্মশালায় মঞ্জুঘোষখড়্গ নামে একজন তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত তিব্বতভাষায় কলাপধাতুসূত্রের অনুবাদ করিয়াছেন' (ক্ষীরতরঙ্গিণী ২৩২ পৃ০, লিবিশ্‌সংস্করণ)। কিন্তু মঞ্জুঘোষখড়্গ তিব্বতে থাকিলেও তিব্বতদেশীয় নহেন। তিনি বঙ্গদেশের লোক। দেবপালের রাজ্যকালে বঙ্গদেশে খড়্গোত্তম একটী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ এবং পৌত্র

লিবিশ্ বলেন—ধাত্বর্থের জন্য শর্ব্ববর্ম্মা ভীমসেনের নিকট ঋণী (ক্ষীরতরঙ্গিণী, ২৪২ পৃষ্ঠা)। জার্ম্মান্ পণ্ডিতদের মতে দুর্গসিংহকর্ত্তৃক শার্ব্ববর্ম্মিক ধাতুপাঠ প্রতিসংস্কৃত হওয়ায় ইহা পরবর্ত্তিকালে দৌর্গধাতুপাঠ বা দৌর্গসিংহীয় ধাতুপাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ক্ষীরস্বামী সায়ণাচার্য্য এবং রমানাথাদি কালাপকগণ কাতন্ত্রধাতুপাঠকে দুর্গপ্রণীত বলিলেও তিব্বতপ্রদেশে ও জার্ম্মানদেশে ইহার মূল এখনও শার্ব্ববর্ম্মিক ধাতুপাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাত্নিক পণ্ডিতগণও বলেন—বর্ত্তমান দৌর্গসিংহীয় ধাতুপাঠ প্রাচীন শার্ব্ববর্ম্মিক ধাতুপাঠের 'recast' অর্থাৎ প্রতিসংস্কারমাত্র।

ধাতুসূত্র বলিলে সাধারণতঃ পাণিনিনয়ের ভূসূত্র বা ভূবাদিসূত্র অর্থাৎ 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' এই সূত্রটী মনে পড়ে, যেমন পুরুষকারে কৃষ্ণলীলাশুক লিখিয়াছেন—'উক্তং চ ভূবাদিসূত্রে সুধাকরেণ···' (১২০ পৃষ্ঠা, গণপতি-স০)। ধাতুসূত্র বলিলে বঙ্গদেশীয় কৌমারগণ কিন্তু কাতন্ত্রের "ধাতুবিভক্তিবর্জ্জমর্থবল্লিঙ্গম্" (চতুষ্টয় ১) এই সূত্রটি বুঝিয়া থাকেন। তিব্বতে এবং কাশ্মীরে কিন্তু অর্থনির্দ্দেশসমেত ধাতুগুলিকে 'ধাতুসূত্র' বলা হয়, যেমন 'কলাপধাতুসূত্র' (ক্ষীরত০ ২১৬ পৃ০)। পাণিনিসম্প্রদায়েও কাশ্মীরক ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন—"তথা চ ক্লেশ ভাষণ

দেবখড়্গ যথাক্রমে রাজা হইয়াছিলেন। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol I নামক গ্রন্থে এই রাজবংশের বিবরণ উপনিবদ্ধ আছে। মঞ্জুঘোষখড়্গা খড়্গোদ্যমের পূর্ব্বপুরুষ। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের 'Indian Pandits in the land of Snow' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, নানাবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করাইবার জন্য ৮০৯ খৃষ্টশতাব্দীয় তিব্বতের রাজা থিসন্ অর্থাৎ থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ এবং তারপর মুতিগ্-পুত্র রল্পচন্ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত আনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শান্তরক্ষিতের নিকট তিব্বতের পণ্ডিত বনধর্ম্ম পরাজিত হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। শান্তরক্ষিত লামাসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনিই 'তাষিলামা' বা 'তষিলামা' পদের স্রষ্টা। পরে চীননরপতি কুব্লে (খুবিলই) খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার দীক্ষাগুরু শাক্যমুনি 'তাষিলামা'র উপরে 'দালাইলামা' বা 'দলইলামা' (Grand Lama) পদে নিযুক্ত হন। এই সকল কার্য্যে পদ্মনাভও শান্তরক্ষিতের একজন সহকর্ম্মী ছিলেন। পদ্মসম্ভব পদ্মনাভের নামান্তর। তিব্বতরাজ স্বয়ং শান্তরক্ষিতকে 'বোধিসত্ত্ব' এবং পদ্মকেই সম্ভবতঃ 'বোধিশেখরপ্রমাণবাক্যতত্ত্বজ্ঞ' উপাধি দিয়াছিলেন। সে সময়ে দৌর্গসিংহীয় ধাতুপাঠের জন্ম হয় নাই।

ইতি চান্দ্রং সূত্রম্, ক্লেশ বাধন ইতি দৌর্গম্” (১৬৩৭-৩৮, ক্ষীরতরঙ্গিণী পৃ• ৫০, লিবিশ্‌ সংস্করণ)। কাতন্ত্রধাতুপাঠ এক্ষণে বঙ্গদেশে কাতন্ত্রগণমালাদিনামে প্রচলিত হইয়াছে। ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় রমানাথ চক্রবর্ত্তীর মনোরমা ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়।

বৌদ্ধদের চান্দ্রসম্প্রদায়ে—চান্দ্র ধাতুপাঠ। পূর্ণচন্দ্রের ধাতুপারায়ণ ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। দিগম্বরীয় জৈনসম্প্রদায়ে—শাকটায়নীয় ধাতুপাঠ। তিলকমঞ্জরী-প্রণেতা ধনপাল ইহার বৃত্তিকার। উক্ত গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

“চতুর্দ্দশশতান্যাহুশ্চত্বারিংশচ্চ সপ্ত চ।
বাক্যতঃ শ্লোকতশ্চৈব শতানি ত্রীণি ধাতবঃ॥
শ্রুতীডভাবতঙ্‌ ফলেশতঙ্‌ নমিট্‌কমাত্রিকা
পনোদবাঙঙৈঙ্‌ নেষেধনানীডেকদেট্‌ফলম্‌।
অচোঽপ্রয়োগিণঃ ক্রমেণ ধাতুষু ঞ টুডুষঞীতঃ
ফলেশতঙ্‌ ঙথুক্ক্রী অঙ্‌ সতিক্তঃ শিষ্যতে বুধৈঃ॥
এধাদহুদিবৃষুঞ্‌ ক্রীঞ্‌ তুত্তনরুচ চুর্য্যজাদয়ঃ।
একাদশেতি শব্দানুশাসনে ধাতবো মতাঃ॥
প্রপরাপ-সমন্ববনির্দু র্ব্যাঙ্‌ ন্যধয়োঽপ্যতী
সুদভয়শ্চ প্রতিনা সহ পর্য্যুপয়োরপি॥*
ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তমনুবর্ত্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গগতিস্ত্রিধা॥
প্রপূরণং দ্রুহেরর্থঃ পূরণাভাব এব সঃ।
প্রস্থানপ্রস্থিতিপদে বিরুদ্ধার্থস্য দর্শনাৎ॥

---

* জার্ম্মান্‌দেশীয় গ্রন্থে শ্লোকটীর এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ দেশের বর্ত্তমান গ্রন্থে লিখিত আছে—

“প্রপরাঽপসমন্ববনির্দু রভিব্যাধিসুদতিনিপ্রতিপর্য্যপয়ঃ।
উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গগণঃ কথিতঃ কবিনা॥”

১১ খৃষ্টশতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ১২ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে কাতন্ত্রপঞ্জীকার ত্রিলোচন এই পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। কেবল ‘উপসর্গগণঃ’স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—‘উপসর্গবিধিঃ’ (চতুষ্টয় ২১০)।

সম্ভবব্যভিচারাভ্যাং স্যাদ্ বিশেষণমর্থবৎ ॥
উপসর্গবশাদ্ ধাতুরনেকার্থপ্রকাশকৃৎ।
প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ ॥”

দেবনন্দীর ধাতুপাঠ পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষীরস্বামী, কৃষ্ণলীলাশুক এবং সায়ণাচার্য্য নন্দীর ধাতুসংক্রান্ত অনেক বচন উঠাইয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, দেবনন্দীরও একটী ধাতুপাঠ ছিল। সম্ভবতঃ শ্রুতপাল ইহার বৃত্তিকার। তবে ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচিপত্রে (Gaekwad's Oriental Series No. xvii) বা রমানাথ চক্রবর্ত্তীর ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দীয় মনোরমায় ইহার নামগন্ধও উপলব্ধ নহে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ১৬ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বে এবং চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দীয় সায়ণাচার্য্যের পরে ইহার লোপ বা অত্যন্ত অপ্রচলন হইয়াছিল।

রাসবত সম্প্রদায়ে—জৌমরধাতুমালা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। পাণিনীয় ধাতুপাঠ উপজীব্য করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। বৃহদ্‌বঙ্গে দীনেশ বাবু জুমরকে মুর্শিদাবাদবাসী বলিয়াছেন (৩৬৯ পৃ০)। জুমরনন্দীর মতে ধাতুসমূহ শিববক্ত্রনিঃসৃত হইলেও কালদোষে তাহাদের অনেক রূপান্তর হইয়াছে। মহেশের ধাতুমালা, কুল্লুকভট্টের রূপপ্রকাশ, রাধাকৃষ্ণের ধাতুরত্নাবলী, এবং বসুপ্রণীত ধাতুকারিকা—এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূর্ত। এ কুল্লুকভট্ট মনু-সংহিতার টীকাকার নহেন। ধাতুবিষয়ক দশবলকারিকায় জৌমরগণও স্বত্ব ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ কিন্তু উহা তাঁহাদের নিজস্ব নহে *।

---

* শ্রীশবাবু বলেন, দশবলকারিকা পাণিনীয় পণ্ডিত পুরুষোত্তমদেবের কৃতি। এ কথা আমরা সমর্থন করিতে পারি না, কারণ পুরুষোত্তমের পরে ইহা প্রণীত হইয়াছে। ইহার অনুকূলে যে যুক্তি আছে তাহা কাতন্ত্রপ্রস্তাবে দর্শিত হইবে। তবে দশবলকারিকাকে পাণিনিসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ উহাতে শপ্, শ্নুন্ প্রভৃতি বিকরণ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পাণিনীয় ধাতুপাঠের দশমগণে যুজাদিমধ্যে পঠিত ধৃঞ্ ও প্রীঞ্ ধাতু সম্বন্ধে 'ইত্যাধৃষীয়াঃ'বাক্য স্মরণপূর্ব্বক কবি লিখিয়াছেন—"ধৃঞ্‌প্রীঞাবাধৃষীয়ৌ দশমগণগতৌ"। অতএব ইহা খুব সম্ভবতঃ পাণিনীয় গ্রন্থ। খুব সম্ভবতঃ বলিলাম, কেন না মুগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বোপদেবের কবিকল্পদ্রুমে ও কাব্যকামধেনুতে পাণিনীয় সংজ্ঞাদি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু পাণিনি-সম্প্রদায় হইতে কৌমারগণকর্ত্তৃক দশবলকারিকা প্রথমে আচ্ছিন্ন হয় এবং তারপর কৌমারদের অধিকার হইতে জৌমরগণ উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। উহা যে

শ্বেতাম্বরীয় জৈনসম্প্রদায়ে—হৈমধাতুপাঠ। ইহা স্বোপজ্ঞধাতুপারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। ১৫ খ্রীষ্টশতাব্দীয় গুণরত্নসূরির ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয় ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। সারস্বতসম্প্রদায়ে—১৬ খ্রীষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য হর্ষকীর্ত্তির ধাতুপাঠ। গ্রন্থকারের 'তরঙ্গিণী' ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। মৌগ্ধবোধসম্প্রদায়ে—বোপদেবের কবিকল্পদ্রুম এবং ধাতুপাঠ বা ধাতুকোষ। গ্রন্থকারপ্রণীত কাব্যকামধেনু কবিকল্পদ্রুমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। সুভূতির কামধেনুনামে একখানি কোশ আছে। কৃষ্ণলীলাশুকের পুরুষকার হইতে জানা যায় যে, কবিকামধেনু ইহার নামান্তর। নামৈক্য নিবারণ করিবার জন্যই বোপদেব তদীয় গ্রন্থকে কাব্যকামধেনু বলিয়াছেন। ১২খৃষ্ট শতাব্দীয় শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তিতে সুভূতির কামধেনু উল্লিখিত হইয়াছে। বোপদেব ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয়। সুতরাং তিনি সুভূতির পরবর্ত্তী। সৌপদ্মে—পদ্মনাভের ধাতুকৌমুদী। ধাতুনির্ণয় ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। ইহা ব্যতীত অনেকেই

রের বস্তু তাহা কৌমারগণ জানেন, কারণ দশবলকারিকার প্রথম পৃষ্ঠায় (Codex no 1498 yakarana Manuscripts, A. S. B.) তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

পরের বস্তু না জানিলে, ব্যাকরণপ্রস্তাবে স্যমন্তক মণির উপাখ্যান কেন? আমরা এরূপ বলিলেও দশবলকারিকার প্রত্যর্পণ সম্ভবপর নহে, কারণ ঐ শ্লোকের পরেই লিখিত আছে—

"অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ
পরধনে পরযোষিতি চ স্পৃহা।
সুজনবন্ধুজনেষ্বসহিষ্ণুতা
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি দুরাত্মনাম্॥"

সম্ভবতঃ কৌমারগণই এ স্থলে কটাক্ষিত হইয়াছেন। ভাল, কৌমারদের বলিয়া স্বীকার না করিলেও পাণিনিসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা হউক। এ কথায় কোনও ফল নাই, কারণ ঐ শ্লোকের পর পুনরায় লিখিত আছে—

"হিতং ন বাচ্যমহিতং ন বাচ্যং
হিতাহিতং নৈব চ ভাষণীয়ম্।
এরণ্ডকো নাম মুনি র্মহাত্মা
হিতোপদেশেন বলিং প্রবিষ্টঃ॥"

যাহাই হউক, ইহা শুনিয়া আমরাও নিবৃত্ত হইলাম।

সাধারণভাবে ধাতুসম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যেমন—শ্রীভদ্র অর্থাৎ দীপক-ব্যাকরণপ্রণেতা শ্রীভদ্রেশ্বর সুরি, স্বামী অর্থাৎ কপ্‌ফিণাভ্যুদয়প্রণেতা শিবস্বামী, আত্রেয়, ভট্টভাস্কর অর্থাৎ ভট্টভাস্করীয়কৃৎ কৌশিক ভট্টভাস্কর মিশ্র, হলায়ুধ, ভট্টমল্ল, দেব, ধনপাল, হরিযোগী, বল্লভ, দশবলপণ্ডিত, গদসিংহ, কবিকল্পদ্রুম-স্কন্ধাদিপ্রণেতা মণ্ডন, কারকবিচারাদিপ্রণেতা মণিকণ্ঠ, সমাসবাদাদিকৃৎ কালাপক গোবিন্দভট্ট, হরিচরিতকাব্যপ্রণেতা বঙ্গের শেষ কবি ১৫ খ্রীষ্টশতাব্দীয় চতুর্ভুজ ইত্যাদি। কখনও কখন ধাতুসম্বন্ধে খণ্ডপুস্তকও রচিত হইয়াছে, যেমন কৌমারদের 'ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ'সূত্রের উপর আখ্যাতমঞ্জরী। পাণিনি-কলাপের ধাতুসূত্র লইয়াও অনেকে ধাতুসম্বন্ধীয় বহুকথা আলোচনা করিয়াছেন, যেমন—পাণিনীয় ভূবাদিসূত্রের উপর বাচকবার্ত্তিককৃৎ সুধাকর এবং শার্ব্ববর্ম্মিক 'ধাতুবিভক্তিবর্জ্জমর্থবল্লিঙ্গম্' সূত্রের উপর বিদ্যাসাগর-টিপ্পনীকার। পাণিনির ধাতুসূত্র—'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' (১।৩।১) এবং কলাপের ধাতুসূত্র—'ধাতু-বিভক্তিবর্জ্জমর্থবল্লিঙ্গম্' (চতুষ্টয় ১)। আবার যেমন—'দণ্ডকধাতু'বৃত্তিকার বা 'গজসূত্র'ব্যাখ্যাকার শিবরামেন্দ্রযতি। অবিচ্ছিন্নভাবে একার্থক বহুধাতুর উল্লেখকে 'দণ্ডকধাতু' বলে। কৌমারসম্প্রদায়ে ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ। গজসূত্র অর্থাৎ পাণিনির "ণেরণৌ যৎ কর্ম্ম ণৌ চেৎ স কর্ত্তাঽনাধ্যানে" (১।৩।৬৭) এই সূত্র। ধাতুসম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থের টীকা টিপ্পনী বা অপরাপর সংবাদ তত্তৎ-সম্প্রদায়বিষয়ক ইতিহাসে যথাসম্ভব বলা হইবে। ধাতুসম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ উপোদ্‌ঘাতের নিম্নভাগে দ্রষ্টব্য।

প্রাতিপদিকপাঠসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। পাণিনিসম্প্রদায়ে—পাণিনীয় গণপাঠ। বর্দ্ধমানের দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীয় গণরত্নমহোদধি ইহার ব্যাখ্যাস্থানীয়। গেয়দেবের 'পাণিনীয়গণপাঠ' একখানি সংগ্রহগ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে প্রাতিপদিকপাঠ পাণিনিকৃত নহে, কারণ "পূর্ব্বপরাবর......" (১।১।৩৪) সূত্রের ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"অবরাদীনাং চ পুনঃ সূত্রপাঠে গ্রহণমনর্থকম্, কিং কারণম্? গণে পঠিতত্বাৎ। গণে হ্যেতানি পঠ্যন্তে। কথং পুন র্জ্ঞায়তে স পূর্ব্বঃ পাঠোঽয়ং পুনঃপাঠ ইতি? তানি হি পূর্ব্বাদীনামন্ত্যবরাদীনি।" ইহার প্রদীপে কৈয়টও লিখিয়াছেন—"অভিযুক্তা গণান্ পঠন্তি।......অবরকালপাঠাৎ পূর্ব্বশব্দোঽবরশব্দেনোচ্যতে। তেন পূর্ব্বং গণপাঠঃ পশ্চাৎ সূত্রপাঠ ইত্যর্থঃ।... ত্যদাদীনি পঠিত্বা (সর্ব্বাদি-) গণে কৈশ্চিৎ পূর্ব্বাদীনি পঠিতানি।"

সূত্রপাঠের সঙ্গে প্রাতিপদিকপাঠের উপদেশ অপরিহার্য্য, নচেৎ ব্যাখ্যাতৃগণের স্কন্ধে উহার ভার অর্পণ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় বলিতে হইবে—সূত্রপাঠের সঙ্গে পাণিনি অবশ্যই তদুপযোগী প্রাতিপদিকপাঠেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বাচার্য্যকৃত প্রাতিপদিকপাঠের সহায়তা লওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং ভাষ্যপ্রদীপের কথানুসারে উহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব না ধরিলেও স্বসূত্রোপযোগিতার জন্য সংস্কর্ত্তৃত্ব ধরিতে হইবে। কিন্তু পাণিনির সংস্কৃত প্রাতিপদিকপাঠ যে কাত্যায়ন পতঞ্জলি জয়াদিত্য বামনাদি দ্বারা কালে কালে প্রতিসংস্কৃত হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এ সকল কথা মূলের পাণিনিপ্রস্তাবে যথাসম্ভব আলোচিত হইবে।

কাতন্ত্রের প্রাতিপদিকপাঠসম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। কিন্তু 'স্বস্রাদীনাং চ' (চতুষ্টয় ৬৯), 'মুহাদীনাং বা' (চ ১৯১), 'বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে' (চ ২৯৩), 'স্মৈ সর্ব্বনাম্নঃ' (নাম ২৫), 'ত্যদাদীনাম বিভক্তৌ' (নাম ১৭১) ইত্যাদি সূত্র দেখিয়া মনে হয়, একসময়ে সূত্রপাঠের সঙ্গে শার্ব্ববর্ম্মিক ধাতুপাঠের ন্যায় শার্ব্ববর্ম্মিক প্রাতিপদিকপাঠও অবশ্যই ছিল। সে গ্রন্থ বহুদিন লুপ্ত হওয়ায় দুর্গসিংহও তাহা দেখেন নাই, দেখিলে নাম করিতেন। তবে বৃত্তিদ্বারা তিনি এখন উহার অভাব পূরণ করিয়াছেন। স্বস্রাদির পাঠ দেখাইবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন—

> 'স্বসা নপ্তা চ নেষ্টা চ ত্বষ্টা ক্ষত্তা তথৈব চ।
> হোতা পোতা প্রশাস্তা চ অষ্টৌ স্বস্রাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥'

শ্লোকটী সম্ভবতঃ ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীয় চন্দ্রকীর্ত্তির 'সমন্তভদ্র'নামক শ্লোকাত্মক ব্যাকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শুনা যায়, তিব্বতদেশে তিব্বতীয় ভাষায় চান্দ্র গণপাঠ সুরক্ষিত আছে (The Indian Historical Quarterly 1938, Vol 14, p. 256, *fn* 4)। এখানে উহা পাওয়া যায় না। দিগম্বর সম্প্রদায়ে—শাকটায়নীয় গণপাঠ। ইহা ১৬ পাদে বিভক্ত। জৌমর সম্প্রদায়ে—নারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গণপ্রকাশ। শ্বেতাম্বরীয় জৈনসম্প্রদায়ে—হৈমগণপাঠ। সৌপদ্মে—কাশীশ্বরপ্রণীত গণপাঠ। অন্যান্য সম্প্রদায়ে স্বতন্ত্র গণপাঠ না থাকিলেও সূত্রপাঠের ব্যাখ্যাবকাশে গণোদ্দিষ্ট শব্দ-সমূহ প্রায়শঃ উদাহৃত হইয়াছে।

কাহারও কাহার মতে 'লিঙ্গমশিষ্যম্' এই প্রাচীন ন্যায়বশতঃ পাণিনি

কোনও লিঙ্গানুশাসনবিষয়ক গ্রন্থ করেন নাই। ডাক্তার ক্রণো লিবিশ্ বলেন—চন্দ্রগোমীর পর এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচলন হইয়াছে, কারণ তাঁহার পরিভাষাই আছে—'লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাৎ' *। ডাক্তার কীথ্ সাহেবও লিখিয়াছেন—"That (অর্থাৎ treatise on gender) ascribed to Panini cannot be so old§". আমরা কিন্তু পৌরাণিক মতানুসারে এ সকল কথা স্বীকার করি না। ইহা ব্যতীত সাম্প্রদায়িক উক্তিও আছে—

"অষ্টকং ধাতুপাঠশ্চ গণপাঠস্তথৈব চ।
লিঙ্গানুশাসনং শিক্ষা পাণিনীয়া অমী ক্রমাৎ॥"

লিঙ্গানুশাসনের গ্রন্থ কি চন্দ্রগোমী দেখেন নাই? অসম্ভব। কল্হণোক্ত প্রাচীনতর চন্দ্রাচার্য্য অথবা চন্দ্রগোমী স্বয়ং লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থ করিয়াছেন। ৬-৭ খৃষ্ট শতাব্দীয় হর্ষদেব ‡ অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধন উহা দেখিয়াছেন। তাঁহার লিঙ্গানুশাসনের শেষে লিখিত আছে—

"ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়োর্ব্বররুচে র্বিদ্যানিধেঃ পাণিনেঃ
সূক্তাঁল্লিঙ্গবিধীন্ বিচার্য্য সুগমং শ্রীবর্দ্ধনস্যাত্মজঃ।
শ্রব্যং ব্যাপি চ হর্ষবর্দ্ধন ইদং স্পষ্টীকৃতপ্রত্যয়ং
লিঙ্গানামনুশাসনং রচিতবানত্যর্থসংসিদ্ধয়ে॥"

সুতরাং হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে চান্দ্র লিঙ্গকারিকা ব্যতীত ব্যাড়ি শঙ্কর বররুচি এবং বিদ্যানিধি পাণিনি—এ চারিজনের লিঙ্গানুশাসনও প্রচলিত ছিল। বলিতে ইচ্ছা হয়—চন্দ্র অর্থাৎ কল্হণোক্ত চন্দ্রাচার্য্য এবং বররুচি অর্থাৎ কাত্যায়ন বররুচি। কারণ শ্লোকে চন্দ্রগোমি-বররুচির প্রায় সামসময়িক অমরসিংহের নাম নাই কেন? সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে আধুনিক বলিয়াই তিনি উল্লিখিত হন নাই। আর অমরসিংহ আধুনিক হইলে চন্দ্রগোমীকে বা প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচিকে প্রাচীন বলা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রাত্মিকগণ ১২ খৃষ্ট শতাব্দীয় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান আছেন।

* ক্ষীরতরঙ্গিণী ২৩৩ পৃষ্ঠা এবং Konkordanz Panini-Candra নামক গ্রন্থে ৭৪ সংখ্যক পরিভাষা।

§ A History of Sanskrit Literature, p. 433.

‡ Ibid. pp. 432-33.

তার উপর আবার সর্ব্বলক্ষণাকৃৎ পৃথিবীশ্বরও তাঁহাদিগকে সমর্থন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নমু সন্তি ব্যাড়িবররুচিচন্দ্রগোমিপ্রভৃতিমহাপুরুষবিরচিতানি লিঙ্গানুশাসনানি; তৎ কিমস্য করণস্য প্রয়োজনমিত্যাহ…"। কিন্তু এ পাঠ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কারণ 'চন্দ্রগোমি'স্থলে কোনও কোন পুঁথিতে 'ভদ্রগোমি' শব্দ লিখিত আছে। (৩ পৃষ্ঠা, বেঙ্কটরাম-সংস্করণ)। তবে হর্ষোক্ত চন্দ্র চন্দ্রগোমী হউন বা কল্হণোক্ত প্রাচীনতর চন্দ্রাচার্য্যই হউন, আপাততঃ ফলে কোনও পার্থক্য নাই।

কেহ কেহ বলেন—চান্দ্রলিঙ্গানুশাসনের উপর চন্দ্রগোমী একখানি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং উহার নাম 'চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তি'। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে আমরাও এই গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি। তথায় লিখিত আছে—"অয়ং মনুঃ প্রজাপতিরিয়ং মনুস্তদ্ভার্য্যেতি চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তিঃ" (তৃতীয়কাণ্ড—১৮৭ পৃ০, গণপতি-সংস্করণ)। ইহাতে আবার মনে হয়, প্রাচীনতর চন্দ্রাচার্য্যপ্রণীত লিঙ্গানুশাসনের উপর চন্দ্রগোমী কেবল এই বৃত্তিখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বাররুচিক গ্রন্থের ন্যায় সমূলবৃত্তি চন্দ্রগোমিপ্রণীত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইহা আমাদের চরমসিদ্ধান্ত নহে, কারণ প্রাজ্ঞিকদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই ইহা উপন্যস্ত হইল।

শঙ্কর সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রের শঙ্করস্বামী। তিনি ভগবান্ বর্ষ এবং উপবর্ষের পিতা। বররুচিও তাঁহার নাম করিয়াছেন। কিন্তু লিঙ্গসম্বন্ধে শঙ্করের কি গ্রন্থ ছিল তাহা এখন জানা যায় না। 'বিদ্যানিধি'শব্দ বোধ হয় পাণিনির বিশেষণ। হর্ষবর্দ্ধনীয় লিঙ্গানুশাসনের ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর বেঙ্কটরাম শর্ম্মা বিদ্যানিধিকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন (মদ্রপুর-সংস্করণ)। সম্ভবতঃ তিনি 'অতন্ত্রচন্দ্রিকা'নামক নাটক প্রণেতা বিদ্যানিধিকে বা 'কাব্যচন্দ্রিকা'প্রণেতা বিদ্যানিধি ন্যায়বাগীশকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ দুইজন বিদ্যানিধি হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন এবং তাঁহাদের লিঙ্গানুশাসনবিষয়ক কোনও গ্রন্থের কথাও শুনা যায় না। আমরা 'বিদ্যানিধি'শব্দকে পাণিনির বিশেষণ ধরিয়া উক্ত শ্লোকে পাঁচখানি লিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ অনুমান করিতেছি, কারণ হর্ষবর্দ্ধনের সামসময়িক কোশকার শাশ্বত বলিয়াছেন—

"দৃষ্টশিষ্টপ্রয়োগোঽহং দৃষ্টব্যাকরণত্রয়ঃ।
অধীতী সদুপাধ্যায়াল্লিঙ্গশাস্ত্রেষু পঞ্চসু॥"

তিনিও সম্ভবতঃ ঐ শ্লোকোক্ত পাঁচখানির উদ্দেশেই পঞ্চলিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধনের পর বামনাচার্য্যও চান্দ্রলিঙ্গকারিকা দেখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থান্তে লিখিত আছে—

> "ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্রং
> জৈনেন্দ্রলক্ষণগতং বিবিধং তথাঽন্যৎ।
> লিঙ্গস্য লক্ষ্ম হি সমস্য বিশেষ-যুক্ত-
> মুক্তং ময়া পরিমিতং ত্রিদশা ইহার্য্যাঃ॥" (৩১)।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় টীকাসর্ব্বস্বের বহুস্থানে চান্দ্রলিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ আছে, যেমন অমরকোষস্থ 'অর্দ্ধর্চ্চাদৌ……'শ্লোকের পূর্ব্বপীঠিকায় "অর্দ্ধর্চ্চাদিগণে ঘৃতক্ষীরাদয়ঃ পঠ্যন্তে, চান্দ্রলিঙ্গানুশাসনে চ তৃণরণচরণাদয়ঃ……" (চতুর্থখণ্ড, ১৮৬ পৃ০)। নাভিশব্দের লিঙ্গনির্ণয়াবকাশে সর্ব্বানন্দ চান্দ্রলিঙ্গানুশাসন হইতে একটী বচনও উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"লিঙ্গশাস্ত্রকৃতাং স্ত্রিয়ামেব নাভিরিতি সম্মতম্। তথা চ চন্দ্রগোমী—'ঈদূদন্তা স একা চ ইদন্তস্তানি দেহিনঃ' ইতি।" (নামলিঙ্গানুশাসন, তৃতীয় কাণ্ড, ১৭৪ পৃ০, ত্রিবাঙ্কুর-সং)। ইহা ব্যতীত পুরুষোত্তমদেবের বর্ণদেশনায় চান্দ্রলিঙ্গানুশাসনের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। উজ্জ্বলদত্তও ঐ চান্দ্রগ্রন্থ দেখিয়াছেন (ed. Aufrecht IV. I)। তারপর ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় রায়মুকুটের পদচন্দ্রিকায় উহার উল্লেখ আছে †। আমরা চান্দ্রলিঙ্গানুশাসন বা চন্দ্রলিঙ্গবৃত্তি দেখি নাই সত্য, কিন্তু তজ্জন্য উহারা কখনও ছিল না—একথা বলা যায় না।

ব্যাড়ি যে পতঞ্জলির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। হর্ষবর্দ্ধনের এবং বামনাচার্য্যের প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায় যে, ব্যাড়িরও একখানি লিঙ্গানুশাসন ছিল। সর্ব্বলক্ষণায় পৃথিবীশ্বরও এ কথা বলিয়াছেন। সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অমরসিংহ উহার সারাংশ লইয়াছেন। অমরকোষস্থিত প্রস্তাবনার 'সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি…' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—'অন্যতন্ত্রাণি ব্যাড়িবররুচিপ্রভৃতীনাং তন্ত্রাণি সমাহৃত্য একীকৃত্য। অতএব সম্পূর্ণমিদম্, যতস্ত্রিকাণ্ডোৎপলিন্যাদীনি নামমাত্রতন্ত্রাণি, ব্যাড়িবররুচিপ্রণীতানি তু লিঙ্গমাত্রতন্ত্রাণি' (টীকাসর্ব্বস্ব)। মসীশব্দের দ্বিরূপতা

† R. G. Bhandarkar Report 1883-84, P. 468.

লইয়া সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাড়ীয় লিঙ্গানুশাসনের একটী বচনও উদ্ধার করিয়াছেন—"স্ত্রীপুংসয়োর্মঘী'তি ব্যাড়িরাহ' (তৃতীয় কাণ্ড, ১৭৫ পৃ০)। বামনাচার্য্য তদীয় লিঙ্গানুশাসনের বৃত্তিভাগে লিখিয়াছেন—"যদ্‌ব্যাড়িপ্রমুখৈঃ প্রপঞ্চবহুলং লিঙ্গস্য লক্ষ্মোদিতং তৎ সংহৃত্য ময়া যথা নিগদিতং ব্যাখ্যায়তে জানতাম্।" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাড়ীয়গ্রন্থে লিঙ্গসম্বন্ধীয় নানা বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছিল। পতঞ্জলির পূর্ব্বে যদি ব্যাড়ির লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়ন সম্ভবপর হয় তাহা হইলে পাণিনির পক্ষে অসম্ভব কেন? আর এক কথা। পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসন চন্দ্রগোমীর পরবর্ত্তী হইলে ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীয় হর্ষবর্দ্ধন কি উহাতে পাণিনির কর্তৃত্ব ঘোষণা করিতেন? স্বীকার করি, ভাষ্যে পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী জয়াদিত্য বামন জিনেন্দ্রবুদ্ধি কৈয়ট হরদত্ত বা ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় অন্নংভট্টও উহার নাম করেন নাই। এজন্য কি বলা যায়—উহা অন্নংভট্টের পর রচিত হইয়াছে?

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্য" (২।১।৩৬, ২।২।২৯, ৮।১।১৫) এবং "তস্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্" (১।২।৬৪।৫৩)। অশিষ্যম্ অর্থাৎ অকথনীয়ম্। লোকাশ্রয়ত্বাৎ অর্থাৎ লোকসম্মতত্বাৎ। যখন সূত্রদ্বারা ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে তখন লোকসম্মতি অবলম্বন করিতে হয়। সেইজন্য বররুচি বলিয়াছেন—

"বাশব্দৈশ্চাপিশব্দৈর্ব্বা সূত্রাণাং চালকৈস্তথা।
এভির্যত্র ন সিধ্যন্তি তে সাধ্যা লোকসম্মতৈঃ॥"

(কাতন্ত্রসন্ধি ২৩ সূত্রীয় কবিরাজ)। অতএব পতঞ্জলির কথায় এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে—'ব্যবহারনিবন্ধাঃ শব্দাঃ সূত্রৈস্তেষাং কথনং পরিগণনং বা কর্ত্তুং ন শক্যন্তে শিষ্টানাং প্রয়োগবাহুল্যাৎ'। এই জন্য কেহ বা 'লিঙ্গমশিষ্যম্' বলিয়াও লিঙ্গানুশাসনবিষয়ক গ্রন্থ করিয়াছেন, আবার কেহ বা লিঙ্গানুশাসন বিষয়ক গ্রন্থ করিবার পরেও বলিয়াছেন—'লিঙ্গমশিষ্যম্' বা 'লিঙ্গব্যবস্থা লোকব্যবহারাধিগম্যা'। চন্দ্রগোমী যদি লিঙ্গানুশাসনপ্রণেতা হন তাহা হইলে 'লিঙ্গমশিষ্যম্......'ইত্যাদি পরিভাষা বলিয়া তিনিও লিঙ্গানু শাসন লিখিয়াছেন। লিঙ্গসম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশের পর শাকটায়নীয় লিঙ্গানুশাসনের শেষে লিখিত আছে—

"বাগ্‌বিষয়স্য তু মহতঃ সংক্ষেপত এষ লিঙ্গবিধিরুক্তঃ।
যন্নোক্তমত্র সদ্‌ভিস্তল্লোকত এব বিজ্ঞেয়ম্॥"

আবার শাকটায়নের পূর্ব্বে অমরসিংহ লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গের শেষভাগে বলিয়াছেন—"তন্নোক্তমিহ লোকেঽপি তচ্চেদস্ত্যস্ত শেষবৎ" এবং "পরং বিরোধে শেষং তু জ্ঞেয়ং শিষ্টপ্রয়োগতঃ"। প্রথমটীর ব্যাখ্যায় সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন—"তৎ তস্মাদিহ লৌকিকে নামলিঙ্গানুশাসনেঽনুপযুক্তত্বান্নোক্তম্। নন্ত চাত্যন্তবিদুষোঽপি পুরুষস্যাশেষলৌকিকপ্রয়োগপারগত্বাসম্ভবাৎ সন্দিগ্ধমেতৎ, কিমস্তি লোকানাং প্রয়োগো ন বেতি……। অনুক্তলিঙ্গসংগ্রহার্থমিহ বক্ষ্যতে—'শেষং তু জ্ঞেয়ং শিষ্টপ্রয়োগতঃ' ইতি। যথা গ্রন্থবিস্তরভয়াদনুক্তমপীহ শেষং শিষ্টপ্রয়োগতো জ্ঞেয়ম্……।" আবার লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গস্থিত "লঙ্কা শেফালিকা টীকা……" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বপীঠিকায় সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন—"পাণিন্যাদিভিরনুশিষ্টলিঙ্গ*মভিধায় তদবশিষ্টানি কানিচিন্নামানি কান্তক্রমেণাহ—লঙ্কেত্যাদি (নামলিঙ্গানুশাসন, ১৭৩ পৃ০, ত্রিবাঙ্কুর-সং)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, অমরসিংহের নিকট হর্ষোক্ত পাণিনিশঙ্করব্যাড়িবররুচিচন্দ্রপ্রণীত পাঁচখানি লিঙ্গানুশাসন অবিদিত ছিল না। অমরসিংহ চন্দ্রগোমীর প্রায় সামসময়িক। অতএব 'লিঙ্গমশিষ্যম্…' ইত্যাদি উক্তিহেতু পতঞ্জলির বা চন্দ্রগোমীর সময়ে পাণিন্যাদি লিঙ্গানুশাসন ছিল না—এরূপ পাশ্চাত্ত্য মতবাদ কখনই স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে আমরা লিঙ্গানুশাসনবিষয়ক গ্রন্থসমূহের পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইব।

(১) পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসন। ইহার উপর ১০ খৃষ্টশতাব্দীতে বৃহৎসংহিতার টীকাকৃৎ ভট্টোৎপল † এবং ১৫ খৃষ্টশতাব্দীতে প্রক্রিয়াকৌমুদীকার রামচন্দ্র উহার টীকা প্রণয়ন করেন। ভট্টোৎপলের টীকা এখন পাওয়া যায় না। রামচন্দ্রের পর ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় ভট্টোজিদীক্ষিত কর্ত্তৃক উহার

* 'পাণিন্যাদিভিরনুশিষ্টলিঙ্গ' অর্থাৎ পাণিন্যাদিলিঙ্গানুশাসনোপদিষ্ট লিঙ্গ, সুতরাং তাৎপর্য্যতঃ ইহা দ্বারা তাঁহাদের লিঙ্গানুশাসনগ্রন্থই লক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীশ্বর লিখিয়াছেন —"অথ কিমিদং লিঙ্গং নাম্? যেষামনুশাসনং করিষ্যতে।……সন্তি ব্যাড়িবররুচিচন্দ্রগোমিপ্রভৃতিমহাপুরুষবিরচিতানি লিঙ্গানুশাসনানি……" (সর্ব্বলক্ষণা—৩ পৃ০)।

† বৃহন্ন্যাসে হেমচন্দ্র ইঁহাকে উৎপল বলিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থে তিনি উৎপলাচার্য্য বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

একখানি বৃত্তি প্রণীত হয়। উহা শব্দকৌস্তুভের অন্তর্গত। ১৮ খৃষ্টশতাব্দীতে ভবদেবমিশ্রের পুত্র ভৈরবমিশ্র উক্ত বৃত্তির একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই সটীক বৃত্তি নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র উহার প্রচলন আছে।

(২) ব্যাড়ির লিঙ্গানুশাসনসূত্র। 'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ' (১।২।৬৪।৪৫) এই বার্ত্তিক হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাড়ি কাত্যায়নের পূর্ব্বাচার্য্য। পতঞ্জলির এবং ভর্তৃহরির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, একজন ব্যাড়ির সম্পূর্ণ নাম—দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। প্রাত্নিকদের মতে দক্ষকন্যা দাক্ষীর পুত্র—পাণিনি এবং দক্ষসুত দাক্ষির পুত্র—দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। ব্যাড়িপ্রণীত তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—সংগ্রহ, উৎপলিনী এবং লিঙ্গানুশাসনসূত্র। উৎপলিনী একখানি কোশগ্রন্থ। ইহার শেষভাগে লিঙ্গানুশাসনসূত্রের সন্নিবেশ ছিল। অমরের নামলিঙ্গানুশাসনে এই প্রাচীন প্রথাই অনুসৃত হইয়া থাকিবে। এসম্বন্ধে সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবাদ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাড়ির লিঙ্গানুশাসনবিষয়ক গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন এবং বামনাচার্য্য উহা দেখিয়াছেন। কারণ হর্ষবর্দ্ধনকৃত লিঙ্গানুশাসনের শেষে লিখিত আছে—"ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়ো র্বররুচে র্বিদ্যানিধেঃ পাণিনেঃ..." ইত্যাদি এবং বামনকৃত লিঙ্গানুশাসনের শেষে লিখিত আছে—"ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্রং জৈনেন্দ্রলক্ষণগতং বিবিধং তথাঽন্যৎ" ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে ব্যাড়ীয় লিঙ্গানুশাসনের একটী সূত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে—"স্ত্রীপুংসয়ো র্মষী" (তৃতীয়কাণ্ড ১৭৫ পৃ০)। বামনের লিঙ্গানুশাসনবৃত্তি হইতে জানা যায় যে, ব্যাড়ির প্রপঞ্চবহুল গ্রন্থ উপজীব্য করিয়াই তাঁহার সবৃত্তি লিঙ্গানুশাসন লিখিত হইয়াছে।

(৩) শান্তনবের লিঙ্গানুশাসন বা লিঙ্গানুশাসনসূত্র। গ্রন্থ অনেকদিন পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ফিট্‌সূত্রকার কি না তাহাও জানা যায় না।

(৪) চান্দ্রসম্প্রদায়ের লিঙ্গানুসাশন বা লিঙ্গকারিকা। গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন হইতে রায়মুকুট পর্য্যন্ত সকলেই উহা পড়িয়াছেন। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৫) অমরসিংহের লিঙ্গানুশাসন। গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষীরস্বামী ও হেমচন্দ্রসুরি, ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,

সম্ভবতঃ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় হড্ডচন্দ্র, ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় বঙ্গবাসী বৃহস্পতিমহিন্থ রায়-মুকুট, এবং তারপর ১৫ খৃষ্ট শতাব্দীয় মিথিলাবাসী দ্বিতীয় শ্রীকর আচার্য্য এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ষীরস্বামীর অমরকোষোদ্ঘাটন, সর্ব্বানন্দের টীকা-সর্ব্বস্ব, রায়মুকুটের পদচন্দ্রিকা ও শ্রীকরের ব্যাখ্যামৃত বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। হড্ডচন্দ্রের গ্রন্থ এখন দুর্ল্লভ। এ সকল গ্রন্থকার প্রধানতঃ পাণিনীয় পণ্ডিত। শ্রীকরের পর সারস্বতসম্প্রদায়ে ভট্টোজিপুত্র ভানুজিদীক্ষিতের রামাশ্রমী বা ব্যাখ্যা-সুধা, জৌমরসম্প্রদায়ে নায়ারণশর্ম্মন্যায়পঞ্চাননের অমরকোশপঞ্জিকা বা পদার্থ-কৌমুদী, কৌমারসম্প্রদায়ে বক্তব্যবৃত্তিকার রমানাথ চক্রবর্ত্তিবিদ্যাবাচস্পতির ত্রিকাণ্ড-বিবেক ও তৎপুত্র রাজাদিবৃত্তিকার রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর রত্নমালা, সৌপদ্মসম্প্রদায়ে মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের সারসুন্দরী, মৌগ্ধবোধসম্প্রদায়ে রামতর্কবাগীশের নাম-লিঙ্গানুশাসন টীকা এবং তারপর ভরতমল্লিকের মুগ্ধবোধিনীরচিত হয়। ভরতের পর অচ্যুতোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাপ্রদীপ ও রঘুনাথচক্রবর্ত্তীর ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি প্রণীত-হইয়াছে। তবে যদি অচ্যুতেপোধ্যায় কমলাকর ভট্টাপরপর্য্যায় অদ্বৈতাচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র হন তাহা হইলে তিনি ভরতের পূর্ব্ববর্ত্তী। অমরসিংহ চন্দ্রগোমীর প্রায় সামসময়িক।

(৬) জৈনেন্দ্র লিঙ্গানুশাসন। গ্রন্থ বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। বামনের শ্লোকে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূজ্যপাদ দেবনন্দী ইহার প্রণেতা। তিনি চন্দ্রগোমীর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী।

(৭) বররুচিকৃত লিঙ্গানুশাসন বা লিঙ্গবিশেষবিধি বা বররুচিলিঙ্গসূত্র। প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি অমরসিংহের সামসময়িক হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অমরসিংহই বর্ষীয়ান্ ছিলেন। বররুচির এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ৮০টী কারিকা দৃষ্ট হয়। কীল্‌হর্ণ্ মহোদয় বলেন যে, বররুচি আবার লিঙ্গবৃত্তি-নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন*। ইহার প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"লিঙ্গং জিজ্ঞাসুনাচার্য্যঃ পৃষ্টঃ শিষ্যেণ কেনচিৎ।
ইদং বররুচিস্তস্মৈ প্রোবাচ হিতকাম্যয়া॥"

ফ্রাঙ্ক্ মহোদয়ের পুস্তকে কিন্তু এ শ্লোকটী দৃষ্ট নহে। তথায় লিখিত আছে—

* Report on the Search for Sanskrit Mss. in Bombay.

'হরতু হরস্তব ত্বরিতং কনকরজঃপুঞ্জপিঞ্জরে শিরসি।
ক্ষীরাহুতিরিব হুতভুজি নিপততি ভাগীরথী যস্য॥'

থম শ্লোকটী বৃত্তিকারের কোনও শিষ্যকর্তৃক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় াকটী বৃত্তিকার স্বয়ং লিখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ই গ্রন্থের অনেকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। April 1934).

এই লিঙ্গানুশাসনের শ্লোকগুলি প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচিকৃত অথবা াণিনীয় বার্ত্তিককার বররুচিস্মৃত তাহা লইয়া আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। াকৃতপ্রকাশকার বররুচি অমরসিংহের সামসময়িক হইলেও কিছু অর্ব্বাচীন। ২খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বানন্দের মতে অমরসিংহ তদীয় নামলিঙ্গানুশাসনের জন্য াড়ি এবং বররুচির নিকট ঋণী। ব্যাড়ির নিকট ঋণী হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু বীয়ানের নিকট ঋণী হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তবে কি সর্ব্বানন্দ বররুচি-মের দ্বারা বার্ত্তিককার কাত্যায়নকে লক্ষ্য করিয়াছেন? বিচিত্র নহে। কিন্তু হ কেহ বলিবেন—'সর্ব্বানন্দ ১২ খৃষ্টশতাব্দীর লোক, সুতরাং প্রায় ৬০০ বৎসর র্ব্বে কে প্রাচীন আর কে অর্ব্বাচীন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া প্রমাদবশতঃ তনি অমরসিংহকেই প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচির পরবর্ত্তী ভাবিয়াছেন।' ভাল, -৭ খৃষ্টশতাব্দীয় হর্ষবর্দ্ধন* কেন অমরসিংহের নাম না করিয়া বররুচির নাম রিয়াছেন? ইহাতে মনে হয়, যেন চান্দ্রলিঙ্গানুশাসনের পর অন্য গ্রন্থের ামাণ্যস্বীকারে তাঁহার কোনও ঔৎসুক্য ছিল না। অনুমানে বীতস্পৃহ ইয়া আমরা এখন জিজ্ঞাসা করি—মূলের প্রারম্ভে না করিয়া বৃত্তির প্রারম্ভে ন্থকার 'হরতু হরস্তব ত্বরিতম্' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন কেন? তএব মূলশ্লোকগুলি বার্ত্তিককার বররুচি প্রণীত বলিয়া তখন প্রসিদ্ধ ছিল কি না বং উহাদের উপর যে লিঙ্গবৃত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাই প্রাকৃতপ্রকাশকার ররুচিপ্রণীত কিনা—এ সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাভার প্রাজ্ঞিকদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া ামরা এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

(৮) হর্ষদেবের অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধনের লিঙ্গানুশাসন। এই গ্রন্থে ৯৭টী কারিকা াছে (বেঙ্কট-সংস্করণ)। ইহার চারিটী প্রকরণ—স্ত্রীলিঙ্গপ্রকরণ, পুংলিঙ্গ প্রকরণ,

* Keith's History of Sanskrit Literature, p. 434.

নপুংসকলিঙ্গ প্রকরণ, এবং মিশ্রলিঙ্গপ্রকরণ। এই গ্রন্থ ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীতে প্রণীত হয়। (A History of Sanskrit Literature by Keith, pp. 432-33). ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কি না তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কারণ গ্রন্থকার হর্ষদেব শ্রীবর্দ্ধনের পুত্র, আর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শ্রীপ্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র। কিন্তু জার্ম্মান্ পণ্ডিত ডাক্তার্ অটো ফ্রাঙ্ক্ মহোদয়াদি উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে 'নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্' এই ন্যায়ানুসারে শ্রীপ্রভাকরবর্দ্ধনকে গ্রন্থকার কেবল শ্রীবর্দ্ধন লিখিয়াছেন, আর মহারাজ বলিয়া 'হর্ষবর্দ্ধন'স্থলে 'হর্ষদেব'নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। বেরেডিয়েল কীথ্ ও ভিন্‌টার্‌নিৎস্ উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন।

হর্ষবর্দ্ধনপ্রণীত লিঙ্গানুশাসনের উপর ভট্টভারদ্বাজের পুত্র পৃথিবীশ্বর 'সর্ব্বলক্ষণা'নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি জয়াদিত্য বামন প্রণীত কাশিকাবৃত্তির বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন (বেঙ্কট-সংস্করণ—৫৬পৃ০···)। সুতরাং ইঁহাকে ৮খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না। সম্ভবতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইঁহার পিতা ভট্টদীপ্তস্বামী এবং ইনি স্বয়ং শবরস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এরূপ অনুমানের হেতু এই যে, Dr. Otto Franke মহোদয় একখানি 'সর্ব্বলক্ষণা'-পুঁথীর পুষ্পিকায় ঐ দুইটী নাম দেখিয়াছেন এবং অমরকোশের মনুষ্যবর্গস্থিত ৯: শ্লোকের টীকাসর্ব্বস্বে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শবর স্বামীর নাম করিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীশ্বর যে ১২ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

সর্ব্বলক্ষণার উপোদ্ঘাতে পৃথিবীশ্বর বলিয়াছেন—

"প্রার্থিতঃ শাস্ত্রকারেণ পাদগ্রহণপূর্ব্বকম্।
লিঙ্গানুশাসনব্যাখ্যাং করোতি পৃথিবীশ্বরঃ॥"

আমরা কিন্তু বলিব—'শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্'। কারণ ৬-৭ খৃষ্টশতাব্দীর হর্ষবর্দ্ধন কিরূপে তাঁহার পায়ে ধরিবেন ? আর এরূপ ঘটনা ভারতে অশ্রুতপূর্ব্ব। কারণ ব্যাখ্যা যদি সমালোচনাত্মক গ্রন্থ না হয় তাহা হইলে মূলকার ব্যাখ্যাকারের আচার্য্যস্থানীয় হইয়া থাকেন।

(৯) বামনকৃত লিঙ্গানুশাসন। ইহাতে ৩০টী শ্লোক ও তদুপরি গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থে মাঘের 'শিশুপালবধ' হইতে একটি শ্লোক (২।৩৯) উদ্ধৃত

হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকার নবমখৃষ্টশতাব্দীয় রাষ্ট্রকূটসম্রাট্ জগত্তুঙ্গের নাম করিয়াছেন (৯ম কারিকার বৃত্তি)। জগত্তুঙ্গ বঙ্গাধিপতি রাজ্যপালের শ্বশুর (Journal of the A. S. of Bengal, 1892, Pt. I, p. 80)। রাজ্যপাল ৯১৫ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন (বৃহদ্‌বঙ্গ—২৬০ পৃ০)। এরূপ অবস্থায় লিঙ্গানুশাসনকার বামনকে ৮ম খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না। এদিকে ৯ম খৃষ্টশতাব্দীয় রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় বামনের নাম ও বাক্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি লিখিয়াছেন—"কবয়োঽপি ভবন্তি ইতি বামনীয়াঃ।" (কাব্যমীমাংসা, বরোদা-সং ১৪ পৃ০)। ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় আনন্দবর্দ্ধনও বামনকে জানিতেন। কারণ তাঁহার ধ্বন্যালোকের—

"অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্যথোদিতম্।
অশক্নুবদ্ভির্ব্যাকর্ত্তুং রীতয়ঃ সংপ্রবর্ত্তিতাঃ॥" (৩।৫২)।

এই কারিকাটীতে বামন কটাক্ষিত হইয়াছেন। আবার অভিনবগুপ্তের লোচনানুসারে বামনের মতবাদ এবং ভামহের মতবাদ মনে রাখিয়াই আনন্দবর্দ্ধন লিখিয়াছেন—

"অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিঃ কীদৃক্ তথাপি ন সমাগমঃ॥"
(১।১৩ কারিকার বৃত্তি)।

এই সকল কারণবশতঃ লিঙ্গানুশাসনের ভূমিকায় চিমনলাল দালাল মহোদয় বামনকে ৮-৯ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়াছেন।

বামনীয় লিঙ্গানুশাসনের প্রথমে লিখিত আছে—

"সিদ্ধং বিবুধজনেষ্টং বিদিতাখিলবাঙ্‌ময়ং প্রণম্যাপ্তম্।
লিঙ্গানুশাসনমহং বচম্যার্য্যাভিঃ সমাসেন॥"

জৈনমতে 'সিদ্ধ'শব্দদ্বারা আদিতীর্থঙ্কর সিদ্ধসর্ব্বজ্ঞ এবং বৌদ্ধমতে সর্ব্বার্থসিদ্ধ লক্ষিত হইয়াছেন। হিন্দুমতে বামনাচার্য্য কাত্যায়ন-শর্ব্ববর্ম্মার ন্যায় ঐ শব্দটী কেবল মঙ্গলার্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। লিঙ্গানুশাসনের উপর গ্রন্থকারের একখানি স্বোপজ্ঞবৃত্তি আছে। উহার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রেয়াংসং শিবমীশ্বরং প্রশমিতাশেষাত্মদোষাশয়ং
বিশ্বক্লেশবিনাশিনং শুভনিধিং নত্বা গুরুং চ ত্রিধা।

যদ্ ব্যাড়িপ্রমুখৈঃ প্রপঞ্চবহুলং লিঙ্গস্য লক্ষ্মোদিতং
তৎ সংহৃত্য ময়া যথা নিগদিতং ব্যাখ্যায়তে জানতাম্ ॥"

শ্লোকে শ্রেয়ঃ এবং শিবাদি শব্দের প্রয়োগহেতু গ্রন্থকারকে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই মনে হয়।

চারিখানি গ্রন্থ বামনপ্রণীত বলিয়া শুনা যায়—কাশিকাবৃত্তি (আংশিক), লিঙ্গানুশাসন, সবৃত্তিকাব্যালঙ্কারসূত্র, এবং বিশ্রান্তবিদ্যাধরব্যাকরণ। প্রথম তিনখানি গ্রন্থ এখনও সুলভ। শেষোক্ত গ্রন্থখানির একটীমাত্র হস্তলিখিত পুস্তক Cambayতে রক্ষিত আছে। বর্দ্ধমানের গণরত্নমহোদধিতে এবং হেমচন্দ্রের বৃহন্ন্যাসে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল গ্রন্থের এককর্তৃত্ব বা ভিন্নকর্তৃত্ব লইয়া বিচার আপাততঃ অনাবশ্যক।

(১০) কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহের লিঙ্গানুশাসন। ইহাতে সম্ভবতঃ ৮৮টী কারিকা ছিল। কৌমারদের ব্যাখ্যায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, গ্রন্থ কিন্তু এখন পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার ইহার উপর একখানি বৃত্তিও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩২৫ সূত্রীয় আখ্যাতপঞ্জীতে উহার বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় লিখিত আছে—"ননু বিশিষ্টমপি শ্বশুরত্বং ভবৎ তদপত্যোদ্বহনসম্বন্ধকৃতমেব ভবিতুমর্হতি, তচ্চ ন কেবলং পুংসি স্থিতং কিন্তর্হি ? স্ত্রিয়ামপি। যদাহ ভগবান্ দুর্গসিংহঃ—'এবং শ্বশুর ইতি তদপত্যোদ্বহনসম্বন্ধনিবন্ধনো ব্যপদেশঃ শ্বশ্র্‌বামপি স্থিত এবে'তি।" শুনা যায় ইহার প্রারম্ভে লিখিত ছিল—

"স্ত্রীপুংনপুংসকত্বেন ভিন্নং যেন চরাচরম্।
লিঙ্গং জয়তি যন্নিত্যমশেষাগমকারণম্ ॥"

কাশ্মীরের গ্রন্থে দুর্গাত্মপ্রণীত লিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'Systems o Sanskrit Grammar' নামক গ্রন্থে ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ বলেন যে, ইহাতে ৮৬টি কারিকা আছে (৮৫ পৃ০)। তিনি আরও বলিয়াছেন—"Durga Sinha is als to be distinguished from later writers such as Durga, Durgatm and Durgacharya···and one of the first two, if indeed they are tw persons, wrote a Linganusasana to the Katantra." (p. 88). ইহা পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"One of them may have been a বীরশৈ compare the verse—"স্ত্রীপুংনপুংসকত্বেন··· It has a ring of that fai

about it. The other as we saw was a Bauddha." আমাদের মতে বৃত্তিকার দুর্গসিংহই শৈব এবং তিনিই সবৃত্তি লিঙ্গানুশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতপ্রবর বেঙ্কটরাম শর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনীয় লিঙ্গানুশাসনের ভূমিকায় দুর্গসিংহকে অভিনব শাকটায়নের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন (৩৮ পৃ০)। আমাদের মতে কিন্তু তিনি শাকটায়নের বর্ষীয়ান্ সামসময়িক ছিলেন। ইহার যুক্তি কাতন্ত্রপ্রস্তাবে দর্শিত হইবে।

(১১) অভিনবশাকটায়ন-প্রণীত লিঙ্গানুশাসন। ইহাতে ৭০টী কারিকা আছে। কারিকাগুলি আর্য্যাছন্দে রচিত। গ্রন্থ বেঙ্কটরামকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে (মদ্রপুর-সংস্করণ)। ইহার শেষে লিখিত আছে—

"বাগ্‌বিষয়স্য তু মহতঃ সংক্ষেপত এষ লিঙ্গবিধিরুক্তঃ।
যন্নোক্তমত্র সদ্‌ভিস্তল্লোকত এব বিজ্ঞেয়ম্॥" (৭০ কারিকা)।

(১২) ভোজদেবের লিঙ্গানুশাসন। গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ উহা সরস্বতীকণ্ঠাভরণের একটী অংশ ছিল। কিন্তু মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে আর সমস্ত থাকিলেও লিঙ্গানুশাসন নাই।

(১৩) অরুণদেবকৃত লিঙ্গানুশাসন। গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১১৫৯ খৃষ্টাব্দীয় টীকাসর্ব্বস্বে অরুণদেবের নাম পাওয়া যায়। বেঙ্কটরাম ইহাকে অভিনব শাকটায়নেব পরবর্ত্তী বলিয়াছেন।

(১৪) বুদ্ধিসাগরকৃত লিঙ্গানুশাসন। সম্ভবতঃ ইহা 'শ্রীবুদ্ধিসাগর' নামক ব্যাকরণের অন্তর্গত ছিল। জৈনগণ বলেন—

"শ্রীবুদ্ধিসাগরসূরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্।
সহস্রাষ্টকমানং তৎ শ্রীবুদ্ধিসাগরাভিধম্॥"

গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার জৈন ছিলেন।

বেঙ্কটরাম বুদ্ধিসাগরকে দুর্গসিংহের এবং ভোজের সামসময়িক বলিয়াছেন (১৪ পৃ০, হর্ষলি০ ভূমিকা)। কিন্তু এক ব্যক্তি ঐ দুই জনের সামসময়িক হইতে পারেন না। তবে ইহাকে ভোজের সামসময়িক বলা যায়। কারণ বুদ্ধিসাগর জিনেশ্বর সূরির বন্ধু ছিলেন এবং জিনেশ্বর সূরি জাবালপুরে থাকিয়া ১০২৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টকের একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। অতএব বুদ্ধিসাগরও ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় ছিলেন।

(১৫) জৈন হেমচন্দ্রের স্বোপজ্ঞলিঙ্গানুশাসন। ইহার উপর গ্রন্থকারের

বিবরণ আছে (Codex no 4515, Vyk. Mss. of A. S. B.)। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে যোধপুরে সূর্য্যসিংহের রাজত্বকালে শ্রীবল্লভবাচনাচার্য্য 'দুর্গপদপ্রবোধ' নামে ইহার আরও একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইহাও এখন দুর্ল্লভ হইয়াছে। হেমচন্দ্র ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ছিলেন।

(১৬) জয়সিংহের লিঙ্গবার্ত্তিক (Codex no 4630, Vyakarana Manuscripts of the Asiatic Society of Bengal)। গ্রন্থকার ১৪ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ মিথিলায় ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ঐ পুঁথির নকল করা হইয়াছিল। গ্রন্থকার গ্রহেশ্বর মিশ্রের পুত্র। ইহা শুনিয়া মনে হয়, চণ্ডীস্তোত্রের টীকাকার জয়সিংহ মিশ্রই লিঙ্গবার্ত্তিককার। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন।

(১৭) রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির 'লিঙ্গাদিসংগ্রহটিপ্পনী'। মহোপাধ্যায় বেঙ্কটরাম শর্ম্মা ইহাকে লিঙ্গানুশাসন বিষয়ক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মনে করিয়াছেন (হর্ষলিং ভূমিকা ৩৪পৃং)। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা অমরকোষস্থিত লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গের টীকামাত্র। শর্ম্মমহোদয় গ্রন্থ না দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছেন। রামনাথ একজন ১৫-১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় কালাপক পণ্ডিত ছিলেন। কলাপচন্দ্রে ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় সুষেণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। (কাতন্ত্র সন্ধি ৭৫ সূত্রীয় কবিরাজ)।

এতদ্ব্যতীত লিঙ্গানুশাসনের উপর আরও অনেক গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—পদ্মনাভদত্তের লিঙ্গানুশাসন, জয়ানন্দসূরির লিঙ্গানুশাসনবৃত্ত্যুদ্ধার, বামসূরির পুত্র তোপুরীর লিঙ্গনির্ণয়ভূষণ, ইত্যাদি। সংস্কৃতশব্দের লিঙ্গনির্ণয় করা কঠিন। সেইজন্য মনীষিগণ লিঙ্গের উপর নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং লিঙ্গপ্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিবার পর উপোদ্‌ঘাত শেষ করা যাইবে।

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"। প্রকৃতির গুণত্রয়ে কোনও প্রকার উপমর্দ্দ্য-উপমর্দ্দক ভাব আসিলেই সৃষ্টিকার্য্য আরব্ধ হয়। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকেরা বলেন—

"প্রকর্ষবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা বিদ্যা প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে শব্দার্থেও উহার কার্য্য প্রকাশিত হয়। সেইজন্য অর্থের গুণগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া প্রাচীনকালে পরাবরতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ শব্দেও ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের কল্পনা করিতেন, যেমন—ব্রহ্ম ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাণী। অনন্ত ব্রহ্মে কোনও গুণগত বৈশিষ্ট্য নাই—এইরূপ কল্পনাহেতু ব্রহ্মশব্দ নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু যখন ব্রহ্মশব্দে সত্ত্বাধিক্য কল্পিত হয় তখন উহা পুংলিঙ্গ, যেমন—ব্রহ্মা। আবার রজ আধিক্য কল্পিত হইলে উহা স্ত্রীলিঙ্গ, যেমন—ব্রহ্মাণী। আমাদের এ সকল উক্তি অপ্রস্তুত নহে, কারণ প্রাচীন ঋষিদের অভিপ্রায় বুঝিয়া বাক্যপদীয়গ্রন্থের তৃতীয়কাণ্ডে হেলারাজ লিখিয়াছেন—"সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সততপরিণামিনামুপচয়াপচয়মাধ্যস্থ্যলক্ষণা অবস্থাবিশেষা যথাযোগং পুংস্ত্বাদিলিঙ্গমাতিষ্ঠন্তে। তদেতদ্ ভাষ্যকারাভিমতং দর্শনং সংস্ত্যানপ্রসবস্থিতয়োঽপি হি তস্য লিঙ্গম্। তথা চাহ—'সংস্ত্যানপ্রসবৌ লিঙ্গম্‌······সর্ব্বাশ্চ পুন র্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ সংস্ত্যানপ্রসবগুণাঃ' (১।২।৬৪ মহাভাষ্য) ইতি বদতা বৃক্ষাদাবপি লিঙ্গযোগ উপপাদিতঃ, ত্রিলিঙ্গতা চ সমর্থিতা, নিয়মে তু কারণং বক্ষ্যতে, তত্র সংস্ত্যানং সংহননং প্রতিলয়স্তিরোধানমিত্যবস্থা স্ত্রীত্বম্। প্রসবঃ প্রবৃত্তিরাবির্ভাব ইতি পুংস্ত্বম্, ন স্ত্রীপুংসৌ নপুংসকমিতিস্থিতি র্নপুংসকমর্থাল্লক্ষিতম্। তথা হি সংগ্রহকারঃ পঠতি—'সংস্ত্যানং সংহননং লয়শক্তিবৃত্তিরূপাপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধতিরোভাবঃ স্ত্রীত্বম্, প্রসবোঽপ্যুদ্‌ভবশক্তিবৃত্তিলাভঃ প্রবৃত্তিরাবির্ভাব ইতি পুংস্ত্বম্, সাম্যং স্থিতিরৌৎসুক্যনিবৃত্তিরপরার্থত্বমঙ্গাঙ্গিভাবনিবৃত্তিঃ কৈবল্যমিতি নপুংসকত্বমি'তি।" (১৩ লিঙ্গসমুদ্দেশ)। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বৈয়াকরণভূষণসারে কোণ্ডভট্টও বলিয়াছেন—"সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যাবস্থা নপুংসকত্বম্, আধিক্যং পুংস্ত্বম্, অপচয়ঃ স্ত্রীত্বম্"।

পরাবরজ্ঞ ঋষিগণ গুণানুসারে শব্দসমূহের লিঙ্গ নির্ণয় করিলেও পরবর্ত্তিকালের লোকপ্রয়োগে উহার অনেক বিপর্য্যয় হইয়াছিল। এইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে বৃদ্ধব্যবহার এবং শব্দসংস্কার ব্যতীত অনেকস্থলেই এখন তাহাদের লিঙ্গ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। এমন কি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"তস্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্", এবং "লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্যেতি" (৪।১।৩ মহাভাষ্য)। লিঙ্গনির্ণয়ের দুঃসাধ্যতাহেতু "স্ত্রিয়াম্" (৪।১।৩) এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকস্থ প্রাচীন কারিকা উপজীব্য করিয়া ব্যাড়ীয় সংগ্রহের দৃষ্টিসহকারে পতঞ্জলি যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদয় এস্থলে

উদ্ধৃত হইল—"কা স্ত্রী নাম *? লোকত † এতে শব্দাঃ প্রসিদ্ধাঃ স্ত্রী পুমান্ নপুংসকমিতি। যল্লোকে † দৃষ্ট্বৈতদবসীয়ত ইয়ং স্ত্র্যয়ং পুমানিদং নপুংসকমিতি সা স্ত্রী স পুমাংস্তন্নপুংসকমিতি। কিং পুন র্লোকে দৃষ্ট্বৈতদবসীয়ত ইয়ং স্ত্র্যয়ং পুমানিদং নপুংসকমিতি? লিঙ্গম্। কিং পুনস্তৎ?

'স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
উভয়োরন্তরং যচ্চ তদভাবে নপুংসকম্[১]।
লিঙ্গাৎ[২] স্ত্রীপুংসয়ো র্জ্ঞানে ভ্রূকুংসে[৩] টাপ্ প্রসজ্যতে॥'

লিঙ্গাৎ স্ত্রীপুংসয়ো র্জ্ঞানে সতি ভ্রূকুংসে টাপ্ প্রাপ্নোতি। যদ্ধি লোকে দৃষ্ট্বৈতদবসীয়ত ইয়ং স্ত্রীত্যস্তি তদ্ ভ্রূকুংসে।

নত্বং খরকুটীঃ পশ্য খট্বাবৃক্ষৌ ন সিধ্যতঃ।
নাপুংসকং ভবেৎ তস্মিংস্তদভাবে নপুংসকম্॥
অসত্তু মৃগতৃষ্ণাবদ্ গন্ধর্বনগরং যথা।[৪]
আদিত্যগতিবৎসন্ন বস্ত্রান্তর্হিতবচ্চ তৎ॥

---

* লৌকিকস্ত্রীগ্রহণে খট্বাদিষ্বব্যাপ্তিস্তথা ভ্রূকুংসাদিষ্বতিব্যাপ্তিরিতিদর্শনাৎ প্রশ্নঃ।

† উদ্দ্যোতে নাগেশ লিখিয়াছেন—"আদ্যে লোকশব্দেন ব্যবহারঃ, অন্ত্যে ব্যবহর্তার ইতি ভেদঃ।

লোক্যতে যেন শব্দার্থো লোকস্তেন স উচ্যতে।
ব্যবহারোঽথ বা বৃদ্ধব্যবহর্তৃপরম্পরা॥ ইত্যুক্তেঃ।"

১। অত্র কালাপকাঃ পঠন্তি—'উভয়োরন্তরে পোটা তদভাবে নপুংসকম্' ইতি। উভয়ব্যঞ্জিকা পোটা অর্থাৎ স্ত্রীপুংসলক্ষণা।

২। ইদানীমেতদ্ দূষয়িতুমাহ—লিঙ্গাদিতি।

৩। ভ্রূকুংসঃ স্ত্রীবেষধারী নটঃ। তস্য স্তনকেশাদিসম্বন্ধাৎ স্ত্রীত্বে সতি টাপ্ স্যাৎ। ভ্রূকুংসবিষয়ে চোক্তম্—"স্ত্রীভূমিকাস্তু যঃ প্রাপ্তশ্চত্বারস্তস্য বাচকাঃ।
ভ্রকুংসশ্চ ভ্রুকুংসশ্চ ভ্রূকুংসশ্চ ভৃকুংসকঃ॥" ইতি।

পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার্ বটকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়ের মতে 'নারীসুলভ ভ্রূকুঞ্চন হইতেই ইহাদের নাম ভ্রূকুংস' হইয়াছে (পরিচয়—ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড)। কুসিধাতু ভাসার্থক (ক্ষীরতরঙ্গিণী—১৮৬ পৃ০), সুতরাং ইহা ঔপচারিক অর্থ।

৪। ভগবান্ আদিশেষের পরমার্থসারে স্মৃত হইয়াছে—
"মৃগতৃষ্ণায়ামুদকং শুক্তৌ রজতং ভুজঙ্গমো রজ্জ্বাম্।
তৈমিরিকচন্দ্রযুগবদ্ভ্রান্তমখিলং জগদ্রূপম্॥"

তয়োস্তু তৎকৃতং দৃষ্ট্বা যথাকাশেন জ্যোতিষঃ।
অন্যোঽন্যসংশ্রয়ং ত্বেতৎ প্রত্যক্ষেণ বিরুধ্যতে।
তটে চ সর্ব্বলিঙ্গানি দৃষ্ট্বা কোঽধ্যবসাস্যতি ॥

তটে চ খল্বপি সর্ব্বাণি লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা তটঃ তটী তটমিতি কস্তদধ্যবসাতুমর্হতীয়ং স্ত্র্যয়ং পুমানিদং নপুংসকমিতি। তস্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্। অবশ্যং চ কশ্চিৎ স্বকৃতান্ত আস্থেয়ঃ। কোঽসৌ স্বকৃতান্তঃ?

সংস্ত্যানপ্রসবৌ লিঙ্গমাস্থেয়ৌ স্বকৃতান্ততঃ।
সংস্ত্যানে স্ত্যায়তেড্‌র্ট্ স্ত্রী সূতেঃ সপ্ প্রসবে পুমান্ ॥"

ইতি। নমু চ লোকেঽপি স্ত্যায়তেরেব স্ত্রী সূতেশ্চ পুমান্। অধিকরণসাধনা লোকে স্ত্রী। স্ত্যায়ত্যস্যাং গর্ভ ইতি। কর্ত্তৃসাধনশ্চ পুমান্। সূতে পুমানিতি। ইহ পুনরুভয়ং ভাবসাধনম্। স্ত্যানং স্ত্রী প্রবৃত্তিশ্চ পুমান্। কস্য পুনঃ স্ত্যানং স্ত্রী প্রবৃত্তি র্বা পুমান্? গুণানাম্।...সর্ব্বাশ্চ পুন র্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ সংস্ত্যানপ্রসবগুণাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবত্যঃ। যত্রাল্পীয়াংসো গুণাস্তত্রাবরতস্ত্রয়ঃ শব্দঃ স্পর্শো রূপমিতি। রসগন্ধৌ ন সর্ব্বত্র। প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা। ন হীহ কশ্চিৎ স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে। বর্ধতে বা যাবদনেন বর্ধিতব্যমপায়েন যুজ্যতে। তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র। যদ্যুভয়ং সর্ব্বত্র কুতো ব্যবস্থা? বিবক্ষাতঃ। সংস্ত্যানবিবক্ষায়াং স্ত্রী প্রসববিবক্ষায়াং পুমানুভয়োরবিবক্ষায়াং নপুংসকম্।"

কাতন্ত্রচতুষ্টয়ের 'স্ত্রিয়ামাদা' (২৫৫) সূত্রীয় বৃত্তিভাগে লিখিত আছে—

তথায় আবার স্মৃত হইয়াছে—"সত্যমিব জগদসত্যং মূলপ্রকৃতেরিদং কৃতম্..."। স্মৃত্যন্তরেও পাওয়া যায়—

"বিপ্র পৃথ্ব্যাদিচিত্তস্থং ন বহিঃস্থং কদাচন।
স্বপ্নভ্রমমদাদ্যেষু সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে ॥"

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"যথা সলিলনির্ভাসো মৃগতৃষ্ণাসু জায়তে।
জলোপলব্ধ্যনুগুণাদ্ বীজাদ্ বুদ্ধি র্জলেঽসতি ॥
তথৈবাব্যপদেশ্যেভ্যো হেতুভ্যস্তারকাদিষু।
মুখ্যেভ্য ইব লিঙ্গেভ্যো ভেদা লোকে ব্যবস্থিতাঃ ॥" (প্রকীর্ণকাণ্ড)।

৫। স্ত্যায়তে সংহতঃ কঠিনো ভবতীতি প্রয়োগরত্নমালায়াং গূঢ়প্রকাশিকা।

'স্ত্রীপুংনপুংসকানি লোকলিঙ্গানুশাসনগম্যানি'। ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"কিমিদং নাম স্ত্রীতি। স্ত্রীপুংনপুংসকানি হি লিঙ্গানি শব্দসংস্কারমাত্রোপযোগীনি লোকরূঢ়ানি ধর্ম্মান্তরাণীব ভেদেনোপাদীয়ন্তে।...... যদাহু—'স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ...' ইত্যাদি। ত এবাবশিষ্টাঃ স্তনাদয়ো লিঙ্গানি যান্ দৃষ্ট্বা হস্তিন্যাং বড়বায়াং চ স্ত্রিয়ামিয়ং চ স্ত্রীতি বুদ্ধেঃ সমন্বয়ো ভবতি তৈরেব বা স্তনাদিভি র্বিশিষ্টৈরভিব্যজ্যতে যৎ স্ত্রীত্বাদিসামান্যং তদ্বা লিঙ্গম্। যদাহুঃ—

'স্তনকেশাদিসম্বন্ধো বিশিষ্টা বা স্তনাদয়ঃ।
তদুপব্যঞ্জনা জাতি র্লিঙ্গমেতন্নিরুচ্যতে॥'

ত্রিষপ্যেতেষু দর্শনেষু খট্বা মালা কুটী পাত্রীতি 'স্ত্রিয়ামাদা' ঈশ্চ ন সিধ্যতীতি স্তনাদিসম্বন্ধাভাবাৎ। বৃক্ষাদীনাং চ কথং পুংস্ত্বং লোম্নামত্যন্তাসম্ভবাৎ? তস্মাদীদৃক্ লক্ষণং প্রায়িকং মত্বাহ—'স্ত্রীপুংনপুংসকানি লোকলিঙ্গানুশাসনগম্যানী'তি। লোকেভ্যঃ শাস্ত্রকৃদ্ভ্যো লিঙ্গানুশাসনেভ্যশ্চ গম্যানীত্যর্থঃ।"

কাতন্ত্রপরিশিষ্টের স্ত্রীত্বপ্রকরণে শ্রীপতি দত্ত বলিয়াছেন—

"শব্দসংস্কারসিদ্ধ্যর্থমুপায়াঃ পরিকল্পিতাঃ।
সর্ব্ববস্তুগতা ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রে পুংস্ত্বাদয়স্ত্রয়ঃ॥
যে তু যোন্যাদিসম্বন্ধাঃ প্রাণিজাতীয়গোচরাঃ।
ন তেঽভ্যুপায়াঃ সিধ্যন্তি কলত্রাদিতটাদিষু॥
ত্রিলিঙ্গত্বেঽপি বস্তূনাং শব্দানামীদৃশী গতিঃ।
গৃহ্ণন্তি যদমী লিঙ্গমেকং দ্বে ত্রীণি বা ন বা॥
স্ত্রীত্বমশ্বা কুরঙ্গীতি লৌকিকং যৎ প্রতীয়তে।
তত্তদন্বয়িনি দ্রব্যে শাস্ত্রীয়স্ত্রীত্বসম্ভবাৎ॥"

এ সকল কথার সারগ্রহণপূর্ব্বক হরিনামামৃতব্যাকরণে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"লিঙ্গং স্ত্রীপুংনপুংসকশব্দবাচ্যম্। তচ্চ সংস্ত্যানং সংহতিরেকীভাবাদপচয়ো লক্ষ্যতে। প্রসবো বিস্তারস্তস্মাদুপচয়ঃ। অয়মর্থঃ। স্তনাদিচিহ্নৈঃ প্রসিদ্ধেষু স্ত্রীপুংনপুংসকেষু অপচয়োপচয়দ্বিসাম্যরূপো যো ধর্ম্মক্রমো দৃশ্যতে তং ক্রমমবলম্ব্য বহুলমীশ্বরপরিভাবিতো বস্তুনো ধর্ম্মবিশেষো লিঙ্গমিতি। তচ্চোপচারান্নাম্নি প্রবর্ত্ততে। তদাত্মকং যথা স্ত্রী পুমান্ নপুংসকম্—বাপী, তড়াগঃ, কুণ্ডম্।

ক্বচিন্নাম্নি চ পরিভাষিতং লিঙ্গং বস্তুন্যুপচর্য্যতে—সুন্দরাঃ দারাঃ, সুন্দরী দেবতা, সুন্দরং দৈবতম্। অথ তত্র পরিমাণাত্মকং যথা—খারী, দ্রোণঃ, আঢ়কম্। তৎপরিমিতশ্চ—খারী, দ্রোণঃ, আঢ়কম্। উপচারেণাভেদাৎ যথা—মঞ্চে স্থিতা জনা মঞ্চাঃ। সংখ্যাত্মকং যথা—একঃ, দ্বৌ, বহবঃ। অত্র প্রকৃত্যর্থসদৃশপ্রত্যয়েনানূদ্যতে মাত্রং কেবলাপ্রয়োগিত্বাৎ। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণাঃ—ইত্যাদৌ দ্বিত্বাদ্যর্থাধিক্যেঽপি প্রথমান্তঃপাতাৎ। নারী, যাদবঃ, দৃষ্টকৃষ্ণঃ—ইত্যাদৌ স্ত্রীপ্রত্যয়াদিনার্থাধিক্যেঽপি পুনর্নামত্বপ্রাপ্তেঃ।" (১ম খণ্ড, ৭৫৩—৭৫৭ পৃ০)।

লিঙ্গের লক্ষণ লইয়া নবীন বৈয়াকরণেরা বলেন—"শব্দবিশেষবাচ্যত্বে সতি শব্দসংস্কারানুগুণধর্ম্মবিশেষঃ স্ত্রীত্বং পুংস্ত্বং নপুংসকত্বং বা" অর্থাৎ শব্দবিশেষের প্রতিপাদ্য শব্দসংস্কারের অনুকূল অর্থানুগত ধর্ম্মবিশেষই লিঙ্গের পরিচায়ক। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় উক্ত হইয়াছে—

> "স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা।
> শব্দসংস্কারসিদ্ধ্যর্থং ভাষয়া নাম ভিদ্যতে॥" (৫৩)।

কতকগুলি শব্দ নিয়তলিঙ্গ, যেমন—কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। নিয়তলিঙ্গ শব্দ তিনপ্রকার—স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, এবং অস্ত্রীপুরুষবাচক অর্থাৎ নপুংসকলিঙ্গ। কতকগুলি শব্দ আবার অনিয়তলিঙ্গ। ইহারাও তিন প্রকার হইতে পারে—পুংনপুংসক স্ত্রীনপুংসক এবং পুংস্ত্রীনপুংসক। পুংনপুংসক যেমন—শঙ্খঃ শঙ্খম্, পদ্মঃ পদ্মম্। স্ত্রীনপুংসক যেমন—ভাগধেয়ী ভাগধেয়ম্, ভেষজী ভেষজম্। পুংস্ত্রীনপুংসক অর্থাৎ ত্রিলিঙ্গনিয়তশব্দ যেমন তটঃ তটী তটম্। এই তিনটি ব্যতীত আরও এক প্রকার শব্দ আছে। ইহা স্ত্রীপুংসসাধারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেমন—ইষুঃ, অশনিঃ, তিথিঃ ইত্যাদি। এ সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে এবং পুংলিঙ্গেও হইয়া থাকে। যে সকল উদাহরণ দেখান হইল তদ্‌ব্যতীত অন্যান্য শব্দ নামলিঙ্গানুশাসনে দ্রষ্টব্য। পুংস্ত্রীনপুংসক শব্দগুলি ঐ গ্রন্থের ত্রিলিঙ্গসংগ্রহে উদাহৃত হইয়াছে।

দৃষ্টিভেদে শব্দ ছয় প্রকার—শুদ্ধ, মিশ্র, সঙ্কীর্ণ, আবিষ্ট, উপসর্জ্জন, এবং অব্যক্ত। যে শব্দ একলিঙ্গে নিয়মিত তাহা শুদ্ধ। শুদ্ধশব্দ তিন প্রকার বলিয়া লিঙ্গানুশাসনে পাণিনি তিনটি অধিকার করিয়াছেন—স্ত্র্যধিকার, পুংলিঙ্গাধিকার, এবং নপুংসকাধিকার। যে শব্দ দুইলিঙ্গে নিয়মিত তাহা মিশ্র। মিশ্র শব্দের দ্বৈবিধ্যহেতু লিঙ্গানুশাসনে পাণিনি দুইটি অধিকার করিয়াছেন—স্ত্রীপুংসাধিকার এবং পুংনপুংসকাধিকার। যে শব্দ তিন লিঙ্গে নিয়মিত তাহা

সঙ্কীর্ণ, যেমন—তট, দাড়িম, ইত্যাদি। যে শব্দ অন্য লিঙ্গের বিশেষণ হইয়াও আপন লিঙ্গ ত্যাগ করে না, তাহা আবিষ্ট, যেমন—কারণম্, প্রমাণম্, শরণম্, ইত্যাদি। যে শব্দ বিশেষ্যের লিঙ্গানুসারে সকল লিঙ্গই প্রাপ্ত হয় তাহা উপসর্জ্জন, যেমন—সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দরঃ পুরুষঃ, সুন্দরং বস্তু। সকল লিঙ্গেই যে শব্দের এক প্রকার রূপ হয় তাহা অব্যক্ত, যেমন—অস্মদ্, যুস্মদ্। শেষোক্ত চারিটি বিষয়মধ্যে প্রথম বিষয়ের উদাহরণ ত্রিলিঙ্গসংগ্রহে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ বিষয় ব্যাকরণের অন্তর্গত বলিয়া লিঙ্গানুশাসনে আচরিত নহে।

লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থসমূহে এবং ব্যাকরণশাস্ত্রে অনেক শব্দের লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইলেও কোন শব্দের কোন লিঙ্গ হইবে তাহা কিন্তু বিবক্ষাধীন। বিবক্ষা বলিলে বুঝিতে হইবে—লোকব্যবহারানুবাদিনী বিবক্ষা, প্রযোক্ত্রী বিবক্ষা নহে। সুতরাং শব্দের লিঙ্গনিরূপণে আমাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। সেইজন্য ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ভাবতত্ত্ববিদঃ শিষ্টাঃ শব্দার্থেষু ব্যবস্থিতাঃ॥
যদ্ যদ্ ধর্ম্মেঽঙ্গতামেতি লিঙ্গং তত্তৎ প্রচক্ষতে॥"

ইহার ব্যাখ্যায় নাগেশ লিখিয়াছেন—"ভাবতত্ত্ববিদো ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারবন্তঃ। শব্দার্থেষু ব্যবস্থিতাঃ প্রমাণত্বেনেতি শেষঃ।...যেষাং শব্দানাং যল্লিঙ্গমুপাদায় শিষ্টাঃ সাধুত্বাবগমপূর্ব্বকং ধর্ম্মজনকত্ববুদ্ধ্যা প্রয়োগং কুর্ব্বন্তি তেষাং তদেব লিঙ্গমিতি নিয়মঃ সিদ্ধঃ।" (উদ্দ্যোত)। এই কথা বুঝাইবার জন্যই সাংগ্রহসূত্রিক ভাষ্যকার পুনরায় বলিলেন—

"সংস্ত্যানে স্ত্যায়তের্ড্রট্ স্ত্রী সূতেঃ সপ্ প্রসবে পুমান্।
তস্যোক্তৌ লোকতো নাম গুণো বা লুপি যুক্তবৎ॥" (৪।১।৩)।

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—"পরিণামরূপস্যাপি সংস্ত্যানাদেঃ পরিণামান্তর সদ্ভাবেন সলিঙ্গতোপপন্নেতি ভাবঃ। 'তস্যোক্তা'বিত্যত্র বচিঃ প্রতিপাদনে ইত্যাহ লোকত ইতি।...গুণশব্দেন লিঙ্গমুচ্যতে। 'তস্যোক্তৌ লোকতো নামে ত্যেতচ্চ স্বমনীষিকয়োচ্যত ইতি ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ।" 'লুপি যুক্তবদ্ব্যক্তিবচনে (১।২।৫১) ইত্যেবমত্র গুণো ভবতি।"

লিঙ্গব্যবস্থায় পরাবরতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরাই প্রমাণ। কেবল পতঞ্জলি কর্ত্তৃক নহে বার্ত্তিককার এবং সংগ্রহকারাদি কর্ত্তৃকও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব লিঙ্গবিষয়ক গ্রন্থরাশির এবং সমগ্র ব্যাকরণের উপদেশ লইয়া আমরা পতঞ্জলির ভাষায় এখনও বলিতে পারি—'লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্য তস্মান্ন বৈয়াকরণৈঃ শক্যং লৌকিকং লিঙ্গমাস্থাতুম্'।

উদ্দেশ

উপোদ্‌ঘাতে ব্যাকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধ বিষয় এবং অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় নানাবিধ লুপ্তালুপ্ত গ্রন্থের এবং গ্রন্থকৃদ্‌গণের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কারণ উহা জানিবার ঔৎসুক্যবশতঃ অনেকেই বলিয়া থাকেন—

"কতি কবয়ঃ কতি কৃতয়ঃ কতি লুপ্তাঃ কতি চরন্তি।
কতি শিথিলা ইত্যভিযুক্তোক্তিং চ ন খলু নানুসন্দধীত॥"

শব্দব্যবস্থার জন্য ব্যাকরণবিষয়ক যে সকল গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি এখন বিদ্যমান থাকিলেও অনেক গ্রন্থই কালগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে—"সোঽয়ং নবব্যাকরণার্থবেত্তা"। সে সময়ে কি কি নয়টি ব্যাকরণের প্রচলন ছিল তাহা এখন জানা সম্ভবপর নহে। হয় ত ত্রেতার ব্যাকরণ দ্বাপরের লোকেরাও দেখেন নাই। সেইজন্য কৌমারগণ বলেন—"যুগে যুগে ব্যাকরণম্"। ত্রেতার কথা দূরে থাকুক্, সে দিন গাণিতিক-শিরোমণি ভাস্করাচার্য্য আটখানি ব্যাকরণ * অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু তিনি কোন্ আটখানি পড়িয়াছিলেন তাহাও এখন নিশ্চয়সহকারে জানা অসম্ভব। পণ্ডিতপ্রবর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদিমহোদয় বলেন, ভাস্করা-চার্য্যের কথা শুনিয়া ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বোপদেব গোস্বামী ঐ আটখানি ব্যাকরণের কর্ত্তা কে কে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য কবিকল্পদ্রুমে লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

এ কথা ঠিক নহে, কারণ দ্বাদশখৃষ্টশতাব্দীয় ভাস্করাচার্য্যের পক্ষে কাশকৃৎস্নের

---

* ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত লীলাবতীর কোনও কোন সংস্করণে একটী শ্লোক আছে—

"অষ্টৌ ব্যাকরণানি ষট্ চ ভিষজাং ব্যাচষ্ট তাঃ সংহিতাঃ
ষট্ তর্কান্ গণিতানি পঞ্চ চতুরো বেদানধীতে স্ম যঃ।
রত্নানাং ত্রিতয়ং দ্বয়ং চ বুবুধে মীমাংসয়োরন্তরং
সদ্ ব্রহ্মৈকমগাধবোধমহিমা সোঽস্যাঃ কবি র্ভাস্করঃ॥"

বা আপিশলির গ্রন্থ দেখা সম্ভবপর নহে। বোধ হয়, বোপদেব গোস্বামী কেবল স্বেচ্ছানুসারে কতকগুলি শাব্দিকের নাম করিয়া থাকিবেন। নচেৎ কৌমারদের নিকট ঋণী হইয়াও তিনি সর্ব্ববর্ম্মার নাম করেন নাই কেন? ইহাতে কীল্‌হর্ণের কথা মনে পড়ে। জয়াদিত্য এবং বামনাচার্য্য কাশকৃৎস্নাদির নাম করিয়াছেন, কিন্তু চান্দ্রের নিকট ঋণী হইয়াও তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। মনীষীদের মধ্যেও কৃতজ্ঞতার এইরূপ অভাব দেখিয়া কীল্‌হর্ণ্ সাহেব আক্ষেপ-সহকারে লিখিয়াছেন—"Averse though I am to conjecture, I would venture to ask: was চান্দ্রব্যাকরণ good enough to be copied from, but too modern a work to be honourably mentioned together with the sutras of sages like কাশকৃৎস্ন and others, of which জয়াদিত্য and বামন knew very little more than we do." (The Indian Antiquary, June 1886, pp. 183-184).

ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাসে যে সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ হইতে পারে তন্মধ্যে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকদের নামাদি প্রথমে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। বোপদেবের শ্লোকে সকলের নাম পাওয়া যায় না এবং যাঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য অত্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। গার্গ্য গালব বা শাকল্যাদি মহর্ষিগণ কি আদিশাব্দিক নহেন? চন্দ্রাচার্য্য বা চন্দ্রগোমী কি কাশকৃৎস্নাদির পূর্ব্ববর্ত্তী? অতএব কবিকল্পদ্রুমের শ্লোকে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মহত্ত্ব উপলব্ধ নহে।

ভাস্করাচার্য্যের সময়ে গণরত্নমহোদধিকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"শালাতুরীয়-শকটাঙ্গজ-চন্দ্রগোমি-
দিগ্‌বস্ত্র-ভর্ত্তৃহরি-বামন-ভোজমুখ্যাঃ।
মেধাবিনঃ প্রবরদীপককর্ত্তৃযুক্তাঃ
প্রাজ্ঞৈ র্নিষেবিতপদদ্বিতয়া জয়ন্তি॥

...শালাতুরীয়ঃ পাণিনিঃ। শকটাঙ্গজঃ শাকটায়নঃ। দিগ্‌বস্ত্রো দেবনন্দী। ভর্ত্তৃহরি র্বাক্যপদীয়প্রকীর্ণকয়োঃ কর্ত্তা মহাভাষ্যত্রিপাদ্যা ব্যাখ্যাতা চ। বামনো বিশ্রান্তবিদ্যাধরব্যাকরণকর্ত্তা। ভোজঃ সরস্বতীকণ্ঠাভরণকর্ত্তা। মুখ্যশব্দস্যাদি-বচনত্বাৎ শিবস্বামিপতঞ্জলিকাত্যায়নপ্রভৃতয়ো লভ্যন্তে। দীপককর্ত্তা শ্রীভদ্রেশ্বর-

সূরিঃ। প্রবরশ্চাসৌ দীপককর্ত্তা চ প্রবরদীপককর্ত্তা। প্রাধান্যং চাস্যাধুনিক-বৈয়াকরণাপেক্ষয়া। নিষেবিতং পদদ্বিতয়ং চরণাম্বুজদ্বয়ং সুপ্‌তিঙ্‌লক্ষণং চ যেষাং তে তথোক্তাঃ।" (গণরত্ন ম০ ২-৩ পৃ০)। এ স্থলে যে যে আচার্য্যের নাম গৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বা নিবন্ধকার, সুতরাং সকলেই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক নহেন। ইহা ব্যতীত অনেক সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকের নামও উপেক্ষিত হইয়াছে। যিনি কাতন্ত্রের বিস্তরবৃত্তি লিখিয়াছেন তিনি সর্ব্ববর্ম্মার নাম করেন না কেন? সুতরাং বর্দ্ধমানের উক্তিসমূহ স্থূলতঃ সত্য হইলেও ইতিহাসের উপযোগী নহে।

শ্রীতত্ত্বনিধি বৈষ্ণবদের একখানি ধর্ম্মবিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ। ইহার মতে নয়টি ব্যাকরণ উল্লেখযোগ্য—

"ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্॥"

ভাল, বৌদ্ধদের চান্দ্রব্যাকরণ যদি উল্লেখযোগ্য হয় তবে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের বা অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসনের বা হৈমব্যাকরণের অপরাধ কি? সারস্বতের নাম করা হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার বা ভোজরাজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ পরিত্যক্ত হয় কেন? ইহা ব্যতীত ছন্দোঽনুরোধে গ্রন্থসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যও উপেক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য আপিশলাদির পূর্ব্বে সারস্বতের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল কারণবশতঃ ইতিহাসে শ্লোকটি আদৃত নহে।

মনে হয়, লুপ্তালুপ্তভেদে সমস্ত মূলব্যাকরণের দুইটী বিভাগ করাই সঙ্গত। এরূপ বিভাগ করিলে লুপ্ত গ্রন্থসমূহ আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইবে—পাণিনি-পূর্ব্বজ (Pre-Paṇinian) এবং পাণিনিপরজ (Post-Paṇinian)। পাণিনি-পূর্ব্বজ গ্রন্থসমূহ এখন বিদ্যমান না থাকিলেও তত্তৎ-প্রবক্তৃগণের মধ্যে অনেকের নাম বা পরিচয় পাওয়া যায়, তবে পাণিনির গ্রন্থে সকলের নামাদি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পাণিনি যে সকল গ্রন্থ বা সম্প্রদায় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তন্মধ্যেই কতকগুলির নাম করিয়াছেন। কারণ যে সকল সুপ্রাচীন গ্রন্থ বা সম্প্রদায় পরবর্ত্তী গ্রন্থে বা সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাহাদের উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। ইহা ব্যতীত 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' বা 'কলৌ পারাশরী স্মৃতিঃ' এই জাতীয় নিয়মবশতঃ

স্থূণানিখনন-ন্যায়ে স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য চরমসিদ্ধান্তই অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকে।

পাণিনি মুনি দশজন বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পূর্ব্বাচার্য্যের নাম করিয়াছেন—আপিশলি (৬।১।৯২), কাশ্যপ (১।২।২৫, ৮।৪।৬৭), গার্গ্য (৭।৩।৯৯, ৮।৩।২০, ৮।৪।৬৭), চাক্রবর্ম্মণ (৬।১।১৩০), গালব (৬।৩।৬১, ৭।৩।৯৯, ৮।৪।৬৭), শাকল্য (১।১।১৬, ৬।১।১২৭, ৮।৩।১৯), শাকটায়ন (৮।৩।১৮, ৮।৪।৫০), সেনক (৫।৪।১১২), স্ফোটায়ন (৬।১।১২৩), এবং ভারদ্বাজ (৭।২।৬৩)। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বে আরও অনেক সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বৈয়াকরণের এবং শাব্দিক আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, যেমন—মাহেশপ্রবক্তা মহেশ, ঐন্দ্র-প্রবক্তা ইন্দ্র, ঐন্দ্রপ্রচারক ভরদ্বাজ, জৈমিনিস্মৃত ভাগুরি মুনি, বাদরায়ণস্মৃত ব্রহ্মর্ষি কাশকৃৎস্ন, শৌনকশিষ্য মহর্ষি ব্যাড়ি, কালিদাসনিচুলাদিকথিত মহর্ষি সূর্য্য, ইত্যাদি। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের স্থিতিকালাদিনিরূপণের চেষ্টা করিলেই কুমারিলের কথা মনে পড়ে—

> "মহতাঽপি প্রযত্নেন তমিস্রায়াং পরামৃশন্।
> কৃষ্ণশুক্লবিবেকং হি ন কশ্চিদধিগচ্ছতি॥"

তথাপি কিছু বলা ব্যতীত ঐতিহাসিকের নিস্তার নাই।

এখন পাণিনির স্থিতিকাল একপ্রকার সুস্থির হইয়াছে। তিনি যে ৭ হইতে ১০ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন তাহা লইয়া ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ বেল্‌ভল্‌কর্, পণ্ডিত কাশীনাথ বিশ্বনাথ পাঠক, পণ্ডিতপ্রবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, পণ্ডিতপ্রবর সি. ভি. বৈদ্য, এবং প্রাচ্যপ্রতীচ্যবিদ্যার্ণব গোল্ডষ্টুকার্ প্রভৃতি প্রাত্নিকদের মধ্যে আর কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যদের সময় এখনও নিশ্চয়সহকারে নিরূপিত হয় নাই। তবে সম্প্রতি সীতানাথ প্রধানাদি প্রাত্নিকপণ্ডিতগণ প্রাচীন রাজাদের ও ঋষিদের সময় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য আপাততঃ মহাভারতপুরাণাদির মতে এবং প্রাত্নিকদের সম্মতিক্রমে মহারাজ জয়ৎসেন হইতে মহারাজ বৈহীনরি (ভাষ্য ৭।৩।১) দণ্ডপাণি পর্য্যন্ত চল্লিশপুরুষের একটী বংশাবলী প্রস্তুত করিয়া পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মুনিদের মধ্যে কে কোন্ রাজার সমকালীন ছিলেন তাহা যথাসম্ভব

দর্শিত হইতেছে। মহারাজ কুরু (প০ ৪।১।১১৪) জয়ৎসেনের অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ। আর জয়ৎসেন হইতে অর্জ্জুনপৌত্র পরীক্ষিত অধস্তন চতুর্দ্দশপুরুষ। শতাব্দীর দ্বারা ইহাদের সময় দেখাইবার জন্য আমরা কোনও চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তাহা কি ক্ষতিজনক? বিশেষ নহে। কারণ আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক বলিয়াই শতাব্দীর প্রয়োজন হয় এবং এ স্থলে আপেক্ষিক জ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্য বংশাবলীই ত শতাব্দীর অভাব অনেকটা পুরণ করিতে পারে। কেহ কেহ শতাব্দীর দ্বারা প্রাচীন রাজাদের বা ঋষিদের সময় বলেন সত্য, আমরা কিন্তু তাহাতে আস্থাহীন। কারণ সে সময়ের লোকেরা এবং বিশেষতঃ ঋষিরা অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। এখনকার দিনেও শুনা যায়, দত্তকচন্দ্রিকা কৃৎ কুবেরোপাধ্যায়ের সুযোগ্য প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র কমলাকর চক্রবর্ত্তিভট্টাচার্য্য অর্থাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত প্রভু ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়া ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে দেহমুক্ত হন (অদ্বৈতপ্রকাশ এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত 'বাঙ্গালার ইতিহাস'—দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০৯পৃষ্ঠা)। অনেকের মতে পালধিকুলতিলক গৃহস্থপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয় ১১৩ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আমরাও দেখিয়াছি, কোনও প্রথিতনামা ইংরাজ ব্যারিষ্টার ৬০ বৎসর বয়সে প্রথমবিবাহ দ্বারা বংশরক্ষাপূর্ব্বক ১১০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং সাধারণ ধারণানুসারে অত্যন্ত প্রাচীন জীবন-কাল অনুমান করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রাত্নিকপ্রবর সীতানাথপ্রধান মহোদয়ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার Chronology of Ancient India নামক গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়, the disciple of উদ্দালক আরুণি, thus naturally belongs to the 15th step below বিভাণ্ডক in order of discipleship. The table indicates that Tura Kabaseya lived to a great age. But there is no reason to be surprised at this, as we have numerous evidences to show that Risis in those times had very long lives. Thus বেদব্যাস attended Janamejaya's court." যাহাই হউক, এক্ষণে প্রাগুক্ত বংশাবলী এবং তদনুপাতে ঋষিদের নামাদি যথাস্থানে উপনিবদ্ধ হইল।

কুরুবংশীয় রাজাদের এবং তাৎকালিক ঋষিদের নামাদি।

রাজা	ঋষি
(১) মহারাজ জয়ৎসেন (কুরু হইতে ৭ম পুরুষ)।	মহর্ষি—গৃৎসমদ ভার্গব, গৃৎসমদ ভারদ্বাজ।
(২) মহারাজ অপরাচীন। (৩) মহারাজ মহাভৌম। (৪) মহারাজ অযুতান্যায়ী।	মহর্ষি—ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি, মস্করী কর্ম্মন্দ, ব্রহ্মবিৎ কাশকৃৎস্ন এবং তৎপুত্র মীমাংসক কাশকৃৎস্নি, সেনক।
(৫) মহারাজ অক্রোধন।	মহর্ষি—অগ্নিভু কাশ্যপ (৪।৩।১০৩)।
(৬) মহারাজ দেবাতিথি।	মহর্ষি—উদ্দালক, কৌশিক (পা০৪।৩।১০৩)।
(৭) মহারাজ ভীমসেন।	মহর্ষি—কাশ্যপ নৈধ্রুবি।
(৮) মহারাজ দিলীপ প্রতিসুত্বা।	মহর্ষি—শিল্পিকাশ্যপ।
(৯) মহারাজ প্রতীপ।	মহর্ষি—হারীতকাশ্যপ, পুষ্করসাদি অর্থাৎ পৌষ্করসাদি।
(১০) মহারাজ শান্তনু।	মহর্ষি—পরাশর (২য়), অসিত বার্ষগণ্য, জাতুকর্ণ্য (১ম), গৌতম।
(১১) মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য।	মহর্ষি—বেদব্যাস (প্রথম পারাশর্য্য)।
(১২) মহারাজ পাণ্ডু। (১৩) ম০ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা অর্জ্জুন (১৪) অভিমন্যু।	মহর্ষি—ব্যাসশিষ্য জৈমিনি ও ইন্দ্রপ্রমতি, ব্যাঘ্রপাদ্ (১ম), ঔদব্রজি, বৈয়াসকি, শুনক, ভার্গব, বাস্কল, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্ম্মণ, বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের ভগিনীপতি ব্রহ্মরাত (যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা), হিরণ্যাভ (দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা), ইন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক ভার্গব (প্রথম ব্যাড়ির গুরু), অশ্বপতি কেকয় (পা০ ৭।৩।২) পালকাপ্য, উদ্দালক আরুণি, উপমন্যু, সূর্য্য, পিপ্পলাদ সত্যশ্রী, আপিশলি, ইত্যাদি।

(১৫) মহারাজ পরীক্ষিত।
(১৬) মহারাজ জনমেজয়।
(১৭) মহারাজ শতানীক (প্রথম)।

মহর্ষি—শাকল্য-শাকপূণি-বাস্কলি-ভারদ্বাজাদি সত্যশ্রীশিষ্য, সুমন্ত, মাণ্ডূকেয়, প্রথম ব্যাড়ি, ঐন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক কুলপতি, শিশির, ঔদ্দালকি বা শ্বেতকেতু, উদ্দালক-জামাতা কহোলকৌষীতকি, সত্যকাম জাবাল, প্রাচীনশাল, ব্রহ্মরাত-পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য, হিরণ্যাভপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য, ভাগবিত্তি, লৌগাক্ষি, কুথুমি, লাঙ্গলী, আসুরি, বুড়িল, সুনাগাচার্য্য ইত্যাদি।

১৮) মহারাজ অশ্বমেধদত্ত।

মহর্ষি—গালব-মুদ্গল-বাৎস্যশালীয়-শৈশিরীয়াদি শাকল্যশিষ্য, বাস্কলি-ভারদ্বাজশিষ্য গার্গ্য, কুলপতি শৌনকশিষ্য কোশল্য আশ্বলায়ন, শকটি, শাকটি, শিশিরশিষ্য শাকটায়ন, কহোলপুত্র অষ্টাবক্র, সুকেশা ভারদ্বাজ, শ্বেতকেতুপুত্র ঔদ্দালকায়ন (২।৪।৬৬ ভাষ্য), পারাশর্য্য কৌথুম, কাতীয়সূত্রকৃৎ কাত্যায়ন, বাজপ্যায়ন ইত্যাদি।

(১৯) মহারাজ অধিসীমকৃষ্ণ। — মহর্ষি—যাস্ক।
(২০) মহারাজ নির্বক্ত্র।
(২১) মহারাজ উষ্ণ।
(২২) মহারাজ চিত্ররথ।
(২৩) মহারাজ শুচিরথ।
(২৪) মহারাজ বৃষ্ণিমান্।
(২৫) মহারাজ সুষেণ। — তীর্থঙ্কর—পার্শ্বনাথ।
(২৬) মহারাজ সুতীর্থ। — মহর্ষি—পাণিনি, দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি।

(২৭) মহারাজ নৃচক্ষু। — মহর্ষি—ব্যাঘ্রভূতি কৌৎস ত্রিনয়ন প্রভৃতি পাণিনিশিষ্য।

(২৮) মহারাজ সুখীবল।

(২৯) মহারাজ পরিপ্লব।

(৩০) মহারাজ সুনয়।
(৩১) মহারাজ মেধাবী।
(৩২) মহারাজ নৃপঞ্জয়। — মহর্ষি—বাড়ব, সৌর্য্য ভগবান্ বা সৌর্য্যভাগবত, কুণি ইত্যাদি।

(৩৩) মহারাজ মৃদু।

(৩৪) মহারাজ তিগ্ম।

(৩৫) মহারাজ বৃহদ্রথ।
(৩৬) মহারাজ সহস্রাণীক।
(৩৭) মহারাজ শতানীক (দ্বিতীয়)। — এইরূপ সময়ে অর্থাৎ ৫৯৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মহাবীর বর্দ্ধমানের ও তৎশিষ্য ইন্দ্রভূতির এবং ৫৬৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব।

(৩৮) মহারাজ উদয়ন। — তৎকালে অন্য রাজা অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, উদয়। এইরূপ সময়ে অর্থাৎ ৫২৭ হইতে ৫১৫খৃষ্টপূর্ব্বাব্দমধ্যে মহাবীরের নির্ব্বাণ এবং ৪৮৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ।

(৩৯) মহারাজ বহীনর বা বিহীনর (ভাগবত ৯।২২।৪২এবং ভাষ্য ৭।৩।১) অর্থাৎ নরবাহনবোধি। — অন্যরাজা—দর্শক, উদায়ী।

(৪০) মহারাজ বৈহীনরি (ভাষ্য ৭।৩।১) বা দণ্ডপাণি। — অন্য রাজা—কুসুমপুরে নন্দিবর্দ্ধন, পিঞ্জমুখ এবং মহাপদ্ম। এইরূপ সময়ে বর্ষ, উপবর্ষ, কাত্যায়ন, বাৎস্যায়ন বা চাণক্য, যশোভদ্র, শ্বোভুতি এবং দ্বিতীয় ব্যাঘ্রপাৎ বিদ্যমান ছিলেন।

মহারাজ নিরামিত্র।
মহারাজ ক্ষেমক।
ইত্যাদি। — এইরূপ সময়ে কুণরবাড়ব, পতঞ্জলি, জৈন ভূতিবলি, আর্য্য বজ্রস্বামী (জৈন) ইত্যাদি।

অতএব কতকটা ইতিহাসপুরাণানুসারে, কতকটা প্রাস্তিকমতানুসারে এবং কতকটা ব্যক্তিগত ধারণানুসারে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জগদ্গুরু ব্যাকরণবিত্তম আচার্য্যশিরোমণিদের শাস্ত্রাদিসম্বন্ধে আমরা বলিব—

শব্দাম্বুধিং প্রমথ্যৈব শঙ্করেণ যদুদ্ধৃতম্।
মাহেশং তদ্ বিজানীয়াৎ কৃৎস্নং ব্যাকরণামৃতম্॥
ব্রহ্মণা তু ততঃ পশ্চাৎ সর্ব্বং বিজ্ঞায় যোগতঃ।
দেবানাং গুরবে কিঞ্চিৎ প্রভাষিতমিতি স্থিতিঃ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি সুনাসীরায় ধীমতে।
শব্দপারায়ণং সম্যক্ প্রোবাচাথ বৃহস্পতিঃ॥
সুরাণামনুরোধেন তত ঐন্দ্রং স্মৃতং পুরা।
ইন্দ্রেণ বায়ুনা সার্দ্ধং প্রাপ্য সোমং যথাসুখম্॥
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রং শ্রুত্বা পুরন্দরাৎ।
প্রোবাচ শাব্দিকং তত্ত্বং মুনিভ্যস্তদনন্তরম্॥
উজ্জহার ততঃ শব্দাঞ্ছাস্ত্রতো ভাগুরি র্মুনিঃ।
ব্যাচকার তদা সর্ব্বং কর্ম্মন্দশ্চ মহাকবিঃ॥
কাশকৃৎস্নেন যৎ প্রোক্তং তৎ কাশকৃৎস্নকং শুভম্।
সেনকেনাথ বৈ গ্রন্থঃ প্রণীতস্তদনন্তরম্॥
শিষ্যাণাং হিতকামেন কাশ্যপেনাথ কাশ্যপি।
স্ফোটায়নেন যোগাত্তু তথা স্ফোটায়নং মতম্॥
অথো ব্যাকরণং জাতং যচ্চাক্রবর্ম্মণা হৃতম্।
আপিশলং ততো জ্ঞেয়ং যৎ পুরাপিশলিস্মৃতম্॥
মুনিনা ব্যাড়িনা গ্রন্থঃ প্রণীতস্তদনন্তরম্।
শাকল্যেন ততো গীতং শাকল্যং দেবরঞ্জনম্॥
উপজীব্য ততঃ সর্ব্বং ভরদ্বাজপ্রপঞ্চিতম্।
প্রোবাচ বাস্কলিঃ শাস্ত্রং সুধীশাসনবৎ পরম্॥
দেবমিত্রস্য শিষ্যেণ গালবেন মহাত্মনা।
শব্দানুশিষ্টিরেবৈকা ব্যাকৃতেতি পুরাবিদঃ॥
তদা শকটিনা সার্দ্ধং স্মৃতং শাকটিনা শুভম্।
শাকটায়নপাদৈশ্চ শাস্ত্রং বৈ শাকটায়নম্॥

গার্গ্যেণ মুনিবর্য্যেণ স্মৃতং ব্যাকরণং স্বকম্।
অন্যৈশ্চ শব্দশাস্ত্রাণি কৃতানীত্যনুমীয়তে॥
নামাদিদর্শনাৎ তেষাং ভাষ্যাদিষু পুনঃ পুনঃ।
নাধুনৈতানি শাস্ত্রাণি বিলোক্যন্তে মহীতলে॥

পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া যাঁহাদের নাম শ্লোকে উপনিবদ্ধ হইয়াছে তদ্ব্যতীত আরও অনেক নাম পাওয়া যায়, যেমন—প্রথম জাতূকর্ণ্য, প্রথম ব্যাঘ্রপাদ্, ঔদব্রজি, সুনাগ, পৌষ্করসাদি, বাজপ্যায়ন ইত্যাদি।

জাতূকর্ণ্য ব্যাসদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণস্থিত অনুষঙ্গপাদের ২৩ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

"সপ্তবিংশতিতমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতূকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ॥"

হেমাদ্রির দানখণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতূকর্ণ্যঃ কপিঞ্জলঃ।
উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

ইহার পিতা জাতূকর্ণও একজন উপস্মৃতিকার। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য হইতে জানা যায় যে, বৈদিক ব্যাকরণে জাতূকর্ণ্য একজন প্রমাণপুরুষ ছিলেন (৫।২২)।

প্রথম ব্যাঘ্রপাদ্ বশিষ্ঠের গোত্রাপত্য এবং নিজেও গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি (৯।৯৭)। পাণিনিশিষ্য ব্যাঘ্রভূতির কথা হইতে ইহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় কোনও গ্রন্থ অনুমিত হইয়া থাকে। কাতন্ত্রের পঞ্জীকার ত্রিলোচন লিখিয়াছেন—"তথা চ ব্যাঘ্রভূতিঃ—'সম্বোধনে তূশনসস্ত্রিরূপং সান্তং তথা নান্তমথাপ্যদন্তমি'তি" (চতুষ্টয় ১০০)। সম্পূর্ণ শ্লোকটী কাশিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"সম্বোধনে তূশনসস্ত্রিরূপং সান্তং তথা নান্তমথাপ্যদন্তম্।
মাধ্যন্দিনির্বষ্টি গুণং ত্বিগন্তে নপুংসকে ব্যাঘ্রপদাং বরিষ্ঠঃ॥"

(৭।১।৯৪)। সুপদ্মমকরন্দকার (সুবন্ত ২৪) এবং ভাষাবৃত্তির টিপ্পণকার (৪৬৭ পৃ০) ইহাকে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোক বলিয়াছেন। মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ইহা শ্লোকবার্ত্তিকের শ্লোক (২৬৮ পৃ০) বলিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্লোক-বার্ত্তিকের প্রণেতাই যে স্বয়ং ব্যাঘ্রভূতি তাহা ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্যদীপিকা হইতেই উপপন্ন হইয়া থাকে (কীল্হর্ণ ২য় খণ্ড—২১ পৃষ্ঠা এবং The Indian Antiquary

1886, vol. 15, p. 229 etc.)। জিনেন্দ্রবুদ্ধি ঐ শ্লোকটিকে আগমবচন বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উক্তি হওয়ায় তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন। কেবল ইহাও নহে, মন্ত্রদ্রষ্টা এবং গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া ব্যাঘ্রভূতিও ব্যাঘ্রপাদ্‌কে 'ব্যাঘ্রপদাং বরিষ্ঠঃ' বলিয়াছেন। এই সকল কারণবশতঃ এ ব্যাঘ্রপাদ্‌কে আমরা পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম ব্যাঘ্রপাদ্ বলিয়া মনে করি, সুতরাং তিনি কাত্যায়নের পরবর্ত্তী এবং পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াঘ্রপদ্য বার্ত্তিককার নহেন।

উদব্রজের পুত্র ঔদব্রজি একজন শাব্দিক আচার্য্য। প্রাতিশাখ্যাদি হইতে জানা যায় যে, তিনিও প্রাচীন ব্যাকরণের একজন প্রবক্তা ছিলেন। অধ্যাপক সূর্য্যকান্তশাস্ত্রিমহোদয়ের মতে ঔদব্রজি শাকটায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। বংশব্রাহ্মণে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

সুনাগ সম্ভবতঃ পাণিনি এবং জনমেজয়ের মধ্যবর্ত্তিকালে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বৈয়াকরণদের মধ্যে একজন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য। গ্রন্থ না থাকিলেও ইঁহার সম্প্রদায় সম্ভবতঃ পতঞ্জলির পরেও বিদ্যমান ছিলেন। ভাষ্যে সাতবার সৌনাগ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় (কীল্‌হর্ণ্ সংস্করণ—১ম খণ্ড ১৪৬ পৃ০, ২য় খণ্ড ১০৫, ২২৮, ২৩৮ এবং ৩২৫ পৃ০, ৩য় খণ্ড ৭৬ এবং ১৫৯ পৃ০)। স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য পতঞ্জলি ইঁহাদের বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কাত্যায়নের অনেক বার্ত্তিক লইয়া ইঁহারা সমালোচনা করিয়াছিলেন। কেবল বৈয়াকরণিক নহে, পারায়ণিক বলিয়াও ইঁহারা প্রসিদ্ধ। কাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"সৌনাগাঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়াং শকেরিটমিচ্ছন্তি বিকল্পেন" (৭৷২৷১৭)। ধাতুসম্বন্ধে ক্ষীরস্বামী ইঁহাদের যে মতবাদ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা উপোদ্‌ঘাতের ৪০৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। 'সৌনাগ'শব্দের ব্যাখ্যায় পদমঞ্জরীকার হরদত্তমিশ্র লিখিয়াছেন—"সৌনাগাঃ সুনাগস্যাচার্য্যস্য শিষ্যাঃ"। জনমেজয়ের সহিত সন্ধি স্থাপনের পর নাগজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইঁহাদের মধ্যে কোনও পুরুষ বিদ্যাতিশয়হেতু সুনাগাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

অনেকে পৌষ্করসাদির একখানি ব্যাকরণ ছিল বলিয়া অনুমান করেন। ত্রিমুনিকল্পতরুকার বেঙ্কটাচল লিখিয়াছেন—"কাত্যায়নেন পৌষ্করসাদেরিত্যুক্তেঃ পৌষ্করসাদিব্যাকরণম্।" কেহ কেহ বলেন, পাণিনি-কাত্যায়নের মধ্যবর্ত্তীকালে এই ব্যাকরণের আবির্ভাব হয়। অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ঙ্ণোঃ কুক্‌টুক্ শরি" (৮৷৩৷২৮)। "নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্য" (৮৷৪৷৪৮) সূত্রের উপর

কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেঃ"। এই দেখিয়া তাঁহারা বলেন—পৌষ্করসাদি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে অষ্টাধ্যায়ীর "ঙ্ণোঃ..." সূত্রটী বৈকল্পিক হইত এবং পৌষ্করসাদি যখন পাণিনীয় প্রত্যাহার জানিতেন তখন তিনি পাণিনির পরবর্ত্তী ছিলেন।

এ কথা ঠিক নহে। আপিশলির 'স ভুবি' দেখিয়াও তাহার প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ধাতুপাঠে পাণিনি 'অস্ভুবি' লিখিয়াছেন। শাকল্যাদির 'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে' সূত্র দেখিয়াও তিনি 'শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে' সূত্রের বিকল্প বিধান করেন নাই। চাক্রবর্ম্মণের ব্যাকরণে দ্বয়শব্দের সর্ব্বনামতা দেখিয়াও তিনি উহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। গালবাদির "ইকাং যর্ভির্ব্যবধানম্" এই সূত্র দেখিয়াও তিনি ভাষায় উহা গ্রহণ করেন নাই। অতএব পৌষ্করসাদির মতবাদ দেখিলেই তিনি যে "ঙ্ণোঃ..." সূত্রটীর বিকল্পবিধান করিতেন—ইহা বলা যায় না। আর প্রত্যাহারসংজ্ঞাগুলি পাণিনিকর্ত্তৃক অভ্যুপগত বলিয়াই পাণিনীয় বলা হয় উহারা পাণিনিপ্রণীত নহে। পাণিনির পূর্ব্বে শাকটায়নাদির ব্যাকরণে যখ প্রত্যাহারসূত্রের ব্যবহার ছিল তখন প্রত্যাহারসংজ্ঞা পাণিনিপ্রণীত কিরূপে হইতে পারে ? ইহা ব্যতীত আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"যথা কথা। পরপরিগ্রহমভিমন্যতে স্তেনো হ ভবতীতি কৌৎসহারীতৌ তথা কাণ্বপুষ্করসাদী" (১।২৮।১) এবং "শুদ্ধা ভিক্ষা ভোক্তব্যৈক* কুণিকৌ কাণ্বকুৎসৌ তথা পুষ্করসাদিঃ।" শেষোক্ত সূত্রের উজ্জ্বলানাম্নী টীকায় পদমঞ্জরীকার হরদত্ত মিশ্র বলিয়াছেন—"পুষ্করসাদিঃ পৌষ্করসাদিঃ। আদিবৃদ্ধ্যভাবশ্ছান্দসঃ।" শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতেছে—পুষ্করে সীদতি যঃ স পুষ্করসৎ তস্যাপত্যং পৌষ্করসাদিঃ। গণরত্নমহোদধিতে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন—"পুষ্করসদোঽপত্যং পৌষ্করসাদিঃ পিতা, পৌষ্করসাদায়নঃ পুত্রঃ" (৩।১৭২, ২০৭পৃঃ)। অষ্টাধ্যায়ীর "ন তৌল্বলিভ্যঃ" (২।৪।৬১) সূত্রানুসারে এইরূপ পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পাণিনির প্রাতিপদিকপাঠস্থিত তৌল্বল্যাদিগণে পৌষ্করসাদির নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদে আপস্তম্বের নাম আছে। আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে এবং পাণিনির গণপাঠে যখন পৌষ্করসাদির নাম দৃষ্ট হয় তখন তিনি পাণিনির পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ পাণিনির সময়ে পৌষ্করসাদিমতের অপ্রয়োগ

---

* একঃ অর্থাৎ একনামক আচার্য্যঃ।

থাকায় অষ্টাধ্যায়ীতে উহা উপেক্ষিত হইয়াছে এবং পরে পুনরায় উহার প্রচলন-বশতঃ কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেঃ"। ইহা বিচিত্র নহে, কারণ কাত্যায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন—"অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ, অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ" (মহাভাষ্য ৬৩-৬৪ পৃ০, নির্ণয়সাগর)।

শৌনকশিষ্য ব্যাড়ির ন্যায় বাজপ্যায়নও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টাধ্যায়ীস্থ ১।২।৬৪ সূত্রের উপর কাত্যায়নের বার্ত্তিক আছে—"আকৃত্যভিধানাদ্ বৈকং বিভক্তৌ বাজপ্যায়নঃ" (৩৫)। ইহাতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"আকৃত্যভিধানাদ্ একং শব্দং বিভক্তৌ বাজপ্যায়ন আচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে।" প্রদীপে লিখিত আছে—"আকৃতি র্জাতিঃ সংস্থানং চ। আক্রিয়তে ব্যবচ্ছিদ্যতে স্বাশ্রয়োঽনয়েতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ।" এ সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিতেন—

"আকৃতিগ্রহণা জাতি র্লিঙ্গানাং চ ন সর্ব্বভাক্।
সকৃদাখ্যাতনির্গ্রাহ্যা গোত্রং চ চরণৈঃ সহ।
প্রাগুৎপত্তিবিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপদ্ গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ॥"

(২২৬ কৃৎসূত্রীয় দৌর্গবৃত্তি)। আক্রিয়তে ব্যজ্যতে বিশিষ্টজ্ঞানং জন্যতেঽনয়েতি আকৃতিঃ সংস্থানম্। গৃহ্যতেঽনেনেতি গ্রহণম্। আকৃতিরেব সংস্থানমেব গ্রহণং জ্ঞানকারণং যস্যাঃ সা আকৃতিগ্রহণা জাতিরিত্যর্থঃ। অষ্টাধ্যায়ীস্থ ঐ সূত্রের উপর আরও একটী বার্ত্তিক আছে—"দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ" (৪৫)। ইহাতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে"। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে প্রাতিপদিকের অর্থ পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে—জাতি, দ্রব্য, লিঙ্গ, সংখ্যা এবং কারক। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—"স্বার্থো দ্রব্যং চ লিঙ্গং চ…" ইত্যাদি। সকলেই যে প্রাতিপদিকের উক্ত পাঁচটী অর্থই স্বীকার করেন তাহা নহে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে কেহ একটী কেহ দুইটী কেহ তিনটী কেহ চারিটি আর কেহ বা পাঁচটি অর্থই স্বীকার করিতেন। সেইজন্য ভূষণে কথিত হইয়াছে—

"একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
নামার্থা ইতি সর্ব্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ॥"

মুনিদের মধ্যে নাতিপুরাণ পতঞ্জলি পঞ্চকবাদী। পতঞ্জলির পূর্ব্বে দ্বিতীয় ব্যাঘ্রপাদ্ চতুষ্কবাদী ছিলেন, কারণ তাঁহার মতে কারক ব্যতীত অন্য চারিটিই

নামার্থ। তৎপূর্ব্বে প্রাচীনতর কাত্যায়ন ত্রিকপক্ষ সমর্থন করিতেন। তাঁহার মতে সংখ্যা ও কারক ব্যতীত অন্য তিনটিই নামার্থ। কাত্যায়নের পূর্ব্বে পাণিনিমুনি দ্বিকবাদী ছিলেন, কারণ তাঁহার মতে লিঙ্গ সংখ্যা এবং কারক ব্যতীত অবশিষ্ট দুইটিই নামার্থ। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, মুনিদের মধ্যে নামার্থের দ্বিত্ব-ত্রিত্বাদি পক্ষচতুষ্টয় যেন কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিণামবাদের ক্রমবিকাশ স্বীকারপূর্ব্বক পতঞ্জলিতে কাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে যাঁহারা নামের একটি অর্থ বলিতেন তাঁহাদিগকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তীই বলিতে হইবে। ব্যাড়ি দ্রব্যবাদী, বাজপ্যায়ন জাতিবাদী, এবং তারপর পাণিনি উভয়বাদী। সেইজন্য ব্যাড়িবাজপ্যায়নের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"ইহ জগতি সংসারে পদার্থো ভিদ্যতে দ্বয়ম্।
ক্বচিদ্ ব্যক্তিঃ ক্বচিজ্ জাতিঃ পাণিনেস্তূভয়ং মতম্॥"

সম্ভবতঃ কাত্যায়নের পূর্ব্ব হইতে শ্লোকটীর প্রচলন আছে।

এতদ্‌ব্যতীত যাস্কের নিরুক্ত হইতে অনেক নৈরুক্ত বৈয়াকরণের নাম সংগৃহীত হইতে পারে, যেমন—ঔদুম্বরায়ণ, ঔপমন্যব, কাত্থক্য, চর্ম্মশিরা, তৈটীকি, শাকপূণি, শতবলাক্ষ, মৌদ্‌গল্য, স্থৌলষ্ঠীবি ইত্যাদি। যাস্ক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং যাস্ক যখন ঔদুম্বরায়ণাদির নাম করিয়াছেন তখন তাঁহারা পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

পাণিনির পরেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। যেমন—দ্বিতীয় ব্যাঘ্রপাদের দশপাদযুক্ত বৈয়াঘ্রপদীয় ব্যাকরণ, যশোভদ্রের জৈনব্যাকরণ, আর্য্যবজ্রস্বামীর জৈনব্যাকরণ, ভূতিবলির জৈনব্যাকরণ, বৌদ্ধসম্প্রদায়ে ইন্দ্রগোমিপ্রণীত ঐন্দ্রব্যাকরণ, বাগ্‌ভটের ব্যাকরণ, শ্রীদত্তের জৈনব্যাকরণ, চন্দ্রকীর্ত্তির সমন্তভদ্রব্যাকরণ, প্রভাচন্দ্রের জৈনব্যাকরণ, অমরসিংহের বৌদ্ধব্যাকরণ, বৌদ্ধদের অষ্টধাতু, সিদ্ধনন্দীর জৈনব্যাকরণ, ভদ্রেশ্বর সূরির দীপকব্যাকরণ, শ্রুতপালের ব্যাকরণ, শিবস্বামীর বা শিবযোগীর ব্যাকরণ, শ্রীবুদ্ধিসাগরের শ্রীবুদ্ধিসাগর ব্যাকরণ, উৎপলের ব্যাকরণ, কেশবের 'কৈশবী'ব্যাকরণ, বাভটের ব্যাকরণ, বিনীতকীর্ত্তির ব্যাকরণ, বিদ্যানন্দের বিদ্যানন্দব্যাকরণ, যমব্যাকরণ, বরুণব্যাকরণ, রুদ্রব্যাকরণ, সৌম্যব্যাকরণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ব্যাঘ্রপাদ্ বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরবর্ত্তী, কারণ তাঁহার নামে এখনও কখন বার্ত্তিকপাঠের সমালোচনা শ্রুত হইয়া থাকে। "সূত্রাচ্চ কোপধাৎ" (৪।২।৬৫) সূত্রের কাশিকায় লিখিত আছে—"অষ্টকাঃ পাণিনীয়াঃ। দশকা বৈয়াঘ্রপদীয়াঃ। ত্রিকাঃ কাশকৃৎস্নাঃ।" আবার "সংখ্যায়াঃ……" (৫।১।৫৮) সূত্রের কাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"অষ্টকং পাণিনীয়ম্। ত্রিকং কাশকৃৎস্নম্। দশকং বৈয়াঘ্রপদীয়ম্।" অমোঘবৃত্তিতে অভিনব শাকটায়নও এইরূপ বলিয়াছেন। এই সকল কথা হইতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাঘ্রপাদের দশাধ্যায়ী নামে একখানি ব্যাকরণ এবং তৎসংক্রান্ত একটী সম্প্রদায়ও ছিল। "অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ" (১।১।৫৭) সূত্রের ভাষ্যে ব্যাঘ্রপাদের নাম এবং 'বৈয়াঘ্রপদ্য'শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেবনন্দীর জৈনেন্দ্রব্যাকরণ হইতে যশোভদ্র শ্রীদত্ত ভূতিবলি প্রভাচন্দ্রাদির ব্যাকরণ এবং শাকটায়নের শব্দানুশাসন হইতে আর্য্যবজ্রস্বামীর ও সিদ্ধনন্দীর ব্যাকরণ অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু ডাক্তার কীল্হর্ণ্ মহোদয় বলেন—'These names are quoted honoris causa. This is not very much modern invention.' জৈনেন্দ্রব্যাকরণের যশোভদ্র-শ্রীদত্তাদিনামসম্বন্ধে অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের ভূমিকায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান্ সূর্য্যকান্তও লিখিয়াছেন—"An appeal to these names does not shew that দেবনন্দী knew their Grammars or that such Grammars ever existed." অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল নামের লোক ছিল না বা তাঁহাদের ব্যাকরণও ছিল না, সুতরাং স্বাভিমতে আদরাতিশয় দেখাইবার জন্য সূত্রকারগণ কতকগুলি কল্পিত নাম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে প্রাত্তিকদ্বয় এস্থলে প্রতিবাদী হইয়াছেন, কারণ যশোভদ্রাদি নাম কেবল কল্পনাপ্রসূত নহে।

যশোভদ্র চন্দ্রগুপ্তের প্রায় সামসময়িক। বৃহৎখরতরগচ্ছীয় পট্টাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি তুঙ্গীয়ায়ন গোত্রীয় ছিলেন। ভদ্রবাহু তাঁহার শিষ্য (ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ)। শ্রীদত্তনামক জৈনাচার্য্যের তৃতীয়খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। আদিপুরাণে জিনসেন ইহাকে গুরু বা পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ভূতিবলি জনৈক একাঙ্গধারী দিগম্বর। ভূতবলী তাঁহার নামান্তর। তিনি ইন্দ্রগোমি-শর্ব্ববর্ম্মাদির প্রায় সামসময়িক ছিলেন। দিগম্বরদের 'প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ' লিখিবার পর তিনি একাঙ্গী হইয়াছিলেন। সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলীতে তিনজন প্রভাচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন দেবনন্দীর

পরবর্ত্তী, আর একজন তাঁহার সামসময়িক। ঐ পট্টাবলী হইতে জানা যায় যে, ৫২১ খৃষ্টাব্দে তিনি পটবদ্ধ হন। প্রভাচন্দ্র 'চন্দ্রোদয়' প্রণয়ন করিয়াছেন। মহাপুরাণটিপ্পনী নামে ইহার একখানি গ্রন্থ আছে। ইনি অমোঘবৃত্তির ন্যাসকার নহেন বা প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডপ্রণেতাও নহেন। শেষোক্ত দুইজন ব্যক্তি দেবনন্দীর পরবর্ত্তী। আর্য্যবজ্রস্বামী ৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জৈনদের একজন সুপ্রসিদ্ধ পট্টাচার্য্য এবং তাঁহা হইতে বজ্রশাখা উৎপন্ন হয়। আচার্য্য বজ্রস্বামীর প্রশিষ্য চন্দ্রসূরির পাটে সমন্তভদ্র আচার্য্য উপবেশন করেন। সিদ্ধনন্দী সম্ভবতঃ সিদ্ধসেনগণি দিবাকর। তিনি বৃদ্ধবাদীন্দ্র সূরির শিষ্য এবং ন্যায়াবতারাদিজৈনগ্রন্থপ্রণেতা। কোনও কোন প্রাচ্ছিকের মতে "ধন্বন্তরি-ক্ষপণক......" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহাকেই ক্ষপণক বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। কাতন্ত্রের আখ্যাতমঞ্জরীতে তাঁহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় মতবাদ দৃষ্ট হয় (কলাপ ২য় খণ্ড ৬৯পৃ০, গুরুনাথ সং০)। দিগম্বরদের ৮৩৮ খৃষ্টাব্দীয় আদিপুরাণে জিনসেন তাঁহাকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। অতএব এ সকল নাম কল্পিত নহে।

হৈমন্যাসের বহুস্থলে চন্দ্রগোমীর সহিত ইন্দ্রগোমীর নাম পাওয়া যায়, যেমন—'ইন্দ্রগোমিচন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ' বা 'চন্দ্রেন্দ্রগোমিপ্রভৃতয়ঃ' ইত্যাদি। লামা তারানাথ বলেন, পাণিনিমতে চান্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রগোমিমতে শর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র প্রণীত হয়। তদনুসারে কীথ সাহেব লিখিয়াছেন—"Tibetan tradition ascribes to শর্ব্ববর্ম্মা the use of the grammar of ইন্দ্রগোমী, and this work seems to have been popular among the Buddhists of Nepal, but it is lost, though the reality of its author's existence is certain." (H. S. L, p. 431). মহেশ্বরবৈদ্যপ্রণীত ১১১১ খৃষ্টাব্দীয় বিশ্বপ্রকাশের পরিশিষ্টস্থানীয় শব্দভেদপ্রকাশের টীকায় ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জৈনপণ্ডিত জ্ঞানবিমল-গণি মহোদয় "সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢ়েঃ' এই সূত্রটীকে ইন্দ্রগোমিপ্রণীত ঐন্দ্রব্যাকরণের প্রথম সূত্র বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহাই হউক, একসময়ে ইন্দ্র-গোমীর কোনও ব্যাকরণ ছিল, এখন কিন্তু উহা পাওয়া যায় না। অনেকেই ইহার প্রথমখৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব অনুমান করেন।

মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

"হন্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তু মর্থে তু সপ্তমীম্।
চতুর্থীবাধিকামাহুশ্চূর্ণি-ভাগুরি-বাগ্‌ভটাঃ॥"

স্থলে বলা যায় যে, বাগ্‌ভটনামে কোনও ব্যক্তির ব্যাকরণ এবং তৎসংক্রান্ত কটী সম্প্রদায় অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।

আমরা চারিজন বাগ্‌ভটকে জানি। তন্মধ্যে দুইজন ভর্তৃহরির পরবর্ত্তী, ার দুইজন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। শেষোক্ত দুই জনের মধ্যে প্রথম বাগ্‌ভট নিঘণ্টু ামে একখানি বৈদিক কোষ এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা প্রণয়ন করেন। ইঁহার ত্র সিংহগুপ্ত এবং পৌত্র অষ্টাঙ্গসংগ্রহপ্রণেতা দ্বিতীয় বাগ্‌ভট। প্রথম বাগ্‌ভটের নঘণ্টু দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি একজন শাব্দিক আচার্য্য ছিলেন। দ্বিতীয় াগ্‌ভট কেবল আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। এইজন্য আমরা ব্যাকরণের কর্তৃত্ব প্রথম াগ্‌ভটেই অনুমান করি। প্রাত্নিকগণ ইঁহাকে ২-৩ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়া াকেন।

ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া চন্দ্রকীর্ত্তির 'সমন্তভদ্র' নামে এক- ানি শ্লোকাত্মক ব্যাকরণ প্রণীত হয়। Dr. Bruno Liebich বলেন—'দিঙ্‌নাগ, ন্দ্রকীর্ত্তি and চন্দ্রগোমী lived in one generation in 365 to 465 A. D.' ক্ষীরতরঙ্গিণী)। তারানাথ বলেন, চন্দ্রগোমীর চান্দ্রব্যাকরণ দেখিয়া চন্দ্রকীর্ত্তি- র্ত্তৃক সমন্তভদ্রব্যাকরণ নালন্দার একটী কূপে নিক্ষিপ্ত হয় (Schiefner)। াহাই হউক, গ্রন্থখানির এখন অত্যন্ত লোপ হইয়াছে।

অমরসিংহের সম্পূর্ণব্যাকরণ আমরা দেখি নাই এবং কে যে দেখিয়াছেন াহাও জানি না। তবে কবিকল্পদ্রুমের প্রারম্ভে বোপদেব তাঁহাকে আদিশাব্দিক লিয়াছেন এবং প্রাচীনদের একটী উক্তি শুনা যায়—"অমরসিংহো হি পাপীয়ান্ র্ব্বং ভাষ্যমচূচুরৎ"। এই দুইটী কারণবশতঃ এক সময়ে অমরব্যাকরণের অস্তিত্ব নুমিত হইয়া থাকে। অমরসিংহ ৫-৬ খৃষ্ট শতাব্দীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত।

অষ্টধাতুর প্রণেতা কে তাহা জানা নাই। তবে সপ্তমখৃষ্টশতাব্দীতে চীন ী্শীয় পরিব্রাজক ইৎসিং এবং ১১৭২ খৃষ্টাব্দীয় দুর্ঘটবৃত্তিতে শরণদেব অনেকবার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একখানি বৌদ্ধ ব্যাকরণ।

ভদ্রেশ্বরসূরির দীপকব্যাকরণ পাওয়া যায় না। গণরত্নমহোদধিতে বর্দ্ধমান পাধ্যায় বলিয়াছেন—"মেধাবিনঃ প্রবরদীপককর্ত্তৃযুক্তাঃ"। ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—"দীপককর্ত্তা শ্রীভদ্রেশ্বরসূরিঃ। প্রবরশ্চাসৌ দীপককর্ত্তা চ

প্রবরদীপককর্তা। প্রাধান্যং চাস্যাধুনিকবৈয়াকরণাপেক্ষয়া"। (গণরত্ন মঃ ২-৩ পৃঃ)। 'ভদ্রেশ্বরসূরি' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ উপাঙ্গী ভদ্রবাহুসূরিকেই বর্দ্ধমান এস্থলে ভদ্রেশ্বরসূরি বলিয়াছেন। ভদ্রবাহু একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি যশোভদ্রের শিষ্য এবং চন্দ্রগুপ্তের সামসময়িক। (রাজাবলী-কথা)।

শ্রুতপালেরও একখানি ব্যাকরণ ছিল। উহা এখন পাওয়া যায় না। তর্কবাগীশের প্রমোদজননী (সন্ধি ৫৪), পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তি (২৷৩৷৫), হেমচন্দ্রের বৃহন্ন্যাস, দুর্গসিংহের কাতন্ত্রটীকা (কৃৎ ৪১, ৬৮), এবং শাকটায়নের অমোঘবৃত্তি (৪৷১৷২৫২-৫৩) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে শ্রুতপালের নাম এবং তদীয় গ্রন্থের অনেক বচন এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমানের গণরত্নমহোদধি হইতে জানা যায় যে, শিবস্বামীরও একখানি ব্যাকরণ ছিল। এখন কিন্তু উহা পাওয়া যায় না। কপ্‌ফিণাভ্যুদয় লিখিলেও শিবস্বামী বৌদ্ধ নহেন, তিনি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। স্মার্ত্তদের মধ্যেও তিনি একজন প্রমাণপুরুষ। মদনপারিজাতে স্মৃতিচন্দ্রিকায় এবং পরাশর-মাধবীয়ে তাঁহার মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। শিবস্বামী কাশ্মীরাধিপতি অবন্তি-বর্ম্মার সভায় থাকিতেন। অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকাল ৮৫৫ হইতে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে। অতএব শিবস্বামী ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় এবং কাশ্মীরক পণ্ডিত। শিবস্বামী শিবযোগী বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ষড়্‌গুরুশিষ্য সম্ভবতঃ ইঁহাকেই ছয়জন গুরুর মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

'শ্রীবুদ্ধিসাগর' নামে একখানি ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ এখন পাওয়া অসম্ভব। জৈনগণ বলেন—

"শ্রীবুদ্ধিসাগরসূরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্।
সহস্রাষ্টকমানং তৎ শ্রীবুদ্ধিসাগরাভিধম্॥" (প্রভাবকচরিত)।

১০২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রণীত হয় (Gaekwad's O. S., vol. xxi, p. 37)। গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারকে সংক্ষেপে বুদ্ধিসাগর বলা হয়। পঞ্চগ্রন্থী এবং শব্দলক্ষ্ম-লক্ষণ ইহার নামান্তর (Gaekwad's O. S. vol. xxi., p. 55—56)। বুদ্ধিসাগরের লিঙ্গানুশাসন এই গ্রন্থের একটী অংশ কি না তাহা অনুসন্ধেয়। বুদ্ধিসাগর জৈনসম্প্রদায়ের লোক। তিনি চান্দ্রকুলজ বর্দ্ধমানসূরির শিষ্য এবং জিনেশ্বর সূরির সতীর্থ। অতএব বুদ্ধিসাগরকে ১০-১১ খৃষ্টশতাব্দীয় বলা যায়।

উৎপলের একখানি ব্যাকরণ ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অনুমান অসঙ্গত নহে। হেমচন্দ্রের বৃহন্ন্যাসে লিখিত আছে—"যত্তুৎপলঃ। কর্ম্মধারয়াৎ সমাসান্তে প্রচেতারাজঃ"। ইনি যে কে—তৎসম্বন্ধে কেহ কিছুই বলেন নাই। স্পন্দপ্রদীপিকাদিপ্রণেতা কাশ্মীরক উৎপল একজন প্রমাণপুরুষ বটে, কিন্তু শব্দাধিকারে তাঁহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনের টীকাকার ভট্টোৎপলকে কেহ কেহ উৎপলাচার্য্য বলিয়া থাকেন। ইনি ৮৮৮ শকে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বৃহজ্জাতকের জগচ্চন্দ্রিকা নামে বিবৃতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাকরণের উপর ইঁহার কোন গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বলা কঠিন।

ধারানগরের মুঞ্জবাক্‌পতি সে সময়ে উৎপলদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন (Keith's Sanskrit Drama, p. 293)। ১০ খৃষ্টশতাব্দীর চরমপাদে ইনি রাজা হন। ইঁহার সভায় শুভাঙ্ক বা শুভাঙ্গ নামে একজন শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজার নামানুসারে 'উৎপলমালিনী'কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উৎপলব্যাকরণের প্রণেতা উৎপলমালিনীকার কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

প্রাচীন গ্রন্থে 'কৈশবী'ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাধ্যায়ীর কেশববৃত্তিকার কেশবপণ্ডিত ইহার প্রণেতা। ভাষাবৃত্তিতে (৫।২।১১২) পুরুষোত্তমদেব, তন্ত্রপ্রদীপে (১।২।৬, ১।৪।৫৫) মৈত্রেয়রক্ষিত, এবং হরিনামামৃত-ব্যাকরণে (৫০০পৃ°) শ্রীজীবগোস্বামী কেশবপণ্ডিতের নাম করিয়াছেন। ইনি কর্ণাটদেশীয় পণ্ডিত। কর্ণাটী ভাষায় ইঁহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ আছে বলিয়া শুনা যায়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মতে ইনি ১০৫০ খৃষ্টাব্দে অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন। 'কৈশবী'ব্যাকরণ এখন পাওয়া যায় না।

বাভট একজন প্রাচীন আচার্য্য। তাঁহার শাস্ত্রদর্পণনিঘণ্টু একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অমরকোষোদ্‌ঘাটনে ক্ষীরস্বামী এবং রসবতীতে জুমরনন্দী ইঁহার নাম করিয়াছেন। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত আছে—

"পূর্ব্বমধ্যান্তসর্ব্বান্য-পদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ।
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ॥"

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণের উপর বাভটের কোনও গ্রন্থ এবং তৎসংক্রান্ত একটি সম্প্রদায় পূর্ব্বে অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। বাভট ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয়। বাহট কিন্তু একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি চরকাদিরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

বিনীতকীর্ত্তির একখানি ব্যাকরণ ছিল, এখন কিন্তু উহার লোপ হইয়াছে। গ্রন্থ যে ছিল তাহা গোয়ীচন্দ্রের কথা হইতে উপপন্ন হইয়া থাকে (সমাস ২৩৭, তিঙ্ ৭০৪, কারক ২০৬-৭ ইত্যাদি)। সুপদ্মমকরন্দে বিষ্ণুমিশ্র লিখিয়াছেন—“বিনীতকীর্ত্ত্যাদীনাং মতম্, জয়াদিত্যমতমপ্যেতৎ” (৪০৬ পৃ০)। কোষসম্বন্ধে বা কোষের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে ইহার কোনও গ্রন্থ অনুমিত হইয়া থাকে। কারণ সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন“—‘সব্যেষ্ঠা দক্ষিণস্থশ্চ’ ইতি ত্রিকাণ্ডপাঠাদ্ ভাষায়াং সাধুরিতি বিনীতকীর্ত্তিঃ” (টীকাসর্ব্বস্ব ২।৬০)। বিনীতকীর্ত্তি যদি নালন্দার অধ্যাপক বিনীতদেব হন, তবে তাঁহাকে ৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হইবে। কারণ বিনীতদেব ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় রাজা গোপীচন্দ্রের প্রায় সামসময়িক। এ ভর্ত্তৃহরি যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা।

‘বিদ্যানন্দ’নামে একখানি ব্যাকরণ ১৩ খৃষ্টশতাব্দীতে বিদ্যানন্দকর্ত্তৃক প্রণীত হয়। গ্রন্থ কিন্তু এখন পাওয়া যায় না। যাহা বিদ্যানন্দ সিদ্ধানন্দ বা বিজয়ানন্দ বলিয়া Aufrecht মহোদয় পাইয়াছেন তাহা কৌমারদের দৌর্গ-টীকার উপর কাতন্ত্রোত্তর নামক ব্যাখ্যার অংশ, উহা বিদ্যানন্দব্যাকরণ নহে। তবে বিদ্যানন্দব্যাকরণসম্বন্ধে বৈয়াকরণদের উক্তি আছে—

“বিদ্যানন্দাভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং স্বকম্।
ভাতি সর্ব্বোত্তমং স্বল্পসূত্রবহ্বর্থসংগ্রহম্॥”

কাতন্ত্রের চতুষ্টয়স্থিত ১৪৬ সূত্রীয় কবিরাজে সুষেণবিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“বিদ্যানন্দস্ত্বাহ—‘প্রায়েণ লাঙ্গলকোট্যাং পঙ্কে শুষ্কে রক্তত্বং লাঙ্গলকোট্যা ভবতী’তি।” বিদ্যানন্দ ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। ইনি জিনসেনোক্ত বিদ্যানন্দাপরপর্য্যায় পাত্রকেশরী নহেন। তিনি ৯ খৃষ্টশতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

যমব্যাকরণ অর্থাৎ প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারের টীকাকৃৎ ১১খৃষ্টশতাব্দীয় বৌদ্ধপণ্ডিত যমারিপ্রণীত ব্যাকরণ। ইহা এখন পাওয়া যায় না, তবে কবীন্দ্রাচার্য্য-সূচীপত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যমারি একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণের উত্থান এবং পতন হইয়াছে, যেমন—বায়ুব্যাকরণ, বরুণ ব্যাকরণ, সৌম্যব্যাকরণ, শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণ ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থ এখন গ্রন্থান্তরে বা কবীন্দ্রাচার্য্যের সূচীতে নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পাণিনির এবং পাণিনির পরবর্ত্তী যে সকল মূলব্যাকরণ অদ্যাপি লুপ্ত নহে তাহাদিগেরও দুইটী বিভাগ হইতে পারে—প্রচলিত এবং অপ্রচলিত। যাহাদের বিশাল সম্প্রদায় আছে তাহারাই প্রচলিত, আর অবশিষ্টগুলি অপ্রচলিত। প্রচলিত ব্যাকরণ সমূহের নামাদিসম্বন্ধে আমরা যথাক্রমে বলিব—

মহর্ষিণা পাণিনিনা স্মৃতং ব্যাকরণং পুরা।
কাতন্ত্রং তু ততঃ পশ্চাৎ প্রণীতং শর্ব্ববর্ম্মণা॥
চান্দ্রং চন্দ্রেণ বৌদ্ধানাং জৈনেন্দ্রং দেবনন্দিনা।
শব্দানুশাসনং শাকটায়নেন কৃতং মুদা॥
জৈনানাং শব্দসিদ্ধ্যর্থং গ্রন্থাবেতৌ কৃতৌ পুরা।
দৃষ্ট্বা ত্রিমুনিশাস্ত্রং বৈ যৎ প্রোক্তমাহিকাদিনা *॥
শব্দানুশাসনগ্রন্থঃ পুন র্ভোজেন চিন্তিতঃ।
যঃ প্রসিদ্ধঃ সরস্বত্যাঃ কণ্ঠাভরণনামতঃ॥
ক্রমদীশ্বরবিপ্রেণ বঙ্গীয়েন ততঃ পরম্।
সংক্ষিপ্তসারনাম্না তু মহদ্ ব্যাকরণং কৃতম্॥
শ্বেতাম্বরীয়জৈনানাং সিদ্ধবাক্যানুশাসনম্ †।
হেমেনাভিহিতং শাস্ত্রমর্হচ্ছাসনবৎ পরম্॥
ততঃ সরস্বতীদেব্যা সারস্বতমুদীরিতম্।
মুগ্ধবোধং তথা চৈব বোপদেবেন ভাষিতম্॥
সুপদ্মং পদ্মনাভেন স্ফোটিতং তদনন্তরম্।
হরিনামামৃতং পশ্চাজ্ জীবেন শ্রাবিতং শুভম্॥
পুরুষোত্তমদেবস্তু কামরূপীয়সাধকঃ।
জনন্যাঃ কণ্ঠদেশাব্ধি রত্নমালা § মুদাহরৎ॥

অপ্রচলিত ব্যাকরণসমূহও দুইভাগে বিভক্ত—ক্ষীণসম্প্রদায় এবং হীন-সম্প্রদায়। ক্ষীণসম্প্রদায়, যেমন—কাশ্যপের বালাববোধন, মলয়গিরির শব্দানুশাসন বা মুষ্টিস্মৃত্র, এবং রূপগোস্বামীর হরিনামামৃতব্যাকরণ।

* আহিক পাণিনির নামান্তর। ত্রিকাণ্ডশেষে লিখিত আছে—"পাণিনিস্বাহিকো দাক্ষীপুত্রঃ শালঙ্কিপাণিনৌ। শালাতুরীয়ঃ।"

† হেমচন্দ্রপ্রণীত ব্যাকরণের নাম সিদ্ধবাক্যানুশাসন, সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধস্বোপজ্ঞশব্দানু-শাসন বা সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন। সাধারণতঃ ইহা সিদ্ধব্যাকরণ বা হৈমব্যাকরণ নামেই প্রসিদ্ধ।

§ রত্নমালা অর্থাৎ পুরুষোত্তমবিদ্যাবাগীশ-প্রণীত প্রয়োগরত্নমালা।

সিংহলদেশে কাশ্যপনামে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত 'বালাববোধন' নামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (Keith's H. S. L., p. 432)। ইহাতে চান্দ্রব্যাকরণের সারাংশই সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থ ১১খৃষ্টশতাব্দীয়, কিন্তু গ্রন্থকারকে ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিতে হইবে। ১২খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষীরস্বামী ঐ গ্রন্থ দেখিয়াছেন। বালাববোধনের প্রচারে সিংহল হইতে চান্দ্রের তিরোভাব হয়, এখন কিন্তু সেখানেও ইহার পঠনপাঠন বিরল হইয়াছে।

১২ খৃষ্টশতাব্দীর তৃতীয়পাদে মলয়গিরি নামে একজন জৈনপণ্ডিত শব্দানুশাসননামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কাতন্ত্রের ন্যায় ইহার সূত্রসংখ্যা অল্প বলিয়া লোকে ইহা 'মুষ্টি'নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হৈমব্যাকরণাদির সুপ্রচারহেতু মুষ্টির সম্প্রদায়ে শিথিলতা আসিয়াছে।

১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে রূপ গোস্বামী প্রথমে হরিনামামৃত নামে একখানি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তারপর শ্রীজীব গোস্বামীর হরিনামামৃতব্যাকরণ প্রণীত হইলে ইহার সম্প্রদায় শিথিল হইয়া পড়ে। এখন বৈষ্ণবদের মধ্যে কেবল শেষোক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার পর কেহ কেহ রূপগোস্বামীর গ্রন্থ দেখিয়া থাকেন মাত্র।

হীনসম্প্রদায় ব্যাকরণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এ সকল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের পঠনপাঠন অত্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। হীনসম্প্রদায় ব্যাকরণ, যেমন—বামনের বিশ্রান্তবিদ্যাধরব্যাকরণ, বর্দ্ধমানের 'সূত্রসারপ্রক্রিয়া' ব্যাকরণ, উদয়চন্দ্রের পাণিনীয়মত দর্পণাদি গ্রন্থ, ধনেশ্বরের প্রক্রিয়ারত্নমণি, কুবেরপণ্ডিতের সূত্রসারব্যাকরণ, অপ্পয়দীক্ষিতের 'সূত্রপ্রকাশ'ব্যাকরণ, কৃষ্ণপণ্ডিতের পদচন্দ্রিকা, কাশীনাথের শিশুবোধ, কাশীশ্বরের শব্দরত্নাকর, যদুনন্দনের জুমরকৌমুদী, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যামৃতব্যাকরণ, গোবিন্দনাথের গোবিন্দব্যাকরণ, বেদাঙ্গরায়ের পারসীকপ্রকাশ, আব্‌রাহাম্‌ রজরের গ্র্যামেটিকা গ্রন্থমিয়া, বিজ্জলভূপতির প্রবোধচন্দ্রিকা, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর 'রত্নমহোদধি' এবং 'রত্নাকর' নামক ব্যাকরণদ্বয়, সহজকীর্ত্তির ঋজুপ্রাজ্ঞব্যাকরণ, নারায়ণের কারিকাবলী, নরহরির বালকবোধ, ভরতমল্লিকের দ্রুতবোধ, কৃষ্ণভট্টমৌনীর বৃত্তিদীপিকা, রাঘবেন্দ্রের রাঘবেন্দ্রীয়, রামহরিপণ্ডিতের পারিজাত এবং তারানাথের আশুবোধ।

হীনসম্প্রদায় ব্যাকরণের মধ্যে কতকগুলির প্রণয়নকাল নিশ্চয়সহকারে

জানা যায় না, যেমন—ভট্টবিনায়কের ভাবসিংহপ্রক্রিয়া, বলরামের প্রবোধপ্রকাশ, বিনয়সুন্দরের ভোজব্যাকরণ, মদন পঞ্চাননের প্রক্রিয়ার্ণব, চিদ্রূপের দীপ, বরদরাজভট্টের গীর্ব্বাণপদমঞ্জরী, সংগ্রামসিংহের বালশিক্ষা, রামকিঙ্কর সরস্বতীর আশুবোধ, রামেশ্বরের শুদ্ধাশুবোধব্যাকরণ ইত্যাদি।

বামনাচার্য্যপ্রণীত বিশ্রান্তবিদ্যাধরের একখণ্ড হস্তলিখিত প্রতিলিপি Cambayতে সুরক্ষিত আছে, এখন কিন্তু অনেকের পক্ষে গ্রন্থ দেখাই অসম্ভব। তবে এক সময়ে যে উহার বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা গোয়ীচন্দ্রের টীকা (সমাস ২৭৯ ইত্যাদি), হেমচন্দ্রের বৃহন্ন্যাস, বর্দ্ধমানের গণরত্নমহোদধি, এবং সুষেণ বিদ্যাভূষণের কলাপচন্দ্র (চ ১) প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ দেখিলেই উপপন্ন হইয়া থাকে। ১৭ খৃষ্ট শতাব্দীর পর ইহা গতব্যবহার হয়।

কৃষ্ণমিশ্রের বর্দ্ধমানসংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, 'সূত্রসারপ্রক্রিয়া' নামে একখানি ব্যাকরণ বর্দ্ধমানকর্ত্তৃক প্রণীত হয়। এ গ্রন্থ এখানে পাওয়া যায় না, তবে Adyar Libraryতে ইহার প্রতিলিপি আছে। বর্দ্ধমান ১১৪০ খৃষ্টাব্দে গণরত্নমহোদধি প্রণয়ন করেন। গুর্জ্জরে তিনি রাজা কর্ণদেবের সভায় থাকিতেন। তিনি গোবিন্দ সূরির শিষ্য। তাঁহার 'কাতন্ত্রবিস্তরবৃত্তি' একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ, এখনও কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

হেমচন্দ্রের শিষ্য এবং কনকপ্রভ দেবেন্দ্রের গুরু উদয়চন্দ্রসূরি ১৩ খৃষ্ট শতাব্দীতে মরুদেশীয় রাজা অনুপসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া পাণিনীয়মতদর্পণ এবং পাণ্ডিত্যদর্পণাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এক সময়ে সম্ভবতঃ শ্রীমালখণ্ডে ইহাদের প্রচলন ছিল, এখন কিন্তু তাহার আর কোনও সন্ধান পাওয়াই কঠিন। পাণ্ডিত্যদর্পণে লিখিত আছে—"অনুপসিংহদেবেনাজ্ঞপ্তেন শ্বেতাম্বরোদয়চন্দ্রেণ সন্দর্শিতে পাণ্ডিত্যমতদর্পণে...।" এ গ্রন্থের সামান্যাংশ এখন 'ডুঙ্গরজি যতি' গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াপ্রসাদে ১৩-১৪খৃষ্টশতাব্দীয় বিট্‌ঠল স্বামী পাণিনীয়মতদর্পণের অনেক শ্লোক উঠাইয়াছেন। সুতরাং এ অনুপসিংহ মণিরাম দীক্ষিতের 'অনুপবিলাস'লক্ষিত ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় রাজা অনুপসিংহ নহেন। তিনি অরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন।

মহাভাষ্যের 'চিন্তামণি'টীকাপ্রণেতা ধনেশ্বরের প্রক্রিয়ারত্নমণি এখানে পাওয়া যায় না, তবে Adyar Libraryতে ইহার একখানি প্রতিলিপি আছে। গ্রন্থকার বোপদেবের গুরু। ধনেশ তাঁহার নামান্তর।

১৪ খৃষ্টশতাব্দীর শেষে দত্তকচন্দ্রিকাকৃৎ কুবেরপণ্ডিত শ্রীহট্টের লাউড় বিভাগে দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যার্থিগণকে অনায়াসে ব্যাকরণের উপদেশ দিবার জন্য কাতন্ত্রের সারাংশ লইয়া বর্দ্ধমানকৃত সূত্রসারপ্রক্রিয়ার আদর্শানুসারে তিনি 'সূত্রসার' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের স্বল্পতাহেতু কিছুদিন পরেই উহার পঠনপাঠন ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। গ্রন্থকার আবার কুবেরোপাধ্যায় বা কুবের তর্কপঞ্চানন বলিয়াও প্রসিদ্ধ। তিনি শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার পুত্র। পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে (P. V. Kane) মহোদয় কুবেরকে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দীয় এবং Colebrooke সাহেবের পণ্ডিত বলিয়াছেন (Hist. of Dharma Sastra, p. 686)। এ কথা ঠিক নহে, কারণ ১৬ খৃষ্টশতাব্দীতে রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে কুবেরোপাধ্যায়ের নাম করিয়াছেন।

অপ্পয়দীক্ষিতের সূত্রপ্রকাশ পাণিনিনয়ে প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্ভবতঃ পাণিনিতন্ত্রবাদ নক্ষত্রমালার পর প্রণীত হইয়াছে। যাহাই হউক, গ্রন্থ এখানে পাওয়া যায় না। Adyar Libraryতে ইহার প্রতিলিপি আছে। বেদান্তে অপ্পয়-দীক্ষিত ভট্টোজির গুরু। তিনি ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় ছিলেন।

১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় রাজা নরোত্তমের ইচ্ছায় শেষকৃষ্ণপণ্ডিতের পদচন্দ্রিকা ব্যাকরণ প্রণীত হয়। গ্রন্থকার শেষবীরেশ্বরের পিতা এবং ভট্টোজির গুরু। বীরবলের পুত্র কল্যাণকে উপদেশ দিবার জন্য তিনি প্রক্রিয়াকৌমুদীর উপর প্রক্রিয়াপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। অতএব তাঁহার ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্বে কোনও সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপে কাশীনাথ বিদ্যানিবাস কর্ত্তৃক মুগ্ধবোধের পঠনপাঠন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পূর্ব্বে কাশীনাথ স্বয়ং 'শিশুবোধ' নামে একখানি ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের প্রবেশে ইহার তিরোভাব হয়। কাশীনাথ ১৬ খৃষ্ট শতাব্দীর লোক। তিনি মহেশ্বর বিশারদের পৌত্র, রত্নাকর বাচস্পতির পুত্র, এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাশীনাথ মুগ্ধবোধের টীকাকার এবং সারস্বতসূত্রের ভাষ্যকার। রামতর্কবাগীশের "একে বিদ্যানিবাসাঃ স্যুঃ......" ইত্যাদি শ্লোকে ইঁহাকে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকের মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যা-নিবাসের গ্রন্থ এখন অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

নবদ্বীপে কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য শব্দরত্নাকর নামে একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাতে মুগ্ধবোধের ব্যবস্থা এবং কাতন্ত্রের পরিভাষাদি গৃহীত হইয়াছে।

ইহার একখানি প্রতিলিপি A. S. B. গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে (Codex no. 4575)। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ কালাপক পণ্ডিত দ্বিতীয় রমানাথ চক্রবর্ত্তী স্বয়ং ইহার লেখক। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীর পর শব্দরত্নাকরের পঠনপাঠন পরিত্যক্ত হয়। চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত বলিয়া কাশীশ্বর সমগ্র ভারতে গোস্বামিপাদরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং ইহার ১৬ খৃষ্ট শতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে।

যদুনন্দন দাসের জুমরকৌমুদী Adyar Libraryতে সুরক্ষিত আছে। ইহার পঠন পাঠন কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদুনন্দন ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়। কারণ তাঁহার গোবিন্দলীলামৃত এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক বাঙ্গলা গ্রন্থদ্বয়ের ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ১২৮৫-১৩০৬ পৃ০)।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোনও কোন আচার্য্য ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূরকে চৈতন্যামৃতব্যাকরণের প্রণেতা বলেন। গ্রন্থ জনপ্রিয় নহে। ইহার পঠনপাঠন বহুদিন পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য প্রণয়ন করেন। পোপের ন্যায় পরমানন্দও আজন্ম কবি ছিলেন। পোপ্ বলেন—"I lisped in numbers as the numbers came." ঐরূপ বয়সে পরমানন্দও বলিয়াছিলেন—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরি র্জয়তি॥"

এই শ্লোক শুনিয়া এবং শ্লোকে কর্ণভরণার্থবাচক বিশেষণের সুন্দর সন্নিবেশ দেখিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং বালককে 'কবিকর্ণপূর' উপাধি দিয়াছিলেন।

বিট্‌ঠলনাথ দীক্ষিতের পুত্র এবং শুদ্ধদ্বৈতবাদী অণুভাষ্যকার বল্লভাচার্য্যের পৌত্র গোবিন্দনাথ গোঁসাইজি গোবিন্দব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। গোঁসাইজির আপন সম্প্রদায়ে গ্রন্থখানির পঠনপাঠন ছিল, এখন কিন্তু উহার প্রচলন নাই। গোবিন্দনাথ ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় ছিলেন।

বেদাঙ্গরায়ের 'পারসীক-প্রকাশ' মুসলমানগণকে সংস্কৃতব্যাকরণের উপদেশ দিবার জন্য প্রণীত হয়। ইহা দেখিয়া ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে Abraham Roger নামক একজন ওলন্দাজ পাদ্‌রী ডাচ্‌ভাষায় 'Grammatica Granthamia' প্রণয়ন করেন। ইহাই ইউরোপের প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ। ইহার অনেক পরে

Wilkinson সাহেব ১৮ খৃষ্টশতাব্দীতে সারস্বতব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া ইংরাজিতে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন।

চৌহানবংশীয় রাজা বিক্রমের ঔরসে এবং চন্দ্রাবতীর গর্ভে বিজ্জলভূপতির জন্ম হয়। বৈজলদেব তাঁহার নামান্তর। তিনি আপন পুত্র কুমার হীরাধরের জন্য প্রবোধচন্দ্রিকা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহার উপর গোপালগিরির 'সুবোধিনী' নামে একখানি টীকা আছে। বিজ্জল পাটনায় রাজত্ব করিতেন। হীরাধরের পর সটীক গ্রন্থের পঠনপাঠন পরিত্যক্ত হয়।

গ্রন্থখানি বিজ্জলপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও কোনও কোন হস্তলিখিত প্রতিলিপি হইতে বুঝা যায় যে, বিশ্বশর্ম্মা নামে একজন বৈয়াকরণ প্রবোধচন্দ্রিকা প্রণয়নপূর্ব্বক রাজার নামে উহা প্রকাশ করিয়াছেন (Codex 4572 A of A. S. B.)। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীর শেষে বিজ্জল রাজার মৃত্যু হয়। জগন্মোহন-কৃত 'দেশাবলী-বিবৃতি' নামক ভূগোলজাতীয় গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। রাজার আদেশে জগন্মোহন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে জগন্মোহনই প্রবোধচন্দ্রিকা-প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী নামক সন্ন্যাসী রত্নমহোদধি এবং রত্নাকরনামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইনি পরমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং মধুসূদন সরস্বতীর কনীয়ান্ সামসময়িক, সুতরাং ১৭ খৃষ্টশতাব্দীয়। ব্রহ্মানন্দ একজন দার্শনিক পণ্ডিত। অদ্বৈতসিদ্ধির 'লঘুচন্দ্রিকা' এবং সিদ্ধান্তবিন্দুর 'ন্যায়রত্নাবলী' তাহার প্রমাণ।

সারস্বতপ্রক্রিয়ার বৃত্তিকৃৎ সহজকীর্ত্তিবাচনাচার্য্য ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে 'ঋজুপ্রাজ্ঞ'ব্যাকরণ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নাম-কোশ প্রণীত হয়, সুতরাং গ্রন্থকারকে ১৬-১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় বলা যায়। পূর্ব্বে জৈনদের মধ্যে উক্ত ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। এখন কিন্তু ইহার সম্প্রদায় নাই। গ্রন্থকার খরতরগচ্ছীয় হেমনন্দনগণির শিষ্য। হেমনন্দনের উপাধি ছিল—'বাচক-রত্নসার'।

পুত্রের জন্য নারায়ণ চক্রবর্ত্তী 'কারিকাবলী' প্রণয়ন করেন। পুত্র কৃতবিদ্য হইয়া ইহার একখানি টীকাও লিখিয়াছেন। কিন্তু পুত্র ব্যতীত আর কোনও বিদ্যার্থী ইহা পড়িয়াছে কিনা তাহা জানা নাই। নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৭ খৃষ্ট-শতাব্দীয়। কারণ ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অমরকোষের উপর 'পদার্থকৌমুদী' নামে একখানি টীকা করিয়াছেন।

নরহরি দাক্ষিণাত্যের লোক, কিন্তু কাশীতে থাকিতেন। অনায়াসে ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য তিনি 'বালকবোধ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"বালাববোধ by নরহরি……"(S. S. G., p. 116)। গ্রন্থের নাম কিন্তু বালকবোধ, বালাববোধ নহে। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নরহরিবিরচিতং বালকবোধং কৃতসংকেতং পঠতি নরো যঃ।
দশভির্দিবসৈ র্বৈয়াকরণো ভবতি ন কোঽপি সংশয়লেশঃ॥"

(Codex 4365, A. S. B.)। এখন বালকবোধের পঠনপাঠন দৃষ্ট হয় না। নরহরি সম্ভবতঃ ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীর লোক। বেদান্তে তাঁহার 'বোধসার' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। শব্দকৌস্তুভদূষণপ্রণেতা ভাস্কররায় দীক্ষিত তাঁহার শিষ্য। ভট্টোজির বংশধরও ভাস্করের বিদ্বেষভাজন ছিলেন। শুনা যায়, হরিদীক্ষিতের সহিত বন্ধুত্বপ্রস্তাবে তিনি বলেন—

"প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য কোপোঽপি চ নিরর্থকঃ।
ন তং ভর্ত্তারমিচ্ছন্তি ষণ্ডং পতিমিব স্ত্রিয়ঃ॥"

ভাস্কর একজন বিদ্বৎসন্ন্যাসী ছিলেন, কথা কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত নহে।

ভরতমল্লিকের জীবনকালে বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহার দ্রুতবোধ এবং প্রসিদ্ধ-পদবোধ নামে দুইখানি গ্রন্থের পঠনপাঠন ছিল, কিন্তু তারপর গ্রন্থদ্বয় নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বৈদ্যদের মধ্যে ভরতমল্লিক একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ১৭-১৮ খৃষ্টশতাব্দীয় ছিলেন। তাঁহার কোনও কোন গ্রন্থ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে।

গোবর্দ্ধনের পৌত্র এবং রঘুনাথের পুত্র কৃষ্ণভট্ট মৌনী ১৭ খৃষ্টশতাব্দীতে বৃত্তিদীপিকা প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণের কতিপয়মাত্র বিষয় আচরিত হওয়ায় গ্রন্থ প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী নহে। তবে কোনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ পড়িবার পর ইহার পাঠে উপকার হইবে। কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীপত্রে গ্রন্থখানির উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার সুবোধিনী ও সারমঞ্জরী প্রণেতা জয়কৃষ্ণের ভ্রাতা। তিনি কারকবাদ ও স্ফোটচটক প্রণয়ন করিয়াছেন। বৃত্তিদীপিকা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮-১৯ খৃষ্টশতাব্দীয় রাঘবেন্দ্রাচার্য্য 'রাঘবেন্দ্রীয়' ব্যাকরণ করেন, এখন কিন্তু উহার প্রচলন নাই। গ্রন্থকার পরিভাষেন্দুশেখরের উপর 'ত্রিপথগা',

শব্দেন্দুশেখরের উপর 'বিষমী', এবং শব্দকৌস্তুভের উপর 'প্রভা' নামে টীকা লিখিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জৌমরসম্প্রদায়ের রামহরি পণ্ডিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'পরিজাত' নামে একখানি ব্যাকরণ করেন। সংক্ষিপ্তসারাদির জনপ্রিয়তাহেতু সম্প্রদায়গঠনে ইহা কৃতকার্য্য হয় নাই।

১৯ খৃষ্টশতাব্দীতে তারানাথ বাচস্পতি মহোদয় 'আশুবোধ' নামে একখানি ব্যাকরণ করেন। পৌত্রের নামানুসারে গ্রন্থের নাম 'আশুবোধ' হইয়াছে। ইহা পাণিনিনয়ে প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রভাবে ইহার সম্প্রদায় স্থায়ী হয় নাই।

ভট্ট গোবিন্দসূরির পুত্র ভট্টবিনায়ক বা বিনায়কভট্ট মেদিনীরাট্ পুত্র কুমার ভাবসিংহের জন্য ভাবসিংহপ্রক্রিয়ানামক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ভাবসিংহের পর গ্রন্থের পঠনপাঠন পরিত্যক্ত হয়। ইনি ষড়্‌গুরুশিষ্যের গুরু নহেন। ষড়্‌গুরুশিষ্যের গুরু বিনায়ক ভট্ট মাধবভট্টের পুত্র এবং কৌষীতকি-ব্রাহ্মণভাষ্যপ্রণেতা। তিনি বৃদ্ধনগরে বাস করিতেন।

বলরাম পঞ্চাননের প্রবোধপ্রকাশ একখানি শৈব ব্যাকরণ। হরিনামামৃত-ব্যাকরণে লক্ষ্মীনারায়ণের নামানুসারে সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, ইহাতে কিন্তু শিবশক্তির নামানুসারে সংজ্ঞাদি পরিভাষিত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ব্যাকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার সম্প্রদায় কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে।

ভারমল্লের পুত্র রাজা ভোজের জন্য পণ্ডিত বিনয়সুন্দর ভোজ-ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এ ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণপ্রণেতা ধারেশ্বর নহেন। রাজা গ্রন্থখানি পড়িলেও ইহার সম্প্রদায় ছিল কিনা তাহাই সন্দেহজনক।

মদনপঞ্চাননের প্রক্রিয়ার্ণবে মুগ্ধবোধের ব্যবস্থা এবং কাতন্ত্রের সংজ্ঞাদি গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ সূত্রাত্মক এবং শব্দরত্নাকরজাতীয়। এখন ইহার সম্প্রদায় নাই।

সন্ন্যাসিগণকে ব্যাকরণের উপদেশ দিবার জন্য পরমহংস পরিব্রাজক চিদ্রূপাশ্রম দীপব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণদীপ ইহার নামান্তর। এখন সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এ গ্রন্থের প্রচলন নাই। গঙ্গাধর দীক্ষিত ইহার 'ব্যাকরণদীপ-প্রভা' নামে টীকা লিখিয়াছিলেন।

কথোপকথনছলে ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য বরদরাজভট্ট গীর্ব্বাণপদমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ইহা এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

গুর্জ্জরদেশে ক্রূরসিংহের পুত্র সংগ্রামসিংহ কাতন্ত্রের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক বালশিক্ষানামে একখানি ব্যাকরণ করেন। ইহা কুবেরপণ্ডিতকৃত সূত্রসার জাতীয় গ্রন্থ। বালশিক্ষাপ্রণেতা সংগ্রামসিংহ শ্রীমালবংশীয় ব্রাহ্মণ এবং 'ঠক্কুর' উপাধিধারী ছিলেন। (Gaekwad O. S. Vol. XXI. p. 58)। গ্রন্থ বেশী দিন চলে নাই।

মুগ্ধবোধের সারসংগ্রহপূর্ব্বক রামকিঙ্কর সরস্বতীর 'আশুবোধ' ব্যাকরণ প্রণীত হয়। স্বপ্রণীত সূত্রের উপর গ্রন্থকার একখানি বৃত্তি এবং কতকগুলি কারিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার পঠনপাঠন এখন কোথাও দৃষ্ট নহে।

'শব্দমালা'নামককোষপ্রণেতা রামেশ্বরশর্ম্মা শুদ্ধাশুবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এখন কোথাও ইহার পঠনপাঠন দেখা যায় না। এই রামেশ্বরই শিবকীর্ত্তনাদিপ্রণেতা বঙ্গীয়কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শাঁখাপ্রার্থনায় বৃদ্ধ স্বামিকর্ত্তৃক অবধীরিত হইয়া পার্ব্বতী ক্রোধভরে পতিকে প্রণামপূর্ব্বক যখন চলিয়া যান সে সময়ে কি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কবি শিবকীর্ত্তনে লিখিয়াছেন—

"ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটী হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে ॥
'যাও যাও যত ভাব জানা গেল' বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি ॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায় ॥
রামেশ্বর বলে ঋষি দেখ ব'সে কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পাহাড়ের ঝি ॥"

কেহ কেহ শুদ্ধাশুবোধ ব্যাকরণের এবং শিবকীর্ত্তনাদির ১৮ খৃষ্টশতাব্দীয়ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা একথা এখন স্থগিত রাখিলাম।

ভারতবাসীরা যখন সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন এবং দৈনন্দিন ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন তখন এ সকল ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ

মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন হইলে কখনও রাজনির্ব্বন্ধে কখনও বা শিষ্যানুরোধে কখনও বা ভূমিকাগঠনের অভিপ্রায়ে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে। যে কারণে আমাদের সময়ে উপক্রমণিকা বা ব্যাকরণকৌমুদীর সৃষ্টি হইয়াছে সেই জাতীয় কারণবশতঃ এ সকল গ্রন্থেরও উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

পণ্ডিতগণ বলেন—"সমাসবচনমুদ্দেশঃ, বিস্তরবচনং তু নির্দ্দেশঃ"। আমরাও তদনুসারে প্রাগুক্ত শ্লোকসমূহে যে সকল ব্যাকরণের নাম করা হইয়াছে তাহাদের নির্দ্দেশে এখন প্রবৃত্ত হইব।

মাহেশ

শব্দাম্বুধিং প্রমথ্যৈব শঙ্করেণ যদুদ্ধৃতম্।
মাহেশং তদ্ বিজানীয়াৎ কৃৎস্নং ব্যাকরণামৃতম্॥

দেবাধিদেব মহেশ্বর শব্দশাস্ত্রের আকরস্বরূপ। সেইজন্য প্রাচীন বৈয়াকরণিক আচার্য্যগণ একটী গাথা বলিতেন—

"সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে
তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে
কুশাগ্রবিন্দূৎপতিতং হি পাণিনৌ॥"

তাঁহার কৃপা ব্যতীত শব্দশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য স্মৃতির ঘোষণা আছে—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেদ্ মুক্তিমিচ্ছেজ্ জনার্দ্দনাৎ॥"

মহেশ মহেশ্বরের নামান্তর। তিনি ব্যাকরণের প্রথম প্রবক্তা। তৎপ্রোক্ত ব্যাকরণই মাহেশ নামে প্রসিদ্ধ। অভিনয়দর্পণ ভরতার্ণব এবং কামশাস্ত্রাদির প্রবক্তা নন্দিকেশ্বরের কথায় অনুমিত হয় যে, ঐ ব্যাকরণে প্রথমতঃ সংজ্ঞাদির জন্য ১৪টী প্রত্যাহারসূত্র স্মৃত হইয়াছিল। কাশিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

মহারাজাধিরাজ জুমরনন্দীর ধাতুমালায় লিখিত আছে—প্রথমতঃ মহেশ কর্ত্তৃকই ধাতুসমূহ নিরূপিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, শব্দের ধাতুযোনিত্ব দেখাইবার জন্য মাহেশেই ধাতুসমূহ প্রথমতঃ স্মৃত হয় এবং তারপর ঋষিরা উহা প্রাপ্ত হন। এ কথা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে, কারণ নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় লিখিত আছে—

"অত্র সর্ব্বত্র সূত্রেষু অন্ত্যবর্ণচতুর্দ্দশম্।
ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে॥"

এবং ইহার ব্যাখ্যায় ভগবান্ উপমন্যু বলিয়াছেন—"ধাত্বর্থং ধাতুমূলকশব্দশাস্ত্র-প্রবৃত্ত্যর্থম্। অন্ত্যবর্ণজালং শব্দ ইতি ন্যায়েন। তথা চোক্তমিন্দ্রেণ—'অন্ত্যবর্ণ-

সমুদ্‌ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ' ইতি।" অতএব ঐন্দ্রব্যাকরণে কেবল যে শিবসূত্র-সমূহ লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা নহে, উহাতে মাহেশমতানুসারে শব্দের ধাতুযোনিত্বও অভ্যুপগত হইয়াছিল। জৌমরসম্প্রদায়ের মতে মাহেশের অনেক পবিত্র ধাতু এখন কালদোষে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা বলি—কেবল ধাতু কেন, অনেক শব্দও রূপান্তর লাভ করিয়াছে। কেবল আমরা নহে, ভাগবৃত্তিকার বিমলমতিও বলিয়াছেন—"কালদুষ্টা এবাপশব্দাঃ" (দুর্ঘটবৃত্তি ২।২।৬)। সেইজন্য মাহেশের অনুস্মরণমূলক হইলেও শব্দের ধাতুযোনিত্ব লইয়া শকটি শাকটি এবং শাকটায়নের মতবাদ বা চাক্রবর্ম্মণীয়দ্বয়শব্দের সর্ব্বনামতা পরবর্ত্তিকালে ব্যাকরণের বহু শাখায় প্রত্যুক্ত হইয়াছে। আপিশলীয় প্রাচীন 'স'ধাতুর স্থানে এখন অস্‌ধাতুর পাঠ জৌমরোক্তির উদাহরণস্বরূপ বলা অসঙ্গত নহে।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমিমহোদয়ের মতে মাহেশ 'খপুষ্পবৎ' (নিরুক্তালোচন—১১৬ পৃ০)। বস্তুতঃ কিন্তু মাহেশব্যাকরণ খপুষ্পের ন্যায় অলীক নহে। ভারতাচার্য্যধৃত—

"পদজ্ঞৈ র্নাতিনির্ব্বন্ধঃ কর্ত্তব্যো মুনিভাষিতে।
অনুস্মরণতাৎপর্য্যান্নাদ্রিয়ন্তে হি লক্ষণম্॥
যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥
ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কৃথাঃ।
অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিত্যেবং রত্নং কিং ন হি বিদ্যতে॥"

এই সকল শ্লোক হইতে এক সময়ে মাহেশের বিদ্যমানতা উপপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সামশ্রমিমহোদয়ের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। আমাদের মনে হয়, ব্যাকরণশাস্ত্র এখন বহুশাখায় বিভক্ত হইলেও মাহেশকেই সকল শাখার মূল বলিতে হইবে। কালধর্ম্মের নিয়মবশতঃ মাহেশ হইতে বর্ত্তমান ব্যাকরণসমূহ অনেকাংশে বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়াই মাহেশচুঞ্চু ব্যাসদেবাদির লেখায় অনেক বিচিত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল প্রয়োগ এখন অসিদ্ধ হইলেও অসাধু নহে। কারণ 'যুগে যুগে ব্যাকরণম্' এই ন্যায়ানুসারে তাহাদের সাধুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় যে, আমাদের সময়ে ঐ সকল প্রয়োগ নিয়ামক নহে। সেইজন্য 'কুরবোঽঽগ্নহিতম্...' ইত্যাদি ব্যাসোক্তি লইয়া কাতন্ত্রস্থিত সন্ধিপাদের ৬৮ সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—

"কথং 'কুরবোঽস্মহিতং মন্ত্রং সভায়াং চক্রিরে মিথঃ'* ইত্যকারগ্রহণে হ্যাকারস্যাপি গ্রহণমিতি ? সত্যম্, ঋষিবচনসামর্থ্যপ্রবৃত্তস্য ন নিয়ামকমিদম্, যুগে যুগে ব্যাকরণমিতি বা।" অতএব বর্ত্তমানকালের ব্যাকরণপরিনিষ্ঠিত প্রয়োগসমূহই সাধু, আর প্রাচীনকালের আর্ষপ্রয়োগসমূহ অসাধু—এরূপ উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

মনে হয়, উত্তরকুরুস্থ বর্ত্তমান বদরিকাশ্রমাদি পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে ব্যাকরণ পুরাকল্পে উপদিষ্ট হইত তাহাই মাহেশ এবং মাহেশেরই সারাংশ কালান্তরে আর্য্যাবর্ত্তাদি সমতলক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া ঐন্দ্রব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। শুনা যায়, প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্ট বিদ্যার জন্য উত্তরকুরুতে যাইতেন এবং তথায় সকলপ্রকার বাগাত্মিকা বিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক তত্ত্বদর্শী হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। সেইজন্য কৌষীতকিব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"পথ্যা স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্ বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিস্তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।" ইহার ব্যাখ্যায় ষড়্‌গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন—"প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতীপ্রসাদার্থমুদঞ্চমেব যন্তি। যো বা প্রসাদং লব্ধ্বা তত আগচ্ছতি স্মাহ প্রসিদ্ধমাহ স্ম সর্ব্বলোকঃ।"

শর্ব্ববর্ম্মা যেমন কুমারপ্রসাদে লুপ্ত কৌমারের প্রথম সূত্রটী প্রাপ্ত হন, পাণিনিও সেইরূপ শিবপ্রসাদে লুপ্ত মাহেশের ১৪টী শিবসূত্র পাইয়াছিলেন। কিরূপে পাইয়াছিলেন তাহা লইয়া ভাবিষ্যপুরাণের দ্বিতীয়খণ্ডস্থিত ৩১ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

"সমানস্য সুতঃ শ্রেষ্ঠঃ পাণিনি র্নাম বিশ্রুতঃ।
কণভুগ্‌বরশিষ্যৈশ্চ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ স পরাজিতঃ॥
লজ্জিতঃ পাণিনিস্তত্র গতস্তীর্থান্তরং প্রতি।
স্নাত্বা সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ॥
কেদারমুদকং পীত্বা শিবধ্যানপরোঽভবৎ।
পর্ণাশী সপ্তদিবসাগ্র্ জলভক্ষস্ততোঽভবৎ॥

* 'কৃত্বাবহারং সৈন্যানাং প্রবিশ্য শিবিরং সুখম্' ইতি প্রথমার্দ্ধম্। (মহাভারত)।

তেতো দশদিনান্তে স বায়ুভক্ষো দশাহনি।
অষ্টাবিংশদিনে রুদ্রো বরং ব্রূহি বচোঽব্রবীৎ ॥
শ্রুত্বাঽমৃতময়ং বাক্যমস্তৌদ্ গদ্গদয়া গিরা।
সর্ব্বেশং সর্ব্বলিঙ্গেশং গিরিজাবল্লভং হরম্ ॥
নমো রুদ্রায় মহতে সর্ব্বেশায় হিতৈষিণে।
নন্দিসংস্থায় দেবায় বিদ্যাঽভয়করায় চ ॥
পাপান্তকায় ভর্গায় নমোঽনন্তায় চ বেধসে।
নমো মায়াহরেশায় নমস্তে লোকশঙ্কর ॥
যদি প্রসন্নো দেবেশ বিদ্যামূলপ্রদো ভব।
পরং তীর্থং হি মে দেহি দ্বৈমাতুরপিতুর্নমঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সূত্রাণি প্রদদৌ মুদা।
সর্ব্ববর্ণময়ান্যেব অইউণাদি শুভানি বৈ ॥

*   *   *

ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ।
সূত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তথৈব চ।
লিঙ্গসূত্রং তথা কৃত্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥”

এই সকল শিবসূত্র অষ্টাধ্যায়ীর বীজ বলিয়া উৎকলের শাঙ্করমঠাধিপতি বঙ্গীয় মধুসূদনসরস্বতীপ্রভৃতি মনীষিগণ পাণিনীয় ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ মাহেশ্বর বলিয়াছেন।

ভাল, পাণিনি যদি প্রসিদ্ধিলব্ধ মাহেশেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তবে তিনি শাকটায়নাদির ন্যায় নামতঃ মহেশের স্মরণ করেন নাই কেন? ধ্বনিদ্বারা নামস্মরণ প্রথাবহির্ভূত নহে। কোনও কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে নাম না করিয়াও ধ্বনিদ্বারা ইষ্টস্মরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাকটায়নাদির নিকট হইতে অনেক সিদ্ধান্ত পাওয়ায় পাণিনি তাঁহাদের নাম করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐ সকল সিদ্ধান্ত কোথায় পাইয়াছেন তাহার অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হন নাই। কারণ উহাতে অনবস্থান দোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। দৈনন্দিন ব্যবহারে লোকেও বলে—'গুরু এইরূপ বলিয়াছেন'; কিন্তু কোন্ প্রমাণে গুরু ঐরূপ বলিয়াছেন তাহার অনুসন্ধানে শিষ্যের আর প্রবৃত্তি থাকে না। সেইজন্য পাণিনি "আদ্যাচার্য্যাণাম্" (৭।৩।৪৯) বলিয়া তাঁহাদিগকেই চরমপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে

পাণিনির সময়ে যদি মাহেশের অত্যন্ত লোপ না হইত এবং পাণিনি যদি উহা স্বচক্ষে দেখিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি নামতঃ উহার স্মরণ করিতেন।

মাহেশের শিবসূত্রসমূহ ব্যাকরণাধিকরণে কেবল প্রত্যাহারসংজ্ঞাদির জন্য অভিপ্রেত হইলেও তন্মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে তৎসমুদায় শিবানুচর এবং শিবতত্ত্ববিশারদ নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় বিবৃত হইয়াছে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসী শিবভক্ত উপমন্যু আবার তত্ত্ববিমর্শিনীতে কাশিকার দুর্গমাংশসমূহ সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহোদয় লিখিয়াছেন—"These alphabetical Sutras are called Siva Sutras especially in the school of Panini, for tradition has it, that he (নন্দিকেশ্বর) was a favourite of Siva and he got these 14 Sutras directly from him. But the god Siva is without action and without attributes. His active principle is Nandi, the son of a ঋষি named শিলাদ। Nandi by his austerities rose to be the commander of Siva's followers, of Gaṇas and a rival of his son Gaṇesa. Nandi is often called নন্দিকেশ্বর। In the present work Nandikeswar is made to write 26 verses, giving the highest spiritual interpretation to the 14 Siva-Sutras. This is Nandikeswar's Kasika. Its commentator is another great favourite of Siva, named উপমন্যু who by his austerities rose to such favour of Siva, that কৃষ্ণ had to curry favours with him for obtaining a desired boon from Siva. The commentary is called নন্দিকেশ্বর-কাশিকা-তত্ত্ববিমর্শিনী" (Vyak. Mss. p. XII-III)। কিংবদন্তী উপেক্ষা করিলেও নন্দিকেশ্বরকে একজন আধুনিক ব্যক্তি বলা যায় না। কারণ কামসূত্রে বাৎস্যায়নও তাঁহাকে প্রাচীন বাভ্রব্যাদির সহিত পূর্ব্বাচার্য্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় এবং উপমন্যুর তত্ত্ববিমর্শিনীতে যে সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা আছে তাহার বিবরণ এস্থলে স্বীয় মন্তব্য সহকারে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) অইউণ্।

"অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যান্নির্গুণঃ সর্ব্ববস্তুষু।
চিৎকলামিং সমাশ্রিত্য জগদ্রূপ উণীশ্বরঃ॥" (কাশিকা ৩)

এস্থলে উপমন্যু বলেন—"অঃ পরমেশ্বরো নির্গুণঃ, ইং মায়ামাশ্রিত্য উঃ ব্যাপকঃ সগুণ ঈশ্বরঃ ণ্ আসীদিতি সূত্রার্থঃ সূচিতঃ। সর্ব্ববস্তুষু পরাপশ্যন্তী-মধ্যমাবৈখর্য্যাদিষু ইং চিতকলামিত্যত্র 'গায়ত্রীমিং চে' তিবৎ…।"

"অকারঃ সর্ব্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ।
আদ্যমন্ত্যেন সংযোগাদহমিত্যেব জায়তে॥" (কাশিকা ৪)।

উপমন্যু বলেন—"'আদিরন্ত্যেন সহেতা' ইত্যাদিরকারোঽন্ত্যো হকারঃ অকারাদি-হকারান্তা বর্ণাস্ততঃ পরমাত্মনঃ সমভবন্নিত্যর্থঃ।'

"সর্ব্বং পরাত্মকং পূর্ব্বং জ্ঞপ্তিমাত্রমিদং জগৎ।
জ্ঞপ্তের্বভূব পশ্যন্তী মধ্যমা বাক্ ততঃ স্মৃতা॥
বক্ত্রে বিশুদ্ধচক্রাখ্যে বৈখরী সা মতা ততঃ।
সৃষ্ট্যাবির্ভাবমাসাদ্য মধ্যমা বাক্ সমা মতা॥" (কাশিকা ৫-৬)।

উপমন্যু বলিয়াছেন—"ঈশ্বর এবানাদিজীবোপাধ্যাশ্রিতকর্ম্মপ্রেরিতপ্রাণ-ব্যাপারানন্তরং নাভৌ পরাখ্যং মায়াপরিণামমুপেত্য হৃদি পশ্যন্ত্যাখ্যমুপেত্য বিশুদ্ধ-চক্রে মধ্যমাখ্যমুপেত্য পশ্চাদ্‌বক্ত্রে বৈখর্য্যাখ্যমবাপ্য বেদাদিরূপো ভবতীত্যর্থঃ। শ্রুতিরপি 'বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে' ইতি। সূক্ষ্মা বাগেব বিশ্বাকারেণ বিপরিণমতে বিবর্ত্ততে বেতি বোধ্যম্। শ্রুত্যন্তরমপি—'বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তয়ৈবৈকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে' ইতি।" শ্রুতিটীর তাৎপর্য্য এইরূপ—'বহুরূপং কৃতমিতি শেষঃ। তয়ৈব নিবদ্ধমিত্যর্থঃ। একং চিদ্রূপমপি বিশ্বং তয়া বিভজ্যাবিদ্যয়া নানেব বুদ্ধ্বোপভুঙ্‌ক্তে।' বাক্যপদীয়ের ১।১২১ শ্লোকব্যাখ্যায় একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যম্।
অথেদ্বাগ্‌বুভুজে বাগুবাচ পুরুত্রা বাচো ন পরং যচ্চনাহ॥"

তারপর কাশিকায় লিখিত আছে—

"অকারং সন্নিধীকৃত্য জগতাং কারণত্বতঃ।
ইকারঃ সর্ব্ববর্ণানাং শক্তিত্বাৎ কারণং গতম্॥
জগৎস্রষ্টুমভূদিচ্ছা যদা হ্যাসীৎ তদাভবৎ।
কামবীজমিতি প্রাহু র্মুনয়ো বেদপারগাঃ॥
অকারো জ্ঞপ্তিমাত্রং স্যাদিকারশ্চিৎকলা মতা।
উকারো বিষ্ণুরিত্যাহু র্ব্যাপকত্বান্ মহেশ্বরঃ॥" (কাশিকা ৭-৯)।

উপমন্যু বলিয়াছেন—"উক্তমেব দ্রঢ়য়তি অকার ইতি।...উ ব্যাপকত্বেন ণ ঈশ্বর আসীদিত্যর্থকে উণীশ্বরঃ (মহেশ্বরঃ) ইত্যত্রেতি ভাবঃ।"

(২) ঋ৯ক্।

"ঋ৯ক্ সর্ব্বেশ্বরো মায়াং মনোবৃত্তিমদর্শয়ৎ।

তামেব বৃত্তিমাশ্রিত্য জগদ্রূপমজীজনৎ॥" (কাশিকা ১০)।

উপমন্যু বলিয়াছেন—"ঋ পরমেশ্বরঃ ৯ মায়াখ্যাং মনোবৃত্তিং ক্ অদর্শয়ৎ। তামেবাশ্রিত্য স্বেচ্ছয়া জগজ্জনয়ামাসেত্যর্থঃ। ঋ পরমেশ্বর ইত্যত্র 'ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্' ইতি শ্রুতিঃ প্রমাণম্। তং তৎপদার্থং পরং ব্রহ্ম ঋ সত্যমিত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরমপি—'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইতি। শ্রীতন্ত্রেঽপি—'মন্তো হ্যভুনমনোরূপম্ ৯ কারঃ পরমেশ্বরি' ইতি।"

৯কার ঋকারের সবর্ণ, সুতরাং ৯ কারের আবার পৃথক্ গ্রহণ কেন? চন্দ্র-চন্দ্রিকান্যায়ে ব্রহ্ম এবং মায়ার সম্বন্ধ সূচনা করিবার জন্যই দুইটী সবর্ণ গৃহীত হইয়াছে। অর্দ্ধমাত্রাত্মক ককার পরমপদ অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম। 'ঋ ৯' বর্ণদ্বয়কে চণকবৎ পুরুষপ্রকৃতি ধরিলেও বেদান্তমতে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র পরম ব্রহ্ম হইতেই তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে"। বৃহদারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে —"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্......" (৪।৩)। সৌরপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

"ত্বন্ময়ং মন্ময়ং সর্ব্বমেকা শক্তি র্দ্বিধা স্থিতা।

এবং নিগদিতো বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥" (২৪।২৩)।

তন্ত্রও ঘোষণা করিয়াছেন—

"যো হি বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ।

সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা॥"

অতএব পুরুষ-প্রকৃতি যেমন ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, ঋকার এবং ৯কার সেইরূপ বিভক্ত হইয়াও অবিভক্ত আছে বুঝিতে হইবে।

তারপর কাশিকায় লিখিত আছে—

"বৃত্তিবৃত্তিমতোরত্র ভেদলেশো ন বিদ্যতে।

চন্দ্রচন্দ্রিকয়ো র্যদ্বদ্ যথা বাগর্থয়োরপি॥

স্বেচ্ছয়া স্বস্য চিচ্ছক্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়ত্যসৌ।
বর্ণানাং মধ্যমং ক্লীবম্ ঋ৯বর্ণদ্বয়ং বিদুঃ ॥" (কাশিকা ১১-১২)।

(৩) এওঙ্।

"এওঙ্ মায়েশ্বরাত্মৈক্যবিজ্ঞানং সর্ব্ববস্তুষু।
সাক্ষিত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং স এক ইতি নিশ্চিতম্॥" (কাশিকা ১৩)।

(৪) ঐঔচ্।

"ঐঔচ্ ব্রহ্মস্বরূপঃ সঞ্ জগৎ স্বান্তর্গতং ততঃ।
ইচ্ছয়া বিস্তরং কর্ত্তুমাবিরাসীন্ মহামুনিঃ॥" (কাশিকা ১৪)।

(৫) হযবরট্।

"ভূতপঞ্চকমেতস্মাদ্-ধযবরণ্ মহেশ্বরাৎ।
ব্যোমবায়্বম্বুবহ্ন্যাখ্যভূতান্যাসীৎ স এব হি॥
হকারাদ্ ব্যোমসংজ্ঞং চ যকারাদ্ বায়ুরুচ্যতে।
রকারাদ্ বহ্নিস্তোয়ং তু বকারাদিতি সৈব বাক্॥" (কা০ ১৫-১৬)।

উপমন্যু বলেন—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী' ইতি শ্রুতেঃ।"

(৬) লণ্।

"আধারভূতং ভূতানামন্নাদীনাং চ কারণম্।
অন্নাদ্রেতস্ততো জীবঃ কারণত্বাল্লণীরিতম্॥" (কাশিকা ১৭)।

(৭) ঞমঙণনম্।

"শব্দস্পর্শৌ রূপরসগন্ধাশ্চ ঞমঙণনম্।
ব্যোমাদীনাং গুণা হ্যেতে জানীয়াৎ সর্ব্ববস্তুষু॥" (কাশিকা ১৮)।

(৮) ঝভঞ্।

"বাক্পাণী চ ঝভঞাসীদ্ বিরাড্রূপচিদাত্মনঃ।
সর্ব্বজন্তুষু বিজ্ঞেয়ং স্থাবরাদৌ ন বিদ্যতে।
বর্গাণাং তুর্য্যবর্ণা যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ময়া হি তে॥" (কাশিকা ১৯)।

(৯) ঘঢধষ্।

"ঘঢধষ্ সর্ব্বভূতানাং পাদপায়ু উপস্থকঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়গণা হ্যেতে জাতা হি পরমার্থতঃ॥" (কাশিকা ২০)।

(১০) জবগডদশ্।

"শ্রোত্রত্বঙ্‌নয়নঘ্রাণজিহ্বা ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
সর্ব্বেষামপি জন্তূনামীরিতং জবগডদশ্ ॥" (কাশিকা ২১)।

(১১) খফছঠথচটতব্।

"প্রাণাদিপঞ্চকং চৈব মনোবুদ্ধিরহংকৃতিঃ।
বভূব কারণত্বেন খফছঠথচটতব্ ॥
বর্গদ্বিতীয়বর্ণোত্থাঃ প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ।
মধ্যবর্গত্রয়াজ্জাতা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ ॥" (কাশিকা ২২-২৩)।

(১২) কপয়্।

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব সর্ব্বেষামেব সম্মতম্।
সম্ভূতমিতি বিজ্ঞেয়ং কপয়্ স্যাদিতি নিশ্চিতম্ ॥" (কাশিকা ২৪)।

(১৩) শষসর্।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং পুরা।
সমাশ্রিত্য মহাদেবঃ শষসর্ ক্রীড়তি প্রভুঃ ॥
শকারাদ্রাজসোদ্ভূতিঃ ষকারাৎ তামসোদ্ভবঃ।
সকারাৎ সত্ত্বসম্ভূতিরিতি ত্রিগুণসম্ভবঃ ॥" (কাশিকা ২৫-২৬)।

(১৪) হল্।

"তত্ত্বাতীতঃ পরঃ সাক্ষী সর্ব্বানুগ্রহবিগ্রহঃ।
অহমাত্মা পরো হল্ স্যামিতি শম্ভুস্তিরোদধে ॥" (কাশিকা ২৭)।

তন্ত্রেরও ঘোষণা আছে—"হকারঃ শিববর্ণঃ স্যাদিতি শৈবাগমস্থিতিঃ।"

পাণিনিসম্প্রদায়ে একটী প্রসিদ্ধি শুনা যায় যে, একবার সনকাদি সিদ্ধপুরুষদের জন্য এবং আর একবার পাণিনির জন্য ভগবান্ ঢক্কানিনাদদ্বারা প্রত্যাহারসূত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন—"যথা সনকাদয়ঃ সিদ্ধা ঋষয়ঃ পুরা স্বস্বেষ্টার্থসিদ্ধয়ে পরমেশ্বরমারাধয়ামাসুস্তথা পাণিনিরপি ব্যাকরণ-বিদ্যাসাম্রাজ্যলাভায় সর্ব্ববিদ্যাধিপমীশানং তপসারাদ্ধুং নিশ্চিত্য তীব্রং তপশ্চক্রে। তেনৈব তপসা সমারাধিতো ভগবান্ ভূতভাবনো ভক্তাভীষ্টবরান্ প্রদিৎসুঃ পুনর্নাট্যরঙ্গতলমধিষ্ঠায় নৃত্যন্ নাদয়ামাস চতুর্দ্দশকৃত্বো ঢক্কাম্। স নাদো যথা সনকাদিভিরমৃতত্বেন পীতস্তথা পাণিনিনাঽপি চতুর্দ্দশসূত্রামৃতত্বেনা-পীয়ত। অথ সংস্তুতো নটেশঃ পাণিনিমাহ—'এভিঃ প্রত্যাহারসূত্রৈ র্মাহেশ-

ব্যাকরণকল্পং কঞ্চিৎ কালোপযোগিনং ব্যাকরণবিশেষং নির্ম্মায় দিবং ব্রজে'তি। এবমুক্ত্বা স চান্তরধাৎ।" পাণিনীয় শিক্ষাতেও লিখিত আছে—

"শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।
বাঙ্‌ময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতিঃ॥"

এবং

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

শেষোক্ত শ্লোকটী দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, শিবসূত্র হইতে মাতৃকাক্রম নির্গত হইয়াছে বলিয়া মাতৃকাক্রমের রহস্যস্বরূপ এ সকল সূত্র ভগবান্ মাহেশ সন্নিবেশ করেন এবং পাণিনিকেও তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। বর্ণোপদেশ-প্রসঙ্গে মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—

"বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে।
তদর্থমিষ্টসিদ্ধ্যর্থং লঘ্বর্থং চোপদিশ্যতে।"

(কীলহর্ণ্ সং ১ম খণ্ড ৩৬ পৃং)।

এই শ্লোক দেখিয়া এবং কোনও কোন ফিট্‌সূত্র পরীক্ষা করিয়া বিদ্বদ্বর বি ফাডেগন্ (B. Faddegon) মহোদয় আবার শিক্ষাশাস্ত্রীয় স্বরাদিবিভাগের জন্যও শিবসূত্রসমূহ উপদিষ্ট বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু প্রাত্নিকদের এ অনুমানদ্বয় সঙ্গত নহে। বর্ণমাতৃকাস্থিত ককারাদি বর্গপঞ্চকে

অঘোষ অল্পপ্রাণবর্ণ ক চ ট ত প (Voiceless unaspirates),
অঘোষ মহাপ্রাণবর্ণ খ ছ ঠ থ ফ (Voiceless aspirates),
ঘোষবৎ অল্পপ্রাণবর্ণ গ জ ড দ ব (Voiced unaspirates),
ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ ঘ ঝ ঢ ধ ভ (Voiced aspirates),
এবং অনুনাসিক বর্ণ ঙ ঞ ণ ন ম (nasals)

ক্রমশঃ অধোলম্বভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার দৃষ্টিবিশেষে উপপন্ন হয় যে, ঐ সকল বর্গে প্রথমতঃ ঘোষতন্ত্রী (vocal chord)র সন্নিকৃষ্ট কুসংজ্ঞক কণ্ঠ্যবর্ণ (gutturals), তারপর তৎসমীপবর্ত্তী চুসংজ্ঞক তালব্যবর্ণ (palatals), তারপর উহা হইতে বিপ্রকৃষ্ট টুসংজ্ঞক মূর্দ্ধন্যবর্ণ (cerebrals), তারপর বিপ্রকৃষ্টতর তুসংজ্ঞক দন্ত্যবর্ণ (dentals), এবং পরিশেষে বিপ্রকৃষ্টতম পুসংজ্ঞক ওষ্ঠ্যবর্ণ (labials) ক্রমান্বয়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। শিবসূত্রে কিন্তু উক্ত ক্রম গৃহীত

র নাই। আরও দেখা যায়, শিবসূত্রে দুইবার হকারের পাঠ আছে। দুইবার কারপাঠের প্রয়োজন এই কারিকাটীতে উল্লিখিত হইয়াছে—

"হকারো দ্বিরুপাত্তোঽয়মটি শল্যপি বাঞ্ছতা।
অর্হেণাধুক্ষদিত্যেতদ্ দ্বয়ং সিদ্ধং ভবিষ্যতি॥"

ন্তু বর্ণমাতৃকায় দুইবার হকারের পাঠ নাই বা দুইবার হকার পাঠের প্রয়োজনও র নাই। আর এক কথা। "যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। ৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তম্......" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাকরণের মিত্তই অক্ষরসমাম্নায় অধিগত হইয়াছিল। সুতরাং শিবসূত্রসমূহ ব্যাকরণ-ষয়ক প্রত্যাহারের জন্যই পরিকল্পিত, শিক্ষাশাস্ত্রের জন্য বা বর্ণসমূহের স্বরূপ-তিপত্তির জন্য নহে। প্রদীপে কৈয়টাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"প্রয়োজনার্থো বর্ণানামুপদেশো ন স্বরূপপ্রতিপত্ত্যর্থঃ"। অতএব প্রাত্নিকগণের অনুমানদ্বয় াহারও কর্তৃক অনুমোদিত নহে।

অল্পের দ্বারা বহুগ্রহণের কৌশল সূচনা করিবার জন্য শিবসূত্রসমূহ ত হইয়াছে। প্রত্যাহারসূত্র শিবসূত্রের নামান্তর। প্রত্যাহারশব্দের নিরুক্তি ইতেছে—'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অস্মিন্নিতি প্রত্যাহারঃ'। জৈনেন্দ্র াকরণে উক্ত হইয়াছে—'প্রত্যাহারো হি বর্ণৈকমুখীকরণমিষ্যতে'। ইহা খিয়া কেহ কেহ বলেন—'প্রসৃতানাং বর্ণানামেকমুখীকরণং প্রত্যাহারঃ'। ত্যাহারসূত্রীয় বর্ণোপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া বররুচি কাত্যায়ন বলিয়াছেন— ত্তিসমবায়ার্থ উপদেশোঽনুবন্ধকরণার্থশ্চ"। ইহার প্রপঞ্চাভিপ্রায়ে পতঞ্জলি লিয়াছেন—"বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ।...কা পুনর্বৃত্তিঃ? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ। থ কঃ সমবায়ঃ? বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ সন্নিবেশঃ। অথ ক উপদেশঃ? চ্চারণম্। কুত এতৎ? দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ। উচ্চার্য্য হি বর্ণানাহ— পদিষ্টা ইমে বর্ণা ইতি। অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ।......ন হ্যনুপদিশ্য নিনুবন্ধাঃ শক্যা আসঙ্ক্তুম্। স এষ বর্ণানামুপদেশো বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধ-রণার্থশ্চ। বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণং চ প্রত্যাহারার্থম্। প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ।" ত্যাহারসম্বন্ধে কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"প্রত্যাহারো লাঘবেন াস্ত্রপ্রবৃত্ত্যর্থঃ"।

প্রত্যাহার সূত্রের অন্তস্থিত হল্‌বর্ণগুলি ইৎসংজ্ঞক। সুতরাং অচ্ বলিলে 'ক্ ঙ্ চ্' এ চারিটী বর্ণের গ্রহণ হইবে না। এই জাতীয় ইৎসংজ্ঞক বর্ণের

গ্রহণ যে ইষ্ট নহে তাহা এক্ষণে অষ্টাধ্যায়ীয় "উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ" (১।৩।২) এই সূত্রস্থ 'অনুনাসিক'শব্দদ্বারা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে, নচেৎ ঋকারের অচ্ত্ব প্রাপ্ত হইলে ইকারের অচ্প্রযুক্ত যণাদেশ দৃষ্ট হইত। প্রত্যাহারের আদি ও অন্ত্যবর্ণ গ্রহণ করিলে তন্মধ্যস্থিত সমস্তবর্ণের গ্রহণ হইয়া থাকে, যেমন—অক্ বলিলে 'অ ই উ ঋ ঌ' বর্ণের গ্রহণ হয়। সেইজন্য অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্র আছে—"আদিরন্ত্যেন সহেতা" (১।১।৭১)। অষ্টাধ্যায়ীতে থাকিলেও ঐ দুটী সূত্র পাণিনি প্রণীত নহে, তবে পাণিনীয় অর্থাৎ পাণিনিকর্ত্তৃক অভ্যুপগত বলিতে হইবে। মনে হয়, সম্প্রদায়বিৎ পূর্ব্বাচার্য্যদের নিকট হইতেই গুরুপরম্পরা পাণিনি উহা লাভ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত সূত্রটীতে 'উপদেশ' শব্দই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। নাগেশ বলেন—"উপদেশ ইত্যুক্ত……গুরুকর্ত্তৃকতায়াঃ স্বরসতঃ প্রতীতেঃ।" উপদেশ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন কারিকা আছে।

"ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সুতরাং বুঝিতে হইবে—উপদিশ্যন্তে পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ পঠ্যন্তে যে ধাতুসূত্রাদয়স্ত উপদেশাঃ।

প্রাগুক্ত চৌদ্দটী শিবসূত্র হইতে বহুসংখ্যক প্রত্যাহারসংজ্ঞা* হইতে পারে। তন্মধ্যে কতগুলি মাহেশে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে বলা সম্ভবপর নহে। তবে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে অণাদি শল্ পর্য্যন্ত ৪১টী মাত্র সংজ্ঞা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল সংজ্ঞা লইয়া কাশিকায় জয়াদিত্য বলিয়াছেন—

"একস্মান্ ঙঞণবটা দ্বাভ্যাং ষস্ত্রিভ্য এব কণমাঃ স্যুঃ।
জ্ঞেয়ৌ চয়ৌ চতুর্ভ্যো রঃ পঞ্চভ্যঃ শলৌ ষড্ভ্যঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে সংজ্ঞাগুলির সন্নিবেশ এইরূপ হইবে—(১) এঙ্, (২) যঞ্, (৩) অণ্, (৪) ছব্, (৫) অট্, (৬) ঝষ্, (৭) ভষ্, (৮) অক্, (৯) ইক্, (১০) উক্, (১১) অণ্, (১২) ইণ্, (১৩) যণ্, (১৪) অম্, (১৫) যম্, (১৬) ঙম্, (১৭) অচ্, (১৮) ইচ্, (১৯) এচ্, (২০) ঐচ্ (২১) যয়্, (২২) ময়্, (২৩) ঝয়্, (২৪) খয়্, (২৫) যর্, (২৬) ঝর্, (২৭) খর্, (২৮) চর্, (২৯) শর্, (৩০) অশ্,

---

* মুগ্ধবোধে প্রত্যাহারসংজ্ঞা সমাহারসংজ্ঞা নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৩১) হস্, (৩২) বস্, (৩৩) জস্, (৩৪) ঝশ্, (৩৫) বশ্, (৩৬) অল্, (৩৭) হল্, (৩৮) বল্, (৩৯) রল্, (৪০) ঝর্, (৪১) শল্।

প্রাগুক্ত শিবসূত্র হইতে প্রথমতঃ পূর্ব্ব ণকার লইয়া অণ্ সংজ্ঞা হয়, তারপর ককার লইয়া অক্ ইক্ উক্ এই তিনটী সংজ্ঞা হয়, তারপর ঙ লইয়া কেবল এঙ্ সংজ্ঞা হয় এবং এইরূপে অন্যান্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ লইয়া অন্যান্য সংজ্ঞা হইয়া থাকে। চৌদ্দটী সূত্রের চৌদ্দটী ইৎসংজ্ঞক বর্ণ লইয়া যে সকল প্রত্যাহার সংজ্ঞা অষ্টাধ্যায়ীতে দৃষ্ট হয় তৎসম্বন্ধে ভাষাবৃত্তিকার বঙ্গীয় পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—

"একং ত্রীণি পুনশ্চৈকং চত্বার্য্যেকং ত্রয়ং ত্রয়ম্।
একং দ্বে ষট্ তথৈবৈকং চতুঃপঞ্চষড়েব চ॥"

পুরুষোত্তমের শ্লোকানুসারে পাণিনির একচত্বারিংশৎ প্রত্যাহারসংজ্ঞার সন্নিবেশ এইরূপ হইবে—(১) অণ্ (কাশিকায় ৩), (২) অক্ (কাশিকায় ৮), (৩) হক্ (কা ৯), (৪) উক্ (কা ১০), (৫) এঙ্ (কা ১), (৬) অচ্ (কা ১৭), (৭) ইচ্ (কা ১৮), (৮) এচ্ (কা ১৯), (৯) ঐচ্ (কা ২০), (১০) অট্ (কা ৫), (১১) অণ্ (কা ১১), (১২) ইণ্ (কা ১২), (১৩) যণ্ (কা ১৩), (১৪) অম্ (কা ১৪), (১৫) যম্ (কা ১৫), (১৬) ঙম্ (কা ১৬), (১৭) যঞ্ (কা ২), (১৮) ঝষ্ (কা ৬), (১৯) ভষ্ (কা ৭), (২০) অশ্ (কা ৩০), (২১) হশ্ (কা ৩১), (২২) বশ্ (কা ৩২), (২৩) জশ্ (কা ৩৩), (২৪) ঝস্ (কা ৩৪), (২৫) বশ্ (কা ৩৫), (২৬) ছব্ (কা ৪), (২৭) যয়্ (কা ২১), (২৮) ময়্ (কা ২২), (২৯) ঝয়্ (কা ২৩), (৩০) খয়্ (কা ২৪), (৩১) যর্ (কা ২৫), (৩২) ঝর্ (কা ২৬), (৩৩) খর্ (কা ২৭), (৩৪) চর্ (কা ২৮), (৩৫) শর্ (কা ২৯), (৩৬) অল্ (কা ৩৬), (৩৭) হল্ (কা ৩৭), (৩৮) রল্ (কা ৩৯), (৩৯) ঝল্ (কা ৪০), (৪০) বল্ (কা ৩৮), (৪১) শল্ (কা ৪১)।

শিবসূত্রজাত কোন্ কোন্ প্রত্যাহারসংজ্ঞা অষ্টাধ্যায়ীর কোন্ কোন্ সূত্রে পাণিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

১ বা ৫—এঙ্। "এঙি পররূপম্" (৬।১।৯৪) প্রভৃতি সূত্রে,
২ বা ১৭—যঞ্। "যঞশ্চ" (৪।১।১৬) প্রভৃতি সূত্রে,
৩ বা ১—অণ্ পূর্ব্ব'ণ'যুক্ত। "কেহণঃ" (৭।৪।১৩) প্রভৃতি সূত্রে,
৪ বা ২৬—ছব্। "নশ্ছব্যপ্রশান্" (৮।৩।৭) সূত্রে,

৫ বা ১০—অট্। "অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি" (৮।৪।২) প্রভৃতি সূত্রে,
৬ বা ১৮ ঝষ্। "ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ" (৮।২।৪০) প্রভৃতি সূত্রে,
৭ বা ১৯—ভষ্। "একাচো বশো ভষ্ ঝষন্তস্য স্ধ্বোঃ"(৮।২।৩৭) সূত্রে,
৮ বা ২—অক্। "ঋত্যকঃ" (৬।১।১২৮) প্রভৃতি সূত্রে,
৯ বা ৩—ইক্। "ইকো যণচি" (৬।১।৭৭) প্রভৃতি সূত্রে,
১০ বা ৪ উক্। "উগিদচাং সর্ব্বনামস্থানেঽধাতোঃ" (৭।১।৭) সূত্রে,
১১—অণ্ পর'ণ'যুক্ত। "অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ" (১।১।৬৯) সূত্রে,
১২—ইণ্ পর'ণ'যুক্ত। "ইণঃ ষঃ" (৮।৩।৩৯) প্রভৃতি সূত্রে,
১৩—যণ্। "ইকো যণচি" (৬।১।৭৭) প্রভৃতি সূত্রে,
১৪—অম্। "পুমঃ খয্যম্পরে" (৮।৩।৬) সূত্রে,
১৫—যম্। "হলো যমাং যমি লোপঃ" (৮।৪।৬৪) সূত্রে,
১৬—ঙম্। "ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্" (৮।৩।৩২) সূত্রে,
১৭ বা ৬—অচ্। "অচোঽন্ত্যাদি টি" (১।১।৬৪) প্রভৃতি সূত্রে,
১৮ বা ৭—ইচ্। "ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ" (৩।১।৩৫) সূত্রে,
১৯ বা ৮—এচ্। "এচোঽপ্রগৃহ্যস্যাদূরাদ্ধূতে—" (৮।২।১০১) সূত্রে,
২০ বা ৯—ঐচ্। "বৃদ্ধিরাদৈচ্" (১।১।১) সূত্রে,
২১ বা ২৭—যয়্। "অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ" (৮।৪।৫৮) সূত্রে,
২২ বা ২৮—ময়্। "ময় উঞো বো বা" (৮।৩।৩৩) সূত্রে,
২৩ বা ২৮—ময়্। "ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্" (৮।৪।৬২) সূত্রে,
২৪ বা ৩০—খয়্। "শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ" (৭।৪।৬১) প্রভৃতি সূত্রে,
২৫ বা ৩১—যর্। "যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা" (৮।৪।৪৫) সূত্রে,
২৬ বা ৩২—ঝর্। "ঝরো ঝরি সবর্ণে" (৮।৪।৬৫) সূত্রে,
২৭ বা ৩৩ খর্। "খরবসানয়োরবিসর্জ্জনীয়ঃ"(৮।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রে,
২৮ বা ৩৪ শর্। (চ) "অভ্যাসে চর্ চ" (৮।৪।৫৪) সূত্রে,
২৯ বা ৩৫ শর্। "ঙ্ণোঃ কুক্ টুক্ শরি" (৮।৩।২৮) ইত্যাদি সূত্রে,
৩০ বা ২০—অশ্। "ভো-ভগো-অঘো-পূর্ব্বস্য যোঽশি" (৮।৩।১৭) সূত্রে,
৩১ বা ২১—হশ্। "হশি চ" (৬।১।১১৪) সূত্রে,
৩২ বা ২২—বশ্। "নেড্বশি কৃতি" (৭।২।৮) সূত্রে,
৩৩ বা ২৩—জশ্। "ঝলাং জশোঽন্তে" (৮।২।৩৯) ইত্যাদি সূত্রে,

৩৪ বা ২৪ ঝশ্। "ঝলাং জশ্ ঝশি" (৮।৪।৫৩) সূত্রে,

৩৫ বা ২৫—বশ্। "একাচো বশো ভষ্—" (৮।২।৩৭) সূত্রে,

৩৬—অল্। "অলোঽন্ত্যস্য" (১।১।৫২) সূত্রে,

৩৭—হল্। "হলঃ" (৬।৪।২) ইত্যাদি সূত্রে,

৩৮ বা ৪০—বল্। "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ" (৭।২।৩৫) ইত্যাদি সূত্রে,

৩৯ বা ৩৮—রল্। "রলো ব্যুপধাদ্ধলাদেঃ সংশ্চ" (১।২।২৬) সূত্রে,

৪০ বা ৩৯—ঝল্। "নশ্চাপদান্তস্য ঝলি" (৮।৩।২৪) ইত্যাদি সূত্রে,

৪১—শল্। "শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ" (৩।১।৪৫) সূত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অইউণ্' এবং 'লণ্'—এই দুইটী প্রত্যাহারসূত্রের শেষে 'ণ' থাকায় অণ্ এবং ইণ্ নামক সংজ্ঞাদ্বয়ে কোন্ ণকার গৃহীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আসা অস্বাভাবিক নহে। কারণ অণ্ বলিলে 'অ ই উ' এই তিন বর্ণ কিংবা অ হইতে ল পর্য্যন্ত এই ১৪টী বর্ণ বুঝাইতে পারে, আর ইণ্ বলিলে 'ই উ' এই দুই বর্ণ কিংবা ই হইতে ল পর্য্যন্ত এই ১৩টী বর্ণ বুঝাইতে পারে। সুতরাং "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি র্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্" এই আর্ষন্যায়ানুসারে উক্ত সন্দেহের নিরাস করিবার জন্য পাণিনিসম্প্রদায়ে আচার্য্যপরম্পরা একটী কারিকা শুনা যায়—

"পরেণৈবেণ্ গ্রহাঃ সর্ব্বে পূর্ব্বেণৈবাণ্ গ্রহা মতাঃ।
ঋতেঽণুদিৎসবর্ণস্যেত্যেতদেকং পরেণ তু॥"

ইহা হইতে উপপন্ন হয় যে, অষ্টাধ্যায়ীর কেবল "অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ" (১।১।৬৯) এই সূত্রে পর-ণকারযুক্ত অণ্ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অন্য যে কোনও স্থলে অণ্ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্ব'ণ'যুক্ত বুঝিতে হইবে। আর অষ্টাধ্যায়ীর ইণ্ সংজ্ঞায় সর্ব্বদাই পর ণকার হইয়া থাকে, কারণ পূর্ব্ব'ণ'যুক্ত ইণ্ সংজ্ঞার প্রয়োগ পাণিনিনয়ে দৃষ্ট নহে।

পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি-প্রোক্ত ত্রিমুনিব্যাকরণে ঞম্-সংজ্ঞার প্রয়োগ নাই, কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-প্রোক্ত ত্রিমুনিব্যাকরণে উহার প্রয়োগ ছিল। সেইজন্য শাকটায়নীয় ঔণাদিক প্রকরণস্থ "ঞমন্তাড্ডঃ" (১১৯) সূত্রে এখনও ঞম্-সংজ্ঞার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টাধ্যায়ীতে "উণাদয়ো বহুলম্" (৩।৩।১) এই সূত্র দ্বারা শাকটায়নীয় ঔণাদিকপ্রকরণ অভ্যুপগত হওয়ায়

কেহ কেহ বলেন, পাণিনিনয়ে ঞম্‌সংজ্ঞা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে চয়্-সংজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায় না, কিন্তু "নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্য" (৮।৪।৪৮) সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"চয়ো দ্বিতীয়া শরি"। ইহা দেখিয়া অনেকে পাণিনিনয়ে চয়্‌সংজ্ঞা স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৪১টী সংজ্ঞার সহিত ঞম্ এবং চয়্ এই দুইটী যোগ করিলে পাণিনিনয়ে সর্ব্বসমেত ৪৩টী সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সেইজন্য বালমনোরমায় একটী কারিকা আছে—

"স্যাদেকো ঙঞণবটৈঃ ষেণ দ্বৌ ত্রয় ইহ কণাভ্যাম্।
চত্বারশ্চ চমাভ্যাং পঞ্চ যরাভ্যাং শলাভ্যাং ষট্॥"

অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি স্বয়ং ঞম্ এবং চয়্ এই দুইটীর প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া কাশিকায় বা ভাষাবৃত্তিতে তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট নহে।

"উপদেশে-ঽজনুনাসিক ইৎ" (১।৩।২) এই সূত্রদ্বারা লণ্ সূত্রস্থ অকারের অনুনাসিকত্বহেতু ইৎসংজ্ঞা হইয়াছে, নচেৎ "উরণ্‌রপরঃ" (১।১।৫১) এই সূত্রে রকারদ্বারা 'রল্'গ্রহণ সম্ভবপর হইত না। এইজন্য কৈয়টাচার্য্যের মতে 'র'প্রত্যাহারের সত্তাহেতু সর্ব্বসমেত চতুশ্চত্বারিংশৎ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দেন্দুশেখরে নাগেশভট্ট রামচন্দ্রের মতানুসারে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রপ্রত্যাহারগ্রহণে আচার্য্যপ্রবৃত্তি উপলব্ধ নহে। কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ মনে হয়, "অতোল্‌রান্তস্য" (৭।২।২) এই পাণিনি সূত্র নাগেশকেই সমর্থন করে। এ সম্বন্ধে রামচন্দ্রপাঠককৃত 'রপ্রত্যাহারবাদঃ' এবং 'রপ্রত্যাহারখণ্ডনম্' নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। প্রথম গ্রন্থখানি Adyar Libraryতে সুরক্ষিত আছে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি A. S. B. গ্রন্থাগারের codex no. 4329 v.s.

হযবরট্ এবং হল্—এই দুইটী প্রত্যাহারসূত্রে হকারের সন্নিবেশ আছে। সকল বর্ণের পাঠ একবার মাত্র হইয়াছে, কিন্তু হকারের পাঠ দুইবার হয় কেন? প্রয়োজন আছে, কারণ শিববাক্য হেতুহীন হইতে পারে না। অট্-পরণকারযুক্ত অণ্-অম্-অল্-অশ্-ইণ্-ইশ্-হল্ সংজ্ঞায় হকার আবশ্যক, কিন্তু যণ্-যম্-ঝয়্-খয়্-যর্-ঘর্ প্রভৃতি সংজ্ঞায় উহার প্রয়োজন হয় না। আবার বল্-রল্-ঝল্-শল্ সংজ্ঞায় হকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সংজ্ঞাকরণের অনুরোধেই শিবসূত্রে হকার দুইবার পঠিত হইয়াছে। এ সকল কথা

সোদাহরণ বলিবার জন্য অট্ এবং শল্ এই দুইটী সংজ্ঞায় হকারের প্রয়োজন-সূচনার্থক একটী প্রাচীন কারিকা শুনা যায়—

"হকারো দ্বিরুপাত্তোঽয়মটি শল্যপি বাঞ্ছতা।
অর্হেণাধুক্ষদিত্যেতদ্ দ্বয়ং সিদ্ধং ভবিষ্যতি ॥"

কেবল অট্ এবং শল্ এই দুইটী সংজ্ঞার জন্য শ্লোকটী উদ্দিষ্ট নহে, কারণ উহাতে দিঙ্‌মাত্র উপদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'হযবরট্-সূত্র-বিচারঃ' নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। গ্রন্থ Adyar Libraryতে সুরক্ষিত আছে।

কেহ কেহ বলেন, মুগ্ধবোধে বোপদেব যখন একটী মাত্র হকার লইয়া সমাহার-সংজ্ঞার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন অন্য সম্প্রদায়ও ঐরূপ কিছু করিতে পারিতেন। আমরা বলি, প্রত্যাহারসূত্রের বর্ণবিন্যাসে বোপদেব একটীমাত্র হকার সন্নিবেশ করিলেও সূত্রপ্রস্থানে তিনি অন্য হকার গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ সন্ধিপাদস্থিত "হো ঝস্" (২১) সূত্রের বৃত্তিভাগে তিনি লিখিয়াছেন—"হকারো ঝস্‌সংজ্ঞঃ স্যাৎ"। এ স্থলে রামতর্কবাগীশ বলিয়াছেন—"ঝস্‌প্রত্যাহারেণ যদ্ যদ্ বিধেয়ং তত্তৎ 'হ'কারেণাপি ভবিষ্যতি। তেন বৃংহিতমিত্যাদৌ হকারেঽপি ঙ্গুঃ। যদ্যপি শষসান্তে হকারোপদেশাৎ 'অর্হেণ' 'অধুক্ষি' ইত্যাদি সিধ্যতি, তথাপি এহ-প্রত্যাহারস্য পর'হ'কারেণ সন্দেহনিরাসার্থমিত্যকে। বস্তুতস্তু একস্থানপ্রযত্ন-বিশিষ্টবর্ণদ্বয়াভাবজ্ঞাপনায়াস্য পৃথগুপাদানমিতি।" অভিপ্রায় এই যে, শিবসূত্রে হকারের দুইবার পাঠ থাকায় দুইটী হকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপে কাহারও ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া বোপদেব প্রত্যাহারসূত্রের বর্ণবিন্যাসে একটীমাত্র হকার দেখাইয়া স্থানান্তরে পুনর্ব্বার সূত্রদ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অন্য হকারেরই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তর্কবাগীশ মহোদয় যে আশঙ্কা উঠাইয়াছেন তাহা নিরাশ করিবার জন্য বোপদেবেরও অনেক পূর্ব্বে মহামতি কৈয়টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"প্রয়োজনার্থো হি বর্ণানামুপদেশো ন স্বরূপপ্রতিপত্ত্যর্থঃ।" যাহাই হউক, সূত্রকারকে সমর্থন করা টীকাকারের কর্ত্তব্য এবং তর্কবাগীশমহোদয় অনেকটা সৌষ্ঠবসহকারে সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্গাদাস ইহা দেখিয়াও মাহেশের শিবসূত্র লইয়া কটাক্ষ করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"নমু, অ ই উ ঋ ৯ ইত্যাদি সূত্রে শ ষ স হ ইতি হকারস্য পুনরুক্তৌ ঝহসংজ্ঞয়োবেষ্টসিদ্ধৌ এতদ্বিধানং কথমিতিচেন্ন, একবর্ণস্য উভয়ত্র পাঠেন কৌশলাভাবাৎ।" (সন্ধি ২১)। আমরা এখন জিজ্ঞাসা করি—'সমাহারসংজ্ঞা করিবার জন্য যদি সমাহারসূত্রের

প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে উহাকে বিকলাঙ্গ করিবার পর পুনরায় সূত্রান্তরদ্বারা উহার অঙ্গপূরণের চেষ্টায় দুর্গাদাস কি কৌশল দেখিয়াছেন? বর্ণের স্বরূপ-প্রতিপত্তির জন্য প্রত্যাহারসূত্র উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া প্রাচীন ঋষিরা সরলভাবে হকারের দুইটি পাঠ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই ঋষিজুষ্ট সরলতায় কটাক্ষ করা কোনও সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সুশোভন হইতে পারে না।

পাছে ভগবদ্মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেইজন্য পাণিনি মুনি সম্প্রদায়লব্ধ শিবসূত্রে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার বহু পূর্ব্বেও এ সকল সূত্রের প্রচলন ছিল। লঘুশব্দেন্দুশেখরে নাগেশভট্ট লিখিয়াছেন—"ঋক্তন্ত্রব্যাকরণে শাকটায়নোঽপি—'ইদমক্ষরং ছন্দোবর্ণশঃ সমনুক্রান্তম্…' ইতি।" (প্রত্যাহার-সূত্রীয় ব্যাখ্যা ৮-৯ পৃষ্ঠা, কাশী সং)। দেবাধিদেব মহাদেব হইতে এ সকল সূত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সেইজন্য প্রাচীন ঋষিরাও উহাদের চিরপ্রচলিত পাঠ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কারণ—

"সংবীতস্য হি লোকেন ন দোষান্বেষণং ক্ষমম্।
শিবলিঙ্গস্য সংস্থানে কস্যাসভ্যত্বভাবনা॥"

এক একটি বর্ণ লইয়া লণ্ এবং হল্ এই দুইটী সূত্রের প্রয়োজনজিজ্ঞাসা অনুপপন্ন নহে। অট্ এবং ঞম্ এই দুইটি প্রত্যাহারসংজ্ঞার মধ্যে লকার নিবারণ করিবার জন্য লণ্সূত্রের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়া থাকে। "অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি" (৮।৪।২) এই সূত্র দ্বারা অট্প্রত্যাহারগৃহীত বর্ণসমূহ কবর্গ-পবর্গ-আঙ্-নুম্ দ্বারা ব্যস্তসমস্তভাবে ব্যবহিত হইলেও রকার এবং ষকারের পরস্থিত দন্ত্যনকারের মূর্দ্ধন্য 'ণ' হয়। এখানে অট্প্রত্যাহার মধ্যে লকারের উপযোগিতা না থাকায় লণ্ সূত্রের ভিন্নপাঠ কর্ত্তব্য হইয়াছে। হল সম্বন্ধে বলা যায় যে, শর্প্রভৃতি রাস্ত সংজ্ঞায় হকারের প্রয়োজন না থাকায় এ সূত্রটিরও পৃথক্ সন্নিবেশ অনাবশ্যক নহে।

'ঝ ভ ঞ্' এবং 'ঘ ঢ ধ ষ্' এই সূত্রদ্বয়ে যখন ঘোষমহাপ্রাণ বর্ণসমূহ (voiced aspirates) পঠিত হইয়াছে তখন দুইটি সূত্র পৃথগ্ভাবে বলিবার প্রয়োজন অষ্টাধ্যায়ী হইতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। "অতো দীর্ঘো যঞি" (৭।৩।১০১) সূত্রে যঞ্প্রত্যাহার প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি ঘোষমহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে দুইসূত্রে বিভাগপূর্ব্বক পাঠ করা না হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যাহার দ্বারা 'ধ'কারগ্রহণ-

হেতু 'সেবধ্বে' পদস্থানে 'সেবাধ্বে' এবং 'অসেবধ্বম্' পদস্থানে 'অসেবাধ্বম্' পদ বা অন্যান্য অনিষ্ট পদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িত।

'খ ফ ছ ঠ থ-চ ট ত ব্' এই সূত্রে প্রথম পাঁচটি অঘোষ মহাপ্রাণ (voiceless aspirates) ও শেষের তিনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ (voiceless unaspirates) বর্ণের পাঠ করা হইয়াছে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই 'কপয়্' সূত্রে অবশিষ্ট দুইটী অঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণ পঠিত হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধেয়। ছব্ প্রত্যাহারদ্বারা ইষ্টবর্ণগুলি গ্রহণ করিবার জন্য ঐ ভাবে অঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। "নশ্ছব্যপ্রশান্" (৮।৩।৭) সূত্রে ছব্ প্রত্যাহারের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছব্দ্বারা ককার এবং পকার গৃহীত হইলে ইষ্টপদ সাধন করা সম্ভবপর হয় বলিয়া এই সকল বর্ণের পৃথগ্ গ্রহণ সার্থক হইয়াছে। যেমন, শার্ঙ্গিন্ ছিন্ধি—এস্থলে "নশ্ছব্যপ্রশান্" (৮।৩।৭) সূত্রদ্বারা পদান্তস্থিত নকার স্থানে রুত্বহেতু প্রথমতঃ 'শার্ঙ্গির্', তারপর "খরবসানয়োর্ বিসর্জ্জনীয়ঃ" (৮।৩।১৫) সূত্র দ্বারা বিসর্জ্জনীয় আসায় 'শার্ঙ্গিঃ', তারপর "বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ" (৮।৩।৩৪) সূত্রদ্বারা বিসর্জ্জনীয়ের সত্বহেতু শার্ঙ্গিস্, তারপর "স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ" (৮।৪।৪০) সূত্রদ্বারা সকারের তালব্যত্বহেতু পুনরায় 'শার্ঙ্গিশ্' হইলে "অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা" (৮।৩।২) এবং "অনুনাসিকাৎ পরোঽনুস্বারঃ" (৮।৩।৪) এই সূত্রদ্বয় দ্বারা বিকল্পে উক্ত তালব্য শকারের পূর্ব্বে অনুনাসিক বর্ণ হয় এবং অনুস্বার বিহিত হওয়ায় 'শার্ঙ্গিঁশ্ছিন্ধি' এবং 'শার্ঙ্গিংশ্ছিন্ধি' এই দুই প্রকার প্রয়োগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু 'ছব্'প্রত্যাহারদ্বারা ককার এবং পকার গৃহীত হইলে 'পশ্যন্ পুরুষঃ' এরূপ স্থলে উক্ত সূত্র দ্বারা 'পশ্যঃ পুরুষঃ' এইরূপ অনভিপ্রেত সন্ধিযুক্ত পদের সৃষ্টি হইত। অতএব ঐ দুইটী প্রত্যাহারসূত্রের পৃথক্ সন্নিবেশ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

প্রয়োগরত্নমালার টীকাকার জয়কৃষ্ণ বলেন—'মাতৃকাক্রমই মহেশ্বরপ্রোক্ত, আর প্রত্যাহারসূত্রসমূহ পাণিনিপ্রণীত'। "উক্তঃ ক্ষো বর্ণমালায়াং মন্ত্রস্যোপচিকীর্ষয়া" সূত্রের টীকায় তিনি আবার কালাপকগণকে অনুসরণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"কৃতে চ ক্ষকারপাঠে পাণিনীয়বর্ণক্রমে ক্ষকারাভাবাৎ সুপ্রসিদ্ধমাহেশ্বরবর্ণমালালাভঃ। কালাপৈঃ সিদ্ধপদোপাদানাৎ কল্পিতস্য পাণিনীয়বর্ণক্রমস্য ব্যাসঃ কৃতঃ"। বিষম উপন্যাস। প্রসিদ্ধ বর্ণমালা জগৎপিতার মুখারবিন্দ হইতে

বিনির্গত হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু প্রত্যাহারসূত্রগুলি পাণিনিপ্রণীত বা পাণিনি-কল্পিত হইতে পারে না। কারণ—

(১) তাহারা শিবসূত্র বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যপুরাণে এবং নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় ঐ সকল সূত্র শিবসূত্র বলিয়া আচরিত হইয়াছে। নন্দিকেশ্বর স্পষ্ট বলিয়াছেন—"ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে"।

(২) পাণিনীয় শিক্ষায় স্মৃত হইয়াছে—

"শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।
বাঙ্ময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতিঃ॥"
"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

এ স্থলে শিক্ষার ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অক্ষরসমাম্নায়মিতি প্রত্যাহারানাহুঃ"।

(৩) বর্ত্তমানকালে মুদ্রিত অষ্টাধ্যায়ীর ১৪টী শিবসূত্রের অব্যবহিত পরেই সূত্রক্রম দৃষ্ট হয়—"বৃদ্ধিরাদৈচ্" "অদেঙ্ গুণঃ" "ইকো গুণবৃদ্ধী" ইত্যাদি। "ধর্ম্মিণমুদ্দিশ্য ধর্ম্মো বিধীয়তে"—এই ন্যায়ের বিরুদ্ধে বৃদ্ধিশব্দ প্রথমে উল্লিখিত হওয়ায় সূত্রটিতে বিধেয়াবিমর্শ দোষ হইয়াছে। শাব্দিক আচার্য্যগণ বলেন—

"অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥"
(একাদশীতত্ত্বধৃত প্রমাণ)।

অনুবাদ্যম্ অর্থাৎ উদ্দেশ্যম্। বিধেয়াবিমর্শদোষ দুইপ্রকার হইতে পারে—পদগত বা বাক্যগত। একাবলীতে বিদ্যাধর বলিয়াছেন—

"ন বিধেয়প্রাধান্যং বৃত্তির্বক্তুং প্রগল্ভতে যস্মাৎ।
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশস্তস্মাদস্যামুদীর্য্যতে দোষঃ॥
অনুবাদ্যবিধেয়াংশাবুক্তৌ স্যাতাং বিপর্য্যয়েণ যদা।
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশো ভবতি তদানীং তু বাক্যগতঃ॥" (৬।১-২)।

এই দুইটী দোষ পাণিনির নিকট অবিদিত ছিল না। পাছে পদগত বিধেয়াবিমর্শ হয়, সেই হেতু তিনি অধিক্ষেপার্থে দাসীপত্যাদিপদের পরিবর্ত্তে 'দাস্যাঃ

পতি:' প্রভৃতি সমস্তপদের জন্য সূত্র করিয়াছেন—"ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" * (৬৷৩৷১১)। ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্যক্তিবিবেকে রাজানক মহিম ভট্ট বলিয়াছেন—"এতদাচার্য্যস্যাপ্যনুমতমেবেতি জ্ঞায়তে। তদয়ং বৃষল্যাঃ কামুকো দাস্যাঃ পুত্র † ইত্যাদৌ কামুকাদেরাক্রোশাদপকর্ষপ্রতিপত্তয়ে সমাসেঽপি বিভক্তেরলুকমাহ।" ইহার ব্যাখ্যাবসরে রাজানক রুচক বা রুয্যক বলিয়াছেন—"সমাসেঽপি যদি বিভক্তিঃ শ্রূয়তে তদা ন বিধেয়াবিমর্শো যথা দাস্যাঃ কামুক ইত্যাদৌ।" আবার পাছে বাক্যগত বিধেয়াবিমর্শদোষ হয়, সেইজন্য পাণিনিমুনি সূত্র করিয়াছেন—"অদেঙ্ গুণঃ" (১৷১৷২)। সূত্রে অর্দ্ধমাত্রালাঘবন্যায় চিরপ্রসিদ্ধ। সংগ্রহকার ব্যাড়ি বলিয়াছেন—"অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ"। সেইজন্য এখনও ইহা পরিভাষামধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'অদেঙ্ গুণঃ' না বলিয়া সূত্রকারের বলা উচিত ছিল—"গুণোঽদেঙ্"। কিন্তু পাছে বাক্যগত বিধেয়াবিমর্শ দোষ হয় সেইজন্য তিনি স্বগোষ্ঠীবিহিত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া বলিলেন—"অদেঙ্ গুণঃ"। ভাল, তবে "আদৈজ্ বৃদ্ধিঃ" না বলিয়া তিনি "বৃদ্ধিরাদৈচ্" বলিলেন কেন? মহাভাষ্যে ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। তথায় সূত্ত হইয়াছে—"এতদেকমাচার্য্যস্য মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্ক্তে।" কাতন্ত্রপরিশিষ্টের প্রারম্ভেও সূত্রিত হইয়াছে—"বৃদ্ধিরাদেশস্য"। ইহাতে কালাপকগণ বলিয়াছেন—

> "আদেশো নন্বু বক্তুমাত্ম উচিতঃ শেষে কথং নির্ম্মিত
> ঐদৌতাবিতি নির্ম্মিতেঽপ্যভিমতে ব্যাপ্ত্যৈব বা কিং ফলম্।
> সত্যং মঙ্গলহেতবে নিজকৃতে নির্ব্বিঘ্নসিদ্ধীপ্সুনা
> গ্রন্থারব্ধিবধূপরিগ্রহবিধৌ বৃদ্ধিঃ কৃতাদাবিয়ম্॥"

যাহাই হউক, শাস্ত্রারম্ভে মাঙ্গলিক আচার অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া পাণিনি

---

* সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—"ক্ষেপে ষষ্ঠ্যাঃ" (সমাসপাদ ১৪৬)। ইহাতে গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন—"ক্ষেপ আক্রোশঃ......। ক্ষেপে গম্যমানেঽনুত্তরপদভূতায়াঃ ষষ্ঠ্যা অলুগ্ ভবতি। স্বরূপাখ্যানে তু দাসীপতিরিত্যেব ভবতি।"

† বস্তুতঃ কিন্তু "পুত্রেঽন্যতরস্যাম্" (৬৷৩৷২২) এই সূত্রানুসারে "দাসীপুত্রঃ" এবং "দাস্যাঃ পুত্রঃ" একার্থক। সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—"পুত্রে বা" (সমাসপাদ ১৪৭)। কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতি সূত্র করিয়াছেন—"ষষ্ঠ্যা ক্রোশে, পুত্রে বা" (সমাস—১৩,১৪)।

বৃদ্ধিসহকারে বিধেয়াবিমর্শদোষ উপেক্ষাপূর্ব্বক সূত্রপাঠের প্রথমেই বৃদ্ধিশব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন। অতএব কাতন্ত্রপরিশিষ্টের "বৃদ্ধিরাদেশস্য" সূত্রের ন্যায় ইহাই যে অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম সূত্র তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইজন্য চৌদ্দটী শিবসূত্রের পর অষ্টাধ্যায়ীসূত্রের গণনা "বৃদ্ধিরাদৈচ্" এই সূত্র হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। অতএব শিবসূত্রগুলি পাণিনিপ্রণীত হইলে তাঁহার "বৃদ্ধিরাদৈচ্" সূত্রে বিধেয়াবিমর্শদোষ স্বীকৃত হইত না।

(৪) পাণিনির বহুপূর্ব্বে শাকটায়নমুনির ঋক্তন্ত্রনামক সামবেদীয় প্রাতিশাখ্যের আবির্ভাব হয়। ইহার প্রারম্ভেও প্রত্যাহারসূত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য ঐ সকল সূত্রসম্বন্ধে নাগেশ ভট্টও লিখিয়াছেন—"......এবং চায়মুপদেশঃ পাণিনেরন্যকৃত ইতি......" (লঘুশব্দেন্দুশেখর-প্রত্যাহার সূত্রীয় ব্যাখ্যা)। ঋক্তন্ত্র এখনও দুর্ল্লভ নহে। ইহা ব্যতীত শকটি-শাকটি-শাকটায়নপ্রোক্ত ত্রিমুনিব্যাকরণেও ঐরূপ অক্ষরসমাম্নায় ছিল বলিয়া শুনা যায়। ইহা কেবল জনশ্রুতি নহে, কারণ উক্ত ব্যাকরণের "ঞমন্তাড্ডঃ" এই ঔণাদিক সূত্রে শিবসূত্রজাত ঞম্প্রত্যাহার অদ্যাবধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গার্গ্যগালবাদির পূর্ব্বে 'নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থা হেতবো যথা কলৌ পারাশরী স্মৃতিঃ' এইপ্রকার নিয়মবশতঃ শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এক সময়ে বর্ত্তমান পাণিনিস্মৃতির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুসৃত হইয়াছিল।

(৫) শাকটায়নের বহুপূর্ব্বে ঐন্দ্রব্যাকরণে ইন্দ্রও প্রকারান্তরে শিবসূত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেইজন্য উপমন্যুর কাশিকাতত্ত্ববিমর্শিনীতে লিখিত আছে—"তথা চোক্তম্ ইন্দ্রেণ 'অন্ত্যবর্ণসমুদ্ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ' ইতি।" ইন্দ্র যদি শিবসূত্রের উল্লেখ করেন তাহা হইলে মাহেশ ব্যতীত অন্য কোথাও তাহাদের আকরসন্ধান যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন শাখায় শ্রুতিস্মৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণে কতকগুলি শিবসূত্রের পাঠান্তর হইয়াছে। কারণ সৌবরসম্প্রদায়ের 'ঐঔষ্' এবং 'শষসয়্' এই দুইটী সূত্রস্থলে পাণিনিসম্প্রদায়ে 'ঐঔচ্' এবং 'শষসর্' এই দুইটী সূত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য আমরা এখনও ফিট্সূত্র দেখিতে পাই—"ইগন্তানাং চ দ্ব্যষাম্" "জনপদশব্দানামষন্তানাম্" "হয়াদীনামসংযুক্তলান্তানামন্তঃ পূর্ব্বং বা" ইত্যাদি। এই সকল ফিট্সূত্র দেখিয়া চন্দ্রগোমী লিখিয়াছেন—"এষ প্রত্যাহারঃ পূর্ব্বব্যাকরণেষ্বপি স্থিত এব। অয়ং তু বিশেষ 'ঐঔষি'তি যদাসীৎ তৎ

'ঐঔজি'তি কৃতম্। তথাহি 'লঘাবন্তে দ্বয়োশ্চ বহ্বষো গুরুঃ' 'তৃণধান্যানাং চ দ্ব্যষামি'তি পঠ্যতে।" ইহাতে বলা হইতেছে যে, পাণিন্যাদি পরবর্ত্তিবৈয়াকরণগণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তিব্যাকরণসমূহের 'ঐঔষ্' এই প্রাচীন প্রত্যাহারসূত্রটীর পাঠান্তর করিয়াছেন। অতএব চন্দ্রগোমীর মতেও পাণিনির বহুপূর্ব্ব হইতে শিবসূত্রের প্রচলন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাণিনিকে শিবসূত্রের প্রণেতা বলা যায় না কিংবা শিবসূত্রীয় বর্ণক্রমের জন্য তিনি প্রষ্টব্য হইতে পারেন না।

চন্দ্রগোমীর কথায় মনে হয়, পাণিনি যেন প্রাচীন শিবসূত্রের পাঠান্তর করিয়াছেন। আমাদের মতে তাঁহার সম্প্রদায়ে ঐ সকল সূত্রের যেরূপ পাঠ প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি লইয়াছেন।

(৭) ভবিষ্যপুরাণের মতে পাণিনি মুনি শিবসূত্রসমূহ শিবপ্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন। তথায় লিখিত আছে—

"অষ্টাবিংশদিনে রুদ্রো বরং ব্রূহি বচোঽব্রবীৎ ॥
যদি প্রসন্নো দেবেশ বিদ্যামূলপ্রদো ভব।
পরং তীর্থং হি মে দেহি দ্বৈমাতুরপিতুর্নমঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সূত্রাণি প্রদদৌ মুদা।
সর্ব্ববর্ণময়ান্যেব অইউণাদি-শুভানি বৈ ॥

* * *

ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ।
সূত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তথৈব চ।
লিঙ্গসূত্রং তথা কৃত্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥"

(২য় খণ্ড ৩১ অ০-২৭৯পৃ)।

ঐন্দ্রব্যাকরণ

ব্রহ্মণা তু ততঃ পশ্চাৎ সর্ব্বং বিজ্ঞায় যোগতঃ।
দেবানাং গুরবে কিঞ্চিৎ প্রভাষিতমিতি স্থিতিঃ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি সুনাসীরায় ধীমতে।
শব্দপারায়ণং সম্যক্ প্রোবাচাথ বৃহস্পতিঃ॥
সুরাণামনুরোধেন তত ঐন্দ্রং স্মৃতং পুরা।
ইন্দ্রেণ বায়ুনা সার্দ্ধং প্রাপ্য সোমং যথাসুখম্॥
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রং শ্রুত্বা পুরন্দরাৎ।
প্রোবাচ শাব্দিকং তত্ত্বং মুনিভ্যস্তদনন্তরম্॥

পাণিনির বহুকাল পূর্ব্বে মহর্ষি শাকটায়নের ঋক্‌তন্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—"যথাচার্য্যা উচুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিন্দ্রায়েন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজ ঋষিভ্য ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্নায়মিত্যাচক্ষতে। ন ভুক্ত্বা ন নক্তং প্রব্রূয়াদ্ ব্রহ্মরাশিরিতি চ ব্রহ্মরাশিরিতি চ।" (৩ পৃ০ লাহোর সং)। অতএব ব্রহ্মা দেবগুরু বৃহস্পতিকে, দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে, দেবরাজ ইন্দ্র গুরুপুত্র ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ ঋষিগণকে, এবং ঋষিগণ ব্রাহ্মণদিগকে শব্দব্রহ্মসম্বন্ধীয় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ কথা মহর্ষি শাকটায়নের নহে। তিনি আচার্য্যপরম্পরা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছেন। ভাল, ব্রহ্মার গুরু কে? এ কথা আর আচার্য্যগণকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভবপর নহে। কারণ এরূপ প্রশ্ন করিলেই তাঁহারা বলিবেন—'মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি'। অর্থাৎ ইহাতে অনবস্থানদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। মুণ্ডকে আম্নাত হইয়াছে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥"

ঠিক কথা। সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেষ্ঠিগুরু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের আবার গুরু কে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ঈশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্তপ্রবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ

বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ………" (১।৩।৩০, ১।৪।১ সূত্রীয় শারীরকভাষ্য)। অতএব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদিসম্পন্ন স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্মাদির গুরুকল্পনা সঙ্গত নহে।

পিতামহ বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রদান করেন নাই। যাহা দিয়াছিলেন তাহাও বৃহস্পতির নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র বহুকালেও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম" (মহাভাষ্যধৃতপ্রমাণ)। তবে ইন্দ্র যাহা পাইয়াছিলেন তাহা পাণিনির তুলনায় অনেক অধিক। সেইজন্য প্রাচীনদের গাথা আছে—

"সমুদ্রবদ্‌ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্‌ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দূৎপতিতং হি পাণিনৌ॥"

বৃহস্পতির নিকট অধ্যয়ন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইন্দ্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া শব্দশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হন। সেইজন্য দেবগণ তাঁহাকে মন্ত্রাদির বিশ্লেষণ করিতে বলেন। ইহা লইয়া তৈত্তিরীয়সংহিতার ঐন্দ্রবায়ব-ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"বাগ্‌ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি। সোঽব্রবীৎ। বরং বৃণে। মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুচ্যতে।" (তৈ০ স০ ৬।৬।৪।৭)। ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতমিত্যাদিবাক্ পূর্ব্বস্মিন্‌কালে পরাচী সমুদ্রাদিধ্বনিবদেকাত্মিকা সতী অব্যাকৃতা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ পদং বাক্যমিত্যাদিবিভাগকারিগ্রন্থরহিতাঽঽসীৎ। তদানীং দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্দ্র একস্মিন্নেব পাত্রে বায়োঃ স্বস্য চ সোমরসগ্রহণরূপেণ বরেণ তুষ্টস্তামখণ্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগং সর্ব্বত্রাকরোৎ। তস্মাদিয়ং বাগিদানীমপি পাণিন্যাদিমহর্ষিভি র্ব্যাকৃতা সর্ব্বৈঃ পঠ্যত ইত্যর্থঃ।" ইন্দ্র দেবতাদিগের অনুরোধে শব্দাধিকারে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঐন্দ্রব্যাকরণ।

ঐন্দ্রব্যাকরণ আমরা দেখি নাই এবং কতদিন পূর্ব্বে উহার লোপ হইয়াছে তাহা এখন বলাও কঠিন। এমন কি, পাণিন্যাদির গ্রন্থেও উহার নাম পাওয়া যায় না। কারণ ঐন্দ্রব্যাকরণের উপদেশ্য বিষয়সমূহ পরবর্ত্তিকালে ভারদ্বাজাদি ব্যাকরণে প্রবিষ্ট হওয়ায় 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' এই ন্যায়ানুসারে উহার আর কোনও স্বতন্ত্রতা ছিল না। কিন্তু ঐ নামে যে একখানি ব্যাকরণ ছিল

তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গ্রন্থ ছিল বলিয়াই চিরকাল উহার প্রসিদ্ধি চলিতেছে, যেমন—

(১) নন্দিকেশ্বরস্মৃত 'কাশিকা'বৃত্তির 'তত্ত্ববিমর্শিনী'ব্যাখ্যায় ভগবান্ উপমন্যু বলিয়াছেন—"তথা চোক্তমিন্দ্রেণ—'অন্ত্যবর্ণসমুদ্ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ' ইতি।"

(২) নানার্থশব্দরত্নে কবিসম্রাট্ কালিদাস বলিয়াছেন, মহাভাষ্য অধ্যয়ন না করিলে ইন্দ্রাদিপ্রোক্ত শব্দরাশি অধিগত হইতে পারে না এবং উক্ত গ্রন্থের টীকাকার নিচুলকবি কর্তৃক এ কথা সমর্থিত হইয়াছে।

(৩) বররুচিপ্রণীত ঐন্দ্রনিঘণ্টুর প্রথমে লিখিত আছে—

'পূর্ব্বং পদ্মভুবা প্রোক্তং শ্রুত্বেন্দ্রেণ প্রকাশিতম্।
তদ্বুধেভ্যো বররুচিঃ কৃতবানিন্দ্রনামকম্॥'

(৪) কাত্যায়নের বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে স্মৃত হইয়াছে—'অর্থঃ পদম্' এবং নিরুক্তের ঋজ্বর্থব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"অর্থঃ পদমৈন্দ্রাণাম্"। ইহাতে মনে হয়, 'অর্থঃ পদম্'—ইহা ঐন্দ্রব্যাকরণের একটী সূত্র।

(৫) ৭ খৃষ্টশতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্-চোয়াঙ্গ ভারতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন যে, প্রথমে ইন্দ্রকর্তৃক ব্যাকরণের নিয়মসমূহ প্রবর্তিত হয় এবং তাঁহার অনেক পরে শিবপ্রসাদ লাভ করিয়া পাণিনি উৎসর্গাপবাদমুখে 'শব্দানুশাসন'* করিয়াছেন (Watt's Yuan Chwang)।

(৬) ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় হরচরিতচিন্তামণিতে জয়দ্রথ লিখিয়াছেন—

'ঐন্দ্রং ব্যাকরণং নষ্টং সমগ্রং চার্ভবদ্ ভুবি।
ততো বররুচি দুঃখং বিদ্যাবিরহিতো দধে॥'

(৭) ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় কথাসরিৎসাগরে সোমদেব বলিয়াছেন—"তেন প্রনষ্টমৈন্দ্রং তদস্মদ্ব্যাকরণং ভুবি" (৪র্থ তরঙ্গ)।

সম্ভবতঃ গুণাঢ্যের বৃহৎকথানুসারে এ সকল বিবরণ হরচরিতে বা কথাসরিৎসাগরে উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

---

* মনুসংহিতার ভাষ্যকার ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় মেধাতিথি লিখিয়াছেন—"তথা হি ভগবান্ পাণিনিরনুক্তে্ব প্রয়োজনম্ 'অথ শব্দানুশাসনম্' ইতি সূত্রসন্দর্ভমারভতে" (১।১)।

(৮) বৈষ্ণবদের শ্রীতত্ত্বনিধিতে স্মৃত হইয়াছে—

"ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্॥"

(৯) কবিকল্পদ্রুমে বোপদেব গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

(১০) সারস্বতপ্রক্রিয়ায় অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়াং তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্॥"

(১১) 'The Aindra School of Sanskrit Grammarians' নামক গ্রন্থে Dr. A. C. Burnell মহোদয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, ঐন্দ্রব্যাকরণ লুপ্ত হইলেও 'তোলকাপিয়ম্'নামক তামিলব্যাকরণে উহার অনেক স্মৃত্যদ্বোধক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

(১২) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—"It has already been said that there were grammars before Panini and the first place, among these grammars, is given to Aindra school. No ancient work of this School has come down to us. The only grammar of this school, that is extant, is the Katantra or Kalapa. It takes the alphabet as it is, and attempts at no Siva Sutras. Its nomenclature is taken from the ordinary languages, and they are not algebraical, like those of Panini, and the subsequent schools. No Pratisakhyas seem to be the ancient representatives of this school. But they do not count as they are not treatises on grammar." (vyk. mss. p. xxxviii)

প্রাতিশাখ্যকগণ বলেন, পাণিনিতে শিবসূত্রের ন্যায় কৌমারে 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' 'তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ' ইত্যাদি ঐন্দ্রসূত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের মতে ঐন্দ্রব্যাকরণের ভবন্ত্যাদিসংজ্ঞাও কাতন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল কথা নিতান্ত অমূলক নহে। কারণ পুরাণ হইতে ঐন্দ্রের সে সকল সংজ্ঞা ও বচনাদি

পাওয়া যায় তৎসমুদায় ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের অনেক বচন শার্ব্ববর্ম্মিক সূত্রের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে।

হরচরিতাদি কথাগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বররুচিকাত্যায়ন ঐন্দ্রব্যাকরণ পড়িবার পর পাণিনিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা নিশ্চয়সহকারে বলা কঠিন। তবে কখনও কখন তিনি পাণিনিবার্ত্তিকে অচ্‌ হল্‌ অক্‌ লট্‌ লুঙ্‌ প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে স্বর ব্যঞ্জন সমানাক্ষর ভবন্তী অদ্যতনী প্রভৃতি ঐন্দ্রসংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—"বর্ত্তমানে লট্‌" (৩।২।১২৩) সূত্রের বার্ত্তিকে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রবৃত্তস্যাবিরামে শিষ্যা ভবন্ত্যবর্ত্তমানত্বাৎ"। ইহার প্রদীপে কৈয়ট বলিয়াছেন—"ভবন্তীতি লটঃ পূর্ব্বাচার্য্যসংজ্ঞা"। ইহা যে পূর্ব্বাচার্য্যসংজ্ঞা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে পূর্ব্বাচার্য্য ঐন্দ্রসম্প্রদায়ের। ভাল, কাত্যায়ন যদি সম্পূর্ণ ঐন্দ্রব্যাকরণ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে পাণিনির অষ্টকে উহার উল্লেখ নাই কেন? এরূপ বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মনে হয়, কাত্যায়ন সম্পূর্ণ ঐন্দ্রব্যাকরণ পড়েন নাই, তবে নানাবিধ প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থে ঐন্দ্রের যে সকল সংজ্ঞা সূত্র বা বচনাদি পাওয়া যায় তাহা দেখিয়াই তিনি পাণিনীয় বার্ত্তিকপাঠে ঐরূপ সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ঐন্দ্রব্যাকরণ নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহাদের মতে উপমন্যুর প্রপিতামহ, বসুর পিতামহ, এবং পৈলশিষ্য ইন্দ্রপ্রমতির পিতা বাগিন্দ্রই ঐন্দ্রব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতস্থিত অনুশাসনপর্ব্বের ৮ অধ্যায়ে বাগিন্দ্রাদির উল্লেখও পাওয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"প্রকাশস্য চ বাগিন্দ্রো বভূব জয়তাং বরঃ।
তস্যাত্মজশ্চ প্রমতি র্বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥' ইত্যাদি।

বাগিন্দ্রের প্রপৌত্র উপমন্যু একজন স্মৃতিকার। যাজ্ঞবল্ক্যীয় মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর এবং গৌতমধর্ম্মসূত্রীয় মিতাক্ষরায় হরদত্তমিশ্র তাঁহার নাম করিয়াছেন। প্রাত্নিকপ্রবর সীতানাথপ্রধানের মতে তিনি জনমেজয়ের সামসময়িক ছিলেন (Chronology of Ancient India, Genealogies between pp. 176 and 177)। যাহাই হউক, আমরা শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসরণ করিয়া দেবরাজ

ইন্দ্রের কর্ত্তৃত্ব বলিয়াছি, কিন্তু গ্রন্থ যখন প্রসিদ্ধিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে তখন আর এ সম্বন্ধে বিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।

দিগম্বরসম্প্রদায়ে একখানি ঐন্দ্রব্যাকরণের কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন, জিনের অর্থাৎ মহাবীর বর্দ্ধমানের মুখারবিন্দ হইতে তাঁহার প্রিয়শিষ্য ইন্দ্রভূতি গৌতম ব্যাকরণসম্বন্ধীয় যে উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহাই ঐন্দ্রব্যাকরণ। বৃহৎখরতরগচ্ছীয় সময়সুন্দরসূরি তদীয় কল্পসূত্রটীকায় লিখিয়াছেন—

"যদিন্দ্রায় জিনেন্দ্রেণ কৌমারেঽপি নিরূপিতম্।
ঐন্দ্রং জৈনেন্দ্রমিত্যেতৎ প্রাহুঃ শব্দানুশাসনম্॥"

শাকটায়নীয় শব্দানুশাসনের "জরায়া ঙষিন্দ্রস্যাচি" (১।২।৩৭) সূত্রে ইন্দ্রের নাম আছে এবং জৈনেন্দ্রব্যাকরণে "জরায়া ঙশ্চ" বলিয়া একটী সূত্রও পাওয়া যায়। শাকটায়নের অমোঘবৃত্তি সংক্ষেপ করিবার জন্য যক্ষবর্ম্মাচার্য্য 'চিন্তামণি' নামে যে লঘুবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতেও ইন্দ্রের নাম গৃহীত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রচন্দ্রাদিভিঃ শব্দৈ র্যদুক্তং শব্দলক্ষণম্।
তদিহাস্তি সমস্তং চ যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥"

অতএব এসকল স্থলে ইন্দ্রশব্দদ্বারা মহাবীরের শিষ্য ইন্দ্রভূতি গৌতমই লক্ষিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন—The name of Indra is quoted honoris causa. অর্থাৎ পূজার নিমিত্তই ইন্দ্রের নাম গৃহীত হইয়াছে। বিচিত্র নহে। কারণ ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জৈনদের পদ্মপুরাণ প্রণয়নপূর্ব্বক রবিষেণ উহাকে বর্দ্ধমান-ইন্দ্রভূতির সংবাদে বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণের ন্যায় জৈনেন্দ্রব্যাকরণ এখনও বিদ্যমান আছে এবং কিংবদন্তী যাহাই হউক না কেন, সম্প্রতি প্রাত্নিকগণকর্ত্তৃক উহা ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় দেবনন্দিপ্রণীত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব তৈত্তিরীয় সংহিতায় বা মহর্ষি শাকটায়নের ঋক্‌তন্ত্রে যে ইন্দ্রের উল্লেখ আছে তাঁহার সহিত জৈনেন্দ্রব্যাকরণের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ে একখানি ঐন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা প্রথমখৃষ্টশতাব্দীতে ইন্দ্রধ্রুবাপরপর্য্যায় ইন্দ্রগোমিকর্ত্তৃক প্রণীত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থে প্রাচীন ঐন্দ্রের অনেক সংজ্ঞা সূত্র ও বচন উপনিবদ্ধ ছিল।

লামা তারানাথ বলেন, পাণিনিমতে চান্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রগোমীর ঐন্দ্রমতে শর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র প্রণীত হয় (Wassiljew এবং Schiefner)। তদনুসারে কীথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—"Tibetan tradition ascribes to শর্ব্ববর্ম্মা the use of the grammar of ইন্দ্রগোমী and this work seems to have been popular among the Buddhists of Nepal, but it is lost, though the reality of its author's existence is certain". (H. S. L. p. 431). ১১১১ খৃষ্টাব্দীয় বিশ্বপ্রকাশের পরিশিষ্টস্থানীয় শব্দভেদপ্রকাশের টীকায় ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জৈনপণ্ডিত জ্ঞানবিমলগণিমহোদয় "সিদ্ধিরনুক্তানাং রূঢ়েঃ" এই সূত্রটীকে ইন্দ্রগোমিপ্রণীত ঐন্দ্রব্যাকরণের প্রথমসূত্র বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কাতন্ত্রের "লোকোপচারাদ্ গ্রহণসিদ্ধিঃ" (সন্ধি ২৩) এই সূত্রের জন্য শর্ব্ববর্ম্মা এবং হৈমব্যাকরণের "সিদ্ধিঃ স্যাদ্বাদাল্লোকাৎ" (১।১।২-৩) এই সূত্রদ্বয়ের জন্য হেমচন্দ্র ইন্দ্রগোমীর নিকট ঋণী। তবে ইন্দ্রগোমী যদি আমাদের প্রাচীন ঐন্দ্র হইতে সূত্রটী গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে কেহই তাঁহার নিকট ঋণী নহেন। শুনা যায়, ইন্দ্রগোমীর ঐন্দ্রব্যাকরণ উপজীব্য করিয়া নালন্দার অধ্যাপক চন্দ্রকীর্ত্তি 'সমন্তভদ্র' নামে একখানি পদ্যময় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সমন্তভদ্র নামে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ৩ খৃষ্ট শতাব্দীর শেষে নালন্দায় অধ্যাপকতা করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই কোনও ব্যাকরণ ৪-৫ খৃষ্ট শতাব্দীয় চন্দ্রকীর্ত্তি কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত বা পরিশোধিত হওয়ায় উহা চন্দ্রকীর্ত্তির ব্যাকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থের অনেক শ্লোক কেবল দৌর্গবৃত্তিতে বা দৌর্গ-টীকায় নহে, মূলের সমাসতদ্ধিতপ্রকরণেও প্রবেশ করিয়াছে। এ সম্প্রদায়ের মতে 'অভিধানলক্ষণা হি কৃৎতদ্ধিতসমাসাঃ' এই ন্যায়বশতঃ শর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্রে কেবলমাত্র সন্ধি নাম কারক এবং আখ্যাত উপদিষ্ট হয় এবং তারপর কোনও সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশদ্বারা কালাপকগণ গ্রন্থের ন্যূনতা পূরণ করিয়াছেন। দৌর্গগণ অবশ্য 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাদিরভিধানানুসারতঃ' এই ন্যায় বলিয়া কেবল কৃৎপ্রকরণের অশার্ব্ববর্ম্মিকত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু এ সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে 'ন হি কুক্কুটাদ্যেরেকদেশো ভোগায় পচ্যত একদেশস্তু প্রসবায় কল্প্যতে বিরোধাৎ' এই কথা বলিয়া কৃৎপ্রকরণের ঐন্দ্রমূলকত্ব এবং সমাসতদ্ধিতের 'সমন্তভদ্র'মূলকত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রগোমীর বা চন্দ্রকীর্ত্তির গ্রন্থ বহুদিন পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে।

বৃহদ্‌বৃত্তির ন্যাসে হেমচন্দ্র প্রায়শঃ ইন্দ্রগোমীর সঙ্গে কালাপকের এবং দুর্গসিংহের সঙ্গে শ্রুতপালের নাম করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, দুর্গসিংহের ন্যায় শ্রুতপালও যেন একজন ব্যাখ্যাকার। কলাপের 'নিষ্ঠায়াং চ' (কৃৎ ৪১) এবং 'বৃংহেঃ স্বরেঽনিটি বা' (কৃৎ ৬৮) এই দুইটী সূত্রের টীকায় দুর্গসিংহ শ্রুতপালের নাম করিয়াছেন। লেখা দেখিলে মনে হয়, এই দুইটী সূত্রের উপর শ্রুতপাল যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই যেন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ হইতে কৃৎসূত্র যদি কলাপে প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে শ্রুতপাল কি উহার বৃত্তি লিখিয়াছিলেন? আবার জৈনগণ বলেন, তিনি দেবনন্দিপ্রণীত ধাতুপাঠের ব্যাখ্যাকার। একজন ব্যক্তি কি দুইটী সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিবেন? ইহা অবশ্য অত্যন্ত বিচিত্র নহে। কারণ শুনা যায়, দেবনন্দী পাণিনির উপর 'ক্ষপণকন্যাস' (Pawate) এবং জৈনেন্দ্রব্যাকরণের উপর 'ক্ষপণকব্যাকরণমহান্যাস' (তন্ত্রপ্রদীপ) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বররুচিকেও অনেকে কাতন্ত্রবৃত্তিকার এবং অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তিকার বলিয়া থাকেন। নবদ্বীপের কাশীনাথ বিদ্যানিবাস সারস্বতসূত্রের ভাষ্যকার এবং মুগ্ধবোধের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৭ খৃষ্টশতাব্দীয় সর্ব্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্যসরস্বতীর সূচীপত্রে ঐন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ আছে। ১৭ খৃষ্টশতাব্দীর বহুপূর্ব্বে আমাদের ঐন্দ্রব্যাকরণ বা বৌদ্ধদের ঐন্দ্রব্যাকরণ তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং কবীন্দ্রচার্য্যসরস্বতীর নিকট 'ঐন্দ্রব্যাকরণ' নামে কি গ্রন্থ ছিল তাহা অনুসন্ধেয়। ১৬ খৃষ্টশতাব্দীয় কাতন্ত্রপ্রদীপে পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—"অযাচিতারমিত্যাদিপ্রয়োগোঽসাধুরেব সদাচারস্য স্মৃতিতো দুর্ব্বলত্বাদিতি ইন্দ্রমিশ্রেণোক্তম্, তত্তুচ্ছমেব" (২।৪।১৩)। পুণ্ডরীকের পূর্ব্বে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় হেমচন্দ্রসূরি বৃহন্ন্যাসাদিগ্রন্থে বহুবার ইন্দ্রমিশ্রের নাম করিয়াছেন। ইন্দ্রমিশ্রকৃত ব্যাকরণের নাম জানা নাই, কিন্তু মনে হয়, ইহার ব্যাকরণই কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীপত্রে 'ঐন্দ্রব্যাকরণ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক, আমরা এখন ঐন্দ্রব্যাকরণ নামে কোনও গ্রন্থই দেখিতে পাই না।

ভাগুরীয় ব্যাকরণ।

উজ্জহার ততঃ শব্দাগ্র্যং শাস্ত্রতো ভাগুরি মুনিঃ।

ভরদ্বাজের পর এবং ভাগুরির পূর্ব্বে কোন্ কোন্ শাব্দিকমুনির আবির্ভাব হয় তাহা বলা কঠিন। তবে ভাগুরি যে একজন অত্যন্ত প্রাচীন শাব্দিক এবং বৈয়াকরণিক মুনি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পাণিনির পূর্ব্বে নিরুক্ত-ভাষ্যকার যাস্ক নৈরুক্তবৈয়াকরণ কাথক্যমুনির সামসময়িক। কাথক্যের বৃহদ্দেবতায় ভাগুরির নাম পাওয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"পরাশ্চতস্রো যত্রেতি ইন্দ্রোলূখলয়োঃ স্তুতিঃ।
মন্যেতে যাস্ককাথক্যাবিন্দ্রস্যেতি তু ভাগুরিঃ॥"

যাস্ক কাথক্যাদি মুনিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী। ভাগুরি কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনির 'পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু' সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্তসারেও সূত্রিত হইয়াছে—"ঋষেরযাজ্ঞবল্ক্যাদে র্ব্রাহ্মণে" (তদ্ধিত ৪৫৪)। ইহার টীকায় গোয়ী-চন্দ্র ঔত্থাসনিক লিখিয়াছেন—"যাজ্ঞবল্ক্যাদিব্যতিরিক্তাদৃষিবাচকাদ্ ব্রাহ্মণে বাচ্যে বিহিতঃ প্রোক্তপ্রত্যয়স্তদধ্যেতৃতদ্বেদিতৃবিষয় এব ভবতি। শাট্যায়নী ভাগুরী ঐতরেয়ী……।" সুতরাং গোয়ীচন্দ্রের মতে শাট্যায়নাদির ন্যায় ভাগুরি একজন সুপ্রাচীন ঋষি। প্রক্রিয়াপ্রসাদে বিট্‌ঠল স্বামীও ভাগুরিকে ঋষি বলিয়াছেন—(প্রক্রিয়া কৌ০ ৩১৭ পৃ০ ১ম খণ্ড, বোম্বাই সং)। আবার জৈমিনিগৃহ্যসূত্রের তর্পণপ্রকরণে যে ১৩ জন ঋষির উদ্দেশে তর্পণ করিবার বিধান আছে তাঁহাদের মধ্যে ভাগুরি অন্যতম। তথায় স্মৃত হইয়াছে—"রাণায়নিঃ সাত্যমুগ্রি দুর্ব্বাসা অথ ভাগুরিঃ……" ইত্যাদি। প্রমাণটী চরণব্যূহের টীকায় মহিদাস কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিপ্রণীত গোভিলগৃহ্যকর্ম্মপ্রকাশের নিত্যাহ্নিক প্রয়োগেও রাণায়নি সাত্যমুগ্রি ব্যাস ভাগুরি প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ কেহ ভাগুরিকে মার্কণ্ডেয়মুনির সামসময়িক বলিয়া মনে করেন। ইহা অসঙ্গত নহে। কারণ সপ্তশতীর—

"মেধাশ্চ কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চান্মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ॥

তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি।
অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ষড়্‌বিধিকা মতাঃ ॥"

এই ষট্‌সংবাদ দ্বারা তাঁহাদের মতবাদ সমর্থিত হইয়া থাকে। আবার বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে যে, ভাগুরিমুনি স্বায়ম্ভুবমনুর বংশধর প্রিয়ব্রতের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ পাইয়া স্তবমিত্রকে প্রদান করেন। স্তবমিত্র মার্কণ্ডেয়ের প্রায় সামসময়িক।

ভাগুরি মুনি ত্রিকাণ্ডনামক কোষ করিয়াছেন। ইহা ভাগুরিপ্রণীত কি না তাহা লইয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ "শিবশমরিষ্টস্য করে" (৪।৪।১৪৩) সূত্রীয় ভাষাবৃত্তিতে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় পুরুষোত্তমদেব লিখিয়াছেন—"অমী শব্দাশ্ছান্দসা অপি ক্বচিদ্ ভাষায়াং প্রযুজ্যন্তে ইতি ত্রিকাণ্ডে ভাগুরিনিবন্ধনাৎ।" ইহার ব্যাখ্যায় সৃষ্টিধর আচার্য্য বলিয়াছেন—"ত্রিকাণ্ডে কোষবিশেষে ভাগুরেরেবাচার্য্যস্য যদেষাং নিবন্ধনং তস্মাচ্চ" (ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি)।

ভাগুরির ত্রিকাণ্ড আমরা দেখি নাই, তবে অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উহার নামাদি পাওয়া যায়, যেমন—

(১) ওষধিবিশেষার্থে বর্ষাভূশব্দ লইয়া মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তথা ভাগুরিরপি, যথাহ চ—

'ভার্য্যা ভেকস্য বর্ষাভ্বী শৃঙ্গী স্যান্ মদ্‌গুরস্য তু।
শিলী গণ্ডূপদস্যাপি কচ্ছপস্য ডুলিঃ স্মৃতা ॥' ইতি। (৩০ পৃ০)।

(২) ১৩ খৃষ্টশতাব্দীয় কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতিদত্ত লিখিয়াছেন—'ধুরন্ধরস্তু ভাগুরিমতে ধুরাশব্দেন ধারেঃ খে হ্রস্বোঽপি ইষ্যতে' (সন্ধি ১৪২)।

(৩) সংক্ষিপ্তসারের তদ্ধিতপাদে "ভীরোরিত্যেকে" (১০৬) সূত্রীয় রসবতীতে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ জুমরনন্দী লিখিয়াছেন—"ভাবিনী কামিনী ভীরুঃ সুন্দরী দয়িতা প্রিয়েতি ত্রিকাণ্ডম্।"

(৪) নানার্থার্ণবসংক্ষেপে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় কেশবস্বামী এবং ঐ সময়ে অভিধানচিন্তামণিতে হেমচন্দ্রসূরি ভাগুরির বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

(৫) ১১৫৯ খৃষ্টাব্দীয় টীকাসর্ব্বস্বে সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"ত্রিকাণ্ডোৎপলিন্যাদীনি নামমাত্রতন্ত্রাণি"। উৎপলিনী ব্যাড়িমুনির রচিত কোষগ্রন্থ।

(৬) অমরকোষোদ্ঘাটনে ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন—"এতচ্চ ত্রপ সং শরমিতি ভাগুরিপাঠে সরমিতি বুদ্ধ্বা মালাকৃদ্ ভ্রান্তঃ। কেচিন্নষ্টৈষু নাশিতা ইত্যয়মপি মালাপাঠেন বিপ্রলব্ধঃ।"

(৭) ১১১১ খৃষ্টাব্দীয় বিশ্বপ্রকাশে মহেশ্বর লিখিয়াছেন—

"ভোগীন্দ্রকাত্যায়নসাহসাঙ্কবাচস্পতিব্যাড়িপুরঃসরাণাম্।
স বিশ্বরূপামরমঙ্গলানাং শুভাঙ্কবোপালিতভাগুরীণাম্॥"

(৮) অনেকার্থকোশে ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় মংখ লিখিয়াছেন—

"ভাগুরিকাত্যহলায়ুধহুগ্গামরসিংহশাশ্বতাদিকৃতান্।
কোশান্ নিরীক্ষ্য নিপুণং ধন্বন্তরিনির্ম্মিতং নিঘণ্টুং চ॥"

(৯) ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় অভিধানরত্নমালায় হলায়ুধ লিখিয়াছেন—

"ইয়মমরদত্তবররুচিভাগুরিবোপালিতাদিশাস্ত্রেভ্যঃ।
অভিধানরত্নমালা কবিকণ্ঠবিভূষণার্থমুদ্ধ্রিয়তে॥"

(১০) ৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির ভাগুরির মতবাদ উদ্ধার করিয়াছেন।

Catalogus Catalogorum গ্রন্থে Aufrecht সাহেব ভাগুরিকে Lexicographer (আভিধানিক) এবং Grammarian (বৈয়াকরণিক) বলিয়াছেন (C. C. ZDMG 28, 113...)। তিনি যে আভিধানিক ছিলেন তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনরাশি হইতে উপপন্ন হইতেছে। Aufrecht সাহেবের ন্যায় আমরাও তাঁহাকে বৈয়াকরণিক বলি। ইহা প্রাচীনদের উক্তি হইতেও উপপন্ন হইয়া থাকে। কারণ—

(১) ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয়ে লিখিত আছে—

"ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে র্ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্ম্মণোঽকর্ম্মিকা ক্রিয়া॥"

এবং মুগ্ধবোধের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার রামতর্কবাগীশ ইহাকে ভাগুরির শ্লোক বলিয়াছেন (২৮২ সূত্রীয় প্রমোদজননী, কারক প্র০)। শ্লোকটী ব্যাকরণ-প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়া থাকিবে।

(২) ভাগুরিমুনি গন্ধাদির ন্যায় শৌক্ল্যাদিশব্দেরও কেবল গুণবৃত্তিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত উহাদের সমাস বিধান করেন। শুনা যায়, তিনি বলিয়াছিলেন—

"যথা গন্ধাদয়ঃ শব্দা গুণমাত্রব্যবস্থিতাঃ।
তথা শৌক্ল্যাদয়স্তেন পটশৌক্ল্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

ভাগুরির এই মতবাদ লইয়া কাতন্ত্রপঞ্জিকায় ত্রিলোচন দাস পাণিনির নিয়ম প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"পূরণগুণসুহিতার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন (২।২।১১) ইতি প্রতিষেধো নাদ্রিয়তে। যদপি বলাকায়াঃ শৌক্ল্যং কাকস্য কার্ষ্ণ্যমিতি গুণেনোদাহৃতং তদপ্যনুচিতম্। ইহ বলাকাশৌক্ল্যমিত্যপি ভবত্যেব।" (চ ২৬৬)।

(৩) অষ্টাধ্যায়ীস্থ বৈদিকপ্রকরণে সূত্রিত হইয়াছে—"সগর্ভসযূথসনুতাদ্ যন্" (৪।৪।১১৪), "অগ্রাদ্ যৎ" (৪।৪।১১৬), "ঘচ্ছৌ চ" (৪।৪।১১৭), "সমুদ্রাভ্রাদ্ ঘঃ" (৪।৪।১১৮), "দূতস্য ভাগকর্ম্মণী" (৪।৪।১২০), "মত্বর্থে মাসতন্বোঃ" (৪।৪।১২৮), "মধোঞ্ চ" (৪।৪।১২৯), "নক্ষত্রাদ্ ঘঃ" (৪।৪।১৪১), এবং "শিবশমরিষ্টস্য করে" (৪।৪।১৪৩)। পাণিনিমতে ভাষায় এ সকল সূত্রনিষ্পন্ন শব্দের প্রয়োগ অনুমোদিত নহে। তথাপি পাণিনিসম্প্রদায়ের প্রভাবৃত্তিতে লিখিত আছে—"এভি র্নবভিঃ সূত্রৈ র্নিষ্পন্নাশ্ছান্দসা অপি শব্দাঃ সর্ব্বথা ভাষায়াং সাধবো ভবন্তি...ত্রিকাণ্ডে ভাগুরিনিবন্ধাৎ।" কেহ কেহ অবশ্য ত্রিকাণ্ডের প্রামাণ্য স্থগিত রাখিবার জন্য বলেন—"অব্যুৎপন্নসংজ্ঞাশব্দত্বাৎ", কিন্তু ইহা চিন্তনীয়। কারণ ইহাতে ভাষায় স্রোত্যাদিশব্দের প্রসক্তি দুর্নিবার হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় শব্দশাস্ত্রে ভাগুরিবচনের প্রামাণ্যাতিশয় কোনও প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। যাহাই হউক, ভাগুরির কোনও ব্যাকরণই কি এ সকল কথার আলোচনাস্থল নহে?

ভাগুরীয় গ্রন্থে গ্রন্থকার 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি...' ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীকে চতুর্থীর বাধক বলিয়াছিলেন এবং সেই জন্য মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

"হন্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তুমর্থে তু সপ্তমীম্।
চতুর্থীবাধিকামাহুশ্চূর্ণিভাগুরিবাগ্‌ভটাঃ॥"

মহাভাষ্যদীপিকা এখন দুর্ল্লভ হইলেও ইহা যে ভর্তৃহরির উক্তি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ জগদীশতর্কালঙ্কারের শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় শ্লোকটী ভর্তৃহরির বলিয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে (কারক প্রং, ২৪৩ পৃং)। এক সময়ে

ব্যাকরণের উপর ভাগুরির কোনও গ্রন্থ এবং তৎসংক্রান্ত একটী সম্প্রদায় না থাকিলে ভর্তৃহরি কেন এরূপ বলিবেন?

ভাগুরির ব্যাকরণ তদীয় কোষের ন্যায় 'ত্রিকাণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল কি না তাহা এখন বলা কঠিন। তবে যে নামই হউক না কেন, সাধারণ ভাবে উহাকে ভাগুরীয় ব্যাকরণ বলা অসঙ্গত নহে। মনে হয়, উহাতে "অবাপ্যোরল্লুব্বা" এইরূপ কোনও সূত্র অবশ্যই ছিল। সেই জন্য পাণিনিসম্প্রদায়ের উক্তি আছে—

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপং চাপি হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা॥"

এই প্রমাণ দেখিয়া সংক্ষিপ্তসারে ক্রমদীশ্বর সূত্র করিয়াছেন—"অপেরল্লুগ্ধাদৌ বা" (তিঙ্ ৬০৯)। ইহাতে গোয়ীচন্দ্র বলিয়াছেন—"অবস্যাপ্যল্লুক্ কচিদিতি বক্তব্যম্।" শ্লোকে 'হল্'শব্দ শুনিয়া মনে হয়, ভাগুরির ব্যাকরণে সম্ভবতঃ শিবসূত্র অভ্যুপগত হইয়াছিল। কৌমারসম্প্রদায়ে শ্লোকটীর সামান্য পাঠান্তর আছে। শেষচরণটী লইয়া তাঁহারা বলেন—'ক্ষুধাবাচানিশাগিরা'। জৌমরসম্প্রদায়ের মতে শেষ চরণটী 'ক্ষুধা বাচা দিশা গিরা' (সংক্ষিপ্তসার কৃদন্তপাদ ৩৬৫ সূত্রের বৃত্তি ও টীকা)। অপরাপর সম্প্রদায়ে দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্যরূপ পাঠান্তরও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন সুপদ্মব্যাকরণের বিভক্তিপ্রকরণীয় পঞ্চাশ সূত্রের বৃত্তিতে আছে—'ততোঽবর্তংসবহিতপিধানপিহিতাদিকম্'। কলাপকবিরাজে সুষেণ বিদ্যাভূষণ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ভাগুরিরাচার্য্যোঽবাপ্যোরকারলোপং বষ্টি ইচ্ছতি ন ত্বন্যঃ। তন্মতে অনুবসিতেতি। কুলচন্দ্রস্যাপি মতমেতৎ, ইত্যুভয়প্রাধান্যাদ্ বিকল্পঃ সিদ্ধঃ। হলন্তানাং ব্যঞ্জনান্তানাং টাপং চ স্ত্রিয়ামাকারং চ বষ্টি ইত্যন্বয়ঃ। তদেব বিবৃণোতি ক্ষুধেত্যাদীতি শ্লোকার্থঃ।" (চ ২২৯)।

'পিনদ্ধ' এবং 'পিধান' এই দুইটী শব্দ মহাভারতের বহুস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'পিহিতি' শব্দ তাণ্ড্যব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃতভাষার অনুকরণে ভাগুরিমুনি 'অব' এবং 'অপি'র অল্লোপ করিয়াছেন—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। সংক্ষিপ্তসারের তিঙন্তপাদে 'হলিজ্ভ্যামীয়ায়োরাদেঃ' সূত্রের টীকায় ভাগুরির আর একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"ইচ্ছতি ভাগুরিরন্তমকারং প্রাবৃড়্ৰুশিক্ শরদাং দরদশ্চ।" (৫২৯)।

মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য···বর্ত্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য" (৭।৩।৪৫)। এখানে কিন্তু 'ভাগুরী'শব্দদ্বারা সম্ভবতঃ ভাগুরিরভগিনী লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ প্রদীপোদ্দ্যোতে নাগেশ বলিয়াছেন—"বর্ত্তিকা ভাগুরী ইত্যত্রাপি 'বর্ত্তিকা' ইত্যস্য 'ব্যাখ্যাত্রী' ইত্যর্থঃ"। এরূপ হইলে দক্ষপুত্র দাক্ষি এবং দক্ষকন্যা দাক্ষী এই জাতীয় নাম দেখিয়া বলা যায়—"ভগুরস্যাপত্যং পুমান্ ভাগুরিঃ, ভগুরস্যাপত্যং স্ত্রী ভাগুরী"। ভাগুরি মুনির সহিত 'লোকায়ত'নামক নাস্তিক্যদর্শনের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কারণ তিনি উহার ব্যাখ্যাতা হইলে জৈমিনিমুনি কি তাঁহাকে তর্পণের জল দিবার বিধান করিতেন? আর নাস্তিক হইয়া কেহ কখনও মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করেন না। বৃহদ্দেবতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—

> "পরাশ্চতস্রো যত্রেতি ইন্দ্রোলুখলয়োঃ স্তুতিঃ।
> মন্যেতে যাস্ককাথক্যাবিন্দ্রস্যেতি তু ভাগুরিঃ॥"

কেবল বেদমন্ত্রে নহে, পুরাণেও তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা উপপন্ন হইয়া থাকে। কারণ সপ্তশতীর ষট্সংবাদে আমরা শুনিয়াছি—"সা কথা কথিতা পশ্চাদ্ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ"।

পৌরাণিকদের মতে ভাগুরির সম্পূর্ণ নাম—ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি। যাস্কের নিরুক্তে ক্রৌষ্টুকি নামও পাওয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—"তৎ কো দ্রবিণোদাঃ? ইন্দ্র ইতি ক্রৌষ্টুকিঃ" (৮।১)। চণ্ডীর ষট্সংবাদে 'ভাগুরি' নাম লইয়া ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন, ক্রৌষ্টুকি ভাগুরির নামান্তর। নাগেশের প্রয়োগবিধিতেও লিখিত আছে—"মার্কণ্ডেয়েন ক্রৌষ্টুকিং ভাগুরিং প্রতি উক্তং স্তোত্রং জৈমিনিং প্রতি পক্ষিরূপৈ মুনিপুত্রৈরুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে···।" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ভাগুরির পিতা ভগুর ক্রৌষ্টুক নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'ভগুর' নাম কোথাও পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ক্রৌষ্টুক নামের সুপ্রচার হেতু তাঁহার এ নামটী উল্লিখিত হয় নাই। ভাগুরি এবং ভাগুরী এই দুইটী শব্দ দেখিয়াই আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তবে যদি কেহ 'ভগুর' স্থলে 'ভাগুর' বলেন তাহা হইলেও আমাদের আপত্তি নাই।

কর্ম্মন্দিবিবরণ বা কার্ম্মন্দবিবরণ

ব্যাচকার তদা সর্ব্বং কর্ম্মন্দশ্চ মহাকবিঃ।

সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে যে, অবৈয়াকরণিক শিষ্যগণের জন্য ব্যক্তাবধূত ক্রান্তদর্শী ভগবান্ কর্ম্মন্দ স্বীয় ভিক্ষুসূত্রের পূর্ব্ববৃত্তরূপে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় কতকগুলি সূত্র করিয়াছিলেন। ভিন্নবিষয়ক হইলেও এ সকল সূত্র প্রস্তাবনার ন্যায় তখন ভিক্ষুসূত্রের অংশ বলিয়াই ধরা হইত। ইহা যে কেবল জনশ্রুতি তাহা বলা যায় না, কারণ কবীন্দ্রাচার্য্যসূচীপত্রের ব্যাকরণপ্রস্তাবে আমরা 'কর্ম্মন্দিবিবরণ' নামে একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ কবীন্দ্রা-চার্য্য সন্ন্যাসী বলিয়া গ্রন্থখানি তৎকর্তৃক অধিগত হইয়াছিল। যাঁহারা কর্ম্মন্দ-প্রোক্ত ব্যাকরণসম্বন্ধীয় সূত্রগুলিকে ভিক্ষুসূত্র হইতে স্বতন্ত্র ভাবেন তাঁহাদের মতে ইহার নাম কার্ম্মন্দবিবরণ। কিন্তু এ বিষয়ে কর্ম্মন্দের অভিপ্রায় যে কি ছিল তাহা এখন নিরূপণ করা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন, প্রথমে কর্ম্মন্দকেই সরস্বতী দেবী এই সূত্রগুলি প্রদান করেন এবং অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের পূর্ব্বে পরিব্রাজক নরেন্দ্রাচার্য্য কর্তৃক এই সকল সূত্র এবং তদুপরি স্বরচিত বৃত্তিবার্ত্তিকাদি সারস্বতব্যাকরণ বলিয়া লোক-সমাজে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ কেবল সন্ন্যাসীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে, কারণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে এখনও অনেক বিদ্যা আছে যাহা গৃহস্থপণ্ডিতগণের নিকট স্বপ্নাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অষ্টাধ্যায়ীর "কর্ম্মন্দকৃশশ্বাদিনিঃ" (৪।৩।১১১) সূত্র হইতে জানা যায় যে, মস্করী কর্ম্মন্দ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মন্দের ভিক্ষুসূত্র ব্যাসপ্রণীত ভিক্ষুসূত্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ ব্যাসপ্রণীত ভিক্ষুসূত্রের পর আর কোনও ভিক্ষুসূত্র প্রণীত হয় নাই। যাহাই হউক, আমরা এখন কর্ম্মন্দের কোনও গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণ

কাশকৃৎস্নেন যৎ প্রোক্তং তৎ কাশকৃৎস্নকং শুভম্।

'কাশকৃৎস্ন'নামে একখানি ব্যাকরণ ছিল। উহার প্রণেতা কাশকৃৎস্ন কি কাশকৃৎস্নি তাহা লইয়া সন্দেহ আসা অস্বাভাবিক নহে। কারণ শব্দটী দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে—কাশকৃৎস্নেন প্রোক্তং কাশকৃৎস্নম্ বা কাশকৃৎস্নিনা প্রোক্তং কাশকৃৎস্নম্। কিন্তু কবিকল্পদ্রুমের প্রারম্ভে বোপদেব গোস্বামী কাশকৃৎস্নকেই আদিশাব্দিক বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

আর কাশকৃৎস্নি মীমাংসক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কাতীয়সূত্রে যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র কাত্যায়ন এবং ৪।১।১৪ সূত্রীয় মহাভাষ্যে পতঞ্জলি তাঁহাকে মীমাংসক বলিয়াছেন। এই সকল কারণ বশতঃ আমরা কাশকৃৎস্নকেই 'কাশকৃৎস্ন'ব্যাকরণের প্রবক্তা বলিয়া মনে করি।

অষ্টাধ্যায়ীতে কাশকৃৎস্নের নাম না থাকিলেও তিনি পাণিনির পরবর্ত্তী নহেন। কারণ "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (৪।৩।১১০) সূত্রে পাণিনি বেদব্যাসের ও বেদান্তসূত্রের নাম করিয়াছেন, আর বেদান্তের "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" (১।৪।২২) সূত্রে বেদব্যাস কাশকৃৎস্নের নাম করিয়াছেন। শেষোক্ত সূত্রের শ্রীভাষ্যে রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"পরমাত্মন এব জীবেঽস্তরাত্মতয়াঽবস্থিতে জীবাত্মশব্দস্য পরমাত্মনি পর্য্যবসানমিতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্।" পারাশর্য্যই যে ব্যাসদেব তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্যাসদেবই পারাশর্য্য নামে আম্নাত হইয়াছেন (১।৯।৩৫)। 'গর্গাদিভ্যো যঞ্' (৪।১।১০৫) সূত্রের কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—'ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ। অন্তরাপত্যবিবক্ষায়াং তু……পারাশর ইতি।' বালমনোরমায় বাসুদেব দীক্ষিত লিখিয়াছেন—"পারাশর্য্যো ব্যাসঃ" (৪।৩।১১০)। পারাশর্য্যের ভিক্ষুসূত্রই যে বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্র তাহাতেও সন্দেহ নাই। ভামতীর প্রারম্ভে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মসূত্রকৃতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে।
জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমো ভগবতো হরেঃ ॥"

বালমনোরমায় বাসুদেব দীক্ষিতও বলিয়াছেন—"ভিক্ষবঃ সন্ন্যাসিনঃ। তদধিকারিকং সূত্রং ভিক্ষুসূত্রং ব্যাসপ্রণীতং প্রসিদ্ধম্।" (৪।৩।১১০ সি. কৌ. ১৪৯০)। কোনও কোন গ্রন্থে বেদান্তসূত্র বাদরায়ণসূত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাদরায়ণ বেদব্যাসেরই নামান্তর। মৎস্যপুরাণে পরাশরপুত্র দ্বৈপায়নই উভয়নামে স্মৃত হইয়াছেন (১৪।১৬)। ইহা ব্যতীত প্রাত্নিকপ্রবর অভয়কুমার গুহমহোদয় ব্যাসদেবকেই বাদরায়ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। Hindu Classical Dictionary নামক অভিধানে Dowson মহোদয়ও ইহা সমর্থন করেন। পাণিনি যদি ব্যাসদেবের নাম করেন এবং ব্যাসদেব যদি কাশকৃৎস্নের নাম করেন তাহা হইলে কাশকৃৎস্ন অবশ্যই পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। "শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে" (৫।১।২১) সূত্রের প্রদীপে কৈয়টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"আপিশলকাশকৃৎস্নয়োস্তুগ্রন্থ ইতি বচনাদপ্যত্র প্রতিষেধাভাবো নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতব ইতি মুনিত্রয়মতেনাদ্যত্বে সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ।" প্রৌঢ়মনোরমার যঙ্লুক্প্রকরণে ভট্টোজি বলিয়াছেন—"কিং বহুনা, কাশকৃৎস্নাদিমতানামপি মুনিত্রয়বিরোধ ইদানীমগ্রহণমেব। দৃশ্যন্তে হি নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো যথা কলৌ পারাশরী স্মৃতিরিতি। এতচ্চ 'শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে' (৫।১।২১ সি.কৌ.) ইতিসূত্রে কৈয়টহরদত্তাদিগ্রন্থে স্পষ্টম্, মুনিত্রয়মধ্যেঽপি যথোত্তরপ্রামাণ্যমাশ্রিত্য ভাষ্যানুরোধেনৈব ব্যবস্থেতি তত্ত্বম্। এতচ্চ ভর্ত্তৃহরিকৈয়টহরদত্তাদিসকলসম্মতম্।" বেঙ্কটাচল লিখিয়াছেন—'শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে' (৫।১।২১) ইতিসূত্রে শাকল্যকাশকৃৎস্নব্যাকরণান্তরস্থং 'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে' ইতি সূত্রমুপন্যস্য তন্মতে শত্যঃ শতিকো বা গোসঙ্ঘ ইতি সাধুঃ। পাণিনিমতে তু শতকো গোসঙ্ঘ ইত্যেব সাধুরিতি ব্যাকরণয়ো র্বিরোধমুপন্যস্য 'নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো ব্যবস্থাহেতবঃ' 'কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ' ইতিবদ্ 'মুনিত্রয়মতেনাদ্যত্বে সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ' ইত্যুক্তম্।" কবিবর মাঘের "ব্যথাং দ্বয়েষামপি মেদিনীভৃতাম্" [১২।১৩] প্রয়োগ লইয়া ভট্টোজিও ঐরূপে বলিয়াছেন—"যত্তু কশ্চিদাহ চান্দ্রবর্ম্মণব্যাকরণে দ্বয়শব্দস্যাপি সর্ব্বনামতাভ্যুপগমাৎ তদ্রীত্যায়ং প্রয়োগ ইতি, তদপি ন। মুনিত্রয়মতেনেদানীং সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ। তস্যৈবেদানীন্তনশিষ্টৈ র্বেদাঙ্গতয়া পরিগৃহীতত্বাৎ। দৃশ্যতে হি নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো যথা কলৌ পারাশরী স্মৃতিঃ।" এ

সকল কথার নিষ্কর্ষ এই যে, কাশকৃৎস্ন-আপিশল-শাকল্য-চাক্রবর্ম্মণব্যাকরণসমূহের সময় অতীত হওয়ায় পাণিনীয় ব্যাকরণের বলবত্তা বুঝিতে হইবে এবং পাণিনীয় ব্যাকরণের মধ্যেও যথোত্তরপ্রামাণ্যন্যায়বশতঃ পাণিনি অপেক্ষা কাত্যায়নের এবং কাত্যায়ন অপেক্ষা পতঞ্জলির বাক্য অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকে। অতএব কৈয়টাদি আচার্য্যগণের মতে আপিশলি-শাকল্য-চাক্রবর্ম্মণের ন্যায় কাশকৃৎস্নও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী।

অষ্টাধ্যায়ীতে কাশকৃৎস্নের নাম না থাকিলেও পাণিনির নিকট তাঁহার ব্যাকরণ অবিদিত ছিল না বলিয়া অনুমান করা যায়। কাশকৃৎস্নে সূত্রিত হইয়াছিল—"প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ" এবং খুব সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে "দ্বিগুসংজ্ঞা"। কিন্তু পাণিনিমুনি সূত্র করিয়াছেন—"তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ" (২।১।৫১) এবং "সঙ্খ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুঃ" (২।১।৫২)। ঐ দুইটী কাশকৃৎস্নীয়সূত্র স্মরণপূর্ব্বক বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"দ্বিগুসংজ্ঞা প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেদিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ।" ইহাতে প্রদীপকার কৈয়টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"কাশকৃৎস্নস্য 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োরি'তিসূত্রং তাবদ্ বিচারয়তি, পাণিনীয়ং তু পশ্চাদ্ বিচারয়িষ্যতি।" কিরূপে কাশকৃৎস্নীয়সূত্রদ্বয়ে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"দ্বিগুসংজ্ঞানিমিত্তে প্রত্যয়োত্তরপদে, প্রত্যয়োত্তরপদনিমিত্তা চ দ্বিগুসংজ্ঞা। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি, ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে।" অভিপ্রায় এই যে, কাশকৃৎস্নের সূত্রব্যবস্থায় দ্বিগুনিমিত্ত প্রাতিপদিকের উত্তর প্রত্যয় ভাবনা করিতে হয় এবং প্রত্যয় পরে থাকায় দ্বিগুসংজ্ঞা বুঝিতে হয়, সুতরাং ইতরেতরাশ্রয় দোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। এই দোষ বিচারপূর্ব্বক নিবারণ করিবার নিমিত্ত পাণিনিমুনি 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ'স্থলে 'অর্থ'-শব্দান্বিত 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' এই সূত্র প্রণয়ন করিবার পর 'ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ' ন্যায়ানুসারে দ্বিগুসংজ্ঞার বিধান করিয়াছেন। সেইজন্য ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"এবং তর্হি 'অর্থে' ইতি বক্ষ্যামি। 'অর্থে চেৎ তদ্ধিতানুৎপত্তি র্বহুব্রীহিবৎ'। অর্থে চেৎ তদ্ধিতোৎপত্তি র্ন প্রাপ্নোতি। দ্বৈমাতুরঃ।......... 'প্রত্যয়োত্তরপদয়ো দ্বিগুসংজ্ঞা ভবতী'তি বক্তব্যম্। ননু চোক্তম্—'দ্বিগুসংজ্ঞা প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেদিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিরি'তি। নৈষ দোষঃ। ইতরেতরাশ্রয়মাত্রমেতচ্চোদিতম্। সর্ব্বাণি চেতরেতরাশ্রয়াণ্যেকত্বেন পরিহৃতানি—

'সিদ্ধং তু নিত্যশব্দত্বাদি'তি। নেদং তুল্যমন্যৈরিতরেতরাশ্রয়ৈঃ। ন হি সংজ্ঞা নিত্যা। এবং তর্হি ভাবিনী সংজ্ঞা বিজ্ঞাস্যতে। তদ্‌যথা—কশ্চিৎ কঞ্চিৎ তন্তুবায়মাহ—'অস্য সূত্রস্য শাটকং বয়ে'তি। স পশ্যতি—'যদি শাটকঃ, ন বাতব্যঃ। অথ বাতব্যঃ, ন শাটকঃ। শাটকো বাতব্যশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধং ভবতি। ভাবিনী খল্বস্য সংজ্ঞাঽভিপ্রেতা। 'স' মন্যে—'বাতব্যো যস্মিন্নুতে শাটক ইত্যেতদ্ ভবতী'তি।" পাণিনি যে অবস্থায় যেরূপ চিন্তাধারা লইয়া সূত্র করিয়াছেন ভাষ্যে তাহাই দর্শিত হইয়াছে।

পাণিনির সূত্রব্যবস্থা দেখিলে কাশকৃৎস্নীয় সূত্রে কখনই ইতরেতরাশ্রয়-দোষ হইত না। বরং চ আচার্য্যদের কথায় সূচিত হয় যে, কাশকৃৎস্নীয় সূত্রের ইতরেতরাশ্রয় দোষ দেখিয়াই পাণিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক উহা নিবারণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কাশকৃৎস্নের 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ' সূত্রটী এস্থলে প্রত্যাখ্যাত হইলেও প্রসঙ্গান্তরে পাণিনি ঐরূপ শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক সূত্র করিয়াছেন—"প্রত্যয়োত্তর-পদয়োশ্চ" (৭২৯৮)। আর পাণিনীয় গণপাঠেও কাশকৃৎস্নের নাম আছে। সুতরাং কাশকৃৎস্নের পাণিনিপূর্ব্বত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

'কাশকৃৎস্ন'নামে কোনও ব্যাকরণ আমরা দেখি নাই। পতঞ্জলি দেখিলেও দেখিতে পারেন, কিন্তু ভর্ত্তৃহরি দেখিয়াছেন কিনা তাহা বলা কঠিন। কারণ একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"তদর্হম্' (পা০ ৫।১।১১৭) ইতি নারব্ধং সূত্রং ব্যাকরণান্তরে' এবং উহার হেলারাজীয় ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—"ব্যাকরণান্তরে কাশকৃৎস্নে চাপিশলে"। কীল্‌হর্ণ্ সাহেবের মতে জয়াদিত্য বা বামন উহা দেখেন নাই। সেইজন্য তিনি কাশিকায় নামতঃ চান্দ্রের অনুল্লেখহেতু জয়াদিত্য-বামনকে কটাক্ষপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"Why Chāndra is passed over in Kāsikā on Pānini 4. 2. 65 and 5. 1. 58. The authors of Kāsikā had occasion to speak of the three Adhyayas of Kāsakṛitsna's Sutra, of the eight of Pānini, ten of Vyāghrapād, they surely could not have helped thinking of the Sutra of Chāndra which contains six Adhyayas. Averse though I am to conjecture, I would venture to ask : Was Chāndra Vyākarana good enough to be copied from, but too modern a work to be honourably mentioned together with the Sutras of sages

like Kāsakṛitsna and others, of which Jayāditya and Vāmana knew very little more than we do." (The Indian Antiquary, Vol. V., pp. 183-4). ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় ক্ষীরতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—"কাশকৃৎস্না অস্যা নিষ্ঠায়ামনিট্‌ত্বমাহুঃ" (২।৬০)। ইহা দেখিয়া মনে হইতে পারে—ক্ষীরস্বামী 'কাশকৃৎস্ন' ব্যাকরণ না দেখিয়া কি ঐরূপ লিখিয়াছেন? আমরা বলি—১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীতে ঐ গ্রন্থ দেখা সম্ভবপর নহে, তবে ভারদ্বাজ-সম্প্রদায়ে বা সৌনাগসম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা শ্রবণহেতু তিনি ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন, যেমন মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—'নিষ্ঠায়ামিদং নেচ্ছন্তি কাশকৃৎস্না ইতি স্বামিকাশ্যপৌ' (২।৫৯)। এখানে স্বামী অর্থাৎ ক্ষীরস্বামী এবং কাশ্যপ অর্থাৎ 'বালাববোধন'ব্যাকরণপ্রণেতা বৌদ্ধ কাশ্যপ। ইহারা উভয়ই ১১-১২ খৃষ্ট শতাব্দীর লোক, সুতরাং এ কাশ্যপ মহর্ষি কাশ্যপ নহেন।

কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"ত্রয়োঽধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য সূত্রস্য ত্রিকং কাশকৃৎস্নম্" (৫।১।৫৮) এবং "ত্রিকাঃ কাশকৃৎস্নাঃ" (৪।২।৬৫)। অমোঘবৃত্তিতে জৈন শাকটায়নও ঐরূপ বলিয়াছেন। এই সকল উক্তি হইতে উপপন্ন হয় যে, 'কাশকৃৎস্ন'নামক ব্যাকরণে তিনটী অধ্যায় ছিল এবং যাঁহারা ঐ ব্যাকরণের পঠনপাঠন করিতেন তাঁহাদিগকেও 'কাশকৃৎস্ন' বলা হইত। আমরা এখন কাশকৃৎস্নের দুই চারিটী বিপ্রকীর্ণ সূত্র পাইয়াছি মাত্র, যেমন—'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে', 'দ্বিগুসংজ্ঞা' 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ' ইত্যাদি। এতদ্‌ব্যতীত আর কিছু অধিক বলা সম্ভবপর নহে। কাশকৃৎস্ন বোধ হয় কাশকৃৎস্নির পিতা, কিন্তু এখনও ইহা চরম সিদ্ধান্ত নহে।

সেনকীয় ব্যাকরণ

সেনকেনাথ বৈ গ্রন্থঃ প্রণীতস্তদনন্তরম্।

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"গিরেশ্চ সেনকস্য" (৫।৪।১১২)। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থে ইহার নামাদি পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, সেনকের গ্রন্থ বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে। পাণিনি সেনকের ব্যাকরণ দেখিয়াছেন কি গুরুপরম্পরা তাঁহার মতবাদ পাইয়াছেন তাহাও এখন বলা সম্ভবপর নহে।

কাশ্যপি ব্যাকরণ

শিষ্যাণাং হিতকামেন কশ্যপেনাথ কাশ্যপি।

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য" (১।২।২৫) এবং "নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্" (৮।৪।৬৭)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ব্যাকরণের উপর কাশ্যপের কোনও না কোন গ্রন্থ একসময়ে অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। মহর্ষি পাণিনির নিকট যিনি প্রমাণপুরুষ তাঁহাকেও মহর্ষি বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। "কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ" (৪।৩।১০৩) এই পাণিনীয় সূত্র হইতে উপপন্ন হয় যে, কাশ্যপপ্রোক্ত কল্পসূত্র বা ব্যাকরণ 'কাশ্যপি' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার কোনও গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না।

বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্যে মহর্ষি কাত্যায়ন কাশ্যপীয়মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় স্মৃত হইয়াছে—'লোপং কাশ্যপশাকটায়নৌ' (৪।৫) অর্থাৎ কাশ্যপ ও শাকটায়নের মতে রেফ অথবা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে মকার বা নকারের লোপ হয় ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর সানুনাসিক হয়। ঐ প্রাতিশাখ্যেরই "অথ পদ-গোত্রাণি" (৮।২৪) সূত্রের পর স্মৃত হইয়াছে—

"ভরদ্বাজকমাখ্যাতং ভার্গবং নাম ভাষ্যতে।
বাসিষ্ঠ উপসর্গস্তু নিপাতঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥" (৮।৫০)।

ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, পুরন্দরশিষ্য মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশেষ ভাবে আখ্যাতের, মহর্ষি ভৃগু বিশেষভাবে নামের, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশেষ ভাবে উপসর্গের, এবং মহর্ষি কাশ্যপ বিশেষভাবে নিপাতের আলোচনা করিয়া ছিলেন।

ক্রুণো লীবিশ্ মুদ্রিত ক্ষীরতরঙ্গিণীতে এবং মাধবীয়ধাতুবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কাশ্যপের নামে নানাবিধ সূত্র ও বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। মহর্ষি কাশ্যপের সহিত এ কাশ্যপের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইনি সিংহলের একজন ১১-১২ খৃষ্টশতাব্দীয় বৌদ্ধপণ্ডিত। ইহার 'বালাববোধন' নামক ব্যাকরণ একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে চান্দ্রব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার প্রচারে সিংহল হইতে চান্দ্রের তিরোভাব হয়, এখন কিন্তু সেখানেও ইহার পঠনপাঠন বিরল হইয়াছে।

স্ফোটায়ন ব্যাকরণ

স্ফোটায়নেন যোগাত্তু তথা স্ফোটায়নং মতম্।

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" (৬।১।১২৩)। কেবল এই সূত্রেই স্ফোটায়নীয় মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। "তপরস্তৎকালস্য" (১।১।৭০) সূত্রীয় ভাষ্যে পতঞ্জলি সম্ভবতঃ স্ফোটায়নের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।
অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তৎস্বভাবতঃ॥"

যাহাই হউক, স্ফোটায়নের যে একখানি ব্যাকরণ ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

হৈরণ্যগর্ভে 'স্ফোট'শব্দ নামতঃ উল্লিখিত না হইলেও উহাতে স্ফোটের বীজ নিহিত আছে। স্ফোট অর্থাৎ শব্দের অর্থপ্রকাশক স্বয়ংপ্রভ শক্তি-বিশেষ। স্ফোটবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—"স্ফুটত্যভিব্যক্তীভবত্যস্মাদিতি স্ফোটঃ। স্ফোটত্বমর্থপ্রকাশত্বম্। প্রকাশশ্চ জ্ঞানম্। তথা চার্থনিষ্ঠবিষয়তাপ্রযোজক-শক্তিমত্বং পর্য্যবস্যতি।" মহাভাষ্যাদির তাৎপর্য্যানুসারে মনিয়ার্ উইলিয়ম্স্ (Monier Williams) মহোদয় স্ফোটসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The eternal and imperceptible element of sound or words and the real vehicle of idea which bursts or flashes on the mind when a sound is uttered." কক্ষীবৎপর্ব্বতে ঔশিজ নামে কোনও বিদ্বদ্‌যোগী বৈয়াকরণ স্বকীয় ব্যাকরণে শব্দের ঐ অর্থপ্রকাশক স্বয়ংপ্রভ শক্তিবিশেষের সম্যক্ প্রপঞ্চ করিয়া তাহাকে 'স্ফোট' নামে অভিহিত করেন এবং এই নূতন নামের জন্য লোকেও তিনি স্ফোটায়ন বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু কত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বলা কঠিন। মনে হয়, ইনি ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী। কারণ মহাভারতে শব্দের ঐ শক্তিবিশেষার্থে 'স্ফোট'শব্দের নামতঃ প্রয়োগ দেখা যায় না এবং ব্যাসভাষ্যে স্ফোটের তাৎপর্য্য নিহিত থাকিলেও নামতঃ উহার উল্লেখ নাই। অতএব পাণিনির পূর্ব্বে এবং ব্যাসদেবের পরে স্ফোটায়নের স্থিতিকাল অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আমাদের এ কথায় অনেকেই উপহাস করিবেন। কারণ তাঁহাদের মতে ব্যাসভাষ্য বেদব্যাস প্রণীত নহে এবং উহা মহাভাষ্যের পরবর্ত্তী। এই মতবাদের অনুকূলে তাঁহারা যাহা যাহা বলেন এবং তদুত্তরে আমাদের যাহা যাহা বক্তব্য আছে তৎসমুদায় পূর্ব্বোত্তরপক্ষরূপে উপস্থাপিত হইতেছে—

(১) পূর্ব্বপক্ষ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে মহাভাষ্যের তুলনায় ব্যাস-ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং যে রচনা মহাভাষ্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা কখনও ব্যাসদেবের লেখনীপ্রসূত হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তপক্ষ। যোগবার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু বেদব্যাসকেই যোগভাষ্যের প্রণেতা বলিয়াছেন। তথায় লিখিত আছে—

"সর্ব্ববেদার্থসারোঽত্র বেদব্যাসেন ভাষিতঃ।
যোগভাষ্যমিষেণাতো মুমুক্ষূণামিদং গতিঃ॥" (১ম সূত্রীয়বার্ত্তিক)।

বিজ্ঞানভিক্ষুর পূর্ব্বে বাচস্পতিও ঐরূপ বলিয়াছেন। যোগসূত্রের উপর তাঁহার 'তত্ত্ববৈশারদী' টীকারম্ভে লিখিত আছে—

"নত্বা পতঞ্জলিমৃষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে।
সংক্ষিপ্তস্পষ্টবহ্বর্থা ভাষ্যে ব্যাখ্যা বিধীয়তে॥"

অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর ন্যায় বা বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় প্রমাণপুরুষগণ যদি যোগ-ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি দেখিয়াও নিঃসঙ্কোচে উহাকে বেদব্যাসপ্রণীত বলেন, তাহা হইলে ডাক্তার মহোদয়ের উক্তি কি অনধিকারচর্চ্চা নহে?

(২) পূর্ব্বপক্ষ। ব্যাসভাষ্যে বার্ষগণ্যের নাম আছে (৩।৫৩)। 'America'-ভূখণ্ডস্থিত হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হটন্ উড্স্ (Haughton Woods) মহোদয় তাঁহার Yoga System of Patanjali নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া-ছেন—"There is little reason to doubt that বার্ষগণ্য was an older contemporary of বসুবন্ধু।" অর্থাৎ বার্ষগণ্য যে বসুবন্ধুর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সামসময়িক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। Oxford Collegeএর জাপানদেশীয় অধ্যাপক টকাকুসুমহোদয় বসুবন্ধুকে ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য হটন্ সাহেব বলেন, ব্যাসভাষ্য ৫ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তপক্ষ। ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় সিদ্ধসেনগণি উমাস্বাতিপ্রণীত তত্ত্বার্থাধি-গমসূত্রভাষ্যের টীকায় প্রসঙ্গোপাত্ত 'সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ' (বিভূতিপাদ ২২) ইত্যাদি যোগসূত্র ব্যাখ্যা করিবার কালে ব্যাসভাষ্য হইতে "যথার্দ্রং বস্ত্রং

বিতানিতং ভূয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমম্, যথা চ তদেব সংপিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেদেবং নিরুপক্রমম্..."ইত্যাদি বাক্যরাশি উদ্ধার করিয়াছেন। ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীতে ব্যাসভাষ্য যদি উদ্ধৃত হয় এবং ব্যাসভাষ্যে যদি বার্ষগণ্য পূর্ব্বাচার্য্যরূপে উল্লিখিত হন, তাহা হইলে বার্ষগণ্য কিরূপে ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বসুবন্ধুর সামসময়িক হইতে পারেন?

সাংখ্যকারিকার 'যুক্তিদীপিকা'*নাম্নী ব্যাখ্যায় বসুবন্ধুর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্যকে সমর্থন করিবার জন্য কপিল-কণাদ-বসিষ্ঠ-হারীত-বৃষগণাদি পূর্ব্বাচার্য্যের ন্যায় বার্ষগণ্যেরও মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাও একখানি আধুনিক গ্রন্থ নহে।

---

* যুক্তিদীপিকা দর্শনটীকাকৃদ্-বাচস্পতিমিশ্রপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু ইহার ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারিচক্রবর্ত্তিসাংখ্যব্যাকরণতীর্থ এম, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—"Statement of the colophon at the end of the Poona Mss. which ascribes the work to Vāchaspati Miśra is far from convincing." আমরাও ইহা সমর্থন করি, কারণ স্থানে স্থানে যুক্তিদীপিকার সহিত বাচস্পতিমিশ্রপ্রণীত তত্ত্বকৌমুদীর মতভেদ পাওয়া যায় এবং ঐ দুইখানি গ্রন্থে কখনও কখন মূল শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ গৃহীত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে—যুক্তিদীপিকা কোন্ সময়ের গ্রন্থ এবং উহার যথার্থ প্রণেতা কে?

শেষ প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাওয়া যায় না। পুলিনবাবু কর্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থের অবতরণিকায় পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—"I think that the work (যুক্তিদীপিকা) can not be much later than Vasubandhu and Dignāga......There is not a single quotation from Uddyotakara's famous work......Not even a single quotation can be traced to Bhartṛhari's Vākyapadiya..." ইত্যাদি। ইহা অনবেক্ষণ মাত্র। কারণ যুক্তিদীপিকার ৮ পৃষ্ঠায় ও ৩৮ পৃষ্ঠায় 'আহ চ' বলিয়া কখনও অবিকলভাবে এবং কখনও ঈষৎ পাঠান্তর-সহকারে ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়স্থ দ্বিতীয়কাণ্ড হইতে—

'পৃথঙ্নিবিষ্টতত্ত্বানাং পৃথগর্থানুপাতিনাম্।
ইন্দ্রিয়াণাং যথা কার্য্যমৃতে দেহান্ন লভ্যতে॥' (৪২৬)

ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব যুক্তিদীপিকা ৭ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী।

প্রাচ্চিকগণ বলেন, বর্ত্তমান সাংখ্যপ্রবচনসূত্র প্রাচীন ষড়ধ্যায়ীসূত্রের প্রপঞ্চ এবং ১০ খৃষ্টশতাব্দীতে ধারাধিপতি ভোজ শেষোক্ত গ্রন্থের নাম করিয়াছেন (ভৌমিক, সং সাং ই

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে "উরণ্ রপরঃ" (১।১।৫০) সূত্রীয় মহাভাষ্যে ৩-২ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় পতঞ্জলি বার্ষগণ্যের নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— "কর্ত্তা হর্ত্তা বার্ষগণ্যঃ"। ইহার ছায়ায় লিখিত আছে—"বার্ষেতি। বৃষগণস্যাপত্যম্। গর্গাদিত্বাদ্ যঞ্।"

---

২৮১ পৃ০)। ইহার উপর 'রাজবার্ত্তিক' নামে একখানি সাংখ্যবার্ত্তিক ভোজকর্তৃক প্রণীত হয়। ন্যায়সূচীনিবন্ধাদিপ্রণেতা বাচস্পতিমিশ্র ভোজের নাম করিয়াছেন এবং নামগ্রহণপূর্ব্বক রাজবার্ত্তিকের অনেক শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন। ১০ খৃষ্টশতাব্দীয় ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বাচস্পতিমিশ্রের নাম করিয়াছেন। ৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতির ন্যায়সূচীনিবন্ধ প্রণীত হয়। অতএব রাজবার্ত্তিকপ্রণেতা-ভোজ ধারাধিপতি-ভোজ নহেন, কারণ বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। এতদ্ব্যতীত সাংখ্যের উপর ধারাধিপতি কোনও বৃত্তি বা বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন নাই। ইহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতীত হইয়া থাকে।

৮৪০ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঞ্চালান্তর্গত কান্যকুব্জে পরিহারবংশীয় রামভদ্রতনয় রণরঙ্গমল্ল আদিবরাহ মিহিরভোজ নামে একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন। ইনি বহু রাজ্য জয় করিয়া কান্যকুব্জের গৌরববৃদ্ধি করেন। Vincent Smith মহোদয় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "Rambhadra's son Mihir usually known by his title Bhoja enjoyed a long reign (circa 840—890) and beyond question was a very powerful monarch whose dominions may be called an empire without exaggeration……" (E. H. I., p. 379-80, 3rd ed.). আমাদের মতে এই ভোজই তত্ত্বসমাসের উপর এবং প্রাচীন ষড়ধ্যায়ীসাংখ্যসূত্রের উপর দুইখানি বার্ত্তিকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে ষড়ধ্যায়ী-সূত্রীয় বার্ত্তিকখানি 'রাজবার্ত্তিক' বলিয়া অভিহিত হয়। রাজবার্ত্তিক এখন পাওয়া যায় না, তবে উহা যে ভোজপ্রণীত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাত্নিকপ্রবর কীথ্ (Keith) সাহেবও লিখিয়াছেন—" Vāchaspati Mis'ra cites a Rājavārtic of Ranarangamalla or Bhoja" (H. S. L., p 489). এ ভোজ অবশ্য কান্যকুব্জাধিপতি, কিন্তু ধারাধিপতি নহেন। কারণ তাঁহারই মতে ধারাধিপতি ভোজ ১১ খৃষ্টশতাব্দীয় (H. S. L., p. XIV) এবং বাচস্পতিমিশ্র ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় (H. S. L., p. 474) ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থে রাজবার্ত্তিক হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সেই সকল শ্লোক যুক্তিদীপিকার গ্রন্থকারের স্বপ্রণীত বলিয়া উপপন্ন হয়। সুতরাং যিনি রাজবার্ত্তিক করিয়াছেন তাঁহাকেই যুক্তিদীপিকার প্রণেতা বলা অসঙ্গত নহে। এই জন্য আপাততঃ আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ৯ খৃষ্টশতাব্দীয় রণরঙ্গমল্ল মিহির ভোজই যুক্তিদীপিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

মনে হয়, বাচস্পতিমিশ্র "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (২।১।৩৩) সূত্রের ভামতীতে অনায়াসে কার্য্যসম্পাদনের লৌকিক উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন—"ন চাস্তাপি ন দৃশ্যতে

পতঞ্জলির পূর্ব্বে পাণিনীয়গণপাঠের নড়াদিগণে লিখিত আছে—'অগ্নিশর্ম্মন্ বৃষগণে'। অভিনবশাকটায়নের "শরদ্বচ্ছুনকরণাগ্নিশর্ম্মকৃষ্ণদর্ভাদ্ ভৃগুবৎসবসিষ্ঠবৃষগণব্রাহ্মণাগ্রায়ণে" (২।৪।৭৬) এই সূত্র দেখিয়া পাণিনীয় গণপাঠে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে—এরূপ বলা সমীচীন নহে, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে 'নড়াদিভ্যঃ ফক্' (৪।১।৯৯) সূত্রের কাশিকায় নড়াদিগণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশীনাথবাপু

লীলামাত্রবিনির্ম্মিতানি মহাপ্রসাদপ্রমোদবনানি শ্রীমন্নৃগনরেন্দ্রাণামন্যেষাং মনসাঽপি দুষ্করাণি নরেশ্বরাণাম্" এবং ভামতীর শেষেও লিখিয়াছেন—

"নৃপান্তরাণাং মনসাঽপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।
কার্ত্তস্বরাসারসুপূরিতার্থসার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ॥
নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্নৃগেঽকারি ময়া নিবন্ধঃ॥"

কল্পতরুকার অমলানন্দ লিখিয়াছেন—"কার্ত্তস্বরং সুবর্ণং তস্যাসারোঽনবরতবর্ষণং তেন সুপূরিতোঽর্থঃ কাঙ্ক্ষিতো যস্য সার্থস্য জনসমূহস্য স তথেত্যেকো বহুব্রীহিঃ। তথাবিধঃ সার্থো যস্য প্রকৃতত্বেন বর্ত্ততে স নৃগস্তথেত্যপরঃ। নৃগ ইতি রাজ্ঞ আখ্যা।"

'নৃগ' সম্ভবতঃ মিহিরভোজেরই নামান্তর। কেন তিনি এ নাম প্রাপ্ত হন তাহা অনুসন্ধেয়। 'নৃ'শব্দের পর গম্‌ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়দ্বারা 'নৃগ'শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নৃগ অর্থাৎ নরের গম্যস্থান বা আশ্রয় অর্থাৎ শিব বা বিষ্ণু। পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" (মহিম্নঃস্তোত্র)। রাজা নৃগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, কারণ দানশৌণ্ডতাহেতু তিনি প্রজাপুঞ্জের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রই বলিয়াছেন—'কার্ত্তস্বরাসারসুপূরিতার্থসার্থঃ'। 'নৃগ'নামে প্রসিদ্ধ হইবার আরও একটী কারণ আছে। রাজা একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। বাচস্পতি বলিয়াছেন—'স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণঃ'। পৌরাণিকেরা সাংখ্যতত্ত্বপ্রকাশকৃৎ কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলেন। সাংখ্যে পাণ্ডিত্যাতিশয়হেতু রাজাও নিজেকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া মনে করিতেন। এখনও তাঁহার 'আদিবরাহ' উপাধি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ (Vincent Smith) সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে—"Bhoja liked to pose as an incarnation of Vishnu and therefore assumed the title of Adivarāha, the 'primaeval boar', one of the incarnations of the God. Base silver coins inscribed with the title are exceedingly common in Northern India and by their abundance attest the long duration and wide extension of Bhoja's rule. Unfortunately no Megasthenes or Bāna has left a record of the nature of his internal

পাঠক (K. B. Pathak) মহোদয়ের মতে (Indian Antiquary. Vol XLIII, 1914) দেবনন্দিকৃত জৈনেন্দ্রব্যাকরণের "শরদ্বচ্ছুনকদর্ভাগ্নিশর্মকৃষ্ণরণাৎ......" (৩৩।১৩৪) ইত্যাদি সূত্র দেখিয়া পাণিনীয় গণপাঠের ঐ অংশ কাশিকার পূর্ব্বে এবং দেবনন্দীর পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—ইহাও অনুমান করা উচিত নহে, কারণ জৈনেন্দ্রব্যাকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী চান্দ্রব্যাকরণের "নড়াদিভ্যঃ" (২।৪।৩৫) সূত্রীয় বৃত্তিতে

---

government." (E. H. I., pp. 379-380). অতএব বিষ্ণুর অংশ বলিয়া রাজার ব্যক্তিগত ধারণাহেতু সংস্তাবকদের মধ্যে তাঁহার 'নৃগ'নামে প্রসিদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। বাচস্পতিও রাজার স্তুতি করিতেন। সেইজন্য ভামতীতে দুইবার তাঁহার 'নৃগ'নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ইহাও নহে, বাচস্পতি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। সেইজন্য তাঁহার বৃত্তান্ত দ্বারা বেদান্তের 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' সূত্র উদাহৃত হইয়াছে। রাজাও বোধ হয় স্নেহবশতঃ বাচস্পতির বিশেষ হিতকারী ছিলেন। কল্পতরুতে অমলানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন— "আচার্য্যং যো-মহীপতি র্মহয়াঞ্চকার তস্য নাম নৃগ ইতি।" (২।১।৩৩)। অতএব দানবীর শাস্ত্রবিচক্ষণ মহনীয়কীর্ত্তি বর্ষীয়ান্ এবং উপকারক রাজার স্তুতি করা কিছুমাত্র অন্যায় নহে।

ন্যায়বার্ত্তিকের ভূমিকায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদদ্বিবেদিমহোদয় বলেন যে, চাহমানবংশে 'নৃগ' নামক একজন রাজা দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন এবং বাচস্পতি মিশ্র ভামতীর শেষে তাঁহারই উল্লেখ করিয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু ঐ বংশে 'নৃগ' নামে কোনও রাজার পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণও তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রজ্ঞানন্দসরস্বতী বলেন, ভামতীর 'নৃগ'শব্দ দ্বারা গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল লক্ষিত হইয়াছেন এবং বাচস্পতি মিশ্র তাঁহারই আশ্রয়ে ছিলেন। ইহাও সম্ভবপর নহে। কারণ অধুনাতন ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের মতে ধর্ম্মপাল ৭৮৫ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া ৮২০ খৃষ্টাব্দে তিরোভূত হন। বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করাচার্য্যের সামসময়িক হইতে পারেন না। কিন্তু মিহিরভোজের সময়ে তাঁহার স্থিতি ধরিলে তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী এবং জয়ন্ত ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকেন।

ন্যায়সূচীনিবন্ধের প্রণয়নকাল স্মরণ করিলে বাচস্পতিকে মিহিরভোজপুত্র মহেন্দ্রপালের সামসময়িক বলা অসম্ভব। আর তিনি মহেন্দ্রপালের নিকট থাকিলে রাজশেখরের গ্রন্থ হইতে কোনও না কোন সংবাদ আমরা অবশ্যই পাইতাম। ভামতীর সমাপ্তিশ্লোকে 'মহীপ'শব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা মহেন্দ্রপালের পৌত্র মহীপাল লক্ষিত হইতে পারেন না। কারণ মহীপাল ৯০৮ হইতে ৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তারপর তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। আর বাচস্পতির লেখায় রাজা নৃগ যে সকল গুণের আধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তৎসমুদায় মিহিরভোজ ব্যতীত মহেন্দ্রপালে বা মহীপালে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

চন্দ্রগোমী পাণিনিকে অনুসরণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"অগ্নিশর্ম্মন্ বৃষগণে"। আগ্নিশর্ম্মায়ণ বার্ষগণ্য বোধ হয় বৃষগণবীরের পৌত্র। বার্ষগণ্যের সহিত বৃষগণ-বীরের নাম ও মতবাদ যুক্তিদীপিকায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণিনি যখন প্রাতি-পদিকপাঠে বৃষগণের নাম করিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই বার্ষগণ্যকে জানিতেন।

পাণিনির পূর্ব্বে দ্বৈতবনবাসী সামাচার্য্য জৈমিনিমুনি তদীয় গৃহ্যসূত্রের তর্পণপ্রকরণে বার্ষগণ্যের নাম করিয়াছেন। তদনুসারে সামবেদের শাখাবিশেষে বার্ষগণ্যের উদ্দেশে এখনও তর্পণের জল দেওয়া হয়। সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিকৃত 'গোভিলগৃহ্যকর্ম্মপ্রকাশিকা' নামক গ্রন্থের নিত্যাহ্নিক প্রয়োগ দেখিলেই আমাদের উক্তি সমর্থিত হইবে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থিত ৩১৮ অধ্যায়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু বার্ষগণ্যের নাম করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"জৈগীষব্যস্যাসিতস্য দেবলস্য ময়া শ্রুতম্।
পরাশরস্য বিপ্রর্ষে র্বার্ষগণ্যস্য ধীমতঃ॥"

অধিক কি, কেহ কেহ বার্ষগণ্যকে মন্ত্রদ্রষ্টাও বলিয়া থাকেন। কারণ নাগী গায়ত্রীর উদাহরণে তাঁহার একটী মন্ত্র শ্রুত হয়—"যয়োরিদং বিশ্বমেজতি তা বিদ্বাংসা হবামহে বাম্। বীতং সোম্যং মধু॥" পিঙ্গলের ৩।১২ ছন্দঃসূত্রের টীকায় যাদবপ্রকাশ ইহাকে বার্ষগণ্যদৃষ্ট মন্ত্র বলিয়াছেন।

বার্ষগণ্য-বসুবন্ধুর সমকালীনত্ব লইয়া Haughton Woods মহোদয়ের কোনও সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যখন কোনও যুক্তি না দেখাইয়া কেবল স্বাভিমত ঘোষণা করিয়াছেন, তখন আমরাও তাঁহাকে বলিব—Mere assertion is no proof of the matter asserted অর্থাৎ একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ। সুতরাং বার্ষগণ্যকে লইয়া হটন্ সাহেবের ভ্রমসম্বন্ধে আমাদেরও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৩) পূর্ব্বপক্ষ। ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে—"যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশৈকা চৈকস্থানে" (৩।১৩)। এই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, ব্যাস-ভাষ্যকার দশমিকমানের নিয়ম জানিতেন এবং দশমিকমান ৬ খৃষ্টশতাব্দীয় বরাহমিহির কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ব্যাসভাষ্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তপক্ষ। 'দশমিকমান' শব্দ দ্বারা এ সম্প্রদায় কি বলিতে চাহেন—দশমিকসংখ্যা (decimal numericals) অথবা দশমিকভগ্নাংশ (decimal

fraction)? দশমিকসংখ্যা বেদেই ব্যবহৃত হইয়াছে (যজুর্ব্বেদ ১৭।২)। সুতরাং উহার সহিত বরাহমিহিরের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর দশমিক ভগ্নাংশ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত নহে। অভিপ্রেত হইলে তিনি বলিতেন —"যথৈকা রেখা শতস্থানে শততমাংশো (·০১) দশস্থানে দশতমাংশ (·১) একা চৈকস্থানে (১)"।

(৪) পূর্ব্বপক্ষ। মাঘের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় সংস্কারার্থক 'পরিকর্ম্ম'শব্দের প্রয়োগ ছিল না। শিশুপালবধের চতুর্থসর্গে লিখিত আছে—"মৈত্র্যাদিচিত্ত-পরিকর্ম্মবিদো বিধায় ক্লেশপ্রহাণমিহ লব্ধসবীজযোগাঃ।" (৫৫)। অনেকে বলেন, প্রথমে মাঘই সংস্কারার্থক 'পরিকর্ম্ম'শব্দের প্রয়োগ করেন এবং তারপর এই দেখিয়া সমাধিপাদস্থ "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাম্......" ইত্যাদি সূত্রের ব্যাসভাষ্যে ঐরূপ অর্থে 'পরিকর্ম্ম'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব এ সম্প্রদায়ের মতে ব্যাসভাষ্য ৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীয় মাঘের পরবর্ত্তী বা সামসময়িক।

সিদ্ধান্তপক্ষ। সনৎসুজাতীয়ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য রাগিগীতের উল্লেখ করিয়াছেন। রাগিগীতে লিখিত আছে—"প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম্ম তে"। মাঘের অনেক পূর্ব্বে ৫-৬ খৃষ্টশতাব্দীয় কোষকার অমরসিংহ লিখিয়াছেন— "পরিকর্ম্মাঙ্গসংস্কারঃ"। অমরসিংহের পূর্ব্বে কালিদাস বলিয়াছেন—"বিবুধৈরপি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ" (কুমারসম্ভব)। কালিদাসের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'পরিকর্ম্মি'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত মহাভারতে অঙ্গসংস্কারার্থে এবং চিত্তসংস্কারার্থে 'পরিকর্ম্ম'শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মাঘের নিকট যোগভাষ্যকার ঋণী নহেন।

(৫) পূর্ব্বপক্ষ। "তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্" (৫।২।৯৪) সূত্রীয় মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"অথাস্তিগ্রহণং কিমর্থম্? সত্তায়ামর্থে প্রত্যয়ো যথা স্যাৎ। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি।" কেহ কেহ বলেন, ইহা দেখিয়া ব্যাসভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ। বৃক্ষ ইত্যুক্তেঽস্তীতি গম্যতে। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি।" (৩।১৭)। সুতরাং এ সম্প্রদায়ের মতে ব্যাসভাষ্য মহাভাষ্যের পরবর্ত্তী।

সিদ্ধান্তপক্ষ। "ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি"—এই বাক্যটী উভয়ভাষ্যে যে ভঙ্গিমায় উপন্যস্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয়, উহা উভয় ভাষ্যকারের

ধ্যে কাহারও উক্তি নহে। আমাদের মতে উহা একটী চিরপ্রচলিত প্রাচীন আভাণকমাত্র। বচনটী কোন্ সম্প্রদায় হইতে উঠিয়াছে তাহা বলা সুকঠিন, তবে বাচস্পতি মিশ্রের মতে উহা বৈয়াকরণগোষ্ঠী হইতে উদ্গত হইয়াছে। এরূপ হইলেও মহাভাষ্যকার আভাণকটীর প্রথম প্রবক্তা নহেন, কারণ প্রাগুক্ত সূত্রে পাণিনিও তদনুসারে 'অস্তি'পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে উপপন্ন হয় য, পাণিনির পূর্ব্বেও বৈয়াকরণিকদের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল। সুতরাং ব্যাসদেবের সামসময়িক কোনও ব্যাকরণে ঐ আভাণকটীর সন্নিবেশ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গতি হয় না।

(৬) পূর্ব্বপক্ষ। বিভূতিপাদস্থ ৪৪সূত্রের ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে—"অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ।" কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা মহাভাষ্যকারই লক্ষিত হইয়াছেন, কারণ বাক্যটীর তাৎপর্য্য মহাভাষ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—'গুণসমুদায়ো দ্রব্যম্' (৪।১।৩)।

সিদ্ধান্তপক্ষ। সমূহ (collection) দ্বিবিধ—যুতসিদ্ধাবয়ব এবং অযুতসিদ্ধাবয়ব। যে সমূহের অবয়ব (parts) অপৃথগ্ভাবে অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থান করে তাহা অযুতসিদ্ধাবয়ব, যেমন—শরীর। ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে—"অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ"। ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিলে বলিতে হইবে—"According to Patanjali, substance is a collection, having for its basis the distinguishing features of its inseparable components" এবং বাচস্পতিও বলিয়াছেন—'যুতসিদ্ধাঃ পৃথক্সিদ্ধাঃ সান্তরালা অবয়বা যস্য স তথোক্তঃ, যূথং বনমিতি। সান্তরালা হি তদবয়বা···। অযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ সমূহো বৃক্ষো গৌঃ পরমাণুরিতি। নিরন্তরা হি তদবয়বাঃ।" আর মহাভাষ্যে লিখিত আছে—"গুণসমুদায়ো দ্রব্যম্" অর্থাৎ Substance is a collection of properties (such as 'form' i. e. 'object of sight' etc.). কৈয়টাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"গুণসমুদায় ইতি। রূপাদিসন্নিবেশমাত্রমিত্যর্থঃ।" আবার অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"গুণানামাশ্রয়ো দ্রব্যমিত্যর্থঃ" এ দুইটী ভাষ্যবাক্য একার্থক নহে। ব্যাসভাষ্যে সমুদায়গত বা সমূহগত পার্থক্যপ্রদর্শনই প্রধান উদ্দেশ্য, তবে উহার প্রসঙ্গে পতঞ্জলির উক্তি বলিয়া যাহা শ্রুত হয় তদ্দ্বারা অযুতসিদ্ধাবয়বের ভেদানুসারী দ্রব্যভূতসমূহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেইজন্য বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—"তদেতেষু সমূহেষু দ্রব্যভূতং সমূহং

নির্দ্ধারয়তি—অযুতসিদ্ধেতি।” আর মহাভাষ্যে—“কস্য তাবদ্ ভবানেতং গুণং ন্যায্যং মন্যতে স্ত্রীত্বং নাম ?”—এই প্রশ্ন করিয়া “দ্রব্যস্য” এই উত্তর আপাততঃ স্বীকারপূর্ব্বক দ্রব্যের স্বরূপনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত হইয়াছে—“যদি তাবদ্ গুণসমুদায়ো দ্রব্যং কা গতি র্য এতে ভাবাঃ কৃদভিহিতাস্তদ্ধিতাভিহিতাশ্চ চিকীর্ষা গোতেতি।” (৪।১।৩)। সুতরাং এস্থলে ‘গুণসমুদায়ো দ্রব্যম্’ ইহা চরম সিদ্ধান্ত নহে। চরম সিদ্ধান্তের জন্য পরে ৫।১।১১৯ সূত্রীয় ভাষ্যে “কিং পুন র্দ্রব্যং কে গুণাঃ ? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা গুণাস্ততোঽন্যদ্ দ্রব্যম্” বলিয়া তিনি দ্রব্য ও গুণের ভেদ দেখাইয়াছেন। কারণ বৈশেষিকগণ পদার্থ-বিভাগ-প্রসঙ্গে দ্রব্য এবং গুণকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া থাকেন। অতএব উভয় দৃষ্টির সম্পূর্ণ পার্থক্যহেতু ব্যাসভাষ্যের ধ্বনি মহাভাষ্যে আরোপ করা কখনই সঙ্গত নহে।

প্রাচীনযুগ নামে কোনও মুনির পতঞ্জলি বলিয়া এক পুত্র ছিলেন। তিনি সামবেদের শাখাপ্রবর্ত্তক কৌথুমমুনির শিষ্য। শুনা যায়, এই পতঞ্জলি একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্যাসভাষ্যকার খুব সম্ভবতঃ সেই সংহিতা হইতেই ঐ বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন।

চাক্রবর্ম্মণীয় ব্যাকরণ

অথো ব্যাকরণং জাতং যচ্চাক্রবর্ম্মণাহৃতম্।

অষ্টাধ্যায়ীর “ঈ৩ চাক্রবর্ম্মণস্য” (৬।১।১৩০) সূত্রে চাক্রবর্ম্মণের নাম পাওয়া যায়। কাতন্ত্রপরিশিষ্টের “ইতো বা” (সন্ধি ৪৩) সূত্রের বৃত্তিভাগে শ্রীপতিদত্ত ও চাক্রবর্ম্মণের নাম করিয়াছেন। শকটি-শাকটি-শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে সূত্রিত হয়—“কপশ্চাক্রবর্ম্মণস্য” (উণ্ ৩ঃ ১৪)। ইহার বৃত্তিতে উজ্জ্বলদত্ত বলিয়াছেন—“কপাতেরেব চাক্রবর্ম্মণস্যাচার্য্যস্য মতেন কপপ্রত্যয়ঃ সম্প্রসারণং চ। কুপাপ স এব। স্বরে তু বিশেষঃ।” উক্ত সূত্র হইতে উপপন্ন হয় যে, তিনি মহর্ষি শাকটায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। এই সকল সূত্র এবং বৃত্তি দেখিলে মনে হয় এক সময়ে ব্যাকরণের উপর চাক্রবর্ম্মণের কোনও না কোন গ্রন্থ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। “কপশ্চাক্রবর্ম্মণস্য” সূত্র হইতে বুঝা যায় যে, মহর্ষি শাকটায়নের পূর্বে চাক্রবর্ম্মণও প্রাতিপদিকমাত্রেরই ধাতুজত্ব কল্পনার পক্ষপাতী ছিলেন, না

ঔণাদিকসূত্রে তাঁহার নাম আসিবে কেন ? শুনা যায়, তাঁহার ব্যাকরণে দ্বয়শব্দের সর্ব্বনামতা সকল বিভক্তিতেই স্বীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য কবিবর মাঘ লিখিয়াছেন—ব্যথাং দ্বয়েষামপি মেদিনীভৃতাম্" (১২।১৩)। ইহাতে ভট্টোজি বলিয়াছেন—"যত্তু কশ্চিদাহ চাক্রবর্ম্মণব্যাকরণে দ্বয়শব্দস্যাপি সর্ব্বনামতাঽভ্যুপগমাৎ তদ্‌রীত্যাঽয়ং প্রয়োগ ইতি, তদপি ন। মুনিত্রয়মতেনেদানীং সাধ্বসাধুপ্রবিভাগঃ। তস্যৈবেদানীন্তনশিষ্টৈ র্বেদাঙ্গতয়া পরিগৃহীতত্বাৎ। দৃশ্যতে হি নিয়তকালাশ্চ স্মৃতয়ো যথা কলৌ পারাশরী স্মৃতিঃ।"

চাক্রবর্ম্মণ চক্রবর্ম্মার পুত্র। বায়ুপুরাণের মতে চক্রবর্ম্মা কশ্যপের এবং দনায়ুসের পৌত্র। হয় ত দানবদের সম্বন্ধহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে চাক্রবর্ম্মণের নাম দৃষ্ট নহে। কশ্যপ একজন সুপ্রাচীন মহর্ষি। চাক্রবর্ম্মণ তাঁহার প্রপৌত্র বলিয়া আমরা তাঁহাকেও অনেক প্রাচীন বলিয়াছি।

আপিশল ব্যাকরণ

আপিশলং ততো জ্ঞেয়ং যৎ পুরাপিশলিস্মৃতম্।

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"বা সুপ্যাপিশলেঃ" (৬।১।৯২)। ইহা হইতে উপপন্ন হয় যে, শব্দাধিকারে পাণিনির নিকটেও আপিশলিমুনি একজন প্রমাণপুরুষ বলিয়া গৃহীত হইতেন। শাব্দিকগণ বলেন—অপিশলস্যানন্তরাপত্যমাপিশলিঃ। ইঞ্ আদ্যচো বৃদ্ধিঃ।" অতএব অপিশলের পুত্র আপিশলি। তিনি সামতন্ত্রপ্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকদের মতে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের শ্বশুর ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয় এবং শিষ্য। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

> "কৃত্বা চাধ্যয়নং তেষাং শিষ্যাণাং শতমুত্তমম্।
> বিপ্রিয়ার্থং সশিষ্যস্য মাতুলস্য মহাত্মনঃ॥"
>
> (মহাভারত শান্তিপ° ৩২৩ অ°)।

তরুণ যাজ্ঞবল্ক্য বৃদ্ধ শাকল্যের সহিত ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হন (বৃহদারণ্যক উ°)। অতএব আপিশলিকে শাকল্য বৈশম্পায়নাদির সামসময়িক বলা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুমান করা প্রাত্নিকদের নিতান্ত মতবিরুদ্ধ নহে।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরিমহোদয় তদীয় 'Political History of Ancient India' নামক গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - "The Malloi : They occupied the valley of the Hydraotes (Rāvi) on both banks of the river. Their name represents the Sanskrit Mālava. Weber informs us that Apisali, one of the teachers cited by Pānini, speaks of the formation of the compound—'Kshaudraka-Mālavā'. Dr. Smith pointed out that the Mahābhārata coupled the tribes in question as forming part of the Kaurava host in the Kurkshetra war." ভারত-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং ঐ সময়ে কল্যব্দ আরব্ধ হয়। খৃষ্টাব্দের আরম্ভে ৩১০১ কল্যব্দ ছিল। মৎস্যপুরাণের মতে আপিশলিমুনি ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি এবং কোনও সময়ে পার্ব্বতীদেবীর পুণ্যকব্রতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সে যাহাই হউক।

আপিশলিপ্রোক্ত ব্যাকরণের নাম আপিশল (পা০ ৪।৩।১০১, ১১৫)। এই গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া কাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"আপিশলপাণিনীয়ে শাস্ত্রে" (৬।২।৩৬)। শ্রীতত্ত্বনিধির মতে নয়টি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণের মধ্যে 'আপিশল' ব্যাকরণ অন্যতম। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্॥"

অমোঘবৃত্তিতে অভিনব শাকটায়ন লিখিয়াছেন—"অষ্টকা আপিশলপাণিনীয়াঃ" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, পাণিনির ন্যায় আপিশলির ব্যাকরণও একখানি সূত্রাত্মক গ্রন্থ এবং উহা অষ্টক বা অষ্টাধ্যায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। "প্রোক্তাল্লুক্" (৪।২।৬৪) সূত্রের কাশিকাদি হইতে জানা যায় যে, যাঁহারা এই ব্যাকরণে পঠনপাঠন করিতেন তাঁহাদিগকেও 'আপিশল' বলা হইত।

আপিশল ব্যাকরণ বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে। তবে নানা গ্রন্থে উহার কোনও কোন সূত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—

(১) "তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুকাসু ছন্দসি"। কাশিকায় বামনাচার্য বলিয়াছেন—"আপিশলাস্তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুকাসু ছন্দসীতি পঠন্তি" (৭।৩।৯৪) এস্থলে ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"A rule of Apisali is given by the Kāsikā no 7. 3. 95" (S. S. G., p 9)।

(২) "শতাচ্চঠন্যতাবগ্রন্থে"। কৈয়টের প্রদীপে লিখিত আছে—"আপিশলকাশকৃৎস্নয়োস্তগ্রন্থ ইতি বচনাদপি অত্র প্রতিষেধাভাবঃ" (৫।১।২১)। বেঙ্কটাচল লিখিয়াছেন—"শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে' ইতি সূত্রে……ব্যাকরণান্তরস্থং 'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে' ইতি সূত্রমুপন্যস্য তন্মতে শত্যঃ শতিকো বা গোসঙ্ঘ ইতি সাধুঃ। পাণিনিমতে তু শতকো গোসঙ্ঘ ইত্যেব সাধুঃ……"।

(৩) "সময়াদীনাং কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বম্"। কাতন্ত্রের কারকপ্রকরণের 'দ্বিতীয়ৈনেন' (চ ২২৮) সূত্রের টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"আপিশলীয়ব্যাকরণে কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং দৃষ্টমিতি মতম্"। অভিপ্রায় এই যে, আপিশল ব্যাকরণে 'সময়া-নিকষা-হা-ধিগ্-অন্তরা-অন্তরেণ'শব্দসমূহ কর্ম্মপ্রবচনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল এবং তদনুসারে শর্ব্ববর্ম্মাও 'কর্ম্মপ্রবচনীয়ৈশ্চ' (২২৯) সূত্রে ঐ সকল শব্দ আপিশলির মতে কর্ম্মপ্রবচনীয়ের অন্তর্গত বলিয়াছেন।

(৪) "ধেনুরনঞিকমুৎপাদয়তি"। পদমঞ্জরীতে হরদত্ত মিশ্র লিখিয়াছেন—"ধেনুরনঞিকমুৎপাদয়তী'ত্যাপিশলেঃ সূত্রম্"। (পদমঞ্জরী ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃ০)। কাশিকায় লিখিত আছে—"জ্ঞাপকং স্যাৎ তদন্তত্বে তথা চাপিশলে বিধিঃ।…" (৪।২।৪৫) এবং আপিশলির বিধিটী কি তাহা বলিবার জন্য হরদত্তের গ্রন্থে ঐ সূত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৫) "মন্যকর্ম্মণ্যনাদর উপমানাদ্ বিভাষাঽপ্রাণিষু" বা "মন্যকর্ম্মণ্যনাদর উপমানে বিভাষাঽপ্রাণিষু"। সূত্রটীর প্রথম পাঠ শ্রীপতিসম্মত (কাতন্ত্রপরিশিষ্ট কারক প্র০ ৩৯ সূত্র), আর শেষোক্ত পাঠটী কৈয়টসম্মত (২।৩।১৭ সূত্রীয় প্রদীপ)। হরিনামামৃতব্যাকরণের কারকপ্রকরণে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মন্যকর্ম্মণ্যনাদর উপমানে বিভাষাঽপ্রাণিষু—ইত্যেবাপিশলসূত্রং চ। জয়াদিত্যাদয়স্তূপমানাদিতি চ নাদ্রিয়ন্তে প্রত্যুদাহরন্তি চ।" (১ম খণ্ড—৮৪২-৪৩ পৃ০)।

(৬) "ধাত্বন্তরযোগে বা"। সম্ভবতঃ ইহাও একটী আপিশলীয় সূত্র। কাতন্ত্রপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে—"আপিশলীয়মতে ধাত্বন্তরযোগে পাক্ষিকং কর্ম্মত্বং তদনুসারেণ সঙ্গতমিত্যদোষঃ।" (বিদ্যাসাগরীয় প্রদীপ, কারক—৭১৯ পৃ০ গুরুনাথ সং ১ম ভাগ)।

শুনা যায়, আপিশলে 'তদর্হম্' (৫।১।১১৭) এই পাণিনীয় সূত্রবৎ কোনও সূত্র ছিল না। ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—'তদর্হমিতি নারব্ধং সূত্রং ব্যাকরণান্তরে' এবং

হেলারাজ বলেন—'ব্যাকরণান্তর আপিশলে কাশকৃৎস্নে চ'। কিন্তু ভর্তৃহরি কোনও গ্রন্থ দেখিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন অথবা কিংবদন্তী শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না।

সম্প্রদায়নিষ্পত্তির জন্য কেবল সূত্রপাঠ নহে, ধাতুপাঠ প্রাতিপদিক পাঠ (গণপাঠ) এবং শিক্ষাশাস্ত্রও তৎকর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল শিক্ষাশাস্ত্রই এখনও বিদ্যমান আছে এবং উহা 'আপিশলীয়শিক্ষা' বলিয়া নানা স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের নামপ্রকরণস্থ ১৪৩ সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"আপিশলীয়মতং তু—

পাদস্ত্বর্থসমাপ্তির্বা জ্ঞেয়ো বৃত্তস্য বা পুনঃ।
মাত্রিকস্য চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে॥"

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ছন্দঃসম্বন্ধেও আপিশলি মুনি কোনও না কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আপিশলির ধাতুপাঠ পাওয়া যায় না, কিন্তু একসময়ে উহা যে ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। 'সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ' (১।৩।২২) সূত্রের ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"অস্তিং সকারমাতিষ্ঠতে"। ইহার উপর মহাভাষ্য-দীপিকায় ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—"ইহাস্তেঃ কেচিৎ সকারমাত্রমুপদিশ্য পিৎস্বড়াগমং বিদধতি" (মহাভাষ্য—২য় খণ্ড ভূমিকা কীল্হর্ন্)। ভর্তৃহরির বাক্য পরিস্ফুট করিবার জন্য কাশিকান্যাসে জিনেন্দ্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন—"সকারমাত্রমস্তিধাতুমাপিশলিরাচার্য্যঃ প্রতিজানীতে। তথা হি ন তস্য পাণিনেরিবাস ভুবীতি পাঠঃ। কিং তর্হি? স ভুবীতি। স ত্বেবাগমৌ গুণবৃদ্ধী আতিষ্ঠত ইতি। এবং হি স প্রতিজানীত ইত্যর্থঃ।" (১।৩।২২)। অমোঘবৃত্তিকার শাকটায়নও জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যায় বলিয়াছেন। নিরুক্তের ভাষ্যে ভর্তৃহরির প্রায় সামসময়িক স্কন্দস্বামী লিখিয়াছেন —"উষি-জিঘর্ত্তী ছান্দসৌ ধাতূ। ব্যাকরণস্য শাখান্তর আপিশলাদৌ স্মরণাৎ" এই সকল প্রাচীন উক্তি শুনিয়া আপিশলির ধাতুপাঠ অনুমিত হইতে পারে।

ধাতুপাঠের ন্যায় আপিশলির গণপাঠও পাওয়া যায় না। গণপাঠ অর্থা[ৎ] প্রাতিপদিকপাঠ। মহাভাষ্যের দীপিকায় ভর্তৃহরি বলেন যে, আপিশলি[র] সর্ব্বাদিগণীয় পাঠ বর্ত্তমান সর্ব্বাদিগণীয় পাঠ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহা অসম্ভ[ব] নহে। কারণ পাণিনির পূর্ব্বে সর্ব্বাদিগণের একটী স্বতন্ত্র পাঠ ভাষ্যাদি হই[তে] এখনও উপপন্ন হইয়া থাকে। পাণিনীয় সর্ব্বাদিগণের পাঠ এইরূপ—"স[র্ব্ব]

বিশ্ব…সিম। পূর্ব্বপরাবর…ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্। অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। ত্যদ্‌তদ্‌যদ্…কিম্। সর্ব্বাদিঃ।" মনে হয়, আপিশলীয় সর্ব্বাদিগণের পাঠ এইরূপ ছিল—"সর্ব্ব বিশ্ব……সিম ত্যদ্ তদ্ যদ্…… কিম্। পূর্ব্বপরাবর……ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্। অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। সর্ব্বাদিঃ।"

অষ্টাধ্যায়ীস্থ "পূর্ব্বপরাবর…" (১।১।৩৩) সূত্রীয় ভাষ্যে সূত্রপ্রয়োজনাধিকরণের প্রসঙ্গে তিনটী পক্ষ উপন্যস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পতঞ্জলি প্রথম ও দ্বিতীয়পক্ষ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চরমপক্ষটী গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

(১) "ইদং তর্হি প্রয়োজনং ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়ামিতি বক্ষ্যামীতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। এবং বিশিষ্টান্যেবৈতানি গণে পঠ্যন্তে।

(২) ইদং তর্হি প্রয়োজনং দ্ব্যাদিপর্য্যুদাসেন পর্য্যুদাসো মাভূদিতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তি র্জ্ঞাপয়তি নৈষাং দ্ব্যাদিপর্য্যুদাসেন পর্য্যুদাসো ভবতীতি। যদয়ং পূর্ব্বত্রাসিদ্ধমিতি নিপাতনং করোতি। বার্ত্তিককারশ্চ পঠতি জশ্‌ভাবাদিতি (৮।৩।১৩।২ বার্ত্তিক) চেদুত্তরত্রাভাবাদপবাদপ্রসঙ্গ ইতি।

(৩) ইদং তর্হি প্রয়োজনং জসি বিভাষাং বক্ষ্যামীতি।"

বর্ত্তমান সর্ব্বাদিগণের পাঠ মনে রাখিয়াই প্রথম পক্ষটী উপন্যস্ত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আচার্য্যপ্রবৃত্তি অনুমান করিয়া দ্বিতীয় পক্ষটী প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সর্ব্বাদিগণের পাঠ হইতে একটী স্বতন্ত্র পাঠ না ভাবিলে কেন তিনি এরূপ পক্ষ উদ্‌ভাবনপূর্ব্বক বলিলেন—"দ্ব্যাদিপর্য্যুদাসেন পর্য্যুদাসো মা ভূদিতি"। প্রদীপে কৈয়টাচার্য্য ইহার প্রপঞ্চাভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন "…ত্যদাদীনি পঠিত্বা গণে কৈশ্চিৎ পূর্ব্বাদীনি পঠিতানি। তত্রাঽদ্ব্যাদিভ্য ইতি তসিলাদীনাং প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। তত্র পুনঃ সর্ব্বনামসংজ্ঞা তসিলাদিবিধানার্থং বিধীয়তে। তেন দ্ব্যাদিপর্য্যুদাসো বাধ্যতে।" দ্ব্যাদিপর্য্যুদাস বাধিত হয় বটে, কিন্তু এ সকল কথায় সর্ব্বাদিগণের বর্ত্তমান পাঠ হইতে স্বতন্ত্র একটী পাঠ অস্বীকার করা যায় না। পাণিনির সময়েও আপিশলের প্রচলন ছিল বলিয়া পদমঞ্জরীতে হরদত্ত লিখিয়াছেন—"তত্র যে সাধবস্তে…কথং পুনরাচার্য্যেণ পাণিনিনাঽবগতমেতে সাধব ইতি? আপিশলেন পূর্ব্বব্যাকরণেন।" এই সকল কারণবশতঃ আমরা মনে করি, আপিশলির গণপাঠ লইয়াই এ সকল কথা উদ্‌ভাবিত হইয়াছে।

আপিশলির একটী প্রবল সম্প্রদায় ছিল। এখনও নানা গ্রন্থে ইঁহাদের নানাপ্রকার উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—

(১) কাতন্ত্রসন্ধির ৮ সূত্রীয় পঞ্জীতে ত্রিলোচন দাস লিখিয়াছেন—"তথা চাপিশলীয়াঃ পঠন্তি—

'সামীপ্যেঽথ ব্যবস্থায়াং প্রকারেঽবয়বে তথা।
চতুর্ষ্বর্থেষু মেধাবী আদিশব্দং তু লক্ষয়েৎ॥' ইতি।"

(২) কাতন্ত্রসন্ধির ২৪সূত্রীয় টীকায় দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"তথা চাপিশলীয়শ্লোকঃ—

'আগমোঽনুপঘাতেন বিকারশ্চোপমর্দ্দনাৎ।
আদেশস্তু প্রসঙ্গেন লোপঃ সর্ব্বাপকর্ষণাৎ॥'…।"

সুপদ্মস্থিত ৪৮ সূত্রীয় সুবন্তপ্রকরণের মকরন্দে বিষ্ণুমিশ্রও এই শ্লোকটী উদ্ধারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"ইত্যাপিশলীয়াঃ"। তবে আপিশলি স্বয়ং ইহা বলিয়াছিলেন কি না তাহাও অনুসন্ধেয়। আপাততঃ কিন্তু আমরা শ্লোকটীকে সাম্প্রদায়িক উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

(৩) নবীন কৌমারদের মতে

'গত্যর্থাদিষু কর্ম্মৈব নীখ্যাহ্ব্যাদিষু কর্ত্তৃতা।
শেষে কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ যথাসম্ভবমিষ্যতে॥'

ইহা আপিশলিসম্প্রদায়ের শ্লোক। কিন্তু শ্রীপতি, ত্রিলোচন এবং দুর্গসিংহাদি প্রাচীন কৌমারদের গ্রন্থে বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থে শ্লোকটী পাওয়া যায় না। আর ইহা যে আপিশলীয় সম্প্রদায়ের মতবাদ তাহাও অনুমান করা কঠিন। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—"গতিবুদ্ধি……স ণৌ" (১।৪।৫২) ও "হৃক্রোরন্যতরস্যাম্" (১।৪।৫৩), এবং প্রথম সূত্রের লঘুবৃত্তিতে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—"ততশ্চ গত্যর্থাদিব্যতিরিক্তানামণৌ কর্ত্তু র্ণাবুভয়ং ভবতি কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চেতি বদন্তঃ কেচিৎ পাচয়ত্যোদনং দেবদত্তং দেবদত্তেনেত্যাদ্যপি ভবতীত্যাহুঃ। এবং চ 'হৃক্রোর্ব্বে'তি প্রপঞ্চার্থং বেদিতব্যম্।" উক্ত শ্লোকটী পুরুষোত্তম জানেন না, তবে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য শ্লোকে উপলব্ধ হইয়া থাকে। তারপর কাতন্ত্রপরিশিষ্টে শ্রীপতি লিখিয়াছেন—"তদা হৃকৃঞোর্ব্বাবচনমকর্ম্মকাভ্যবহারার্থয়ো র্নিত্যং মাভূদিতি কথং প্রপঞ্চার্থমিতি লঘুবৃত্তিকৃতোক্তম্।" (কারক ১৮ সূ)। অভিপ্রায় এই যে, শেষোক্ত সূত্রটী

অনর্থক, প্রপঞ্চার্থক নহে। সেইজন্য ইহার ব্যাখ্যায় গোপীনাথ তর্কাচার্য্যই প্রথমে আপিশলীয় সম্প্রদায়ের নামোল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন—"তথা চাহুঃ—'গত্যর্থাদিষু কর্ম্মৈব……॥' অথৈবমাপিশলীয়দিশা বা হৃকৃঞোরিত্যনর্থকম্, তথা চ পুরুষোত্তমো বা বচনমনর্থকমিত্যাহ—তদেতি।……হীনমহিমত্বাৎ লঘুবৃত্তি ন'ল্লাক্ষরত্বাদিতি ভাবঃ।" শ্রীপতি তথাকথিত আপিশলীয় শ্লোকটী শুনেন নাই। অথবা ইহা যে আপিশলীয় মতবাদ তাহাও তিনি জানেন না। আপিশলি তাঁহার নিকট অপরিচিত—এ কথা বলা সঙ্গত নহে, কারণ প্রসঙ্গান্তরে তিনি নাম-গ্রহণপূর্ব্বক আপিশলির 'মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে……'ইত্যাদি সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন (কারক ৩৯)। সুতরাং শ্রীপতির কথায় গোপীনাথের প্রাত্নিক-দৃষ্টি কিরূপে খুলিল তাহা বলা কঠিন। যাহাই হউক, শ্রীপতির ও গোপীনাথের উক্তি শুনিয়া কৌমারদের মধ্যে পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগর কাতন্ত্রপ্রদীপে লিখিয়াছেন—"আপিশলীয়মতে হৃকৃঞো র্ব্বা বচনং প্রপঞ্চার্থমিতি পুরুষোত্তমঃ। অত্রাকর্ম্মকত্বেহ-ভ্যবহারার্থে ব সাফল্যমিতি শ্রীপতিপ্রলাপো নিরস্তঃ"। (কারক ২১৯)। ভট্টির কলাপদীপিকাতেও তিনি ইহাই লিখিয়াছেন।

অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় চান্দ্রেও সূত্রিত হইয়াছে—"গতিবোধাহারশব্দার্থানা-প্যানাং প্রযোজ্যে" (২।১।৪৪) এবং "হৃক্রোর্ব্বা" (২।১।৪৫)। আপিশলীয় শ্লোকটী বর্ণতঃ বা তাৎপর্য্যতঃ জানিলে চন্দ্রগোমী কি নীরব থাকিতেন? আমাদের মনে হয়, শ্রীপতির পর এবং গোপীনাথের পূর্ব্বে আপিশলীয় সম্প্রদায়ের নাম দিয়া শ্লোকটীর সৃষ্টি হইয়াছে। সম্ভবতঃ মণ্ডনাচার্য্যের দৌর্গটিপ্পনী এই শ্লোকটীর আকর। মণ্ডনাচার্য্য ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় ছিলেন। সুতরাং তিনি শ্রীপতির পরবর্ত্তী এবং গোপীনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ব্যাড়ীয় ব্যাকরণ

মুনিনা ব্যাড়িনা গ্রন্থঃ প্রণীতস্তদনন্তরম্।

ব্যাড়ি নামে দুইজন শাব্দিক মুনি ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বেদনিধি শৌনক ভার্গবের শিষ্য এবং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, আর একজন সম্ভবতঃ পাণিনির শিষ্য ও মাতুলপুত্র বা মাতুলপৌত্র দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। অষ্টাধ্যায়ীতে কিন্তু কাহারও নাম পাওয়া যায় না। নাম না থাকিলেও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী

নানা গ্রন্থ হইতে বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ির অস্তিত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি সংগ্রহকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এবং ভর্তৃহরির দীপিকাদিগ্রন্থে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

ব্যাড়ির বিকৃতবল্লীতে লিখিত আছে—

"শৈশিরীয়ে সমাম্নায়ে ব্যাড়িনৈব মহর্ষিণা।
জটাদ্যা বিকৃতীরষ্টৌ লক্ষ্যন্তে নাতিবিস্তরম্॥"

এস্থলে দেখা যায় যে, ব্যাড়ি একজন মহর্ষি ছিলেন। "শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি" (৪।৩।১০৬) সূত্রে পাণিনি শৌনকের নাম করিয়াছেন এবং শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে ব্যাড়ির নাম আছে। শুনকবংশের সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন (গৃহপতি বা কুলপতি) শৌনকও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার ঋক্প্রাতিশাখ্যে স্মৃত হইয়াছে—"উভে ব্যাড়িঃ সমস্বরে" (২।১৩), "পরেষাং ন্যাসমাচারং ব্যাড়িস্তৌ চেৎ স্বরৌ পরৌ" (৩।৮), "ব্যাড়েঃ সর্ব্বত্রাভিধানলোপঃ" (৬।২১) ইত্যাদি। "পরেষাং ন্যাসমাচারম্……" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যায় উবটাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অনার্ষাদিতিকরণাৎ পরেষামক্ষরাণাং ন্যাসমুদাত্তত্বমাচারং মন্যতে ব্যাড়িরাচার্য্যঃ"। এ সকল কথা হইতে শৌনকোক্ত ব্যাড়ির পাণিনিপূর্ব্বত্বই উপপন্ন হইয়া থাকে।

ব্যাকরণের উপর এই ব্যাড়ির কোনও না কোন গ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয়। শৌনকীয় ঋক্প্রাতিশাখ্যের—

"সমাপাদ্যং নাম বদন্তি ষত্বং তথা ণত্বং সামবশাংশ্চ সন্ধীন্।
উপাচারং লক্ষণতশ্চ সিদ্ধমাচার্য্যা ব্যাড়িশাকল্যগার্গ্যাঃ॥" (১৩।১২)।

এই শ্লোকও তাহার প্রমাণ। কারণ ইহার ব্যাকরণাধিকারে সুপ্রসিদ্ধ শাকল্যগার্গ্যের সহিত ব্যাড়ির নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যাড়ীয় ব্যাকরণে সম্ভবতঃ দুইটী ভাগ ছিল—বৈদিক এবং লৌকিক। প্রাগুদ্ধৃত বচনরাশিই বৈদিকভাগের প্রমাণ। পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"ইকাং যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োরিতি বক্তব্যম্" এবং সুপদ্মে পদ্মনাভও লিখিয়াছেন—"যণ্ভির্ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ" (সন্ধি ৪০)। গালবীয় ব্যাকরণের লৌকিক ভাগ হইতে পাণিনি অনেক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন (৬।৩।৬১, ৭।৩।৯, ৮।৪।৬৭)। 'ইকাং যণ্ভির্ব্যবধানম্' ইহাও একটী লৌকিকনিয়মসম্বন্ধীয় সূত্র। সুতরাং গালবীয় ব্যাকরণের ন্যায় ব্যাড়ীয় ব্যাকরণেও লৌকিক ভাগ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আমাদের অষ্টাধ্যায়ীতেও দুইটী ভাগ আছে—বৈদিক এবং লৌকিক। ব্যাড়ীয় বা গালবীয় ব্যাকরণও অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় ছিল বুঝিতে হইবে। তবে পার্থক্য এই যে, অষ্টাধ্যায়ীতে লৌকিক ভাগ প্রধানভাবে আচরিত হইয়াছে, আর গালবাদিতে সম্ভবতঃ বৈদিকভাগই প্রধানভাবে আচরিত হইয়াছিল। ষড়্গুরু-শিষ্য লিখিয়াছেন—

"আসীদ্ গৃহপতি র্যো বৈ নৈমিষারণ্যবাসিনাম্।
শতানীকায় রাজ্ঞে বৈ জনমেজয়সূনবে॥" ইত্যাদি।

শৌনক অর্থাৎ ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার কুলপতি বা গৃপিস্থিতি শৌনক। ইহার পিতামহ ইন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক ভার্গব। বেদবিত্তম বলিয়া শৌনক ভার্গবের উপাধি ছিল—'বেদনিধি'। ইনি বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ির গুরু। ব্যাড়ি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নত্বাদৌ শৌনকাচার্য্যং গুরুং বেদমহানিধিম্।
মুনীন্দ্রং সর্ব্ববেদজ্ঞং ব্রহ্মজ্ঞং লোকবিশ্রুতম্॥"

ষড়্গুরুশিষ্যের মতে ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনক জনমেজয়পুত্র শতানীকের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পিতামহ-শিষ্য ব্যাড়িকে আমরা জনমেজয়ের বা পরীক্ষিতের সামসময়িক বলিয়া মনে করি।

পাণিনির "স্বাগতাদীনাং চ" (৭।১।৪৯) সূত্রীয় স্বাগতাদিগণে 'ব্যড়' নাম পাওয়া যায়। ব্যড়ের অপত্য ব্যাড়ি। ইনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি। অত্রিগণে ব্যাড়িগোত্রের পাঠও আছে। গ্রন্থান্তর হইতে জানা যায় যে, আত্রেয় অর্চ্চনানস এবং শ্যাবাশ্ব—এই তিন জন ঐ গোত্রের প্রবর। ইঁহারা সকলেই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা, সুতরাং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব স্বাগতাদিগণোক্ত ব্যড়মুনির পুত্র ব্যাড়িও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি বেদনিধি শৌনকশিষ্য ব্যাড়ি হইলেও হইতে পারেন।

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ" (১।২।৬৪) সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"আকৃত্যভিধানাদ্বৈকং বিভক্তৌ বাজপ্যায়নঃ।" ইহাতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"আকৃত্যভিধানাদ্বৈকং শব্দং বিভক্তৌ বাজপ্যায়ন আচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে। একা—আকৃতিঃ, সা চাভিধীয়ত ইতি।" ঐ সূত্রের উপর কাত্যায়ন আরও বার্ত্তিক করিয়াছেন—"দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ।" ইহাতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্য্যো ন্যায্যং মন্যতে, দ্রব্যমভিধীয়ত ইতি।" অভিপ্রায় এই যে, প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদে শব্দ পাঁচ প্রকার—জাতি দ্রব্য লিঙ্গ

সংখ্যা ও কারক এবং তন্মধ্যে বাজপ্যায়ন জাতিপদার্থবাদী, আর ব্যাড়ি দ্রব্য-পদার্থবাদী। ব্যাড়ি-বাজপ্যায়নের মধ্যে এইরূপ মতভেদ ছিল। তারপর পাণিনিমুনি জাতি ও দ্রব্য উভয়পদার্থবাদী হন। সেইজন্য আভাণক শুনা যায়—

"ইহ জগতি সংসারে পদার্থো ভিদ্যতে দ্বয়ম্।
ক্বচিদ্ ব্যক্তিঃ ক্বচিজ্ জাতিঃ পাণিনেস্তূভয়ং মতম্॥"

ব্যক্তি অর্থাৎ দ্রব্য। পাণিনির পর কাত্যায়নমুনি জাতিদ্রব্যলিঙ্গপদার্থবাদী হন। কাত্যায়নের পর ব্যাঘ্রপাৎ চতুষ্টয়বাদী এবং ব্যাঘ্রপাদের পর পতঞ্জলি পঞ্চকবাদী হইয়াছিলেন। সেইজন্য বৈয়াকরণভূষণসারে কথিত হইয়াছে—

"একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকম্ তথা।
নামার্থা ইতি সর্ব্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ॥"

একপদার্থবাদী বাজপ্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের সামসময়িক, সুতরাং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। বাজপ্যায়ন হইতে পতঞ্জলি পর্য্যন্ত মুনিগণের মধ্যে দেখা যায় যে, নামার্থ লইয়া উত্তরোত্তরোক্ত মুনি পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত মুনি অপেক্ষা পরাচীন। বাজপ্যায়নের ন্যায় ব্যাড়িও একপদার্থবাদী। সুতরাং তাঁহাকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে। একপদার্থবাদী ব্যাড়ি বৈয়াকরণ বলিয়াই কাত্যায়ন তাঁহার নাম করিয়াছেন। এই সকল কারণবশতঃ আমরা শৌনকোক্ত ব্যাড়িকেই কাত্যায়নোক্ত ব্যাড়ি বলিয়া মনে করি।

ব্যাকরণাধিকারে 'সংগ্রহ'নামক একপ্রকার গ্রন্থ (Compilation work) চিরপ্রচলিত আছে। রামায়ণে স্মৃত হইয়াছে—"সসূত্রবৃত্ত্যর্থং পদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ" (উত্তরকাণ্ড ৪১।৫৫)। ইহার লক্ষণসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিতেন—"বহ্বর্থকবাক্যানামেকত্র সঙ্কলনং সংগ্রহঃ"। পতঞ্জলির সময়েও একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল। তিনি বলিয়াছেন—"সংগ্রহ এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্য্যো বা স্যাৎ" এবং "সংগ্রহে তাবৎ কার্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবাদ্ মন্যামহে নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি" (মহাভাষ্য—১ম খণ্ড ৬ পৃ০ কীলহর্ণ্)। ইহার প্রণেতা কে তাহাও মহাভাষ্য হইতে জানা যায়। কারণ "উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি" (২।৩।৬৬) সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ। শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিঃ।" অতএব পতঞ্জলিদৃষ্ট সংগ্রহগ্রন্থ যে দাক্ষায়ণের কৃতি তাহাতে সন্দেহ

নাই। কিন্তু দাক্ষায়ণ কে? মহামহোপাধ্যায় শিবদত্ত শর্ম্মার মতে দাক্ষায়ণ পাণিনির মাতুলপুত্র (মহাভাষ্য—১৫ পৃ০ নির্ণয়সাগর)। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ দাক্ষীপুত্র পাণিনি মুনি দক্ষের দৌহিত্র, আর দাক্ষিপুত্র দাক্ষায়ণ তাঁহার পৌত্র। কেহ কেহ দাক্ষায়ণকে পাণিনির শিষ্য বলেন। মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—"সংগ্রহোঽপ্যস্যৈব শাস্ত্রস্যৈকদেশঃ। তত্রৈকতন্ত্রত্বাদ্ ব্যাড়েশ্চ প্রামাণ্যাদিহাপি তথৈব সিদ্ধশব্দ উপাত্তঃ।" (মহাভাষ্য ২য় খণ্ড—১৮ পৃ০ পাদটীকা কীল্‌হর্ণ্)। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, সংগ্রহকার দাক্ষায়ণও 'ব্যাড়ি'-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তদীয় সংগ্রহের প্রথমে 'সিদ্ধ'শব্দ দেখিয়া বার্ত্তিকপাঠের প্রারম্ভে কাত্যায়নও 'সিদ্ধ'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

নাগেশ লিখিয়াছেন—"সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোকসংখ্যো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।" মহাভাষ্যদীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—"চতুর্দ্দশসহস্রাণি বস্তূন্যস্মিন্ সংগ্রহগ্রন্থে" (মহাভাষ্য ২য় খণ্ড—১৮ পৃ০ পাদটীকা কীল্‌হর্ণ্)। বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয়কাণ্ডস্থিত "প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্……" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুণ্যরাজ বলেন—"ইহ পুরা পাণিনীয়েঽস্মিন্ ব্যাকরণে ব্যাড্যুপরচিতং* লক্ষশ্লোকপরিমাণং সংগ্রহাভিধানং নিবন্ধমাসীৎ"। 'সৃষ্ট' 'প্রণীত' 'রচিত' প্রভৃতি পদের পরিবর্ত্তে পুণ্যরাজ 'উপরচিত' বা 'উপচরিত' বলেন কেন? তবে কি দাক্ষায়ণ কোনও প্রাচীন সংগ্রহের প্রতিসংস্কর্ত্তা? অসম্ভব নহে। একটী জীবনে চৌদ্দ হাজার বিষয় লইয়া লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ করা স্বাভাবিক নহে। সেইজন্য মনে হয়, বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ির কোনও সংগ্রহগ্রন্থ লইয়া পাণিনিনয়ানুসারে কালোপযোগী করিবার জন্য দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি তাহার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এরূপ হইলে দাক্ষায়ণ ব্যাড়ির সংগ্রহকে আমরা প্রাচীন ব্যাড়ীয় সংগ্রহের 'larger recension' বলিব। প্রাচীন ভারতে এবং নবীন ভারতেও এরূপ উদাহরণ বিরল নহে, যেমন—দৃঢ়বল-প্রতিসংস্কৃত বর্ত্তমান চরকসংহিতা, চন্দ্রট-পরিশোধিত বর্ত্তমান সুশ্রুত, চন্দ্রগোমি-প্রতিসংস্কৃত বর্ত্তমান চান্দ্রব্যাকরণ, দুর্গসিংহাদিকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তমান কলাপ,

* ব্যাড্যুপরচিতম্'স্থলে কোনও সমালোচক 'ব্যাড্যুপচরিতম্' বলিয়াছেন। ইহাতেও কিন্তু অর্থের বিশেষ পার্থক্য উপলব্ধ নহে। কারণ আমরা বলি—'উপরচিতং প্রতিসংস্কৃতম্', আর 'উপচরিতমারাধিতং সেবিতং বা।' Monier Williams লিখিয়াছেন 'উপচরিত (অর্থাৎ) approached, attended'.

জুমরনন্দিপরিশোধিত ক্রমদীশ্বরীয় 'রসবতী'বৃত্তি যাহা এখন সাংক্ষিপ্তসারকদের মধ্যে জৌমরবৃত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এবং বামনাচার্য্য ব্যাড়ির লিঙ্গানুশাসন দেখিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন লিখিয়াছেন—"ব্যাড়েঃ শঙ্করচন্দ্রয়ো র্বররুচে র্বিদ্যানিধেঃ পাণিনেঃ সূক্তাংল্লিঙ্গবিধীন্ বিচার্য্য......" ইত্যাদি। বামনীয় লিঙ্গানুশাসনে লিখিত আছে—"ব্যাড়িপ্রণীতমথ বাররুচং সচান্দ্রম্......" ইত্যাদি এবং "যদ্‌ব্যাড়িপ্রমুখৈঃ প্রপঞ্চবহুলং লিঙ্গস্য লক্ষ্মোদিতং তৎ সংহৃত্য ময়া যথা নিগদিতং ব্যাখ্যায়তে জানতাম্।" এ ব্যাড়ি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কি সামসময়িক তাহা এখন বলা কঠিন। তবে মনে হয়, ইনি দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি, বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ি নহেন।

ব্যাড়ির 'উৎপলিনী' নামে একখানি কোষ ছিল, উহা বহুদিন পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছে। কাব্যকল্পলতাপরিমলে অমরচন্দ্র লিখিয়াছেন—"ব্যাড়িকৃতোৎপলিনীমধ্যাৎ"। উৎপলিনী একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। অভিধান-চিন্তামণির ব্যাখ্যায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"প্রামাণ্যং বাসুকে র্ব্যাড়েঃ......" ইত্যাদি। মহেশ্বরের বিশ্বপ্রকাশে লিখিত আছে—"ভোগীন্দ্র-কাত্যায়ন-সাহসাঙ্ক ব্যাড়িপুরঃসরাণাম্.........."ইত্যাদি। টীকাসর্ব্বস্বে সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকবার ব্যাড়ীয়কোষের মতবাদ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন, যেমন—"চাষঃ কিকীদিবিঃ স্মৃত ইতি ব্যাড়িনা দীর্ঘ উক্তঃ" (অমরকোষ ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃ০ ত্রিবাঙ্কুরসং) এবং "আজ্যে চ ঘৃতম্—

অযাচিতে যজ্ঞশেষে নির্ব্বাণে চাপি সুন্দরে।
অমৃতং বারিণি প্রোক্তমতিহৃদ্যে চ বস্তুনি॥ ইতি ব্যাড়িঃ।"

(তৃতীয় কাণ্ড ১০০ পৃ০)। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—"ব্যাড়ি র্বিন্ধ্যস্থো নন্দিনীসুতঃ"। ইনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাড়ি কি দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি তাহাও বলা কঠিন। তবে মনে হয়, লিঙ্গানুশাসন উৎপলিনীর একটী অংশ ছিল। এরূপ হইলে, ইনি দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি, বর্ষীয়ান্ ব্যাড়ি নহেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণকবিরত্নমহোদয় তৎপ্রকাশিত মুগ্ধবোধব্যাকরণে উৎপলমালিনীকে উৎপলিনী ভাবিয়া—

"ক্রোড়া দারা তথা হারা ত্রয় এতে যথাক্রমম্।
ক্রোড়ে দারেষু হারে চ শব্দাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ।"

এই শ্লোকটীকে ব্যাড়িপ্রণীত বলিয়াছেন (১৫ পৃ০, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দীয় সংস্করণ)। ইহা ঠিক নহে। সংক্ষিপ্তসারের রসবতীতে ১২ খৃষ্টশতাব্দীয় মহারাজ জুমরনন্দী এই শ্লোকটী উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"ইত্যুৎপলমালিনী" (কৃৎ ৩৭৬ সূ০)। 'উৎপলমালিনী'কোষ শুভাঙ্গ কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। শুভাঙ্গ ১০ খৃষ্টশতাব্দীতে ধারানগরে বাক্‌পতিমুঞ্জের সভায় থাকিতেন। সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় টীকাসর্ব্বস্বে প্রাগুক্ত শ্লোকটীকে স্পষ্ট শুভাঙ্গপ্রণীত বলিয়াছেন (২।৬।৬)। শুভাঙ্ক শুভাঙ্গের নামান্তর।

শাকল্য ব্যাকরণ

শাকল্যেন ততো গীতং শাকল্যং দেবরঞ্জনম্।

অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি চারিবার নামতঃ শাকল্যের উল্লেখ করিয়াছেন—"সংবুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে" (১।১।১৬), "ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ" (৬।১।১২৭), "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮।৩।১৯) "সর্ব্বত্র শাকল্যস্য" (৮।৪।৫১)। ইহা ব্যতীত "ঋত্যকঃ" (৬।১।১২৮) সূত্রেও শাকল্যমতের অনুবর্ত্তন আছে। কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্যেও শাকল্যের নাম দৃষ্ট হয়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—"অবিকারং শাকল্যঃ শষসেষু" (৩।৯)। কেবল কাত্যায়ন-পাণিনি কেন, শতপথ ব্রাহ্মণেও শাকল্যের নাম আছে (১১।৬।৩৩)। শকলমুনির অনন্তরাপত্য শাকল্য এবং তৎপ্রোক্ত ব্যাকরণের নামও শাকল্য। শ্রীতত্ত্বনিধির মতে নয়টী প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের মধ্যে শাকল্য ব্যাকরণ অন্যতম। তথায় লিখিত আছে—

"ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্॥"

ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয় শাকল্যকে শৌনকীয় ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের মূল প্রবক্তা বলিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, Vol. X, 1934. pp. 665—666)। ইহাতে জার্ম্মান্‌দেশীয় পণ্ডিত Paul Thieme মহোদয় লিখিয়াছেন—"There is no proof as to the statement that শাকল্য was the original author of ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, because the tradition is that it is of শৌনক" (The Indian Historical Quarterly Vol. XIII. 1937, pp

329...) পণ্ডিতপ্রবর ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও লিখিয়াছেন—"Tradition does not know the ঋক্প্রাতিশাখ্য as a work of শাকল্য as Ghosh assumes (p. 666), but ascribes to শৌনক" (The Indian Historical Quarterly Vol. XIII. 1937, pp. 343...)। A History of Ancient Sanskrit Literature নামক গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় মোক্ষমূলরমহোদয় শাকলপ্রতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শাকলপ্রাতিশাখ্য যে শাকল্য-প্রণীত তাহা নিশ্চয়সহকারে বলা যায় না। সম্ভবতঃ শাকল্যোক্ত নিয়মরাশি উপজীব্য করিয়া গ্রন্থখানি তাঁহার শিষ্যগণকর্তৃক প্রণীত হওয়ায় উহার নাম হইয়াছে—'শাকলপ্রাতিশাখ্য'। কাশিকায় উক্ত হইয়াছে—"শাকল্যস্যেমে ছাত্রাঃ শাকলাঃ" (৪।১।১৮)। শিষ্যপ্রণীত গ্রন্থের নাম শাকলপ্রাতিশাখ্য হওয়া অসম্ভব নহে, কারণ শাকল্যের মুদ্গলগালবাদি পঞ্চশিষ্যকর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্গল গালব শালীয় বাৎস্য এবং শৈশিরি নামক পাঁচটী শাখা শাকলশাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"শাকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলাঃ" (৪।৩।১২৮)। অতএব ইহা শাকলসম্প্রদায়ের প্রাতিশাখ্য হইলেও হইতে পারে। তবে মূলপুরুষ শকল হইতেও শাকল শব্দ পাওয়া অসম্ভব নহে।

যাস্কের নিরুক্তে এবং শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের নাম আছে। বৃহদ্দেবতার অনুবাকানুক্রমণীতেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"শাকল্যদৃষ্টে পদলক্ষমেকং সার্দ্ধং চ বেদে ত্রিসহস্রযুক্তম্।
শতানি চাষ্টৌ দশকদ্বয়ং চ পদানি ষট্ চেতি হি চর্চ্চিতানি॥" (৪৫)।

অর্থাৎ শাকল্যসংহিতায় ১৫৩৮২৬টী পদ আছে। ঋষিসম্প্রদায়ে এই সংহিতার আদরাতিশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুনা যায়, ইহার প্রণয়ন সমাপ্ত হইলে দেবগণ প্রীত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"শাকল্যস্য সংহিতামনু প্রাবর্ষৎ। শাকল্যেন সুকৃতাং সংহিতামনুনিশম্য দেবঃ প্রাবর্ষৎ।" (১।৪।৮৪)। দেবগণের এইরূপ প্রীতিহেতু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শাকল্যকে দেবমিত্র বলা হইয়াছে (২।৩৪ অ০) এবং বেদে পাণ্ডিত্যাতিশয়হেতু বায়ুপুরাণে তিনি বেদবিত্তমশব্দে বিশেষিত হইয়াছেন।

শাকল্যমুনি সত্যশ্রীর শিষ্য এবং রথীতর শাকপূণির ও বাস্কলিভারদ্বাজের সহপাঠী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় দ্বিতীয়পাদের ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথীতরঃ।
বাস্কলিশ্চ ভারদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্ত্তকাঃ॥"

অভিপ্রায় এই যে, সত্যশ্রীর তিনজন শিষ্য শাখাপ্রবর্ত্তক—শাকল্য, রথীতর শাকপূণি, এবং বাস্কলি ভারদ্বাজ। ইঁহারা সকলেই বৈয়াকরণ। তন্মধ্যে শাকপূণি নৈরুক্ত বৈয়াকরণ ছিলেন। "ঋতো ভারদ্বাজস্য" (৭।২।৬৩) সূত্রে পাণিনিমুনি বাস্কলি ভারদ্বাজের স্মরণ করিয়াছেন। শাকল্যের মুদ্‌গলাদি শাখা-প্রবর্ত্তক শিষ্যদের বিবরণ বায়ুপুরাণের ৬০ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৩৫ অধ্যায়ে উপনিবদ্ধ আছে। বিষ্ণুপুরাণে ঐ সকল শিষ্যের সামান্য নামভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা বোধ হয় পাঠভ্রংশমূলক। বৃহদারণ্যক হইতে জানা যায় যে, শাকল্য উত্তরভারতীয় মুনিদের অগ্রণী ছিলেন এবং কখনও কখন তিনি 'বিদগ্ধ' শব্দে বিশেষিত হইতেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে শৌনক তাঁহাকে স্থবির শাকল্য বলিয়াছেন (২।৪৪)। এইজন্য কেহ কেহ দুইজন শাকল্যের কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে শিক্ষাশাস্ত্রকার শাকল্য পদপাঠাদিপ্রণেতা শাকল্য হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয়সহকারে বলা যায় না।

মহর্ষি শাকল্য গুণগৌরবের আধার হইলেও দাম্ভিক ছিলেন। ভগবান্ কাহারও দম্ভ সহ্য করেন না। বোধ হয় সেইজন্য মিথিলায় তিনি তরুণ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত হন (বৃহদারণ্যক উ°)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় দ্বিতীয়পাদের ৩৪ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

"দেবমিত্রস্তু শাকল্যো জ্ঞানাহংকারগর্ব্বিতঃ।
স জনকস্য বৈ যজ্ঞে বিনাশমগমদ্ দ্বিজঃ॥"

অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানগর্ব্বহেতু জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট পরাজিত হইয়া শাকল্যমুনি অপমানরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

শাকল্যব্যাকরণের বিশেষ কোনও সংবাদ এখন পাওয়া যায় না। তবে প্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থের অনেক স্থানে উহার মতবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে" (৫।১।২১) সূত্রের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বেঙ্কটাচল লিখিয়াছেন—"শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে' ইতি সূত্রে শাকল্যকাশকৃৎস্নব্যাকরণাস্তরস্থং 'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে' ইতি সূত্রমুপলভ্যস্য তন্মতে শত্যঃ শতিকো বা গোসঙ্ঘ ইতি সাধুঃ।" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, শাকল্যব্যাকরণে 'শতাচ্চ ঠন্যতাবগ্রন্থে' এই সূত্রটী পঠিত হইয়াছিল। বেঙ্কটাচল ইহা কোথায় পাইয়াছেন তাহা আমরা জানি না, কারণ কৈয়টের মতে ইহা আপিশলকাশকৃৎস্নের সূত্র।

ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ

উপজীব্য ততঃ সর্ব্বং ভরদ্বাজপ্রপঞ্চিতম্।
প্রোবাচ বাস্কলিঃ শাস্ত্রং সুধীশাসনবৎ পরম্॥

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ঋতো ভারদ্বাজস্য" (৭।২।৬৩)। ইহাতে মনে হয়, এক সময়ে ব্যাকরণের উপর ভারদ্বাজ মুনির কোনও গ্রন্থ ছিল এবং পাণিনি মুনি উহা দেখিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থের বিশেষ নাম আমরা জানি না, তবে সাধারণভাবে উহাকে ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ বলা যায়। ঋক্‌তন্ত্রে মহর্ষি শাকটায়ন বলিয়াছেন—"ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতিরিন্দ্রায়, ইন্দ্রো ভরদ্বাজায়, ভরদ্বাজ ঋষিভ্যঃ……।" ইহা শুনিয়া মনে হয়, ভরদ্বাজপ্রকাশিত ঐন্দ্রমতবাদই পরবর্ত্তিকালে ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণে উপনিবদ্ধ হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, ভরদ্বাজপ্রোক্ত ব্যাকরণের উদ্দেশ্যেই পাণিনি মুনি 'ভারদ্বাজ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এ কথা সমর্থন করা যায় না। কারণ কাশ্যপের ব্যাকরণ 'কাশ্যপি'নামে এবং আপিশলির ব্যাকরণ 'আপিশল'নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও তিনি কাশ্যপের ও আপিশলির নাম করিয়াছেন, গ্রন্থের নাম করেন নাই। অতএব উক্ত পাণিনীয় সূত্রে গ্রন্থকারের উদ্দেশেই 'ভারদ্বাজ' শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

মুণ্ডকে ভারদ্বাজ সত্যবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি কিন্তু শাব্দিক আচার্য্য নহেন। সুতরাং তাঁহাকে পাণিনিস্মৃত ভারদ্বাজ বলা সঙ্গত নহে। সত্যশ্রীর শিষ্য বাস্কলি ভারদ্বাজ একজন শব্দবিত্তম মুনি। তিনি শাকল্যের এবং শাকপূণির সহপাঠী। ইঁহারা সকলেই শাব্দিক আচার্য্য। গার্গ্যমুনি ব্রহ্মবিদ্যায় পিপ্পলাদের শিষ্য, কিন্তু শব্দশাস্ত্রে বাস্কলি ভারদ্বাজ তাঁহার গুরু ছিলেন। পন্নগারি গার্গ্যের নামান্তর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পূর্ব্বভাগে স্মৃত হইয়াছে—

"বাস্কলিস্তু ভারদ্বাজস্তিস্রঃ প্রোবাচ সংহিতাঃ।
ত্রয়স্তস্যাভবঞ্ছিষ্যা মহাত্মানো গুণান্বিতাঃ॥
ধীমাংশ্চ ত্বাপনীপশ্চ পন্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান্।
তৃতীয়শ্চার্জ্জবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ॥
বীতরাগা মহাতেজাঃ সংহিতাজ্ঞানপারগাঃ।
ইত্যেতে বহ্বৃচঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ॥" (৩৫অ০)।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বাস্কলি ভারদ্বাজের নাম করিয়াছেন। তাঁহার শারীরক ভাষ্যে লিখিত আছে—"বাস্কলিনা বাহ্বঃ পৃষ্টঃ" (৩।২।১৭)। অতএব ভারদ্বাজ কেবল শব্দবিত্তম নহেন, তিনি ব্রহ্মবিত্তমও ছিলেন।

শাকল্য মুনির সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সত্ত্বেও ঠিক ঐ সময়ে আবার ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ প্রণীত হয় কেন—তাহা লইয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ রক্ষা করিবার জন্য একসময়ে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক ব্যাকরণের প্রণয়ন প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—হেমচন্দ্রের সিদ্ধসূত্র এবং মলয়গিরির মুষ্টিসূত্র, চন্দ্রকীর্ত্তির সমন্তভদ্র ব্যাকরণ এবং চন্দ্রের চান্দ্রব্যাকরণ ইত্যাদি।

ভারদ্বাজের একটি বিপুল সম্প্রদায় ছিল। পাণিনির পরেও ইঁহাদের বিদ্যমানতা অনুমিত হইয়া থাকে। মহাভাষ্যের অনেক স্থলে 'ভারদ্বাজীয়াঃ পঠন্তি' বলিয়া পতঞ্জলিকর্ত্তৃক এই সম্প্রদায়ের মতবাদ উপন্যস্ত হইয়াছে। আরও দেখা যায়, কাত্যায়নের পূর্ব্বে ইঁহারাও পাণিনীয়সূত্রের বার্ত্তিক করিয়াছিলেন, যেমন—"দা ধা ঘ্বদাপ্" (১।১।১৯) সূত্রের উপর "ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদ্‌বিকৃতার্থম্", "উষবিদজাগৃভ্যোঽন্যতরস্যাম্" (৩।১।৩৮) সূত্রের উপর "বিদেরাম্‌কিন্নিপাতনাদ্বা গুণত্বম্", "গোত্রাবয়বাৎ" (৪।১।৭৯) সূত্রের উপর "সিদ্ধং তু কুলাখ্যাভ্যো লোকে গোত্রাভিমতাভ্যঃ", "ভ্রস্জো রোপধয়ো রমন্যতরস্যাম্" (৬।৪।৪৭) সূত্রের উপর "ভ্রস্জো রোধয়ো র্লোপ আগমো রম্ বিধীয়তে" ইত্যাদি। কতদিন পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের লোপ হয় তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে।

ভারদ্বাজের শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র এখনও বিদ্যমান আছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর 'বালক্রীড়া'নামক ব্যাখ্যায় বিশ্বরূপ লিখিয়াছেন—"তথা চ ভারদ্বাজঃ—'ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত। ম্লেচ্ছো বা এষ যদপশব্দ ইতি বিজ্ঞায়তে। তস্মাচ্ছিষ্যমুপনীয় সাধুশব্দাঞ্ছিক্ষয়েৎ সন্ধ্যোপাসনাগ্নীন্ধনানি।' ইতি।" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ভারদ্বাজ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ইঁহার নাম আছে। সম্ভবতঃ এ বিষয়েও তাঁহার কোনও না গ্রন্থ ছিল। এখন কিন্তু উহার অত্যন্ত লোপ হইয়াছে।

গালব ব্যাকরণ

দেবমিত্রস্য শিষ্যেণ গালবেন মহাত্মনা।
শব্দাহুশিষ্টিরেবৈকা ব্যাকৃতেতি পুরাবিদঃ॥

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য" (৬।৩।৬১) "তৃতীয়াদিষু ভাষিতপুংস্কং পুংবদ্ গালবস্য" (৭।১।৭৪), "অড্ গার্গ্যগালবয়োঃ" (৭।৩।৯৯), এবং "নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্" (৮।৪।৬৭)। লঘুবৃত্তিকার পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"ইকাং যণ্ভি র্ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োরিতি বক্তব্যম্।" সুপদ্মে সূত্রিত হইয়াছে—"যণা ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োঃ" (সন্ধি ৪০)। এই সকল কথা হইতে উপপন্ন হয় যে, পাণিনির পূর্ব্বে গালবের একখানি ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল এবং অন্ততঃ পাণিনি তাহা অবশ্যই দেখিয়াছিলেন। পদ্মনাভ এবং পুরুষোত্তম সম্ভবতঃ গুরুপরম্পরা সাম্প্রদায়িক বচন শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বে গালবের ব্যাকরণ তিরোহিত হইয়াছে।

মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য' (৬।৩।৬১) 'প্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্ বহুলম্' (৪।১।১৬০) ইতি গালবা এব হ্রস্বান্ প্রযুঞ্জীরন্, প্রাক্ষু চৈব হি ফিন্ স্যাৎ।" (১।১।৪৩)। এস্থলে 'গালবাঃ'শব্দ দেখিয়া মনে হয় যে, গালবের ব্যাকরণ 'গালব' নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যাঁহারা ঐ ব্যাকরণের পঠনপাঠন করিতেন তাঁহাদিগকেও 'গালব' বলা হইত। অতএব গালবের একটী সম্প্রদায় ছিল এবং সেই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া পতঞ্জলি 'গালবাঃ' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

গালব মুনি শাকল্যের শিষ্য। সেইজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাখা শাকল শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বায়ুপুরাণের ৬০ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৩৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। স্মৃতিচন্দ্রিকায় ও কালমাধবে গালবের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলিয়াছেন—"ইড়স্পতিং শাকপূণিঃ পর্জ্জন্যাগ্নী তু গালবঃ" এবং

"পৌষ্ণৌ প্রেতি প্রগাথৌ দ্বৌ মন্যতে শাকটায়নঃ।
ঐন্দ্রমেবাথ পূর্ব্বং তু গালবঃ পৌষ্ণমুত্তরম্॥" (৬।৪৩)।

শাকটায়নের সঙ্গে গালবের নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, গালব মুনি তাঁহার সামসময়িক ছিলেন। যিনি শাকল্যের শিষ্য এবং শাকটায়নের সামসাময়িক তিনি কখনই বিশ্বামিত্রের শিষ্য প্রাচীনতর গালব নহেন। প্রাচীনতর গালব সম্ভবতঃ বেদের ক্রমকার। বৈয়াকরণ গালব গালবীয় শিক্ষার প্রবক্তা হইতে পারেন।

শাকটায়নীয় ত্রিমুনি ব্যাকরণ এবং গার্গীয় ব্যাকরণ বা অক্ষরতন্ত্রসূত্র

তদা শকটিনা সার্দ্ধং স্মৃতং শাকটিনা শুভম্।
শাকটায়নপাদৈশ্চ শাস্ত্রং বৈ শাকটায়নম্॥
গার্গ্যেণ মুনিবর্য্যেণ স্মৃতং ব্যাকরণং স্বকম্।

শাকটায়নীয় ব্যাকরণ বলিলে অভিনব শাকটায়নের গ্রন্থ বুঝাইতে পারে, বা মহর্ষি শাকটায়নের গ্রন্থও বুঝাইতে পারে। প্রথমখানি 'শব্দানুশাসন' নামে এখনও বিদ্যমান আছে। জৈনসম্প্রদায়ে উহা ৯ খৃষ্টশতাব্দীতে প্রণীত হয়। দ্বিতীয়খানি কোন সময়ে তিরোহিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। উহা পাণিনি-যাস্কাদির পৌর্ব্বভবিক। এখন ত্রিমুনিব্যাকরণ বলিলে পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলিস্মৃত গ্রন্থ বুঝাইয়া থাকে, পূর্ব্বে কিন্তু ত্রিমুনিব্যাকরণ বলিলে শকটি-শাকটি-শাকটায়নস্মৃত গ্রন্থ বুঝাইত। কাতন্ত্রের পরিশিষ্টে "অহ্নোঽরাত্র্যাদ্যন-ঘোষে" (সন্ধি ৮০) সূত্র করিয়া তাহার বৃত্তিভাগে শ্রীপতিদত্ত লিখিয়াছেন— "এবেব নিষেধো রাত্রিরূপরথন্তরেবিতি শাকটায়নীয়ে ত্রিমুনিমতে চ, তস্মাদহা রজনীতি রত্বং স্যাদেব। চান্দ্রে তু রেফমাত্রেঽসৌ নিষেধঃ।" চান্দ্রের "লুক্যরিরঃ" (৬।৩।১০০) সূত্রানুসারে রেফমাত্রে নিষেধ আছে, কিন্তু অভিনব শাকটায়নের শব্দানুশাসনে সূত্রিত হইয়াছে—"রোঽহ্নোঽস্যসুব্রূপরাত্রিরথন্তরে" (১।১।১৬০), কারণ পাণিনির "অহন্" (৮।২।৬৮) সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন— "রুত্ববিধাবহ্নোরূপরাত্রিরথন্তরেষূপসংখ্যানম্"। অতএব এস্থলে 'শাকটায়নীয়ে' পদ দ্বারা 'অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসন' এবং 'ত্রিমুনিমতে' পদদ্বারা 'পাণিনীয়-স্মৃতি' লক্ষিত হইয়াছে। "শাকটায়নীয়ে ত্রিমুনিমতে চ"—এই বাক্যাংশ দ্বারা প্রাচীন শাকটায়নীয় ব্যাকরণ অর্থাৎ শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-স্মৃত গ্রন্থ লক্ষিত হইতে পারে না, কারণ মহর্ষি শাকটায়নের ঋক্তন্ত্রস্থিত"হোরা স্বোরূ" (৩।৭।২) সূত্রে 'রূপ' এবং'রথন্তর' শব্দ দৃষ্ট নহে। তবে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকস্থ "নাম চ ধাতুজমাহ··· ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্" এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় যাঁহারা বলিয়াছেন— "শাকটায়নশ্চ স্বকৃতে ব্যাকরণে আহ ধাতুজং নামেতি" বা "শাকটায়নীয়ে ব্যাকরণে নাম ধাতুজমিত্যুক্তম্", তাঁহারা প্রাচীন শাকটায়নীয় গ্রন্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার কাতন্ত্রপরিশিষ্টের সন্ধিপ্রকরণীয় "মণীবাদিষু চ" (৪০) সূত্রের বৃত্তিভাগেও

শ্রীপতিদত্ত লিখিয়াছেন—"কশ্চিৎত্রিমুনিসমুপেক্ষণান্নেদমাদ্রিয়তে"। এখানে কিন্তু 'ত্রিমুনি' শব্দ প্রাচীন শাকটায়নীয় ব্যাকরণের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, পাণিনীয় ব্যাকরণের উদ্দেশে নহে। পরিশিষ্টপ্রবোধে গোপীনাথ তর্কাচার্য্যও ইহার ব্যাখ্যা-কালে বলিয়াছেন—"ত্রিমুনীতি ব্যাকরণান্তরস্য সংজ্ঞা মুনিত্রয়রচিতত্বাৎ। শকটি-শাকটি-শাকটায়নাস্ত্রয়ঃ কর্ত্তারোঽভিমতাঃ।" শকটির বা শাকটির বৃত্তান্ত কোথাও পাওয়া যায় না, তবে 'শকটি' এই অব্যুৎপন্নপ্রাতিপাদিক শব্দটী নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—মহাভাষ্যে (১।১।৩৯, ১।৪।১, ১।৪।৩, ৭।৩।১৬ ইত্যাদি), বালমনোরমায় (৪।১।৪৫), সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় (স্ত্রীপ্রত্যয়-প্রকরণীয় ৬১ সূত্রবৃত্তি), ইত্যাদি। শকটি সম্ভবতঃ শকটের নামান্তর, অথবা তাঁহার ভ্রাতাও হইতে পারেন। এরূপ হইলে শাকটিকে তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শাকটায়নকে তাঁহার যুবাপত্য বা গোত্রাপত্য বলিয়া অনুমান করা যায়। গণরত্নমহোদধিতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ভাষ্যস্থিত 'শকটস্য চ তোকম্' এই শ্লোকাংশ দেখিয়া 'শালাতুরীয়-শকটাঙ্গজচন্দ্রগোমি…' ইত্যাদি কারিকায় ও তাহার ব্যাখ্যায় শাকটায়নকে শকটাঙ্গজ বলিয়াছেন। ইহা সুচিন্তিত নহে, কারণ 'অঙ্গজ' শব্দের অর্থ 'পুত্র', কিন্তু যুবাপত্য বা গোত্রাপত্য নহে। মেদিনীকোষে লিখিত আছে—"অঙ্গজং রুধিরেঽনঙ্গকেশপুত্রমদেষু না"। যাহাই হউক, ইঁহাদের মধ্যে কোনও না কোন একটী যে বংশগত সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এবং পাণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এই দুইখানি গ্রন্থের নামগত পার্থক্য এই যে, প্রথম-প্রবক্তার নামানুসারে একখানিকে পাণিনিস্মৃতি বা পাণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ বলা হয়, আর শেষ-প্রবক্তার নামানুসারে অপরখানিকে শাকটায়নস্মৃতি বা শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ বলা হইত। উভয়গ্রন্থই স্মৃতিপদবাচ্য, কিন্তু ধর্ম্মপ্রয়োগের ব্যবস্থাবৎ কালানুসারে শব্দপ্রয়োগের ব্যবস্থাহেতু শাকটায়নস্মৃতি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রয়োগের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে উক্তি আছে—

"কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ॥"

যথোত্তরপ্রামাণ্যন্যায়ানুসারে পাণিনীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে এখন পতঞ্জলির বাক্যে যেরূপ প্রামাণ্য আছে, একসময়ে শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণে শাকটায়নের বাক্যেও সেইরূপ প্রামাণ্য ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ সাধারণতঃ 'শাকটায়ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীতত্ত্বনিধির মতে নয়টী উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণের মধ্যে ইহা অন্যতম। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্।
সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্ ॥"

পাণিনিমুনি অনেকবার শাকটায়নের নাম করিয়াছেন—"লঙঃ শাকটায়নস্যৈব" (৩।৪।১১১), "ব্যো র্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য" (৮।৩।১৮), এবং "ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য" (৮।৪।৫০)। কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্যেও স্মৃত হইয়াছে—"প্রত্যয়সবর্ণং মুদি শাকটায়নঃ" (৩।৮), "জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়ৌ শাকটায়নঃ" (৩।১২), "লোপং কাশ্যপশাকটায়নৌ" (৪।৫), "স্বপদে শাকটায়নঃ" (৪।১৯০)। এখন শাকটায়নের ব্যাকরণ পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু এক সময়ে উহা যে ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকস্থ 'ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্' এবং পতঞ্জলির ভাষ্যস্থিত 'বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ—ধাতুজং নামেতি' (৩।৩।১) এই বাক্যদ্বয়দ্বারাও আমাদের উক্তি সমর্থিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ঐ প্রসঙ্গে নাগেশও বলিয়াছেন—"ধাতুজং নামেতি নিরুক্ত আহ নিরুক্তকারঃ শাকটায়নশ্চ স্বকৃতে ব্যাকরণে।" (শব্দেন্দুশেখর)। "চতুষ্কাঃ শাকটায়নাঃ" এইরূপ প্রাচীনোক্তি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন শাকটায়ন-ব্যাকরণে চারিটী অধ্যায় ছিল। নাগেশের মতে এই গ্রন্থে শিবসূত্রসমূহ অভ্যুপগত হইয়াছিল (লঘুশব্দেন্দুশেখর)। ইহা অবশ্য অসম্ভব নহে, কারণ শাকটায়নীয় ঔণাদিক সূত্রের প্রত্যাহারসংজ্ঞাসমূহ শিবসূত্রানুসারে রচিত বলিয়া নাগেশকে সমর্থন করে। লোক-ব্যবহারে অনবধানহেতু প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ শাকটায়নকে পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিয়াছেন। আমাদের মতে তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক ছিলেন বলিয়া মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইতেন। মহাভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"অথবা ভবতি বৈ কশ্চিজ্জাগ্রদপি বর্ত্তমানং কালং নোপলভতে, তদ্ যথা—বৈয়াকরণানাং শাকটায়নো রথমার্গ আসীনঃ শকটসার্থং যান্তং নোপলেভে।" (৩।২।১১৫)। ইহা ব্যতীত শাকটায়-নোপনিষদ্ হইতেও তাঁহার অত্যধিক চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতা অবগত হওয়া যায়। এমন কি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। মনিয়ার্ উইলিয়ামস্ (Monier Williams) এ কথা অস্বীকার করেন নাই।

স্মৃতিশাস্ত্রেও মহর্ষি শাকটায়ন একজন প্রমাণপুরুষ। অপরার্কযাজ্ঞবল্কীয়

ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, নির্ণয়সিন্ধু, স্মৃতিচন্দ্রিকা, এবং শ্রাদ্ধময়ূখাদি স্মার্ত্তগ্রন্থে তাঁহার মতবাদ প্রমাণরূপে অভ্যুপগত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রকারত্বও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

শাকটায়নের ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা সামবেদীয় প্রাতিশাখ্যবিশেষ। ইহার সূত্রসমূহ স্বয়ং শাকটায়নকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে পুরাকল্পের কোনও কোন আর্ষী গাথা সুরক্ষিত আছে। চতুর্থদশকের "গাথাসু" (৩৮) সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"গাথাসু চ দ্বিমাত্রমন্তরং নিত্যবিরতে ভবতি—'যে নৌভিঃ প্রতরন্তি মানসং কাশ্মীরাঃ সলিলম্। মদানসন্তানশ্বপথে বশীকৃথা যুধীন্দ্রো দিবি দানবানিব। নৈবোদকমস্তি পাতবে ন পক্ষা উৎপতনায়। স্তোমমকৃপণং বত। সারসো মৃগো মণ্ডূকো বিললাপ। ধন্বধন্ন্যপচিত্রকপাণ্ডুপলাশকমৎস্যকাঞ্ জহি। জালকাকেন গরনীষু চ মৎস্যকামানাহননাংসকস্য বিদিশানি সামিকম্।' ও—গ্না—ই (১।১) ইত্যাদীনি।" অষ্টাধ্যায়ীতে ঋক্‌তন্ত্রের অনেক সূত্র অবিকলভাবে দৃষ্ট হয়, যেমন—'আশ্চর্য্যমনিত্যে' (শা০ ৭।১=পা০ ৬।১।১৪৭), 'কাস্তীরাজস্তুন্দে নগরে' (শা০ ৭।৪=পা০ ৬।১।১৫৫) ইত্যাদি। আবার ইহার কোনও কোন সূত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তন সহকারে অষ্টাধ্যায়ীতে গৃহীত হইয়াছে। যেমন, শাকটায়ন বলিয়াছেন—'মিত্র ঋষৌ'(১।৫); আর পাণিনি বলিয়াছেন—'মিত্রে চর্ষৌ' (৬।৩।১৩০) ইত্যাদি। কখনও কখন ইহার সসূত্রবৃত্তি পড়িলে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র মনে পড়ে। যেমন, শাকটায়ন বলিয়াছেন—" 'অপরথে'। অপ ইতি পূর্ব্বরূপং সকারো ব্যবধীয়তে রথে। অপস্করো নাম রথঃ। অপকরোঽন্যঃ", (৬।১); আর পাণিনি বলিয়াছেন—'অপস্করো রথাঙ্গম্' (৬।১।১৪৯)। শাকটায়ন বলিয়াছেন—" 'পার পর্ব্বতে'। পার ইতি পূর্ব্বরূপং সকারো ব্যবধীয়তে পর্ব্বতে পারস্করঃ পর্ব্বতঃ। পারকরোঽন্যঃ।" (৫।১০); আর পাণিনি বলিয়াছেন—'পারস্করপ্রভৃতীনি' (৬।১।১৫৭)। শাকটায়ন বলিয়াছেন—" 'সন্নিকর্ষঃ সংহিতা'। সন্নিকর্ষঃ সংহিতা ভবতি। পদস্তোতাধিকারঃ। আনন্তর্য্যং সন্নিকর্ষঃ।......যঃ পরঃ সন্নিকর্ষো নান্তরেণ বিকারম্। কো নাম বিকারঃ? শাস্ত্রপ্রাপ্তে লোপে চ সন্ধি র্গ্রাহ্যঃ।" (১।৭); আর পাণিনি বলিয়াছেন—'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' (১।৪।১০৯)। শাকটায়নীয় ত্রিমুনিব্যাকরণ এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু মনে হয়, উহারও অনেক সূত্রাদি আমাদের ত্রিমুনিব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। তবে শব্দতত্ত্বপ্রকাশের জন্য

শাকটায়নাদির নিকট পাণিনি মুনি কতদূর ঋণী তাহা এখন বলা কঠিন। কারণ ইহারাও হয়ত উহাদের মূলপ্রবক্তা নহেন। হরদত্ত বলেন—"তত্র যে সাধবস্তে……কথং পুরাচার্য্যেণ পাণিনিনাঽবগতমেতে সাধব ইতি? আপিশলেন পূর্ব্বব্যাকরণেন। আপিশলিনা তর্হি কেনাবগতম্? ততঃ পূর্ব্বেণ ব্যাকরণেন।" ঠিক কথা, তবে আরও আমরা বলি—'শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যান্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ'। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—"নন্বক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতো বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় আসীৎ? অত্যল্পমিদমুচ্যতে। জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ? পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপাদিতানি? পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি? আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপবিস্তরবিবক্ষয়া তু তাংস্তাংস্তত্র তত্র কর্ত্তৄনাচক্ষতে।"

শাকটায়ন মুনি পাণিনির বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। শৌনকের বৃহদ্দেবতায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

> "পৌষ্ণৌ প্রেতি প্রগাথৌ দ্বৌ মন্যতে শাকটায়নঃ।
> ঐন্দ্রমেবাথ পূর্ব্বং তু গালবঃ পৌষ্ণমুত্তরম্॥" (৬।৪৬)

এবং

> "আয়ং গৌরিতি যৎ সূক্তং সার্পরাজ্ঞী স্বয়ং জগৌ॥
> তস্মাৎ সা দেবতা তত্র সূর্য্যমেকে প্রচক্ষতে।
> মুদ্গলঃ শাকপূণিশ্চ আচার্য্যঃ শাকটায়নঃ॥" (৯।৮৯-৯০)।

শাকটায়ন শৈশিরিশাখার অন্তর্গত ছিলেন। শৈশিরীয় শিক্ষায় তাঁহার নামও পাওয়া যায়। শৈশিরিশাখা শাকল্যের শিষ্যকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়, সুতরাং শাকটায়নমুনি শাকল্যের পরবর্ত্তী। মহর্ষি গার্গ্য প্রাতিপাদিকমাত্রে শাকটায়নের ধাতুজত্বকল্পনায় প্রতিবাদ করেন। গার্গ্য ব্রহ্মবিদ্যায় পিপ্পলাদের শিষ্য হইলেও শব্দশাস্ত্রে তিনি বাস্কলি ভারদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। বাস্কলি ভারদ্বাজ শাকল্যের সহপাঠী। অতএব শাকটায়নকে গার্গ্যের বর্ষীয়ান্ সামসময়িক বলা যায়।

গার্গ্যমুনি গর্গবংশসম্ভূত। ইনি প্রশ্নোপনিষদের 'সৌর্য্যায়ণী গার্গ্য' কি না তাহা অনুসন্ধেয়। বৃহদারণ্যকের গার্গী বাচক্নবী ইঁহার কে ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে মনে হয়, ইনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। গার্গ্যের ব্যাকরণ 'অক্ষরতন্ত্রসূত্র' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সাধারণভাবে ইহাকে 'গার্গীয় ব্যাকরণ' বলা যায়। পাণিনি অনেকবার গার্গ্যের নাম করিয়াছেন, যেমন—"অড্ গার্গ্যগালবয়োঃ" (৭।৩।৯৯),

"ওতো গার্গ্যস্য" (৮।৩।২০), এবং "নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্" (৮।৪।৬৭)। পাণিনিমুনি মহর্ষি গার্গ্যের অক্ষরতন্ত্রসূত্র অবশ্যই দেখিয়াছেন, তবে কতদিন পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থ বা সম্প্রদায় তিরোহিত হইয়াছে তাহা এখন বলা সুকঠিন। বাস্কলি ভারদ্বাজ শব্দশাস্ত্রে গার্গ্যের আচার্য্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পূর্ব্বভাগে লিখিত আছে—

> "বাস্কলিস্তু ভারদ্বাজস্তিস্রঃ প্রোবাচ সংহিতাঃ।
> ত্রয়স্তস্যাভবঞ্ছিষ্যা মহাত্মানো গুণান্বিতাঃ॥
> ধীমাংশ্চ ত্বাপনীপশ্চ পন্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান্।
> তৃতীয়শ্চার্জ্জবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ॥
> বীতরাগা মহাতেজাঃ সংহিতাজ্ঞানপারগাঃ।
> ইত্যেতে বহ্বৃচাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ॥" (৩৫অ০)।

পন্নগারি গার্গ্যের নামান্তর। সম্ভবতঃ অনার্য্য নাগজাতির উচ্ছেদসাধনে উদ্যোগাতিশয়হেতু অথবা বিষবিদ্যায় পারদর্শিতাহেতু তিনি এইরূপ উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। শাকল্যের ঋগ্বেদীয় পদপাঠ যেমন প্রসিদ্ধ, গার্গ্যের সামবেদীয় পদপাঠও তদ্রূপ। গার্গ্যমুনি শাকল্যের পরবর্ত্তী বলিয়া ইহাতে অনেক নূতনত্ব দৃষ্ট হয়। নিরুক্তের অনেক স্থানে যাস্ক তাঁহার নাম করিয়াছেন, যেমন—"উপসর্গা উচ্চাবচা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ" (১।৩) ইত্যাদি।

শাকটায়নের মতবাদ ও গার্গ্যের প্রতিবাদ এবং তাহাতে যাস্কের সিদ্ধান্ত

উপসর্গের লক্ষণ লইয়া শাকটায়ন ও গার্গ্যের মতভেদ ছিল। সেইজন্য নিরুক্তে মহর্ষি যাস্ক লিখিয়াছেন—"ন নির্ব্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ। নামাখ্যাতয়োস্তু কর্ম্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি। উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ। তদ্ য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তং নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্। আ ইত্যর্ব্বাগর্থে। প্রপরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্। অভীত্যাভিমুখ্যম্। প্রতীত্যেতস্য প্রতিলোম্যম্। অতিস্বিত্যভিপূজিতার্থে। নিদুরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্। ন্যবেতি বিনিগ্রহার্থীয়ৌ। উদিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্ সমিত্যেকীভাবম্। ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্। অন্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবম্

অপীতি সংসর্গম্। উপেত্যুপজনম্। পরীতি সর্ব্বতোভাবম্। অধীত্যুপরিভাবমৈশ্বর্য্যং বা। এবমুচ্চাবচানর্থান্ প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ" (১৷৩৷৩-২২)। 'উপেক্ষিতব্যাঃ' অর্থাৎ 'তে চ কস্মিন্নর্থ ইতি তদ্বাক্যমুপগম্য ঈক্ষিতব্যাঃ' (স্কন্দস্বামী)। দুর্গাচার্য্যও বলিয়াছেন—'কঃ কস্মিন্নর্থে বর্ত্তত ইত্যেবং দ্রষ্টব্যাঃ পরীক্ষ্যা ইত্যর্থঃ।' শাকটায়নের হৃদ্গত অভিপ্রায় বুঝাইবার জন্য বৃত্তিকার দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"নামাখ্যাতয়োরেবার্থবিশেষ উপসর্গসংযোগে সতি ব্যজ্যতে। যথা প্রদীপসংযোগে দ্রব্যস্য গুণবিশেষোঽভিব্যজ্যমানো দ্রব্যাশ্রয় এব ভবতি, ন প্রদীপাশ্রয়ঃ...'প্রদীপবদনর্থকা উপসর্গাঃ' ইতি।" যাস্ক এস্থলে গার্গ্যপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। গার্গ্যের অভিপ্রায় উদ্ঘাটন করিবার জন্য বৃত্তিকারও লিখিয়াছেন—"প্রদীপোঽপি স্বেনার্থেন প্রকাশাখ্যেনার্থবানেব, সত্যপি চার্থবত্ত্বে প্রকাশ্যমর্থমাধারভূতং প্রত্যায়য়ন্ স্বাং প্রকাশনশক্তিমভিব্যনক্তি। এবমুপসর্গা অর্থবন্তোঽপি সন্তঃ স্বার্থামভিধানশক্তিমনেকপ্রকারাং বিদ্যমানামপি স্বার্থাভিধানশক্ত্যাধারভূতে নামাখ্যাতে প্রত্যায্য অভিব্যঞ্জয়েয়ুঃ।" (নিরুক্তবৃত্তি ২৬-২৭ পৃ০ দাধিমথ স০)। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহোদয় লিখিয়াছেন—"শাকটায়ন says that Upasargas when detached from nouns or verbs do not distinctly express a sense. গার্গ্য, who is in advance of শাকটায়ন, says that they express a variety of senses. যাস্ক agrees with গার্গ্য। But পাণিনি says: They are Nipatas or particles, they are Upasargas or prefixes when joined to verbal actions, Gatis if the verbal roots to which they are attached become nouns, and Karma-pravachania (post-positions) when they are detached and govern nouns."

পাচকাদিশব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে সাধিত হইয়াছে। প্রত্যয় নানাবিধ, কিন্তু প্রকৃতি দ্বিবিধ—নাম এবং ধাতু। সেইজন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ বলিয়াছেন—

"নিরুক্তা প্রকৃতি র্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।
নামপ্রকৃতিকশ্চৈব ধাতুপ্রকৃতিকস্তথা॥"

যাহা নাম তাহাই কলাপের লিঙ্গ। শাব্দিকগণ বলেন—'লিঙ্গ্যতে চিহ্ন্যতেঽনেনেতি লিঙ্গম্'। কাতন্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"ধাতুবিভক্তিবর্জ্জমর্থবল্লিঙ্গম্" (চ ১)। নাম বা লিঙ্গ পাণিনিনয়ে প্রাতিপদিক বলিয়াই অধিকতর প্রসিদ্ধ। শাব্দিকগণ বলেন—'পদং পদং প্রতীতি বীপ্সার্থে প্রতিপদম্, প্রতিপদং গৃহ্লাতীতি প্রাতিপদিকং

পদস্যৈকাংশ ইত্যর্থঃ'। পাণিনি বলিয়াছেন—"অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্" (১।২।৪৫)। অতএব যাহার অর্থ থাকিলেও বিভক্তি নাই এবং যাহা ধাতু নহে তাহাই নাম লিঙ্গ বা প্রাতিপদিক।

ক্রিয়াই ধাতুর অর্থ। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—'ধাত্বর্থঃ ক্রিয়া'। ধাতু দ্বিবিধ—ক্রিয়াবচন এবং ভাববচন। ক্রিয়াবচন ধাতু লইয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"কথং পুনর্জ্ঞায়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাদয় ইতি? যদেতেষাং করোতিনা সামানাধিকরণ্যম্। কিং করোতি? পচতি। কিং করিষ্যতি? পক্ষ্যতি।" (১।৩।১)।" ইহাই ক্রিয়ার সাধ্যতাবস্থা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধাতু ভাববচনও হইতে পারে। ভাবসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতিজন্যবোধে প্রকারো ভাবঃ' (ভট্টোজি ৫।১। ১১৯, সি° কৌ°)। ইহা ক্রিয়ার সিদ্ধতাবস্থা। এই দুইটী অবস্থা লইয়া দীপিকায় ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

> "ক্রিয়ায়াঃ সাধ্যতাবস্থা সিদ্ধতা চ প্রকীর্ত্তিতা।
> সিদ্ধতা দ্রব্যমিচ্ছন্তি তত্রৈবেচ্ছন্তি ঘঞ্ বিধিম্॥"

ধাতু অবশ্য ভাববচন হইতে পারে, কিন্তু ভাব ত কখনও সুস্থির নহে। যাহা ভাব তাহার জাগতিক সত্তা আছে এবং যাহার জাগতিক সত্তা আছে তাহার বিকার বা পরিণাম ভগবান্ বার্ষ্যায়ণির মতে অবশ্যম্ভাবী। মহাভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে—"ন হীহ কশ্চিৎ স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমবতিষ্ঠতে। বর্দ্ধতে বা যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে" (কীল্হর্ণ্ ২য় খণ্ড ১৯১ পৃ°)। সেইজন্য ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন—

> "সৈব ভাববিকারেষু ষডবস্থাঃ প্রপদ্যতে।
> ক্রমেণ শক্তিভিস্তাভিরেবং প্রত্যবভাসতে॥" (বাক্য° ৩।৩৬)।

সুতরাং ভাববচনধাতুর ক্রিয়া সিদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ উদার নহে বলিয়া তন্নিষ্পন্ন শব্দসমূহের প্রাতিপদিকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন—'পচ্' একটী ধাতু, আর 'পচন' বা 'পাক' একটী প্রাতিপদিক।

প্রাতিপদিক বা নাম ধাতু না হইলেও ধাতুজ হইতে পারে। 'পাক' শব্দ ধাতু নহে সত্য, কিন্তু ইহাকে ধাতুজ বলিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে—সকল নামই কি ধাতুজ? ইহা লইয়া শাকটায়ন ও গার্গ্যের মতভেদ ছিল। ইহাদের গ্রন্থ পাওয়া যায় না, তবে যাস্কের নিরুক্তে উভয়মতের সারাংশ উপনিবদ্ধ আছে। মহর্ষি শাকটায়নের মতে পদার্থ দ্রব্যপ্রধান হউক বা গুণপ্রধান হউক, উহা যখন জাগতিক ভাবের অর্থাৎ সত্তার অধীন তখন ধাত্বর্থ ক্রিয়াও উহাতে অন্তর্লীনরূপে

হইয়া আছে, সুতরাং নামমাত্রকেই ধাতুজ বলিতে হইবে। এইরূপ চিন্তাধারা লইয়া তিনি সমস্ত নামের ধাতুজত্ব দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার ব্যাকরণে কৃৎসূত্র উণাদিসূত্র এবং প্রয়োজনস্থলে উহনদ্বারাও সমস্ত নামের ধাতুজত্ব প্রদর্শনে যত্নবান্ হন। নৈরুক্তগণ (Etymologists) কর্ত্তৃক শাকটায়ন সমর্থিত হইলেও মহর্ষি গার্গ্য এবং আরও কতকগুলি বৈয়াকরণ তাঁহার কথায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। সেইজন্য মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন—"তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। ন সর্ব্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে"। (১।১২।২-৩ নিরুক্ত)। নামের ধাতুজত্ব লইয়া যাস্কীয় সিদ্ধান্ত সহ এই দুইটী শাব্দিক ঋষিসম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

শাকটায়ন বলেন—"সর্ব্বাণি নামান্যাখ্যাতজানি" অর্থাৎ প্রাতিপদিকমাত্রই ধাতুজ। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে—কেবল পাচক-কারকাদি প্রত্যক্ষক্রিয় শব্দ নহে, অশ্ব-গো-প্রভৃতি প্রকল্প্যক্রিয় শব্দ এবং ডিত্থডবিত্থাদি * অবিজ্ঞাতক্রিয় শব্দও ব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিক। অতএব অবয়বার্থের সহিত অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয় শক্তিলভ্য অর্থের সহিত সমুদায়ার্থ সর্ব্বাবস্থায় অন্বিত না থাকিলেও সে শব্দকে ধাতুজ বলিতে হইবে। ভাল, যে সকল শব্দ অবিজ্ঞাতক্রিয় তাহাদের ধাতুজত্ব কিরূপে কল্পিত হইতে পারে? শাকটায়নের মতে সে সকল স্থলে উহন করা আবশ্যক, নচেৎ মনুষ্যপ্রযুক্ত শব্দসমূহ পশুপক্ষীর চীৎকারবৎ হইয়া পড়িবে।

উহনসম্বন্ধে ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকে স্মৃত হইয়াছে—"যন্ন বিশেষপদার্থসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্।" কৈয়ট বলিয়াছেন—'পদমর্থঃ প্রয়োজনং যস্য ব্যুৎপাদ্যত্বেন স পদার্থঃ প্রকৃত্যাদিবিশেষশ্চাসৌ পদার্থস্তস্মাদ্ যন্ন সমুত্থিতং বিশিষ্টপ্রকৃতিপ্রত্যয়োৎপাদনেন ব্যুৎপাদিতমিত্যর্থঃ'। কাশিকায় উক্ত শ্লোকের 'পদার্থবিশেষসমুত্থম্' এইরূপ পাঠান্তর আছে। জিনেন্দ্রবুদ্ধি লিখিয়াছেন—'প্রকৃতিঃ প্রত্যয়শ্চ পদার্থস্তস্য বিশেষঃ। সমুত্থঃ সমুত্থানং প্রাদুর্ভাবঃ। পদার্থবিশেষাৎ সমুত্থঃ প্রাদুর্ভাবো যস্য তৎ পদার্থবিশেষসমুত্থম্।' প্রথমপাঠটীই সুষ্ঠুতর বলিয়া মনে হয়। মহাভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যাবকাশে স্মৃত হইয়াছে—"অথ যস্য বিশেষপদার্থো ন সমুত্থিতঃ কথং তত্র ভবিতব্যম্? প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা প্রত্যয় ঊহিতব্যঃ প্রত্যয়ং চ দৃষ্ট্বা প্রকৃতিরূহিতব্যা।" উণাদিশাস্ত্রানুসারে ইহার

* 'ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী, ডবিত্থস্তন্ময়ো মৃগঃ'

তাৎপর্য্য ও উদাহরণ এইরূপ—"যৎ পুনঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিশেষমুপাদায় ন ব্যুৎপাদিতং শব্দরূপং তস্যাপি ধাতুজত্বমূহনদ্বারেণ বেদিতব্যম্। ন হ্যনিরূপিত-প্রকৃতিপ্রত্যয়তঃ শক্যং ধাতুজত্বং কস্যচিন্নিশ্চেতুমিতি কিমত্রাযুক্তম্? যত্র প্রসিদ্ধ-প্রত্যয়াবয়বেন শব্দান্তরেণ কস্যচিদ্ ভাগস্য সারূপ্যমনুভূয়তে তত্র প্রত্যয়মবলোক্য পরিশিষ্টো ভাগঃ প্রেক্ষিতব্যঃ প্রকৃতিত্বেনোন্নেতব্যঃ। 'যথোষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্ (উণ্. ২।১৬১) ইতি থন্প্রত্যয়ান্তমোষ্ঠাদিকং প্রসিদ্ধপ্রত্যয়াবয়বম্। তেন চ ডিত্থডবিত্থ-শব্দয়োঃ কিঞ্চিৎ সারূপ্যমস্তি। তথৈষামিব হি তেষাং থশব্দোঽবয়বো বিশিষ্টদেশবর্ত্তী বিদ্যতে। তত্র থন্প্রত্যয়ান্তে শব্দরূপে যো দৃষ্ট'স্থ'শব্দঃ প্রত্যয়সংজ্ঞকস্তৎসাদৃশ্যাড্ ডিত্থডবিত্থশব্দস্থং থশব্দং প্রত্যয়মবধার্য্য ততঃ পরিশিষ্টস্তয়ো র্ভাগো ডিড্ডবিদিতি চ ধাতুত্বেনোহ্যঃ। ততশ্চৈবং সূত্রং কর্ত্তব্যং 'ডীঙস্থন্ ডিড্ডবিচ্চে'তি। ডীঙ্ গতৌ ধাতূনামনেকার্থত্বাদিত্যস্মাৎ থন্প্রত্যয়ঃ। ডীঙশ্চ ডিড্ডবিদিত্যেতাবাদেশৌ ভবতঃ। যত্র তু শব্দরূপে নির্জ্ঞাতধাত্ববয়বেন শব্দান্তরেণ কিঞ্চিদ্ ভাগগতং সারূপ্যমস্তি তত্র প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা পরিশিষ্টো ভাগঃ প্রত্যয়ত্বেনোহিতব্যঃ। যথা—ঋতমিতি দৃষ্টং শব্দরূপং প্রসিদ্ধপ্রকৃত্যবয়বম্। তেন ঋফিডশব্দস্য ঋফিড্ডশব্দস্য চ কিঞ্চিদ্ ভাগগতং সারূপ্যমস্তি। উভয়েষাং তেষমৃকারাদিত্বাৎ। তত্র নিষ্ঠাপ্রত্যয়ান্ত ঋতশব্দে য ঋকারাবয়বো ধাতুসংজ্ঞকস্তৎসাদৃশ্যাদৃফিডঋফিড্ড-শব্দস্থং চ ঋবর্ণং ধাতুমবধার্য্য ততঃ পরিশিষ্টস্তয়ো র্ভাগঃ ফিড ইতি ফিড্ড ইতি চ প্রত্যয়ত্বেনোহ্যঃ। ততশ্চৈবং সূত্রং কর্ত্তব্যম্—"অর্ত্তেঃ ফিডফিড্ডাবি"তি। ঋ গতাবিত্যস্মাৎ ফিডফিড্ডৌ প্রত্যয়ৌ ভবতঃ। ঋফিড ঋফিড্ডঃ। গুণঃ পূর্ব্বোক্তাৎ কারণান্ন ভবতি। অথবা কিতাবেবৈতৌ প্রত্যয়ৌ বিধাতব্যৌ। এবং হি প্রকৃতিপ্রত্যয়াবূহিত্বা তস্য শব্দরূপস্য ধাতুজত্বমূহিতব্যম্। যৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়বিশেষাবয়বানুগতং ন তদ্ধাতুজত্বং ব্যভিচরতি যথা কর্ত্তব্যং করণীয়মিত্যেব-মাদয়ঃ শব্দাঃ। উহ্যমিত্যনুজ্ঞাতব্যম্।"

'উহঃ খলু কর্ত্তব্যঃ, কর্ত্তব্যোপি যত্র ক্বচিত্তু ন। কিং তর্হি?' এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া ব্যাঘ্রভূতির 'নাম চ ধাতুজমাহ......' ইত্যাদি শ্লোক উল্লেখ করিবার পর পতঞ্জলি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনুবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু॥" (৩।৩।১)।

অভিপ্রায় এইরূপ—"যে শব্দাঃ সাধুত্বেন প্রসিদ্ধাস্তেষু সংজ্ঞাশব্দেষু প্রকৃতিপ্রত্যয়-

কল্পনয়া সুহঃ কর্ত্তব্যো নান্যত্র। তত্র ধাতুরূপাণি কল্পয়িতব্যানি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে কল্পয়িতব্যা ইতি শেষঃ। কার্য্যাদ্ গুণাভাবাদিকাদ্ বিদ্যাজ্, জ্ঞানীয়াদনুবন্ধং ককারাদিকম্। এতদনন্তরোক্তং শাস্ত্রমুণাদিষু। শাস্ত্রোপনিবন্ধনত্বাচ্ছাস্ত্রবিষয়ত্বাদ্ বা শাস্ত্রমিত্যুক্তম্।"

পাণিনির "অব্যয়াদাপ্সুপঃ" (২।৪।৮২) সূত্রানুসারে অব্যয়েরও প্রাতিপদিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শাকটায়নের মতে প্রাতিপাদকমাত্রই ধাতুজ বলিয়া অব্যয়ও ধাতুজ। সেইজন্য সংক্ষিপ্তসারের 'কৃচ্ছেষোঽব্যয়পাদঃ' প্রকরণে উহনাদি দ্বারা 'চ' 'বা' 'তু' 'হি' প্রভৃতি অব্যয়েরও ধাতুজত্ব দর্শিত হইয়াছে।

শাকটায়নের 'সর্ব্বাণি নামান্যাখ্যাতজানি' এই মতবাদ গার্গ্যের নিকট অসহ্য। তিনি বলেন—'ন সর্ব্বাণি'। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে—পাচককারকাদি প্রত্যক্ষক্রিয় যৌগিক * শব্দ ধাতুজ হইলেও ডিত্থডবিত্থাদি বা মণ্ডপাদি অবিদ্যমানক্রিয় রূঢ় † বা যৌগিকরূঢ় ‡ শব্দ অর্থাৎ সাঙ্কেতিক শব্দসমূহ এবং অশ্বগোপ্রভৃতি প্রকল্প্য ক্রিয় যোগরূঢ় § শব্দ অব্যুৎপন্নপ্রাতিপাদিক। কারণ প্রকৃতিপ্রত্যয়হীন ডিত্থডবিত্থাদিশব্দের কোনও অবয়বার্থ শাস্ত্রানুসারে পাওয়া যায় না, আর অশ্বগোপ্রভৃতি

* যৌগিকত্ব লইয়া শাব্দিকগণ বলেন—প্রকৃতিপ্রত্যয়শক্তিমপেক্ষ্যার্থবোধকত্বং যৌগিকত্বম্'। পাচক-কারকাদিশব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ পরস্পর অন্বিত বলিয়া ইহাদিগকে যৌগিক বলা হয়।

† রূঢ়ত্ব লইয়া বলা যায়—'প্রকৃতিপ্রত্যয়শূন্যত্বমব্যুৎপন্নত্বং রূঢ়ত্বং বা'। গার্গ্য উহন স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট ডিত্থডবিত্থাদি শব্দ অবিদ্যমানক্রিয়। গার্গ্যমতে যৌগিকরূঢ় বা রূঢ়যৌগিক শব্দও অবিদ্যমানক্রিয়, সুতরাং রূঢ়।

‡ যৌগিকরূঢ়ত্ব লইয়া উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতিপ্রত্যয়শক্তিমনপেক্ষ্যার্থবোধকত্বং যৌগিকরূঢ়ত্বম্'। যখন সমুদায় শক্তির সহিত অবয়বশক্তির কোনও সম্বন্ধ থাকে না তখন ঐ নাম যৌগিকরূঢ় বলিয়া অভিহিত হয়, যেমন—গৃহবিশেষার্থে মণ্ডপশব্দ। অবয়বশক্তিদ্বারা মণ্ডপশব্দ মণ্ডপানকর্ত্তাকে বুঝায়, আর সমুদায় শক্তিদ্বারা উহা গৃহবিশেষকে বুঝায়, সুতরাং এস্থলে 'মণ্ডপ' শব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে যখন মণ্ডপশব্দদ্বারা মণ্ডপানকর্ত্তা উদ্দিষ্ট হন তখন উহাকে প্রত্যক্ষক্রিয় যৌগিক শব্দ বলিতে হইবে।

§ যোগরূঢ়ত্বসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতিপ্রত্যয়শক্তিমনপেক্ষ্য সমুদায়শক্ত্যৈকপদার্থবোধকত্বং যোগরূঢ়ত্বম্'। যে নামের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ কেবল পদার্থবিশেষে অন্বিত থাকে তাহাকে যোগরূঢ় বলে, যেমন—অশ্ব, গো, পঙ্কজ ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, এ সকল শব্দের সমুদায়ার্থ সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিপ্রত্যয়ঘটিত অর্থের অনুগত নহে।

উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের অবয়বার্থ সর্ব্বাবস্থায় সমুদায়ার্থের সহিত অন্বিত নহে। ঔণাদিকসম্বন্ধে গার্গীয় মতের প্রপঞ্চপূর্ব্বক সুপদ্মমকরন্দে বিষ্ণুমিশ্র লিখিয়াছেন—"উণাদিপ্রত্যয়ান্তাঃ শব্দা অব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি রূঢ়া ইত্যর্থঃ। ঔণাদিকা হি সংজ্ঞাশব্দাস্তে চ ব্যুৎপত্তিমন্তরেণ লোকে বিশিষ্টবিষয়তয়া প্রসিদ্ধাঃ। ন চ তেষাং ব্যুৎপত্তিঃ কর্ত্তুং শক্যতে, আনন্ত্যাৎ। কৃতাং তু প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগো দর্শিত এব ; অত্র তেষাং শক্তেঃ। নমু, সূত্রমেব প্রণীয়তামিতি চেৎ ? যুক্তমুক্তম্, বালব্যুৎপত্তয়ে সূত্রপ্রণয়নম্। যে পুনর্ব্যুৎপত্তিমাদ্রিয়ন্তে যদৃচ্ছাশব্দানাং তেঽপি কার্ৎস্ন্যেন প্রকৃতিপ্রত্যয়াদীন্ দর্শয়িতুং ন শক্তাঃ, রূঢ়িমেব প্রতিপদ্যন্তে যত্র কচন।" (৮০২ পৃ০ ত্রৈলোক্য স০)। এস্থলে ব্যাঘ্রভূতির কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। শ্লোকবার্ত্তিকে তিনি বলিয়াছেন—"বাহুলকং প্রকৃতেস্তনুদৃষ্টেঃ প্রায়সমুচ্চয়নাদপি তেষাম্। কার্য্যসশেষবিধেশ্চ তদুক্তম্……॥" (৩।৩।১ ভাষ্য)।

কোন্ নাম ধাতুজ এবং কোন্ নাম ধাতুজ নহে তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য গার্গ্য বলিয়াছেন—"তদ্ যত্র স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাম্, সংবিজ্ঞাতানি * তানি, যথা গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তীতি।" অর্থাৎ যে সকল নামের উদাত্তাদি স্বর এবং প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ ব্যাকরণের সূত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহারাই ধাতুজ বা যৌগিক, কিন্তু গো অশ্ব পুরুষ প্রভৃতি শব্দ সংবিজ্ঞাত অর্থাৎ সাঙ্কেতিক বা রূঢ়। অতএব গার্গ্যের মতে দুর্গাচার্য্যের প্রকল্প্যক্রিয় এবং অবিজ্ঞাতক্রিয় বা অবিদিতক্রিয় নামের কোনও পার্থক্য নাই, আর শব্দসংস্কারের জন্য যোগরূঢ়ত্ব বা যৌগিকরূঢ়ত্ব কেবল রূঢ়ত্বপক্ষেই নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য গার্গ্যপক্ষের যে সকল উক্তি আছে এবং গার্গ্যপক্ষীয় উক্তি খণ্ডন করিবার জন্য যাস্কীয় যুক্তির সহিত শাকটায়নপক্ষের যে সকল প্রত্যুক্তি আছে তৎসমুদায় নিরুক্তাদি গ্রন্থ হইতে আমাদের বক্তব্যসহকারে উপস্থাপিত হইতেছে—

(১) "অথ চেৎ সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি নামানি স্যু র্যঃ কশ্চ তৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ

* 'সংবিজ্ঞাতানি' এই পদটী দুর্গাচার্য্যের বৃত্তিতে দুইভাবে যোজিত হইয়াছে। প্রথম ভাবের যোজনায় 'যথা' পদের পূর্ব্বে 'ন পুনঃ' এই অংশ অধ্যাহৃত হওয়ায় আমরা উহা গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় ভাগের যোজনানুসারে মূলের অনুবাদ করিলাম। আমাদের এরূপ অনুবাদে স্কান্দ ভাষ্যের সম্পূর্ণ আনুকূল্য আছে।

সর্ব্বং তৎ সত্ত্বং তথাঽঽচক্ষীরন্—যঃ কশ্চাধ্বানমশ্নুবীতাশ্বঃ স বচনীয়ঃ স্যাদ্, যৎ কিঞ্চিৎ তৃন্দ্যাৎ তৃণং তৎ।” অর্থাৎ ‘নামঘটকধাতুবাচ্য ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া নামকরণ হইলে অনেক বস্তুতে এক ক্রিয়ার সম্বন্ধহেতু অনেক বস্তুরই এক নাম হইতে পারে, যেমন—অশ্ ধাতুসূচিত অধ্বব্যাপ্তিহেতু অর্থাৎ পথের সহিত সম্বন্ধহেতু ঘোটকের নাম ‘অশ্ব’ হইলে অন্যান্য যে সকল জীবের অধ্বব্যাপ্তি আছে তাহাদেরও ‘অশ্ব’নাম হওয়া উচিত ; আবার যেমন—পশুকর্তৃক হিংসিত হয় বলিয়া হিংসার্থক তৃদ্‌ধাতু হইতে যদি ‘তৃণ’শব্দ ব্যুৎপন্ন হয় তাহা হইলে অন্য যে কোনও বস্তু হিংসার বিষয় হইয়া থাকে তাহাকেও ‘তৃণ’ বলা উচিত। ইহাই নামমাত্রের ধাতুজত্বে গার্গ্যের প্রথম আপত্তি।

ইহার উত্তরে শাকটায়নপক্ষে উক্ত হইয়াছে—“যঃ কশ্চ তৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ সর্ব্বং তৎ সত্ত্বং তথাঽঽচক্ষীরন্নিতি পশ্যামঃ সমানকর্ম্মণাং নামধেয়প্রতিলম্ভমেকেষাং নৈকেষাং যথা তক্ষা পরিব্রাজকো জীবনো ভূমিজ ইতি।” নিরুক্তের স্কান্দভাষ্যে লিখিত আছে—‘প্রত্যয়স্য রূঢ়িশব্দত্বাৎ পশ্যামঃ সমানকর্ম্মণাং নামধেয়প্রতিলম্ভ-মেকেষাং নৈকেষাম্। যথা ‘তক্ষা’ ইতি শিল্পোবোচ্যতে, ন তক্ষ্ণুবন্নপ্যন্যঃ। পরি-ব্রাজক ইত্যাশ্রমবিশেষস্থ এবোচ্যতে, ন পরিব্রজন্নপ্যন্যঃ। জীবন ইতি সাগ্নিরঙ্গার এবোচ্যতে, ন জীবন্নপ্যন্যঃ। ভূমিজ ইতি গ্রহবিশেষ এবোচ্যতে, ন ভূম্যাং জাতোঽপ্যন্যঃ।’ দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—“জীবন ইক্ষুরসঃ শাকজাতির্বা। ভূমিজোঽঙ্গারকো বৃক্ষো বা”। শাকটায়নপক্ষীয় উক্তির অভিপ্রায় এইরূপ—‘বস্তুগত ক্রিয়ার ধর্ম্মানুসারে নামকরণ হইলে অনেক বস্তুর একই ক্রিয়া থাকায় অনেকের এক নাম হইতে পারে—এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ তুল্যকর্ম্মীদের মধ্যে তত্তৎকর্ম্ম দ্বারা মাত্র কতকগুলিরই নামকরণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন অনেকেই তক্ষণ বা পরিব্রজন করিলেও কেবল সূত্রধরকে (ছুতারকে) তক্ষা বা মস্করীকে পরিব্রাজক বলা হয়। কেন ঐরূপ বলা হয় তাহা শাকটায়নকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। কারণ তিনি ঐ সকল শব্দের প্রযোক্তা নহেন। এক ক্রিয়ার সহিত অনেকের সম্বন্ধ থাকিলেও সেই ক্রিয়া দ্বারা কাহারও নাম হয় এবং কাহারও হয় না—ইহা লোকপ্রসিদ্ধি এবং শব্দস্বভাবমাত্র। গার্গ্যই কি বলিতে পারেন—তদুক্ত কোনও সাঙ্কেতিক শব্দ অর্থান্তরে সঙ্কেতিত না হইয়া অর্থবিশেষে সঙ্কেতিত হইল কেন অর্থাৎ অশ্বশব্দ হরিণে রূঢ় না হইয়া ঘোটকে রূঢ় হইল কেন ? এরূপ প্রশ্নে তিনি লোকপ্রসিদ্ধির এবং শাব্দস্বভাবের শরণাপন্ন হইবেন। কিন্তু

শাকটায়নের পক্ষেই বা ঐ দুইটীর শরণাপন্ন হওয়ায় বাধা কি? কারণ তাঁহার পক্ষেও বলা যায় যে, বহুলোকে তক্ষণ বা পরিব্রজন করিলেও লোকপ্রসিদ্ধি-বশতঃ সূত্রধর 'তক্ষা' নামে এবং সন্ন্যাসী 'পরিব্রাজক' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। শাকটায়ন বরঞ্চ আরও বলিতে পারেন যে, ক্রিয়াতিশয় বা ক্রিয়াপ্রাধান্য কখনও কখন ঐরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধির ও শাব্দস্বভাবের অবলম্বন হইয়া থাকে।

উভয়মতের সারসঙ্কলন অসঙ্গত নহে। গার্গ্যসম্প্রদায় বলেন—'গো অশ্ব প্রভৃতি প্রকল্প্যক্রিয় শব্দের ধাতুজত্ব বা তদনুসারে অন্বর্থতা স্বীকার করা অসম্ভব। গমনার্থক গম্‌ধাতুর উত্তর কর্তৃত্ববাচক ডোস্‌প্রত্যয় করিয়া গোশব্দ সাধিত হইলে উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইবে--গমনকর্ত্তা। ইহা স্বীকার করিলে গমনশীল যে কোনও জীবে বা পদার্থে উহার প্রয়োগ হইতে পারে, অথচ বস্তুতঃ গোব্যতিরিক্ত অন্য কোনও স্থলে উহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত উপলব্ধ নহে। অতএব এরূপ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ কি দুর্ব্বার নহে?

যোগরূঢ় শব্দের অবয়বশক্তি কেবল স্থলবিশেষে সমুদায়শক্তির সহিত অন্বিত থাকিলেও যৌগিকরূঢ় শব্দে উহাদের অন্বয় কল্পনাযোগ্যও নহে। যেমন মণ্ডপশব্দ অবয়বশক্তিদ্বারা মণ্ডপানকর্ত্তাকে এবং সমুদায়শক্তিদ্বারা গৃহবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। এ দুইটির অন্বয় কি সম্ভবপর? অতএব প্রকল্প্যক্রিয় শব্দরাশি ধাত্বনুসারে প্রবৃত্ত না হওয়ায় তাহাদিগকে ধাতুজ বলিবার পরিবর্ত্তে রূঢ় বা সাঙ্কেতিক বলাই সঙ্গত।'

এ সকল কথার উত্তরে শাকটায়নসম্প্রদায়ের পক্ষে বলা যায়—'ব্যুৎপত্তি-নিমিত্তের সঙ্কোচবিধানপূর্ব্বক প্রয়োগনিমিত্তের পদ্ধতি চিরকাল বিদ্যমান আছে। এমন কি, বেদেও এইরূপ নামকরণ শ্রুত হইয়া থাকে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—"যন্নবমৈৎ তন্নবনীতমভবদ্ যদসর্পৎ তৎসর্পিরভবদ্ যদম্রিয়ত তদ্ঘৃত-মভবৎ" (২।৩।১০)। ইহার ভাষ্যে লিখিত আছে "যস্মাৎ কারণাদ্ দধ্ন উদ্‌ম্রিয়মাণং সন্নবমৈন্নবং নূতনং রূপমভবৎ তস্মান্নবং চ তন্নীতং চেত্যুক্তং তস্য সার-পিণ্ডস্য 'নবনীত'নাম সম্পন্নম্। যস্মাৎ কারণাদগ্নিসম্পর্কে সতি পিণ্ডো বিলীয়-মানোঽসর্পৎ প্রসৃতোঽভূৎ তস্মাৎ সর্পিরিতি নাম। যস্মাৎ প্রসৃতস্য শীতলপাত্র-স্থাপনেন তৎ পুনরম্রিয়ত তদ্‌ঘনীভূতমভবৎ তস্মাদ্ ঘৃতমিতি নাম। ঘৃ ক্ষরণ-দীপ্ত্যোরিতি ধাতো র্নৈতদ্রূপং কিন্তু ঘৃতমিত্যত্র ধকারস্য ঘকারাদেশঃ।" অনেক বস্তু ধৃত হইলেও বেদ কেবল ঘনীভূত সর্পিকে ঘৃত বলিয়াছেন। 'ঘৃত' শব্দ আজ্যে রূ

তথাপি বেদে ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতু হইতে 'ঘৃত'শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। বেদ স্পষ্ট বলিয়াছেন—'যদধ্রিয়ত তদ্ ঘৃতমভবৎ'। সাধারণ ক্রিয়া দেখিয়া তদনুসারে কোনও দ্রব্যবিশেষের নামকরণ যদি শ্রুতিসিদ্ধ হয় তাহা হইলে ভাষায় উহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনই বা দোষাবহ হইবে কেন? আর শব্দের স্বভাব এবং লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে যে বস্তুর যে নাম প্রচলিত আছে তাহার পরীক্ষা করিয়াই পরীক্ষকগণ চরিতার্থ হন। অভিধান কৃৎতদ্ধিতসমাসের নিয়ামক হয় হউক, কিন্তু সেজন্য অভিধাননিয়মিত শব্দের পরীক্ষায় দোষ কি? অভিধানবশতঃ আমরা ঘনীভূত আজ্যকে ঘৃত বলি এবং শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"সর্পি র্বিলীনমাজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং ঘৃতং বিদুঃ", কিন্তু ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতু হইতে 'ঘৃত' হইয়াছে বলিলে কি অভিধানের ব্যাঘাত হয়?

পূর্ব্বে মণ্ডপানের জন্য সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থদের 'মণ্ডপগৃহ' নামে একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকিত এবং সংক্ষেপার্থ উহাকে তাঁহারা 'মণ্ডপ' বলিতেন। তারপর মণ্ডপানের প্রথা পরিত্যক্ত বা তিরোহিত হইলেও গৃহবিশেষের 'মণ্ডপ'নাম থাকিয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে সংক্ষেপকরণের প্রবৃত্তি কেবল লোকসিদ্ধ নহে, শাস্ত্রসিদ্ধও বটে। 'বলাদতীতঃ' এ বাক্যস্থ বকার এবং তকার লইয়া শাস্ত্রে 'বত'শব্দ দুর্ব্বলে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজিভাষায় ইহা Syncopation বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা বলেন—'জয়ং পুণ্যং চ কুরুতে' এই বাক্যের 'পুণ্যং চ কুরু' এই অংশ লোপ করিয়া এবং 'তে' এই অংশের একার ঈকারে পরিণত করিয়া 'জয়ন্তী' নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে। দধিবিক্রেতা হাঁকিয়া থাকে—'চাই দহী' আর ক্রেতা বলে—'এ দহী ইধার আও'। দধি কখনও 'ইধার' আসিতে পারে না, দধিবিক্রেতাই আসিয়া থাকে। সুতরাং সংক্ষেপে শব্দ প্রয়োগ করার জন্য বৈয়াকরণগণ প্রষ্টব্য হইতে পারেন না *, কারণ তাঁহারা উহার প্রযোক্তা নহেন। অতএব শব্দপরীক্ষকগণের প্রতি দোষারোপ না করিয়া শব্দপ্রযোক্তৃগণের ত্রুটি সংশোধনেই গার্গ্যসম্প্রদায়ের যত্নবান্ হওয়া উচিত।'

(২) 'অথাপি চেৎ সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি নামানি স্যু র্যাবদ্ভি র্ভাবৈঃ সংপ্রযুজ্যতে তাবদ্ভ্যো নামধেয়প্রতিলম্ভঃ স্যাৎ তত্রৈবং স্থূণা দরশয়া বা সঞ্জনী চ

* সেইজন্য মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যথা ঘটেন কার্য্যং করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ—কুরু ঘটং কার্য্যমনেন করিষ্যামীতি। ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযুযুক্ষমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ—কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ্য ইতি।" (১ খণ্ড ৮০ পৃঃ নির্ণয়সাগর)।

স্যাৎ'। অর্থাৎ নামঘটক ধাতুবাচ্য ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া নামের উৎপত্তি হইলে এক বস্তুতে নানাবিধ ক্রিয়ার সম্বন্ধহেতু একবস্তুর নানাবিধ নাম হইতে পারে, যেমন—'দরে অর্থাৎ গর্ত্তে শয়ানা' বলিয়া স্থূণাকে 'দরশয়া' বলা উচিত এবং স্থূণায় তিরশ্চীন বংশ সংলগ্ন থাকে বলিয়া উহাকে 'সঞ্জনী' বলাও উচিত। অভিপ্রায় এই যে, স্থাধাতুবাচ্য ক্রিয়ার ধর্ম্মানুসারে যদি 'স্থূণা'নাম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য ধাতুবাচ্য ক্রিয়ার ধর্ম্মানুসারে উহার দরশয়াদি নামও নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। ইহা গার্গ্যের দ্বিতীয় আপত্তি।

শাকটায়নপক্ষে উক্ত হইয়াছে—'এতেনৈবোত্তরঃ প্রত্যুক্তঃ' অর্থাৎ এক বস্তুতে বহুক্রিয়ার যোগহেতু প্রত্যেক ক্রিয়ানুসারে নামকরণ সম্ভবপর বলিয়া এক বস্তুর বহু নাম হইতে পারে—এই দ্বিতীয় আপত্তিও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, এক বস্তুতে বহু ক্রিয়ার যোগ থাকিলেও একটী ক্রিয়ানুসারে তাহার নাম হওয়াই লোকপ্রসিদ্ধি এবং শব্দ-স্বভাব বুঝিতে হইবে। পরিব্রজন ব্যতীত মস্করী অন্যান্য কার্য্য করিলেও তাঁহাকে পরিব্রাজকই বলা হয়, কারণ পরিব্রাজক-শব্দের ন্যায় অন্যান্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক শব্দের তাদৃশ স্বভাব বা লোকপ্রসিদ্ধি উপলব্ধ নহে।

(৩) 'অথাপি য এষাং ন্যায়বান্ কার্ম্মনামিকঃ সংস্কারো যথা চাপি প্রতীতার্থানি স্যুস্তথৈনান্যাচক্ষীরন্ পুরুষং পুরিশয় ইত্যাচক্ষীরন্নষ্টেত্যশ্বং তর্দ্দনমিতি তৃণম্।' অর্থাৎ স্পষ্টার্থতাবিধানের জন্য বস্তুগতক্রিয়ার ধর্ম্মানুসারে যদি বস্তুর নাম হয় তবে যে শব্দ স্পষ্টতর ক্রিয়াপ্রতিপাদক তদ্দারা উহার নাম হওয়া অধিকতর সমীচীন, সুতরাং পুরুষকে 'পুরিশয়', অশ্বকে 'অষ্টা', এবং তৃণকে 'তর্দ্দন' বলাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে, পুরশয়ন-প্রতিপাদক 'পুরুষ' শব্দ যদি আত্মার নাম হয় তবে উহাকে 'পুরিশয়' বলিলে আরও ভাল হইত এবং ঐরূপে ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতুৎপন্ন 'অশ্ব'শব্দ স্থলে 'অষ্টা' বা হিংসার্থক তৃদ্‌ধাতুৎপন্ন 'তৃণ'শব্দ স্থলে 'তর্দ্দন' বলাই উচিত, কিন্তু এরূপ কেহ বলেন না, সুতরাং পুরুষাদি শব্দ ধাতুজ নহে। 'কার্ম্মনামিকঃ সংস্কারঃ'—এ সম্বন্ধে দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"কর্ম্মকৃতং নাম কর্ম্মনাম তৎ পুনঃ পাচকলাবকাদি, তস্মিন্ ভবঃ কার্ম্মনামিকঃ সংস্কারঃ।" ইহাই গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি।

এই আপত্তির উত্তরে শাকটায়নপক্ষে উক্ত হইয়াছে—"যথা চাপি প্রতীতার্থানি স্যুস্তথৈনান্যাচক্ষীরন্নিতি। সন্ত্যল্পপ্রয়োগাঃ কৃতোঽপ্যৈকপদিকা

যথা ব্রততি র্দমূনা জাট্য আট্ণারো জাগরূকো দর্বিহোমীতি।" ইহার প্রপঞ্চার্থ দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"যৎ পুনরেতদুক্তম্—'যথা চাপি প্রতীতার্থানি স্যু-স্তথৈনান্যাচক্ষীরন্'—ইতি, অত্র ব্রূমঃ—শব্দস্বাভাব্যমেতদ্ যন্ন তথা সর্ব্বাণ্যাখ্যায়ন্তে যথা প্রতীতার্থানি ভবন্তি, ন তত্রাহমপরাধ্যে ভবতঃ, নাপি শাস্ত্রম্। যথাবস্থিতানাং হি শব্দানামন্বাখ্যানমাত্রমেব ক্রিয়তে। নাহং শব্দানাং কর্ত্তা। য এষাং প্রয়োক্তারস্তানেবোপালভস্ব, নিরাকুরু বা যদি শক্নোষি।

আহ—কস্মাৎ পুনঃ কানিচিদাখ্যায়ন্তে লোকে? তদভিধানস্বাভাব্যমেব। কানিচিৎ প্রতীতার্থানি কানিচিদপ্রতীতার্থানি তান্যপি শাস্ত্রেণ প্রতীতার্থান্যেব কর্ত্তব্যানি। এতদেব শাস্ত্রস্য শাস্ত্রত্বং যদপ্রতীতার্থান্যপি প্রকৃত্যাদিনা প্রতীতার্থানি স্যুস্তথৈনান্যাচক্ষীরন্নিতি। 'সন্তি' এব 'অল্পপ্রয়োগাঃ' প্রতীতার্থক্রিয়াঃ কেচিৎ কৃতঃ কৃৎপ্রত্যয়ান্তাঃ শব্দাঃ 'অপি' 'একপদিকা' একপদপ্রকরণান্তর্বর্ত্তিনস্তদ্ধর্ম্মাণঃ। তদ্ 'যথা ব্রততি র্দমূনা জাট্য আট্ণারো জাগরূকো দর্বিহোমীতি'। ব্রততি র্তৃণাতে র্বল্লী। দমূনা দমমনা বেত্যেবমাদি। অগ্নিরতিথি র্বা। জাট্যো জটাবান্। আট্ণারঃ অটনশীলঃ। জাগরূকো জাগরণশীলঃ। দর্বিহোমীতি দর্ব্ব্যা জুহোতীতি এবং প্রতীতার্থান্যপি ইতি শাকটায়নাভিপ্রায়ঃ।"

যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তদ্দারাই গার্গ্যের এই তৃতীয় আপত্তি খণ্ডিত হইয়া থাকে। তথাপি দুইটী ঋষিসম্প্রদায়ের মতবাদ সুগম করিবার জন্য এ সকল কথার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক কিছু বলা অসঙ্গত নহে।

স্পষ্টার্থতার জন্য ক্রিয়ানুসারে বস্তুর নাম যদি অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে যে শব্দ দ্বারা সেই ক্রিয়া স্পষ্টতর প্রতীত হইতে পারে তদ্দারা সেই বস্তুর নাম-নির্দ্দেশ হওয়া উচিত—ইহাই গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অভিধানস্বাভাব্যহেতু বা লোকপ্রসিদ্ধিহেতু যে বস্তুর যে নাম প্রচলিত আছে, শব্দপরীক্ষকগণ তাহারই বিশ্লেষণ করেন মাত্র। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শব্দপরীক্ষকগণ শব্দের প্রযোক্তা নহেন। সুতরাং যে শব্দের ক্রিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ নহে, শাস্ত্র বা শাস্ত্রী তাহার উপলব্ধি করাইয়াই চরিতার্থ হন। 'পুরিশয়'শব্দের পরিবর্ত্তে 'পুরুষ'শব্দের প্রয়োগ হইল কেন বা 'তর্দ্দন' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তৃণ' শব্দের প্রয়োগ হইল কেন তাহা লইয়া গার্গ্য কিছু বলেন নাই, শাকটায়নও কিছু বলেন নাই। আমরা কিন্তু যাস্কের অভিপ্রায়ানুসারে বলিতে পারি—'বিচিত্রা হি লোকে শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ'।

(৪) "অথাপি নিষ্পন্নেঽভিব্যাহারেঽভিবিচারয়ন্তি প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ। ক এনামপ্রথয়িষ্যৎ কিমাধারশ্চেতি ?" অর্থাৎ 'বস্তুর সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন নাম লইয়া ধাতুবিচার নিরর্থক, কারণ যে বস্তুর যে নাম প্রসিদ্ধ, সেই বস্তুই সেই নামের অর্থ। যেমন 'পৃথিবী' একটী নিষ্পন্ন বা চিরপ্রসিদ্ধ শব্দ, সুতরাং উহাকে আবার প্রথনের সম্বন্ধাধীন ভাবিয়া অর্থাৎ প্রথিত বা বিস্তারিত বলিয়া ভূমির নাম পৃথিবী হইয়াছে —এরূপ বিচারপূর্ব্বক শাকটায়নের 'প্রথনাৎ পৃথিবী' বলা সঙ্গত নহে। কারণ এরূপ বলিলে উপপন্ন হয় যে, কোন সময়ে অপ্রথিতা ভূমি প্রথিত বা বিস্তারিত হওয়ায় ইহার নাম 'পৃথিবী' হইয়াছে। পৃথিবীকে যদি এইভাবে প্রথনের সম্বন্ধাধীন করা হয় তাহা হইলে স্বতঃ প্রশ্ন আসিবে—'অপৃথিবীকে পৃথিবী করিল কে এবং প্রথনকর্ত্তাই বা কোন্ আধারে অবস্থানপূর্ব্বক সেই প্রথনকার্য্য সম্পাদন করিলেন ? বস্তুতঃ কিন্তু প্রথনক্রিয়ার কর্ত্তা বা প্রথনকর্ত্তার অন্য আধার উভয়ই অসম্ভব, সুতরাং প্রথনক্রিয়া অলীক। অতএব 'পৃথিবী' শব্দ ধাতুজ নহে।' ইহাই গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি।

ইহার উত্তরে শাকটায়নপক্ষে কথিত হইয়াছে—"যথো এতন্নিষ্পন্নেঽভিব্যাহারেঽভিবিচারয়ন্তীতি, ভবতি হি নিষ্পন্নেঽভিব্যাহারে যোগপরীষ্টিঃ প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ। ক এনামপ্রথয়িষ্যৎ কিমাধারশ্চেত্যথ বৈ দর্শনেন পৃথুরপ্রথিতা চেদপ্যন্যৈঃ। অথাপ্যেবং সর্ব্ব এব দৃষ্টপ্রবাদা উপালভ্যন্তে।" এস্থলে 'যথা' শব্দ বাক্যোপাদানে বুঝিতে হইবে। 'যথা' অর্থাৎ 'যেন প্রকারেণ'। 'যথা'শব্দের পর 'উ'কার অবধারণার্থক। শাকটায়নীয় মতের প্রপঞ্চপূর্ব্বক দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"যথো এতৎ'—যৎ পুনরেতদুক্তম্—'নিষ্পন্নেঽভিব্যাহারেঽভিবিচারয়ন্তী'তি, অত্র ব্রূমঃ। যুক্তং তে কুর্ব্বন্তি। 'ভবতি হি নিষ্পন্নেঽভিব্যাহারে যোগপরীষ্টিঃ'। যোগপরীষ্টি নাম যোগস্য পরীক্ষণম্। কথং বাঽস্মুৎপন্নঃ সন্নভিধানযোগঃ পরীক্ষ্যেত ? তত্র যদুক্তম্—'প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ ক এনামপ্রথয়িষ্যৎ কিমাধারশ্চেতি' ? ন বয়মেব ব্রূমঃ প্রথিতেয়ং কেনচিদতঃ পৃথিবীয়মিতি।

আহ—কথমিয়মপ্রথিতা সতী পৃথিবীত্বমাপেতি ? উচ্যতে—'অথ বৈ দর্শনেন পৃথুরপ্রথিতা চেদপ্যন্যৈঃ।' দৃশ্যমানা হীয়ং পৃথিবী। তস্মাদ্ যদ্যপ্যপ্রথিতা কৈশ্চিদন্যৈস্তথাপীয়ং পৃথুদর্শনক্রিয়াযোগাৎ পৃথিব্যেব।......'অথাপি' চ যদি দৃষ্টেঽপ্যস্যাঃ পৃথুত্বে বয়মুপলভ্যামহে, নন্বু 'এবং' সতি, 'সর্ব্ব এব দৃষ্টপ্রবাদা উপালভ্যন্তে'—ন কেবলমহমেব। যো যদ্দৃষ্ট্বা ব্রবীতি, স তত্র দোষ এব।

তথা সতি দৃষ্টহানং প্রসজ্যেত। অনিষ্টং চৈতৎ। তস্মাৎ পৃথুদর্শনাৎ পৃথিবীত্যুচ্যেত।"

নিষ্পন্ন নামের প্রকৃতিপ্রত্যয় অন্বেষণ করা অন্যায়—ইহাই গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি। কিন্তু এ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ নাম নিষ্পন্ন বা প্রবৃত্ত না হইলে যোগপরীষ্টি বা যোগপর্য্যেষণা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়ের যোগ অন্বেষণ করা কি সম্ভবপর? শাকটায়ন বলিয়াছেন—'প্রথনাৎ পৃথিবী' এবং সেইজন্য গার্গ্য উপহাসচ্ছলে তাঁহাকে দুইটী প্রশ্ন করিয়াছেন—

(ক) প্রথমে অপ্রথিত পদার্থ-বিশেষকে প্রথনদ্বারা কে পৃথিবী করিল?

(খ) প্রথনকর্ত্তাই বা কোন্ আধারে অবস্থানপূর্ব্বক সেই প্রথন-কার্য্য সম্পাদন করিলেন?

যাস্ক বলেন—'এরূপ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant)। কারণ কাহারও দ্বারা পদার্থবিশেষ প্রথিত হউক বা নাই হউক, এই ভূমিখণ্ডের প্রথন বা বিস্তার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া ইহাকে পৃথিবী বলা হয়। আর পৃথুত্বহেতু ইহাকে পৃথিবী না বলিলে দৃষ্টহানি দোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। অতএব শাকটায়নের উক্তি নিন্দনীয় নহে।'

নিরুক্তে ন্যায়মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক গার্গীয় প্রশ্নদ্বয় প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শ্রৌতমার্গানুসারেও ইহাদের উত্তর দেওয়া অসম্ভব নহে। ঋগ্বেদের এবং বৃহদারণ্যকের ঘোষণানুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" (ঋ ৬।৪৭।১৮, বৃ ২।৫।১৯)। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ছান্দোগ্যে পাওয়া যাইবে। তথায় আম্নাত হইয়াছে—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নি।" (৭।২৪।১)।

(৫) "অথান্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারে পদেভ্যঃ পদেতরার্দ্ধান্ সঞ্চস্কার শাকটায়ন এতেঃ কারিতং চ যকারাদিং চান্তকরণমস্তেঃ শুদ্ধং চ সকারাদিং চ।" এস্থলে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তত্র কেষাঞ্চিন্নৈরুক্তানাং কৈশ্চিদ্ বৈয়াকরণৈঃ সাকং কেষুচিচ্ছব্দেষ্বৈকমত্যং কেষাংচিদ্ বৈমত্যম্। তত্র শাকটায়নো নৈরুক্তাশ্চ গার্গ্যবর্জ্জং কানিচিদভিধানান্যনেকৈর্ধাতুভিরনুবিদধতি, কানিচিদেকে-নৈব।......তত্র যদনেকৈরনুবিহিতবান্, তদিতরৈ র্গার্গ্যপাণিন্যাদিভি র্ন মৃষ্যতে। কিং কারণম্? অপ্রসিদ্ধো হি স তেষাং শব্দানুবিধানমার্গো। ধাতুসমুদায়মাত্রমেব নামেতি। অতস্তে শাকটায়নমাচিক্ষিপ্‌সন্ত আহুঃ—'অথানন্বিতেঽর্থে' ইতি।

অনন্বিতেঽর্থেঽনন্নুগতে শব্দেনার্থে—যত্র সংস্কার্য্যমাণোঽপি শব্দোঽর্থমনুগন্তুং ন শক্নোতি। এবং ধাতুজোঽসমর্থো ভবতি। 'অপ্রাদেশিকে বিকারে' চ। যয়া হি ক্রিয়য়া তদ্ দ্রব্যং প্রদিশ্যতে তদভিধায়কো যো ধাতুঃ স তদভিধানং বিগৃহ্যমাণং বিকর্ত্তুং ন শক্নোতি যত্র তত্র হীয়মানপ্রতিজ্ঞঃ শাকটায়নঃ সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি নামান্যুপপাদয়িষ্যন্নসম্ভবে সতি কাশকুশাবলম্বনমিব কুর্ব্বন্ কিমকরোদিতি? 'পদেভ্যঃ পদেতরার্দ্ধান্ সঞ্চস্কার শাকটায়নঃ'। পদেভ্য আখ্যাতপদেভ্যঃ সমস্তেভ্যোঽবয়বান্নুপাদায় পদেতরার্দ্ধান্ অন্যাংশ্চান্যাংশ্চেতরেতরাখ্যাতপদাবয়বৈ-রন্যৈশ্চান্যদন্যদর্দ্ধং নাম্নঃ সংস্কৃতবান্। তদ্ যথা—'সত্যম্' ইত্যেতদভিধানং সঞ্চস্কার। কথম্? 'এতেঃ কারিতং চ যকারাদিং চান্তকরণমস্তেঃ শুদ্ধং চ সকারাদিং চ'। এতেঃ 'ইণ্ গতৌ' ইত্যস্য কারিতং ণ্যন্তং রূপং কৃত্বা ততো যকারমাদায় মকারান্তং কৃত্বা সত্যশব্দস্যান্তমর্দ্ধং সঞ্চস্কার, ততো 'যম্' ইতি ভবতি। অস্তেঃ শুদ্ধং চ। 'অস্ ভুবি' ইত্যেতস্য শুদ্ধমেব রূপং কৃত্বা ন কারিতান্ত-মিত্যর্থঃ। ততঃ সকারাদিশব্দরূপং গৃহীত্বা 'সৎ' ইত্যেতৎ, 'সত্যম্' ইত্যেতস্য শব্দস্যাদিমকরোৎ। আদ্যমর্দ্ধং সঞ্চস্কার। তৎ সদিতি ভবতি। অত্র যোঽয়মস্তে-স্তকারঃ স যকারমধিরোহতি। এবমেতদেকমভিধানং দ্বয়োর্ধাত্বোঃ সঞ্চস্কার সত্যমিতি। অথ কোঽর্থঃ? সন্তমর্থমায়য়তি প্রত্যায়য়তি গময়তীতি সত্যম্। ......তদেতদকৃতপূর্ব্বমন্যৈ বিদ্বদ্ভিঃ শাকটায়নোঽতিপাণ্ডিত্যাভিমানাদকরোৎ...। তস্মাদতিপ্রসঙ্গদোষোপপত্ত্যা নানেকধাতুজানি নামানি নাপি সর্ব্বাণ্যাখ্যাত-জানীতি।" এ সকল কথার নিষ্কর্ষ এইরূপ—'শব্দ যে স্থলে অর্থের অনুগামী না হয় এবং ধাতু যে স্থলে অর্থপ্রকাশ না করে সে স্থলে শাকটায়ন একাধিক পদ হইতে পদাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অলৌকিক উপায়ে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। ইহার উদাহরণরূপে 'সত্য'শব্দ উল্লেখযোগ্য। শাকটায়ন 'সত্য'পদকে সৎ ও য এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার পর 'অস্তি'পদের অকার সকার ও তকার লইয়া বর্ণ-বিপর্য্যয়ের প্রণালী অনুসরণপূর্ব্বক সকারের পর অকার স্থাপন করিয়া 'সত্য' শব্দের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ 'সৎ' এই অংশের সংস্কার করিয়াছেন। আর জ্ঞানার্থক ইণ্ ধাতুর ণ্যন্তরূপ 'আয়য়তি' পদ হইতে যকার গ্রহণপূর্ব্বক 'সত্য' শব্দের শেষার্দ্ধ অর্থাৎ যকার এই অংশ সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংস্কৃত 'সত্য' পদ দ্বারা বুঝিতে হইবে—যাহা বিদ্যমানার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহাই সত্য। শব্দকে অর্থের অনুগামী করাইবার জন্য এভাবে কেহ কখনও পদের ব্যুৎপত্তি দেখান নাই।

শাকটায়ন কিন্তু সমস্ত নামের ধাতুজত্ব দেখাইবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার চেষ্টায় পদসংস্কারের এক অপ্রসিদ্ধ এবং অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাই গার্গ্যের পঞ্চম আপত্তি।

ইহার উত্তরে শাকটায়ন পক্ষে যাস্ক বলিয়াছেন—"যথো এতৎ পদেভ্যঃ পদেতরার্দ্ধান্ সঞ্চস্কারেতি যোঽনন্বিতেঽর্থে সঞ্চস্কার স তেন গর্হ্যঃ, সৈষা পুরুষগর্হা ন শাস্ত্রগর্হা ইতি।" দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"'যথো এতৎ' যৎপুনরেতদুক্তম্—'পদেভ্যঃ পদেতরার্দ্ধান্ সঞ্চস্কারে'তি, অত্র ক্রমঃ—'যোঽনন্বিতে' শব্দেনানভিধেয়ে 'অর্থে' অননুগতমসম্বদ্ধং 'সঞ্চস্কার স তেন' অসমঞ্জসেনাসম্বদ্ধেন সংস্কারেণ 'গর্হ্যঃ গর্হণীয়ঃ, ন পুনরাচার্য্যো যোঽনুগময্য ধাতুভিরনেকৈরেকাভিধানগতানর্থাংস্ততঃ সঞ্চস্কার, নৈব মৌঢ্যেন। 'সৈষা'…'পুরুষগর্হা'…পুরুষদোষঃ, 'ন শাস্ত্রগর্হা' ন শাস্ত্রদোষঃ।…অনুগত এবার্থে সঞ্চস্কার শাকটায়নঃ 'সন্তমেব চার্থমায়য়তি গময়তীতি সত্যম্' ইতি। তস্মাদুপপদ্যত এব শাকটায়নমতম্।"

স্কান্দভাষ্যে যাস্কীয় বাক্যটীর দুইপ্রকার যোজনা দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে—"যোঽনন্বিতেঽর্থে সঞ্চস্কার স তেন অন্যায্যেন গর্হ্যঃ। সৈষা পুরুষস্য শাকটায়নস্য গর্হা, ন নাম্নামাখ্যাতজত্বস্য।" ইহাই প্রথম যোজনা। দ্বিতীয় যোজনাটী এইরূপ—"যোঽনন্বিতেঽর্থে সঞ্চস্কার স তেন গর্হ্যঃ, শাকটায়নস্তু নানন্বিতেঽর্থে সঞ্চস্কার…। অতোঽসাবগর্হ্যঃ, সৈষা ভবতঃ পুরুষস্য গর্হা, ন গর্হ্যঃ শাকটায়নঃ।"

প্রথম যোজনাটী হৃদ্য নহে। কারণ শাকটায়নীয় মতানুসারে সংস্কৃত 'সত্য'শব্দ এবং তাহার অর্থ যথাযথভাবেই অন্বিত আছে। সংস্কারের সহিত শব্দার্থের অত্যন্ত অন্বয়াভাব যে হেয় তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ 'চালে কুষ্মাণ্ডো বধূমাতু র্গলে ব্যথা' এরূপ রচনা কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। স্কন্দস্বামীর দ্বিতীয় যোজনাটী দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারিণী।

রূঢ়শব্দের ব্যুৎপত্তিনিরূপণের প্রচেষ্টাহেতু এবং 'সত্য'শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণে একাধিক ধাতুর কল্পনাহেতু গার্গ্যকর্তৃক শাকটায়ন উপহসিত হইয়াছেন। তাহাতে যাস্ক বলেন—"সৈষা পুরুষগর্হা ন শাস্ত্রগর্হেতি'। কারণ সঙ্গতভাবে একাধিক ধাতু হইতে তথাকথিত রূঢ়শব্দের ব্যুৎপত্তিনিরূপণ দোষাবহ নহে। যাস্ক এরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন, কারণ বেদে কোনও কোন তথাকথিত রূঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তি একটী বা ততোধিক ধাতুর দ্বারাও সাধিত হইয়াছে। সেইজন্য

দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অপি চ রূঢ়িশব্দব্যুৎপত্তি র্মন্ত্রেষ্বপি দৃশ্যতে। যথা চ লক্ষ্যং তথা চ লক্ষণং প্রবর্ত্তিতুমর্হতি। ইতরথা হি কস্য তল্লক্ষণং স্যাৎ। 'যদ-সর্পৎ তৎ সর্পিঃ' ইতি মন্ত্রঃ, 'যন্নবমেব নীতং তন্নবনীতমভবৎ' ইতি মন্ত্রঃ (দাধিমথ সংস্করণ)*। অপি চ ব্রাহ্মণেনাপ্যনেকধাতুজান্যেব কৃত্বা নিরুচ্যন্তে তত্র মন্ত্রাভিধানানি যৎপরিজ্ঞানে চ ফলমুপপদ্যতে। আহ। 'তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি†, 'হৃ' ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ, 'দ' ইত্যেকমক্ষরং দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ, 'যমি'ত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ।' (শতপথ ব্রা০ ১৪।৮।৪।১, বৃ০উ০ ৫।৩।১) ইতি। এবং হরতে-র্দদাতেরেতে র্হৃদয়শব্দঃ। তদর্থফলোপপ্রদর্শনার্থং ব্রাহ্মণেনৈবং নিরুক্তঃ। তচ্চ নঃ

---

* মন্ত্রের এরূপ ক্রম এবং পাঠ কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—"যন্নবমৈৎ তন্নবনীতমভবদ্ যদসর্পৎ তৎ সর্পিরভবদ্ যদ্ধ্রিয়ত তদ্ঘৃতমভবৎ" (২।৩।১০)। মন্ত্রভাষ্যে লিখিত আছে—"যস্মাৎ কারণাদ্ দধ্ন উদ্ধ্রিয়মাণং সন্নবমৈন্নবং নূতনং রূপমভবৎ তস্মান্নবং চ তন্নীতং চেত্যুদ্ধৃতস্য সারপিণ্ডস্য নবনীতনাম সম্পন্নম্। যস্মাৎ কারণাদগ্নিসম্পর্কে সতি পিণ্ডো বিলীয়মানোঽসর্পৎ প্রসৃতোঽভূৎ তস্মাৎ সর্পিরিতি নাম। যস্মাৎ প্রসৃতস্য শীতলপাত্রস্থাপনেন তৎ পুনরধ্রিয়ত তদ্ঘনীভূতমভবৎ তস্মাদ্ ঘৃতমিতি নাম। ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোরিতি ধাতো র্নৈতদ্ রূপং কিন্তু ঘৃতমিত্যত্র ধকারস্য ঘকারাদেশঃ।" দুর্গাচার্য্য সম্ভবতঃ এই মন্ত্রই লইয়াছিলেন, কিন্তু কালে কালে লিপিকরের প্রমাদহেতু ইহার পাঠান্তর ও ক্রমবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

† বৃহদারণ্যকোপনিষদে মন্ত্রটীর (৫।৩।১) ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"হৃদয়-নামাক্ষরবিষয়মেব তাবদুপাসনমুচ্যতে। তদেতৎ 'হৃদয়মি'তি নাম ত্র্যক্ষরম্। ত্রীণ্যক্ষরাণ্যস্যেতি ত্র্যক্ষরম্। কানি পুনস্তানি......? 'হৃ' ইত্যেকমক্ষরম্, অভিহরন্তি হৃতেরাহৃতিকর্ম্মণো 'হৃ' ইত্যেতদ্ রূপমিতি যো বেদ যস্মাৎ হৃদয়ায় ব্রহ্মণে স্বাশ্চেন্দ্রিয়াণ্যন্যে চ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ স্বং স্বং কার্য্যমভিহরন্তি হৃদয়ং চ ভোক্ত্রর্থমভিহরতি। অতো হৃদয়নাম্নো 'হৃ' ইত্যেতদক্ষরমিতি যো বেদাস্মৈ বিদুষেঽভিহরন্তি স্বাশ্চ জ্ঞাতয়োঽন্যে চাসম্বদ্ধাঃ। বলিমিতি বাক্যশেষঃ। বিজ্ঞানানু-রূপ্যেণৈতৎ ফলম্।" প্রকাশিকায় রঙ্গরামানুজ লিখিয়াছেন—"বলিমুপহরন্তি তৎক্রতুন্যায়াদিতি ভাবঃ।......এবং নামাক্ষরনির্ব্বচনজ্ঞানাদপীদৃশং বিশিষ্টং ফলং লভ্যতে কিমুত তদুপাসনয়েতি হৃদয়স্য স্তুতিঃ কৃতা ভবতি।" বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—

"যত এবমতো যত্নাদুপাস্যং হৃদয়ং সদা।
হৃদয়াখ্যাক্ষরাণাং চ শ্রুত্যোপাসনমুচ্যতে॥" (বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক)।

পরং প্রমাণম্। তস্মাচ্ছাকটায়নস্তদনুদৃশ্য সম্যগেব কৃতবান্ যদনেকৈ র্ধাতুভি-রেকমভিধানং নিরুক্তবানিতি।"

শাকটায়নকে উপহাস করা গার্গ্যের উচিত হয় নাই। কারণ বেদের প্রবৃত্তি দেখিয়া শব্দবিত্তম ঋষিগণও অনেক শব্দে একাধিক ধাতুর কল্পনা করিয়াছেন। বেদাচার্য্য শাকপূণি কর্তৃক তিনটী ধাতুর দ্বারা অগ্নিশব্দের নির্ব্বচন স্মৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে বর্ণবিকারের প্রক্রিয়ানুসারে গত্যর্থ ইণ্ ধাতুর অকার, প্রকাশার্থক অঞ্জ্ ধাতুর বা দহনার্থক দহ্ ধাতুর গকার, এবং প্রাপণার্থক নীধাতুর নি লইয়া অগ্নিশব্দের সাধন করিতে হইবে। কারণ এই ধাতুত্রয়বাচ্য ক্রিয়া অগ্নিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অগ্নি গমনক্রিয়াশীল, রূপের প্রকাশক বা পার্থিব বস্তুর দাহকারী, এবং দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্যের বহনকারী—এইজন্য শাকপূণি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অতএব একাধিক ধাতুর দ্বারা কোনও পদের নির্ব্বচন করা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে বা প্রথাবিগর্হিতও নহে।

বেদে 'সতীয়ম্''সতিয়ম্' এবং 'সত্যম্' এই তিনটী সমানার্থক পদের বিশ্লেষণ দর্শিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে শ্রুত হয়—"তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়-মিতি, তদ্ যৎ সৎ তদমৃতমথ যৎ তি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি, যদনে-নোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।" (৮।৩।৫)। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সকারস্তকারো যমিতি চ। ঈকারস্তকারে উচ্চারণার্থোঽনুবন্ধঃ, হ্রস্বেনৈবাক্ষরেণ পুনঃ প্রতিনির্দ্দেশাৎ তেষাম্।...যৎ সৎ সকারস্তদমৃতং সদ্‌ব্রহ্ম। অমৃতবাচকত্বাদমৃত এব সকারস্তকারান্তো নির্দ্দিষ্টঃ। অথ যৎ তি তকারস্তন্মর্ত্ত্যম্। অথ যদ্ যমক্ষরং তেনাক্ষরেণামৃতমর্ত্ত্যাখ্যে পূর্ব্বে উভে অক্ষরে যচ্ছতি যময়তি নিযময়তি বশীকরোতি আত্মনেত্যর্থঃ।" আনন্দগিরি এস্থলে বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণঃ সত্যমিতি নাম তস্য যন্নির্ব্বচনং কৃতং তস্য প্রয়োজনমাহ......।" বৃহদারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে—"দেবাঃ সত্যমেবো-পাসতে তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরম্ ...।" (৫।৫।১)। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"কানি তান্যক্ষরাণীত্যাহ স ইত্যেকমক্ষরম্। তীত্যেকমক্ষরম্। তীতীকারানুবন্ধো নির্দ্দেশার্থঃ। যমিত্যেকমক্ষরম্। তত্র তেষাং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সকারযকারৌ সত্যম্...।" অতএব 'সত্য'শব্দের নির্ব্বচনে শ্রুতির প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই শাকটায়ন তন্মধ্যস্থিত অক্ষরত্রয়ের ধাতুৎপন্নত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং 'সত্য'শব্দের

ব্যুৎপত্তিনিরূপণ তাঁহার সম্পূর্ণ বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত নহে। মনে হয়, গার্গ্যের কথায় শ্রুতার্থ পরিত্যক্ত হওয়ায় যাস্ক তাঁহার প্রতি কর্কশধী হইয়াছেন।

(৬) "অথাপি সত্ত্বপূর্ব্বো ভাব ইত্যাহুরপরস্মাদ্ ভাবাৎ পূর্ব্বস্য প্রদেশো নোপপদ্যত ইতি তদেতন্নোপপদ্যতে।" দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অথাপি অয়মপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। কতমঃ? 'সত্ত্বপূর্ব্বো ভাব ইত্যাহুঃ' অভিযুক্তাস্তদ্বিদঃ সত্ত্বং পূর্ব্বমস্মাৎ সোঽয়ং সত্ত্বপূর্ব্বঃ। কিং কারণম্? সত্ত্বাশ্রয় এব হ্যসৌ। তত্রৈবং সতি 'অপরস্মাদ্ ভাবাৎ' অপরকালীনেন ভাবেন ক্রিয়া 'পূর্ব্বস্য' পূর্ব্বোৎপন্নস্য সত্ত্বস্য 'প্রদেশঃ' প্রদেশনং সংজ্ঞাপ্রতিলম্ভো 'নোপপদ্যতে'। কিং কারণম্? উৎপত্তিসহভূতা হি সা। স্বেনাভিধানেন ক্রিয়ানিরপেক্ষেণাভিসম্বদ্ধমেব দ্রব্য-মুৎপদ্যতে নিত্যসম্বন্ধৌ হি শব্দার্থাবিতি। 'তদেতৎ' সর্ব্বথা সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি নামানীতি শাকটায়নমতং 'নোপপদ্যতে' তদনুপপত্তাবস্মৎপক্ষসিদ্ধিঃ কানিচিদাখ্যাত-জানি নামানি কানিচিদনাখ্যাতজানীতি।" অভিপ্রায় এইরূপ—প্রথমে বস্তু এবং তারপর ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, কারণ ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত। শাকটায়নের মতে উত্তরকালভাবিনী ক্রিয়া দ্বারাও পূর্ব্বোৎপন্ন বস্তুর নামকরণ হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু অসম্ভব, কারণ বস্তুর নাম বস্তুর সহভূত। সুতরাং বলিতে হইবে, উত্তরকাল-ভাবিনী ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়াই বস্তূৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নাম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ না বলিলে শব্দার্থের সম্বন্ধ অনিত্য হইয়া পড়ে। অতএব সমস্ত নামের ধাতুজত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। ইহাই গার্গ্যের শেষ আপত্তি।

শাকটায়নপক্ষে ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে—"যথো এতদপরস্মাদ্ ভাবাৎ পূর্ব্বস্য প্রদেশো নোপপদ্যত ইতি পশ্যামঃ পূর্ব্বোৎপন্নানাং সত্ত্বানামপরস্মাদ্ ভাবাদ্ নামধেয়প্রতিলম্ভমেকেষাং নৈকেষাং যথা বিল্বাদো লম্বচূড়ক ইতি। বিল্বং ভরণাদ্বা ভেদনাদ্বা।" দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"যৎ পুনরেতদুক্তম্—'অপরস্মাদ্-ভাবাৎ পূর্ব্বস্য প্রদেশো নোপপদ্যত ইতি', অত্র ব্রূমঃ—'পশ্যামঃ পূর্ব্বোৎপন্নানাং সত্ত্বানামপরস্মাদ্ ভাবান্নামধেয়প্রতিলম্ভম্'। অপরস্মাদপরকালীনাদপি সতো ভাবাৎ। 'একেষাম্' 'ন একেষাম্'। তদ্ 'যথা' বিল্বাদো লম্বচূড়ক ইতি'। পশ্চাৎকালীনয়াপি চূড়ালম্বনক্রিয়য়া ভবিষ্যতা যোগেন বিল্বাদনক্রিয়য়া চ পূর্ব্বোৎপন্নস্য সত্ত্বস্য নামধেয়প্রতিলম্ভ উপপদ্যমানো দৃষ্টঃ। ক চান্যত্র নোপপদ্যতে। তত্র যদুক্তম্—'অপরস্মাদ্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য প্রদেশো নোপপদ্যতে' ইতি। এতদনেন

কান্তিকত্বাদযুক্তম্। উপপদ্যত এব কেষাঞ্চিদিতি। 'বিল্বং ভরণাদ্ বা ভেদনাদ্ বা'। ভৃতং হি তদ্ ভবতি বীজানাম্, বিভর্ত্তি বা দুর্ভিক্ষাদৌ ভক্ষ্যমাণং জনম্। ভেদনাদ্ বা ভিদ্যতে হি তদবশ্যং ভক্ষণায়েতি।"

ভূত ক্রিয়া দ্বারা এবং বর্ত্তমান ক্রিয়া দ্বারা নামকরণ হইয়া থাকে, যেমন—সোমযাজী এবং বাচক। কিন্তু ক্রিয়ার পূর্ব্বে তদ্দ্বারা বস্তুর নামকরণ অসম্ভব। এইরূপ চিন্তাবশতঃ গার্গ্যের আপত্তি উঠিয়াছে। ইহাতে যাস্ক বলেন—উত্তরভাবিনী ক্রিয়া দ্বারাও নামকরণের প্রথা দৃষ্ট হয়, যেমন—নবাগত শিশুর 'বিল্বাদ'-নাম বা ভবিষ্যতে লম্বা চূড়া হইবে বলিয়া শাণ্ডিলসম্প্রদায়ে সদ্যোজাত শিশুর 'লম্বচূড়ক'-নাম।

আমাদেরও মনে হয়, 'ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ' এই ন্যায়বশতঃ ঐরূপ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। এমন কি, এই ন্যায়ানুসারে ভগবতী শ্রুতিও পরভাবিনী ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বজাত বস্তুর ব্যপদেশ করিয়া থাকেন, যেমন—'পুরোডাশকপালেন তুষানপনয়তি'। এস্থলে ভবিষ্যৎপুরোডাশের সম্বন্ধানুসারে কপালবিশেষকে পুরোডাশকপাল বলা হইয়াছে। অতএব যাহা শ্রুতিসিদ্ধ এবং লোকসম্মত তজ্জন্য শাকটায়ন অনুযোজ্য হইতে পারেন না।

সমস্ত নামের ধাতুজত্ব লইয়া গার্গ্য-শাকটায়নের মধ্যে মতভেদ ছিল সত্য, কিন্তু শাকটায়নকে সমর্থন করিবার জন্য নৈরুক্তদের এত নির্ব্বন্ধ কেন? ইহার উত্তরে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শিষ্যবুদ্ধিবৃদ্ধ্যর্থমেতদুক্তম্। কথং নাম ব্যুৎপন্নবুদ্ধিঃ শিষ্যোঽপ্রতিবুধ্যমানঃ সর্ব্বতোমুখানেব লৌকিকবৈদিকাঙ্‌শব্দান্নির্ক্রয়াদিতি? সর্ব্বাণ্যেব হি ব্যাকরণানি নিরুক্তানি চ বেদাঙ্গত্বাবিশেষাৎ প্রমাণানি। তেষামেব ফলমিদং কচিদসাধ্বিত্যেতদশক্যং বক্তুমিতি।" অতএব ব্যুৎপন্নত্ববাদী মুনিদের ব্যাকরণানুসারে অন্যান্য ব্যাকরণেও যাহাতে সমস্ত নামের ধাতুজত্ব দর্শিত হয়—সেই অভিপ্রায়ে মহর্ষি যাস্ক পূর্ব্বোত্তরপক্ষসম্বন্ধ গার্গ্য শাকটায়নীয় মতবাদদ্বয়ের প্রপঞ্চপূর্ব্বক শাকটায়নীয় সিদ্ধান্তের অনবদ্যতা দেখাইয়াছেন। ইহা কেবল আমাদের অনুমান নহে। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে, অর্থমপ্রতিযতো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশঃ, তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ *।"

---

* ইহার ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ—**Now, without this (নিরুক্তশাস্ত্র) the exact meaning of the Vedic mantras is not properly understood and one**

ইহাতে দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন—"মন্ত্রেষু⋯যঃ সমস্তার্থস্তস্মিন্ প্রত্যয়ো বিশেষাবধারণং ন বিদ্যতে⋯। অপীদং শাস্ত্রমন্তরেণ পদার্থে প্রত্যয়ো নাস্তি।⋯ পদার্থশ্চ পদলক্ষণম্। পদার্থসন্নিয়োগেন হি ব্যাকরণে পদানাং প্রকৃতি-প্রত্যয়াদীনি লক্ষণানি ব্যাদিশ্যন্তে। যত এবমতঃ 'অর্থমপ্রতিযতো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশঃ'। অর্থমপ্রতিযতঃ⋯⋯অনবধৃতার্থস্য⋯নিশ্চয়েন⋯স্বরাবধারণং সংস্কারাবধারণং চ নাস্তি⋯। কিং কারণম্? ন হ্যনবধৃতার্থঃ স্বরসংস্কারাববধারয়িতুং শক্নুয়াৎ। অর্থবশেন হি স্বরসংস্কারাববতিষ্ঠেতে *। 'তদিদম্'⋯ নিরুক্তশাস্ত্রং 'বিদ্যাস্থানম্' এতদধীনত্বাদর্থপরিজ্ঞানস্য। অর্থবশগতাচ্চ স্বরসংস্কারয়োরিদং 'ব্যাকরণস্য' 'কার্ৎস্ন্যং' কৃৎস্নভাবং করোতি⋯⋯। ব্যাকরণে হি স্বরসংস্কারৌ চিন্ত্যেতে। তস্মাদপরিসমাপ্তমেব তাবদ্ ব্যাকরণং যাবন্নিরুক্তং নাধিগতমিতি। ন হ্যনৈরুক্তোঽর্থমবধারয়িতুমলং নানবধৃতার্থঃ স্বরসংস্কারতত্ত্বং বিজানীয়াদিতি। আহ—নন্থ ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যমেতৎ করোতীত্যুচ্যমানে তচ্ছেষভূতমেবৈতদুণা-দিবৎ, ততশ্চ বিদ্যাস্থানত্বমস্য বিরুধ্যতে—ইতি। নেত্যুচ্যতে। 'স্বার্থসাধকং চ'। স্বার্থাজহদ্‌বৃত্ত্যা হ্যেতদনুষঙ্গতো ব্যাকরণকৃৎস্নতাং করোতি যথা লোকে স্বার্থমপরিহায় কশ্চিৎ পরানুগ্রহং করোত্যেবম্। যৎ পুনরেতদুক্তমুণা-দিবদিতি, তে হি তত্রান্তর্ভূতা এব। 'উণাদয়ো বহুলম্' ইত্যুক্তং ন পুন র্নির্ঘণ্টবো বহুলমিতি।" স্কন্দস্বামীও বলিয়াছেন—"ইদং শাস্ত্রমন্তরেণ যস্য নাম্নো যদাখ্যাতজত্বং তস্য তৎ প্রয়োজনং নাবসীয়তে। অপি চেদমন্তরেণ মন্ত্রেষর্থপ্রত্যয়ো-ঽর্থাবগমো ন বিদ্যতে,⋯অর্থং চাপ্রতিযতোঽনবগচ্ছতো যোঽয়ং ব্যাকরণে স্বর-সংস্কারয়োরুদ্দেশ উপদেশ এষোঽপি নাত্যন্তং ভবতি।" অতএব নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ এই দুইটী বেদাঙ্গ-শাস্ত্র পরস্পর সম্বদ্ধ বলিয়া শাকটায়নীয় ব্যাকরণের ন্যায় যাহাতে অন্যান্য ব্যাকরণেও উণাদিসূত্রদ্বারা বা উহনদ্বারা সমস্ত নামের প্রকৃতিপ্রত্যয় উপদিষ্ট হয় তজ্জন্যই মহর্ষি যাস্কের আগ্রহাতিশয় বুঝিতে হইবে।

---

who does not properly understand the meaning cannot conduct a thorough investigation of accent and grammatical form; hence this (নিরুক্তশাস্ত্র) is the complement of grammar and a means of accomplishing one's own end.

* স্কন্দস্বামী বলিয়াছেন—"স্বরসংস্কারাভ্যাং যুক্তঃ শব্দঃ কচিদর্থে সাধুঃ কচিদসাধুঃ, যথা—অশ্ব ইতি নির্ধনে সাধুর্নাশ্বে।"

ব্যুৎপত্তিবাদ স্মৃতিসম্মত, অব্যুৎপত্তিবাদ সূত্রকারদের বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত।

পূর্ব্বে অব্যুৎপত্তিবাদীদের দুইটী সম্প্রদায় ছিল। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় বলেন—'পাচক যখন পাক না করিয়া নিদ্রিত থাকে তখনও তাহাকে পাচক বলায় 'পাচক'শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে, সুতরাং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পাচকাদি শব্দও উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্যায় রূঢ়।' সম্ভবতঃ বৃদ্ধ কাতন্ত্রগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। সেইজন্য বোধ হয়, সম্প্রদায়ের ধারা কল্পনা করিয়া সর্ব্ববর্ম্মার সম্বন্ধে কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—'বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ'। অতএব এ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অব্যুৎপত্তিবাদের চরমাবধি।

এ সকল কথার উত্তরে ব্যুৎপত্তিবাদীদের মধ্যে শাকটায়নমতাবলম্বিগণ বলেন, নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিতে পাকের যোগ্যতাহেতু তাহাকে পাচক বলা হয়। সুতরাং পাচকশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের লক্ষণে কিছুমাত্র অতিব্যাপ্তিদোষ কল্পনীয় নহে। নবীন কাতন্ত্রদের মধ্যে এ মতবাদ অনুসৃত হইয়াছে। সেইজন্য ত্রিলোচনের পঞ্জীতে লিখিত আছে—"সত্যং যদা ক্রিয়ামসৌ কৃতবান্ তদা কর্ত্তেতি, অধুনাঽপি তদর্থস্মৃতিবিজ্ঞানমিত্যদোষঃ। তথা করিষ্যন্নপি ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৈব তথোপচারাৎ। অথবা ভূতভবিষ্যৎক্রিয়াসু যোগ্যতামধিকৃত্য তথোচ্যতে, যথা—লোকেঽপচন্নপি সূপকারঃ পচনযোগ্যতয়া পাচক ইত্যুচ্যতে।" (চ ২২০)। ইহার ব্যাখ্যায় সুষেণ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—"কৃতো যোগ্যতায়াং শক্তিরিতি পক্ষমবলম্ব্যাহ—অথবেতি।"

দ্বিতীয় সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটী অতিপ্রাচীন, অপরটী অনতিপ্রাচীন। অতিপ্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে গার্গ্যমুনি শব্দের দুইটী বিভাগ কল্পনা করিতেন—যৌগিক এবং রূঢ়। তাঁহার মতে যোগরূঢ় বা যৌগিকরূঢ় শব্দসমূহ রূঢ় বা সাঙ্কেতিক। কারণ তন্মতে উণাদিব্যবস্থা ও উহনপ্রক্রিয়া অশাস্ত্রীয়। কিন্তু অনতিপ্রাচীন সম্প্রদায়ে নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গদ্বয়ের বিরোধ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে উণাদিনিষ্পন্ন শব্দের বা উহিত শব্দের শাস্ত্রীয়ত্ব গার্গ্যের ন্যায় একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই। সেইজন্য ব্যাঘ্রভূতির শ্লোকবার্ত্তিকে স্মৃত হইয়াছে—"নৈগমরূঢ়িভবং হি সুসাধু।

নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।
যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্॥"

ইহার ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"নৈগমাশ্চ রূঢ়িভবা-শ্চৌণাদিকাঃ সুসাধবঃ কথং স্যুঃ? 'নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে'। নাম খল্বপি ধাতুজমেবাহু নৈরুক্তাঃ। 'ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্'*। বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ—ধাতুজং নামেতি। অথ যস্য বিশেষপদার্থো ন সমুত্থিতঃ কথং তত্র ভবিতব্যম্? 'যন্ন বিশেষপদার্থসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্'। প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা প্রত্যয় উহিতব্যঃ, প্রত্যয়ং চ দৃষ্ট্বা প্রকৃতিরূহিতব্যা।" (৩।৩।১ মহাভাষ্য)। ব্যাঘ্রভূতির মতে উহ নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, কিন্তু নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকা প্রভৃতি অপশব্দেও কি উহন করা কর্ত্তব্য? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া পতঞ্জলি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুনরায় বলিলেন—

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনুবন্ধমেতাচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু॥" (৩।৩।১)।

'সংজ্ঞাসু' অর্থাৎ সাধুত্বেনাভিমতাসু সংজ্ঞাসু। শ্লোকের নিষ্কর্ষ এইরূপ—'যে শব্দাঃ সাধুত্বেন প্রসিদ্ধাস্তেষু সংজ্ঞাশব্দেষু প্রকৃতিপ্রত্যয়কল্পনয়া স্থহঃ কর্ত্তব্যো নান্যত্র। তত্র ধাতুরূপাণি কল্পয়িতব্যানি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে কল্পয়িতব্যা ইতি শেষঃ। কার্য্যাদ্ গুণাভাবাদিকাদ্ বিদ্যাজ্ জানীয়াদনুবন্ধং ককারাদিকম্। এতদনন্তরোক্তং শাস্ত্রমুণাদিষু। শাস্ত্রোপনিবন্ধনত্বাচ্ছাস্ত্রবিষয়ত্বাদ্ বা শাস্ত্রমিত্যুক্তম্।'

কেহ কেহ বলিতে পারেন—ব্যুৎপত্তিবাদ ও অব্যুৎপত্তিবাদ লইয়া প্রাচীনদের মধ্যে এরূপ বাদবিসংবাদ কেন? মনে হয়, পুরাকল্পের শব্দপারায়ণে 'ব্রহ্মেদং শব্দনির্ম্মাণম্...' ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে প্রতিপদপাঠক্রমে সমস্ত নামের ধাতুযোনিত্ব উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং তারপর কালক্রমে ধারণাশক্তির হ্রাসবশতঃ সামান্যবিশেষ-লক্ষণান্বিত সূত্রাত্মক ব্যাকরণের উদয় হইলে প্রাচীনদের সহিত তুলনা করিয়া তাৎকালিক লোকেরা বলিতেন—

* তোকশব্দের সাধারণ অর্থ পুত্র বা অপত্য। এখানে তোকশব্দদ্বারা যুবাপত্য বা গোত্রাপত্য বুঝিতে হইবে। কারণ শকটের পুত্র শাকটি, শাকটায়ন নহেন।

"ঋষয়োঽপ্যুপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥"

বস্তুতঃ কিন্তু এই সকল সূত্রাত্মক নবীন গ্রন্থের কৃদধিকারে প্রাচীন শব্দপারায়ণের অনেক শব্দ চালনীন্যায়ে গৃহীত হইলেও বহুশব্দ সূত্রারূঢ় না হওয়ায় সূত্রকারগণ বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ রাখেন এবং ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ অপবাদ সূত্র করিলে পাছে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থগৌরব হয়, সেই হেতু তাঁহারা উহাদিগকে রূঢ় সাঙ্কেতিক বা অব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শাকটায়নের ন্যায় প্রাচীন মতাবলম্বীদের নিকট ইহা অসহ্য হয়। সুতরাং তাঁহারা ইহার প্রতিবাদপূর্ব্বক বলিতেন—"সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি নামানি।" নবীন সম্প্রদায় প্রথমে গার্গ্যের ন্যায় একথা স্বীকার করেন নাই। পরে তাঁহাদের মধ্যেও নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ এই দুইখানি বেদাঙ্গের ঐক্য রাখিবার উদ্দেশে উণাদিসিদ্ধ শব্দসমূহের সাধুত্ব অভ্যুপগত হয়।

ব্যুৎপত্তিপক্ষে পাণিন্যাদির মতামত।

যাস্কের পরবর্ত্তী বৈয়াকরণদের মধ্যে গার্গ্য-শাকটায়নের মতামত কতদূর অনুসৃত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নহে। ব্যাকরণের যে সকল গ্রন্থ এখন বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে পাণিনির অষ্টকই প্রাচীনতম, সুতরাং পাণিনির মতামত প্রথমে দেখা আবশ্যক।

পাণিনি বলিয়াছেন—'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' (১।২।৪৫)। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতীর তত্ত্ববোধিনীতে লিখিত আছে—"অব্যুৎপত্তি-পক্ষস্য চেদমেব জ্ঞাপকমিতি প্রাঞ্চঃ"। মহামহোপাধ্যায় শিবদত্ত শর্ম্মা লিখিয়াছেন—"অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ...' ইতি সূত্রং কৃতবতঃ 'অতঃ কৃকমিকংস...' (৮।৩।৪৬) ইতি সূত্রে কমেঃ পৃথক্ 'কংস'গ্রহণং চ কুর্ব্বতঃ পাণিনেস্ত্বব্যুৎপত্তিপক্ষ এবাভিমতঃ।" (নিরুক্ত ৫৬ পৃ০, দাধিমথ স০)।" শেষাংশের তাৎপর্য্য এইরূপ—'শাকটায়নের "বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ" (৩।৬২) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে 'কমি'ধাতু হইতে 'কংস' শব্দ নিষ্পন্ন হইলেও অষ্টাধ্যায়ীর "অতঃ কৃকমিকংস..." (৮।৩।৪৬) সূত্রে 'কমি'ধাতুর পর পৃথগ্‌ভাবে পুনরায় 'কংস'শব্দ গৃহীত

হওয়ায় বুঝা যায় যে, পাণিনি মুনি 'কংস'শব্দের ধাতুমূলকতা অস্বীকারপূর্ব্বক উহাকে রূঢ় বা অব্যুৎপন্ন বলিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন।' কেবল ইহাই নহে। ব্যাকরণের সূত্রানুসারে গুণবৃদ্ধির কার্য্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক 'কংস' এবং 'পরশু' শব্দ হইতে 'কংসীয়' ও 'পরশব্য' এই শব্দদ্বয়ের সাধুত্ব অভ্যুপগত হওয়ায় "প্রত্যয়স্য লুক্শ্লুলুপঃ" (১।১।৬১) সূত্রের উপর কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন—"কংসীয়-পরশব্যয়ো র্বিশিষ্টনির্দ্দেশাৎ সিদ্ধম্" এবং ইহার ব্যাখ্যাবসরে পতঞ্জলি বলিয়াছেন —"কমেঃ সঃ কংসঃ, পরান্ শৃণাতীতি পরশুরিতি। নৈষ দোষঃ। উণাদয়োঽ-ব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি।" এস্থলে কৈয়ট লিখিয়াছেন—"অতঃ কৃকমিকংস-কুম্ভেতি কংসশব্দস্য ভেদেনোপাদানাৎ কচিদ্ গুণাদয়ো ব্যুৎপত্তিকার্য্যং ন লভন্ত ইত্যর্থঃ।" উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দের রূঢ়ত্ব লইয়া কাত্যায়নের নানাবিধ বার্ত্তিক আছে, যেমন—"উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি" (৩।৪।৭৭, ৭।১।২...), "তত্রোণাদিপ্রতিষেধঃ" (৭।১।২), "উণাদিপ্রতিষেধশ্চ" (৮।২।৭৮) ইত্যাদি এবং পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"অত্র পাণিনিরব্যুৎপন্নঃ" ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় পাণিনির অব্যুৎপত্তিপক্ষতাই উপপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য ৩।৩।১ সূত্রীয় শব্দেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন—"নৈরুক্তব্যাকরণে শাকটায়নশ্চ সর্ব্বং নাম ধাতুজমাহেতি। তে ব্যুৎপন্নত্ববাদিনঃ। এবং চ পাণিনি র্ন তদব্যুৎপন্নত্ব-বাদীতি স্পষ্টমেবোক্তম্।" তবে আমাদের মতে পাণিনিকে পূর্ব্বোক্ত প্রথম সম্প্রদায়ের ন্যায় সম্পূর্ণ অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলাও সঙ্গত নহে, কারণ তিনি নানাবিধ কৃৎসূত্র প্রণয়নপূর্ব্বক কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ধাতুজত্ব ও সাধুত্ব দেখাইয়াছেন।

এদিকে আবার পাণিনিমুনি ঔণাদিক শব্দ লইয়া গার্গ্যের ন্যায় শাকটায়নকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"উণাদয়ো বহুলম্" (৩।৩।১), "ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে" (৩।৩।২), "ভীমাদয়োঽপাদানে" (৩।৪।৭৪), "ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ" (৩।৩।৩), "তাভ্যামন্যত্রোণাদয়ঃ" (৩।৪।৭৫), ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে, কখনও কখন শাকটায়নের ঔণাদিকসূত্র তত্ত্বতঃ পাণিনীয় কৃৎসূত্রে অনুসৃত হইয়াছে। ইহা অনুমান নহে, কারণ 'হস্ত' 'গর্ত্ত' 'দস্ত' প্রভৃতি শব্দ লইয়া শাকটায়নের "হসিমৃগ্রিণ্বামিদমিলূপূধুর্বিভ্য স্তন্" (উণ্ ৩৮৬) সূত্র এবং পাণিনির "তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু" চ (৭।২।৯) সূত্র দেখিলে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইবে। এতদ্‌ব্যতীত অনেক ঔণাদিক প্রত্যয়ও অষ্টাধ্যায়ীর কৃৎসূত্রে প্রবেশ করিয়াছে। 'গণ্ডয়ন্ত' 'মণ্ডয়ন্ত' 'স্পৃহয়ায্য' 'গৃহয়ায্য' 'গদয়িত্নু' 'স্তনয়িত্নু'

'অনাময়িত্নু' * প্রভৃতি শব্দই ইহার প্রমাণ। কারণ শাকটায়নের "তৃভূবহিবসি-ভাসিসাধিগণ্ডিমডি..." "শ্রুদক্ষিস্পৃহিগৃহিভ্য আয্যঃ" "স্তনিহৃষিমুষিগদিমদিভ্যো ণেরিত্নুচ্" প্রভৃতি ঔণাদিক সূত্র হইতেই অষ্টাধ্যায়ীর "অয়ামন্তাল্বায়্যেত্বিষ্ণুষু" (৬।৪।৫৫) প্রভৃতি সূত্রে পাণিনি মুনি 'ঝচ্ (অন্ত)' 'আয্য' 'ইত্নু' প্রভৃতি প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল দেখিলে তাঁহার ব্যুৎপত্তিপক্ষতা অত্যন্ত স্থগিত থাকিতে পারে না। কিন্তু ৩।৩।১ সূত্রের শব্দেন্দুশেখরে নাগেশ লিখিয়াছেন —"ভূতে' (৩।২।৮৪) ইতি সূত্রস্থং ভাষ্যং ব্যুৎপত্তিবাদিব্যাকরণান্তরীয়রীত্যা। অব্যুৎপন্নত্ববাদিপাণিনিমতে তু ন তদিতি বোধ্যম্।" (৮০৭—৯ পৃ০)। তথাপি আমাদের মনে হয়, ঔণাদিক শব্দের ব্যুৎপন্নত্ব লইয়া শাকটায়নকে পাণিনি মুনি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, কারণ—

(১) অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১) এবং পাণিনির সাক্ষাৎ-শিষ্য ব্যাঘ্রভূতি তদুপরি বার্ত্তিক করিয়াছেন—

"বাহুলকং প্রকৃতেস্তনুদৃষ্টেঃ প্রায়সমুচ্চয়নাদপি তেষাম্।
কার্য্যসশেষবিধেশ্চ তদুক্তং নৈগমরূঢ়িভবং হি সুসাধু॥
নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।
যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্॥"

এমন কি উহনের প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনুবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু॥" (৩।৩।১ ভাষ্য)।

ব্যুৎপত্তিপক্ষ যদি পাণিনির অত্যন্ত অনভিপ্রেত হয় বা গার্গ্যের ন্যায় যদি তাঁহার উণাদিপ্রকরণের অশাস্ত্রীয়ত্বই অভিমত হয় তাহা হইলে এ সূত্রই বা কেন, আর সম্প্রদায়বিদ্‌গণের এ সকল অবান্তর কথাই বা কেন?

(২) অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে" (৩।৩।২)। ইহা একটী উণাদিসংক্রান্ত সূত্র। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"ভূতে কাল উণাদয়ঃ প্রত্যয়া দৃশ্যন্তে।" কেহ কেহ বলেন, ইহাতে উণাদি শাস্ত্র

* 'অনাময়িত্নু' শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তথায় আম্নাত হইয়াছে—

"হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপস্পৃশামসি॥"

(৮।৭।২৫।৭ বা ১০।১৩৭।৭)।

অভ্যুপগত হয় নাই, কারণ সূত্রটীর দ্বারা পাণিনি বলিতেছেন—'ভূতে কালে হ্যণাদয়ঃ প্রত্যয়া দৃশ্যন্তে ন চোচ্যন্তে।' ভাল, উণাদিপ্রকরণ যদি অশাস্ত্রীয় হয় তবে উহার প্রত্যয় দেখিবারই বা প্রয়োজন কি ? 'গাবী' 'গোণী' 'গোতা' প্রভৃতি অপশব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষায় কাহার ত যত্ন দেখা যায় না।

(৩) অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ" (৩।৩।৩) অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে গম্যাদি শব্দ সুসাধু। ইহাও একটী উণাদিপ্রত্যয়বিষয়ক সূত্র। কলাপস্থ 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ' (কৃৎ ৩১৩) সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন—"গমীত্যেবমাদয়ঃ শব্দা ঔণাদিকা ভবিষ্যতি কালে সাধবো ভবন্তি। গমাদিভ্যো ভবিষ্যৎকালবৃত্তিভ্য ইন্ স্যাদিত্যর্থঃ।"

(৪) অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"ভীমাদয়োঽপাদানে" (৩।৪।৭৪) এবং "তাভ্যামন্যত্রোণাদয়ঃ" (৩।৪।৭৫)। উভয় সূত্রই ঔণাদিক শব্দ সাধনের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। কাশিকায় জয়াদিত্য লিখিয়াছেন—"ভীমাদয়ঃ শব্দা অপাদানে নিপাত্যন্তে। উণাদিপ্রত্যয়ান্তা এতে। '...শ্যাধুসূভ্যো মক্' (উণ্ ১৫০), 'ভিয়ঃ ষুক্ চ' (উণ্ ১৪৩) ইত্যেবমাদয়ঃ। তাভ্যামন্যত্রোণাদয় ইতি পর্য্যুদাসে প্রাপ্তে নিপাতনমারভ্যতে..."।

এই সকল কথা শুনিয়া মনে হয়, পাণিনির ব্যুৎপত্তিপক্ষতাও একেবারে নিরস্ত হইতে পারে না।

উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দ লইয়া পাণিনি যদি শাকটায়নের বিরোধী না হন তাহা হইলে ভাষ্যবার্ত্তিকে "উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি" এই পরিভাষাটী পুনঃ পুনঃ কেন উক্ত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধেয়। "আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্" (৭।১।২) সূত্রানুসারে ঢ প্রত্যয়স্থানে 'এয়' এবং খ প্রত্যয়স্থানে 'ঈন' আদেশ হয়, সুতরাং "স্ত্রীভ্যো ঢক্" (৪।১।১২০) সূত্রানুসারে বৈনতেয়াদি শব্দ এবং "কুলাৎ খঃ" (৪।১।১৩৯) সূত্রানুসারে কুলীন শব্দ সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু "শমেঃ খঃ" (উণ্ ১০৭) শঙ্খঃ "ষণো ঢঃ" ষণ্ঢঃ প্রভৃতি ঔণাদিক পদ দেখিয়া কাত্যায়ন বলিয়াছেন "তত্রোণাদিপ্রতিষেধঃ"। ভাল, নানাবিধ ঔণাদিক শব্দের সাধুত্ব স্বীকার করিবার পর এখন আবার প্রতিষেধ কেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই তিনি পুনরায় বলিলেন "প্রাতিপদিকবিজ্ঞানাচ্চ পাণিনেঃ সিদ্ধম্" অর্থাৎ পাণিনি যে ভাবে যে যে প্রাতিপদিকের প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগশূন্যতা গ্রহণ করিয়াছেন তদনুসারে সিদ্ধ হইতেছে। অতএব

এই সকল শব্দ লইয়া বলিতে হইবে 'উণাদ্যন্তদাদীনি অব্যুৎপন্নানি প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগশূন্যানি'। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে—'উণাদ্যন্তদাদিত্বেন শাকটায়নাভিপ্রেতানি বস্তুতস্তু পাণিনিমতে প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগশূন্যানি' অর্থাৎ 'উণাদ্যন্তানি প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগপ্রযোজ্যপাণিনিসূত্রপ্রবৃত্ত্যনর্হাণি'। সুতরাং কৌমারদের ন্যায় পাণিনিকেও বলিতে হইবে—'ঔণাদিকা হি দ্বিবিধা ব্যুৎপন্না অব্যুৎপন্নাশ্চ' (আ০১২৫ সূত্রীয় টীকা ও পঞ্জী)। কারণ তাঁহার মতে 'ভস্ম' 'গমি' 'ভীম' 'কৃষি' 'বায়ু' প্রভৃতি ঔণাদিক শব্দ ব্যুৎপন্ন, আর 'শঙ্খ' 'ষণ্ড' 'শণ্ড' 'শণ্ঠ' 'শণ্ড' 'পায়ু' 'মায়ু' 'জায়ু' প্রভৃতি ঔণাদিক শব্দ অব্যুৎপন্ন। অতএব স্বকৃত গ্রন্থের সূত্রানুরোধেই পাণিনি অব্যুৎপন্নত্ববাদী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু শাকটায়নীয় ব্যাকরণস্থ উণাদিপ্রক্রিয়ার অশাস্ত্রীয়ত্ব ঘোষণা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইজন্য পেরুসূরিবিরচিত ঔণাদিকপদার্ণবের প্রথমপাদে উক্ত হইয়াছে—

"অপ্যশিষ্টাঃ সূত্রকৃতা সংজ্ঞাঃ সাধয়িতুং ক্ষমাঃ।
সংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানে চ কালেঽর্থে স্যুরুণাদয়ঃ॥
ক্বচিদ্ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে গম্যাদিস্তু ভবিষ্যতি।
দাশগোঘ্নৌ সংপ্রদানে কারকে বিনিপাতিতৌ॥
ভীমাদয়োঽপ্যপাদানে তদন্যার্থা উণাদয়ঃ।
অসংজ্ঞায়ামপি ভবন্ত্যেতে বাহুলকাৎ ক্বচিৎ॥" (১৫-১৭)।

যাহাই হউক, শাকটায়ন যে একজন অসাধারণ শাব্দিক মহর্ষি ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে পাণিনিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণই বলিতেন—'অনু শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (কাশিকা ১।৪।৮৬)। তথাপি ঔণাদিক শব্দে পাণিনির সাধুত্ব-স্বীকার শাকটায়নের প্রতি আদরাতিশয়ের জন্য নহে। আমাদের মতে নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ এই দুইটী বেদাঙ্গের বিরোধ-পরিহারই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ শর্ব্ববর্ম্মার অব্যুৎপত্তিপক্ষতা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাচকাদি কৃৎপ্রত্যয়ান্তশব্দও অশ্বগোবৃক্ষাদির ন্যায় রূঢ় বা সাঙ্কেতিক বলিয়া শার্ব্ববর্ম্মিক কাতন্ত্রে কৃৎসূত্র প্রণীত হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, সকল অবস্থায় প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের সহিত সমুদায়ার্থের ঐক্যাভাবহেতু পাচকাদিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ হওয়ায় উহাদের ধাতুজত্ব কল্পিত হইতে পারে না, সুতরাং পাচকাদি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দও উণাদিপ্রত্যয়ান্ত

বৃক্ষাদি শব্দের ন্যায় রূঢ়। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কি না তাহা চিন্তনীয়। দুর্গসিংহ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের মতে তিনি অন্ততঃ গার্গ্যের ন্যায়ও অব্যুৎপন্নত্ববাদী ছিলেন। গার্গ্যমুনি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ধাতুজত্ব বা ব্যুৎপন্নতা অস্বীকার করেন নাই, শর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্রেও অনেক কৃৎসূত্রের প্রয়োগ উপলব্ধ হইয়া থাকে, যেমন--"ধাতোস্তৃশব্দস্যার্" (নাম ৬৮), "ধাতো র্ব্বাতুমন্যা-দিচ্ছতি নৈককর্ত্তৃকাৎ" (আ° ৩৮), "তুমর্থাচ্চ ভাববাচিনঃ" (চ ২৩৪), "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি নিত্যম্" (চ ২৪৭), "ন নিষ্ঠাদিষু" (চ ২৪৮) ইত্যাদি। অতএব কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পাচকাদি শব্দের রূঢ়ত্বাবধারণ শর্ব্ববর্ম্মার অভিপ্রেত হইতে পারে না। তবে স্বল্পসময়ের মধ্যে সাতবাহনকে কতকটা ব্যাকরণ শিখাইবার অভিপ্রায়ে কৃৎপরিত্যাগও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। মনে হয়, অধ্যাপনকালে তিনি শব্দের অভিধানলক্ষণ দেখাইয়া শিষ্যধীবৃদ্ধির জন্য কৃৎসম্বন্ধীয় উপদেশদানে বিরত হন নাই। এখন কিন্তু কলাপের শেষে দৌর্গবৃত্তিসহ পঞ্চপাদাত্মক উণাদি-প্রকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঞ্জোরপ্রবাদানুসারে বৃত্তিকার দুর্গসিংহই ঐ সকল সূত্রের প্রণেতা। কারণ কাতন্ত্রোণাদিসূত্রীয় পঞ্চমপাদের আরম্ভে তিনি

"শব্দাত্মিকা যা ত্রিজগদ্ বিভর্ত্তি স্ফুরদ্‌বিচিত্রার্থসুধাং স্রবন্তী।
যা ঋদ্ধিরীড্যা হৃদয়ে সদৈব মুখে চ সা মে বশমস্তু নিত্যম্॥"

এই শ্লোক লিখিবার পর ষষ্ঠপাদান্তে লিখিয়াছেন—

"শব্দানামানন্ত্যাদ্ ব্যুৎপত্তি দৃ শ্যতে যেষাম্।
তেষাং বিজ্ঞৈঃ কার্য্যা মৃগ্যা ধাতো স্ততঃ প্রত্যয়াস্তাৎ॥"*

ইহা ব্যতীত প্রকরণারম্ভে প্রণামশ্লোকের 'উণাদয়োঽভিধাস্যন্তে' এই দৌর্গোক্তি হইতেও প্রবাদটী উঠিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণই ঐ সকল সূত্রের আকর। যাহাই হউক, শাকটায়নাদি-প্রণীত ঔণাদিক সূত্রের যোগবিভাগ দ্বারা কলাপের উণাদিসূত্র রচিত হইয়াছে। দুর্গসিংহের দৃষ্টি লইয়া উপাধ্যায়সর্ব্বস্বে সর্ব্বধর উপাধ্যায় এই সকল সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রমানাথ চক্রবর্ত্তীর সারনির্ণয়ে উপাধ্যায়সর্ব্বস্ব অনুসৃত হইয়াছে।

কাতন্ত্রোণাদিপ্রকরণের বঙ্গীয় সংস্করণে পাঁচটী মাত্র পাদ আছে। উহাতে ষষ্ঠপাদ বা সকল সূত্র দৃষ্ট নহে। এ দুইটী শ্লোক মদ্রদেশীয় পুঁথীতে পাওয়া যায়। Dr. T. R. Chintamani কর্ত্তৃক মুদ্রিত 'কাতন্ত্রোণাদিসূত্রাণি দুর্গসিংহবিরচিতবৃত্তিযুতানি' নামক গ্রন্থের ৩৩ এবং ৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্লোকদ্বয়ের কতক কতক অংশ দৃষ্ট হইবে।

চান্দ্রসম্প্রদায়ে শাকটায়নীয় মতবাদের বলবত্তা উপলব্ধ হয়। কারণ চন্দ্রগোমী স্বয়ং চান্দ্রব্যাকরণের পরিশিষ্টস্বরূপ একখানি ঔণাদিক সূত্রপাঠ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে তিনটী পাদ আছে। ইহা একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ ব্যাকরণ।

জৈনদের ব্যাকরণে কোনও বিশেষত্ব নাই। জৈনেন্দ্রব্যাকরণে দেবনন্দী পাণিনিকে, অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসনে অভিনবশাকটায়ন দেবনন্দীকে, হৈমব্যাকরণে হেমচন্দ্র এবং মুষ্টিসূত্রে মলয়গিরি অভিনব শাকটায়নকে অনুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাদের গ্রন্থে বস্তুতঃ পাণিনিই অনুসৃত হইয়াছেন। অভিনব-শাকটায়নের শব্দানুশাসনে নামের ধাতুজত্ব লইয়া মহর্ষি শাকটায়নের মতবাদ দৃষ্ট নহে। সেইজন্য ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"One expects to find in the Unādi Sutras at least traces of the ancient Sākatāyana and his works, but he is sure to be disappointed in his expectations." (S. S. G., p. 71).

পুরাকল্পের আদিব্যাকরণসমূহে ঔণাদিক প্রক্রিয়ার প্রামাণহেতু ভোজদেব শাকটায়নকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ধাতুশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে—"অভিদধাত্যর্থং ধাতুঃ" (প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব—উণাদিখণ্ড ১।৬৪)। এজন্যও বোধ হয় ভোজদেব নামমাত্রের ধাতুজত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার 'সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণ'নামক ব্যাকরণে "উণাদয়ো ভূতেঽপি" (২।৪।১), "সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্" (২।৪।২), "ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ" (২।৪।৩) প্রভৃতি ঔণাদিক সূত্র দৃষ্ট হয়। প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বের উণাদিখণ্ডস্থিত 'বর্ণানীতি'র পর নারায়ণ ভট্ট

"উক্তেষু প্রত্যয়েষ্বেব প্রকৃত্যাধিক্যগোচরাঃ।
ভোজোক্তয়ঃ পুরা প্রোক্তা অবশিষ্টানথ ব্রুবে॥"

এই শ্লোক বলিয়া নানা ঔণাদিক সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল সূত্রের শেষে লিখিত আছে—"ইতি ভোজোক্তাঃ"। বস্তুতঃ কিন্তু সরস্বতীকণ্ঠাভরণের এ সকল সূত্র ভোজদেব স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন অথবা কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন তাহা নিশ্চয়সহকারে বলা কঠিন।

ক্রমদীশ্বর বিশেষভাবে মহর্ষি শাকটায়নকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসারের 'কৃচ্ছেষোণাদিপাদঃ' এবং 'কৃচ্ছেষোঽব্যয়পাদঃ' ইহার প্রমাণ। এই পাদদ্বয়ে উহনাদিপ্রক্রিয়ানুসারে তিনি বহু সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন।

কৃচ্ছ্রেষোণাদিপাদস্থ শেষ সূত্রের বৃত্তিতে লিখিত আছে—"ইতি দিঙ্মাত্রমন্যত্রাপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াগমগুণবৃদ্ধিহ্রস্বাদয়ো যথাসম্ভবং পরিকল্পনীয়াঃ।

তিঙন্তাদিতরে শব্দাঃ কৃদ্‌ভিঃ সর্ব্বে প্রসাধিতাঃ।
সমাসতদ্ধিতাভ্যাং চ বিকারানপি সাধয়েৎ ॥
যস্মিন্ দেশে প্রসিদ্ধা যে প্রযোক্তব্যা হি তত্র তে।
অপ্রসিদ্ধাশ্চ যে শব্দা বোধ্যা গ্রন্থান্তরাত্তু তে ॥"

(কৃচ্ছ্রেষোণাদি পাদের ২২২ সূত্রীয়বৃত্তি)। বৃত্তিখানির প্রণেতা স্বয়ং ক্রমদীশ্বর। মহারাজ জুমরনন্দিকর্ত্তৃক ইহা পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

সারস্বতে ব্যুৎপত্তিপক্ষের বিশেষ আদর দৃষ্ট হয়। ইহার উণাদিপ্রক্রিয়ায় লিখিত আছে—"অথোণাদয়ো নিরূপ্যন্তে। সদোণাদয়ঃ······"। প্রকরণের শেষে উক্ত হইয়াছে—

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনুবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু ॥
উণাদয়োঽপরিমিতা যেষু সংখ্যা ন গম্যতে।
প্রয়োগমনুসৃত্যাদ্ধা প্রযোক্তব্যাস্ততস্ততঃ ॥"

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাকৃৎ "সদোণাদয়ঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"সর্ব্বস্মিন্ কালে উণাদয়ঃ। উণাদয়োঽপরিমিতাঃ প্রয়োগমনুসৃত্য প্রযোক্তব্যাঃ।" এবং ইহার টিপ্পনীতে লিখিত আছে—"তানি শাকটায়নাদিপ্রণীতব্যাকরণান্তরাৎ সংগৃহীতানি সন্তি।" (৩৫৩ পৃ°)। গ্রন্থান্তে চক্রধর শর্ম্মার পুত্র নবকিশোর শাস্ত্রী একখানি 'উণাদিকোষ' সন্নিবেশ করিয়াছেন।

"চণম্ বাভীক্ষ্ণ্যে পূর্ব্বকালে" (১১৮৩) সূত্রের বৃত্তিভাগে বোপদেব গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কৃৎতদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।
লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্ ॥" (১৩৯৯পৃ°)।

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেক কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। মুগ্ধবোধের শেষে উণাদিসূত্রের পাঁচটী পাদও দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উণাদিকোষকৃৎ রামশর্ম্মা ঐ সকল সূত্রের প্রণেতা, বোপদেব নহেন। মুগ্ধবোধের "নাম্ন্যন্যে তিক্" (১০০৭) সূত্রে পাণিনিস্মৃত 'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১) সূত্রে

তাৎপর্য্য প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং উহা হইতে আচার্য্যপ্রবৃত্তি বুঝিয়াই রামশর্ম্মা ঐ সকল উণাদিসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বোপদেবকে গার্গ্যের অনুগামী না বলিয়া পাণিনির অনুগামী বলাই সঙ্গত।

পদ্মনাভদত্তকে পাণিনির ন্যায় অব্যুৎপন্নত্ববাদী বলিতে হইবে। তবে পার্থক্য এই যে, অষ্টাধ্যায়ীতে কতিপয়মাত্র উণাদিবিষয়ক সূত্র দৃষ্ট হয়, আর সুপদ্মে নানা কৃৎসূত্র ব্যতীত ১৮০টী ঔণাদিক সূত্রও প্রণীত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থেরই প্রথম সূত্র—"উণাদয়ো বহুলম্" (সু০ ৪।২।১—পা০ ৩।৩।১)। ইহার বৃত্তিভাগে পদ্মনাভ বলিয়াছেন—"উণাদয়ঃ প্রত্যয়া ধাতো র্বহুলং স্যুঃ। যদাহুঃ—উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি।"

শ্রীজীব গোস্বামী পাণিনির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার হরিনামামৃত-ব্যাকরণের কৃৎপ্রকরণমধ্যে "গমিগাম্যাদয়স্তু ভবিষ্যতি সাধবঃ" ইত্যাদি উণাদি-বিষয়ক সূত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশও পাণিনির অনুগামী। তদীয় প্রয়োগরত্নমালার কৃদবিন্যাসে "উণাদয়ঃ স্যুর্বহুলম্" "ভীমাদয়োঽপাদানে স্যুঃ" ইত্যাদি উণাদিসম্বন্ধীয় সূত্র প্রণীত হইয়াছে (৩৮২ পৃ০)।

এরূপ অবস্থায় বলিতে হইবে, যাস্কের পর পাণিনি হইতে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ পর্য্যন্ত শাব্দিকদের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব সূত্রানুরোধে গার্গ্যপক্ষ অবলম্বন করিলেও তাঁহারা অল্পবিস্তরভাবে ঔণাদিকশাস্ত্রের সাধুত্ব স্বীকারপূর্ব্বক শাকটায়নের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অতএব প্রাচীনদের ন্যায় এখনও বলা যায়—'অনু শাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ'।

শাকটায়নই উণাদিসূত্রকার, পাণিনি বা বররুচি নহেন

১৪খৃষ্টশতাব্দীতে বিমলসরস্বতী নামে একজন বৈয়াকরণ পাণিনির বার্ত্তিককার বররুচি কাত্যায়নকে উণাদিসূত্রকার বলিয়াছেন। তাঁহার রূপমালায় "তাভ্যামন্যত্রোণাদয়ঃ" (৩।৪।৭৫) এই পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—"সম্প্রদানাপাদানাভ্যামন্যস্মিন্নেবার্থে স্যুঃ।

লক্ষ্যানুসরণোন্নেয়া অনুবন্ধা উণাদিষু।
বহুলোক্ত্যা প্রসাধ্যানি তেষু কার্য্যান্তরাণি চ॥

উণাদিস্ফুটীকরণায় বররুচিনা পৃথগেব সূত্রাণি প্রণীতানি, তদ্ যথা—'কৃবাপাজি-

মিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্।" অতএব বিমলসরস্বতীর মতে বাক্যকার বররুচি কাত্যায়নই উণাদিসূত্রকার।

Dr. Kunhan Raja মহোদয়ের মতে পাণিনি স্বয়ং উণাদিসূত্রকার। (প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বের ভূমিকা এবং Indian Culture, January 1938, ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বান্তর্গত উণাদিখণ্ডের শেষে নারায়ণভট্ট নিজে লিখিয়াছেন—

"নান্তং প্রাপদুণাদিশাস্ত্রমিয়তা শব্দানমুক্তানতো
ধাতুপ্রত্যয়রূপতঃ প্রবিভজেৎ কার্য্যাৎ কিদাদীন্ বদেৎ।
রূঢ়াঃ সাধব এব তে চ শকটাপত্যাদিভি র্ধাতুজাঃ
সর্ব্বেঽপীত্যুদিতং ততো বহুলমিত্যূচে স্বয়ং পাণিনিঃ॥"

পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ পাণিনিকে উণাদিসূত্রকার বলেন। কারণ ঔণাদিক সূত্রের অনেক স্থলে 'টি' 'ঘু' 'ভ' প্রভৃতি পাণিনীয় সংজ্ঞা এবং কতকগুলি পাণিনীয় অনুবন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণিনির কোনও কোন সূত্র লইয়া কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'উণাদিপ্রতিষেধশ্চ' (৮।২।৭৮) ইত্যাদি। পতঞ্জলিরও এজাতীয় অনেক উক্তি আছে (৭।৩।৫০, ৭।৪।১৩, ৮।২।৭৮, ৮।৩।৫৯)। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন, পাণিনিমুনি উণাদিসূত্রকার না হইলে 'উণাদিপ্রতিষেধশ্চ' 'উণাদীনাং চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ' ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহা ব্যতীত শিশুপালবধে কবিবর মাঘ—

"নিপাতিতসুহৃৎস্বামিপিতৃব্যভ্রাতৃমাতুলম্।
পাণিনীয়মিবালোকি ধীরৈস্তৎ সমরাজিরম্॥" (১৯।৭৫)।

এই শ্লোকে "নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃমাতৃপিতৃদুহিতৃ" (২৬০) এই ঔণাদিকসূত্রনিষ্পন্ন ভ্রাতৃশব্দের সন্নিবেশদ্বারা পাণিনিকেই উণাদিসূত্রকার বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাগুক্ত কারণকূটবশতঃ এ সম্প্রদায় পাণিনিকেই উণাদিসূত্রকার বলেন।

নামমাত্রের ধাতুজত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অনেকে শাকটায়নকেই উণাদিসূত্রকার বলিয়া থাকেন। প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বস্থিত উণাদিখণ্ডের শেষে নারায়ণভট্টও এইরূপ বলিয়াছেন। আপাততঃ এ সম্প্রদায়ের মতবাদে আমরাও আস্থাবান্।

শাকটায়ন যেরূপ দৃঢ় ব্যুৎপত্তিবাদী ছিলেন তাহাতে বহুশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ দেখাইবার জন্য ঔণাদিক সূত্র প্রণয়ন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত

অসম্ভব নহে। তিনি উহনেরও পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, শাকটায়নীয় ব্যাকরণের উণাদিপ্রকরণে যে সকল শব্দ সূত্রারূঢ় হয় নাই তাহাদের সম্বন্ধেই উহনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নাগেশও এইরূপ বলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এবং চ 'কৃবাপেত্যাদ্যুণাদিসূত্রাণি শাকটায়নস্যেতি সূচিতম্। ধাতুজং নামেতি নিরুক্ত আহ নিরুক্তকারঃ শাকটায়নশ্চ স্বকৃতে ব্যাকরণে।" (উদ্দ্যোত ৩।৩।১)।

পাণিনিকে উণাদিসূত্রকার বলা সঙ্গত নহে। কারণ অষ্টাধ্যায়ীতে তিনি যে সকল শব্দকে অব্যুৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উণাদিসূত্রে আবার সেই সকল শব্দেরই ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কংস-পরশব্যাদি শব্দই ইহার উদাহরণ স্থল। এক ব্যক্তি উভয় সূত্রের প্রণেতা হইলে সূত্রকার কি একস্থানে 'কংস'শব্দকে ব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক এবং অন্য স্থানে উহাকে অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক বলিতে পারেন? (৫৫৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শিশুপালবধে মাঘ 'পাণিনীয়' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'পাণিনীয়' পদের অর্থ হইতেছে—'পাণিনেরিদং পাণিনীয়ম্, তেনাভ্যুপগমাৎ। ন তু তেন কৃতত্বাৎ।' এরূপ ব্যাখ্যায় নৈয়াসিক জিনেন্দ্রবুদ্ধির আনুকূল্য আছে। স্বসূত্রে উণাদিপ্রতিষেধ বিহিত হইলেও সম্ভবতঃ নিরুক্ত এবং ব্যাকরণের বিরোধ পরিহারের জন্য পাণিনি মুনি গার্গ্যের ন্যায় একেবারে উণাদিশাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করেন নাই। মনে হয়, 'উণাদয়ো বহুলম্' 'ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে' 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ' 'ভীমাদয়োঽপাদানে' 'তাভ্যামন্যত্রোণাদয়ঃ'—এই সকল সূত্র দ্বারা পাণিনিকর্তৃক উণাদিশাস্ত্র অভ্যুপগত হওয়ায় প্রাগুক্ত অর্থেই শিশুপালবধে 'পাণিনীয়' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

কাত্যায়নকেও উণাদিসূত্রকার বলা সঙ্গত নহে। তিনি পাণিনিসূত্রের উপর বার্ত্তিক করিয়াছেন—'তত্রোণাদিপ্রতিষেধঃ' (৭।১।২)। আচার্য্যপ্রবৃত্তি বুঝিয়াই কাত্যায়ন ঐরূপ বলিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব—'শমেঃ খঃ' এবং 'ষণো ঢঃ' এই দুইটি উণাদিসূত্র দেখিয়াই পাণিনির ঐরূপ প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং কাত্যায়ন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন (৭।১।২)। উণাদিসূত্র পাণিনির সময়ে বিদ্যমান থাকিলে কাত্যায়ন তাহার প্রণেতা হইতে পারেন না। কারণ উভয়ের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান আছে। ঋক্‌তন্ত্রের ভূমিকায় অধ্যাপক সূর্য্যকান্ত লিখিয়াছেন—"The list of Uṇādis was first drawn up by Pāṇini on the basis of Śākaṭāyana, and was afterwards modified and corrected by Kātyāyana. The extent of changes

introduced by Kātyāyana into the text was so great that ultimately popular tradition came to credit him with its sole authorship." ইহাতে ত্রিবিধ মতের সামঞ্জস্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত এ সকল কথা চরমসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। তবে প্রাচীন উণাদি সূত্রের কালোপযোগী প্রতিসংস্কার করা বররুচি কাত্যায়নের পক্ষে নিতান্ত বিচিত্র নহে।

এরূপ অবস্থায় আমরা আপাততঃ শাকটায়নকেই উণাদিসূত্রকার বলিয়া মনে করি। কিন্তু শাকটায়নের পূর্ব্বে উণাদিসূত্র ছিল না—এরূপ অনুমানও সঙ্গত নহে। উণাদিপ্রকরণে সূত্রিত হইয়াছে—"কপশ্চাক্রবর্ম্মণস্য" (৩।১৪৪) এবং উজ্জ্বলদত্ত বলিয়াছেন—"ক্পাতেরেব চাক্রবর্ম্মণস্যাচার্য্যস্য মতেন কপপ্রত্যয়ঃ সম্প্রসারণং চ। কুপাপঃ স এব। স্বরে তু বিশেষঃ।" ইহাতে উপপন্ন হয় যে, শাকটায়নের পূর্ব্বেও ব্যুৎপত্তিবাদীদের একটী প্রবল সম্প্রদায় ছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের মতবাদ ও সূত্রাদি উপজীব্য করিয়া শাকটায়নীয় উণাদিসূত্র প্রণীত হইয়াছিল।

অনেকের মতে শাকটায়নের পরেও অনেক উণাদিসূত্র প্রণীত হইয়াছে, যেমন —"দীঙো নুট্ চ" (৩।১৪০) বা "স্তবো দীর্ঘশ্চ" (৩।২৫)। প্রথমোক্ত সূত্রের বৃত্তিতে উজ্জ্বল দত্ত লিখিয়াছেন—"দীঙ্ ক্ষয়ে। অস্মাদারন্প্রত্যয়স্য নুডাগমশ্চ। দীনারঃ সুবর্ণাভরণম্। সূত্রমিদং সূতীবৃত্তৌ দেববৃত্তৌ চ ন দৃশ্যতে।" শেষোক্ত সূত্রের বৃত্তিতে তিনি বলিয়াছেন—"এতৎ সূত্রং সতীবৃত্তৌ ন দৃশ্যতে।...অতোঽনার্ষমিদমিতি লক্ষ্যতে।" পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতদের মতে 'ইষিমদিমুদি...' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রটীও সুপ্রাচীন নহে।

টেয়োডোর আউফ্রেখ্ট্ (Theodor Aufrecht) এবং মনিয়ার্ উইলিয়াম্স্ (Monier Williams) বলেন যে, লাটিন্ পারস্যাদি ভাষা হইতে কোনও কোন শব্দ সংস্কৃতভাষায় গ্রহণ করিবার জন্য অনেক ঔণাদিক সূত্র প্রণীত হইয়াছে, যেমন—লাটিন্ভাষা হইতে মুদ্রার্থক 'দেনারীউস্' (denarius) শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গ্রহণ করিবার জন্য 'দীঙো নুট্ চ' (৩।১৪০) এই ঔণাদিক সূত্রটী উজ্জ্বলদত্তের কিছু পূর্ব্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে; আবার যেমন—পারস্যভাষার সূর্য্যার্থক 'মিহ্র' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গ্রহণ করিবার জন্য 'ইষিমদিমুদি......মিহি মুহি......শুষিভ্যঃ কিরচ্' (১।৫২) এই ঔণাদিক সূত্রে 'মিহি'ধাতু প্রক্ষেপ

করিয়া উহাতে 'কিরচ্' প্রত্যয়দ্বারা সূর্য্যার্থে 'মিহির'শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এ সকল কথা সুচিন্তিত নহে। পাণিনির ধাতুপাঠে পঠিত হইয়াছে—'দীঙ্ ক্ষয়ে' এবং 'মিহ্ সেচনে'। তপরন্ এবং কিরচ্—এ দুইটী প্রত্যয় স্মরণাতীতকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। হরিবংশে বেদব্যাস 'দীনার' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সাঞ্চিতে সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ যে লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 'দীনার' শব্দের উল্লেখ আছে। পুরাকালে সংস্কৃত ভাষায় 'দীনার'শব্দ ভূষণার্থে এবং পরবর্ত্তিকালে উহা মুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়। লাটিন্ ভাষায় 'দেনারীউস্'শব্দ কখনও ভূষণার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। ঐ ভাষায় উহা কেবল মুদ্রার্থেই রূঢ়। এরূপ অবস্থায় বলা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় 'দীনার' শব্দ মুদ্রার্থে প্রচলিত হইবার পর লাটিন্ ভাষায় উহা মুদ্রার্থক 'দীনারীউস্' শব্দরূপে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ সংস্কৃতভাষা যদি লাটিনভাষার নিকট ঋণী হইত তাহা হইলে প্রথমতঃ ভূষণার্থে উহার প্রয়োগ থাকিত না।

সূর্য্য জল আকর্ষণ করিয়া মেঘের দ্বারা ভূমি সেচন করেন—একথা চিরকাল জানা আছে। কুমারসম্ভবে কালিদাস বলিয়াছেন—"রবিপীতজলাতপাত্যয়ে পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী"। জলসেক করার জন্য মিহির এবং মেঘ উভয়শব্দই চিরপ্রচলিত। প্রাচীনেরা বলিতেন—'মেহয়তি সেচয়তি জলেন ভূমিমিতি মিহিরো মেঘো বা'। মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'মিহির'শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। তথায় স্মৃত হইয়াছে—

"ভবতিমিরাসবপানমদাদ্ ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ।

মিহির বিভাসি যতঃ সুতরাং ত্রিভুবনভাবন-ভা-নিকরৈঃ॥" (১০৭।৭)।

ইহা ব্যতীত উত্তরভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে 'মিহিরেশ্বর'-নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'মিহির'শব্দ যদি কোনও বিদেশীয়-ভাষা-সমুৎপন্ন হইত তাহা হইলে ঋষি কখনও উহা প্রয়োগ করিতেন না বা ঐ শব্দদ্বারা দেবতার নামকরণও হইত না। আর 'মিহির' শব্দ পিক নেম-তামরস-সত-ক্লোম প্রভৃতি শব্দের ন্যায় হইলে মীমাংসার ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধপদার্থ-প্রামাণ্যাধিকরণে উহার উল্লেখও থাকিত।

পারস্য ভাষায় ঘর্ম্মকে গরেম, ক্রতুকে খ্রতু, সোমকে হওম, এবং অসুরকে অহুর বলে। এ সকল বিদেশীয় শব্দের সংস্কৃতমূলকতা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু

ব্যাসাদিপ্রযুক্ত 'দীনার' ও 'মিহির' শব্দ লইয়া হঠাৎ প্রাত্তিকদ্বয় এরূপ স্বতন্ত্র হইলেন কেন তাহা বলা কঠিন।

শাকটায়ন বলিয়াছেন—"ক্রিয় ইকন্" (২।৪৩) ক্রয়িকঃ। কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে "বস্নক্রয়বিক্রয়াট্ ঠন্" (৪।৪।১৩) সূত্রদ্বারা 'ক্রয়িক'শব্দের ব্যুৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ প্রথমোক্ত সূত্রটীতে শাকটায়নের কর্তৃত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অনার্ষমিদং সূত্রম্"। ইহা চিন্তনীয়। কারণ 'ক্রিয়াসর্ব্বস্ব'স্থিত উণাদিখণ্ডের 'আণ্ডি পণিপনিপতিখনিভ্যঃ [ইকণ্]" সূত্রের ব্যাখ্যায় নারায়ণভট্ট লিখিয়াছেন—

"যে তদ্ধিতাদিভিঃ সিদ্ধাঃ ক্রয়িকাপণিকাদয়ঃ।
তে ব্যুৎপত্তে র্বাহুবিধ্যং বক্তুমুক্তা মহর্ষিণা॥" (২।৩৪)।

ইহাতে উপপন্ন হয় যে, ঔণাদিকপ্রত্যয়ান্ত ক্রয়িকাদিশব্দ দেখিয়াও পাণিনি মুনি প্রকারান্তরে তাহাদের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন মাত্র। ইহা অস্বাভাবিক নহে। 'পিক' শব্দ লইয়া উক্ত হইয়াছে—"অপি কায়তি শব্দায়ত ইতি পিকঃ'। ভাগুরিমতে 'অপি'র অকার লোপ দ্বারা এবং 'আতশ্চোপসর্গে (কঃ)' এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা 'পিক' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। তথাপি ভোজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণে সূত্রিত হইয়াছে—"অলিকলিদলিপুলিবৃশ্চিস্ফটিপিকৃষিভ্যঃ কিকণ্" (২।২।১৫) এবং দণ্ডনাথ বলিয়াছেন—"পিকঃ কোকিলঃ"। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া আমরা প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বের উক্তি সমর্থন করি।

উণাদিপ্রকরণের প্রথম সূত্র হইতেছে—"কৃবাপাজিমিস্বাদিসাধ্যশূভ্য উণ্"। এই সূত্রবশতঃ এবং ণকারানুবন্ধ কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর পর যকারাগমের নিয়মবশতঃ 'বা'ধাতুর উত্তর উণ্ প্রত্যয় করিয়া 'বায়ু' শব্দ সাধিত হইয়া থাকে। এদিকে পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—'অজের্ব্যঘঞপোঃ' (২।৪।৫৬) এবং "বা যৌ" (২।৪।৫৭)। সুতরাং ল্যুট্ প্রত্যয় পরে থাকিলে অজধাতুস্থানে বিকল্পে বী আদেশ হইবে,—'প্রাজনো দণ্ডঃ' 'প্রবয়ণো দণ্ডঃ'। কিন্তু স্থলবিশেষ লক্ষ্য করিয়া বিকল্পের প্রতিষেধপূর্ব্বক পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ন তর্হীদানীমিদং 'বা যৌ' ইতি বক্তব্যম্? বক্তব্যং চ। কিং প্রয়োজনম্? নেয়ং বিভাষা। কিং তর্হি? আদেশোঽয়ং বিধীয়তে। বা ইত্যয়মাদেশো ভবত্যজে যৌ পরতঃ। বায়ুরিতি।" ইহা দেখিয়া পণ্ডিত K. Madhab Krishna Sarma মহোদয় বলেন যে, "কৃবাপাজি..." সূত্রটী কেবল পাণিনির নহে, পতঞ্জলিরও পরে প্রণীত

হইয়াছে। কারণ পাণিনির বা পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে এরূপ সূত্র এবং ভাষ্যের উদয় হইত না। (A Volume of Studies in Indology, pp. 395…). পণ্ডিত মাধবকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ৩।৩।১ সূত্রের উদ্দ্যোতে নাগেশ স্পষ্ট বলিয়াছেন—"এবং চ কৃবাপেত্যাদ্যুণাদিসূত্রাণি শাকটায়নস্যেতি সূচিতম্।" অতএব উণাদিপ্রকরণের প্রথম সূত্রটী নাগেশের মতে শাকটায়নপ্রণীত, সুতরাং উহা পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

জয়াদিত্যের মতে 'বা যৌ' সূত্র হইতে 'বায়ু' শব্দ নিষ্পন্ন নহে, কারণ 'যু' শব্দের দ্বারা ল্যুট্ গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য কাশিকায় লিখিত আছে—"পূর্ব্বেণ নিত্যে প্রাপ্তে বিকল্প উচ্যতে। যু ইতি ল্যুটো গ্রহণম্। যৌ পরভূতে অজের্বা 'বী'—ইত্যয়মাদেশো ভবতি। প্রবয়ণো দণ্ডঃ, প্রাজনো দণ্ডঃ; প্রবয়ণমানয়, প্রাজনমানয়।" (২।৪।৫৭)। এ সিদ্ধান্ত চান্দ্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নহে। কারণ "অজের্ব্যঘঞপ্ক্যোষু" (৫।৪।৮৪) সূত্রের বৃত্তিতে চন্দ্রগোমী বলিয়াছেন—"কথং প্রবয়ণম্? বী ধাত্বন্তরম্।" উভয়মতই সম্পূর্ণ ভাষ্যানুমোদিত নহে। কারণ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ন তর্হীদানীমিদং 'বা যৌ' ইতি বক্তব্যম্? বক্তব্যং চ। কিং প্রয়োজনম্? নেয়ং বিভাষা। কিং তর্হি? আদেশোঽয়ং বিধীয়তে। বা ইত্যয়মাদেশো ভবত্যজে যৌ পরতঃ। বায়ুরিতি।" (২।৪।৫৭)। এ সকল বিরোধের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য এবং ভাষ্যের হৃদ্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষাবৃত্তিতে পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—"অজে ল্যুটি বীভাবো বা স্যাৎ প্রাজনো দণ্ডঃ, প্রবয়ণো বেত্যেকঃ সূত্রার্থঃ। ঔণাদিকে যৌ পরেঽজের্বাদেশঃ স্যাদ্ বায়ুরিত্যপরঃ সূত্রার্থঃ।" (২।৪।৫৭)। এখন দেখা যাইতেছে যে, 'বায়ু' শব্দের দুইটী প্রকৃতি আছে—'বা' এবং 'অজ্'। এই দুইটী প্রকৃতির উত্তর যথাক্রমে দুইটী ঔণাদিক প্রত্যয় হইয়া থাকে—উণ্ এবং যু। সুতরাং বা ধাতুর উত্তর উণ্ প্রত্যয় করিলে 'বায়ু' শব্দ হয়, আবার অজ্ ধাতুর উত্তর যু প্রত্যয় করিলে প্রকৃতির 'বা'-ভাবপ্রাপ্তিহেতু 'বায়ু' শব্দ হয়। একটী শব্দের দুইটী প্রকৃতি থাকা বিচিত্র নহে। 'বর্হক' বা 'নিবর্হক' শব্দ ইহার উদাহরণস্থল। এ দুইটী শব্দ বৃহ বা বৃংহ ধাতু হইতে পাওয়া যায়, আবার বৃহি ধাতু হইতেও পাওয়া যায়। (পাঃ ৬।৪।২৪)। সেইজন্য কলাপস্থিত "বৃংহেঃ স্বরেঽনিটি বা" এই কৃৎসূত্রের 'চৈত্রকূটী' নামক বৃত্তিতে বররুচি বলিয়াছেন—'বৃংহবৃহোরমী সাধ্যাঃ' (কৃৎ ৬৮ কবিরাজ দ্রষ্টব্য)। এরূপ অবস্থায় আমরা মনে করি, অজ্ ধাতু হইতে বায়ু শব্দের বুৎপত্তি দেখাইবার

প্রসঙ্গে ‘কৃবাপাজি…’ সূত্রের অনুল্লেখহেতু ‘কৃবাপাজি…’ সূত্রটীকে পাণিনি-পতঞ্জলির পরবর্ত্তী বলা কখনই সঙ্গত নহে। চান্দ্রের উণাদি সূত্রপাঠে “কৃবাপাজি…” সূত্রটী দেখা সত্ত্বেও প্রদীপে “বা যৌ” সূত্রের ব্যাখ্যায় কৈয়টাচার্য্যও “কৃবাপাজি…” সূত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সেজন্য কি ঐ সূত্রটীকে কৈয়টাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে? প্রাগুক্ত কারণকূটবশতঃ প্রাত্নিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলেন, ম্লেচ্ছসমাজ হইতে ‘পিক’ ‘নেম’ ‘তামরস’ ‘সত’ ‘ক্লোমন্’ এবং ‘পত্ম’ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হওয়ায় প্রাচীন ব্যাকরণে উহাদের ব্যুৎপত্তি সূত্রারূঢ় হয় নাই। কিন্তু পিকাদি শব্দ ম্লেচ্ছসমাজ হইতে পাওয়া গিয়াছে—এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। জৈমিনির “চোদিতং তু প্রতীয়েতাবিরোধাৎ প্রমাণেন” (১।২।১০) সূত্রীয় ভাষ্যে শবরস্বামী লিখিয়াছেন—“অথ যাবাঞ্জব্দানার্য্যা ন কস্মিংশ্চিদর্থে আচরন্তি ম্লেচ্ছাস্তু কস্মিংশ্চিৎ প্রযুঞ্জতে যথা পিক-নেম-সত-তামরসাদিশব্দাস্তেষু সন্দেহঃ। কিং নিগমনিরুক্তব্যাকরণবশেন ধাতুতোঽর্থঃ কল্পয়িতব্য উত যত্র ম্লেচ্ছা আচরন্তি স শব্দার্থ ইতি”। কুমারিলও বলিয়াছেন—

> “যে শব্দা ন প্রসিদ্ধাঃ স্যুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনাম্।
> তেষাং ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধোঽর্থো গ্রাহ্যো নেতি বিচিন্ত্যতে॥
> নিরুক্তব্যাক্রিয়াদ্বারা প্রসিদ্ধিঃ কিং বলীয়সী।
> সমুদায়প্রসিদ্ধি র্বা ম্লেচ্ছস্যৈবাথ বা ভবেৎ॥” (তন্ত্রবার্ত্তিক)।

সুতরাং পিকাদিশব্দ পূর্ব্বে ছিল না—এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এ সকল শব্দ বেদে পাওয়া যায়। মীমাংসান্যায়প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—“যঃ কল্পঃ স কল্পপূর্ব্বক ইতি ন্যায়েন সংসারস্যানাদিত্বাদীশ্বরো গতকল্পীয়ং বেদং স্মৃত্বোপদিশতি।” অতএব পিকাদিশব্দ চিরকালই আছে। তবে ম্লেচ্ছগণ যে যে অর্থে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ করিতেন সেই সেই অর্থ আর্য্যপ্রসিদ্ধির অবিরুদ্ধ হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বে ‘পিবতি মধুনীতি পিকো ভৃঙ্গঃ’ এইরূপ নিরুক্তিবশতঃ পিকশব্দ ভ্রমরে রূঢ় ছিল, কিন্তু ম্লেচ্ছদের মধ্যে কোকিলার্থে পিকশব্দের প্রয়োগে আর্য্যদের আপত্তি না থাকায় তাঁহারাও ঐ অর্থে পিকশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কালে কালে উহার ভ্রমরার্থতা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এরূপ পরিত্যাগ অস্বাভাবিক নহে, কারণ পাণিনিসম্প্রদায়ের প্রমাণপুরুষেরাও বলেন—“অপ্রয়োগঃ

প্রয়োগান্যত্বাৎ।" নেম শব্দের প্রাচীন অর্থ কাল, কিন্তু ম্লেচ্ছগণ অর্দ্ধার্থে উহার প্রয়োগ করিতেন। সেইজন্য কাতন্ত্রোণাদিসূত্রে দুর্গসিংহ বলিয়াছেন—'নয়তীতি নেমঃ কালঃ' (১।৫৩) এবং পাণিনীয়গণ বলেন—"নয়তে পৃথক্ ক্রিয়তে সমুদায়াদিতি নেমোঽর্দ্ধম্" (প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব—উণাদিখণ্ড ১।১৩০)। যে কোনও অর্থেই হউক না কেন, অনাদিকাল হইতে যদি পিকাদিশব্দের প্রয়োগ থাকে তাহা হইলে প্রাচীন ব্যাকরণে উহাদের ব্যুৎপত্তি সূত্রারূঢ় হইবে না কেন?

'পিক'শব্দ লইয়া সরস্বতীকণ্ঠাভরণে সূত্র আছে—"অলিকলিদলিপুলিবৃশ্চি-স্ফটিপিকৃষিভ্যঃ কিকন্" (২।২।১৫, পৃ° ৪৭) এবং দণ্ডনাথ বলিয়াছেন—"পিকঃ কোকিলঃ।" 'নেম' শব্দ লইয়া সূত্র আছে—"অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষু ভাযাপদিযক্ষিণীভ্যো মন্" এবং তদনুসারে দুর্গসিংহ ও পাণিনীয়গণ যথাক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী বাক্য বলিয়াছেন। 'তামরস' শব্দ লইয়া সরস্বতীকণ্ঠাভরণে একটী সূত্র দৃষ্ট হয়—"বেতস-তামরসসারসাদয়ঃ" (২।৩।১৭৪) এবং দণ্ডনাথ বলিয়াছেন—"বেতসাদয়োঽসচ্ প্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তে"। 'সত' এক প্রকার দারুময়পাত্র যেমন 'কৌটা', অথবা এক প্রকার বৈতসপাত্র যেমন 'ধামা' 'আড়া' ইত্যাদি। এ শব্দ লইয়া বোধ হয় কোনও সূত্র পাওয়া যায় না, সুতরাং উহন করা আবশ্যক। 'সত' শব্দ পূর্ব্বে সম্ভবতঃ দ্বি বা দ্বয় শব্দের সহিত মিলিত থাকিত, যেমন—'দ্বৈসত' 'দ্বয়সত' (in two places equal, having the same length above and below the naval. M. W.) ক্লোমশব্দ লইয়া সরস্বতীকণ্ঠাভরণে একটী সূত্র আছে—"ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ ক্লোমন্ হেমন্ বেমন্ নামন্ ললামন্নাত্মন্ যক্ষ্মন্ পক্ষ্মন্ নুক্ষ্মন্ বর্ষ্মন্ সীমন্ ব্রহ্মন্নিতি (মনিন্)" (২।১।২৮৫)। দণ্ডনাথ বলিয়াছেন—'ব্যোমাদয়ো মনিন্ প্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তে। ...ক্লাম্যতীতি ক্লোমা শরীরাভ্যন্তরাবয়বঃ'। ক্লোমা অর্থাৎ right lung। সূত্রটীর পাঠান্তর আছে। পাঠান্তরে কিন্তু ক্লোমশব্দ পাওয়া যায় না। প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বোদ্ধৃত "নামন্ সোমন্ সামন্ হোমন্ হেমন্ রোমন্ লোমন্ ব্যোমন্ বিধর্ম্মন্ ধ্যামন্ পাপ্মন্" (৪।১৬৪) সূত্রের ব্যাখ্যায় নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—"ক্লোমন্ ললামন্ যক্ষ্মন্ পক্ষ্মন্ বর্ষ্মন্নিতি চ ভোজোক্তাঃ।" পাণিনীয়গণের উণাদিপ্রকরণে সূত্রটীর পাঠ এইরূপ—"নামন্ সীমন্ ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ পাপ্মন্ ধ্যামন্" (সিদ্ধান্তকৌমুদী—৬০০)। পদ্মার্থে 'পত্ম' শব্দ ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুদ্র যবদ্বীপ নামক বালিদ্বীপের পণ্ডিতগণ "অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভাযাপদিযক্ষিণীভ্যো মন্"

(প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব ১।১৩০) সূত্রস্থিত 'পদ্' ধাতু স্থানে 'পত্' ধাতু পাঠ করিয়া বলিতেন—'পততি ভৃঙ্গোঽস্মিন্নিতি পত্মং কমলম্'। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে 'পত্ম' শব্দের প্রচলন হয় নাই। সেই জন্য ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—"পদ্যতে গম্যতে ভৃঙ্গৈঃ পদ্মং কমলম্।

পদ্মং হি পদ্যতেরুক্তং ন পতে র্মাধবাদিভিঃ।
স্পষ্টো দকারশ্চোদীচাং তকারোক্তিরতো ভ্রমঃ॥"

শ্লোকে 'মাধব'শব্দদ্বারা সায়ণাচার্য্যপ্রণীত 'মাধবীয়ধাতুবৃত্তি'নামক গ্রন্থ উদ্দিষ্ট হইতে পারে, অথবা অমরকোষের 'মাধবীয় টীকা'নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার মাধবও লক্ষিত হইতে পারেন। তবে কমলার্থে 'পত্ম'শব্দ না হইয়া 'পদ্ম' শব্দই হইবে কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিব—"বিচিত্রা হি লোকে শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ", আর শালিকনাথ বলিবেন—"তত্র শব্দার্থসম্বন্ধং পৌরুষেয়ং প্রচক্ষতে" (প্রকরণপঞ্চিকা)।

শাকটায়নের উণাদিসূত্র অল্পবিস্তরভাবে উপজীব্য করিয়া নানা সম্প্রদায়ের ঔণাদিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, যেমন—

(১) পাণিনীয়সম্প্রদায়ের উণাদিপ্রকরণ। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে ভট্টোজি-দীক্ষিত ইহা হইতে ৭৫৯টী সূত্র সন্নিবেশপূর্ব্বক তদুপরি একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। ভট্টোজির প্রায় সামসময়িক নারায়ণ ভট্টের 'প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব'নামক গ্রন্থ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়। ইহার উণাদিখণ্ডে পাণিনির সূত্র প্রয়োগপূর্ব্বক ঔণাদিক শব্দের সাধন দর্শিত হইয়াছে, যেমন—'কৃবাপাজি···' সূত্রদ্বারা 'বায়ু' শব্দের সাধনে 'আতো যুক্ ···' সূত্রের প্রয়োগ। উণাদিশাস্ত্রগত কোনও কোন শব্দের অর্থান্বয় করা কঠিন। সেইজন্য নারায়ণকৃত প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বের প্রথমেই লিখিত আছে—

"ক্বচিৎ সুযোজ্যা ধাত্বর্থাঃ ক্বাপ্যযোজ্যা উণাদিষু।
ক্বচিৎ কথংচিদ্ যোজ্যাঃ স্যু র্বক্ষ্যন্তে তত্র তত্র তে॥
অর্থং বিনাঽপি ধাতূক্তি র্ব্যুৎপত্ত্যাবশ্যকাৎ কৃতা।
কৃৎতদ্ধিতাদিসিদ্ধাশ্চ স্বসিদ্ধাশ্চ পুনঃ ক্বচিৎ॥
উচ্যন্তেঽত্র হি পূর্ব্বেষাং মতভেদাবিলুপ্তয়ে।
ব্যুৎপত্তিশ্চ বহুত্বেন শব্দাসন্দেহসিদ্ধয়ে॥"

আবার তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—

"অস্মাদ্ধাতোরিয়ং সংজ্ঞা সাধ্যেতি মুনিশাসনে।
কিং কুর্ম্মোঽর্থান্বয়ঃ কশ্চিল্লব্ধশ্চেৎ কৃতিনো বয়ম্॥
সদসদ্বাপি যৎ কিঞ্চিদুক্ত্বা ব্যুৎপাদ্যমিত্যদঃ।
টীকাসর্ব্বস্ব-কারাদিবচনং শরণং হি নঃ॥" (১।৩)।

ইহাতে ডাক্তার বটকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয় বলেন—"Narayana's dissatisfaction with the Unadi was much greater in this respect, as is clear from his remarkable statement at the beginning of the work—অস্মাদ্ধাতোরিয়ং সংজ্ঞা···" (Indian culture, June, 1938)। ইহা চিন্তনীয়। আমাদের মতে শ্লোকটীর বাক্যান্বয় এইরূপ—অস্মাদ্ধাতোরিয়ং সংজ্ঞা সাধ্যেতি মুনিশাসনে কশ্চিদর্থান্বয়শ্চেল্লব্ধঃ, বয়ং কৃতিনঃ (পণ্ডিতাঃ); [অন্যথা] কিং কুর্ম্মঃ? (ন তত্র পণ্ডিতা বয়মিত্যর্থঃ)। সুতরাং পুরুষগর্হাই শ্লোকটীর লক্ষ্য, শাস্ত্রগর্হা নহে। প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে উণাদিসূত্রের উপর শ্বেতবনবাসীর 'শ্বেতবনবৃত্তি' প্রণীত হয় এবং শ্বেতবনবাসীর পূর্ব্বে মাণিক্যদেব 'উণাদিসূত্রবৃত্তিদশপাদী'নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মাণিক্যদেবের পূর্ব্বে উজ্জ্বলদত্তের বৃত্তি প্রণীত হয়। ইহাতে ৭৫০টী ঔণাদিক সূত্র ব্যাখ্যাত ও উদাহৃত হইয়াছে। এই সকল সূত্র পাঁচ পাদে বিভক্ত বলিয়া 'পঞ্চপাদী' ইহার নামান্তর। কেবল উণাদির উপর লিখিত বলিয়া পঞ্চপাদীতে সূত্রগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভট্টোজির বৃত্তিতে বৈদিকশব্দরাশির স্বরগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সম্যক্ স্বরোপদেশ ব্যতীত উণাদিসূত্রের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। সেইজন্য প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বের প্রথমেই নারায়ণ ভট্ট লিখিয়াছেন—

"ধাত্বর্থমাশ্রিত্য ভবন্ত্যণাদিকা উণাদ্যধীনা নিগমেঽপি চ স্বরাঃ।
অতঃ কৃদন্তর্গতমপ্যুণাদিকং ধাতোঃ পরং ছান্দসতোঽপরং ব্রুবে॥"

উজ্জ্বলদত্ত অনেক প্রাচীনবৃত্তির নাম করিয়াছেন, যেমন—ক্ষপণকবৃত্তি (১।১৬৮), গোবর্দ্ধনীয় বৃত্তি (২।১০৭, ৩।৪০, ৪।২০, ৬৮···), দেববৃত্তি (২।২৩, ৩।১, ২৮, ৮৬···), নগ্নবৃত্তি (৪।৬৬), প্রাচীনবৃত্তি (২।৩২), সতীবৃত্তি (৩।২৫), স্তীবৃত্তি (৩।১৪০) ইত্যাদি। গদসিংহের উণাদিবৃত্তি ক্ষপণকবৃত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেববৃত্তি অর্থাৎ পুরুষোত্তমদেবপ্রণীত উণাদিবৃত্তি। নগ্নবৃত্তি সম্ভবতঃ পূজ্যপাদদেবনন্দিপ্রণীত।

(২) বৌদ্ধদের ইন্দ্রগোমিপ্রণীত ঐন্দ্রব্যাকরণে অনেক উণাদিসূত্র ছিল, কিন্তু গ্রন্থলোপের সঙ্গে উহারও লোপ হইয়াছে। সম্ভবতঃ কৌমারদের উণাদি-প্রকরণে ইন্দ্রগোমীর অনেক সূত্র প্রবেশ করিয়াছে।

(৩) কৌমারদের ঔণাদিক সূত্র শর্ব্ববর্ম্মপ্রণীত নহে। তাঞ্জোরে প্রবাদ আছে যে, ঐ সকল সূত্র বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কর্তৃক প্রণীত হয়। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদের ঐন্দ্রব্যাকরণ হইতে ঐ সকল সূত্র কলাপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং দুর্গসিংহ তদুপরি একখানি বৃত্তি করিয়াছেন। বৃত্তির প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"নমস্কৃত্য গিরং *ভূরিশব্দসন্তানকারণম্।
উণাদয়োঽভিধাস্যন্তে বালব্যুৎপত্তিহেতবে॥"

গ্রন্থমধ্যে লিখিত আছে—

"শব্দাত্মিকা যা ত্রিজগদ্ বিভর্ত্তি স্ফুরদ্‌বিচিত্রার্থসুধাং স্রবন্তী।
যা ঋদ্ধিরীড্যা হৃদয়ে সদৈব মুখে চ সা মে বশমস্তু নিত্যম্॥"

গ্রন্থান্তে লিখিত আছে—

"শব্দানামানন্ত্যাদ্ ব্যুৎপত্তি দৃ'শ্যতে যেষাম্।
তেষাং বিজ্ঞৈঃ কার্য্যা মৃগ্যা ধাতোস্ততঃ প্রত্যায়াস্তাৎ॥"

Dr. T. R. Chintamani মহোদয়ের প্রকাশিত 'The Uṇadi sutras of the Katantra School with the vritti of Durga Sinha' নামক গ্রন্থে প্রথম শ্লোকটী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের কতক কতক অংশ দৃষ্ট হইবে (Madras University Sanskrit Series No 7, part 6). উপাধ্যায়সর্ব্বস্বপ্রণেতা সর্ব্বধর উপাধ্যায় দুর্গপ্রণীত ঔণাদিক বৃত্তির প্রথম টীকাকার।

(৪) বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রগোমী চান্দ্রব্যাকরণের পরিশিষ্টস্বরূপ একখানি ঔণাদিকসূত্রপাঠ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৩২৮টী সূত্র তিন পাদে বিভক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কতকগুলি শাকটায়নীয় সূত্র গৃহীত হইয়াছে, যেমন—'কৃবাপাজি…' ইত্যাদি এবং অনেক শাকটায়নীয় সূত্রের যোগবিভাগাদি দ্বারা কতকগুলি নূতন সূত্রও রচিত হইয়াছে। বোধ হয়, এ সকল সূত্রের প্রথম বৃত্তিকার ধর্ম্মদাস আচার্য্য।

(৫) জৈনাচার্য্য পূজ্যপাদ দেবনন্দীর উণাদিসূত্র পাওয়া যায় না। তিনি

* কোনও কোন গ্রন্থে 'গিরং' স্থলে 'শিবং' পদ দৃষ্ট হয়।

সম্ভবতঃ পাণিনীয় উণাদিসূত্রের একখানি বৃত্তি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ঐ বৃত্তিকে নগ্নবৃত্তি বলেন।

(৬) নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ উপজীব্য করিয়া জৈনাচার্য্য অভিনব শাকটায়ন একখানি পাদচতুষ্টয়াত্মক উণাদিসূত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে মহর্ষি শাকটায়নপ্রণীত সূত্রের বিশেষ কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেইজন্য ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"One expects to find in the Uṇādi Sutras at least traces of the ancient S'ākaṭāyana and his works, but he is sure to be disappointed in his expectations." (S. S. G., p. 71). কিন্তু 'A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the collections of the A. S. B.' নামক গ্রন্থের LIV পত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রি মহোদয় লিখিয়াছেন—"......the quotations in Pāṇini from S'ākaṭāyana are to be found in the S'ākaṭāyana's work published from Madras. Even Burnell, who tries to show it to be a forgery, and a clumsy forgery too, is constrained to admit—These coincidences prove that our existing treatise is based on the original work."

(৭) প্রাচীন শাকটায়নের ন্যায় ধারাধিপতি ভোজদেব বিশেষভাবে উণাদির শাস্ত্রীয়ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নানা শাকটায়নীয় সূত্রের পাঠান্তর আছে এবং উহাতে অনেক নূতন সূত্রও দৃষ্ট হয়। নারায়ণ দণ্ডনাথ ঐ গ্রন্থের 'হৃদয়হারিণী'নামে বৃত্তি লিখিয়াছেন। 'প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব'স্থিত উণাদিখণ্ডে 'বর্ণানীতি'র পর গ্রন্থকার নারায়ণ ভট্ট

"উক্তেষু প্রত্যয়েষ্বেব প্রকৃত্যাধিক্যগোচরাঃ।
ভোজোক্তয়ঃ পুরা প্রোক্তা অবশিষ্টানথ ব্রুবে॥"

এই শ্লোক লিখিয়া "কায়ঃ কিঃ"প্রভৃতি ভোজরাজীয় সূত্রের প্রপঞ্চপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"ইতি ভোজোক্তাঃ"। ইহাতে উপপন্ন হয় যে, নারায়ণ ভট্টের মতে ঐ সকল সূত্র ভোজপ্রণীত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভোজদেব কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কারণ ঐ সকল সূত্র ভোজপ্রণীত হইলে দণ্ডনাথের নিকট আমরা কোনও না কোন কথা শুনিতে পাইতাম।

(৮) পাণিনীয়সূত্রসমূহ প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়া সংক্ষিপ্তসার প্রণীত হইলেও ঔণাদিক সূত্রসম্বন্ধে ক্রমদীশ্বর বিশেষভাবে মহর্ষি শাকটায়নকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সেইজন্য ক্রমদীশ্বরীয় উণাদিপাদের শেষে তদঙ্গীভূত 'কৃচ্ছ্রেযোঽ-ব্যয়পাদ'নামক একটী উপপাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উপর 'রসবতী'বৃত্তি আছে, কিন্তু গোয়ীচন্দ্রের কোনও টীকা নাই।

(৯) হেমচন্দ্র একখানি উণাদিসূত্রপাঠ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৯৬০টী সূত্র আছে। অভিনবশাকটায়নীয় উণাদিসূত্র প্রধানভাবে উপজীব্য করিয়া এই সকল সূত্র প্রণীত হইয়াছে।

(১০) সারস্বতসম্প্রদায়ে অনুভূতিস্বরূপের সারস্বতপ্রক্রিয়ায় এবং রামাশ্রমের সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় নানাবিধ ঔণাদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে। সারস্বত-প্রক্রিয়ায় কতকগুলি ঔণাদিক সূত্রের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে—

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপাণি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্য্যাদ্ বিদ্যাদনূবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু॥
উণাদয়োঽপরিমিতা যেষু সংখ্যা ন গম্যতে।
প্রয়োগমনুসৃত্যান্বা প্রযোক্তব্যাস্ততস্ততঃ॥"

(১১) মুগ্ধবোধে বোপদেব উণাদিসম্বন্ধীয় কোনও সূত্র করেন নাই। তবে অষ্টাধ্যায়ীর 'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১) সূত্রের তাৎপর্য্য তাঁহার "নাম্ন্যন্যে ত্বিক্ চ" (১০০৭) সূত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দেখিয়া উণাদিকোষকৃৎ পণ্ডিত রামশর্ম্মা কতকগুলি উণাদিসূত্র প্রণয়ন করেন। উণাদিকোষও মৌগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। রামতর্কবাগীশকর্ত্তৃক ইহা প্রতিসংস্কৃত হয়। 'A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the A. S. B.' নামক গ্রন্থের LXXXVII পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহোদয় লিখিয়াছেন—"Rām Sarmā wrote an Uṇādi-koṣa in verse to which Rāma Tarkavāgiśa appended a commentary. Rām S'armā's Koṣa was from Pāṇini, Kātyāyana and Patañjali. He lays the foundation of his commentary on the Sutra of Mugdha-bodha 'নাম্নি অন্যে ত্বিক্ চ'; so this is a Koṣa of the Pāṇini School which has been suited to the Mugdha-bodha School by Tarka-vāgiśa (I. O Catalogue 874)."

(১২) প্রথম পদ্মনাভদত্তের ‘পৃষোদরাবৃত্তি’ উপজীব্য করিয়া সুপদ্মকৃৎ পদ্মনাভদত্ত ১৮০টী উণাদিসূত্র এবং তদুপরি একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। সুপদ্মে কৃৎপ্রকরণের পর ইহা ‘উণাদিপ্রকরণ’নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার উপর বিষ্ণুমিশ্রের টীকা আছে। পদ্মনাভের সসূত্র উণাদিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ‘শব্দাব্ধিতরী’ প্রণীত হয়। ইহা একখানি উণাদিকোষবিশেষ।

(১৩) শ্রীজীবগোস্বামীর হরিনামামৃতব্যাকরণে কৃদন্তপ্রকরণের মধ্যে ঔণাদিকশব্দের সাধুত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। তথায় সূত্রিত হইয়াছে—“গমিগাম্যাদয়স্তু ভবিষ্যতি সাধবঃ” (১৯৯), “উণাদয়ো বহুলম্” (৩৬৬) ইত্যাদি। কৃদন্তপ্রকরণের প্রারম্ভে—

> “ধাতুং সর্ব্বমুপাদায় সর্ব্বং রূপং করোতি যঃ।
> কৃৎ স এবেতি বিস্মিত্য তদ্ধর্ম্মা কৃৎ প্রশস্যতে॥”

এই শ্লোক লিখিবার পর কৃৎপ্রসঙ্গেই সূত্রকার ঔণাদিক শব্দের সাধুত্ব দেখাইয়াছেন।

(১৪) প্রয়োগরত্নমালায় পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কৃদ্‌বিন্যাসীয় সূত্রের মধ্যেই ঔণাদিক সূত্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কৃদ্‌বিন্যাসে সূত্রিত হইয়াছে—“গম্যাদয়ঃ সাধবঃ স্যুরিন্‌ণিনন্তা ভবিষ্যতি”, “উণাদয়ঃ স্যু র্বহুলম্”, “ক্রাদেরুণ্”, “ভীমাদয়োঽপাদানে স্যুঃ” ইত্যাদি।

মহর্ষি শাকটায়নের ব্যাকরণ অভিনবশাকটায়নীয় শব্দানুশাসন নহে

জৈন পণ্ডিতদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যাস্কপাণিন্যাদিস্মৃত মহর্ষি শাকটায়নই তাঁহাদের শব্দানুশাসন ও তদুপরি অমোঘবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। সেইজন্য শাকটায়নপ্রক্রিয়াসংগ্রহের প্রস্তাবনায় পণ্ডিতপ্রবর জ্যেষ্ঠারাম মুকুন্দজী এবং পন্নালালজৈনমহোদয় লিখিয়াছেন—“অস্মিন্ খলু ভারতবর্ষে···পাণিনিমুনেঃ পূর্ব্বমপি মহান্তোঽনেকে শাব্দিকা আচার্য্যা বভূবুঃ···। তেষু···শ্রীশাকটায়নাচার্য্যো যৎপ্রণীতমিদং চতুরধ্যায়াত্মকং শব্দানুশাসনমিদানীমপ্যস্মিন্ ভারতবর্ষে চকাস্তি। এতচ্ছব্দানুশাসনং সূত্রপাঠ-ধাতুপাঠ-গণপাঠ-লিঙ্গানুশাসন-সূত্রপাঠোণাদিসূত্রপাঠ-ভেদেন পঞ্চধা বিভক্তম্। ···শ্রীমতা পাণিন্যাচার্য্যেণ স্বীয়সূত্রপাঠে···এতস্য··· শ্রীশাকটায়নস্য মতং···বহুষু সূত্রেষু সংগৃহীতম্, তদ্ যথা—পা০ “লঙঃ শাকটায়ন-

স্যৈব" (৩।৪।১১১) ইতি সূত্রং শাকটায়নীয়শব্দানুশাসনগত…"আদ্বিষো ঝের্জুস্ বা" (১।৪।১০৫) ইত্যেতৎসূত্রস্য বিষয়মনুবদতি, তথা (পা০) "ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য" (৮।৩।১৮) ইতি…সূত্রং শাকটায়নীয়শব্দানুশাসন-গতম্…"বাঽনুঞ্যাদ্" (১।১।১৫৫) ইত্যেতৎসূত্রস্য বিষয়মনুবদতি।…অন্যচ্চ—ঋগ্‌যজুর্ব্বেদয়োঃ প্রাতিশাখ্যে তথা যাস্কপ্রণীতে নিরুক্তে চ শাকটায়নাচার্য্যস্য নামসংকীর্ত্তনমুপলভ্যতে। তথা…পতঞ্জলিনাঽপি ৩।৪।১১১ সূত্রস্য তথা…"উণাদয়ো বহুলম্" (৩।৩।১) ইতি…সূত্রস্য চ ভাষ্যাবসরে ইদমুক্তম্—'নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্'।…বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ 'ধাতুজং নামে'তি। অপরং চ—শাকটায়নপ্রণীতান্যুণাদিসূত্রাণি সর্ব্বৈরপি প্রাচীনৈঃ শাব্দিকপ্রবরৈরঙ্গীকৃতানি তথা পাণিনিনাঽপি তান্যেবোররীকৃতানি নান্যানি নিবদ্ধানীত্যেতদপি শাকটায়নস্য শাব্দিকধৌরেয়ত্বং প্রখ্যাপয়তীতি নাবিজ্ঞাতং সুধিয়াম্। শাকটায়নপ্রণীতোণাদিসূত্রাণাং ব্যাখ্যানানি তূজ্জ্বলদত্ত-মাধবাচার্য্যাদিভি র্ব্যরচ্যন্তেতি সুপ্রসিদ্ধম্।"

এ সকল কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—'শ্রুতং ভবদ্‌ভিরধরোত্তরম্'। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী যাস্ক, যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী গার্গ্য, এবং গার্গ্যের বর্ষীয়ান্ সামসময়িক মহর্ষি শাকটায়ন। ইঁহাকে জৈনপণ্ডিতগণ তাঁহাদের সদ্যোজাত শব্দানুশাসনের প্রণেতা বলিতেছেন। ভাল, উক্ত প্রস্তাবনায় অষ্টাধ্যায়ী এবং শব্দানুশাসন হইতে যে চারিটী সূত্র উপন্যস্ত হইয়াছে তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্য আমরাও যত্নবান্ হইব।

"লঙঃ শাকটায়নস্যৈব" (৩।৪।১১১) এবং "দ্বিষশ্চ" (৩।৪।১১২) এই দুইটী সূত্রে পাণিনি বলিয়াছেন যে, আকারান্ত ধাতু এবং দ্বিষ্ ধাতু উভয়ত্র লঙ্ পরস্মৈপদীয় প্রথম পুরুষের বহুবচনে শাকটায়নমতেই ঝি স্থানে জুস্ হইবে, যেমন—যা অযুঃ এবং দ্বিষ্ অদ্বিষুঃ। 'শাকটায়নমতেই' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য বৈয়াকরণের মতে এবং পাণিনির মতে 'অযুঃ'স্থলে 'অযান্' এবং 'অদ্বিষুঃ'স্থলে 'অদ্বিষন্' হইবে। পাণিনির কথায় উপপন্ন হয় যে, তদুক্ত শাকটায়নব্যাকরণে বিকল্পের উপদেশ ছিল না। কিন্তু জৈনশাকটায়নের শব্দানুশাসনে সূত্রিত হইয়াছে—"আদ্বিষো ঝের্জুস্ বা" (১।৪।১০৫, ২৭৩পৃ০)। অতএব ইঁহার মতে পদ হইবে—'অযুঃ' বা 'অযান্' এবং 'অদ্বিষুঃ' বা 'অদ্বিষন্'। ইহাতে স্পষ্ট উপপন্ন হয় যে, জৈন শব্দানুশাসনপ্রণেতা শাকটায়ন পাণিনিকথিত

মহর্ষি শাকটায়ন নহেন। কারণ মহর্ষি শাকটায়নের এবং পাণিনির মতবাদ জানিবার পর জৈন শব্দানুশাসনের সূত্রটী প্রণীত হইয়াছে।

"ব্যো র্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য" (৮।৩।১৮) এই পাণিনীয় সূত্র হইতে জানা যায় যে, মহর্ষি শাকটায়নের ব্যাকরণে অশ্ বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত বকারের ও যকারের লঘূচ্চারণ বিকল্পে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং লঘুপ্রযত্ন বা অলঘুপ্রযত্ন উভয়স্থলেই স্বরবর্ণের পর যকারের ও বকারের লোপ উপদিষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে মহর্ষি গার্গ্য কিন্তু ভিন্নমতাবলম্বী হন। কারণ পাণিনির "ওতো গার্গ্যস্য" (৮।৩।২০) সূত্র হইতে বুঝা যায় যে, তিনি ওকারের পর পদান্তের অলঘূচ্চারণে যকারের নিত্যলোপ বিধান করিয়াছিলেন। জৈনদের শব্দানুশাসনে কিন্তু "অচ্যস্পষ্টশ্চ" (১।১।১৫৪, পৃ০ ১৮) এবং "বাঽমুগ্র্যাৎ" (১।১।১৫৫, পৃ০১৮) এই সূত্রদ্বয় দ্বারা মহর্ষি শাকটায়ন এবং মহর্ষি গার্গ্য উভয়ের মতবাদই একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব মহর্ষি শাকটায়ন জৈনশব্দানুশাসন-প্রণেতা নহেন।

আর এক কথা। অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রিত হইয়াছে—"সুধাতুরকঙ্ চ" (৪।১।৯৭)। পাণিনির পর কাত্যায়ন মুনি ইহার উপর বার্ত্তিক করিয়াছেন—"সুধাতৃব্যাসয়োঃ"। তারপর সূত্রবার্ত্তিকের উপর ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি বলিলেন—"সুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বানামিতি ব্যক্তব্যম্"। জৈনদের শব্দানু-শাসনে কিন্তু সূত্রিত হইয়াছে—"সুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বস্যাকঙ্ চ" (২।৪।২৭, পৃ০ ১৩৯)। পাণিনি যদি এই সূত্র দেখিতেন তাহা হইলে কাত্যায়নের বার্ত্তিক হইত না বা পতঞ্জলিরও কিছু বক্তব্য থাকিত না। এরূপ অবস্থায় বলিতে হইবে, জৈনশব্দানুশাসনই পাতঞ্জল ভাষ্যের নিকট ঋণী।

আন্ধ্রদেশীয় পণ্ডিত অহোবল ভট্ট অর্থাৎ বোধানন্দঘন আথর্ব্বণপ্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যায় জৈনশব্দানুশাসনের "ব্যোঽষ্যাঘোভোভগোঃ" (১।১।১৫৩) এই সন্ধি-সূত্রটীর কর্ত্তৃত্ব মহর্ষি শাকটায়নে আরোপ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ জৈনশব্দানুশাসনপ্রণেতা শাকটায়নকে মহর্ষি শাকটায়ন বলিয়া অনুমান করেন।

অহোবল ভট্ট ১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দীয় বেদান্তদেশিকপ্রণীত 'সংকল্পসূর্য্যোদয়' নামক নাটকের টীকা লিখিয়াছেন, সুতরাং তিনি ১৪ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী। ১৪ খৃষ্টশতাব্দীর পর তিনি এ সংবাদ কোথায় পাইয়াছেন তাহা আমরা জানি না। তবে তর্কানুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও উভয়ের একত্ব অনুমিত হইতে পারে না।

কাতন্ত্রে অনেক পাণিনীয় সূত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া পাণিনি এবং শর্ব্ববর্ম্মা কি এক ব্যক্তি হইবেন ?

জৈনশব্দানুশাসনের উপর সূত্রকার স্বয়ং 'অমোঘবৃত্তি' নামক একখানি বিপুল ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'চিন্তামণি'স্থিত 'তস্যাতিমহতীং বৃত্তিং সংহৃত্যেয়ং লঘীয়সী' ইত্যাদি শ্লোকে যক্ষবর্ম্মাচার্য্য এবং চিদানন্দকবির 'মুনিবংশাভ্যুদয়'নামক জৈনগ্রন্থের ব্যাখ্যায় চারুকীর্ত্তিপণ্ডিতদেব যাহা যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব শব্দানুশাসন-প্রণেতা শাকটায়নই যে অমোঘবৃত্তিকার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গণরত্ন-মহোদধিতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় শাকটায়নকে শকটাঙ্গজ বলিয়া নামগ্রহণপূর্ব্বক অমোঘবৃত্তির রাশি রাশি বচন উদ্ধার করিয়াছেন, যেমন—'পাত্রেসমিতাদয়ঃ' (শব্দানু° ২।১।৫৭) সূত্রীয় অমোঘবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"শাকটায়নস্তু কর্ণেটিরিটিরিঃ কর্ণেচুরুচুরুরিত্যাহ" (১০৪), অথবা যেমন —'ময়ূরব্যংসকাদয়ঃ' (শব্দানু° ২।১।৭৯) সূত্রীয় অমোঘবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"শাকটায়নস্তু অদ্যপঞ্চমী অদ্যদ্বিতীয়েত্যাহ"। তিনি আবার লিখিয়াছেন—

> "হাসপ্রধানকবয়ঃ সমানসন্নিধিতদর্থসমযুক্তাঃ।
> অথ চতুরো বর্ণযুগৌ শীলং শকটাঙ্গজঃ প্রাহ॥" (৩।১৮০)।

শাকটায়নস্তু ষণ্ প্রত্যয়মানয়ন্ শীলমেব শৈলীয়মাচার্য্যস্যেত্যাহ।" (গণরত্নম° ৩।১৮০)। ইহা অমোঘবৃত্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের এই সকল উক্তি শুনিয়া অনেক প্রমাণপুরুষও জৈনশব্দানুশাসনের অমোঘবৃত্তি-প্রণেতা শাকটায়নকে মহর্ষি শাকটায়ন বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি হইলেও ইতিহাসবলে তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ করি। ইহাতে তন্ত্রবার্ত্তিকের একটী শ্লোক মনে পড়ে—

> "অত্যন্তবলবন্তোঽপি পৌরজানপদা জনাঃ।
> দুর্ব্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈঃ॥"

শব্দানুশাসনের অমোঘবৃত্তিকার শাকটায়নের পিতা 'শকট'নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। তবে যদি বর্দ্ধমান অমোঘ-বৃত্তিকারকে মহর্ষি শাকটায়ন বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্থাণুকে পুরুষ ভাবিলে স্থাণু কি পুরুষ হইতে

পারে ? বর্দ্ধমানের প্রায় সামসময়িক ক্রমদীশ্বর কিন্তু মহর্ষি শাকটায়ন হইতে জৈনশাকটায়নকে পৃথক্ রাখিবার জন্য শব্দানুশাসনস্থিত "মাতরপিতরং দ্বন্দ্বে বা" (২।২।৩০) সূত্র লক্ষ্য করিয়া আপন সংক্ষিপ্তসারে সূত্র করিয়াছেন—"পিতুশ্চ পিতর ইতি ক্ষপণকঃ" (সমাস ৪০৭)। ভাল, শব্দানুশাসনস্থিত "স্থেয়প্রকাশনে" (১।৪।৩৭) সূত্রের অমোঘবৃত্তিতে যে শাকটায়ন কর্ত্তৃক কালিদাসের পরবর্ত্তী ভারবির কিরাত হইতে "সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ" (৩।১৪) এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, বর্দ্ধমান কি তাঁহাকে পাণিনিযাস্কাদির পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষি শাকটায়ন ভাবিয়াছেন ?

রাষ্ট্রকূট নরপতি (রাঠোর রাজ) গোবিন্দপ্রভূতবর্ষের পুত্র এবং অকালবর্ষের পিতা প্রশ্নোত্তরমালাদিগ্রন্থপ্রণেতা মহারাজ বীরনারায়ণ অমোঘবর্ষ ৯খৃষ্ট শতাব্দীয় ছিলেন। তিনি রাণী রন্নাদেবীর ও রঞ্জাবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাণী রন্নাদেবী গৌড়ের পালবংশীয় মহারাজ ধর্ম্মপালের পত্নী ও দেবপালের মাতা। রাণী রঞ্জাবতী ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের মাতা ও লবসেন শ্রুতকীর্ত্তির অর্থাৎ লাউসেনের পিতামহী। প্রাত্নিকপ্রবর ভট্টশালীর মতে মহারাজ দেবপাল ৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। লাউসেন তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। ইতিহাসে এ সকল কথা উপনিবদ্ধ আছে।

ক্রুণো লিবিশের মতে ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বীরনারায়ণ অমোঘবর্ষ চালুক্যরাজগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের রাজ্যে অগ্নিপ্রয়োগদ্বারা রিপুকুল উৎসাদন করেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, কারণ কোঙ্কণের সামন্তরাজগণের উৎকীর্ণ শিলাফলকাদি পাঠ করিলে এই ঘটনার সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় উৎকীর্ণ শিলালেখ-বিষয়ক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডস্থিত ৫৪ পৃষ্ঠায় (Ep. Indi. Vol I, p 5-4) ঐ সকল বৃত্তান্ত শিলাহারবংশীয় তাৎকালিক শিলাফলকে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কাশীনাথ বাপু পাঠক (K. B. Pathak) মহোদয় প্রভৃতি প্রাত্নিকগণের মতে জৈনশব্দানুশাসনাদিপ্রণেতা শাকটায়ন এই অমোঘবর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজার নামানুসারে তৎপ্রণীত শব্দানুশাসনবৃত্তি 'অমোঘবৃত্তি' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শাকটায়ন যে অমোঘবর্ষের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ প্রযোক্তার দর্শনযোগ্য লোকবিজ্ঞাত পরোক্ষাতীত কালে লঙ্‌প্রয়োগের উদাহরণ দেখাইবার জন্য শব্দানুশাসনস্থিত "অনদ্যতনে লঙ্"

(৪৷৩৷২০৭) সূত্রের অমোঘবৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—"অদহদমোঘবর্ষোঽরাতীন্"। ইহাতে সিদ্ধান্তিত হয় যে, ৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পর অমোঘবৃত্তির এই অংশ লিখিত হয় এবং অগ্নিসংযোগদ্বারা অমোঘবর্ষের রিপুনাশকালে বৃত্তিকার অবশ্যই জীবিত ছিলেন। অতএব মহর্ষি শাকটায়ন এবং এই শাকটায়ন এক ব্যক্তি নহেন। পাণিনি এবং আমাদের মধ্যে যে সাময়িক ব্যবধান আছে, দুইজন শাকটায়নের মধ্যেও সেইরূপ সাময়িক ব্যবধান অনুমিত হইতে পারে। তজ্জন্য প্রাত্নিকগণও একজনকে মহর্ষি শাকটায়ন এবং অপরকে অভিনব শাকটায়ন বলিয়া থাকেন। বিশেষণের এইরূপ ব্যবস্থায় মহর্ষি শাকটায়নের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়াছে এবং জৈন শাকটায়নের নামও অক্ষুণ্ণ আছে।

ওমিত্যেবমাত্মানং ধ্যায়েম পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।

——*——

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত শব্দসূত্রবাক্যাদির সূচী

* কিন্তু 'আস্তে মাসঃ স্বয়মেব' বা 'গচ্ছতি গ্রামঃ স্বয়মেব' ইত্যাদি প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, কারণ সংক্ষিপ্তসারে সূত্রিত হইয়াছে—"কর্ত্তৃস্থে ধাত্বর্থে কর্ত্তৃবৎ কর্ম্মকর্ত্তা" (তিঙন্তপাদ ৫৭৬-সূত্র)।

* হেমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ভোজরাজীয় সরস্বতীকণ্ঠাভরণে পরিভাষিত হইয়াছে—"চানুকৃষ্টমুত্তরত্র চানুবর্ত্ততে"। জৈনপরিভাষাটী ইহার অনুস্মরণমাত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

* স্বরদোষ লইয়া ভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতমম্বূকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্। সংদষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ॥" Kielhorn Vol 1. p. 13.

* গঙ্গার হ্লাদিনী পাবনী নলিনী সুচক্ষুঃ এবং সীতাদি বিভাগ রামায়ণোক্ত। কিন্তু পৌরাণিকেরা বলেন—

ভাগীরথী গোমতী চ কৃষ্ণবেণী পিনাকিনী।
অখণ্ডা চৈব কাবেরী পঞ্চগঙ্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত কতিপয় শ্লোক

* উৎপলিনীতে মহর্ষি ব্যাড়ি 'আজ্যে চ ঘৃতম্' বলিবার পর এই শ্লোকটি বলিয়াছেন। আজ্যসম্বন্ধে স্মৃতির রটনা আছে—
"ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা দধিযাবকম্।
আজ্যস্থানে নিযুক্তানামাজ্যশব্দো বিধীয়তে॥"

---

* সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—'বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তপদোচ্চয়ঃ'। প্রয়োগরত্নমালার সূত্রটী সাহিত্যদর্পণের অনুস্মরণমাত্র।

† ইহার পর কাতন্ত্রবৃত্তিকার আরও একটী শ্লোক বলিয়াছেন—'প্রাগুৎপত্তিবিনাশাভ্যাং.........' ইত্যাদি। মুদ্রিত মহাভাষ্যে শেষের শ্লোকটী পাওয়া যায় না।

* চতুষ্টয়ের ২২০ সূত্রীয় 'কাতন্ত্রপ্রদীপ'মতে ইহা মণ্ডনাচার্য্যের শ্লোক।

§ কিরাতে ভারবি লিখিয়াছেন—"অর্থকামৌ স্ম মা পুষঃ" (১১।২০) দুর্গসিংহের সময়ে "অর্থকামৌ" স্থলে "কামক্রোধৌ" পাঠ ছিল কি না তাহা এখন বলা কঠিন।

* বিট্‌ঠলাচার্য্যের মতে কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ স্বয়ং ইহার প্রণেতা (প্রক্রিয়াকৌমুদীপ্রসাদ ২য় খণ্ড—৪৩৬ পৃষ্ঠা)। 'বিট্‌ঠল' শব্দ দেশজ নহে। উহা বিষ্ণুর নামবিশেষ। পুরাণে লিখিত আছে—

"ততো নিবৃত্ত আয়াতঃ পশ্যন্ ভীমরথীতটে।
ত্রিভুজং বিট্‌ঠলং বিষ্ণুং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥"

* ইহা একটী প্রাচীন শ্লোক। কাতন্ত্রোণাদিসূত্রীয় পঞ্চমপাদের বৃত্তিতে নবমখৃষ্টশতাব্দীয় দুর্গসিংহ কর্ত্তৃক ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সিতনিগমি...... ক্রশিভ্যস্তন্'। (১।২৬) সূত্রের বৃত্তি দ্রষ্টব্য

† অষ্টমখৃষ্টশতাব্দীতে কুমারিল ভট্টও শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

* প্রচলিত পাঠ—'পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ'। অনেকের মতেই পাঠটী কিন্তু অশুদ্ধ। সেইজন্য কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিবন্ত 'প্রতিসংস্কৃৎ' পদের চতুর্থীর একবচন 'প্রতিসংস্কৃতে' পদ এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

* ইহা ন্যায়াবতারকৃৎ সিদ্ধসেন দিবাকরের মত। বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে কিন্তু ইহা আদৃত নহে।

---

* ইহা দুর্গসিংহধৃত পাঠ। কিন্তু বর্ত্তমানকালের মহাভাষ্যে মুদ্রিত হইয়াছে—"প্রাদুর্ভাববিনাশাভ্যাং…" (৪।১।৬৩)।

* কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান্ আদিশেষকর্ত্তৃকই প্রথমে পরমার্থসার স্মৃত হইয়াছিল এবং পরে উহা উপজীব্য করিয়া অভিনবগুপ্তের পরমার্থসার প্রণীত হয়।

* ইহার অনুরূপ শ্লোক—"ভবেদ্ বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্য্যয়াৎ। ইত্যাদি ১৮ পৃ॰

* নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে—পাঠান্তর।

* ধাতব এব কর্মবিযুক্তাঃ—পাঠান্তর।

'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস'স্থিত গ্রন্থ-গ্রন্থকারাদির নাম ও পৃষ্ঠা

* এই পৃষ্ঠায় "কীল্হর্ণোক্ত" স্থলে "কল্হণোক্ত" পঠনীয়।

* কেহ কেহ ইঁহাকে গন্ধহস্তিমহাভাষ্যকার বলেন

* প্রথম রমানাথকৃত 'সারনির্ণয়' কৌমারদের একখানি ঔণাদিক গ্রন্থ।

যোজনাদিসমেত শুদ্ধিপত্র।

প্রাক্‌কথন

৮ পৃষ্ঠার ৯-১০ পংক্তিতে পাশ্চাত্যপণ্ডিতোক্ত 'ভাগবৃত্তিকার বিমলমতিকে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ জানেন না, কারণ যোগ্যস্থলেও বিমলমতির······বচন পাওয়া যায় না' এই অংশের পাদটীকা—"এ কথা অনবধানমূলক, কারণ চতুষ্টয়ের ২৫৯ সূত্রীয় দৌর্গবৃত্তিতে বিমলমতিকৃত ভাগবৃত্তির 'মিলিতং যুক্তমুচ্যতে' এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।"

১০ পৃষ্ঠার ৭ পংক্তিতে 'ভট্টঘটী' সম্বন্ধে পাদটীকা—"ইনি গৌড়াধিপতি নারায়ণপালদেবের প্রধান মন্ত্রী এবং দেবপালের সচিবশ্রেষ্ঠ দর্ভপাণির প্রপৌত্র ও সাধারণ সামবায়িক কেদার মিশ্রের পুত্র 'ভট্টগুরব মিশ্র'। দর্ভপাণির পিতা গর্গদেব দাক্ষিণাত্যের 'ভট্টগুরব' নামক পুরো-হিতবংশোৎপন্ন। প্রাচীন সংবাদের আধারস্বরূপ বলিয়া ভট্টগুরবমিশ্র 'ভট্টঘটী' নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার 'গুরুপরম্পরা ইতিহাস' পাওয়া যায় না, কিন্তু লামা তারানাথের 'History of Buddhism in India' নামক গ্রন্থে ইহার বিশেষ প্রশংসা দৃষ্ট হয়।"

২১ পৃষ্ঠার ৩০ পংক্তিতে 'দীক্ষাসময়ে' পদের পর 'অর্থাৎ উপসংপাদকালে' এই অংশ যোজনীয়।

২৩ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে—'সংক্ষিপ্তসারকদের' এই অংশের পূর্ব্বে—"দিগম্বরদের ন্যায় 'বহীনরস্যেঃ' (জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ ৫।১।৭) বা" এই অংশ যোজনীয়।

২৩ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তিতে—'বাহিনরি' স্থলে 'বাহীনরি' পঠনীয়।

২৪ ,, ১৬ ,, 'ধারণি' সম্বন্ধীয় পাদটীকা—"পাণিনির তৌল্বলিগণে 'ধারণি'-নাম পাওয়া যায়। উক্তিও আছে—'তৌল্বল্যাদেঃ প্রাচামিঞন্তাল্লুঙ্‌ নাস্তি। রাবণঃ পিতা রাবণিঃ পুত্রঃ। ধারণঃ পিতা ধারণিঃ পুত্রঃ।' উদ্যোগপর্ব্বের ৬৯ মতান্তরে ৭৩ বা ৭৪ অধ্যায়ে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন একটী অতীতের কাহিনী বলিয়াছেন যে, দ্বাপরের অবসানে এবং কলিযুগের উৎপত্তিসময়ে জ্ঞাতিমিত্রাদির উচ্ছেদ করায় ১৮ জন রাজা কুলাঙ্গার বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, যেমন—চীনদের রাজা ধৌতমূলক, চন্দ্রবৎসদের রাজা ধারণ, ইত্যাদি (১১-১৭ শ্লোক)। ধৌতমূলক অর্থাৎ 'পূয়ম্'। ঐরূপ দুর্নীতি রাজরক্তের বিকৃতিবিশেষ ভাবিয়া চীনের লোকেরা তাঁহাকে 'পূয়ম্' বলিতেন। রাজা হইবার পর সীন্‌হোয়াম্‌কে এবং পরে ধার্ম্মিকপ্রবর ফোহিকে রাজ্যভার অর্পণ করায় ভারতে তিনি ধৌতমূলক বলিয়া অভিহিত হন। চীনদেশীয় ঐতিহাসিকদের মতে খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি রাজত্ব করিতেন। সুতরাং 'সংখ্যাহ্নাদেশে শতম্' ন্যায়ানুসারে ইঁহার ৩১ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয়ত্ব অনুপপন্ন নহে।

গণনাপূর্ব্বক বরাহমিহির বলেন, ৬৫৩ কল্যব্দে (অর্থাৎ ২৪৪৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরব্ধ হয়। অতএব তাঁহার মতে ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে দ্বাপরের শেষ এবং কলির প্রারম্ভ বুঝিতে হইবে। চৈনিক ইতিহাস হইতে ধৌতমূলকের স্থিতিকাল অবগত হওয়ায় ভীমের বাক্যে

বা বরাহমিহিরের সিদ্ধান্তে অনাস্থা দেখাইবার অবকাশ নাই। এইজন্য ধারণিকে আমরা ৩০ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীয় বলিয়া মনে করি।"

৪১ পৃষ্ঠার ২৭ পংক্তিতে 'ব্যাড্যুপজ্ঞং দুষ্করণম্' এই অংশের পাদটীকা—"কেহ কেহ বলেন—'দুষ্করণং ব্যাকরণং কামশাস্ত্রমিতি' (পদমঞ্জরী ৪।৩।১১৫)। ব্যাখ্যা স্বস্থ নহে। আর ব্যাড়িও কামশাস্ত্রের প্রবক্তা নহেন।"

৫৪ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে 'কাশকৃৎস্নং গুরুলাঘবম্' এই অংশের পাদটীকা—"কাশকৃৎস্নং গুরুলাঘবম্' অর্থাৎ কাশকৃৎস্নং ব্যাকরণং যত্র শব্দসংস্কারোপায়ানাং গৌরবং লাঘবং চ চিন্তিতম্।"

৭০ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে—'বিশ্লষ্টি' স্থলে 'বিশ্লিষ্ট' পঠনীয়।

৮৪ পৃষ্ঠার শেষে 'পিবতি মধূনি···ইতি পিকঃ' এই অংশের পাদটীকা—"মহাভারতে আছে —'মধ্বাকর্ষঃ শকুনিঃ' (উদ্যোগ ৪০।৯ বোম্বাই সং)। ইহাতে সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ বলিয়াছেন— 'মধ্বাকর্ষঃ শকুনিঃ কোকিলঃ। 'মধুপঃ কোকিলঃ পিকঃ' ইতি বচনাৎ।' (ভারতার্থপ্রকাশ)"।

মূল

২০ পৃষ্ঠায় 'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌ ··' ইত্যাদি শ্লোকের পাদটীকা—"নিরুক্তশাস্ত্রে যে শব্দা ব্যুৎপাদ্যন্তে তেষাং পৃষোদরাদিত্বাদেব সাধুত্বমিষ্যত ইত্যয়ং শ্লোকঃ পঠিতঃ। অপূর্ব্বস্য বর্ণস্য বিধানং বর্ণাগমঃ, যথা—কৌ জীর্য্যতীতি কুঞ্জর ইত্যত্র কুশব্দস্য মুগাগমঃ। বর্ণবিপর্য্যয়ো বর্ণস্থানব্যত্যাসঃ, যথা—হিনস্তীতি সিংহ ইত্যত্র পচাদ্যচি কৃতে হকার-সকারয়োঃ স্থানব্যত্যাসঃ। বর্ণবিকারো বর্ণস্য রূপান্তরাপত্তিঃ, যথা—ষোড়শেত্যত্র ষকারস্যোত্বরূপাপত্তি র্দকারস্য চ ডকার-রূপাপত্তিঃ। বর্ণনাশো বর্ণস্য লোপঃ, যথা—পৃষন্তি জলকণা উদরে যস্য স পৃষোদর ইত্যত্র তকারস্য লোপঃ। ধাতো স্তদর্থাতিশয়েন যোগঃ—যস্য ধাতো র্যোঽর্থঃ প্রসিদ্ধ স্তস্মাদর্থাদর্থান্তরেণ যোগঃ, যথা—গচ্ছতি সলীলং গমে গৌরিত্যৌণাদিকডোপ্রত্যয়ে গৌরিত্যত্র গম্‌ধাতো র্গমনার্থ-বিশেষেণ সলীলগমনেন যোগঃ। নিশ্চয়েনোচ্যতেঽর্থোঽনেনেতি নিরুক্তং নির্ব্বচনপ্রকারঃ।"

৮০ এবং ৬৩৯ পৃষ্ঠায়—'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃ' ও 'যুষ্মৎ···' স্থলে 'যুষ্মত্তত্ততক্ষুঃ' (পাং ৮।৩।১০৩)।

১৩৯ " ১৫ " —'দুর্গাচার্য্য' স্থলে 'দুর্গাদাস' পঠনীয়।

২০০ " ১৩ " —'দ্বন্দ্ব' শব্দের পূর্ব্বে 'ন' পঠনীয়।

২০২ " 'মাতরপিতরাভ্যাম্' পদসম্বন্ধীয় পাদটীকার শেষে যোজনীয়াংশ—'তবে ক্রমদীশ্বরের 'পিতুশ্চ পিতর ইতি ক্ষপণকঃ' (সমাস ৪০৭) সূত্র বা জৈন শাকটায়নের 'মাতরপিতরং দ্বন্দ্বে বা' (২।২।৩০) সূত্র অনুসরণপূর্ব্বক 'মাতরপিতরাভ্যাম্'পদ সমর্থন করা যায়, কিন্তু উহা অপাণিনীয়।'

২৫০ পৃষ্ঠার ২২ পংক্তিতে—'পক্ষত্রয়' স্থলে 'ত্রিকপক্ষ' পঠনীয়।

৩২১ " ১৪ " 'সঙ্কর্ষকাণ্ড'শব্দের পাদটীকা—"সঙ্কর্ষণং সঙ্কর্ষো বা সঙ্কলীকরণং বিপ্রকীর্ণানাং বেদাদিশাস্ত্রবাক্যার্থানামস্মিন্ কাণ্ডে প্রতিপাদ্যত ইতি ব্যুৎপত্তিঃ।"

৩২৭ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তিতে—'ষটম্' স্থলে 'ষটঃ' পঠনীয়।
৩৩৮ „ ২৩ „ —'পুষাঃ' স্থলে 'পুষঃ' পঠনীয়।
৪১৬ „ ১৯ „ —'কীলহর্ণোক্ত' স্থলে 'কল্‌হণোক্ত' পঠনীয়।
৪৫৫ পৃষ্ঠায় 'শব্দানুশাসন' পদের পাদটীকা—"শব্দোঽনুশাস্যতে বিবিচ্য বোধ্যতেঽনেনেতি শব্দানুশাসনং শাস্ত্রম্। অনুপূর্ব্বো হি শাসি বিবিচ্য জ্ঞাপনে দৃষ্টঃ। উক্তং চ—

বিবিক্তাঃ সাধবঃ শব্দাঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগতঃ।
জ্ঞাপ্যন্তে যেন তচ্ছাস্ত্রমত্র শব্দানুশাসনম্॥"

৪৭৪ পৃষ্ঠার ২৬ পংক্তিতে—'তালব্যবর্গ' স্থলে 'তালব্যবর্ণ' পঠনীয়।
৪৭৮ „ ১৯ „ —'২৮-ময়্' স্থলে '২৯-ঋয়্' পঠনীয়।
৪৭৮ „ ২৪ „ —'শয়্' স্থানে 'চয়্' পঠনীয়।
৪৮০ „ ৫ „ 'এম্' সংজ্ঞার পাদটীকা—"যমি এ'মস্তেষনিডেক ইষ্যতে' ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ (শব্দকৌস্তভ ২ প্রত্যাহারাহ্নিক)।'

৪৮০ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তিতে—'রামচন্দ্রের মতানুসারে' এই অংশ বর্জ্জনীয়।
৪৮৪ „ ১৭ „ —'প্রতিষ্ঠতি' স্থলে 'প্রতিতিষ্ঠতি' পঠনীয়।
৫১৩ „ ১৬ „ —'নৃগ'শব্দের পাদটীকা যোজনীয়া—"ন্‌ন্ গচ্ছতি ধনাদি দাতুং প্রাপ্নোতীতি নৃগঃ। অতো হি লোকানাং শরণ্যমিত্যর্থ স্তাৎপর্য্যত উপলভ্যতে। 'ডপ্রকরণেঽন্যেষপি দৃশ্যতে' (পা০ ৩।২।৪৮) ইতি বার্ত্তিকেন কর্ম্মোপপদাদ্ গমেঃ কর্ত্তরি ডঃ। অপিশব্দ ইহ সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থঃ। দৃশিগ্রহণং তু প্রয়োগানুসরণার্থম্। প্রয়োগশ্চ—'স্ত্র্যগারগোঽশ্নুতে……ধ্বংসতে গুরুতল্পগঃ' ইতি।"

৫২০ পৃষ্ঠার ২৬-৭ পংক্তিতে—'সর্ব্বধাতুকাসু' স্থলে 'সার্ব্বধাতুকাসু' পঠনীয়।
৫২১ পৃষ্ঠায় 'তদর্হমিতি নারব্ধম্…' ইত্যাদির পাদটীকা—"প্রাচীনেরা বলিতেন—

তদর্হমিতি নারব্ধং সূত্রং ব্যাকরণান্তরে।
সম্ভবত্যুপমাঽত্রাপি ভেদস্য পরিকল্পনাৎ॥"

৫২৪ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তিতে—'কস্মৈব' স্থলে 'কর্ম্মৈব' পঠনীয়।
৫২৫ পৃষ্ঠায় 'ব্যাড়ি' নামের পাদটীকা—"অড়ো বৃশ্চিকলাঙ্গুলম্, তেন চ তৈক্ষ্ণ্যং লক্ষ্যতে। বিগতোঽড়ো ব্যড়স্তস্যাপত্যং ব্যাড়িঃ। (পদমঞ্জরী ২।৩।২১)।"
৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে—'রোধয়' স্থলে 'রোপধয়ো' পঠনীয়।
৫৬৩ „ শেষে 'রূঢ়ি' শব্দের পাদটীকা—

'শব্দাত্মিকা সতী রূঢ়ি র্ভবেদ্ যোগাপহারিণী।
কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥ (কুমারিল)'।

৬৪০ „ ১৬ পংক্তিতে—'হমাবৃত্তি' স্থলে 'মহাবৃত্তি' পঠনীয়।
৬৬৪ „ ৬ „ —'পুষ্পদন্ত' স্থলে 'ভারত' পঠনীয়।
৭০৭ পৃষ্ঠায় —'ওয়াসিলজু' স্থলে 'ওয়াসিল্যু' পঠনীয়।
৭২৬-৭ „ 'উমাস্বাতি' স্থলে 'সমন্তভদ্র' পঠনীয়।
৭২৬ „ পাদটীকা বর্জ্জনীয়া।

Some Abbreviations.

A. J. P.—American Journal of Philology.
Alberuni—Alberuni's India by Dr. Edward C. Sachau.
A. S. B.—Asiatic Society of Bengal.
A. S. S. G.—The Aindra School of Sanskrit Grammarians by Dr. A. C. Burnell.
Dowson—Dowson's Hindu Classical Dictionary.
E. H. I.—Elphinstone's History of India.
Ep. Indi.—Epigraphia Indica.
G. O. S.—Gaekwad's Oriental Series.
H. S. L.—A History of Sanskrit Literature by A. B. Keith.
I. H. Q.—Indian Historical Quarterly.
I. O. Cat.—India Office Catalogue.
Majumdar's Hindu History—The Hindu History by A. K. Majumdar.
Megasthenes—J. W. McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.
M. W.—Monier Williams.
S. G. Intro.—Introduction to Whitney's Sanskrit Grammar.
S. S. G.—Belvalkar's Systems of Sanskrit Grammar.
Takakusu's I-tsing—Takakusu's Translation of 'A Record of the Buddhist Religion as practised in India and Malaya Archipelago, by I-tsing.
Vid's I. L.—Indian Logic by Vidyabhusan.
Watt's Yuan Chwang—On Yuan Chwang by Thomas Watters.

কতকগুলি সঙ্কেতের পরিচয়।

অ০ = অধ্যায়
অ০ উ০ = অমৃতনাদোপনিষৎ
অ০ বে০ = অথর্ব্ববেদ
আ০ = আখ্যাতবৃত্তি
উ০ = উপনিষৎ
উণ্ = উণাদি
ঋ = ঋগ্বেদ
কঠ০ = কঠোপনিষৎ
কা০ = কাতন্ত্র
কা০ বৃ০ = কাত্থকীয় বৃহদ্দেবতা
গো০ ব্রা০ = গোপথব্রাহ্মণ
চ০ = চতুষ্টয়
ছা০ উ০ = ছান্দোগ্যোপনিষৎ
জৈ০ সূ০ = জৈমিনিসূত্র
তৈ০ আ০ = তৈত্তিরীয় আরণ্যক
পা০ = পাণিনি বা পাণিনীয়
প্র০ = প্রকরণ বা প্রকীর্ণক
প্র০ কৌ০ = প্রক্রিয়াকৌমুদী
প্র০ প্র০ = প্রকীর্ণপ্রকাশ
বৃ০ উ০ = বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
ব্রা০ = ব্রাহ্মণভাগ
মু০ = মুগ্ধবোধ
যজু০ স০ = যজুর্ব্বেদসংহিতা
রক্ষিত = মৈত্রেয়রক্ষিত
রসতরঙ্গিণীকার = ১২ খৃঃশতাব্দীর ভানুদত্ত
বাক্য০ = বাক্যপদীয়
বে০ সূ০ = বেদান্তসূত্র
স০ = সংস্করণ
স০ স০ = সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ
সা০ = সামবেদ